আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের
সংক্ষিপ্ত
ইতিহাস

[*Bengali Translation of the Book*
THE POCKET HISTORY OF THE UNITED STATES
By
ALLAN NEVINS AND HENRY STEELE COMMAGER]

এ্যালান নেভিন্‌স
ও
হেনরি ষ্টিল কমাগার

অনুবাদক :
আশু চট্টোপাধ্যায়

পার্ল পাব্লিকেশন্‌স্‌ প্রাইভেট লিমিটেড
বোম্বাই-১
মূল্য এক টাকা

প্রথম বাঙলা সংস্করণ
১৯৬০

প্রকাশক :
জি. এল. মিরচন্দানি
পার্ল পাব্লিকেশন্স্ প্রাইভেট লিমিটেড
২৪৯, ডক্টর দাদাভাই নৌরজী রোড
বোম্বাই-১

মুদ্রক :
শ্রীবীরেন সিমলাই
মডার্ন ইণ্ডিয়া প্রেস
৭, রাজা সুবোধ মল্লিক স্কোয়ার
কলিকাতা-১৩

সূচিপত্র

অধ্যায় পৃষ্ঠা

মানচিত্র-সূচি

পৃষ্ঠা

মুখবন্ধ

আমেরিকা অন্ধকারের গর্ভ থেকে ইতিহাসের পাতায় উঠে এসেছিল মাত্র চার শতাব্দী আগে। বৃহৎ জাতিগুলির মধ্যে এটি নবীনতম, তবু বহু বিষয়ে সবচেয়ে চিত্তাকর্ষক। চিত্তাকর্ষক এই অর্থে যে এর ইতিহাস জাতির ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি, তা সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ইতিহাসকে আমাদের কাছে এনে দেয়। এটি এই জন্য চিত্তাকর্ষক যে, সাম্রাজ্যবাদ, জাতীয়তাবাদ, উপনিবেশ স্থাপন, শিল্পবাদ, বিজ্ঞান, ধর্ম, গণতন্ত্র এবং ব্যক্তিস্বাধীনতা প্রভৃতি যেসব বিরাট ঐতিহাসিক শক্তিগুলি এবং ঘটনাগুলি আধুনিক জগৎকে রূপ দিয়েছে, সেগুলি এরই ইতিহাসের পৃষ্ঠাগুলিতে জীবন্ত হয়েছিল এবং যেহেতু সমাজের উপর এই শক্তিগুলির প্রতিক্রিয়া অন্য জাতির ইতিহাসের চেয়ে এই দেশের ইতিহাসে স্পষ্টতর ভাবে প্রতিফলিত হয়েছে। এটি চিত্তাকর্ষক এই কারণে যে এটির তারুণ্য সত্ত্বেও এটি এযুগের প্রাচীনতম সাধারণতন্ত্র এবং প্রাচীনতম গণতন্ত্র; এটি পৃথিবীর প্রাচীনতম লিখিত সংবিধানের অধীনে জীবন যাপন করে। এটি চিত্তাকর্ষক, কারণ এর জীবনের ঊষাকাল থেকে এর লোকেরা একটি বিশেষ ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে সচেতন, কারণ মানবজাতির আশা-আকাঙ্ক্ষা এরই সংগে যুক্ত হয়েছে এবং কারণ এটি সেই ভবিষ্যতের প্রতিশ্রুতি পূরণে ব্যর্থ হয়নি ও সেই আশা-আকাঙ্ক্ষাগুলির অনুপযুক্ত হয়ে ওঠেনি।

আমেরিকার কাহিনী হচ্ছে বন্য আবহাওয়ার উপর এক প্রাচীন সংস্কৃতির প্রতিক্রিয়ার কাহিনী। আমেরিকা যেন ইতিহাসের প্রথম ছ' হাজার বছর লাফিয়ে পার হয়ে এসে পরিণত ও সাহসী ভাবে ঐতিহাসিক দৃশ্যে অবতীর্ণ হয়েছে; কারণ সেখানে প্রথম ঔপনিবেশিকেরা আদিম বন্য প্রকৃতির ছিল না, তারা ছিল সুসভ্য মানুষ এবং তারা সেখানে বহু শতাব্দীর প্রাচীন সভ্যতা এনে রোপণ করেছিল। তবু নতুন পৃথিবী পুরনো পৃথিবীরই অনুরূপ নয়; এর প্রথম ঔপনিবেশিকেরা এটি সম্পর্কে যা আশা করেছিল, এর প্রতিষ্ঠাতা পূর্বপুরুষেরা এটির সম্পর্কে যা পরিকল্পনা করেছিল, এটি ছিল তাই—ইতিহাসে একটা নতুন কিছু। ঔপনিবেশিকেরা আটলান্টিক মহাসাগর থেকে সূর্যকরোজ্জ্বল প্রশান্ত মহাসাগর পর্যন্ত প্রসারিত যে অপরাজিত অরণ্যের সম্মুখীন হয়েছিল তা তাদের রক্তে সঞ্চিত

সংস্কারগুলির পরিবর্তন সাধন করেছিল এবং জাতি উপজাতির মধ্যে পরস্পরের সঙ্গে মিশ্রণে সংস্কৃতির উত্তরাধিকার পরিবর্তিত হয়েছিল। আমেরিকা জাতি-মিশ্রণের, পরধর্ম সহিষ্ণুতার, সামাজিক সাম্যের, অর্থনৈতিক সুযোগের এবং রাজনৈতিক গণতন্ত্রের একটি দুঃসাহসিক গবেষণা।

ইউরোপের ঐতিহাসিকরা ও ভ্রমণকারীরা আমেরিকাবাসীর গুণাবলী অকুণ্ঠ ভাবে স্বীকার ক'রে অনেকদিন থেকেই ব'লে আসছেন যে আমেরিকার ইতিহাস বর্ণহীন, বৈচিত্র্যহীন এবং সৌষ্ঠবহীন। এটি বরং অপূর্ব ভাবে নাটকীয়, ঘটনাবহুল, এবং সাহসিক পটভূমিকায় রচিত। ছোট ছোট কয়েকটি দলের একটি মহাদেশের মধ্যে নিজেদের দ্রুত ছড়িয়ে দেওয়া এবং কয়েকটি ক্ষুদ্র উপনিবেশের সবচেয়ে শক্তিশালী জাতিতে পরিণত হওয়ার নাটকীয় ঘটনার তুলনা আধুনিক ইতিহাসে আর পাওয়া যায় না। আমাদের পার্বত্য পথগুলি সামন্তযুগের দুর্গগুলির মতোই লক্ষণীয়, আমাদের শহরের সভাগুলিতে রাজসভার সমারোহ, দেশের অভ্যন্তর অঞ্চলের দিকে লোকেদের সাগ্রহ ছুটে যাওয়া নর্ম্যান বা সারাসেনদের অভিযানের মতোই উত্তেজনাময় এবং ওয়াশিংটন, জেফারসন ও লিঙ্কন প্রমুখ আমাদের জাতীয় বীরেরা অন্য যেকোনো জাতির বীরদের পাশে সগৌরবে দাঁড়াতে পারেন।

এই ইতিহাস সাধারণ পাঠকদের জন্য লেখা হয়েছে; বিদ্যার্থীর জন্য নয়। এর মধ্যে কোনো গবেষণার বা নতুন তথ্য উদ্ঘাটনের দাবি নেই। আমেরিকান জাতির একটি ছোট ইতিহাসের প্রয়োজন মেটাবার জন্যই এটি লেখা হয়েছে। যদি এর মধ্যে কোনো বক্তব্য থাকে তা হচ্ছে এই যে—এটি এমন একটি জাতির ইতিহাস যাদের স্বাধীন হ'তে চাইবার মতো বুদ্ধি আছে এবং সেটি পাবার জন্য যাদের কষ্ট করবার ও সংগ্রাম করবার আগ্রহ আছে।

অ্যালান নেভিন্স
হেনরি স্টিল কমাগার

প্রথম অধ্যায়

উপনিবেশ স্থাপন

উত্তর আমেরিকার প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্য। আমেরিকায় ইংরেজ উপনিবেশ স্থাপন আরম্ভ হয়েছিল ১৬০৭ খ্রীষ্টাব্দের এপ্রিল মাসের কোনো এক অপরূপ প্রত্যূষে, যখন চেসাপিক বে'র মোহনার কাছে ক্যাপ্টেন ক্রিস্টোফার নিউপোর্টের তিনটি ঝঞ্ঝাবিক্ষুব্ধ জাহাজ এসে নোঙর ফেলেছিল আর নাবিকেরা মৃত্তিকার উপর পদার্পণ ক'রে সেখানকার "সুন্দর প্রান্তর, ঋজু দীর্ঘ বৃক্ষরাজি আর নির্মল জলধারা" দেখে সুখবিহ্বল হয়ে পড়েছিল। এই জাহাজেই ছিলেন আর্ল অব নর্দাম্বারল্যাণ্ডের সুশ্রী আর তৎপর পুত্র জর্জ পার্সি এবং ক্যাপ্টেন জন স্মিথ। পার্সি লিখে রেখে গেছেন যে, তাঁরা দেখেছিলেন মহিমময় অরণ্য আর কুসুমাস্তীর্ণ প্রান্তর; পেয়েছিলেন "ইংল্যাণ্ডের চেয়ে চারগুণ বৃহত্তর ও স্বাদুতর" স্ট্রবেরি ফল, "খুব বড় এবং খেতে মনোহর" ঝিনুক, শিকারের উপযোগী ছোট ছোট জন্তু এবং "অসংখ্য টার্কি মোরগের বাসা আর ডিম।" আর তাঁরা পেয়েছিলেন আদিবাসী ইণ্ডিয়ানদের এক শহর, যেখানকার বন্য অধিবাসীরা এনে দিয়েছিল আটার রুটি, তামাক সেজে এনেছিল মাটির নল দেওয়া তামার গড়গড়ায়। কিছুদিন ভার্জিনিয়ার এই নব অভিজ্ঞতা ভারী চিত্তাকর্ষক লেগেছিল। পার্সি'র মতামত থেকে আমরা জানতে পারি আগন্তুকেরা বহু উজ্জ্বল বর্ণের পাখী দেখে, ফলমূল ও সুস্বাদু মাছ খেয়ে আর মনোমুগ্ধকর দৃশ্যাবলী দেখে কিরূপ আনন্দিত হয়েছিল। তারপর এই উচ্ছ্বসিত কাব্যপূর্ণ বিবরণটি সহসা আর্তনাদ ক'রে থেমে যায়; কারণ তিনি বিবরণ দেন কিভাবে "ধনুকগুলো মুখে ধ'রে আদিবাসীরা ভালুকের মতো হামাগুড়ি দিয়ে পাহাড় থেকে নেমে এসে ঔপনিবেশিকদের আক্রমণ করেছিল; কিভাবে সর্বাঙ্গ ফুলে ওঠা, জ্বর প্রভৃতির কবলে তারা পড়ে; নিছক খাদ্যাভাবে কিভাবে কত লোক মারা যায় আর তাদের মৃতদেহগুলিকে সমাধিস্থ করবার জন্য সেগুলিকে ঘর থেকে কুকুরের মতো টেনে নিয়ে যাওয়া হয়।"

আমেরিকায় একটি নতুন জাতির গোড়াপত্তন ছুটির দিনের খুশির কাজ ছিল

না। সে কাজ ছিল ভয়ংকর, বিপদসংকুল, শ্রমসাধ্য ও ধূলিমলিন। সেটি ছিল এক অসমতল মহাদেশ, তার পূর্বদিকের এক-তৃতীয়াংশ জুড়ে নিরন্ধ্র ঘন অরণ্য; তার পর্বত, নদনদী, হ্রদ এবং প্রসারিত প্রান্তরগুলি সবই বিশাল; তার উত্তরাংশে হিংস্র শীত দক্ষিণাঞ্চলে প্রজ্বলিত গ্রীষ্ম; সেখানে অজস্র বন্য জন্তু, আর মানুষেরা যুদ্ধপ্রিয় নির্দয় এবং বিশ্বাসঘাতক। সংস্কৃতিতে তারা প্রস্তরযুগীয়। বহু বিষয়েই এটি ছিল যেন নিষিদ্ধ দেশ। সংকটময় সমুদ্রপথ উত্তীর্ণ হয়ে যেকটি জাহাজ এ-দেশে পৌঁছাত, তার সমসংখ্যক জাহাজের হ'ত সলিল-সমাধি। কিন্তু এত অসুবিধা সত্ত্বেও কোনো উদ্যমশীল ও উন্নতিশীল জাতির বাসস্থান হবার এটিই ছিল উপযুক্ত স্থান।

উত্তর আমেরিকা মোটের ওপর একটি ত্রিকোণ মহাদেশ, যার বিস্তৃততম সুজলা-সুফলা অঞ্চলটি ষষ্ঠবিংশতি এবং পঞ্চপঞ্চাশৎতম সমান্তরালের মধ্যে পড়ে। এখানে জলহাওয়া স্বাস্থ্যকর, ঈষদুষ্ণ গ্রীষ্মে প্রচুর শস্য জন্মায় এবং শীতে মানুষেরা কর্মচঞ্চলতায় উদ্বুদ্ধ হয়। ইউরোপের লোকেরা এখানে অতি সহজেই নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করতে পেরেছিল, পারিপার্শ্বিকের সংগে নিজেদের খাপ খাওয়াবার জন্য বিশেষ কষ্ট স্বীকার করতে হয়নি। তারা তাদের প্রধান খাদ্যগুলি নিজেরাই তৈরি ক'রে নিত—সেগুলি ছিল গম, যই, রাই, বীন, গাজর ও পেঁয়াজ। এই নতুন দেশে তারা দু'টি মহামূল্যবান খাদ্য আবিষ্কার করেছিল—ভুট্টা আর আলু। স্থানীয় শস্য মে মাসে রোপণ করলে জুলাই মাসে তা ফলন্ত হয়ে উঠত আর পরে তা থেকে গো-মহিষ পেত তাদের খাদ্য, ঔপনিবেশিকেরা পেত খড়ের বিছানা এবং অতুলনীয় শস্যসম্পদ। চারদিকে শিকারের অজস্র লক্ষ্যবস্তু, লক্ষ লক্ষ হরিণ আর বাইসন চতুর্দিকে ঘুরে বেড়াচ্ছিল, পথিক পায়রাদের ঝাঁকে আকাশ হয়ে থাকত অন্ধকার। তীরের কাছেকাছে সমুদ্রজলে ছিল অগণিত মাছ। যথাসময়ে অনুসন্ধানের ফলে জানা গেল যে উত্তর আমেরিকায় যত লোহা, তামা, কয়লা এবং পেট্রোলের খনি ছিল, এমন আর কোনো মহাদেশেই ছিল না। এর অরণ্যগুলি ছিল সীমাহীন, সমতল পূর্ব উপকূলে ছিল অনেক বন্দরের আশ্রয়; সেণ্ট লরেন্স, কনেটিকাট, হাডসন, ডেলাওয়ার, সাসকেহানা, পোটোম্যাক, জেমস, পী-ডী, সাভানা প্রভৃতি প্রশস্ত নদীগুলির সাহায্যে মহাদেশের ভিতর ঢোকা সহজ ছিল। এই অঞ্চলে বসতি ক'রে প্রাধান্য বিস্তার এমন কিছু শ্রমসাধ্য ব্যাপার ছিল না।

এই মহাদেশের কতকগুলি প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্য আমেরিকান জাতির ভবিষ্যতের উপর সুস্পষ্ট রেখাপাত করেছিল। আটলাণ্টিক উপকূলস্থ বহু উপসাগর আর নদীগুলির জন্য, কয়েকটি বৃহৎ উপনিবেশের স্থলে অনেকগুলি ছোট ছোট বসতি গ'ড়ে উঠেছিল। এইরূপ পনেরটি বসতি অবিলম্বে সুপ্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, তাদের মধ্যেই ছিল নোভা স্কটিয়া এবং কোয়েবেক। ইতিহাসের প্রথম প্রত্যূষে এগুলিই

আমেরিকাকে দিয়েছিল বহু বিচিত্র রীতি-নীতি। প্রতিটি বসতি নিজের বৈশিষ্ট্যে দৃঢ়মূল হয়ে রইল। যখন স্বাধীনতা এল, তখন এই রকম তেরটি অঞ্চলের জাতির পক্ষে রাষ্ট্র-সংযুক্তি ছাড়া উপায় রইল না। উপকূলবর্তী প্রান্তরের পিছনে দাঁড়িয়ে আছে এ্যাপালেসিয়ান গিরিশ্রেণী। এই পর্বত এমনিই দুরতিক্রম্য ছিল যে সেটির ওধারে যাবার জন্য শক্তিব্যয় করবার আগে উপকূলস্থ বসতিগুলি ঘনতর এবং অধিবাসীরা আরো বেশী কষ্টসহিষ্ণু হয়ে উঠল এবং স্বকীয় প্রকৃতিতে সুপ্রতিষ্ঠিত হ'ল। যখন তারা পশ্চিমদিকে অগ্রসর হ'ল, পর্বত পার হয়ে তারা সামনে দেখল একটি বিস্তৃত সমতল ভূমি, সেটি মিসিসিপি নদীর অববাহিকা। এই অঞ্চলটি পরিমাণে যুক্তরাষ্ট্রের অর্ধেক স্থান এবং তার চাষ করা জমির অর্ধেকের বেশী স্থান জুড়ে ছিল। এটি এত সমতল যে এখানে যাতায়াত ছিল অতি সহজ, বিশেষ ক'রে যেহেতু এটির পূব থেকে পশ্চিমে চলে গিয়েছিল অনেকগুলি জলপথ—যথা, উইসকনসিন, আয়ওয়া, ইলিনয়, ওহায়ো কাম্বারল্যাণ্ড, টেনেসি আরকানসাস এবং রেড নদী—এবং উত্তর থেকে দক্ষিণে জলপথ ছিল মিসিসিপি-মিজুরি নদী-গোষ্ঠী। ঔপনিবেশিকেরা অবলীলার সংগে এই অববাহিকায় যাতায়াত করত। সমুদ্রের তীরবর্তী অঞ্চলগুলি থেকে এবং পশ্চিম ইউরোপের দেশগুলি থেকে লোকেরা এসে সমান অধিকার নিয়ে সকলের সংগে মিলিত ভাবে এই অঞ্চলে বসবাস করতে শুরু করল। স্থানটি হয়ে উঠল একটি নতুন গণতন্ত্রের এবং নব্য আমেরিকার মনোভাব বিকাশের আশ্রয়-স্থল।

আরও পশ্চিমে ছিল উচ্চ সমতল ভূমি, সেখানকার শুষ্ক আবহাওয়া এবং অদূরবর্তী প্রস্তরাকীর্ণ পাহাড়গুলি বহুদিন পর্যন্ত ঔপনিবেশিকদের অগ্রগমন ব্যাহত ক'রে রেখেছিল। শেষপর্যন্ত এইসব অনতিউর্বর অঞ্চলগুলি আদিবাসীদের কাছ থেকে ছিনিয়ে নেবার কয়েক দশক পূর্ব থেকেই সুদূর প্রশান্ত মহাসাগরের উপকূলবর্তী ঢালু জায়গাগুলির সোনা এবং অন্যান্য খনিজবস্তু বহু দুঃসাহসিককে প্রলুব্ধ করেছিল। বিস্তৃত বিরলবসতি অঞ্চলের দ্বারা যখন যুক্তরাষ্ট্রের অন্যান্য স্থান থেকে ক্যালিফোর্নিয়া এবং অরেগন বিচ্ছিন্ন ছিল, তখনও প্রথমোক্ত অঞ্চলটি জনবহুল এক শক্তিশালী রাষ্ট্র হিসাবে গ'ড়ে উঠেছিল। কিন্তু এই বিভাগ-রেখা অঞ্চলটি বেশী দিন জনশূন্য থাকেনি। বন্যমহিষ-শিকারীদের অনুসরণ ক'রে গবাদি পশুপালকেরা অনতিবিলম্বেই সমতল ভূমিতে বসতি স্থাপন ক'রে ফেলল। তারপর সেই তরুলতা-শূন্য দেশটিকে উদ্ধার করবার জন্য যখন রেলপথে কাঁটাতার, বায়ুচালিত কল, তক্তা এবং কৃষিকার্যের উপকরণগুলি এসে পেঁছাল তখন বসতি ঘন হয়ে উঠল। জল-সেচিত ক্ষেতখামারগুলির সংখ্যা বাড়ল। ১৮৯০ খৃষ্টাব্দ নাগাদ এই সীমান্ত

স্থানটি একপ্রকার অন্তর্ধান করেছিল এবং "উদ্দাম পশ্চিমের" আর সন্ধান পাওয়া যেত না।

গোড়া থেকে এটা যেন ঠিক করাই ছিল যে আমেরিকায় উপনিবেশ স্থাপন চলবে পূব থেকে পশ্চিমদিকে। আটলাণ্টিক সমুদ্র-তীর থেকে আরম্ভ ক'রে সেণ্ট লরেন্স ও গ্রেট লেক্স নামে যে জলপথ দুটি দিয়ে অতি সহজে দেশের মর্মস্থলে পৌঁছান যেত, সেদুটি পূব থেকে পশ্চিম দিকেই গেছে। উত্তর এ্যাপালেসিয়ান পর্বতে যে মহক উপত্যকায় পরবর্তীকালে ঈরি প্রণালী কাটা হয়েছিল, সেটিরও গতিপথ পূব থেকে পশ্চিমে। বসতি বিস্তারের তৃতীয় ধমনী ওহায়ো উপত্যকাটিও পশ্চিমাভিমুখী। আটলাণ্টিক থেকে রকি পর্বতমালা পর্যন্ত উপনিবেশ স্থাপন অক্ষাংশের সমান্তরাল পথেই অগ্রসর হয়েছে। এটাও প্রায় অমোঘ ভবিতব্য ছিল যে অগ্রগামী ইংরেজ-ভাষাভাষী আমেরিকানদের সামনে লুইজিয়ানায় ফরাসী আধিপত্য এবং ক্যালিফোর্নিয়া ও দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলে মেক্সিকোর আধিপত্য বুদবুদের মতো মিলিয়ে যাবে। এমন কি সেই উপনিবেশ স্থাপনের গোড়ার দিকেই দূরদৃষ্টিসম্পন্ন ব্যক্তিরা বলেছিলেন ওহায়ো উপত্যকার উপর যাদের আধিপত্য থাকবে তারাই এক-দিন মিসিসিপি শাসন করবে। এটাও প্রায় সমানভাবে সত্য ছিল যে মিসিসিপির অববাহিকার অধিপতিরাই একদিন এটির পশ্চিমের সমগ্র অঞ্চলটির ভাগ্যনিয়ন্ত্রণ করবে। প্রচুর জনসংখ্যা এবং উন্নততর উদ্যম নিয়ে আমেরিকানরা তাদের এই ভৌগোলিক সুবিধার পূর্ণ সুযোগ গ্রহণ করেছিল।

শ্বেতাঙ্গ ঔপনিবেশিকদের পক্ষে এটা একটা সৌভাগ্যের কথা ছিল যে উত্তর আমেরিকার আদিম অধিবাসী ইণ্ডিয়ানরা সংখ্যায় এত অল্প এবং সভ্যতার দিক থেকে এত পিছনে প'ড়ে ছিল যে তারা উপনিবেশ স্থাপনে বিশেষ বাধাস্বরূপ হয়ে উঠতে পারেনি। তারা উপনিবেশ স্থাপনের বিপক্ষতা করেছে, বিলম্ব করিয়ে দিয়েছে, কিন্তু আসলে তারা কোনোদিন তার গতিরোধ করতে পারেনি। যখন ইউরোপের লোকেরা প্রথম এসে হাজির হয়, তখন মিসিসিপির পূর্বদিকে আদিবাসীর সংখ্যা দু'লক্ষর বেশী ছিল না এবং মেক্সিকোর উত্তরে সমগ্র মহাদেশে তাদের সংখ্যা ছিল পাঁচ লক্ষের অনধিক। অস্ত্র হিসাবে শুধু তীর-ধনুক, কুঠার আর গদা নিয়ে, রণ-কৌশল হিসাবে শুধু ঝোপে-ঝাড়ে লুকিয়ে থেকে সুসজ্জিত এবং সাবধানী শ্বেতাঙ্গদের সঙ্গে পেরে ওঠা তাদের পক্ষে সম্ভব ছিল না। তাছাড়া প্রকৃতিকে জয় করার কোনো ক্ষমতাই তারা দেখাতে পারেনি এবং যেহেতু তারা মাছ ধ'রে আর শিকার ক'রে জীবিকার্জন করত, সম্পদের দিক থেকে তাদের অবস্থা ছিল বিপজ্জনক। মেক্সিকোর উত্তরে উনষাটটি পরিবারে বিভক্ত শতশত উপজাতিগুলির এমন লোক-সংখ্যা ছিল না যে তারা একটা রণনিপুণ দল তৈরি করতে পারে। আদিবাসীদের

সবচেয়ে শক্তিশালী দল ছিল ইরোকুই পরিবারের পাঁচটি (পরে ছ'টি) জাতি। এদের শক্তিশালী আস্তানা ছিল নিউ ইয়র্কের পশ্চিম অংশে, এদের মন্ত্রণা-সভা ছিল এবং সবসময় এরা এমন একটা যুদ্ধং দেহি ভাব নিয়ে চলত যে প্রতিবেশী এ্যাল্‌গোংকিন উপজাতিরা তাদের রীতিমত ভয় ক'রে চলত। দক্ষিণ-পূর্ব অঞ্চলে ক্রীকেরা মাসকোগিয়ান পরিবারের একটি শক্তিশালী রাষ্ট্রগোষ্ঠী দাঁড় করিয়েছিল। সুদূর উত্তর-পশ্চিমের উচ্চ সমতল ভূমিতে সিয়োরা কিছুটা শিথিলভাবে সঙ্ঘবদ্ধ হয়েছিল।

উপনিবেশ স্থাপনের সময়ে ঔপনিবেশিকদের সঙ্গে আদিবাসী ইন্ডিয়ানদের সংঘর্ষ কতকগুলি লক্ষণীয় পর্যায়ে বিভক্ত। প্রথম উপনিবেশগুলি স্থাপিত হবার পরই ছোটখাট প্রতিবেশী উপজাতির সঙ্গে তাদের দ্বন্দ্ব উপস্থিত হ'ল। এর খুব ভাল দৃষ্টান্ত হিসাবে নেওয়া যেতে পারে নিউ ইংল্যান্ডে যে স্বল্পকালস্থায়ী, কিন্তু হিংস্র, পিকোট যুদ্ধ হয়েছিল, ১৬৩৭ খ্রীষ্টাব্দে সেটির অবসানের সঙ্গে সঙ্গে কনেটিকাট উপত্যকার পিকোট উপ-জাতিটি একেবারে ধ্বংস হয়ে যায়। আর একটি দৃষ্টান্ত হচ্ছে ভার্জিনিয়ায় ঔপনিবেশিকদের সঙ্গে পাওহাটানের উপজাতিগুলির সঙ্ঘর্ষ যা আরম্ভ হয় ১৬২২-এ এবং তার পরিণামে ইন্ডিয়ানরা সম্পূর্ণভাবে পরাজিত হয়। কিন্তু যখনি বৃহৎ ভূখণ্ডগুলি অধিকার করতে করতে শ্বেতাঙ্গ আগন্তুকেরা অগ্রসর হ'তে লাগল, তাদের বাধা দেবার জন্য ইন্ডিয়ানরা উপজাতিদের দলবদ্ধ করতে লাগল। দৃষ্টান্ত-স্বরূপ, রাজা ফিলিপ নিউ ইংল্যান্ডের কতকগুলি উল্লেখযোগ্য উপজাতিকে সংগঠিত করেছিলেন, যারা ধ্বংস হয়ে যাবার আগে দু'বছর ধ'রে অত্যন্ত বীরত্ব দেখিয়ে যুদ্ধ করেছিল। উত্তর ক্যারলাইনার ঔপনিবেশিকেরা টাসক্যারোরা সংগ্রামে এবং দক্ষিণ ক্যারলাইনার ঔপনিবেশিকেরা জামাসি সংগ্রামে অনুরূপ সংঘবদ্ধতার সম্মুখীন হয়েছিল। এইসব সঙ্ঘর্ষগুলি খুব প্রবল ও বিস্তৃত হয়েছিল এবং এইসব সঙ্ঘর্ষে প্রাণ ও সম্পত্তি নাশের দিক থেকে শ্বেতাঙ্গদের প্রচুর ক্ষতি সহ্য করতে হয়। শেষ-পর্যন্ত যুদ্ধের এমন একটা অবস্থা এল যখন ইন্ডিয়ানরা ইউরোপীয়দের তাদের বন্ধু হিসাবে পেল। উত্তরের কয়েকটি উপজাতি ফরাসিদের সঙ্গে যোগ দিল, দক্ষিণের কয়েকটি উপজাতি স্পেনের লোকেদের কাছ থেকে উৎসাহ ও অস্ত্রশস্ত্র পেল। ইংরেজী ভাষাভাষী ঔপনিবেশিকদের পক্ষে সৌভাগ্যের কথা যে শক্তিশালী ইরোকুই জাতিসঙ্ঘ তাদের প্রতি বন্ধুভাবাপন্ন ছিল এবং ফরাসিদের বিরুদ্ধে সঙ্ঘর্ষে ঔপনিবেশিকদের সক্রিয়ভাবে সাহায্য করেছিল। অবশেষে, সঙ্ঘর্ষের এই তৃতীয় পর্যায়ে, আগের দু'টি পর্যায়ের মতো, ইন্ডিয়ানরা একেবারে সম্পূর্ণভাবে পরাজিত হ'ল।

প্রথম ঔপনিবেশিকগণ। কয়েকটি দুঃসাহসী দলে বিভক্ত হয়ে প্রথম ব্রিটিশ ঔপনিবেশিকেরা এই নতুন মহাদেশে এসে হাজির হয়েছিল। ক্রিস্টোফার নিউ-পোর্টের অধীনে ১৬০৭ খ্রীষ্টাব্দে ১৩ই মে যে-জাহাজগুলি হ্যামটন রোড্স্-এ এসে হাজির হ'ল, সেগুলিতে কেবল পুরুষরাই ছিল। তারা তৈরি ক'রে তুলল জেমস-টাউনটিকে; তার মধ্যে রইল একটি দুর্গ, একটি গির্জা, একটি সর্বসাধারণের ভাণ্ডার এবং একসারি ছোট ছোট কুটির। যখন বিপদ এসে উপস্থিত হ'ল, ক্যাপটেন জন স্মিথ যে সাহস, প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব এবং উদ্যম দেখালেন তার জন্য পরের বছরে তিনি ঐ উপনিবেশের প্রেসিডেন্ট এবং প্রকৃতপক্ষে একনায়ক হয়ে উঠলেন। কৃষি-কার্য ধীরে ধীরে গ'ড়ে উঠল; ১৬১২ খ্রীষ্টাব্দে জন্ রল্ফ তামাক উৎপন্ন করতে লাগ-লেন এবং যেহেতু লণ্ডনের বাজারে সেগুলি বেশী দামে বিক্রি হ'তে থাকল, সকলেই তামাক-চাষে লেগে গেল; শেষপর্যন্ত স্থানীয় বাজারের জায়গাটিতেও তামাকের চাষ আরম্ভ হয়ে গেল। শুয়োর এবং গরু-বাছুরও সংখ্যায় বাড়তে থাকল।

তবু ক্রমবর্ধন ছিল শ্লথগতি। ১৬১৯-এ ভার্জিনিয়াতে দু'হাজারের বেশী লোক ছিল না। সে-বছরটি তিনটি ঘটনার জন্য উল্লেখযোগ্য। প্রথম ঘটনা ঃ ইংল্যাণ্ড থেকে নব্বুই জন যুবতী নিয়ে একটি জাহাজ এসে হাজির হ'ল। ঠিক হ'ল তাদের আনার খরচ হিসাবে যেসব ঔপনিবেশিকেরা দেড় মন ক'রে তামাক দিতে পারবে, তারাই তাদের বিয়ে করতে পারবে। যেরূপে আনন্দকলোচ্ছ্বাসে সকলে এই পণ্যের অভ্যর্থনা করল, তাতে অনুরূপ পণ্য আরও হাজির হ'তে লাগল। সমান ভাবে উল্লেখযোগ্য ঘটনা—আমেরিকায় প্রতিনিধিত্বমূলক শাসনব্যবস্থার প্রবর্তন। কয়েক বছর পূর্বে জেমসটাউনের যে-গির্জায় জন রল্ফ পোকাহণ্টাসকে বিয়ে ক'রে ইণ্ডিয়ানদের সঙ্গে সাময়িকভাবে সন্ধি স্থাপন করেছিলেন, সেই গির্জায় ৩০শে জুলাই ওই মহাদেশের প্রথম আইনসভার অধিবেশন বসল ঃ একজন গভার্নর দু'জন সদস্য এবং দশটি উপনিবেশ থেকে দু'জন ক'রে প্রতিনিধি নিয়ে সেই আইনসভা গঠিত হয়েছিল। সেই বছরের তৃতীয় উল্লেখযোগ্য ঘটনা আগস্ট মাসে নিগ্রো ক্রীত-দাস নিয়ে একটি ডাচ জাহাজের আগমন; তারা ঔপনিবেশিকদের কাছে ২০ জন দাসকে বিক্রি করেছিল।

এইভাবে যখন ভার্জিনিয়াতে উদ্যম-আয়োজন চলছিল তখন একদল ইংরেজ ক্যালভিন-পন্থী, যারা হল্যাণ্ডে বসবাস করছিল, তারা 'নতুন পৃথিবী'-তে যাবার শলা-পরামর্শ শুরু ক'রে দিল। ধর্মবিষয়ে রাজার প্রভুত্ব অস্বীকার ক'রে এইসব 'তীর্থযাত্রী'-র দল নতুন গির্জা স্থাপন করতে চেয়েছিল ব'লে এদের ওপর অত্যা-চার শুরু হয়েছিল। এদের আদি বাসস্থান ছিল নটিংহামসায়ার-এর স্ক্রুবাই গ্রামে। নানাদিক দিয়ে এরা ছিল একটি অসাধারণ দল। এদের তিনজন নেতার অনন্যসাধা-

ণ দক্ষতা ছিল : তারা হলেন শিক্ষক জন রবিনসন, উদারপ্রকৃতি, শিক্ষিত, কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতক; জ্ঞানবৃদ্ধ উইলিয়ম ব্রুসটার, তিনিও কেম্ব্রিজের লোক; এবং উইলিয়ম ব্র্যাডফোর্ড, সুচতুর ব্যক্তিত্বসম্পন্ন এবং কল্পনাপ্রবণ। দলের সকলেরই মধ্যে ছিল সাধুতা, অধ্যবসায়, মিতাচার, সাহস এবং ধৈর্য। তারা ইংল্যাণ্ডের জনসাধারণের কাছ থেকে শত্রুতা পেয়েছিল; হল্যাণ্ডে তাদের বিচ্ছিন্নভাবে থেকে কঠোর পরিশ্রম করতে হয়েছিল। এই সময়ে তারা আমেরিকায় বসতি করবার অনুমতিপত্র নিয়ে, 'মেফ্লাওয়ার' নামে একটি জাহাজ ও কিছু খাদ্যবস্তু সংগ্রহ ক'রে, নতুন দেশের বিজন প্রদেশে দুঃখকষ্টের সম্মুখীন হবার জন্য প্রস্তুত হ'ল। প্লিমাথ থেকে যাত্রা ক'রে তাদের একশ' দু'জন তীর্থযাত্রী ১৬২০ খ্রীষ্টাব্দের এগারোই ডিসেম্বর [পুরনো হিসাব অনুসারে] ম্যাসাচুসেটস সমুদ্রতীরে অবতরণ করল। স বছর শীতকালে তাদের অর্ধেক শীতে এবং স্কার্ভিরোগে দেহরক্ষা করল। কিন্তু তারপর গ্রীষ্মকালে তারা চাষ-আবাদ ক'রে প্রচুর শস্য ফলাল এবং বৃষ্টিপাতের সঙ্গে সঙ্গে একটি জাহাজে ক'রে নতুন ঔপনিবেশিকেরা হাজির হ'ল। তাদের প্রতিজ্ঞা কখনও দ্বিধাগ্রস্ত হয়নি। যুদ্ধে আহ্বান ক'রে যখন নারাগ্যানসেট দলপতি ক্যানোনিকাস তাদের কাছে সাপের চামড়ায় একবাণ্ডিল তীর পাঠিয়ে দিয়েছিল, ব্র্যাডফোর্ড সেই চামড়ায় বন্দুকের গুলি বোঝাই ক'রে একটি উদ্ধত বাণীসমেত সেটি ফেরৎ পাঠিয়েছিলেন।

তারপর দ্রুতভাবে গ'ড়ে উঠল অন্যান্য ইংরেজ উপনিবেশগুলি। আদি বাসস্থান তখন প্রস্তুত ছিল ঝাঁকে ঝাঁকে ঔপনিবেশিকদের পাঠাতে। ১৬২৯-এর মে-দিবসে দেখা গেল লণ্ডনের এক জেটিতে জনতার উৎফুল্ল উত্তেজনা; পাঁচটি জাহাজ বোঝাই হয়ে চারশ' গরু-ছাগল আটলাণ্টিক পাড়ি দিয়ে ম্যাসাচুসেটস অভিমুখে যাত্রা করবে। উত্তর আটলাণ্টিক জলপথে একসঙ্গে এতগুলি প্রাণী আর ইতিপূর্বে পাঠান হয়নি। জুন মাসের শেষদিকে সেগুলি হাজির হ'ল সালেম-এ, যেখানে আগের হেমন্তে সামান্য কয়েকজন অনুচর নিয়ে জন এণ্ডিকট এক শহর গ'ড়ে তুলেছিলেন। এরা আসলে ছিল পিউরিটান, যারা চার্চ অব ইংল্যাণ্ডের সদস্য ছিল, সেটির ধর্মসংক্রান্ত রীতিনীতির সংস্কার করতে চেয়েছিল এবং শেষে তার আশ্রয় ছেড়ে গিয়েছিল। এই পিউরিটান মহলে দেশত্যাগের একটা হিড়িক এসে গেল। ১৬৩০-এর বসন্তকালে এগারোটি জাহাজে ন'শ' ঔপনিবেশিক নিয়ে জন উইনথ্রপ সালেম-এ হাজির হলেন। এই লোকসংখ্যা বোস্টন সমেত আটটি নতুন শহর গ'ড়ে তোলার পক্ষে যথেষ্ট হয়েছিল। ম্যাসাচুসেটস উপসাগর উপনিবেশটি এত দ্রুতভাবে গ'ড়ে উঠল যে শীঘ্রই তার শাখা-প্রশাখা দক্ষিণ আর পশ্চিমের দিকে ছড়িয়ে পড়ল। সালেম-এ রজার উইলিয়ম নামে যে ধর্মযাজক সাহসিকতার সঙ্গে রাষ্ট্রব্যবস্থা ও ধর্মব্যব-

স্থার পৃথকীকরণের সপক্ষে এবং বহু বিষয়ে প্রগতিশীল মত প্রকাশ করছিলেন, তাঁকে রোড আইল্যাণ্ডের বিজনে নির্বাসিত করা হয়েছিল। এইখানে ১৬৩৬-এ তিনি প্রভিডেন্স প্রদেশটি গ'ড়ে তুললেন, যেখানে ধর্মসংক্রান্ত মনোভাব ছিল সম্পূর্ণ উদার। সেই বছরেই কনেটিকাটের দিকে প্রথম অভিযাত্রা শুরু হয়েছিল দৃঢ়প্রতিজ্ঞ রেভারেণ্ড টমাস হুকারের অধীনে, যিনি কেম্ব্রিজের লোকেদের দলবদ্ধভাবে পশ্চিম অভিমুখে যাত্রা করায় প্ররোচিত করেছিলেন। ১৬৩৪-এ আর একটি উল্লেখযোগ্য উপনিবেশ জন্মলাভ করেছিল যখন উদারহৃদয় সিসিলিয়াস ক্যালভার্ট অর্থাৎ দ্বিতীয় লর্ড ব্যাল্টিমোর-এর অধীনে মেরীল্যাণ্ডে প্রথম বসতি স্থাপন হ'ল। যেসব লোকেরা সেখানে গিয়েছিল, তাদের মধ্যে প্রবর্তকের মতো উচ্চশ্রেণীর লোকেরা ছিল ক্যাথলিক এবং নিম্নশ্রেণীর সকলে প্রোটেস্ট্যাণ্ট। সুতরাং সহ-অবস্থান হয়ে পড়েছিল অপরিহার্য এবং মেরীল্যাণ্ড হয়ে উঠেছিল ধর্ম সম্পর্কে স্বাধীনতার কেন্দ্র, আকর্ষণ ক'রে এনেছিল বহু বিভিন্ন ধর্মমতের লোকেদের। অনতিবিলম্বেই ভার্জিনিয়া থেকে ঔপনিবেশিকেরা, এখন যে-স্থানটিকে উত্তর ক্যারলাইনা বলা হয় সেদিকে অগ্রসর হ'তে থাকল; তাদের মধ্যে অনেকে ১৬৫০-এ এ্যাল্বেমার্ল সাউণ্ড বরাবর জমিগুলি দখল করতে লাগল।

একটি সম্পদশালী উপনিবেশ শুধু জয় ক'রে নিতে হয়েছিল। হল্যাণ্ডের লোকেরা হেনরি হাডসন নামে এক ইংরেজ নাবিককে পাঠিয়েছিল তারই নামধেয় হাডসন নদীটির বিষয় অনুসন্ধানের কাজে; কাজটি সম্পন্ন হয়েছিল ১৬০৯ খ্রীষ্টাব্দে। তার অনুসরণ ক'রে হাজির হয়েছিল হল্যাণ্ডের পশম ব্যবসায়ীরা এবং ১৬২৪ খ্রীষ্টাব্দে ম্যানহাটান দ্বীপে একটি বসতি স্থাপিত হয়েছিল। নিউ নেদারল্যাণ্ড প্রদেশটি অতি শ্লথগতিতে গ'ড়ে উঠেছিল এবং স্বায়ত্তশাসন-ব্যবস্থা সেখানে প্রবর্তিত হয়নি। ইতিমধ্যে ইংরেজরা ওদিককার সমগ্র উপকূলটির উপর তাদের দাবি ছাড়েনি এবং কনেটিকাটের উপনিবেশগুলি তাদের হাঙ্গামাবহুল প্রতিবেশীর স্থানটিকে গ্রাস করবার জন্য উৎসুক ছিল। ব্রিটিশ আমেরিকার ঠিক মর্মস্থলে এই বিদেশী অংশটুকুকে থাকতে দেওয়া কেন? রাজা দ্বিতীয় চার্লস তাঁর ভাই ডিউক অব ইয়র্ককে এই স্থানটি দান করলেন এবং ডিউক উদ্যমের সঙ্গে ব্যবস্থা অবলম্বন করলেন। ১৬৬৪-র গ্রীষ্মকালে নিউ আমস্টার্ডামের সামনে তিনটি যুদ্ধজাহাজ এসে হাজির হ'ল। তাতে যে সেনাদল ছিল তার শক্তি বৃদ্ধি করল [illegible] সৈন্যেরা এসে; তাছাড়া আশ্বাস পাওয়া গেল যে ম্যাসাচুসেটস এবং লঙ আইল্যাণ্ড থেকেও সেনাদল আসবে সাহায্য করতে। স্বৈরাচারী শাসনে উত্যক্ত বেশির ভাগ ডাচ ঔপনিবেশিকরা ক্ষমতা বদলে আপত্তি করল না। যদিও বৃদ্ধ পিটার স্টাভেসাণ্ট বলেছিলেন যে আত্মসমর্পণের আগে তিনি মৃত্যুবরণ

করবেন, তবু তাঁর আর উপায়ান্তর রইল না। শহরটির নতুন নাম হ'ল নিউ ইয়র্ক, সেটির আকাশে ব্রিটিশ পতাকা উড়ল এবং পরবর্তী কালে কিছু দিনের জন্য (১৬৭২ থেকে ১৬৭৪ পর্যন্ত) ইংরেজদের সঙ্গে ডাচদের যুদ্ধ চলার সময় ব্যতীত, সে-পতাকা সেখানেই উড়তে লাগল। আসলে কেনেবেক থেকে ফ্লোরিডা পর্যন্ত ব্রিটিশ পতাকা উড়তে থাকল।

তবু, উল্লেখযোগ্য উপনিবেশগুলির একটি অন্তত শতাব্দী শেষ হবার পূর্বে আবয়বিক সম্পূর্ণতা পায়নি। যে-অঞ্চলটি পরে পেনসিলভ্যানিয়া এবং ডেলাওয়ার নাম গ্রহণ করে, সেখানে কিছুসংখ্যক ব্রিটিশ, ডাচ এবং সুইডিশ ঔপনিবেশিক হাজির হয়েছিল। ১৬৬১-তে যখন দয়ালু এবং দূরদৃষ্টিসম্পন্ন উইলিয়ম পেন ঐ স্থানটির শাসনভার পেলেন, যাদের পরবর্তী কালে ভল্টেয়ার খাঁটী খৃষ্টান আখ্যা দিয়েছিলেন, সেই কোয়েকারদের নীতি অনুযায়ী তিনি সেখানে একটি আদর্শ সাধারণতন্ত্র গ'ড়ে তোলায় উদ্যোগী হলেন। সহৃদয় বদান্যতায় তিনি অর্থের বিনিময়ে ইন্ডিয়ানদের অধিকারটুকু কিনে নিলেন। ঔপনিবেশিকদের সেখানে আকর্ষণ করবার জন্য তিনি বসতিস্থাপনের রীতিনীতি করলেন খুব উদার; প্রচার করলেন যে সকলেই সেখানে জমি পাবে, অল্প খরচে বসবাস করতে পারবে এবং প্রতিবেশীদের সঙ্গে সমান অধিকার নিয়ে ন্যায়সঙ্গত পরিবেশে বাস করতে পারবে। ধর্মসংক্রান্ত পক্ষপাতিত্বে কোনো খৃষ্টানকেই দুঃখ ভোগ করতে হবে না। বেসামরিক সমস্ত ব্যাপারে আইনের প্রভুত্ব বজায় থাকবে এবং সে-আইন প্রণয়নের সময় জনসাধারণেরও হাত থাকবে। তিনি তাঁর সেই 'ভ্রাতৃসুলভ ভালবাসার শহর' ফিলাডেলফিয়া গ'ড়ে তোলার জন্য আদেশ দিলেন—সেখানে প্রত্যেক বাড়ির চার-পাশে থাকবে বাগান, যাতে শহরটিকে বলা হয় 'সবুজ গ্রাম্য শহর', আর যেন সেটি বরাবর স্বাস্থ্যকর থাকে। ১৬৮২-তে তিনি প্রায় একশত ঔপনিবেশিক সঙ্গে নিয়ে সেখানে স্বয়ং উপস্থিত হলেন। আশ্চর্যজনকভাবে পেনসিলভ্যানিয়ার উন্নতি হ'তে লাগল এবং তার ফলে ব্রিটেন এবং ইউরোপের বহু ঔপনিবেশিক সেখানে হাজির হ'ল; কিন্তু কোয়েকার রীতি-নীতি সেখানে বহাল রইল।

ব্রিটেনের এবং অন্যান্য দেশের লোকেদের সাগর পার ক'রে নিয়ে গিয়ে নতুন রাষ্ট্রস্থাপনে মোটামুটি দু'টি উপায়ের সাহায্য নেওয়া হয়েছিল। ভার্জিনিয়া ও ম্যাসাচুসেটস রাষ্ট্র দু'টি স্থাপিত হয়েছিল এক ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানের দ্বারা যেটি প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল নিছক লাভ করবার জন্য। প্রতিষ্ঠানটির নাম ছিল লণ্ডন কম্প্যানি, কারণ এটির প্রতিষ্ঠা করেছিলেন লণ্ডনের অধিবাসী অংশীদারেরা। চৌত্রিশ থেকে একচল্লিশ অক্ষাংশের মধ্যে উপনিবেশ স্থাপন করবার জন্য এটিকে ১৬০৬ খৃষ্টাব্দে অনুমতিপত্র দেওয়া হয়েছিল। যে প্লিমাথ কম্প্যানির অংশী-

দারেরা প্লিমাথ, ব্রিস্টল ইত্যাদি শহরে বাস করতেন, সেই বছরেই সেটিকে অনুমতিপত্র দেওয়া হয়েছিল আটত্রিশ থেকে প'য়তাল্লিশ অক্ষাংশের মধ্যে উপনিবেশ স্থাপন করবার। জমি বিলি করবার, খনিগুলি কাজে লাগাবার, টাকা তৈরি করবার এবং আত্মরক্ষার ব্যবস্থা করবার অধিকার এই কম্প্যানিগুলির ছিল। রাজা এই অনুমতিপত্রগুলি দিয়েছিলেন ব'লে এইসব ঔপনিবেশিক শাসনব্যবস্থা তাঁর অধীন ছিল। প্রচুর আর্থিক ক্ষতির পর লণ্ডন কম্প্যানির অনুমতিপত্র ১৬২৪-এ বাতিল হয়ে গেল, রাজা ভার্জিনিয়াকে একটি রাজকীয় উপনিবেশ ক'রে নিলেন। প্লিমাথ কম্প্যানি উত্তরাঞ্চলে অনেক ছোট ছোট বসতি এবং মৎস্যশিকার-কেন্দ্র স্থাপন করলেও অর্থের দিক থেকে কোনো লাভ করতে পারল না। এবং নিজেদের পুনর্গঠিত করার পরেও ১৬৩৫-এ নিজেরাই আবেদন করল—তাদের অনুমতিপত্র বাতিল ক'রে দেবার জন্য। তারা বলল, "তাদের দেহে আর প্রাণবায়ু অবশিষ্ট নেই।"

তবু, এই লণ্ডন এবং প্লিমাথ কম্প্যানি দু'টি টাকার দিক দিয়ে লাভবান না হ'লেও, উপনিবেশ স্থাপনের দিক দিয়ে যথেষ্ট কাজ করেছিল। আসলে লণ্ডন কম্প্যানিটি ভার্জিনিয়ার জন্মদাতা; প্লিমাথ কম্প্যানি এবং তার স্থলাভিষিক্ত নিউ ইংল্যাণ্ডের কাউন্সিল মেন, নিউ হ্যামসায়ার এবং ম্যাসাচুসেটস-এ শহরের পর শহর প্রতিষ্ঠা করেছিল। ম্যাসাচুসেটস বে কম্প্যানি নামক একটি তৃতীয় প্রতিষ্ঠানের ছিল অদ্ভুত বৈশিষ্ট্য এবং বিশেষ ভবিতব্যতা। এটি প্রথম প্রতিষ্ঠা করা হয় কতকগুলি অংশীদারকে নিয়ে, যাঁদের বেশির ভাগ লোকই ছিলেন পিউ-রিটান এবং যাঁদের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল ব্যবসায়িক এবং দেশাত্মবোধক। আগেকার প্রতিষ্ঠানগুলি খুব বেশী লাভজনক না হওয়াতেও তাঁরা একেবারেই দ'মে যাননি। তাঁদের দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে সুব্যবস্থার দ্বারা লাভ করা নিশ্চয়ই সম্ভব হবে। ১৬২৯-এর প্রথমদিকে প্রথম চার্লস তাদের ব্যবসার সম্মতিসূচক সনদ দান করলেন। তারপর একটি আশ্চর্য ও অদ্ভুত ঘটনা ঘটল। যখন আর্কবিশপ লর্ড-এর অধীনে হাই চার্চ দল এবং রাজা চার্চ অব ইংল্যাণ্ড-এর প্রভু অর্থাৎ সর্বে-সর্বা হয়ে বসলেন, বহু পিউরিটান দলপতি দেশত্যাগ করা স্থির করলেন। তাঁদের ছিল বহু স্থাবর সম্পত্তি, ছিল প্রচুর প্রতিষ্ঠা এবং স্বাধীন মনোভাব। লণ্ডনের কোনো কম্প্যানির অধীন হয়ে তাঁরা ম্যাসাচুসেটস বে-র দিকে যেতে একেবারেই চাননি; তাছাড়া তাঁরা চেয়েছিলেন তাঁদের নিজ নিজ ইচ্ছানুসারে ধর্মব্যবস্থা স্থাপনের একমাত্র অধিকার। সুতরাং কম্প্যানির একেবারে প্রধান পিউরিটান সদস্যরা সমস্ত অংশগুলি কিনে নিলেন, অনুমতিপত্র নিলেন এবং আমেরিকার দিকে যাত্রা করলেন। এইভাবে একটি ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান একটি স্বাধীন স্ব-শাসিত উপনিবেশে রূপান্তরিত হ'ল—এই উপনিবেশের নাম ম্যাসাচুসেটস বে।

উপনিবেশ স্থাপনের আর একটি প্রধান উপায় ছিল মালিকানাস্বত্ব প্রদান। এই মালিক হতেন ব্রিটেনের মধ্যবিত্ত কিংবা অভিজাত সম্প্রদায়ের একজন, তাঁর প্রচুর অর্থ থাকত এবং দেশে তাঁকে জমিদারি দেবার মতোই রাজা তাঁকে আমেরিকায় ভূ-সম্পত্তি দান করতেন। ইংল্যাণ্ডে প্রাচীন আইন অনুযায়ী অদখলীকৃত জমির রাজাই ছিলেন মালিক, এবং আমেরিকাও এই আইনের আওতায় পড়ল। লর্ড পেলেন মেরীল্যান্ড; উইলিয়াম পেন ছিলেন এক এ্যাডমিরালের ছেলে এবং রাজা তাঁর কাছ থেকে টাকা ধার করেছিলেন, তিনি পেলেন পেনসিলভ্যানিয়া; দ্বিতীয় চার্লসের কয়েকজন অনুগৃহীত ব্যক্তি পেলেন ক্যারোলাইনার অঞ্চলগুলি। শাসনব্যবস্থা প্রবর্তনের জন্য এই মালিকরা হাতে পেলেন প্রচুর ক্ষমতা। লর্ড ব্যাল্টিমোরের মধ্যে ছিল স্টুয়ার্টদের একনায়কত্বের মনোভাব, তাই তিনি তাঁর ঔপনিবেশিক লোকেদের হাতে আইন প্রণয়নের ক্ষমতা দিতে চাননি, কিন্তু শেষ-পর্যন্ত তাঁকে গণ-প্রতিনিধি আইনসভার কাছে নতি স্বীকার করতে হয়েছিল। পেন-এর বুদ্ধি ছিল তাঁর চেয়ে বেশী। ১৬৮২-তে তিনি গণভোটে নির্বাচিত এক আইনসভার অধিবেশন ডাকলেন এবং তার উপর ভার দিলেন সংবিধান রচনার; যে-সংবিধানকে বলা হয়েছিল "গ্রেট চার্টার।" এই সংবিধান অনুসারে জনসাধারণের প্রতিনিধিরাই বেশির ভাগ শাসনক্ষমতার অধিকারী হয়েছিল এবং পেন এ-ব্যবস্থা মেনে নিয়েছিলেন।

যখনই বোঝা গেল যে আমেরিকায় বসবাস লাভজনক বা আশাপ্রদ হ'তে পারে, তখনই ইউরোপে স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে দেশত্যাগ শুরু হয়ে গেল। এই দেশত্যাগ হ'তে লাগল মাঝে মাঝে এবং দেশত্যাগের কারণও ছিল ভিন্ন ভিন্ন প্রবৃত্তি। পুনর্বাসনের প্রথম দু'টি তরঙ্গ গিয়ে হাজির হ'ল ম্যাসাচুসেটস এবং ভার্জিনিয়ায়। ১৬২৮ থেকে ১৬৪০ পর্যন্ত ইংল্যাণ্ডের পিউরিটানরা আশঙ্কা এবং মনোকষ্টে দিনযাপন করছিল। তাঁরা অনেক লাঞ্ছনাও ভোগ করে। পুরনো ধর্মব্যবস্থাকে চালু ক'রে সেটিকে রাজার ও আর্চবিশপের আওতায় আনাই ছিল রাজকীয় কর্তৃপক্ষের লক্ষ্য। রাজনৈতিক এবং ধর্মসম্পর্কিত হাঙ্গামায় দেশ পরিপূর্ণ হয়ে গেল। রাজা পার্লামেন্ট ভেঙ্গে দিয়ে দশবছর সেটিকে বাদ দিয়েই রাজ্যশাসন চালালেন। তিনি তাঁর বিপক্ষ দলের নেতাদের জেলে পাঠালেন। যখন দেখা গেল যে তাঁর দল ইংল্যাণ্ডে ব্যক্তিস্বাধীনতা নষ্ট করার জন্য বদ্ধপরিকর, অনেক পিউরিটান ভাবতে লাগল যে এই অবস্থায় দেশত্যাগ ক'রে আমেরিকায় গিয়ে নতুন রাষ্ট্র গ'ড়ে তোলাই প্রকৃষ্ট পন্থা। ১৬২৮ থেকে ১৬৪০-এর মধ্যে সেই বিরাট স্থানান্তর-যাত্রায় ইংল্যাণ্ডের বিশহাজার শক্তসমর্থ লোক দেশত্যাগ করেছিল। 'কমপক্ষে বারশ' জাহাজ ঔপনিবেশিক, গরু, ছাগল আর আসবাবপত্র নিয়ে আট-

লাণ্টিক পাড়ি দিল। বস্টন হয়ে উঠল পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ বন্দরগুলির অন্যতম, একটি উদ্যম ও কোলাহলমুখর অঞ্চলের সেটি হয়ে উঠল সরবরাহকেন্দ্র। হার্বার্ট কলেজ স্থাপিত হ'ল। এই সময় যারা বসতি স্থাপন করল তারা ছিল ফ্র্যাঙ্কলিন, এ্যাডামদ্বয়, এমার্সন, হুর্থন এবং এব্রাহাম লিঙ্কন-এর পূর্বপুরুষরা। এই ঔপনিবেশিকদের মধ্যে লক্ষ্যণীয় জিনিস এই ছিল যে এই দলে এমন অনেক পিউরিটান ছিল যারা দলবদ্ধভাবে দেশান্তরগমন করেছিল—ব্যক্তিগত ভাবে, বা পারিবারিক ভাবে নয়। ইংল্যাণ্ডের কয়েকটি শহরের লোকসংখ্যা প্রায় অর্ধেক হয়ে গেল। এইসব নতুন উপনিবেশে কেবলমাত্র ব্যবসায়ী বা কৃষকরাই ছিল না—ছিল ডাক্তারেরা, উকিলেরা, উচ্চবিদ্যালয়ের শিক্ষকগণ, ব্যবসায়ীরা, মিস্ত্রীরা এবং ধর্মযাজকগণ। নিউ ইংল্যাণ্ড হয়ে উঠল পুরনো ইংল্যাণ্ডের একটি ক্ষুদ্রতর সংস্করণ—যার মধ্যে ভবিষ্যৎ উন্নতির বীজ প্রচুর ভাবে বিদ্যমান ছিল।

১৬৬২-তে যখন ইংল্যাণ্ডে গৃহযুদ্ধ আরম্ভ হ'ল, তখন পিউরিটানদের এই দেশত্যাগ ক'মে এল; কিন্তু অভ্রান্ত ভাবে না হ'লেও, যাকে ক্যাভালিয়ারদের দেশান্তরগমন বলা হয়, তাই অনতিবিলম্বে শুরু হয়ে গেল। ১৬০৯-এ যখন প্রথম চার্লস-এর শিরচ্ছেদ হয় তখন এর সংখ্যা বাড়ল এবং ১৬৬০-এ রাজতন্ত্র পুনঃপ্রতিষ্ঠার সময় পর্যন্ত এটি উদ্যমের সঙ্গে চলতে থাকল। যেমন পিউরিটান-দের দেশান্তরগমনে নিউ ইংল্যাণ্ডের জনসংখ্যা ত্রিশ হাজারের উপর দাঁড়িয়েছিল তেমনি এই ক্যাভালিয়ারদের দেশান্তরগমনে ১৬৭০-এ ভার্জিনিয়ার লোকসংখ্যা বাড়ল সংখ্যায় চল্লিশ হাজার। এই লোকসংখ্যার সঙ্গে এল প্রচুর অর্থসম্পদ কারণ নবাগতদের মধ্যে কয়েকজন ক্যাভালিয়ার থাকলেও, বহু সম্পদশালী ব্যক্তিও এসেছিলেন। মূলধনের সাহায্যে তাঁরা বড় বড় জমিদারি কিনে চাষ-আবাদ করাতে লাগলেন। প্রথমে ভার্জিনিয়া ছিল প্রধানতঃ দরিদ্রদের উপনিবেশ; পরে সেটি ধনীতে পূর্ণ হয়ে গেল। এই অভিবাসনে এসেছিলেন এমন কয়েকজন ব্যক্তি যাঁদের উত্তরপুরুষের নাম আমেরিকার ইতিহাসে চিরস্মরণীয় হয়ে আছে। ওয়াশিংটনের ঠাকুরদার বাবা জন ওয়াশিংটন ভার্জিনিয়ায় এসেছিলেন ১৬৫৭-তে। মার্শালদের পারিবারিক ইতিবৃত্ত থেকে আমরা জানতে পারি যে তাঁদের প্রথম আমেরিকাবাসী পূর্বপুরুষ, ইংল্যাণ্ডের সঙ্গে যুদ্ধের সময়, রাজার সৈন্যদলের একজন ক্যাপ্টেন ছিলেন এবং রাজার সৈন্যদলের যখন শোচনীয় অবস্থা, তখনই তিনি ভার্জিনিয়ায় এসেছিলেন। বসতি স্থাপন সমাপ্ত হবার পর আমরা ভার্জিনিয়ার ইতিবৃত্তে হ্যারিসন, ক্যারী, ম্যাসন, কার্টার এবং টাইলার পরিবারগুলির নাম পাই।

কিন্তু ভার্জিনিয়া এবং ম্যাসাচুসেটসের ঔপনিবেশিকদের মধ্যে সত্য কোনো সামাজিক প্রভেদ-রেখা টানা যায় না। যারা এই দু'টি গণতন্ত্রকে সুমহান কীর্তি

অধিকারী করেছিল, তারা জন্মেছিল মধ্যবিত্ত স্তরেই। ইংল্যাণ্ডে ওয়াশিংটনদের সামান্য কিছু জমিজমা ছিল, নর্দামটনসায়ারে তাদের 'সালগ্রেভ' নামে একটি গৃহও ছিল। তাদের মধ্যে একজন নর্দামটনের পৌরপ্রধানও ছিলেন। মনে হয় জন মার্শালের প্রপিতামহ ছুতার ছিলেন। ভার্জিনিয়ার প্রথম র‍্যানডল্ফ-এর পূর্বপুরুষেরা ছিলেন ওয়ারউইকসায়ারের ছোটখাট ভূম্যধিকারী। কিন্তু পিউরিটান জন উইনথ্রপের মতো এ'রা কেউ-ই জন্ম বা আভিজাত্যের জন্য গর্ববোধ করতে পারেন না; তিনি জন্মেছিলেন এমন এক ধনী পরিবারে যাঁরা মালিক ছিলেন সাফোক-এ গ্রটন জমিদারির। যে সার রিচার্ড সলটনস্টলের নিউ ইংল্যাণ্ডে অনেকগুলি খ্যাতিমান বংশধর জন্মেছিলেন; কিংবা যে উইলিয়ম ব্রুস্টারের স্বরাষ্ট্র উপমন্ত্রী হিসাবে সরকারী মহলে প্রভাবশালী ব্যক্তি হিসাবে খ্যাতিলাভ ঘটে; এ'দের চেয়ে উৎকৃষ্টতর বংশ-পরিচয় আর কেউ দাবি করতে পারেননি। ১৬৬০-এর আগে যারা ভার্জিনিয়া এবং ম্যাসাচুসেটস-এ বসতি স্থাপন করেছিল, তাদের বেশির ভাগ ছিল জোতদার, মিস্ত্রী, দোকানদার এবং মধ্যবিত্ত কেরানী। আবার সমগ্র আমেরিকার সর্বত্র এমন অনেকেই ছিল যারা দাসশ্রমিক; যারা আসবার খরচ শোধ করত একটি নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত পরিশ্রমের বিনিময়ে। তাদের চরিত্রে যে সাধুতা, আত্মবিশ্বাস এবং উদ্যম ছিল, সেগুলিই ছিল তাদের আসল ঐশ্বর্য।

স্বায়ত্তশাসনের ক্রমবিকাশ। ঔপনিবেশিকরা যেখানেই যেত, তাদের সঙ্গে নিয়ে যেত স্বাধীন ব্রিটেনের জন্মগত অধিকারগুলির ধারণা, ইংল্যাণ্ডের লোকেদের ব্যক্তিগত স্বাধীনতার জন্য সংগ্রামের ঐতিহ্যে যার জন্ম। ভার্জিনিয়ার প্রথম সনদে সেই কথাই বিশেষভাবে লিখিত ছিল। তাতে বলা হয়েছিল যে ঔপনিবেশিকেরা সেই সমস্ত ব্যক্তিস্বাধীনতা, ভোটাধিকার এবং রক্ষাকবচ পাবে, যাতে মনে হয়, "যেন তারা জন্মেছে এবং বাস করছে ইংল্যাণ্ডের রাজ্যে।" তারা পাবে "মহাসনদ বা ম্যাগ্না কার্টা" এবং সাধারণ আইনের আশ্রয়। এই মূল নীতিটি ছিল বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু এটিকে কার্যকরী করতে হ'লে ঔপনিবেশিকদের প্রয়োজন ছিল সর্বদা এ-বিষয়ে অবহিত থাকার এবং সময়ে সময়ে কঠিন সংগ্রাম করার। তাদের ইতিহাসের প্রথম থেকেই তারা তাদের নিজেদের সাংবিধানিক শাসনব্যবস্থা, প্রতিনিধিত্বমূলক রীতির দৃঢ়তা, অর্থের উপর অধিকার এবং ব্যক্তিগত স্বাধীনতার সপক্ষে প্রতিশ্রুতি চাইছিল।

১৬১৯-এ জন্মে ভার্জিনিয়ার আইনসভা কতকগুলি আইন অবিলম্বে তৈরি করতে আরম্ভ করল। যখন রাজা ভার্জিনিয়া কম্প্যানির সনদ বাতিল ক'রে দিলেন, হাউস অব বার্জেসেস অদম্য উৎসাহ দেখিয়ে চলল। কয়েক বছরের মধ্যেই এটি নিজের অধিকার সম্পর্কে একেবারে মূল নিয়মকানুন তৈরি ক'রে ফেলল। এটি জানিয়ে দিল যে বিধানসভার অনুমতি ছাড়া গভার্নর কোনো নতুন কর বসাতে

পারবেন না, যা টাকা উঠবে তা আইনসভার নির্দেশ অনুসারে ব্যয় করতে হবে, এবং সদস্যদের কেউ কোনোদিন গ্রেপ্তার করতে পারবে না। তার কিছুদিন পরে এই আইনসভা প্রচার করল যে এই সভায় গৃহীত কোনো আইনকে অন্য কোনো কিছুর সাহায্যেই লঙ্ঘন করা যাবে না; জুরির সাহায্যে বিচারপদ্ধতিকে নিরাপদ রাখার ব্যবস্থাও সভা রাখল। যতদিন ইংল্যান্ডে সাধারণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত ছিল, ততদিন ভার্জিনিয়ার আইনসভাটিও বেশ শক্তিশালী ছিল। স্টুয়ার্টদের পুনরায় সিংহাসন-প্রাপ্তির পর দুর্ভাগ্যক্রমে এটি দুর্বল হয়ে পড়ল। কিন্তু এটি রাজার নিযুক্ত গভার্নরের অধীনে থাকলেও, এই ব্যবস্থার বিরুদ্ধে অনতিবিলম্বেই প্রবল প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়েছিল।

ম্যাসাচুসেটস বে-তেও শীঘ্রই একটি প্রতিনিধিত্বমূলক শাসনব্যবস্থার উদ্ভব হয়েছিল। খুব সম্ভব সনদে উল্লিখিত অনুজ্ঞাবলেই জন উইনথ্রপ এবং তাঁর বার-জন সহকর্মীকে পূর্ণ ক্ষমতা দেওয়া হয়েছিল সমস্ত ঔপনিবেশিকদের শাসন করবার। ১৬৩০-এর শেষের দিকে ঔপনিবেশিকদের অনেকেই এঁদের কাছে আবেদন করল তাদের কর্পোরেশনের সদস্য ক'রে নেবার জন্য। ঠিক হ'ল যে পর বৎসর তাদের এই অনুরোধ রক্ষা করা হবে; কিন্তু "এই উদ্দেশ্যে যে সেই সভাটিতে কেবলমাত্র সৎ এবং ভাল লোকেরাই থাকবে," সুতরাং কর্পোরেশনের "অধীনস্থ অঞ্চলে কোনো গির্জার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট না থাকলে কেউই এর সদস্য হ'তে পারবে না।" এইভাবেই একটি ধর্মরাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। এই সময়েই ওই বারজন সহকারী স্থির করেছিলেন যে যতক্ষণ পর্যন্ত ওই কর্পোরেশনের সদস্যরা বিশেষ ভোটের সাহায্যে তাঁদের না তাড়াবেন, তাঁরা বছরের পর বছর তাঁদের ক্ষমতায় আসীন থাকবেন। যেহেতু প্রকৃতপক্ষে তাঁরা সমস্ত আইন ও বিচারসংক্রান্ত বিষয় দখল ক'রে ছিলেন, তাঁদের ক্ষমতার এই স্থায়িত্ব একটি অভিজাত শাসনতন্ত্রের প্রবর্তন করেছিল। গভার্নর, তাঁর সহকারীবৃন্দ এবং মন্ত্রীবৃন্দ সমগ্র উপনিবেশটিকে নিজেদের মুঠোর মধ্যে রেখে দিয়েছিলেন।

কিন্তু সৌভাগ্যক্রমে এই ব্যবস্থার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ আনতে বিলম্ব হয়নি। ১৬৩২-এ যখন ওয়াটারটাউনে একটি প্রতিরক্ষা-কর ধার্য হয়েছিল, যে-সমস্ত নাগরিকরা সদস্য ছিল না তারা আপত্তি জানিয়ে এই কর দিতে অস্বীকার করল, কারণ তাঁদের মতে তা না করলে "তারা ও তাদের বংশধরেরা ক্রীতদাসে পরিণত হবে।" এইসব অভিযোগকারীদের শান্ত করার জন্য স্থির হ'ল যে ভবিষ্যতে কোনো নতুন করের প্রবর্তন করতে হ'লে প্রতি শহর থেকে দু'জন ক'রে প্রতিনিধি নিয়ে গঠিত একটি সমিতির দ্বারা গভার্নর এবং তাঁর সহকারীরা পরিচালিত হবেন। এইভাবে একটি আইনসভার ভিত্তি স্থাপিত হ'ল। প্রকৃতপক্ষে শহরের এই

প্রতিনিধিদের, গভার্নরকে এবং তাঁর সহকারীদের নিয়ে একটি—'এক পরিষদীয়' আইনসভা তৈরি হ'ল। ১৬৩৪-এ যখন এটির অধিবেশন হ'ল, এটি আইনসংক্রান্ত সমস্ত ক্ষমতা গ্রহণ করল—আইন তৈরি করবার, নতুন সদস্য নেবার, এবং শপথ গ্রহণ করাবার। এইভাবে ওই মহাদেশে জন-প্রতিনিধিদের দ্বিতীয় দলটি জন্মলাভ করল। যখন দেখা গেল এই 'এক পরিষদীয়' ব্যবস্থা ভাল ভাবে চলছে না, তখন দশ বছর পরে আইনসভাটি দু'ভাগে বিভক্ত হয়ে গেল—সহকারীরা বসলেন উচ্চ পরিষদে এবং শহরের প্রতিনিধিরা নিম্ন পরিষদে। অর্ধশতাব্দী ধ'রে ম্যাসাচুসেটস বে একটি পিউরিটান গণতন্ত্র হয়ে উঠল, যার শাসনভার সেটির নিজের প্রতিনিধিদের উপরেই ছিল। ১৬৯১-এ একটি নতুন অধিকারপত্রের সাহায্যে যখন এটিকে রাজকীয় প্রদেশে পরিণত করা হ'ল, আইনসভাটি শক্তিশালী দল রয়ে গেল। এরপর থেকে গভার্নরকে নিযুক্ত করতেন রাজা কিন্তু আইনসভার সদ্যসদের নির্বাচন করত জনসাধারণ, এবং ওই সভার সদস্যরা টাকার থলিটি শক্ত মুঠিতে ধ'রে রাখতেন।

ইতিমধ্যে দু'টি চিরস্থায়ী ছোট সাধারণতন্ত্র আমেরিকার মাটিতে অংকুরিত হ'ল—সে দু'টি রোড আইল্যান্ড এবং কনেটিকাট। ম্যাসাচুসেটস বে থেকে অতিরিক্ত ঔপনিবেশিকরা নিম্ন কনেটিকাট উপত্যকায় অনেকগুলি শহর স্থাপিত করেছিল। ১৬৩৯-এ সেগুলির প্রতিনিধিরা হার্টফোর্ডে মিলিত হয়ে কনেটিকাটের 'প্রাথমিক অনুজ্ঞাগুলি' রচনা করল। কোনো আমেরিকান সাধারণতন্ত্রে এটিই হ'ল সর্বপ্রথম স্বরচিত সংবিধান—পশ্চিম পৃথিবীরও প্রথম বলা যেতে পারে। এটিতে স্থির হ'ল যে একজন গভার্নর থাকবেন, তাঁর জনকতক সহকারী থাকবেন এবং প্রতি শহর থেকে গণভোটে নির্বাচিত চারজন ক'রে প্রতিনিধি নিয়ে একটি 'নিম্ন পরিষদীয়' আইনসভা থাকবে। স্টুয়ার্টদের সিংহাসন পুনরুদ্ধারের পর কনেটিকাট ১৬৬২-তে রাজার কাছ থেকে একটি সনদ বা অনুমতিপত্র পেয়েছিল। এর অনুচ্ছেদগুলি ছিল অত্যাশ্চর্যরূপে সদয়। প্রতিনিধিদের নিজেদের খুশি অনুযায়ী শাসন করবার পূর্ণ ক্ষমতা থাকবে, কেবলমাত্র তাদের রচিত আইনগুলি ইংল্যান্ডের রচিত আইনের বিপরীত হ'তে পারবে না। রোড আইল্যান্ড-এর অবস্থাও অনুরূপভাবে ভাল হ'ল। যখন এর শহরগুলির প্রতিনিধিরা একত্রিত হ'ল তখন তাদের জন্য পূর্ণ স্বায়ত্তশাসনের একটি অনুমতিপত্র সংগ্রহ করলেন রজার উইলিয়ামস। রাজতন্ত্রের পুনঃপ্রতিষ্ঠার পর একটি নতুন দরখাস্ত করার প্রয়োজন হয়ে পড়ল। কিন্তু ১৬৬৩-তে নতুন সনদ অনুসারে কনেটিকাট-এর মতনই রোড আইল্যান্ডকে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের মধ্যে একটি ক্ষুদ্র সাধারণতন্ত্রে পরিণত করা হ'ল এবং এটি বিপ্লবের আগে পর্যন্ত সেই অবস্থাতেই রইল। নিজের কর্মচারীদের নিযুক্ত ক'রে, নিজেদের সমস্ত আইন নিজেরাই তৈরি ক'রে, পৃথিবীর মধ্যে এটি বোধহয় সবচেয়ে স্বাধীন

গোষ্ঠী হিসাবে রয়ে গেল।

১৭০০ খ্রীষ্টাব্দ নাগাদ ঔপনিবেশিক শাসনব্যবস্থা একটা রূপ নিয়েছিল। সম্পূর্ণভাবে স্বায়ত্তশাসনসম্পন্ন সাধারণতন্ত্র কনেটিকাট ও রোড আইল্যান্ড একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করেছিল; তারা নিজেদের কর্মচারীদের নিজেরাই নির্বাচিত করত। অন্যান্যগুলি ছিল হয় মালিকানা সম্পত্তি, নয়ত রাজকীয় সম্পত্তি, কিন্তু সেগুলি যা-ই হ'ক না কেন, তাদের রাষ্ট্রনৈতিক কাঠামোটা এক ধরনেরই ছিল। রাজা কিংবা উপনিবেশের মালিক গভার্নরকে নির্বাচিত করতেন। তাঁর পাশে, কিংবা তাঁর পিছনে থাকত একটি অনুমোদনকারী আইনসভা; যেটি ম্যাসাচুসেটস ছাড়া অন্যত্র হয় রাজার দ্বারা, নয়ত মালিকের দ্বারা নিযুক্ত হ'ত। কিন্তু গভার্নর প্রায় সব সময়েই একজন ব্রিটন হ'লেও, আইনসভার সদস্যেরা সাধারণতঃ থাকত আমেরিকার অধিবাসী। যদিও তারা হ'ত প্রায়ই ধনীদের প্রতিনিধি, সাধারণতঃ তারা গভার্নরের সংগে একমত হ'ত না। প্রথম প্রথম যদিও তারা বিচার আর শাসনের কাজ করত, কিন্তু ক্রমে ক্রমে তারা আইনসভার 'উচ্চ পরিষদে' পরিণত হ'ল। প্রত্যেক উপনিবেশেরই থাকত একটি প্রতিনিধিমূলক আইনসভা, যার সদস্যদের নির্বাচন করত সেইসব প্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তিরা যাদের সম্পত্তিগত বা অন্য কোনো প্রকার অধিকার জন্মেছে। এই গণতান্ত্রিক সভা আইন প্রস্তুত করত; সম্পত্তির মূল্য নির্ধারণ করত, কর জারী করত। সদস্যদের ক্ষমতার উৎস ছিল তাদের গণ-প্রতিনিধিত্ব এবং অর্থের উপর তাদের প্রভুত্ব—ঠিক এই দু'টি কারণেই ১৬৮৯-এর পর ব্রিটেনে পার্লামেন্ট অত শক্তিশালী হয়ে ওঠে।

প্রতিনিধিত্বমূলক ব্যবস্থাকে সৃষ্টি ক'রে এবং সেটিকে রক্ষা ক'রে এই ঔপনিবেশিকেরা নিজেদের এবং বংশধরদের অনেক হিতসাধন ক'রে গেছে। তাদের রাষ্ট্রনৈতিক বৈশিষ্ট্যের তিনটি মূল বিষয় ছিল। প্রথমটি হ'ল, যে লিখিত সনদের উপর তাদের ব্যক্তি-স্বাধীনতা নির্ভর করত, তার উপর প্রচুর মূল্য আরোপ। ইংল্যান্ডের কোনো লিখিত সংবিধান নেই। কিন্তু প্রথম থেকেই ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান, মালিক এবং জনসাধারণকে যে-সনদ বা অনুমতি-পত্র দেওয়া হয়েছে, তার মধ্যে লিখিত অধিকারগুলিকে পবিত্র জ্ঞানে আঁকড়ে ধ'রে থাকবার শিক্ষা ঔপনিবেশিকদের হয়েছিল। মূল আইন সম্পর্কে এই লিপিবদ্ধ ব্যবস্থার উপর ভক্তি উত্তরকালে আমেরিকার ইতিবৃত্তের উপর প্রবল প্রভাব বিস্তার করেছিল। দ্বিতীয় মূল্যবান তথ্য হচ্ছে গভার্নর এবং আইনসভাগুলির মধ্যে অহর্নিশ দ্বন্দ্ব। এই দু'টি ছিল পরস্পরের প্রতিদ্বন্দ্বী স্বার্থের প্রতিনিধি। গভার্নর প্রতিনিধি ছিলেন পুঁজিবাদী অধিকারের এবং সাম্রাজ্যবাদী স্বার্থের, আর আইনসভাগুলি প্রতিনিধিত্ব করত জন-সাধারণের অধিকারের এবং স্থানীয় স্বার্থের। শেষে বলা যেতে পারে যে ঔপনিবেশিক

রাষ্ট্রনীতির লক্ষণীয় দিক দাঁড়াল জমি দখল নিয়ন্ত্রণ করার উপর আইনসভাগুলির অধিকারের দাবি। তাদের দাবি ছিল আরও অনেক যথা ঃ ঘন ঘন নির্বাচন, রাজার কর্মচারীদের আইনসভার সদস্য হবার অক্ষমতা, নিজেদের স্পিকার নির্বাচনের অধিকার এবং সর্বোপরি জমির দখল দেওয়া না-দেওয়ার সম্পূর্ণ ক্ষমতা। অনেক বাধার সম্মুখীন তাদের হ'তে হয়েছিল, কিন্তু বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই তাদের দাবি মেটান হ'ত।

একথা সত্য নয় যে ব্রিটিশ ঔপনিবেশিকদের অনেক অত্যাচার সহ্য করতে হয়েছিল। মোটকথা, সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতাব্দীতে তারা যে-রাষ্ট্রনৈতিক ক্ষমতা ভোগ করেছে, তার অনুরূপ ক্ষমতা পৃথিবীর অন্যত্র কোথাও দেখতে পাওয়া যায়নি। অভিজাত লোকেদের দ্বারা শাসনের অত্যাচার তাদের সহ্য করতে হয়েছে। ধর্মপ্রাণ নিউ ইংল্যান্ডের শাসক ছিলেন মাত্র কয়েক জন, তাঁদের ক্ষমতা চূর্ণ করার প্রয়োজন ছিল। দক্ষিণাঞ্চলে অভিজাত জমিদারেরা এবং ব্যবসায়ীরা রাষ্ট্রনৈতিক একনায়কত্ব পাবার জন্য চেষ্টা করেছিলেন।

মাঝে মাঝে শ্রেণীবিদ্বেষ তার অতি কুৎসিত মাথাটি তুলত—এবং ঔপনিবেশিকেরা তাতে প্রচন্ডভাবে আঘাত করত। ১৬৭৬ খ্রীষ্টাব্দে ভার্জিনিয়ার বেকনের বিদ্রোহে এইরূপ একটি আঘাত দেওয়া হয়েছিল। যেসব পরিচালকেরা পুরো কাজ করার পর ছুটি পেয়েছে, যেসব নবাগতরা সীমান্ত প্রদেশের জমি চাষ করছে, তারা এবং ছোটখাট চাষীরা এবং অসংখ্য শ্রমিক ও ক্রীতদাস পরিদর্শকেরা অনুভব করল যে তাদের প্রতি অন্যায় ব্যবহার করা হচ্ছে। যার কোনো জমি ছিল না, ১৬৭০-এর পর থেকে তার কোনো ভোটও ছিল না। অন্য নানাভাবে রাজনৈতিক ক্ষেত্রে তারা সমস্ত অধিকার থেকে বঞ্চিত হয়েছিল। এক একটি আইনসভা প্রায় অপরিবর্তিত অবস্থায় বহুদিন ধ'রে চলতে লাগল। তাদের মধ্যে একটি ১৬৬১ থেকে ১৬৭৫ পর্যন্ত ১৪ বছর ধ'রে চলেছিল। যারা গভার্নর এবং ধনী জমিদারদের প্রিয়পাত্র ছিল, ভাল ভাল চাকুরিগুলি তাদের ভাগ্যেই জুটত। শিক্ষা ছিল গরিবদের নাগালের বাইরে। ইণ্ডিয়ানদের আক্রমণের হাত থেকে তাদের রক্ষার কোনো ব্যবস্থাই ছিল না, কারণ পশমের চাষের খাতিরে গভার্নর এবং তাঁর সাঙ্গপাঙ্গরা বর্বর আদিবাসীদের সপক্ষে ছিল। কর ছিল গুরুভার , সীমান্তস্থিত খামারগুলি থেকে বাজার ছিল বহুদূরে; যখন তামাকের দর কমে যেত চাষীদের অবস্থা হ'ত কাহিল। অবশেষে উপনিবেশগুলির উপর ইণ্ডিয়ানদের একটি আক্রমণের পরিণতিতে হ'ল একটি নাটকীয় বিদ্রোহের সূত্রপাত। ঔপনিবেশিকেরা রক্ষামূলক ব্যবস্থার জন্যে চেঁচামেচি শুরু ক'রে দিল এবং যখন গভার্নর বার্কলে এবং উপকূলবর্তী জমিদারেরা তাদের গড়িমসি ভাবে উত্তর দিলেন, তারা তখন ক্ষেপে গেল। জেমস এবং ইয়র্ক নদীর সঙ্গমস্থল থেকে

ক্রুদ্ধ ব্যক্তিদের দলপতি হিসাবে ন্যাথানিয়েল বেকন এসে আক্রমণ ক'রে ইণ্ডিয়ানদের প্রধান ঘাঁটিটি ধ্বংস ক'রে দিলেন এবং দেড়শ' আদিবাসীকে হত্যা করলেন। পরে যখন তিনি উইলিয়ামসবার্গে আইনসভায় বসতে এলেন উদ্ধত গভার্নর তাঁকে গ্রেপ্তার করলেন; কিন্তু অবিলম্বে নদীর তীরে তীরে বিদ্রোহের সূত্রপাত হওয়ায় তাঁকে ছেড়ে দিতে বাধ্য হলেন এবং তিনি পালিয়ে গেলেন। তিনি যখন আবার ফিরে এলেন, তাঁর পিছনে চারশ' সশস্ত্র লোক কলরব করছে। বার্কলে এবং তাঁর সভার সদস্যারা তাড়াতাড়ি বের হয়ে এসে এদের সম্মুখীন হলেন। জামা ছিঁড়ে নিজের বুকটা খুলে দিয়ে গভার্নর চিৎকার ক'রে ব'লে উঠলেন ঃ "এই যে, আমাকে গুলি কর! চমৎকার লক্ষ্যস্থল, গুলি ছোড়!" কিন্তু বেকন উত্তর দিলেন ঃ "না না; শুনুন ধর্মাবতার, আমরা আপনার বা আর কারুর মাথার একটি কেশেরও ক্ষতি করতে চাই না। ইণ্ডিয়ানদের হাত থেকে নিজেদের যাতে রক্ষা করতে পারি, তারই অধিকার আপনার কাছ থেকে আমরা নিতে এসেছি। এ-অধিকার আপনি অনেকবারই দিতে প্রতিশ্রুত হয়েছেন, এখন সেটি না পেলে আমরা এখান থেকে যাব না।" তাঁর দলের লোকেরা আইনসভার জানলার দিকে তাদের অস্ত্রগুলি নাড়তে নাড়তে সমস্বরে চিৎকার ক'রে উঠল ঃ "এ-অধিকার আমাদের চাই!" আধঘণ্টা ধ'রে বেকন আইনসভায় জ্বলন্ত ভাষায় বক্তৃতা দিলেন। তিনি চাইলেন ঔপনিবেশিকদের জন্য প্রতিরক্ষা-ব্যবস্থা, চাইলেন সরকারী হিসাবের উপযুক্ত পরীক্ষা, করের লাঘব এবং অন্যান্য বহু পরিবর্তন।

ভার্জিনিয়ার ধূলিধূসর প্রান্তরের উপর দিয়ে এই বিদ্রোহ গ্রীষ্মকালীন ঝড়ের ঘূর্ণী হাওয়ার মতো ঘুরতে ঘুরতে শূন্যে মিলিয়ে গেল। গভার্নর বার্কলে এবং তাঁর সাঙ্গপাঙ্গরা অনেক প্রতিশ্রুতি দিলেন, সুচতুর ব্যক্তিরা তখনই বুঝেছিল যে তাঁরা এ-প্রতিশ্রুতি রাখবেন না। অবিলম্বে গভার্নর বিদ্রোহী বেকনকে দমন করার জন্য গ্লস্টার এবং মিডলসেক্স সৈন্যদল থেকে বারশ' সৈন্য চেয়ে পাঠালেন। চারপাশে ক্রুদ্ধ স্বর ধ্বনিত হ'তে লাগল, "বেকন, বেকন, বেকন" এবং ওই সৈনিকেরাও বিরক্তভাবে যুদ্ধপ্রান্তর ছেড়ে গেল। মুখে তাদের একই নাম, "বেকন, বেকন, বেকন।" এরপর প্রকাশ্য যুদ্ধ শুরু হয়ে গেল। বেকন জেমসটাউন আক্রমণ করলেন এবং কোনো এক উজ্জল গ্রীষ্মদিবসে শহরটিকে ভস্মস্তূপে পরিণত করলেন। জেমস নদীতে কুড়িটি কামানে সজ্জিত একটি জাহাজ তিনি অধিকার ক'রে নিলেন। তারপর যুদ্ধের যখন জটিল অবস্থা, তিনি ম্যালেরিয়ায় প্রাণত্যাগ করলেন এবং বিদ্রোহও তাঁর সহমরণে গেল। বন্য অধিবাসীদের কাছ থেকে আত্মরক্ষার জন্য সামান্য চাষী, মজুর আর সীমান্তবাসীদের অধিকারের দাবিতে সেটির জন্ম হয়েছিল; রাজার শাসনব্যবস্থার বিরুদ্ধে বিপ্লবে সেটি পরিণতি লাভ করেছিল। শীঘ্রই একদিন বেকনের এক

বন্দী সহকর্মীকে ব্যঙ্গ-বিনয়ে অভিবাদন করতে করতে প্রতিহিংসাপরায়ণ বার্কলেকে বলতে শোনা গেছল : "সুস্বাগত! মিস্টার ড্রামণ্ড! তোমাকে দেখে যত খুশী হয়েছি ভার্জিনিয়ার আর কাউকে দেখলে এতটা হতাম না। মিস্টার ড্রামণ্ড! আর আধঘণ্টার মধ্যেই তোমার ফাঁসি হয়ে যাবে।" তবে এই বিদ্রোহটিকে নিষ্ফল মনে হ'লেও, সীমান্তবাসীদের স্বাধীন মনোভাব এবং স্বকীয় মতপ্রকাশে বলিষ্ঠতা এটির মধ্যে আত্মপ্রকাশ করেছিল অবিস্মরণীয় ভঙ্গিতে। এটিই আমেরিকার প্রকৃত মনোভাব। এই জিনিসটি কেউ বিস্মৃত হ'ল না।

উপনিবেশগুলিতে গির্জা আর রাষ্ট্র। আমেরিকায় যে পরিমাণে রাজনৈতিক স্বাধীনতার জন্য তৃষ্ণা বাড়তে লাগল, সেই পরিমাণে সমস্ত ধর্মের প্রতি সমভাব প্রদর্শনের প্রবৃত্তির ক্রমবৃদ্ধি দেখতে পাওয়া গেল। শৈশব অবস্থাতেই ব্রিটিশ উপনিবেশ বিভিন্ন ধর্মীয় দলের বাসভূমি হিসাবে গ'ড়ে ওঠে, যার ফলে পরস্পরের সঙ্গে মিলেমিশে চলবার শিক্ষা তাদের পুরোমাত্রায় হয়েছিল।

প্রথম ঔপনিবেশিকদের সঙ্গে সঙ্গেই "চার্চ অব ইংল্যাণ্ডও" ভার্জিনিয়ায় এসে উপস্থিত হয়েছিল। জেমসটাউনে প্রথম যে-ক'টি বাড়ি তৈরি হয়েছিল, তাদের মধ্যে একটি ছিল সেই অনাড়ম্বর গির্জাটি, যেটির সম্প্রতি সংস্কার সাধন হয়েছে এবং যেটি এখনও ঠিক নদীর পাশেই অবস্থিত। ১৬১৬-তে যখন লর্ড ডেলাওয়ার গভার্নর হয়ে এলেন, তখন তিনি এটির সংস্কার সাধন করলেন এবং এর আকার বাড়ালেন; তখন সেটি তার সেডার কাঠ দিয়ে ঘেরাও করা আসল ওয়ালনাট কাঠের তৈরী বেদী, খুব উঁচু বক্তৃতামঞ্চ এবং দীক্ষার জলাধার নিয়ে একটি অভিজাত বস্তু হয়ে উঠল জাহাজ বোঝাই হয়ে যেসব মেয়েরা আসত, ঔপনিবেশিকরা এখানেই তাদের বিবাহ করত; এখানেই তাদের ছেলেমেয়েদের প্রথম খ্রীষ্ট-ধর্মে দীক্ষা হ'ত। ভার্জিনিয়ার উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে নতুন নতুন গির্জা হয়ে তার অধীনস্থ অঞ্চলগুলি তৈরি হ'ল এবং ইংল্যাণ্ডের গির্জার মতনই সেগুলির খরচ চালানর জন্য কর ধার্য হ'ল। কয়েক বছর ধ'রে প্রত্যেক ঔপনিবেশিককে পুরোহিতদের জন্য এক বুশেল শস্য এবং পাঁচ সের তামাক দিতে হ'ত। এই দক্ষিণা যথেষ্ট না হওয়ায় ১৬৩২-এ আইনসভা একটি আইন পাশ করল যাতে উক্ত দ্রব্যগুলি ছাড়াও প্রত্যেককে তার বিংশতিতম বাছুরটিকে বিংশতিতম ছাগলটিকে, বিংশতিতম শুয়োরটিকে পুরোহিতকে দেবার জন্য বাধ্য হ'তে হ'ত। স্টুয়ার্টদের পুনরায় রাজ্যপ্রাপ্তির পর তামাকের ওই পরিমাণটি আরও বাড়িয়ে দেওয়া হ'ল এবং আরও বাধ্যতামূলক করা হ'ল। এছাড়াও পুরোহিতদের পাবার কথা ছিল দান হিসাবে জমি, যেগুলিকে বলা হ'ত "গ্লেব্‌স", এবং তাছাড়াও ছিল অনেক উপরি পাওনা। এই ধরনের ইংল্যাণ্ডীয় ব্যবস্থাগুলি ভার্জিনিয়ায়

হাডসন ১৬১০
জন ক্যাবট ১৪৯৭
হাডসন উপসাগর
ল্যাব্রেডর উপদ্বীপ
হাডসন উপসাগর অঞ্চলীয় সমতল ভূমি
লরেন্সীয় উচ্চভূমি
কার্টিয়ার ১৫৩৪-৪১
শ্যামপ্লেন ১৬১৫
হাডসন
ধর্মদলীয় ঔপনিবেশিকেরা ১৬২০
হাডসন ১৬০৯
ক্যাবট ১৪৯৮
জন স্মিথ ১৬০৭-৯
র‍্যালে ১৫৮৪
সমতল ভূমি
কেন্টাকি নদী
কাম্বারল্যান্ড নদী
মিজুরি নদী
আটলান্টিক
ডি সোটো
সেন্ট মেরীজ নদী
সেন্ট অগাস্টিন
লা স্যাল ১৬৮২
মেক্সিকো উপসাগর
প্রথম যুগের ঔপনিবেশিকেরা যেসব স্থানে পৌঁছেছিলেন সেই স্থানগুলি দেখিয়ে আমেরিকার ভূমিবৃত্তিক মানচিত্র
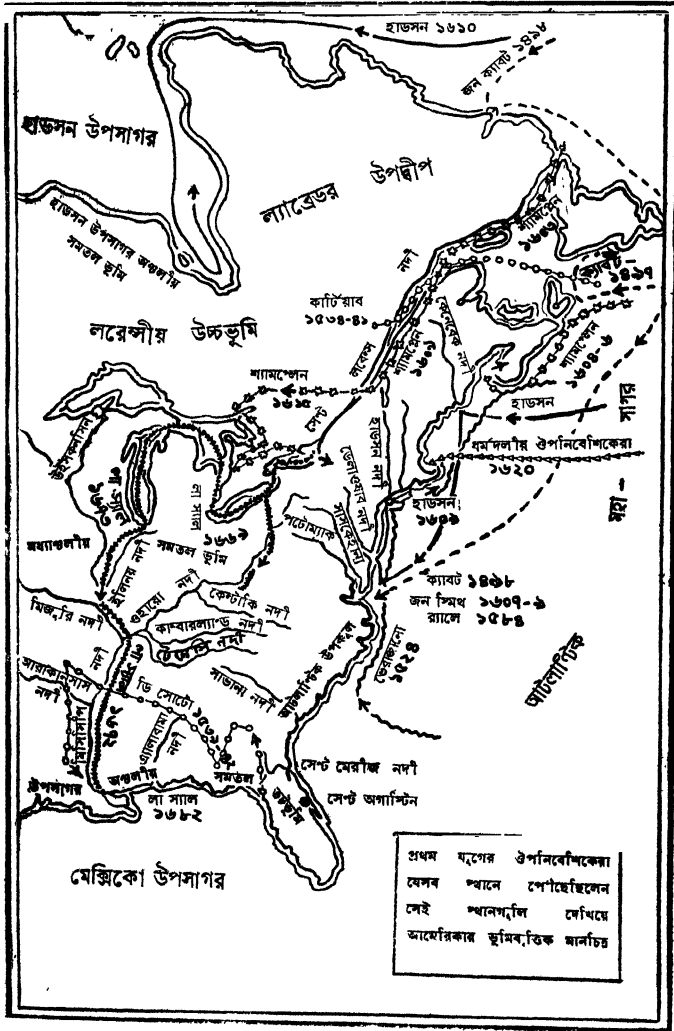
ুবে বেশী রকম বাস্তব রূপ নিল, যেমন নিয়েছিল দক্ষিণের অন্যান্য স্থানে, বিশেষ ক'রে মেরীল্যান্ড এবং দক্ষিণ ক্যারোলাইনায়।

তবু অর্থানুকূল্যের দিক থেকে এবং ঔপনিবেশিকদের উপর আধ্যাত্মিক কিংবা মানসিক প্রভাব বিস্তার করতে ভার্জিনিয়ার গির্জাটি কোনোরূপ সুবিধা করতে পারেনি। তৎকালীন অর্থনৈতিক কিংবা সামাজিক দিক এর অন্তরায় ছিল। ছড়ান বসতি সমেত বিস্তৃত অঞ্চল নিয়ে ছিল এক একটি গির্জা; নদীর ধারে ধারে এক একটি অঞ্চলের সীমানা ছিল দৈর্ঘ্যে ৩০ থেকে ৬০ মাইল। গির্জায় যেতে হ'লে লোকেদের হয় দুর্গম রাস্তা দিয়ে বহুদূর হেঁটে যেতে হ'ত কিংবা প্রচুর পরিশ্রম ক'রে দাঁড় টানতে টানতে নদীপথে যেতে হ'ত। সুতরাং স্বাভাবিকভাবেই লোকেরা নিয়মিত আসত না; এই খেয়াল-খুশি মতো গির্জায় আসার জন্য ধার্মিক জর্জ ওয়াশিংটনকেও অভিযুক্ত করা যায়। শীতকালের বিশ্রী আবহাওয়ায় পুরোহিতরা দেখতেন গির্জা প্রায় জনশূন্য। একজন লোক বলেছিল যে সে পঞ্চাশ মাইল দূর থেকে এসে দেখেছিল যে গির্জায় মাত্র কয়েকটি লোক উপস্থিত ছিল। এইসব বিরল বসতির জায়গায় পুরোহিতরা মাত্র যৎকিঞ্চিৎ অর্থসাহায্য পেতেন। জিনিসের দাম যখন ক'মে যেত তখন তামাক গরু ছাগলের আকারে যে-কর আদায় হ'ত তাও অপর্যাপ্ত হয়ে উঠত এবং আইনসভাগুলি এর পরিমাণ বাড়িয়ে দিলে নির্ধন অঞ্চলগুলি থেকে তার বিরুদ্ধে প্রবল প্রতিবাদ উঠত।

কম মাইনে এবং চাকুরি অস্থায়ী হওয়ায়, বহু দুঃখকষ্ট ভোগ করার জন্য সুদক্ষ, ধার্মিক এবং উৎসাহী পুরোহিত পাওয়া খুব কষ্টসাধ্য হয়ে পড়েছিল। শ্রেষ্ঠ ধর্মযাজকেরা ইংল্যান্ড থেকে উপনিবেশগুলিতে যেতে রাজী হতেন না; স্বদেশই ছিল তাঁদের জীবিকার শ্রেষ্ঠ ক্ষেত্র। যাঁরা আসতেন তাঁদের বেশির ভাগই ছিলেন নির্বোধ ও অলস এবং তাঁদের চরিত্র সম্পর্কে সমালোচনা করবার যথেষ্ট কারণ ছিল। শীঘ্রই আমরা দেখতে পাই যে গভার্নররা এবং অন্যান্য সকলে বলতে লাগলেন যে ভার্জিনিয়ার ধর্মযাজকেরা "একদল নিন্দত ব্যক্তি" যাঁরা তাঁদের "কর্মের পক্ষে অনুচিত অনেক পাপে লিপ্ত" এবং "যাঁরা মদ্যপ, পরস্পরের সঙ্গে মারামারি করেন এবং গালাগাল দেন"। তাঁরা ছিলেন অনেকটা ফিল্ডিং রচিত ধর্মযাজক ট্রালিবারের মতো। এঁদের পরিবর্তনের জন্য অনেক চেষ্টা করা হয়েছিল, তার মধ্যে ১৬৯৩ খৃষ্টাব্দে স্থাপিত দ্বিতীয় ঔপনিবেশিক মহাবিদ্যালয় "উইলিয়াম এ্যান্ড মেরী" অন্যতম। তরুণ ধর্মযাজকদের শিক্ষার জন্য বিশেষ ক'রে এটির প্রতিষ্ঠা হয়েছিল। কিন্তু বিপ্লবের আগে পর্যন্ত এই প্রতিষ্ঠানের কাজকর্মাদি সম্পূর্ণ অসন্তোষজনক ছিল।

ভার্জিনিয়া প্রভৃতি দক্ষিণের অন্যান্য অঞ্চলের অধিবাসীরা ইংল্যান্ডের গির্জাকে স্বীকার ক'রে নিলেও, রাষ্ট্রব্যবস্থার উপর সেটির কোনো প্রভাব চালাতে পারেনি।

ম্যাসাচুসেটস এবং কনেটিকাটে পিউরিটান গির্জাই বহু বছর ধ'রে রাষ্ট্রের সঙ্গে একাত্ম হয়েছিল, শাসনব্যবস্থার উপর আধিপত্য বিস্তার করেছিল এবং ধর্মসংক্রান্ত ব্যাপারে প্রবল প্রতিপত্তি বজায় রেখে চলেছিল।

ম্যাসাচুসেটস-এ পিউরিটানদের আসার মূল উদ্দেশ্য ধর্মে স্বাধীনতা বিস্তার নয়, গির্জার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট রাষ্ট্র স্থাপন করা। পিউরিটানরা ধর্মের দিক থেকে প্রগতিবাদী ছিল না; বরং তারা ছিল প্রাচীনপন্থী। ইংল্যাণ্ডে তারা "চার্চ অব ইংল্যাণ্ড"-এর অনুগামী ছিল কিন্তু তারা চেয়েছিল ধর্মযাজকতন্ত্রের স্বৈরাচারকে প্রশমিত করতে এবং ক্যাথলিক রীতিনীতিকে বর্জন ক'রে এর পরিবর্তন সাধন করতে। তারা রবিবারের দিনটিকে পালন করত এবং সকলের নৈতিক চরিত্রের উপর তীক্ষ্ন দৃষ্টি রাখত। দেশের ধর্মব্যবস্থাকে সম্পূর্ণ হাত করতে না পেরে, তারা আমেরিকার বন্য অঞ্চলগুলিই পছন্দ করল; সেখানে তারা চেষ্টা করতে লাগল তাদের 'বিশেষ গির্জা' স্থাপন করতে, যা জনগণের করের উপর প্রতিষ্ঠিত হবে, রাষ্ট্রের সঙ্গে একাত্ম হবে এবং কোনো বিরোধিতা সহ্য করবে না। সালেম-এ যখন এণ্ডিকট প্রথম পিউরিটান গির্জা স্থাপন করেন, তখন তাঁর দলের দু'টি লোক তাদের মোটঘাট থেকে ইংল্যাণ্ডে প্রচলিত দু'টি প্রার্থনা পুস্তক বের ক'রে ধর্মসভায় পড়তে চেয়েছিল। তিনি অবিলম্বে সেই ঘৃণিত পুস্তকটি সমেত তাদের জাহাজে তুলে দিয়ে ইংল্যাণ্ডে ফেরত পাঠিয়ে দিলেন। অনতিবিলম্বে পিউরিটান দলপতিরা গির্জার উপর প্রতিষ্ঠিত রাষ্ট্র স্থাপিত করলেন, প্রভুত্ব বর্তাল গির্জার কয়েকজন দৃঢ়প্রতিজ্ঞ, সুদক্ষ এবং স্বৈরাচারী অভিজাত শাসকের হাতে।

রুক্ষ নিয়মতান্ত্রিকতা সমেত এই ক্যালভিনপন্থী গির্জা-রাষ্ট্রের জয়-গৌরবের তলায় স্বাধীনতাকামী তীর্থযাত্রী (পিলগ্রিম) বা বিচ্ছেদকামী (সেপারেটিস্ট) ধর্ম-আন্দোলনগুলি চাপা প'ড়ে গেল। প্লিমাথ-এ পিলগ্রিমরা একটি গণতান্ত্রিক গির্জা স্থাপন করেছিল, ধর্মগুরু বিশপ প্রভৃতিকে বাদ দিয়ে লোকেরা সেখানে তাদের ধর্ম-সংক্রান্ত কাজকর্ম চালাত। কিন্তু পিউরিটানরা এ-ব্যবস্থার মধ্যে দেখতে পেয়েছিল অরাজকতা ও অনাচার, কারণ তারা কঠোর কেন্দ্রীয় শাসনে বিশ্বাসী ছিল।

ম্যাসাচুসেটস-এ গির্জা-রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হওয়ার চারটি পর্যায় ছিল। প্রথম ব্যবস্থা অনুযায়ী পিউরিটান গির্জার একজন উপযুক্ত সদস্য না হ'লে কেউ সরকারী চাকুরি পাবার বা ভোট দেবার অধিকারী হ'ত না। দ্বিতীয় ব্যবস্থা অনুযায়ী প্রত্যেককে গির্জায় হাজিরা দিতে হ'ত। এই উপায়ে গির্জাটিকে এবং উপনিবেশটিকে নাস্তিকদের হাত থেকে রক্ষার চেষ্টা করা হয়েছিল। তৃতীয় ব্যবস্থা অনুযায়ী কোনো নতুন গির্জা প্রতিষ্ঠার জন্য গির্জা ও রাষ্ট্রব্যবস্থা উভয়েরই অনুমতির প্রয়োজন হ'ত। কোনো অবিশ্বাসীর দল ম্যাসাচুসেটসের কোনো স্থানে দোকান খুলতে পারত না।

যারা পিউরিটান ধরন ছাড়া অন্য গির্জা চাইত, তারা আমেরিকার অন্যত্র যেতে বাধ্য হ'ত। তাছাড়া, চতুর্থতঃ, শাসনব্যবস্থার প্রশ্রয় থাকায় রাষ্ট্র গির্জার সঙ্গে একযোগে বিদ্রোহীদের বা নিয়মভঙ্গকারীদের শাস্তি দিত। ১৬৪৬-এ পিউরিটান গির্জাগুলির পরিচালকমণ্ডলী 'কেম্ব্রিজ প্ল্যাটফর্ম' নামে খ্যাত নিয়মটির প্রবর্তন করলেন; সেই নিয়ম অনুসারে যদি কোনো গির্জায় সমবেত ব্যক্তিরা গির্জার নিয়ম-কানুন না মানতে চাইত বা পরিচালকমণ্ডলীর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করত, তাহলে বেসামরিক শাসনব্যবস্থা ধর্মযাজকের মাইনে বন্ধ ক'রে দিয়ে, তাঁকে তাড়িয়ে দিয়ে, তাঁর জায়গায় রাখত এমন কোনো ব্যক্তিকে, যিনি নিয়ম মেনে চলবেন।

যেখানে ম্যাজিস্ট্রেটরা আর পুরোহিতেরা মিলে শাসনকার্য চালাত সেই ম্যাসাচুসেটস-এর গির্জা-রাষ্ট্রটি টিকে থাকলেও তার শক্তি ধীরে ধীরে ক'মে আসতে লাগল এবং ১৬৯১ খৃষ্টাব্দে উইলিয়াম এবং মেরী এক সনদের সাহায্যে স্থানটিকে রাজকীয় প্রদেশ ক'রে নিলেন। ধর্মতন্ত্র আর একটি মাত্র জয়গৌরবের অধিকারী হয়েছিল। পিউরিটান ধর্মপ্রতিষ্ঠান দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হয়ে দ্বিতীয় চার্লস-এর এই অনধিকার হস্তক্ষেপের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছিল। তাদের এই বিরোধিতা পরবর্তী কালে 'নতুন পৃথিবী'-তে রাজনৈতিক স্বাধীনতার উন্মেষে যথেষ্ট সহায়তা করেছিল। এই বিরোধিতা পরবর্তী শতাব্দীতে অনুষ্ঠিত রাজনৈতিক স্বাধীনতা অর্জনের পথ সুগম ক'রে দিয়েছিল। কিন্তু নিন্দা করবার মতোও অনেক কিছু এই ধর্মতন্ত্রের ছিল। এটি অনেকের উপর অত্যাচার করেছিল, বিশেষ ক'রে কোয়েকারদের উপর এটির অত্যাচার অত্যন্ত লজ্জাকর। স্বাধীন চিন্তার ও স্বাধীন মত প্রকাশের এটি শত্রুতা করত। তাছাড়া এই দলের ধর্মান্ধ রুক্ষ মেজাজের জন্য সালেম-এ ডাইনী-সংক্রান্ত যে বিশ্রী ভ্রান্ত ধারণার জন্ম হয়েছিল, তার ফলে উনিশজন স্ত্রীপুরুষকে ফাঁসি দেওয়া হয়েছিল। বসতি ঘন হবার পর নতুন নতুন ধারণার উদ্ভব হ'তে লাগল এবং বস্টনের দুই ধর্মযাজক ইনক্রিজ ম্যাথার ও তাঁর পণ্ডিত পুত্র কটনের অধীনে এইসব প্রাচীনপন্থীদের বিরুদ্ধে দাঁড়াবার জন্য একটি শক্তিশালী প্রগতি-বাদী দল স্থাপিত হ'ল। পুরোহিততন্ত্রের পতন আমেরিকার পক্ষে একটা সৌভাগ্যজনক ঘটনা হয়েছিল।

রজার উইলিয়ামস এবং এ্যান হাচিসন নামে এমন দু'জনকে ম্যাসাচুসেটস থেকে পাওয়া গেছল যাঁরা ধর্ম-স্বাধীনতার অগ্রদূত। উইলিয়াম ছিলেন একজন পণ্ডিত ব্যক্তি, তিনি ছিলেন ইংল্যাণ্ডের কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতক ও একজন গোঁড়া খৃষ্টান; তিনি ধর্মতন্ত্রের পিউরিটান মতের ঘোরতর বিপক্ষে ছিলেন। তাঁর মতে গির্জা এবং রাষ্ট্রব্যবস্থা হবে সম্পূর্ণ ভিন্ন; মানুষকে জোর ক'রে গির্জায় টেনে আনার চেষ্টা নির্বুদ্ধিতা ছাড়া আর কিছুই নয় এবং ভিন্ন [illegible] নীরবে

সহ্য করাই উচিত। তাঁর মতে, বিভিন্ন ধর্মাবলম্বীরা ভদ্র থাকলে শাসনকর্তাদে উচিত তাদের সকলকেই রক্ষা করা। ম্যাসাচুসেটসের কর্তৃপক্ষ যখন উইলিয়ামসবে ইংল্যাণ্ডে ফিরে যেতে আদেশ করলেন, তিনি তখন বরফ ডিঙিয়ে রোড আইল্যাণ্ডে পালিয়ে গিয়ে ঠিক করলেন সেখানেই তাঁর মতবাদ প্রচার করবেন। এ্যান হাচিসন এই ধরনের বিশিষ্ট একজন কেউ ছিলেন না। তিনি সেই মতবাদ প্রচার করতেন যেটিকে পরে, ইমার্সনের সময়ে, নাম দেওয়া হয়েছিল—ইন্দ্রিয়াতীত সত্তাবাদ বা তুরীয় তত্ত্ব (ট্রান্সেনডেনট্যালিজম)। তাঁর মতে, প্রত্যেক ব্যক্তির ভিতরে যে একটি অতীন্দ্রিয় উপস্থিতি রয়েছে, যেটি আসলে পরমাত্মা (হোলি গোস্ট), সেটির নির্দেশই সকলের মেনে চলা উচিত, তাতেই তাদের পরিত্রাণ, সৎ কাজে বা ধর্মের কাজে নয়। রোড আইল্যাণ্ডে কিছুদিন বাস করার পর, নিউ ইয়র্কে যখন ইণ্ডিয়ানদের হত্যা করা হয়, সেই সময় তিনি মারা যান।

মধ্য অঞ্চলের উপনিবেশগুলিতে ধর্ম সম্পর্কে স্বাধীনতাই নিয়ম ছিল। একমাত্র নিউ ইয়র্কেই ইংল্যাণ্ডের ধর্মমতকে প্রতিষ্ঠিত করবার চেষ্টা করা হয়েছিল, কিন্তু সে-চেষ্টা ব্যর্থ হয়েছিল। বেশির ভাগ লোকেরই ভিন্ন ভিন্ন ধর্মমত ছিল। তৎকালীন ঐতিহাসিক উইলিয়াম স্মিথ লিখেছিলেন, লোকেরা চাইত যে "প্রোটেস্ট্যান্টদের প্রতি সমান উদার প্রশ্রয় দেখান হ'ক।" ইহুদিরা ধর্মমন্দিরের পক্ষপাতী ছিল। পেনসিল-ভ্যানিয়া ও ডেলাওয়ারের কোয়েকার উপনিবেশগুলিতে সমস্ত ধর্মমতের লোকেদের সাদরে অভ্যর্থনা করা হ'ত এবং কতকগুলি ছোট ছোট বিচিত্র দল, বিশেষ ক'রে জার্মানরা, সেখানে বসতি করেছিল। ক্যাথলিকদের কোনোরকম বিরক্ত করা হ'ত না, আর ফিলাডেলফিয়ায় প্রকাশ্যভাবে ক্যাথলিকদের সমবেত প্রার্থনাসভা বসত। পরস্পরের প্রতি শত্রুভাবাপন্ন ধর্মমতগুলি মেরীল্যাণ্ডেও সখ্যসূত্রে আবন্ধ হয়ে বাস করছিল। ১৬৪৯-এ এক আইনসভা, যা ছিল অংশতঃ ক্যাথলিক এবং অংশতঃ প্রোটেস্ট্যান্ট, এমন একটি 'টলারেসন এ্যাক্ট' বা বিভিন্ন ধর্মমত সহ্য করার আইন তৈরি করল, যা ধর্ম-স্বাধীনতার পথে একটি বিরাট কীর্তিস্থাপন। অখৃষ্টান এবং ইউনিটেরিয়ানদের প্রতি এটি বিমুখ হ'লেও, প্রোটেস্ট্যান্ট ও ক্যাথলিকদের সমপর্যায়ে ফেলেছিল। এই আইনে একটি লক্ষণীয় বিষয় ছিল। এই আইনে বলা হয়েছিল যে ধর্ম বিষয়ে সহিষ্ণুতা জ্ঞানীর লক্ষণ, কারণ দেখা গেছে যে, "ধর্মের ক্ষেত্রে বিবেকের উপর জবরদস্তি অনেক ক্ষেত্রেই বিপদ সৃষ্টি করেছে।" যত দিন যেতে লাগল ঔপনিবেশিকরা পরিষ্কার বুঝতে পারল যে লোকেদের ইচ্ছানুসারে ধর্মের অনুসরণ করতে দেওয়াই ন্যায়সঙ্গত ও বুদ্ধিমানের কাজ।

দ্বিতীয় অধ্যায়

ঔপনিবেশিক ঐতিহ্য

ক্রমবর্ধমান আমেরিকানা। উপনিবেশগুলির বিস্তারকালে একটি স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যপূর্ণ আমেরিকান জাতীয়তার ক্রমবর্ধনে দু'টি বিষয় লক্ষণীয় ছিল; যখন বিপ্লব শুরু হয় তখন এই জাতীয়তা একটি সম্পূর্ণ রূপ নিয়েছে। একটি লক্ষণীয় বিষয় ছিল—বহু জাতির সংমিশ্রণে একটি নতুন জাতির উদ্ভব। দ্বিতীয় লক্ষণীয় বিষয় ছিল—একটি নতুন দেশ, যেটি জনশূন্য এবং প্রাকৃতিক সম্পদে পূর্ণ—যেটি তার প্রচুর দাক্ষিণ্যের পরিবর্তে চেয়েছিল কেবলমাত্র এই যে ঔপনিবেশিকেরা সঙ্গে নিয়ে আসবে শ্রমশীলতা ও সাহস। ১৭৭৫ খৃষ্টাব্দে একটি বিশিষ্ট আমেরিকান সমাজ, তার নিজস্ব সামাজিক, অর্থনৈতিক এবং রাজনৈতিক লক্ষণ সমেত রূপ নিচ্ছিল। কোনো কোনো ক্ষেত্রে ইউরোপীয় ধরনের সঙ্গে এর বেশ মিল দেখা যাচ্ছিল : লণ্ডন এবং ব্রিস্টল-এর সওদাগর, কারিগর এবং ব্যবসায়ীদের থেকে বস্টন এবং নিউ ইয়র্কে অনুরূপ লোকগুলির বিশেষ প্রভেদ দেখা যায়নি। তবু পুরনো দেশ ইউরোপের ধরন থেকে সম্পূর্ণ আলাদা হয়েই আমেরিকার বিরাট জনতা গ'ড়ে উঠেছিল।

সৌভাগ্যক্রমে আমেরিকায় উপনিবেশ স্থাপন এমনি ভাবেই সংঘটিত হয়েছিল যে ইংরেজী ভাষা এবং অন্যান্য ইংরেজী ব্যবস্থাগুলি সব স্থানেই প্রাধান্য পেয়েছিল, যাতে দেশের সর্বত্র একটা একতা এসেছিল। জার্মানরা কিংবা ফরাসী প্রোটেস্ট্যান্টরা কোনো আলাদা উপনিবেশ স্থাপন করেনি, যা তারা সহজেই করতে পারত; তারা নবাগত ব্রিটিশদের সঙ্গে মেলামেশা করেছে, তাদের ভাষা এবং দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করেছে। ইংরেজ উপনিবেশগুলি অবিলম্বে হাডসন উপত্যকায় ডাচ উপনিবেশ-গুলিকে প্রায় গ্রাস ক'রে নিল। তবু, এই আনন্দজনক ভাষার একত্ব এবং মূল আচার-ব্যবহারগুলি, জাতীয় উৎপত্তির উল্লেখযোগ্য বৈচিত্র্য সত্ত্বেও, পরস্পর সহাবস্থান করেছিল।

সেই ঔপনিবেশিক দিনগুলিতে বিভিন্ন জাতির সংমিশ্রণের ঘটনাটিকে খুব

বাড়িয়ে বা কমিয়ে বলা উচিত নয়। যখন বিপ্লব আরম্ভ হয়েছিল খুব সম্ভব তখন শ্বেতাঙ্গ জনসংখ্যার চারভাগের তিনভাগ কিংবা দশভাগের নয়ভাগ ছিল ব্রিটিশ; কিন্তু তাদের মধ্যে হল্যান্ডবাসীরা, জার্মানরা, ফরাসীরা এবং ইউরোপের অন্যান্য দেশবাসীরাও উল্লেখযোগ্য ছিল। ঔপনিবেশিকতার প্রথম যে ঢেউগুলি এসে আমেরিকার উপকূলে আছড়ে পড়েছিল, সেগুলি ইংল্যান্ডের ঢেউ; নিউ ইংল্যান্ড এবং দক্ষিণের নিম্ন সমতল অঞ্চলগুলিতে বসতি স্থাপনকারীরা ছিল সম্পূর্ণভাবেই ইংল্যান্ডের লোক। কিন্তু এই উপনিবেশের ধারা চলতে চলতে অষ্টাদশ শতাব্দীতে দু'টি প্রকান্ড তরঙ্গ ইউরোপ থেকে এসেছিল—একটি জার্মান এবং একটি স্কচ-আইরিশ ঔপনিবেশিকদের। বিপ্লবের সূচনায় প্রত্যেকটি দলের লক্ষ লক্ষ ঔপনিবেশিক ছিল।

জার্মান উপনিবেশটিই প্রথমে দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল। জার্মানীর পশ্চিমাঞ্চলে, বিশেষ ক'রে রাইনল্যান্ডে, ছিল প্রচুর দুর্গতি আর অশান্তি। চতুর্দশ লুই-এর অধীনে ফরাসী সেনাদলের আক্রমণগুলি হয়েছিল রীতিমত হিংস্র। তার পরেই চলেছিল লুথারের অনুগামীদের ও অন্যান্য ধর্মীয় দলগুলির উপর নিয়মিত অত্যাচার, তার সঙ্গে যুক্ত ছিল ছোট ছোট জার্মান সামন্ত রাজাদের রাজনৈতিক কুশাসন। যখন রানী এ্যান এবং তাঁর বংশধরেরা ব্রিটিশ পতাকাতলে ধর্মীয় স্বাধীনতা ও নিরাপত্তার আশ্বাস দিলেন, তখন দলেদলে জার্মানরা ইংল্যান্ডে এবং ইংল্যান্ডের উপনিবেশগুলিতে ভিড় করতে লাগল। ১৬৮৩-তেই একদল জার্মান ক্রেফেল্ড থেকে উইলিয়াম পেন-এর অধিকার সীমায় এসে হাজির হয়েছিল এবং জার্মানটাউন হয়ে উঠেছিল হস্তশিল্পের একটি পীঠস্থান। এইখানেই রিটেন্‌হাউস পরিবার উপনিবেশে প্রথম কাগজ তৈরির কল স্থাপন করল; বিয়ার তৈরি আর কাপড় বোনা হ'তে লাগল। কিন্তু জার্মান ঔপনিবেশিকদের আসল জোয়ার এল ১৭০০ খৃষ্টাব্দে। এদের কিছু কিছু বসতি করল নিউ ইয়র্কের মহক উপত্যকায়, কেউ কেউ নিউ জার্সিতে নিউ ব্রানস্‌উইক-এ; কিন্তু তাদের বেশির ভাগ চ'লে গেল পেনসিলভ্যানিয়ায়। যত সময় যেতে লাগল, প্রতি বছর কয়েক হাজার ক'রে জার্মান আর সুইস ঔপনিবেশিক এসে হাজির হ'তে লাগল।

এইভাবে এদের আগমন এত বেশী হয়েছিল যে বিপ্লবের ঠিক আগেই বেঞ্জামিন ফ্র্যাঙ্কলিন হিসাব ক'রে বলেছিলেন, পেনসিলভ্যানিয়ার জনসংখ্যার এক-তৃতীয়াংশ ছিল জার্মান। বেশির ভাগ অঞ্চলে ইংরেজী খুব কম লোকেই ব্যবহার করত এবং ১৭৩৯-এ জার্মানটাউন থেকে জার্মান ভাষায় একটি দৈনিক পত্র প্রকাশিত হ'তে লাগল। প্রদেশটির এখানে-ওখানে ছড়িয়ে রইল লুথারান, মোরাভিয়ান, মেননাইট এবং ইউনাইটেড ব্রিদ্রেনদের উপনিবেশগুলি। ব্যারন স্টিগেলের লোহা আর কাচের

কারখানাদু'টি প্রসিদ্ধ অর্জন করল, সমান প্রসিদ্ধ পেল সয়ারের ছাপাখানাটি। কিন্তু বেশির ভাগ জার্মানরা ছিল পরিশ্রমী চাষী, তাই পেনসিলভ্যানিয়ার চুনা-পাথর অঞ্চলটি একটি গম-ভাণ্ডার হয়ে উঠল। এরা অবশ্য কোনো জমিতে চাষের গোড়াপত্তন পছন্দ করত না, যেসব স্থানের জমিতে কিছু কাজ ইতিমধ্যে করা হয়ে জমিগুলি রক্ষণাবেক্ষণ চলছে, সেইসব স্থানের জমিগুলিই এরা কিনত। তারা জমিগুলিকে একেবারে পরিস্কার পরিচ্ছন্ন ক'রে ফেলত, বাড়ি তৈরিতে শ্রম ব্যয় করার আগে তারা গোলাবাড়িগুলি তৈরি করত, তাদের গরুবাছুরদের স্বাস্থ্যবান আর তৎপর রাখত বেড়াগুলি দিত শক্ত আর উঁচু ক'রে। কম শস্য নিজেরা ব্যবহার ক'রে, তার বেশির ভাগটাই তারা বিক্রি ক'রে দিত। মেয়েরাও ক্ষেতে কাজ করত, তবু তাদের পরিবারগুলি বেশ বড়ই হ'ত।

একগুঁয়ে জাত ছিল স্কচ-আইরিশরা: পেনসিলভ্যানিয়া, সেনানডোয়া উপত্যকা আর ক্যারোলাইনার উচ্চভূমিতে যা-কিছু নতুন প্রচেষ্টা তা তারাই করত। তারাও স্বদেশের অত্যাচারের কবল থেকে পালিয়ে এসেছিল; কারণ আয়ার্ল্যান্ডে ইংল্যাণ্ডের অধিকারের জন্য তারা যথেষ্ট ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছিল, তাছাড়া আয়ার্ল্যান্ডের শ্রমশিল্প সম্পর্কে ইংরেজদের আইন তাদের বয়ন-শিল্পের সর্বনাশ ডেকে আনছিল। ইংল্যাণ্ডের বিরুদ্ধে তিক্ত মনোভাব নিয়ে তারা জাহাজ বোঝাই হয়ে আসতে লাগল। আইরিশের চেয়ে তাদের মধ্যে স্কচের রক্ত বেশী ছিল। তাদের মধ্যে বেশির ভাগ ছিল প্রেসবিটেরিয়ান ধর্মাবলম্বী; তারা গত শতাব্দীতে আলস্টারে উপনিবেশ স্থাপন করেছিল এবং প্রেসবিটেরিয়ান ধর্মমত তাদের মধ্যে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাগুলি সম্বন্ধে জ্ঞান এবং তাদের সম্পর্কে অনুরাগ সঞ্চার করেছিল। তারা জনকতক বসতি স্থাপন করল নিউ হ্যাম্পশায়ারে, জনকতক আলস্টারে আর নিউ ইয়র্কের অরেঞ্জ প্রদেশগুলিতে; তবে তাদের প্রধান বসতি গ'ড়ে উঠল পেনসিলভ্যানিয়ায় আর দক্ষিণে ক্যারোলাইনা ও ভার্জিনিয়ার দিকে যে উপত্যকা চ'লে গেছে তার উপর। জঙ্গলের মধ্যে ঢুকে প'ড়ে তারা শিকার ক'রে জীবিকা নির্বাহ করত, জমি পরিষ্কার করত, কাঠের বাড়ি তৈরি করত এবং যেন জঙ্গলটা কুঁদে আদি কতকগুলি চাষ-বাসের কেন্দ্র গ'ড়ে তুলেছিল। পেনসিলভ্যানিয়ার সরকারী কর্মচারীদের মতে এইসব নবাগতরা দরিদ্র হ'লেও খুব সাহসী ছিল; তারা আইনের বিধিনিষেধ কিংবা স্থানীয় ও অন্যান্য জমিদারদের খাজনা মানতে চাইত না। তারা ইণ্ডিয়ানদের ঘৃণা করত এবং প্রায়ই তাদের সঙ্গে ঝগড়া বাধত। তাদের অর্জনস্পৃহা থেকেই জন্ম নিয়েছিল সেই প্রবাদবাক্যটি, "রবিবার থেকে আরম্ভ ক'রে যাকিছু তারা পেত, তাই দখল করতে চাইত।" তারা হয়ে ওঠেছিল অতি চমৎকার ভাবে দক্ষ ঔপনিবেশিক। দক্ষিণ আর পশ্চিমের দিকে বসতি বিস্তার ক'রে, বিপ্লবের আগে

জর্জিয়ায় উপস্থিত হয়ে এবং কেন্টাকিতে অনুপ্রবেশ ক'রে বড় বড় পরিবার প্রতিপালন ক'রে এবং রাজনীতিতে ও ইণ্ডিয়ানদের সঙ্গে যুদ্ধ প্রভৃতি ব্যাপারে তাদের অনন্যসাধারণ ক্ষমতা দেখিয়ে এইসব স্কচ-আইরিশরা আমেরিকার জীবনে নিজেদের স্থায়ী আসন ক'রে নিয়েছিল। তাদের মধ্যে এমন লোকেরাও ছিলেন, যাঁদের নাম পরে প্রসিদ্ধি পেয়েছিল, যথা—কালহন জ্যাকসন, পোল্ক, হাউসটন আর ম্যাককিনলে।

সেনানডোয়া এবং অন্যান্য আভ্যন্তরীন উপত্যকায় স্কচ-আইরিশ, ইংরেজ, জার্মান, ডাচ ও অন্যান্য সকলে নবীন আমেরিকান জাতির পাত্রে তাদের রক্ত মিশ্রিত করেছিল। শেষ উপনিবেশ জর্জিয়াতেও এই রক্তের মিশ্রণ হয়েছিল। জেনারল জেমস অগলথর্প, অন্যান্য মানবহিতৈষী ইংরেজদের সহযোগিতায়, ১৭৩২-এ এই স্থানটির জন্য একটি রাজকীয় সনদ সংগ্রহ করলেন যাতে স্থানটি দরিদ্র ঋণভারপীড়িতদের ও অন্যান্য হতভাগ্যদের আশ্রয়স্থল এবং স্পেনদেশীয় লোকেদের ও ইণ্ডিয়ানদের বিরুদ্ধে একটি প্রতিরোধস্থল হয়ে ওঠে। পৈত্রিকভাবে ভারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা জর্জিয়াতে এনে হাজির করেছিলেন সুনির্বাচিত কয়েকজন ইংরেজকে, অনেক জার্মান প্রোটেস্ট্যাণ্টকে এবং স্কটল্যাণ্ডের পর্বতময় অঞ্চলের কয়েকজনকে। প্রথমদিকে ক্রীতদাসপ্রথা নিষিদ্ধ ছিল। ক্যাথলিক ছাড়া অন্য সব ধর্মমতকে প্রশ্রয় দেওয়া হ'ত এবং এ্যাংগ্লিক্যান, মোরাভিয়ান, প্রেসবিটেরিয়ান, এ্যানাব্যাপটিস্ট, লুথারান ও ইহুদি সম্প্রদায়ের লোকেরা পাশাপাশি নিজেদের পদ্ধতিতে সাধন-ভজন করত। সাভানার এ্যাংগ্লিক্যান গির্জা দু'জন প্রসিদ্ধ ধর্মযাজকের জন্য বৈশিষ্ট্য অর্জন করেছিল; তাঁরা হচ্ছেন, জন ওয়েস্লে আর জর্জ হোয়াইটফিল্ড।

অন্যান্য অ-ইংরেজ দলগুলি ছোট হ'লেও অনুল্লেখযোগ্য ছিল না। নান্তের রাজাজ্ঞা বাতিল ক'রে দেওয়ার ফলে শত শত কেন, বোধহয় হাজার হাজার, ফরাসী হুগনতরা ইংরেজ উপনিবেশগুলিতে এসে হাজির হয়েছিল এবং দক্ষিণ ক্যারোলাইনায় লরেন্স আর লগারে, ভার্জিনিয়ায় মরি, নিউ ইয়র্কে ডিয়ানো আর জে, এবং ম্যাসা-চুসেটস-এ রেভেরে আর ফানুয়িল প্রভৃতির নাম শুনলে স্পষ্টই বুঝতে পারা যায় দেশের সর্বত্র তারা কিরকম ছড়িয়ে পড়েছিল। জার্মানদের সঙ্গে কয়েকজন সুইজারল্যাণ্ডের লোকও এসেছিল; ডেলাওয়ারের আশেপাশে সুইডেন আর ফিন-ল্যাণ্ডের প্রচুর লোক বসতি করেছিল। তাছাড়া বিশেষ ক'রে শহরগুলিতে ইটালী-বাসীদের কয়েকটি দল আর কিছু পোর্টুগ্যালের ইহুদির আগমন হয়েছিল। পেনসিলভ্যানিয়ায় র‍্যাড্নর এবং ব্রিন মর ও দক্ষিণ ক্যারোলাইনায় ওয়েল্স নেক প্রভৃতি নামে মনে পড়িয়ে দেয় যে ওয়েলসও কিছু লোক পাঠিয়েছিল। এসব থেকে স্পষ্টই বুঝতে পারা যায় যে উপনিবেশ স্থাপনের ফলে আমেরিকা এমন একটা

স্থান হয়ে পড়েছিল যেখানে যথেষ্ট পরিমাণে জাতি মিশ্রণ হ'ত।

বৈশিষ্ট্যপূর্ণ আমেরিকান জাতীয়তাকে রূপ দিতে আর একটি জিনিস সাহায্য করেছিল, তা হচ্ছে জমি, বিশেষ ক'রে সীমান্তটি। যে-সমুদ্রতীর একটি জঙ্গলে প্রবেশ করেছে, সেটিই ছিল তখনকার সীমান্ত। প্রথম ঔপনিবেশিকরা ছিল অবিশ্বাস্যভাবে অনভিজ্ঞ। তীর্থযাত্রীরা প্লিমাথ-এর জঙ্গলে মশলার সন্ধান করেছিল আর ভেবেছিল যে-বন্যজন্তুর গর্জন তাদের কানে আসছিল তা হয়তো সিংহের; জেমসটাউনের বিলাসী 'বাবু'রা ভেবেছিল লণ্ডনের রাস্তার মতো এখানেও চলবে তাদের সুখের জীবন। কিন্তু প্রধানতঃ নবাগতেরা হিংস্র আদিম বন্য পরিবেশের সঙ্গে যদি নিজেদের খাপ খাইয়ে না নিতে পারত, তারা মৃত্যুর সম্মুখীন হ'ত। প্রথমদিকে আমরা ক্যাপ্টেন জন স্মিথ আর মাইলস স্ট্যানডিসের মতো লোকদের মধ্যে যে সহ্যগুণ আর সাহসিকতা দেখেছি তা আমাদের পরবর্তী কালের রবার্ট রজার্স, ডেনিয়েল বুন এবং কিট কার্সনের মতো বীর ব্যক্তিদের কথা মনে পড়িয়ে দেয়। ইণ্ডিয়ানদের কাছ থেকেই বসতি স্থাপনকারীরা শিখেছিল শস্য রোপন করতে এবং তাতে সার দিতে, সাক্কোটাস রাঁধতে, ছোট ছোট নৌকো আর বরফের জুতো তৈরি করতে, জন্তু শিকার করতে, হরিণের চামড়া শুকিয়ে ব্যবহারের উপযোগী করতে আর কাঠের কাজে ওস্তাদ হয়ে উঠতে। কঠিন অভিজ্ঞতার ভিতর দিয়ে সেই ঔপনিবেশিকদের প্রত্যেকেই ভাল শিকারী, চাষী আর যোদ্ধা হয়ে উঠেছিল। শুরু হ'ল নতুন চাষবাস, নতুন ধরনের বাড়িঘর, নবপ্রথায় পারিবারিক অর্থনীতি। দশ বছরের মধ্যেই এই নতুন জগতে এমন লোকেদের দেখা গেল যাদের সঙ্গে ইংল্যাণ্ডে তারা যেসব পুরনো প্রতিবেশীদের ফেলে এসেছিল তাদের কোনো মিল নেই—এদের ছেলেমেয়েদের মিল ছিল আরও কম। এদের জীবনদর্শন ছিল আরও রুক্ষ, বাস্তব আর ঘরোয়া। ১৭০০ খ্রীষ্টাব্দে কিংবা তার কাছাকাছি সময়ে সীমান্তকে ঠেলে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল নদীগুলিতে যতদূর পর্যন্ত নৌকা চলে; ১৭৬৫-তে সেটি পিছিয়ে এসেছিল এ্যালেঘেনি পর্বতমালায় এবং বিপ্লবের সময়ে তা আবার পর্বতশৃঙ্গ অতিক্রম ক'রে গিয়েছিল। পর পর অনেক পুরুষ এর দ্বারা প্রভাবান্বিত হয়েছিল এবং এই অভিজ্ঞতার পরিপ্রেক্ষিতে তারা বিরাট ও অপ্রতিরোধ্য ছাঁচে নতুন ক'রে গ'ড়ে উঠেছিল।

সীমান্ত অঞ্চলে দেখা যেত সামাজিক অবস্থার একটা মোটামুটি একতা এবং এই সাম্য ছিল বড় বড় শহরগুলি ছাড়া সর্বত্র। আমেরিকার সর্বজনীন কেক-কে বিশেষ ক্ষেত্রে বরফ দিয়ে ঠাণ্ডা করবার ব্যবস্থা ছিল না। যেসব ইংরেজ পাঁচ বছর কঠোর পরিশ্রম ক'রে তাদের আসবার খরচ শোধ করছিল, যেসব দরিদ্র ঋণভার-গ্রস্তেরা জেল থেকে ছাড়া পেয়েছিল, যেসব জার্মানরা ধ্বংসস্তূপ থেকে পালিয়ে

এসেছিল আর ইংরেজদের পণ্য আইনের জন্য যেসব স্কচ-আইরিশরা বিতাড়িত হয়েছিল—এরা সকলেই ছিল কপর্দকশূন্য। সম্পত্তির জন্য এদের কঠিন শ্রম করতে হয়েছিল। নিম্নশ্রেণী হিসাবে তারা সেই অভিজাতদের ঈর্ষা করত যাঁরা প্রচুর জমি পেয়েছিলেন কিংবা যাঁরা ব্যবসায়ে প্রচুর অর্থ লাভ করেছিলেন। কিন্তু যতই দরিদ্র হ'ক না কেন, আমেরিকায় তারা এমন একটা স্বাধীনতার আর সুযোগের আস্বাদ পেয়েছিল যা ইউরোপে তারা কখনই পায়নি। ঐ দেশটির অবারিত প্রান্তরগুলি আর অজস্র প্রাকৃতিক সম্পদই এই মনোভাবের কারণ। সেন্ট জন ক্রেভকয়োর নামে যে ফরাসী ভদ্রলোক ১৭৫৯-এ আমেরিকার কলোনিগুলিতে এসেছিলেন, তিনি লিখেছিলেন, "ধনীরা ইউরোপ থেকে যায়; যারা মধ্যবিত্ত আর দরিদ্র, তারাই আমেরিকায় আসে।" তিনি যোগ করেছিলেন, "সবকিছুই তাদের নবজন্ম দান করে—নতুন আইন, নতুন জীবনযাত্রা-প্রণালী, নতুন সামাজিক ব্যবস্থা; এখানে এসে তারা মনুষ্যপদবাচ্য হয়েছে।" এবং প্রচুর প্রাকৃতিক সম্পদের উপর ভিত্তি ক'রে যে আমেরিকান মনোভাব গ'ড়ে উঠছিল, তার সম্বন্ধে তিনি উচ্ছ্বসিত ভাবে লিখেছিলেন :

> ইউরোপের কোনো লোক যখন এদেশে আসে,, তার মতবাদ আর মতলব মনে হয় খুব সীমাবদ্ধ; কিন্তু অকস্মাৎ তার মধ্যে পরিবর্তন দেখা যায়। এখানকার বাতাস নিঃশ্বাসে টেনে নেবার পরেই এমন সব পরিকল্পনা নিয়ে সে উঠে প'ড়ে লাগে, যেগুলির বিষয় নিজের দেশে সে চিন্তা করতেও পারত না। সেখানে সমাজের প্রসার তার অনেক প্রয়োজনীয় মনোভাবকে চেপে রেখে দিত এবং যেসব পরিকল্পনা এখানে ফলবতী হয়, সেখানে সেগুলিকে নিঃশেষ ক'রে দেওয়া হ'ত।...তার মনে হয়, যেন তার পুনর্জন্ম হচ্ছে; ইতিপূর্বে সে ঠিকভাবে বাঁচেনি, কেবল অলস জীবন যাপন ক'রে এসেছে। এখন তার মনে হয়, সত্যই সে একজন মানুষ, কারণ তার সঙ্গে ব্যবহার করা হয় সেইভাবে; তার নিজের দেশের আইন তাকে নগণ্য লোক হিসাবে উপেক্ষা করেছে, এখানকার আইন তাকে আশ্রয় দিয়েছে। ভেবে দেখুন একবার, এতে এই লোকটির মনে আর চিন্তায় কিরকম পরিবর্তন আসে! আগেকার চাকরি আর অধীনতার কথা সে ভুলে যায়, অজান্তে তার অন্তঃকরণ বিস্ফারিত আর উজ্জ্বল হয়ে ওঠে এবং তার মধ্যে সেইসব চিন্তাধারা এসে পড়ে যা একজন আমেরিকানের বৈশিষ্ট্য।

কিন্তু যখন আমেরিকান চরিত্র এইভাবে বৃদ্ধি পাচ্ছিল, ১৭৫০ পর্যন্ত খুব কম ব্যক্তিই তা স্পষ্ট অনুভব করতে পেরেছে। তারা প্রধানতঃ নিজেদের ভাবত

রাজভক্ত ব্রিটিশ প্রজা হিসাবে, গৌণতঃ ভাবত ভার্জিনিয়ার লোক হিসাবে, নিউ ইয়র্কের বা রোড দ্বীপের লোক হিসাবে। ঐ বছর তেরটি উপনিবেশ একেবারে শিকড় গেড়ে চেপে বসেছিল এবং তাদের লোকসংখ্যা হয়েছিল প্রায় পনের লক্ষ। এ্যান্ড্রসকগিন উপত্যকা থেকে সেন্ট জন্স-এর উচ্চ সমতল পর্যন্ত এই উপনিবেশ-গুলি সমগ্র সমুদ্রকূল বরাবর বিস্তৃত ছিল। এদের প্রত্যেকটির নিজস্ব বৈশিষ্ট্য তো ছিলই, তাদের চারটি সুনির্দিষ্ট বিভাগে ফেলা যায়।

একটি বিভাগে পড়েছিল নিউ ইংল্যান্ড। এখানে পার্বত্য পরিবেশে ছোট ছোট শস্যবহুল ক্ষেতখামার ছিল, ছিল কাঠের কারবার এবং সমুদ্র সম্বন্ধীয় নানাবিধ কাজকর্ম; লংফেলো তাঁর 'জাহাজ তৈরি' কবিতায় যে-ধরনের নির্মাণকার্য বর্ণনা করেছেন, সেই ধরনের নির্মাণকার্য, 'ক্যাপ্টেন কারেজাস'-এ কিপ্লিং-বর্ণিত ধরনের কড মাছ শিকার এবং আর. এইচ. ডানা তাঁর লিখিত 'টু ইয়ার্স বিফোর দি মাস্ট' পুস্তকে যেরকম বর্ণনা দিয়েছেন সেই প্রকার বৈদেশিক বাণিজ্য। আর একটি বিভাগে পড়েছিল মধ্য অঞ্চলের উপনিবেশগুলি, যেগুলিতে ছিল ছোট ছোট ক্ষেতখামার আর বড় বড় জমিদারি, অনেক ক্ষুদ্র শ্রমশিল্প এবং নিউ ইয়র্ক আর ফিলাডেল-ফিয়ায় বাণিজ্যিক স্বার্থ। তৃতীয় বিভাগে ছিল দক্ষিণের উপনিবেশগুলি। সেখানে বড় বড় ক্ষেতগুলি চাষ করান হ'ত কৃষ্ণকায় ক্রীতদাসদের দিয়ে। সেখানে উৎপন্ন হ'ত প্রধানতঃ নীল, ধান, তামাক—কিন্তু সাধারণভাবে নয়। শেষ বিভাগটি ছিল সবচেয়ে বেশী আমেরিকান বৈশিষ্ট্যপূর্ণ; সেটি সুদীর্ঘ সীমান্ত প্রদেশ, বা অংশ, যা মেইন থেকে জর্জিয়া পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল, যেখানে প্রথম যুগের শিকারীরা, কাঠের বাড়িগুলির কষ্টসহিষ্ণু বাসিন্দারা এবং কয়েকজন নির্ভরযোগ্য চাষী দেশের ভিতরের দিকে প্রবেশ করেছিল। এই সীমান্ত বিভাগটি উত্তরে ও দক্ষিণে একই ধরনের ছিল। এর পশ্চিম ম্যাসাচুসেটস্, পশ্চিম পেনসিলভ্যানিয়া এবং পশ্চিম ক্যারোলাইনাতে সমভাবে জন্ম নিয়েছিল উৎসাহী আর বুদ্ধিমান ব্যক্তিরা, যারা বই পড়ার ধার ধারত না, নিয়ন্ত্রণ মানত না এবং যাদের আশা-আকাঙ্ক্ষা ছিল অদম্য।

নিউ ইংল্যাণ্ডের উপনিবেশগুলি। নিউ ইংল্যাণ্ডে সমুদ্র-তীরবর্তী বসতি-গুলির বিস্তৃতির ক্ষমতা ছিল প্রচুর পরিমাণে। আমরা দেখেছি ম্যাসাচুসেটসের একদল লোক গিয়ে রোড দ্বীপে বসতি স্থাপন করে এবং আর একদল গিয়ে কনেটিকাট ও নিউ হ্যাভেন-এ উপনিবেশ স্থাপন করে—পরে সেদুটি সংযুক্ত হয়ে যায়। তৃতীয় একটি পিউরিটান দল উত্তরে মেইন ও নিউ হ্যাম্পশায়ারে গিয়ে হাজির হয়। যারা পিউরিটান নয় তারা এই অঞ্চলটি দাবি করছিল প্রথম দিকে, কিন্তু

সেখানে শীঘ্রই আধিপত্য হ'ল পিউরিটানদেরই। ম্যাসাচুসেটস এই উপনিবেশ-দু'টির উপর ১৬৫০-এ রাজনৈতিক আধিপত্য খাটিয়েছিল, কিন্তু ঐ শতাব্দীর শেষের দিকে নিউ হ্যাম্পশায়ারকে একটি পৃথক রাজকীয় প্রদেশ পরিণত করা হ'ল। নিউ ইংল্যাণ্ডের বিস্তৃতি লাভের ক্ষমতা বংশপরম্পরায় অব্যাহত ছিল এবং সেটি দলে দলে পিউরিটান বংশধরদের পশ্চিমদিকে পাঠিয়েছিল, যতক্ষণ না তারা প্রশান্ত মহাসাগরের উপকূলে হাজির হয়।

উপনিবেশ স্থাপনের সমগ্র কাল ধ'রে নিউ ইংল্যাণ্ডের জনসাধারণ একই দেশের ছিল; বিপ্লবের সময়ে এটির সাত লক্ষ লোকেদের সকলেরই শিরায় ছিল ইংরেজ রক্ত। তাদের ভাষা, ভাবভঙ্গি, ধর্মমত এবং চিন্তা ছিল এক। কেবলমাত্র রোড দ্বীপ পৃথক ছিল, এর চরমপন্থীরা এবং প্রতিবাদকারী গির্জার লোকেরা এটির একটি নিজস্ব বৈশিষ্ট্য এনে দিয়েছিল। ইয়াঙ্কিরা প্রধানতঃ ধীরস্থির স্বাধীনচেতা এবং তীক্ষ্ণধী ইংরেজদের বংশধর ছিল; তারা তাদের পূর্বপুরুষদের জন্য গর্ব অনুভব করত। একজন নেতা বলেছিলেন, বনে চাষ করার জন্য সবচেয়ে ভাল বীজগুলি বাছাই করা হয়েছে। যারা জমিতে চাষ করত কিংবা সমুদ্রে মাছ ধরত, তারা আরামে ছিল; আর ব্যবসায়ীরা, জাহাজের মালিকরা এবং ক্ষুদ্রশিল্পে নিযুক্ত লোকেরা প্রচুর অর্থ জমাতে পেরেছিল। শুধু বস্টনের বৈদেশিক বাণিজ্যের জন্য ১৭৭০ খৃীষ্টাব্দে ৬০০টি জাহাজ নিযুক্ত ছিল। ম্যাসাচুসেটসের মাছ প্রচুর পরিমাণে ইউরোপ আর ওয়েস্ট ইণ্ডিজ-এ রপ্তানি করা হ'ত, যার দাম ছিল প্রতি বৎসরে বার লক্ষ পঞ্চাশ হাজার ডলার। সুতরাং যুক্তিপূর্ণ ভাবেই কড মাছকেই সাধারণতন্ত্রের প্রতীক করা হয়েছিল। নিউ ইংল্যাণ্ড-এর বেশির ভাগ পরিবার-গুলিই ছিল স্বয়ংসম্পূর্ণ; তারা নিজেদের কাপড় বুনত, নিজেদের খাদ্য উৎপন্ন ক'রে নিত, তৈরি করত নিজেদের আসবাব আর জুতো। ইয়াঙ্কিদের চরিত্রের বৈশিষ্ট্য ছিল শ্রম, মিতব্যয়িতা, অবিচলিত কর্মোদ্যম এবং ঈষৎ ধর্মপ্রবণতা; অন্যত্র সকলে এদের খুব পছন্দ না করলেও, অন্তত এদের সম্মান করত।

নিউ ইংল্যাণ্ড-এ গির্জা এবং বিদ্যালয় উভয়েই বিশেষ মর্যাদার স্থান অধিকার ক'রে ছিল। সমস্ত পিউরিটান দলগুলি তাদের ধর্মযাজককে বুদ্ধিবৃত্তি এবং ধর্মবৃত্তির উপদেষ্টা হিসাবে ধ'রে নিত এবং তাদের সামাজিক মেলামেশার প্রধান স্থান ছিল গির্জার উপদেশ-সভাগুলি। ধর্মযাজকরা ছিলেন তেজস্বী আক্রমণ-প্রবণ ব্যক্তি; কেবলমাত্র বিদ্যায় নয়, দলীয় নেতৃত্বেও তাঁরা ছিলেন প্রবল পরাক্রান্ত; তাঁদের অনুগামীরা তাঁদের প্রতি সভয় শ্রদ্ধা অনুভব করত। তাঁরা ফলাও ক'রে পাপের শাস্তিগুলি বর্ণনা করতেন এবং যোনাথান এডওয়ার্ডস-এর নরকে পাপীর যন্ত্রণার বর্ণনাগুলি প্রসিদ্ধ হয়ে ছিল। জন কটন বলেছিলেন যে রুক্ষ ক্যালভিনের

খানিকটা লেখা প'ড়ে মুখশুদ্ধি ক'রে তিনি প্রতিরাত্রে শুতে যেতে ভালবাসতেন। কিন্তু ধর্মযাজকদের প্রতাপশালী, সাধু এবং পণ্ডিত ব্যক্তি হওয়া ছাড়া উপায় ছিল না। তাঁরা ধর্মশাস্ত্রে এবং প্রাচীন ভাষাতত্ত্বে প্রচুর ব্যুৎপত্তিসম্পন্ন ছিলেন। হারবার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রেসিডেণ্ট চন্সীকে বাইবেলের পুরাতন অংশ প্রতি সকালে হিব্রু ভাষায় এবং প্রতি বিকেলে নতুন অংশ গ্রীক ভাষায় প'ড়ে শোনান হ'ত, এবং তিনি সেগুলি সম্পর্কে ল্যাটিন ভাষায় আলোচনা করতেন। অন্যান্য অনেক ধর্মযাজকই অনুরূপ কাজ করতেন। জনসাধারণের শিক্ষা ব্যবস্থা অবশ্য প্রথম থেকেই হয়েছিল। হার্বার্ড বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল ১৬৩৬-এ, এবং সেই দশকেই বহু স্থানে প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলি স্থাপিত হয়েছিল। ম্যাসাচুসেটস-এর যখন শৈশবকাল চলেছে, তখন আইনসভা বিধান দিল যে পঞ্চাশটি পরিবারসমেত প্রত্যেক শহরকে একটি ক'রে বিদ্যালয়ের ভার বহন করতে হবে।

সময়ের অগ্রগতির সঙ্গে নিউ ইংল্যাণ্ডের কঠোর জীবনযাত্রায় আনন্দদায়ক ভাবে কোমলতার স্পর্শ লাগল। পরিবহন ব্যবসা এবং বাণিজ্যের ভিতর দিয়ে কেবল যে অর্থ এল তা নয়, অনেক নতুন ভাবধারাও এল। উকিলরা, ডাক্তারেরা এবং অন্যান্য পেশার লোকেরা সংখ্যায় প্রচুর বেড়ে গেল। ম্যাসাচুসেটস-এ ও কনেটিকাট-এ রবিবারের যে ধর্মানুষ্ঠান শনিবার ৬টা থেকে আরম্ভ ক'রে রবিবারের সূর্যাস্ত পর্যন্ত চলত, তা কঠোরভাবে অব্যাহত রইল। ভ্রমণে অনুমতি দেওয়া হ'ত না, কেউ হোটেলে থাকতে পারত না, খেলাধুলা বারণ হয়ে গেছল, এমন কি রাস্তায় দাঁড়িয়ে কয়েকজন কথা বললে তাদের গ্রেপ্তার করা হ'ত। কিন্তু পরচুলা পরার মতো নতুন কায়দা-কানুনের প্রবর্তন হ'ল, এ্যাংগ্লিকান ধর্মমতের লোকেরা ক্রীসমাসে আনন্দ-উৎসবের আয়োজন করল এবং রাজনীতি, অর্থোপার্জন, প্রেম করা ও ভোজসভা প্রকাশ্যভাবে জীবনযাত্রার অংশহিসাবে স্বীকৃতি পেল।

ম্যাসাচুসেটস-এ প্রাচীন জীবনযাত্রার রূপান্তরের অতুলনীয় চিত্র পাওয়া যায় স্যামুয়েল সেওয়ালের রোজনামচায়। ইনি১৬৭১-এ হার্বার্ড থেকে স্নাতক হয়ে, তার তিন বছর পর থেকে ১৭২৯ পর্যন্ত ঘটনাবলীর বিবরণ রেখেছিলেন। এই কঠোরপ্রকৃতি সেকেলে পিউরিটান প্রধান বিচারপতি হয়েছিলেন। তিনি একগ্লাস মদিরা পান করা এবং নিজের রথে চেপে খানিকটা ঘুরে আসা পছন্দ করলেও, সব রকম প্রগতিকে ঘৃণা করতেন। যখন আমরা তাঁর সেই তিন পর্ব বইটি পড়ি, একটি বহু বর্ণের চিত্র আমাদের চোখের সামনে ভেসে ওঠে। আমরা মানসচক্ষে দেখতে পাই ছোট শহর বস্টনকে, সঙ্কীর্ণ কঠিন ভূখণ্ডের উপর প্রতিষ্ঠিত; দেখতে পাই তার তিনটি পাহাড়কে, তার সেই দুর্গটিকে আর জাহাজ-বোঝাই বন্দরটিকে। আমরা সে-সময়কার চৌকিদারের নিয়মিত হাঁক স্পষ্ট শুনতে পাই।

জলদস্যুরা সমুদ্রের উপকূলে নেমেছে কিংবা কমৃত দ্য ফ্রন্টেনাক তাঁর সমস্ত ফরাসী আর ইণ্ডিয়ান সৈন্য নিয়ে নিউ ইংল্যাণ্ড আক্রমণের জন্য প্রস্তুত হয়েছেন এই ধরনের খবর আসায় শহরের মধ্যে দিয়ে যে একটি ভয়ের শিহরণ বয়ে যেত, তা আমরা স্পষ্ট অনুভব করতে পারি। আমরা দেখতে পাই, সেওয়াল নিজেই যা করেছিলেন, হারিয়ে যাওয়া গরু খুঁজতে "শহরের এক প্রান্ত থেকে আর এক প্রান্তে" ছুটোছুটি করছে নাগরিকরা, রাস্তায় দাঁড়িয়ে তারা আইনসভায় প্রতিনিধি নির্বাচনের আলোচনা চালাচ্ছে, কিংবা সর্বজনপ্রিয় প্রমোদানুষ্ঠান, কারুর শেষ-কৃত্যে জমায়েত হচ্ছে। যখন ক্যাসল দ্বীপ পর্যন্ত গোটা বন্দরের জল শক্ত হয়ে জ'মে যেত, আর গির্জার পবিত্র রুটিটি ভেঙে যখন সশব্দে রেকাবের উপর ছড়িয়ে পড়ত, তখন সাধারণ ব্যক্তিরা যে শীতে শিউরে উঠত, সে-শিহরণ আমরাও অনুভব করি। বসন্ত রোগে শহর ছেয়ে যেত। অসংখ্য শিশু জন্মাত, কারণ প্রতিটি গৃহিণী বহুপ্রসবিনী ছিলেন; তবে মৃত্যুর হার তার সঙ্গে পাল্লা দিত। আমরা দেখতে পাই ময়দানে সমর-শিক্ষার্থীদের উৎসব, কামানবাহী ও অন্যান্য দল বীরত্ব-ব্যঞ্জক পোশাকে সজ্জিত, প্রচুর গোলাগুলির শব্দ আর উত্তেজনা, ভদ্রলোক আর ভদ্রমহিলাদের তাঁবুতে মাটিতে ব'সে আহার। আমরা অপ্রসন্ন দৃষ্টিতে লাল সামরিক কোটগুলির দিকে তাকিয়ে থাকি এবং স্তম্ভিত হয়ে শুনি রাজপ্রতিনিধি গভার্নর তাঁর প্রাসাদে এমন এক বলনাচের ভোজসভা দিয়েছেন, যা রাত তিনটে পর্যন্ত চলেছে। ব্রাউটন হিলে অপরাধীদের ফাঁসি দেওয়া দেখবার জন্য যারা যাচ্ছিল, আমরা সে-দলে যোগ দিই। আমরা দেখতে পাই বিকন হিলে, বা অপ্রসন্ন পিউরি-টানদের মতে 'মাউন্ট হোরডম' (বেশ্যাগিরির পাহাড়)-এ, চৌকিদার এসে নাইনপিন খেলা ভেঙে দিচ্ছে; আর দেখতে পাই অশ্বপৃষ্ঠে ম্যাজিস্ট্রেট সেওয়াল শনিবার সন্ধ্যায় বস্টন বা চার্লসটাউনের ভিতর দিয়ে যেতে যেতে দোকানপাট বন্ধ করবার হুকুম দিচ্ছেন। তবে এটাও দেখতে পাই যে ধীরে ধীরে সেই প্রাচীন পিউরিটান গোঁড়ামি আধুনিক যুগের কাছে পরাজয় স্বীকার করছে।

অন্যান্য উপনিবেশের তুলনায় হিসাবী ও নিয়মানুগ নিউ ইংল্যাণ্ডে অপরাধী আর ভবঘুরের সংখ্যা ছিল খুব কম। চুক্তিবন্ধ চাকরের কথা আগে শোনাই যেত না, কিন্তু অষ্টাদশ শতাব্দীতে তাদের প্রচুর সংখ্যায় দেখা যেতে লাগল; কিন্তু তারা ও অন্যান্য শ্রমিকেরা শীঘ্রই বুঝতে পারল যে ব্যক্তিস্বাধীনতা লাভ করা খুব সহজ ছিল, তাই ক্রীতদাসপ্রথার প্রচলন ক'মে আসতে লাগল। যে নগর-কেন্দ্রীয় শাসন-ব্যবস্থায় জনসাধারণের যাকিছু কাজ নগরে বিশেষ নির্বাচকদের দ্বারা স্থির কর হ'ত, সেটির প্রচলন সকলের মধ্যে আত্মবিশ্বাস বাড়িয়ে তুলল। বস্টন, নিউ হ্যাভেন প্রভৃতি কেন্দ্রস্থানীয় অঞ্চলগুলিতে বহু অভিজাত ব্যক্তিকে দেখা গেল,

যাঁদের চমৎকার সব বাড়ি আর আভিজাত্যের অন্যান্য উপকরণগুলি ছিল। শ্রেণী-বিভাগ ছিল স্পষ্ট আর বাস্তব ভাবে সত্য। কিন্তু তবু এখানকার মতো অন্যত্র কোথাও জনসাধারণ এমন প্রবল আত্মনির্ভরতা দেখাতে পারত না।

মধ্য অঞ্চলের উপনিবেশ। এই উপনিবেশগুলিতে সমাজব্যবস্থা ছিল আরও বেশী সহিষ্ণু, সংস্কারমুক্ত এবং বৈচিত্র্যপূর্ণ। সেগুলি খুব উন্নত না হ'লেও, কম উগ্র ছিল। বিপ্লবের সময়ে পেনসিলভ্যানিয়া আর তার প্রতিবেশী ডেলা-ওয়ারে লোকসংখ্যা ছিল সাড়ে তিন লাখ; যুক্তভাবে নিউ ইয়র্ক আর নিউ জার্সিতে লোকসংখ্যা তার চেয়ে কম ছিল না। আমেরিকার অন্যান্য স্থানের মতো, সেখানেও ভরণপোষণের জন্য লোকেরা জমির উপর নির্ভর ক'রে থাকত। বেশির ভাগ অঞ্চলেই মিদাররা অনতিবিলম্বে অর্থশালী হয়ে উঠতেন। দৃষ্টান্তস্বরূপ, পেনসিল-ভ্যানিয়ার কোয়েকার কৃষি অঞ্চলগুলি প্রচুর সংখ্যায় কোঠাবাড়ির গর্ব করতে পারত; ঘরের দেওয়াল ছিল কাঠে কিংবা কাগজে মোড়া, আসবাবপত্র ভারী ভারী, আর ছিল ভাল ভাল দামী চিনেমাটি ও কাচের পাত্র। যেসব টেবলগুলিতে চাষীরা ও তাদের পরিচারকরা একসঙ্গে খেত, সেগুলি সাধারণ কিন্তু বিবিধ খাদ্যের ভারে আর্তনাদ করত। ইউরোপে যদিও মাংস দুষ্প্রাপ্য ছিল, এখানে দিনে তিনবার ক'রে তা খাওয়া হ'ত। ক্ষেতখামারের উপকরণগুলির এমনি দ্রুত সংখ্যাধিক্য হ'তে লাগল যে ১৭৬৫-এ পেনসিলভ্যানিয়াতে মাল নিয়ে যাবার গাড়ির সংখ্যা দাঁড়াল ন'হাজার। অন্যান্য স্থান অপেক্ষা এখানে বিবিধ কৃষিজাত দ্রব্য উৎপন্ন হ'ত; অনেক ধরনের শস্য জন্মাত, অসংখ্য ভাল ভাল ফলের বাগান ছিল, সর্বপ্রকার গো-মহিষাদি পালিত হ'ত এবং অনেক জমিদারের নিজেদের মধু এবং পুকুরের মাছ ছিল। হাডসন উপত্যকায় ভ্যান রেনসেলার্স, কর্টল্যান্ড, লিভিংস্টোন প্রভৃতি বহু অভিজাত ব্যক্তির অনেক জমিদারি ছিল। এ'দের বিরাট অট্টালিকা এবং প্রচুর পরিচারক ছিল, আয় ছিল সামন্ত রাজাদের মতো। কিন্তু লঙ আইল্যান্ড এবং উত্তর নিউ ইয়র্ক অঞ্চলে ছোট ছোট জমিদারিও ছিল।

কৃষক ছাড়াও, পেনসিলভ্যানিয়া এবং নিউ ইয়র্ক-এ ক্রমবর্ধমান সংখ্যায় সওদাগর, ব্যবসায়ী এবং যুদ্ধবিদদের দেখা যেত। পরিবহন-ব্যবস্থা খুব ব্যাপক ও লাভজনক ছিল; তা কাঠ, পশম, শস্য প্রভৃতি প্রাকৃতিক দ্রব্য এবং আমদানি করা শ্রমজাত দ্রব্য, চিনি এবং সুরা বহন করাতেই নিযুক্ত হ'ত। বিপ্লবের ঠিক আগেই সাত হাজার নাবিক সহ পাঁচশ' জাহাজ ডেলাওয়ার উপসাগরে যাতায়াত করত এবং হাডসন ও লঙ আইল্যান্ড সাউন্ড জাহাজে পরিপূর্ণ ছিল। ফিলাডেলফিয়া এবং নিউ ইয়র্ক হয়ে উঠল দেশাভ্যন্তরে প্রস্তুত পণ্যাদির বিরাট বিতরণ-কেন্দ্র। ভাগ্য-

লক্ষ্মীর প্রসাদ লাভ করবার একটি উপায় ছিল ওয়েস্ট ইণ্ডিজ-এ শুঁটকী মাছ ও শস্য পাঠিয়ে সেখান থেকে নিগ্রো ক্রীতদাস কিংবা গুড় নিয়ে আসা; আর একটি উপায় ছিল এ্যালবানিতে পশম বোঝাই ক'রে লণ্ডনে তার বদলে সূক্ষ্ম কাপড় চীনেমাটির জিনিস কিংবা আসবাবপত্র সংগ্রহ করা। ক্ষুদ্রশিল্প ক্রমে মাথা চাড়া দিতে লাগল। পেনসিলভ্যানিয়া এবং নিউ জার্সি-তে লোহার কারখানা গ'ড়ে উঠল এবং যখন লৌহজাত দ্রব্যের রপ্তানি হ'তে লাগল তখন এইসব কারখানা-গুলিকে বন্ধ করবার জন্য পার্লামেণ্ট আইন পাশ করল। নিউ ইয়র্ক-এ তৈরি হ'তে লাগল পশমের টুপি এবং কাচের জিনিস। সম্পদ বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে পথেঘাটে দেখা যেতে লাগল পেশাদার লোকদের। প্রধান শহরগুলির উকিলেরা রাজনৈতিক নেতৃত্ব গ্রহণ করল এবং বিপ্লব আনার জন্য তাদের প্রচেষ্টা অন্য কোনো দলের চেয়ে কোনো অংশে কম ছিল না।

মিশ্র ও বিদগ্ধ সমাজের দেখা পাওয়া যেত নিউ ইয়র্ক-এ, এবং নিউ ইংল্যাণ্ডের চেয়েও গুরুগম্ভীর ফিলাডেলফিয়ায় বেশী। সওদাগরের দল, ইউরোপের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রেখে, সু-সমারোহে নানারকম ফ্যাশনদুরস্ত ভোজসভার আয়োজন করতেন। ফিলাডেলফিয়ার পথে জন এ্যাডমস যখন নিউ ইয়র্ক-এ কয়েকদিন কাটিয়েছিলেন, তিনি সেখানকার চমৎকার বাড়িগুলি, রুপোর সুন্দর সুন্দর বাসন এবং নানাবিধ সুস্বাদু খাদ্যে মোহিত হয়েছিলেন। শহরটি তার সঙ্গ, বল-নাচ এবং ঐক্যতান, মুক্ত বাগানে আনন্দোৎসব, কফি-হাউস এবং অপেশাদার নাট্যশালার জন্য গর্ব বোধ করতে পারত। নিউ ইয়র্ক-এ একটি অন্ত্যেষ্টিক্রিয়াতেই হাজার হাজার ডলার খরচ হয়ে যেত। হল্যাণ্ডের লোকদের ছুটি উপভোগের দিকে প্রবল আকর্ষণ ছিল, ইংরেজরা তাতে ক্রমে ক্রমে অভ্যস্ত হয়ে উঠেছিল। ধনী ব্যক্তিরা সিল্ক, ভেলভেট, পাউডার দেওয়া পরচুলা এবং ছোট ছোট তরোয়াল ব্যবহার ক'রে তখনকার লণ্ডন-এর আধুনিকতম পোশাকে সজ্জিত হ'ত। জাতি ও উপজাতিদের মিশ্রণে ভাবের আদানপ্রদান অতি দ্রুত ভাবেই হ'তে লাগল। প্রশস্ত পথ এবং মার্জিত ফুটপাত নিয়ে ফিলাডেলফিয়া-তে ছিল একটি স্বর্গীয় শান্ত সুষমা। কিন্তু সর্বজনীন প্রতিষ্ঠানগুলির জন্য এই শহরটি খ্যাতি অর্জন করেছিল। এবং এখানে সেইসব বৈজ্ঞানিক গবেষণা চলত যার জন্য ফ্র্যাঙ্কলিন, বেঞ্জামিন রাশ এবং উদ্ভিদ-তত্ত্ববিদ উইলিয়াম বার্ট্রাম প্রসিদ্ধ হয়েছিলেন। শহরটি ছিল এমন পরিচ্ছন্ন ও সমৃদ্ধিশালী যে টমাস জেফারসনের মতে এটি লণ্ডন বা প্যারিসের চেয়েও বেশী চিত্তাকর্ষক ছিল—এবং জেফারসনের মতামতের মূল্য কম ছিল না। নিউ ইয়র্ক-এর ধর্মমত এত উদার হয়ে উঠল যে গির্জার লোকেরা "উদ্দাম চিন্তার" বিরুদ্ধে অভিযোগ করতে লাগল, এবং ব্রিটিশ আমেরিকার অন্য স্থানের চেয়ে এই অঞ্চলে,

রাজনীতির দিকে বেশী প্রবণতা দেখা যেতে লাগল। কোয়েকার-প্রধান পেনসিল-নয়াতে লোকেদের মতামত ছিল আরও প্রাচীনপন্থী; এবং বিপ্লবের ঠিক আগেই স্কচ-আইরিশ এবং জার্মানরা রাজনীতিতে কোয়েকারদের প্রাধান্য খর্ব ক'রে দিয়েছিল।

মধ্যাঞ্চলের উপনিবেশগুলিতে বহুসংখ্যক নিগ্রো জীবনে বর্ণবৈচিত্র্য আনায় সহায়তা করেছিল। কোয়েকাররা প্রবলভাবে দাসপ্রথার বিরোধী ছিল এবং ঔপনিবেশিক যুগের শেষের দিকে তাদের মধ্য থেকে জন উইলম্যান নামে আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন একজন ক্রীতদাসপ্রথাবিরোধী নেতা আবির্ভূত হয়েছিলেন, যাঁকে ল্যাম্ব বলেছিলেন, "মধুরাত্মা"। যেসব স্কচ-আইরিশ আর জার্মানরা স্বহস্তে কাজ করত, তাদের কাছেও দাসপ্রথা পাত্তা পেল না। কিন্তু সেই প্রথাটি শহরগুলিতে এবং হাডসন নদীর তীরে তীরে জমিদারিগুলিতে ব্যাপকভাবে প্রচলিত ছিল। মোটামুটিভাবে, নিউ ইংল্যাণ্ডের তুলনায় মধ্যাঞ্চলগুলির জীবনে অনেক বেশী উৎকর্ষ ছিল; এখানকার মাটি, জলবায়ু এবং লোকেরা আরও বেশী সহৃদয় ছিল। নিউ ইয়র্কের নববর্ষ দিবসে যেরকম উৎসব হ'ত, সেরকম উত্তরে আর কোথাও দেখা যেত না। ভোরবেলা কামানের বজ্রনির্ঘোষে দিনটিকে অভ্যর্থনা জানান হ'ত, ভদ্রলোকেরা এবাড়ি ওবাড়ি ক'রে ঘুরে বেড়াতেন, নানাপ্রকার সুখাদ্য গ্রহণ করতেন; কিন্তু এত বেশী মদ্যপান করতেন যে, শেষপর্যন্ত তাঁদের গাড়িতে ক'রে পৌঁছে দিয়ে আসা হ'ত। রাজার নবনিযুক্ত একজন গভার্নরকে স্বাগত জানাতে নিউ ইয়র্কে জাঁকজমকপূর্ণ যে-উৎসব হয়েছিল, তার আর তুলনা ছিল না। সেই ধরনেরই উৎসব হ'ত, যখন কোনো জমিদারপুত্র বিয়ে করত।

দক্ষিণাঞ্চলের উপনিবেশগুলি। দক্ষিণাঞ্চলের উপনিবেশগুলির, বিশেষ ক'রে তাদের মধ্যে সবচেয়ে অর্থশালী এবং প্রতিপত্তিশালী ভার্জিনিয়া ও দক্ষিণ ক্যারোলাইনার, বৈশিষ্ট্য ছিল তিনটি। সেগুলির মধ্যে একটি হ'ল তাদের সম্পূর্ণভাবে কৃষিজীবী প্রকৃতি; সে অঞ্চলের উল্লেখযোগ্য মাত্র দু'টি শহর ছিল চার্লসটন এবং বাল্টিমোর। আর একটি বৈশিষ্ট্য ছিল বড় বড় জমিদারিগুলি, যেখানে অগণিত ক্রীতদাস, বৃহৎ অট্টালিকা আর জাঁকজমকপূর্ণ জীবন। তৃতীয় বৈশিষ্ট্য ছিল বহু শ্রেণীতে বিভক্ত সমাজ। শ্বেতাঙ্গদের মধ্যে উচ্চ শ্রেণীতে ছিলেন ধনী এবং অভিজাত জমিদারেরা, যাঁরা রাজনৈতিক নেতৃত্বে অসাধারণ নৈপুণ্য দেখিয়েছিলেন; মধ্যবিত্তশ্রেণীতে ছিলেন ছোট ছোট ভূম্যধিকারী, কৃষক, কিছু কিছু ব্যবসায়ী এবং যন্ত্রশিল্পীরা; নিম্নশ্রেণীতে "দরিদ্র শ্বেতাঙ্গরা।" এদেরও নিচের স্তরে ছিল ক্রীতদাসেরা। ১৭৭০-এ ভার্জিনিয়ার সাড়ে চার লক্ষ অধিবাসীর তারা ছিল অর্ধেকের কিছু কম, মেরী-

ল্যান্ড-এর দু'লক্ষ অধিবাসীর এক-তৃতীয়াংশ, এবং দক্ষিণ ক্যারোলাইনায় শ্বেতাঙ্গ অধিবাসীদের চেয়ে সংখ্যায় দ্বিগুণ।

কৃষি-ব্যবস্থার জন্যই বিভিন্ন ধরনের লোকসংখ্যা এইভাবেই ছড়িয়ে ছিল, কারণ প্রত্যেকটি জমিদারি ছিল বহুলাংশে স্বয়ংসম্পূর্ণ। আর একটি কারণ ছিল দক্ষিণাঞ্চলবাসীদের শহরে বাস করার প্রতি বিতৃষ্ণা। বড় বড় জমিদারেরা নিজেরাই ইংল্যান্ডে কিংবা উত্তরাঞ্চলের শহরগুলির সঙ্গে ব্যবসা চালাতেন, এর জন্য ব্যবসায়ীর দলের প্রয়োজন হ'ত না। দাস-প্রথা হস্তশিল্পের সমস্ত সম্ভাবনাকে সম্পূর্ণরূপেই ধ্বংস ক'রে দিয়েছিল। ভার্জিনিয়া বৃথাই চেষ্টা করেছিল আইনের সাহায্যে বড় বড় শহর গ'ড়ে তোলবার—যেমন একটা আইন হয়েছিল যে প্রত্যেক কাউন্টিকে উইলিয়ামসবার্গ-এ একটি ক'রে বাড়ি তৈরি করতে হবে। বিপ্লব যখন শুরু হ'ল এই উপনিবেশে সবচেয়ে বড় শহর ছিল নর্ফোক; সেটির জনসংখ্যা ছিল সাত হাজার, অথচ উইলিয়ামসবার্গ-এ ছিল মাত্র দু'শ ঝরঝরে বাড়ি। ১৭৩২-এ ফ্রেডারিক্সবার্গ সম্বন্ধে কর্নেল বায়ার্ড লিখেছিলেন যে, "কর্তৃপক্ষস্থানীয় কয়েকজন লোক" ছাড়া সেখানে ছিল "একজন সওদাগর, একজন দর্জি, একজন কামার, একজন সাধারণ চৌকিদার এবং একটি মহিলা যে একযোগে ডাক্তার এবং কফি হাউসের মালিক।" দক্ষিণাঞ্চলের অন্যসব অংশের অবস্থা এই রকমই ছিল। বিপ্লবের ঠিক আগেই চার্লসটন ছিল একটি গ্রাম্য ধরনের শহর, যেখানকার পনের হাজার অধিবাসীদের মধ্যে অর্ধেক ছিল নিগ্রো, এবং যেখানকার রাস্তাগুলি ছিল কাঁচা এবং বালিতে ভর্তি; বাল্টিমোর-এর আয়তন ছিল প্রায় এর সমান এবং সেটির একটুও শহুরে চাকচিক্য ছিল না; ব্যবসার জন্য সেটিকে নির্ভর ক'রে থাকতে হ'ত "পিছনের অঞ্চলগুলির" কৃষিদ্রব্যের উপর। শহরের সংখ্যাল্পতায় কতকগুলি শোচনীয় ফলাফল হয়েছিল। ১৬৯০-তে যদিও বস্টন শহরে একটিমাত্র খবরের কাগজ ছিল, কিন্তু ১৭৩৬ সালের পূর্বেও "ভার্জিনিয়া গেজেট" প্রকাশিত হয়নি। বিপ্লবের প্রায় পঁচিশ বছর আগে পর্যন্ত ভার্জিনিয়াতে কোনো রকম পেশাদার দলের একটিও মঞ্চাভিনয় হয়নি; এবং ঝাঁটা, আরাম-কেদারা এবং সাধারণ ব্যবহারযোগ্য কাচের পাত্রগুলির জন্য অঞ্চলটিকে যে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের উপর নির্ভর ক'রে থাকতে হ'ত, এর জন্য দূরদর্শী নেতারা অভিযোগ ও প্রতিবাদ তুলেছিলেন।

মেরীল্যান্ড, ভার্জিনিয়া এবং দক্ষিণ ক্যারোলাইনার বড় বড় কৃষি-ক্ষেত্রগুলি ছড়ান ছিল নিম্ন অঞ্চলগুলিতে, বিশেষ ক'রে কোনো নদী বা উপনদীর তীরে, যেখানে জলপথের সম্পূর্ণ সুযোগসুবিধা ছিল। প্রত্যেকটিতেই ছিল তার মালিকের সুন্দর সুন্দর ইট কিংবা পাথরে তৈরী বড় বড় পারিবারিক অট্টালিকা, কতকগুলি দোকান কামারশালা পিপে তৈরি করার কারখানা কয়েকটি ছোট-

খাট বাড়ি ও নিগ্রো অঞ্চলের ছোট ছোট জীর্ণকুটিরগুলি। জেনারল রিঙগোল্ড-এর "ফাউন্টেন রক," উইলিয়াম বায়ার্ড-এর "ওয়েস্ট ওভার," জর্জ ম্যাসানের "গানস্টন হল" এবং জন রাটলেজের চার্লসটনের কাছে বিরাট জমিদারী গৃহ—এগুলি ছিল অতি চমৎকারভাবে তৈরী। এই বাড়িগুলির ভিতরে কাঠে মোড়া দেওয়াল, সুদৃশ্য সিঁড়ি এবং বেশ বড় বড় ঘর ছিল। এর মধ্যে যেগুলি সবচেয়ে ভাল সেগুলিতে ছিল মেহগনি কাঠের অপূর্ব সব আসবাব, যেগুলি কিছু কিছু আমেরিকায় প্রস্তুত হ'লেও, বেশির ভাগই আসত ইংল্যান্ড থেকে। লণ্ডনের ছাপ মারা রুপার তৈরী খাওয়ার জন্য ভারী বাসন, সিল্ক কিংবা ভেলভেটের পর্দা, পরিবারভুক্ত লোকেদের বড় বড় মূল্যবান তৈলচিত্র, অন্যান্য ধরনের ছবি এবং দর্শনযোগ্য পুস্তকসংগ্রহ। নমিনি হল-এর রবার্ট কার্টারের ছিল দেড় হাজারেরও বেশী আর উইলিয়াম বায়ার্ড-এর নাতির ছিল প্রায় চার হাজারের বেশী বই। বেশির ভাগ জমিদারেরই এ্যানাপলিস, উইলিয়ামসবার্গ কিংবা চার্লসটন শহরেও একটি ক'রে বাড়ি ছিল; প্রতি হেমন্তে পারিবারিক গাড়িতে চেপে তাঁরা সেখানে যেতেন কিছু-দিন বল নাচ, ডিনার পার্টি, তাসের আড্ডা, রেস খেলা এবং বিধানসভার কাজকর্ম নিয়ে কাটিয়ে আসতে। সাধারণতঃ বলা হ'ত যে এইসব জমিদারেরা ছিলেন অত্যন্ত অলস প্রকৃতির। কিন্তু একটা বড় জমিদারি চালাতে যথেষ্ট শ্রম লাগত এবং দুশ্চিন্তা ভোগ করতে হ'ত। মাউণ্ট ভার্ননের উপর সতর্ক দৃষ্টি রেখে ওয়াশিংটনকে খাটতে হ'ত। নমিনি হল-এর রবার্ট কার্টারকে সর্বদা ব্যস্ত থাকতে হ'ত; ভার্জিনিয়ার বহুস্থানে তাঁর সর্বসমেত ষাট হাজার একর জমি ছিল, আর ছিল বয়নশিল্পের কারখানা, লোহার কারখানায় শেয়ার, অনেকগুলি খনি, এবং হস্তশিল্পের দোকান। এইসব জমিদারের বিরুদ্ধে এ-অভিযোগও আনা হ'ত যে তাঁদের বুদ্ধিবিদগ্ধ রুচিজ্ঞান ছিল না। কিন্তু তাঁরা রাজনীতিতে প্রবল উৎসাহ দেখাতেন, স্বেচ্ছাকৃত কাজের বেশির ভাগ দখল করেছিলেন; তাঁদের মধ্যে অনেকেই বিজ্ঞানের দিকে ঝোঁক দেখিয়েছিলেন এবং রয়াল সোসাইটিতে নির্বাচিত হয়েছিলেন।

দক্ষিণের ছোট ছোট ক্ষেতখামারের মালিক আর কৃষকেরা কঠোর শ্রমশীল, তীক্ষ্ণধী এবং মিতব্যয়ী ব্যক্তি ছিল। তাদেরই মধ্যে একজন ছিলেন টমাস জেফার-সনের বাবা পিটার, যিনি জরিপের কাজে সীমান্ত অঞ্চলে অনেক সস্তা জমি সংগ্রহ করেছিলেন এবং সেসব জমি নিজে পরিষ্কার করেছিলেন। এরা বনের সব কাঠ কেটে ফেলত, সুন্দর সুন্দর নমুনার বাড়ি তৈরি করত এবং সম্পত্তি অধিকার করত। নিগ্রোদের সাহায্যে তারা বিস্তৃত ক্ষেত্রগুলিতে চাষ করাত এবং পিটার জেফারসনের মতো কয়েকজন অভিজাত বংশে বিয়ে করেছিলেন। তাদের ছিল দৃঢ়প্রতিজ্ঞা, আত্মবিশ্বাস এবং চিত্তের স্বাধীনতা। তাদের ব্রিটিশ ব্যক্তি-স্বাধীনতা

বজায় রাখবার জন্য তারা দৃঢ়সঙ্কল্প হয়েছিল। হয়ত তাদের তেমন শিক্ষা বা চাকচিক্য ছিল না, কিন্তু তাদের মধ্যে ছিল বাস্তব বুদ্ধি এবং তাদের মধ্যে থেকে রাজনীতি-ক্ষেত্রে জেফারসন, জেমস ম্যাডিসন এবং প্যাট্রিক হেনরির মতো গণ-তান্ত্রিক মতের বিখ্যাত নেতারা এসেছিলেন। আসলে দক্ষিণাঞ্চলে এই উচ্চ ও মধ্য শ্রেণীর মধ্যে সীমারেখাটা হয়ে উঠেছিল খুব অস্পষ্ট, এবং উভয় শ্রেণীর মধ্যে বিবাহ এদের মধ্যে বন্ধন দৃঢ় করবার চেষ্টা করছিল। অষ্টাদশ শতাব্দীতে মেরীল্যাণ্ডে বড় বড় জমিদারিগুলি ভেঙ্গে ছোট ছোট কর্মতৎপর ক্ষেতখামারে পরিণত করার দিকে প্রবল ঝোঁক দেখা গেল। জমিদারদের চেয়েও কিছু নিচুস্তরে ছিল সওদাগর আর উকিলরা এবং বহুদিন ধ'রে ইংল্যাণ্ডের মতোই দোকানদারদের করুণার চক্ষে দেখা হ'ত। বাল্টিমোর এবং নর্ফোক-এর মতো ব্যবসা-কেন্দ্রগুলি ঔপনিবেশিক রাজধানীগুলির চেয়ে নিম্নস্তরের ছিল। কিন্তু উত্তর এবং দক্ষিণ এই দুই অঞ্চলেরই শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিরা জমি কেনা-বেচার কাজ করতেন। ১৭৩৭-এ দ্বিতীয় উইলিয়াম বায়ার্ড রিচমণ্ড শহরের পত্তন করেন জেমস নদীর ধারে, তাঁর জমিদারিকে খণ্ড খণ্ড ক'রে ছোট ছোট প্লটে বিক্রি ক'রে।

দক্ষিণাঞ্চলে শ্বেতাঙ্গদের সর্বনিম্ন স্তরটি সুস্পষ্ট রেখার দ্বারা চিহ্নিত ছিল। কিছু কয়েদী, জেলফেরৎ অধমর্ণ, এবং সেইসব চুক্তিবদ্ধ চাকরেরা যারা ইউরোপ থেকে এসেছিল, এরা সকলে সীমান্তের পরিস্থিতিতে আরও নিকৃষ্টতর হয়ে এমন একটা দলে পরিণত হ'ল যারা অশিক্ষিত, চাষাড়ে এবং অর্থাভাবে নিরুদ্যম, যাদের এমন কি নিগ্রোরাও ঘৃণা করত। অবশ্য চুক্তিবদ্ধ হলেই যে কাউকে ইতর হয়ে যেতে হবে তার কোনো মানে ছিল না। বহু মহৎচরিত্র ব্যক্তি তাদের আমেরিকা আসার খরচ শোধ করেছে চুক্তিবদ্ধ শ্রম দিয়ে। তারা ছিল ইংল্যাণ্ড ও ইউরোপের অনেক শ্রমশিল্পী, যেমন—ছুতোর, দর্জি স্যাকরা, বন্দুক তৈরির মিস্ত্রী ইত্যাদি। ক্রীতদাসপ্রথার প্রসার না হ'লে এরা সকলে মিলে দক্ষিণাঞ্চলে শ্রমশিল্পের প্রচুর উন্নতি করতে পারত। বহু খ্যাতনামা ব্যক্তি লণ্ডনের ফ্লিট জেলখানা থেকে পলায়ন ক'রে, সাহায্য লাভ ক'রে আমেরিকায় চ'লে আসেন। তখন প্রায়ই সামান্য অপরাধে লোককে কঠোর নির্বাসনে পাঠান হ'ত এবং আর্থিক দুর্গতির সময়ে ব্রিটেনের বহু লোক বিদেশে যাবার জন্য স্ব-ইচ্ছায় ছোটখাট অপরাধ করত। আমেরিকায় আসার পর, যারা সবচেয়ে বেশী মূল্য দিত, তাদের কাছেই তারা নিজেদের শ্রম বিক্রি করত। যাই হ'ক দক্ষিণাঞ্চলে বেশ কিছুসংখ্যক অলস, উচ্ছৃঙ্খল এবং বাউণ্ডুলে লোক জমায়েত হয়েছিল, যারা কি কৃষক হিসাবে, কি নাগরিক হিসাবে, ছিল একেবারে অপদার্থ। পরবর্তী কালে বিজ্ঞান প্রমাণ করেছিল যে তাদের অলসতার এবং বিপথ-গামিতার জন্য তাদের ব্যক্তিগত কোনো দোষ দায়ী ছিল না, দায়ী ছিল আবহাওয়া,

ত্রুটিপূর্ণ আহার এবং বক্রকৃমি। ক্রীতদাসপ্রথার জন্য লোকে শ্রমকে ঘৃণা করতে শিখল। জরিপ করার অভিযানগুলির যে বিবরণ উইলিয়াম বায়ার্ড রেখে গেছেন, তাতে তিনি এদের বিষয় রসিকতা ক'রে একটু বাড়িয়েই লিখেছিলেন। তিনি লিখেছিলেন যে এইসব নিরুদ্যম লোকগুলি ছোটখাট আরামেই সন্তুষ্ট থাকত, তারা আইন, কর এবং গির্জার বিপক্ষে ছিল, এবং "কিছু না করার সুখকে" ভারী পছন্দ করত।

নিগ্রো ক্রীতদাসদের সংগ্রহ করা হয়েছিল আফ্রিকার পশ্চিম উপকূল থেকে, উত্তরে সেনেগাম্বিয়া থেকে আরম্ভ ক'রে দক্ষিণের এ্যাঙ্গোলা থেকে। যখন রয়াল আফ্রিকান কম্প্যানির এই ব্যবসাতে একাধিপত্য সপ্তদশ শতাব্দীতে শেষ হয়ে যায়, তখন এই ব্যবসা চ'লে যায় ব্রিটিশ ও আমেরিকান কয়েকজন ব্যক্তি এবং ছোট ছোট কয়েকটি বভিন্ন ধরনের প্রতিষ্ঠানের হাতে। বস্টন, নিউপোর্ট, নিউ ইয়র্ক এবং দক্ষিণের বন্দরগুলিতে বহু লোকের ভাগ্য গ'ড়ে ওঠে এই ব্যবসার উপর ভিত্তি ক'রে। এই ব্যবসার সবচেয়ে বড় বাজার ছিল চার্লসটনে, সেখানে অসংখ্য প্রতিষ্ঠান পরস্পরের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করত। ১৭৫০-এর পর কয়েক বছর ধ'রে যে হেনরি লরেন্স এই ব্যবসাতে বেশ সাফল্য অর্জন করেছিলেন, তিনি লিখেছিলেন যে, জমিদাররা অনেক দূর থেকে আসতেন এবং কমবয়সী ভাল ভাল নিগ্রোদের জন্য চল্লিশ পাউন্ড পর্যন্ত দর হাঁকতেন। উত্তরাঞ্চলে যদিও আমদানিকারক সোজাসুজি ন্দারের কাছে এদের নগদমূল্যে বিক্রি করত, দক্ষিণে তারা যেত বড় বড় ব্যবসায়ী এবং পাইকারদের কাছে এবং ক্রীতদাসের বদলে তামাক, চাল কিংবা নীল নিত। নিগ্রো চাষীরা পোশাক পরত মোটা কম দামী কাপড়ের, বাস করত গ্রাম্য কুটিরে এবং কঠোর তত্ত্বাবধায়কের অধীনে ক্ষেতে কঠিন কাজ করত; বাড়ির চাকরদের উপর তাদের চেয়ে সদয় ব্যবহার করা হ'ত। কি উত্তরে কি দক্ষিণে, মুলাটোরা সংখ্যায় ছিল প্রচুর। দক্ষিণাঞ্চলে দাসপ্রথার প্রসার বাড়বার পর তামাক আর ধানের ক্ষেতে খুব কম শ্বেতাঙ্গ শ্রমিককেই কাজ করতে দেখা যেত।

একথা স্পষ্টই বোঝা যায় যে নিউ ইংল্যান্ডের সঙ্গে নিম্ন দক্ষিণাঞ্চলের যথেষ্ট প্রভেদ ছিল এবং মধ্যঅঞ্চলের উপনিবেশগুলির সঙ্গে ওই দু'টি অঞ্চলেরই কিছু কিছু মিল ছিল। নিউ ইংল্যান্ড ছোট ছোট ক্ষেত-খামার ছাড়া আর কিছুর সঙ্গে নিজেকে খাপ খাইয়ে নিতে পারেনি; নিচু ভার্জিনিয়া, দক্ষিণ ক্যারোলাইনা এবং জর্জিয়াতে গ'ড়ে উঠেছিল বড় বড় জমিদারি। নিউ ইংল্যান্ডের লোকেরা উত্তেজক আবহাওয়ায় নিজের হাতে কাজ করত; ভার্জিনিয়াতে প্রখর সূর্যালোকে ক্রীতদাসেরা খেটে মরত তত্ত্বাবধায়কদের তাড়নায়। নিউ ইংল্যান্ডে ছোট ছোট ক্ষেতখামার আর প্রচুর বেওয়ারিশ জমি প'ড়ে থাকার জন্য লোকে ছেলেদের মধ্যে সম্পত্তি সমান ভাবে
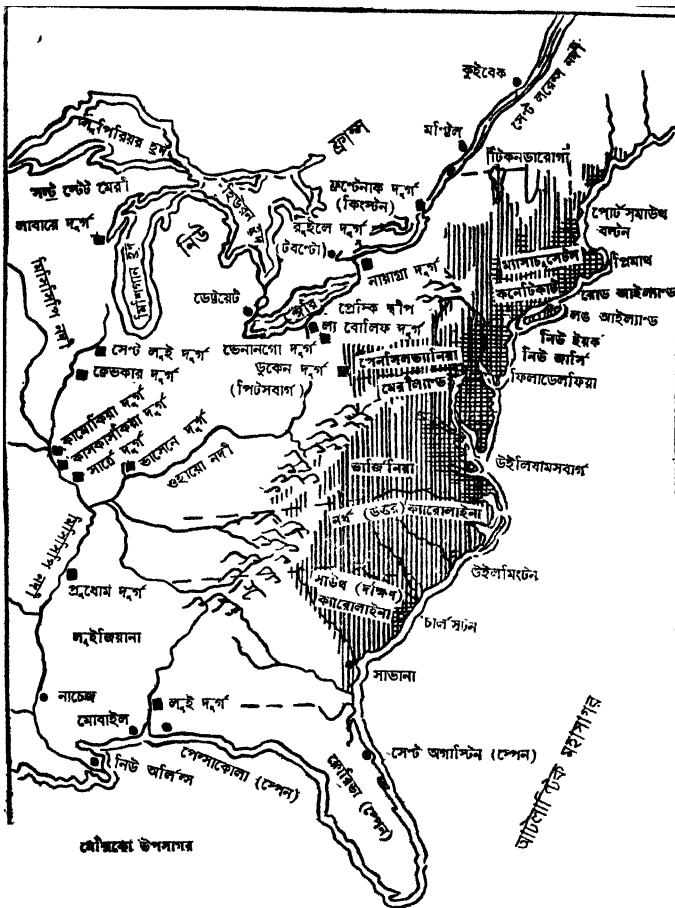
আমেরিকায় বসতি স্থাপনের স্থানগুলি

সেণ্ট লরেন্স ও মিসিসিপি নদীর আশেপাশে ফরাসী দুর্গ

১৭০০ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত ||||||| ১৭৭৫ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত

ভাগ ক'রে দেবার প্রেরণা পেত; দক্ষিণে যেসব বড় বড় জমিদারি ক্রীতদাস খাটিয়ে ভালভাবেই চলত, আর্থিক ক্ষতি স্বীকার না ক'রে সেগুলিকে ভাগ করা সম্ভব ছিল না এবং লোকে নানারকম আইনের সাহায্যে সেগুলিকে আঁকড়ে ধ'রে থাকত। নিউ ইংল্যাণ্ডের ঘনবসতি গ্রামগুলিতে লোকে পরস্পরের সঙ্গে মিলেমিশে গির্জার লোকসমাগমকে বাঁচিয়ে রাখত; দক্ষিণাঞ্চলের বেশির ভাগ অংশে বিস্তৃত ভূসম্পত্তিতে গ্রাম থাকা অসম্ভব ছিল, তাই কোথাও লোকসমাগমের প্রশ্ন ছিল অবান্তর। নিউ ইংল্যাণ্ডে কাউণ্টিগুলি তৈরি হ'লেও শাসন-কেন্দ্র ছিল শহরগুলি, দক্ষিণে কাউণ্টি-গুলি ছিল মুখ্য। নিউ ইংল্যাণ্ডে নিয়ম ছিল যে জনসাধারণই স্থানীয় কর্মচারীদের নির্বাচন করবে; দক্ষিণে নিয়ম ছিল কর্মচারীদের কয়েকজনকে নির্বাচন করবেন প্রাদেশিক কর্তৃপক্ষ, কয়েকজনকে করবেন অভিজাত সম্প্রদায়। দৃষ্টান্তস্বরূপ, কোনো গির্জার অধীনস্থ স্থানের অধিবাসীরা পবিত্র বস্ত্রাদির রক্ষকদের নিযুক্ত করত না, তারা নিজেদের উত্তরাধিকারী মনোনীত ক'রে রেখে যেত। পিউরিটানদের যেভাবে ধর্মান্ধ, একগুঁয়ে এবং খুঁতখুঁতে দল হিসাবে প্রচার করা হয়ে থাকে, তারা সেই প্রকৃতির না হ'লেও তারা কঠোরভাবে বিবেকবান এবং স্বতঃস্ফূর্তভাবে নিয়মাধীন ছিল; দক্ষিণের লোকেরা আরও ফুর্তিবাজ, আরও স্বাধীন এবং আরও বেশী সুখ-লালায়িত ছিল। মধ্য-অঞ্চলের উপনিবেশগুলি বহু বিষয়ে এই দুই-এর মাঝখানে।

তবু অষ্টাদশ শতাব্দীর অগ্রগমনের সঙ্গে যত লোকসংখ্যা ও সম্পদ বাড়তে থাকল এবং সমাজ আরও জটিল হয়ে উঠল, জনসংখ্যার সামাজিক ও অর্থনৈতিক স্তরবিভাগ স্থানীয় বিভাগের চেয়ে প্রাধান্য পেল। চার্লসটন, পোর্টসমাউথ, নর্ফোক আর বস্টন শহরের ব্যবসায়ীরা তাঁদের তৎপর কেরানীভর্তি কর্মমুখর অফিস আর মেহগনি ও কাচের নানারকম প্লেট গ্লাস নিয়ে সকলে প্রায় এক ধরনেরই ছিলেন। একজন হ্যানক আর একজন লরেন্স পরস্পরের সঙ্গে অতি সহজেই মিশে যেতে পারতেন। বন্দরের যন্ত্রবিদ্‌রা ছিল অতি নীচ প্রকৃতির; হৈচৈ করত, শ্রেণী-সচেতন ভাবে অনেক প্রগতিবাদের বুলি আওড়াত এবং সামান্য কারণে মদের আড্ডা থেকে দল বেঁধে গুণ্ডামি করতে বের হয়ে আসত—ক্যারোলাইনা থেকে ম্যাসাচুসেটস পর্যন্ত সর্বত্র তারা ছিল একই প্রকৃতির। আর যেসব কৃষকেরা—মিতব্যয়ী, পরিশ্রমী এবং অসংখ্য ক্ষেত্রে আত্মনির্ভর—তারাও নিউ হ্যাম্পশায়ার আর মেরীল্যাণ্ড, পেনসিলভ্যানিয়া আর ভার্জিনিয়া, সর্বত্র একই রকম প্রকৃতির ছিল। এবং সীমান্ত অঞ্চলের প্রথম ঔপনিবেশিকেরাও ছিল একই প্রকৃতির।

পিছনের অঞ্চলগুলি। চতুর্থ অংশে পিছনের বা সীমান্তের অঞ্চলটি অষ্টাদশ

শতাব্দীতে জন্মগ্রহণ করে। এই অঞ্চলটি 'গ্রীন মাউণ্টেনের ছেলেদের' আড্ডা থেকে শুরু ক'রে জঙ্গলের ফাঁকে ফাঁকে, এ্যালেঘেনি পর্বতমালার পূর্বদিক ঘেঁষে, ভার্জিনিয়ার সেনানডোয়া উপত্যকার ভিতর দিয়ে ক্যারোলাইনার পিমন্ট অঞ্চলে হাজির হয়েছে। এখানে যারা থাকত, তারা অবিনীত, সরল এবং চঞ্চল ধরনের ছিল—যাদের মতিগতি ছিল নির্ভেজাল ভাবে আমেরিকান।

একর পিছু এক বা দু'শিলিং দিয়ে সস্তায় জমি কিনে, কিংবা 'মাহকের দাবি'তে জমি নিয়ে, জঙ্গল পরিষ্কার ক'রে, ঝোপঝাড় পুড়িয়ে তারা আগাছার কাটা গুঁড়িগুলির এদিক-ওদিক ধান আর গম লাগাত। ওয়ালনাট প্রভৃতি কাঠ এনে তারা গ্রাম্য কুটির তৈরি করত, কেবল চার কোণে কাঠগুলি আটকে, ফুটোগুলি কাদা দিয়ে বন্ধ ক'রে, মেঝেটা 'পাঞ্চিয়ন' দিয়ে তৈরি ক'রে এবং জানলার কবাট বানিয়ে কাচের বদলে ভালুকের চর্বিতে কাগজ ডুবিয়ে লাগিয়ে দিত। তারা পরত হরিণের চামড়ার পাজামা আর বাড়িতে তৈরী শিকারের সার্ট। আর মেয়েরা যে-পোশাক পরত তার সুতো কাটা হ'ত চরকায় এবং তা বোনা হ'ত প্রত্যেক বাড়িতে নিজের নিজের তাঁতে। কাঠের টুকরো এনে সেগুলিকে কোনো রকমে আটকে তারা টেবল চেয়ার তৈরি করত, খাদ্যদ্রব্য গুঁড়িয়ে নিত বাড়ির বড় বড় হামাল-দিস্তায়, খেত মিশ্রিত ধাতুর তৈরী চামচের সাহায্যে; হয় খালি পায়ে, নয়ত নরম চামড়ার জুতো প'রে হাঁটত। তাদের খাদ্য ছিল মোটা চালের ভাতের সঙ্গে শুয়োরের মাংস, ঝলসে নেওয়া হরিণের মাংস, বুনো টার্কি কিংবা তিতির পাখী এবং কাছের নদী থেকে মাছ। ইণ্ডিয়ানদের বিপক্ষে আত্মরক্ষার জন্য ইতস্ততঃ-বিক্ষিপ্ত ঔপনিবেশিকরা কোনো একটি নদীর ধারে একটি দুর্ভেদ্য দুর্গ তৈরি করত। উদ্দাম আমোদ তারা করত নিজেদের ধরনে—রাজনৈতিক সভায় খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থা করত; যাতে বড় বড় ষাঁড় ঝলসে নেওয়া হ'ত; নব-বিবাহিত দম্পতির বাড়িতে চলত মদ্যপান আর নাচ। আর ছিল শিকার, দলবদ্ধ ভাবে অবাধ মেলামেশা, এবং ভার্জিনিয়ার তালে তালে 'বল' নাচ। স্কটল্যাণ্ড আর আয়ার-ল্যাণ্ডের বন্য অঞ্চলগুলির মতো মাঝেমাঝে ঝগড়া-বিবাদ মারপিট উত্তেজনার যথেষ্ট খোরাক জোটাত। পেনসিলভ্যানিয়া সীমান্তে স্কচ-আইরিশ আর জার্মানরা অনেক প্রতিহিংসামূলক যুদ্ধ চালিয়েছে। ভার্জিনিয়া ও ক্যারোলাইনাতে ব্যক্তিগত মারপিটে কোনো নিয়মকানুন মানা হ'ত না এবং বহু ছোরাছুরি চলার ফলে একচক্ষু 'ব্যক্তিদের দর্শনলাভ' একটা সাধারণ ঘটনা হয়ে দাঁড়িয়েছিল। সীমান্তবাসীরা সকলেই ইণ্ডিয়ানদের শত্রুভাবে দেখত। কোনো কোনো উপজাতি বন্ধুভাবাপন্ন ছিল, তবু সাধারণতঃ ঔপনিবেশিকেরা বনজঙ্গল আর লালরঙ মানুষদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করত সদাসর্বদা। সেই কারণেই তারা তৎপরতা, সাহস এবং দলবদ্ধ একতায়

শিক্ষা লাভ করতে স্বাভাবিক ভাবেই সক্ষম হয়েছিল।

সীমান্ত অঞ্চলই তৈরি করেছিল উত্তরে জর্জ ক্রঘান-এর মতো এবং দক্ষিণ-পশ্চিমে শিক্ষিত ও বহুমুখী প্রতিভাসম্পন্ন জেমস এ্যাডেয়ারের মতো বহু উদ্যম-শীল ব্যবসায়ীদের, যাঁরা ইণ্ডিয়ানদের সঙ্গে ব্যবসা করেছেন। দু'জনেই ছিলেন বন্য লোকেদের বন্ধু এবং দূর পাল্লার দুঃসাহসিক অভিযানকারী; দু'জনেরই স্বপ্ন ছিল দ্রুত পশ্চিমাঞ্চলকে গ'ড়ে তোলার। উপনিবেশ স্থাপনের শেষের দিকে ক্রঘান নিউ ইয়র্কে ইরোকিদের শান্ত রাখায় তৎপর হয়েছিলেন; তাছাড়া ওহায়ো নদীর উৎসের কাছাকাছি দু'পাশের অঞ্চলে বসতি-বিস্তারের দিকেও তাঁর ঝোঁক ছিল। এ্যাডেয়ার গর্ব ক'রে বলতেন যে ইন্ডিয়ানদের পথের দু'হাজার মাইল তাঁর নখ-দর্পণে ছিল। সীমান্ত প্রদেশে উওর ক্যারোলাইনার রিচার্ড হেন্ডারসনের মতো জমি-ব্যবসায়ী ছিলেন, যিনি বিপ্লবের ঠিক আগেই ঠিক করেছিলেন যে তিনি চিরোকিদের কাছ থেকে অধুনাতন কেন্টাকির বেশির ভাগ অংশ কিনে নিয়ে সেই উপনিবেশটির উপর মালিকানা স্বত্ব বসাবেন। সীমান্ত অঞ্চল থেকেই এসেছিলেন রবার্ট রজার্সের মতো যোদ্ধা, যিনি নিউ হ্যাম্পশায়ারের একজন স্কচ-আইরিশ ছিলেন এবং যিনি ফরাসী আর ইণ্ডিয়ানদের মধ্যে যুদ্ধে নিজেকে উত্তর-পূর্ব সীমান্তের একজন যোদ্ধা বীর ব'লে প্রমাণ করেছিলেন। তিনি ছাড়া ঐ অঞ্চল থেকে এসেছিলেন জন সেভিয়ার, যিনি টেনেসি অঞ্চলে "পঁয়ত্রিশটি যুদ্ধে পঁয়ত্রিশটি জয়লাভ" সম্পর্কে দম্ভ প্রকাশ করতেন। তাছাড়া এসেছিলেন ডেনিয়েল বুন, যিনি ছিলেন উপনিবেশ স্থাপনে এক অস্থির প্রকৃতির পথপ্রদর্শক এবং যিনি ১৭৬৯ খৃষ্টাব্দে বন্য এ্যাপালে-সিয়ানের "মায়াম্বার" ভেদ ক'রে কেন্টাকিতে উপস্থিত হয়েছিলেন—এবং কাম্বার-ল্যাণ্ড গ্যাপ অধিকার করেছিলেন। ইণ্ডিয়ানদের শিকারের এই উৎকৃষ্ট ভূমিতে একা কয়েকটি অভিযান ক'রে তিনি কেন্টাকির প্রাকৃতির সৌন্দর্যের কথা প্রচার করেছিলেন; তাছাড়া তিনি হেণ্ডারসন এবং অন্যান্য ঔপনিবেশিকদের সাহায্য করেছিলেন। কিন্তু সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য কথা এই যে সীমান্ত প্রদেশ কতকগুলি কষ্টসহিষ্ণু অভিযাত্রিক চাষী দিয়েছিল, যারা নিয়মিত প্রচেষ্টার সাহায্যে ক্রমশ উপনিবেশ স্থাপনের এবং সভ্যতার প্রসার ঘটেয়েছিল।

দুঃখ ক্লেশ এবং বিপদের স্থান হ'লেও সীমান্ত অঞ্চলটির এমন নতুনত্ব এবং চমৎকারিত্ব ছিল যার আবেদন অগ্রাহ্য করা যায় না। উইলিয়াম বায়ার্ড-এর লিখিত বিবরণী থেকে স্থানটির প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের একটি ধারণা করা যায়। তিনি লিখেছেন কিভাবে তিনি সীমান্ত অতিক্রম ক'রে জঙ্গলে ঢুকে গুচ্ছ গুচ্ছ সাদা আর কালো আঙুরে ভর্তি আঙুরলতায় গাছগুলির সর্বাঙ্গ আচ্ছাদিত দেখেছিলেন; দেখেছিলেন অজস্র বন্য কুক্কুট চারপাশে দলে দলে ঘুরে বেড়াচ্ছে; দেখেছিলেন

অগণিত পায়রার ঝাঁক উপসাগর এবং ক্যানাডার মধ্যবর্তী আকাশকে মেঘের মতো অন্ধকার ক'রে উড়ে চ'লে যাচ্ছে এবং কখনও কখনও দলে দলে ব'সে মালবেরি এবং ওক গাছের শাখাগুলিকে ভেঙে দিচ্ছে। তিনি চিত্র এঁকেছিলেন কিভাবে স্থূল-কায় ভালুকেরা এলোমেলো ভাবে নদীতে সাঁতার কেটে বেড়াত; বৃক্ষবিহারী ওপসামেরা বনের ফল খেয়ে বেঁচে থাকত; কিভাবে নেকড়ের দল রাত্রির বেশির ভাগ সময় তাদের পিছনে লেগে থাকত; কিভাবে ঘাস খেতে খেতে অলস গতিতে ঘুরে বেড়াত মহিষেরা, যাদের মধ্যে একটি দুবছর বয়স্ককে বায়ার্ড-এর দল শিকার করেছিলেন। তিনি উল্লেখ করেছেন বড় বড় মাছের, যেগুলি গ্রীষ্মকালে জলের উপরে চিৎসাঁতার দিত রোদ পোহাবার জন্য। তিনি বলেছেন স্তবকের পর স্তবক লাল ও সাদা মার্বল পাথরের প্রস্তরশ্রেণীর কথা; কেমন ক'রে স্রোতস্বিনীর স্বচ্ছ জল বালির উপর এসে পড়ত, সেখানে অভ্রগুলি সূর্যের কিরণে ঠিক খাঁটি সোনার মতো ঝকমক করত; তিনি দিয়েছেন ওক এবং হিকরি গাছের গহন অরণ্যের সংবাদ, বলেছেন পঙ্গপালের দলের কথা; কিভাবে পশ্চিমাকাশে সূর্যাস্তের পট-ভূমিকায় শৈলচূড়াগুলি ঝলমল করত। তিনি লক্ষ্য করেছিলেন যেখানে কাটোবা কিংবা টুসকারোরার দল বন্য জন্তুদের বের ক'রে আনবার জন্য জঙ্গলে আগুন ধরিয়ে দিত, যেখানে উপরের আকাশ কেমন নরম ও ধূসর বর্ণের দেখাত। তিনি বলেছেন কিভাবে সহসা একটি ইণ্ডিয়ানদের শিবিরে হাজির হয়ে তিনি এক উত্তেজনার শিহরণ অনুভব করতেন; লক্ষ্য করতেন সেই সাহসী লোকগুলির গম্ভীর কিন্তু মর্যাদাপূর্ণ ভাবভঙ্গি, যা দেখে অনেক সময় তাদের প্রতি একটা সম্ভ্রমবোধ জাগত, দেখেছিলেন অপরিচ্ছন্ন তাম্রবর্ণ সুন্দরীদের, যারা শ্বেতাঙ্গ-দের সামনে ব্রীড়াবনতমুখী হ'ত। একবার এই অরণ্যের স্বাদ গ্রহণ করবার পর বহু ঔপনিবেশিক অন্যান্য স্থানের চেয়ে সেগুলিকেই পছন্দ করত।

সংস্কৃতি। ঔপনিবেশিক কালের শেষের দিকে ভাগ্যবান কয়েকটি দলের মধ্যে সংস্কৃতি স্বচ্ছন্দ গতিতে প্রকাশ পেতে লাগল। বিশেষ ক'রে নিউ ইংল্যাণ্ড-এ শিক্ষার উপর প্রবল ঝোঁক দেওয়া হয়েছিল। যদিও তখন উপনিবেশগুলি বাল্যাবস্থায় ছিল, রোড আইল্যাণ্ড ছাড়া প্রায় সর্বত্রই প্রাথমিক শিক্ষা কিছু অংশে বাধ্যতামূলক করা হয়েছিল। অনেকগুলিতে ব্যাকরণ শিক্ষার বিদ্যালয় চলছিল। দু'টি মহাবিদ্যালয়, হার্বার্ড এবং ইয়েল, সাফল্যের সঙ্গে সুপ্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, এবং আরও দু'টি ডার্টমাউথ এবং রোড আইল্যাণ্ডের মহাবিদ্যালয় (সাম্প্রতিক নাম ব্রাউন) ক্রমশ উন্নতির পথে অগ্রসর হচ্ছিল। হার্বার্ড-এ অনেকগুলি বড় বড় বাড়ি ছিল, গ্রন্থাগারে 'পঞ্চ হাজার গ্রন্থ' ছিল, আর ছিল বিজ্ঞানের বহু যন্ত্রপাতি; সেখানে

ধর্মতত্ত্ব, দর্শনশাস্ত্র এবং প্রাচীন সাহিত্যের শিক্ষা দেওয়া হ'ত; সেটি ইউরোপের বিশ্ববিদ্যালয়গুলি থেকে এমন কিছু পিছনে প'ড়ে ছিল না।

মধ্যাঞ্চলের উপনিবেশগুলির মধ্যে একমাত্র মেরীল্যান্ডেই জনসাধারণের শিক্ষার ব্যবস্থা ছিল, কিন্তু তার মধ্যে ছিল অব্যবস্থা এবং শিক্ষার মান অনুন্নত। কোয়েকাররা এবং জার্মানরা কতকগুলি বিদ্যালয় চালাত যেগুলি কতকাংশে থাকত গির্জার তত্ত্বাবধানে। পেনসিলভ্যানিয়ায় ছিল অনেকগুলি বিদ্যালয়, বিশেষ ক'রে ফিলাডেলফিয়া শহরে এবং তার আশেপাশে। নিউ ইয়র্ক-এর লঙ আইল্যান্ডে কতকগুলি খুব ভাল নাগরিক বিদ্যালয় গ'ড়ে উঠেছিল এবং নিউ ইয়র্ক শহরে ছিল কতকগুলি ব্যাকরণ শিক্ষার বিদ্যালয়; কিন্তু সাধারণ প্রণালীর কোনো শিক্ষার ব্যবস্থা সেখানে প্রচলিত হয়নি। দক্ষিণাঞ্চলে শিক্ষার ব্যবস্থা কয়েকটি ব্যক্তির হাতে ছিল। ধর্মযাজকেরা এবং অন্যান্য কয়েকজন অনেকগুলি ব্যক্তিগত বিদ্যালয় চালাতেন। যোনাথান বুচার নামে ভার্জিনিয়ার কোনো এক ধর্মযাজক কুড়ি পাউন্ড মাহিনাতে ছেলেদের ভর্তি করতেন; তাদের মধ্যে ছিল ওয়াশিংটনের স্ত্রীর আগের পক্ষের ছেলে। সেখানে এবং ক্যারোলাইনাতে ধনী জমিদারেরা উত্তরের উপনিবেশগুলি থেকে এবং গ্রেট ব্রিটেন থেকে শিক্ষক এনে রাখতেন যাঁরা ছেলেমেয়েদের পড়তে, লিখতে, অংক কষতে এবং ল্যাটিন ও গ্রীক ভাষা শিক্ষা করতে সাহায্য করতেন। ভার্জিনিয়া এবং দক্ষিণ ক্যারোলাইনাতে মাত্র দু'টি ক'রে অবৈতনিক বিদ্যালয় ছিল। মধ্য এবং নিম্ন অঞ্চলে অনেকগুলি মহাবিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। যথাঃ— ভার্জিনিয়ার উইলিয়াম ও মেরী, যেখানে জেফারসনের ন্যায় বহু বিখ্যাত ব্যক্তি শিক্ষালাভ করেছিলেন; ফিলাডেলফিয়ার মহাবিদ্যালয় [অধুনা পেনসিলভ্যানিয়ার মহাবিদ্যালয়], যেটি প্রতিষ্ঠিত করতে বেঞ্জামিন ফ্র্যাঙ্কলিনকে বহু কাঠখড় পোড়াতে হয়েছিল;প্রিন্সটন-এর মহাবিদ্যালয়; এবং নিউ ইয়র্ক-এ কিংস মহাবিদ্যালয়, খুব সম্প্রতি কলাম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়, যেখানে আলেকজান্ডার হ্যামিল্টন এবং গভার্নর মরিস অত্যন্ত সুন্দরভাবে শিক্ষালাভ করেছিলেন। দক্ষিণাঞ্চলের এবং নিউ ইয়র্ক-এর অত্যন্ত ধনী পরিবারগুলি অনেক সময় তাঁদের ছেলেমেয়েদের ব্রিটিশ বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে কিংবা লন্ডনের আইন শিক্ষার কেন্দ্রগুলিতে (ইন্‌স অব কোর্ট) শিক্ষালাভের জন্য পাঠিয়ে দিতেন।

দৈনিক পত্র, অন্যান্য সাময়িক পত্রিকা, পঞ্জিকা, এমনকি স্থায়ী গৌরবের অধিকারী পুস্তকাবলীও উপনিবেশগুলি থেকে প্রকাশিত হ'ত। আমেরিকার সবচেয়ে প্রাচীন মুদ্রণালয় কেম্ব্রিজ-এ ১৬৩৯-এর মতো প্রাচীন কালে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল এবং তার পর সেটি কখনও বন্ধ থাকেনি। বিপ্লবের ঠিক আগেই বস্টনে পাঁচটি এবং ফিলাডেলফিয়ায় তিনটি দৈনিক পত্র ছিল। উপনিবেশের মধ্যে বই-এর ব্যবসায়ীদের দাম বেড়ে গেল এবং কতকগুলি লাইব্রেরী প্রতিষ্ঠিত হ'ল (বস্টন-এ প্রতিষ্ঠিত

হয়েছিল ১৬৫৬-তে)। ১৭৭১-এ ফিলাডেলফিয়ার জনৈক পুস্তক প্রকাশক 'ব্ল্যাকস্টোনের মতামত' এক হাজার কপি ইংল্যান্ড থেকে আনিয়ে নিয়েছিলেন এবং নিজেও এক হাজার কপি প্রকাশিত করেছিলেন। দু'জন লেখক ইউরোপে স্থায়ী খ্যাতি লাভ করেছিলেন : ধর্মতত্ত্বে এবং দর্শনশাস্ত্রে যোনাথান এডওয়ার্ডস এবং বিজ্ঞান ও রম্যরচনায় বেঞ্জামিন ফ্র্যাঙ্কলিন। গোঁড়া, শ্রমশীল এবং শাসনকাজে দক্ষ বিচারপতি স্যামুয়েল সেওয়াল এবং রয়াল সোসাইটির সদস্য ও ভার্জিনিয়ার 'সর্বশ্রেষ্ঠ ব্যক্তি' শিক্ষিত জমিদার কর্নেল উইলিয়াম বায়ার্ড, এ'রা দু'জনেই এমন ডায়েরি লিখেছিলেন, যা জন উইলম্যানের "জার্নাল"-এর মতো অবিস্মরণীয় হয়ে থাকবে।

সাদাসিধে কোয়েকার চাষী জন বার্টাম-এর সূক্ষ্ম বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিশক্তি ছিল, তাকে লিন্‌স বলেছিলেন বিশ্বের সবচেয়ে বড় 'স্বাভাবিক উদ্ভিদতত্ত্ববিদ'; নিউ ইয়র্ক-এ অদম্যভাবে কর্মতৎপর ক্যাডওয়াল্যান্ডার কোল্ডেএন 'পাঁচটি ইন্ডিয়ান জাতির ইতিহাস' লিখে খ্যাতি অর্জন করেছেন; পেনসিলভ্যানিয়ায় ডেভিড রিটেন-হাউস গণিতজ্ঞ এবং জ্যোতির্বিদ হিসাবে পৃথিবীখ্যাত হয়েছিলেন। রয়াল সোসাই-টির সদস্য, ভার্জিনিয়াব জন রিচেল কৃতিত্ব অর্জন করেছিলেন উদ্ভিদবিদ্যায়, ভেষজ-বিজ্ঞানে এবং কৃষিতে। বিজ্ঞ ধর্মযাজক কটন ম্যাথার-কে বলা হ'ত নিউ ইংল্যান্ডের 'সাহিত্যিক বেহেমথ'; তাঁর তিনশ' তিরাশিটি পুস্তক ও পুস্তিকা প্রকাশিত হয়েছিল, যার মধ্যে তাঁর 'ম্যাগনালিয়া ক্রিস্তি আমেরিকানা' (আমেরিকানের চোখে খ্রীষ্টের অলৌকিক কার্যাবলী) একটি সম্পূর্ণ গ্রন্থাগার বিশেষ। ঔপনিবেশিক কালের শেষের দিকে জনৈক ঐতিহাসিক ম্যাসাচুসেটস-এর টমাস হাচিনসন-এর লেখা প'ড়ে এখনও লোকে জ্ঞান লাভ করে এবং আনন্দ পায়। উপনিবেশগুলিতে ভাল ভাল চিত্রকরেরাও চিত্রাঙ্কনে ব্যস্ত ছিল এবং সুপ্রসিদ্ধ বেঞ্জামিন ওয়েস্ট বিপ্লবের ঠিক পূর্বেই ইংল্যান্ডে গিয়ে রয়াল এ্যাকাডামির প্রেসিডেন্ট হিসাবে স্যার জেসুয়া রেনলস-এর শূন্য স্থান অধিকার করেছিলেন।

কিভাবে সংস্কৃতির বিস্তার হ'তে লাগল তার একটি স্পষ্ট ধারণা ফ্র্যাঙ্কলিন-এর আত্মজীবনী থেকে পাওয়া যায়। ১৭০৬ খ্রীষ্টাব্দে তিনি বস্টনে জন্মেছিলেন। তাঁর পরিবারটি বেশ বড়ই ছিল; তাঁর মনে পড়ে একসঙ্গে তেরটি ছেলেমেয়ে টেবিলে খেতে বসত। তিনি নিজের চেষ্টায় জ্ঞানার্জন করেছিলেন। তাঁর বাবা আমেরিকায় এসেছিলেন ইংল্যান্ডের নর্দামটনসায়ার থেকে। তাঁর ছোট পাঠাগারে ধর্মশাস্ত্রের বই ছাড়া ডিফো'র 'এসে অন প্রোজেক্টস', কটন ম্যাথারের 'এসেজ টু ডু গুড' এবং প্লুটার্ক-এর 'জীবনী' ছিল। বার বছর বয়সে কোনো মুদ্রকের কাছে শিক্ষানবিশি করতে করতে ওই বুদ্ধিমান বালক আরও অনেক বই সংগ্রহ করেছিলেন; সেগুলি

হচ্ছে—বানিয়ান, লক, স্যাফ্‌টসবারি, কলিন্স ইত্যাদির লেখা; তাছাড়া কতকগুলি প্রাচীন পুস্তকের অনুবাদ। কয়েক পেনি খরচ ক'রে তিনি এ্যাডিসন-এর 'স্পেক্টেটর' কিনেছিলেন, যেটি প'ড়ে প্রবন্ধ লেখবার জন্য তাঁর উচ্চকাঙ্ক্ষা উদ্দীপ্ত হয়ে উঠল। ভাগ্যোন্নতির জন্য তিনি যখন ফিলাডেলফিয়ায় গেলেন, তিনি দেখলেন সে-শহরে তখনও সাহিত্যের নতুন অঙ্কুরোদ্গম হচ্ছে। কেমার নামে এক মুদ্রকের ছিল "একটি পুরনো ঝরঝরে ছাপার যন্ত্র এবং কতকগুলি খুব ছোট ছোট ইংরাজী টাইপ।" ইংল্যাণ্ড থেকে ঘুরে এসে অদম্য উৎসাহী ফ্র্যাঙ্কলিন ঠিক করলেন তিনি ওই কোয়েকার শহরটির উন্নতি করবেন।

তিনি একটি 'জাণ্টো' বা 'পারস্পরিক উন্নতির সহায়ক সঙ্ঘ' স্থাপিত করলেন। প্রথমে এটির সভ্য-সংখ্যা ছিল নয়, কিন্তু শীঘ্রই এটির শাখাপ্রশাখা চরদিকে সঞ্চারিত হ'তে লাগল। তিনি ১৭৩১-এ আমেরিকায় প্রথম ভ্রাম্যমান গ্রন্থাগার স্থাপিত করলেন এবং সেটির দ্রুত উন্নতি হ'তে লাগল। তিনি একটি বিদ্যালয় স্থাপন করলেন এবং সেটি সঙ্ঘবন্ধ হয়ে পেন এবং অন্যান্য সকলের সাহায্য লাভ ক'রে একটি বিশ্ববিদ্যালয়ে পরিণত হ'ল। তিনি একটি পত্রিকা বার করলেন, যার উদ্দেশ্য কোনো মতবাদ প্রচার নয়, সত্য সংবাদ প্রচার; সেটির নাম "স্যাটার্ডে ইভনিং পোস্ট।" ১৭৪৩ খ্রীষ্টাব্দে তিনি আমেরিকার দার্শনিক সমিতি স্থাপন করলেন। ফ্র্যাঙ্কলিন লিখেছেন, সেখানে জর্জ হোয়াইটফিল্ড-এর বাগ্মিতায় অনিচ্ছুক কোয়েকাররাও টাকা দিতে বাধ্য হয়েছিল। তাঁর কাছ থেকে আমরা জানতে পারি কেমন ক'রে তাঁর নিজের এবং অনুরূপ বাড়িগুলিতে সাধারণ কাচের এবং ধাতুর বাসনপত্রের বদলে চিনামাটির এবং রুপোর বিলাসিতা ধীরে ধীরে প্রবেশ করছিল; কিভাবে সর্বপ্রথম বসন্ত রোগের টিকা নেওয়া আরম্ভ হয়েছিল। এই টিকা নেওয়াতে তাঁর নিজের গাফিলতির জন্য যে তাঁর চার বছর বয়স্ক পুত্রটি মারা যায় সেজন্য তিনি নিজের উপরই দোষারোপ করেছেন। বিজ্ঞানের উপর তাঁর বরাবরই ঝোঁক ছিল এবং অনতিবিলম্বে একদিন ঝড়ের মেঘের মধ্যে একটি ঘুড়ি উড়িয়ে দিয়ে তিনি সেই সুপ্রসিদ্ধ গবেষণাটি করেছিলেন যার জন্য কোনো ফরাসী ভদ্রলোক রসিকতা ক'রে বলেছিলেন যে তিনি আকাশ থেকে বিদ্যুৎ ধরছিলেন; "আর তিনি অত্যাচারীর হাত থেকে রাজদণ্ড কেড়ে নিচ্ছিলেন।" তাঁর সম্বন্ধে সেই ভদ্রলোকের এই দ্বিতীয় উক্তিটিও তাঁর রাজনৈতিক কার্যকলাপ সম্পর্কে সম্পূর্ণভাবেই প্রযোজ্য। তাঁর রাজনৈতিক কাজ আরম্ভ হয় ১৭৫৪-তে, যখন তিনি এ্যালবানি কংগ্রেস-এ আন্তঃ-ঔপনিবেশিক অধিবেশনে পেনসিলভ্যানিয়ার প্রতিনিধি হিসাবে যোগদান করেন। ১৭৫৩ থেকে ১৭৭৪ পর্যন্ত তিনি ছিলেন সমস্ত উপনিবেশগুলির ডেপুটি পোস্টমাস্টার জেনারল। চিঠি বিলির ব্যবস্থায় তিনি যে উন্নতি করেছিলেন তাতে আমেরিকার শিল্পের কম

সাহায্য হয়নি। মোট কথা, ফ্র্যাঙ্কলিন-এর জীবন থেকে আমরা বুঝতে পারি, একজন দক্ষ নেতার পরিচালনায় উপনিবেশগুলির কৃষ্টিমূলক সম্ভাবনার কতদূর উন্নতি সম্ভব ছিল।

দ্রুত এবং দ্রুততর ভাবে সম্পদ স্তূপীকৃত হয়েছিল; সুন্দর সুন্দর বাড়ি তৈরি হচ্ছিল, পোষাক-পরিচ্ছদে বিলাসিতা বাড়ছিল, রেওয়াজ-এর প্রভুত্ব সর্বসাধারণের মধ্যে ছড়িয়ে পড়তে লাগল। ১৭৫০-এ সমুদ্রের তীরবর্তী অঞ্চলগুলিতে সর্বত্র দেখা যেতে লাগল ধনী ব্যক্তিদের, যাঁরা তৎকালীন ইউরোপের শ্রেষ্ঠ চিন্তাধারার সঙ্গে পরিচিত ছিলেন। বস্টন, নিউ ইয়র্ক, ফিলাডেলফিয়া এবং চার্লসটনে সেইসব বিলাসী চালচলন দেখা যেতে লাগল যা লন্ডন বা পারী'কে বাদ দিয়ে যে কোনো ব্রিটিশ অথবা ফরাসী শহরে দেখা যেত। ইতিমধ্যে সীমান্ত পৌছিয়ে যাচ্ছিল ক্রমশ পশ্চিম-দিকে, এবং ঔপনিবেশিকদের জনস্রোত এ্যাপালেসিয়ান গিরিপথের ভিতর দিয়ে ওহায়ো এবং কেন্টাকিতে ছড়িয়ে পড়ছিল। সীমান্তে কষ্টসহিষ্ণু কর্মবীরেরা বিলাসিতা, চালচলন বা চিন্তাধারার ধার ধারত না; তাদের হাতে ছিল সুদীর্ঘ রাইফেল এবং ধারালো কুঠার, তাদের জীবনের উদ্দেশ্য ছিল জঙ্গলকে পোষ মানানো। একদিকে ছিল কায়দাদুরস্ত জমিদার এবং ব্যবসায়ী এবং অন্যদিকে ছিল ইন্ডিয়ানদের ধ্বংশকারী সীমান্ত-বীরেরা, আর তাদের মাঝখানে ছিল অগণিত মধ্যবিত্ত লোকেরা, যারা ১৭৭৫ খ্রীষ্টাব্দের আমেরিকান জাতি। ছোটখাট চাষী এবং ক্ষেতমালিকেরা, পেশীবহুল মিস্ত্রীমজুরেরা এবং কর্মতৎপর দোকানদারেরা আমেরিকা ছাড়া আর কোনো দেশের খবর না জেনে বেড়ে উঠেছে এবং আমেরিকান ছাড়া আর কোনো জীবনের উপর তাদের আকর্ষণ ছিল না। তারা ছিল রাজভক্ত প্রজা, ইংল্যান্ড-কে তারা শ্রদ্ধা করত এবং নিজেরা জন্মগতভাবে ব্রিটিশ ব'লে গর্ব অনুভব করত; কিন্তু অন্তত মনের গহনে তারা অনুভব করত যে আমেরিকারও নিজের একটা ভবিষ্যৎ আছে।

ঔপনিবেশিক উত্তরাধিকার। উপনিবেশগুলির কাছ থেকে নবীন জাতি উত্তরাধি-কারসূত্রে যাকিছু পেয়েছিল তার কিছু কিছু বিষয় অন্তত অতি সহজেই বুঝতে পারা যায়। সকলের ব্যবহারযোগ্য ভাষা হিসাবে ইংরাজী ছিল অমূল্য। প্রকৃত জাতি গঠনে সকলকে এক সূত্রে বাঁধতে যাকিছু প্রয়োজন এটি ছিল তার অন্যতম। প্রতিনিধিমূলক শাসনব্যবস্থা সম্পর্কে ক্রমবর্ধমান অভিজ্ঞতা ছিল আর একটি মূল্যবান উত্তরাধিকার। এই দিকটিতে আমরা বেশী গুরুত্ব আরোপ করি না যতক্ষণ পর্যন্ত না দেখি যে ফরাসী ও স্পেনীয় উপনিবেশগুলিতে প্রতিনিধিমূলক স্বায়ত্ত-শাসন বলতে কিছুই ছিল না। কেবলমাত্র ব্রিটিশরাই তাদের ঔপনিবেশিকদের অনুমতি দিয়েছিল জনপ্রতিনিধিমূলক আইনসভা এবং এমন শাসনব্যবস্থা তৈরি

করতে যাতে ভোটদাতাগণ এবং তাদের প্রতিনিধিগণ উভয়েই সত্যিকারের রাজনৈতিক দায়িত্ব লাভ করেন। ফলে ব্রিটিশ ঔপনিবেশকদের রাষ্ট্রনৈতিক মনোভাব এবং অভিজ্ঞতা জন্মায়। জনসাধারণের অধিকার স্বীকার ক'রে নেওয়া ছিল আর একটি মূল্যবান উত্তরাধিকার, কারণ নিজেদের দেশে ব্রিটনদের মতোই এইসব ঔপনিবেশিকেরও কথা বলার, লিখিত মত প্রকাশের এবং সভাসমিতি করার স্বাধীনতা সম্পর্কে প্রবল বিশ্বাস ছিল। অবশ্য তারা এই অধিকারগুলি সম্পূর্ণরূপে পায়নি, কিন্তু সেগুলির প্রতি অনুরাগ তারা মনে মনে বহন করত। সমস্ত উপনিবেশগুলিতে ধর্ম সম্পর্কে উদার মনোভাব, এবং বিভিন্ন দল যে নিজেদের অভিরুচি অনুযায়ী চলতে পারবে এটি স্বীকার ক'রে নেওয়াও উত্তরাধিকারের তালিকায় স্থান পাবার যোগ্য। ব্রিটিশ পতাকার আশ্রয়ে প্রতিটি ধর্মমত নিরাপদ ছিল। ক্যাথলিক মত সম্পর্কে ইংল্যাণ্ডে চিরাচরিত ভীতি সত্ত্বেও, ঐ ধর্মমতকে বেশী অনুগ্রহ দেখান হয়েছে ব'লে ১৭৬৩-র পর কয়েকজন ঔপনিবেশিক পার্লামেন্টের বিরুদ্ধে অভিযোগ এনেছিল। বিভিন্ন জাতি সম্পর্কেও নিরপেক্ষতা কম মূল্যবান ছিল না; তাই ইংরেজরা, আইরিশরা, জার্মানরা, ফরাসী প্রোটেস্ট্যাণ্টরা, ডাচরা এবং সুইডিসরা জাতিগত প্রভেদের কথা ভুলে পরস্পরের সঙ্গে অবাধে মিশে যেতে পেরেছিল।

এসব ছাড়াও যে ব্যক্তিগত উদ্যম উপনিবেশগুলিতে প্রকাশ পেয়েছিল, তার উল্লেখ করাও প্রয়োজন। এই উদ্যম ইংল্যাণ্ডে সর্বদা লক্ষণীয় হ'লেও, এই বন্য হাঙ্গামাবহুল কিন্তু প্রাকৃতিক সম্পদে পূর্ণ নতুন দেশে তা বহুগুণ বর্ধিত হয়েছিল। স্পেন এবং ফ্রান্সের সাম্রাজ্যগুলিতে যে-একাধিপত্য ব্যক্তিগত প্রচেষ্টাগুলিকে নষ্ট করেছে, ইংল্যাণ্ড তার উপনিবেশগুলিতে তাকে প্রশ্রয় দেয়নি। সুযোগ পেলেই উদ্যম অপ্রতিহত ভাবে সচেষ্ট হয়ে ওঠে। সব দিক দিয়ে বিচার করলে ঔপনিবেশিক উত্তরাধিকারের এই দিকটার মূল্য জাহাজ বোঝাই সোনা কিংবা কয়েক বিঘা হীরার খনির চেয়ে বেশী।

দু'টি প্রধান আমেরিকান মতবাদ এই ঔপনিবেশিক সময়ে বদ্ধমূল হয়। একটি হচ্ছে গণতন্ত্র, যার বক্তব্য হচ্ছে এই যে সমান সুযোগ পাবার অধিকার সকল মানুষেরই আছে। নিজেদের জন্য এবং বংশধরদের জন্য এই সুযোগ পাবার আশাতেই ত ঔপনিবেশিকরা এই নতুন দেশে এসেছিল। তারা এমন একটা সমাজব্যবস্থা স্থাপন করতে চেয়েছিল যাতে প্রত্যেকে শুধু যে একটা সুযোগ পায় তাই নয়, যেন ভাল সুযোগ পায়—যাতে সে একেবারে নিচে থেকে একেবারে সিঁড়ির উচ্চতম ধাপে উঠতে পারে। সুযোগের সমতার এই দাবি সমস্ত বিশেষ অধিকার বন্ধ ক'রে আমেরিকার সমাজ-জীবনে ক্রমবর্ধমান পরিবর্তন আনতে চেয়েছিল। এর ফলেই আমেরিকার শিক্ষা ও চিন্তার জগতে লক্ষণীয় ভাবে পরিবর্তন এসেছিল, যার জন্য

আমেরিকা পৃথিবীর সবচেয়ে বেশী বিদ্যালয় সমেত স্থান হয়ে উঠেছিল। এর মধ্য দিয়েই এসেছিল অনেক রাজনৈতিক পরিবর্তন, যার ভিতর দিয়ে সাধারণ মানুষকে শাসনব্যবস্থা প্রত্যক্ষভাবে নিয়ন্ত্রণের বেশী ক্ষমতা দেওয়া হয়েছিল। মোটের উপর, এই ব্যবস্থাটি জনসাধারণের উন্নতির একটি প্রবল বাহন হয়ে উঠেছিল।

দ্বিতীয় মনোভাব ছিল এই যে আমেরিকার জন্য একটি বিশেষ ভবিষ্যৎ অপেক্ষা ক'রে আছে এবং তাদের সামনে এমন একটা জীবনযাত্রা যা অন্য কোনো জাতি আয়ত্ত করতে পারেনি। সর্বসাধারণের সম্পদ, সকলের উদ্যম এবং এই দু'টির উপর ভিত্তি ক'রে ব্যক্তিগত স্বাধীনতার পটভূমিকা আমেরিকানদের দিয়েছিল একটা নতুন ও উৎফুল্ল আশাবাদ এবং একটা 'যুদ্ধং দেহি' আত্মবিশ্বাস। এই বিশেষভাবে ভাগ্যবান ভবিষ্যতের মতবাদই আমেরিকানদের সমগ্র মহাদেশব্যাপী দ্রুত উন্নতির সহায় হয়েছিল। কখনও কখনও এর প্রতিক্রিয়া ভাল হয়নি। যেমন, মন্দ ভাগ্য এড়াবার জন্য কোথায় তারা প্রচুর ভাবে চিন্তা করবে, তার বদলে তারা ভাগ্যের উপর নির্ভর ক'রে ব'সে থাকত। যখন তাদের আত্মসমালোচনার প্রয়োজন, তখন তারা নিশ্চিন্ত নির্ভাবনায় নিশ্চেষ্ট হয়ে থাকত। কিন্তু এটি আমেরিকানদের জীবনে এনেছিল এমন নবীনত্ব, বিস্তার এবং উৎফুল্লতা, যা আর কোথাও দেখা যায়নি। এই নতুন দেশটি সম্ভাবনার, আশার এবং ক্রমবিস্তারশীল দিগন্তের স্থান হয়ে উঠেছিল।

তৃতীয় অধ্যায়

সাম্রাজ্যের সমস্যা

ফরাসীদের সঙ্গে যুদ্ধ। আমেরিকায় যখন ব্রিটিশ উপনিবেশগুলি বিস্তৃত ও শক্তিশালী হয়ে উঠতে লাগল, তখন উত্তরে, দক্ষিণে এবং পশ্চিমে তাদের প্রতিবেশী ফরাসী ও স্পেনীয়দের সঙ্গে তাদের সংঘর্ষ অবশ্যম্ভাবী হয়ে উঠল। এ-বিষয়েও কোনো সন্দেহ ছিল না যে পুরনো জগতে ব্রিটেন, ফ্রান্স ও স্পেনের মধ্যে পারস্পারিক কলহে নতুন জগতে ঐ দেশগুলির লোকেরাও জড়িয়ে পড়বে; কারণ, তখন কিংবা তার পরে, কখনই আমেরিকা পাশ্চাত্যের অন্যান্য দেশ থেকে বিচ্ছিন্ন থাকতে পারেনি। ল্যাটিন এবং এ্যাংগ্লোস্যাক্সনদের মধ্যে বিরোধ উত্তর আমেরিকার ইতিহাসে গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাগুলির অন্যতম এইসব ঘটনা খুবই চিত্তাকর্ষক হ'ত এই কারণে যে এর সঙ্গে শুধু মানুষরাই নয়, ভাবধারা এবং সংস্কৃতিও জড়িয়ে পড়েছিল। এসগুলি ছিল একনায়কতন্ত্রের সঙ্গে গণতন্ত্রের সংঘর্ষ; কঠিনভাবে নিয়মতান্ত্রিক স্বেরাচারের সঙ্গে স্বাধীন প্রতিষ্ঠানগুলির সংঘর্ষ, পরমত-অসহিষ্ণু একটি দলের সঙ্গে পরস্পরের প্রতি প্রীতিপূর্ণ বহু দলের সংঘর্ষ। বিশাল জঙ্গলের পটভূমিকায়, ইন্ডিয়ানরা যোগদান করার এবং ফ্রন্টেনাক, মন্টকাম, উল্ফ, আমহার্স্ট, ওয়াশিংটন প্রভৃতি ব্যক্তির নেতৃত্বে এই সংঘর্ষগুলি বন্য নিষ্ঠুরতা, জ্বলন্ত বীরত্ব এবং বিচক্ষণ রণকৌশলের জন্য লক্ষণীয় হয়েছিল।

উত্তর আমেরিকায় স্পেনীয়রাই সর্বপ্রথম তাদের আধিপত্য সুদৃঢ়ভাবে স্থাপিত করেছিল। কলম্বাস এই নতুন জগৎ আবিষ্কার করার পর, তারা অবিলম্বে ওয়েস্ট ইন্ডিয়ান দ্বীপপুঞ্জে সুদৃঢ়ভাবে অধিকার ক'রে বসল। ১৫১৯-এ সেই অদম্য যোদ্ধা হার্ন্যাণ্ডো কর্টেজ সামান্য কিছুসংখ্যক সৈন্য নিয়ে নিজের পথ নিষ্কণ্টক করতে করতে মেক্সিকোর কেন্দ্রস্থলে উপস্থিত হয়ে আজটেক সম্রাট মন্টেজুমার সৈন্যদলকে পরাজিত ক'রে দেশটি অধিকার করে নিলেন। বিশ বছর পরে হার্ন্যাণ্ডো ডি সোটো নামে আর একজন দৃঢ়প্রতিজ্ঞ স্পেনীয় ভদ্রলোক ফ্লোরিডায় (যেখানে ইতিপূর্বে আরও কয়েকটি ব্যর্থ স্পেনীয় চেষ্টা হয়ে গেছে) নেমে, ইন্ডিয়ানদের পরাজিত ক'রে

পিছনে কিছু সৈন্য রেখে ছ'শ' লোক সঙ্গে নিয়ে, এখন যেগুলি দক্ষিণাঞ্চলের রাষ্ট্র সেগুলির মধ্যে চার বছর ধ'রে অস্থির ভাবে ঘুরে বেড়াতে লাগলেন এবং ওক্লাহাম ও টেক্সাস পর্যন্ত সুদূর প্রান্তদেশে চ'লে গেলেন। অন্যান্য যেসব স্পেনীয় অভিযান-কারীদের মধ্যে করোনাডো উল্লেখযোগ্য, তাঁরা, মেক্সিকোকে কেন্দ্র ক'রে উপকথায় শোনা পরমাশ্চর্য সব জিনিসের খোঁজে উত্তরদিকে অভিযান করেছিলেন। সেইসব বিস্ময়কর বস্তুর মধ্যে উল্লেখযোগ্য 'সাতটি শহর', যেগুলি পাহাড়ের উপর প্রতিষ্ঠিত, যাদের বাড়িগুলির দরজা রত্নখচিত এবং যেগুলির পথে পথে কর্মব্যস্ত স্বর্ণকারদের অজস্র দোকান। স্পেনের লোকেরা ১৫৬৫-এ ফ্লোরিডায় সেন্ট অগাস্টিনে তাদের প্রথম উপনিবেশ স্থাপিত করে। ষোড়শ শতাব্দী শেষ হবার পূর্বেই স্পেনের সৈনিক আর পুরোহিতের দল বহু রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের পর নিউ মেক্সিকো দখল ক'রে বসল, যেখানে স্যান্টা ফি থেকে আরম্ভ ক'রে বহু সামরিক শাসনকর্তা এই নিদ্রাকাতর প্রদেশটিকে, শাসন ক'রে গেছেন। ইতিমধ্যে উইসেবিয়ো ফ্রান্সিস্কো কিনো নামে একজন ইটালীয় কষ্টসহিষ্ণু জেসুইট ধর্মযাজক নিম্ন ক্যালিফোর্নিয়া এবং এ্যারিজোনা আবিষ্কার ক'রে সেখানে অনেকগুলি গির্জা তৈরি ক'রে যাযাবর ইণ্ডিয়ানদের খ্রীষ্টান ধর্মে দীক্ষা দিচ্ছিলেন। কিন্তু ১৭৬৯ খ্রীষ্টাব্দেই একদল স্পেনদেশীয় সৈন্য আসল ক্যালিফোর্নিয়া অধিকার করেছিল। তাদের সঙ্গে এসেছিল জুনিপারো সেরার অধীনে জনকতক ফ্রান্সিস্কান ধর্মযাজক, যাঁরা সান ডিগো এবং মন্টারি আবিষ্কারে সাহায্য করেন।

ব্রিটিশ ঔপনিবেশিকেরা ভার্জিনিয়ায় সুপ্রতিষ্ঠিত হবার আগে ফরাসীরা ক্যানাডায় বসতি স্থাপনে সুবিধা ক'রে উঠতে পারেনি। আরও নির্দিষ্ট ভাবে বলতে গেলে, জাকিস কার্তিয়ে নামে ব্রিতানির এক নাবিক সেণ্ট লরেন্স দিয়ে ফরাসী পতাকা মণ্ট্রিল পর্যন্ত বহন ক'রে নিয়ে গিয়েছিলেন এবং ছ'বছর পরে এই নতুন ভূখণ্ডে উপনিবেশ স্থাপনের একটা ব্যর্থ চেষ্টা করেছিলেন। ইণ্ডিয়ানদের শত্রুতায় এবং প্রচণ্ড শীতে এই ঔপনিবেশিকেরা ভগ্নোদ্যম হয়ে স্বদেশে পালিয়েছিলেন। ১৬০৩-এ নিউ ফ্রান্সের প্রতিষ্ঠাতার আবির্ভাব হ'ল। তিনি সামুয়েল দ্য শ্যামপ্লেন যিনি ছত্রিশ বছর বয়েসেই ছিলেন পাকা যোদ্ধা আর নাবিক এবং যিনি স্পেনীয় সমুদ্রে তাঁর বিপদসঙ্কুল যাত্রাকাহিনীর এমন বর্ণনা দিয়েছিলেন যে রাজা তাঁকে রাজকীয় ভূগোলবেত্তার পদে বরণ করেছিলেন। ১৬০৮-এ তিনি কুইবেক শহরের ভিত্তি স্থাপন করেছিলেন। নিউ ফ্রান্সে এটিই ছিল ইউরোপবাসীদের প্রথম স্থায়ী উপনিবেশ। পর বৎসর ভূমির সন্ধানে তিনি ইরোকিদের বিরুদ্ধে হিউরন আর এ্যালগারকুইনের সঙ্গ নিলেন, সম্প্রতি যে-হ্রদটি তাঁর নাম বহন করছে সেটি পার হলেন এবং টিকনডারোগার কাছে শত্রুভাবাপন্ন বন্য লোকগুলির উপর তাঁর দলের

ব বন্দুকের গুলি উজার ক'রে দিলেন। প্রবাদ যে এই ঘটনার জন্যই ফরাসীদের বরুদ্ধে ইরোকিদের বহুদিনব্যাপী শত্রুতা দাঁড়িয়ে গিয়েছিল কিন্তু আসলে সে-শত্রু-ার কারণ ভৌগোলিক অবস্থা এবং পশমের ব্যবসা। এই ব্যবসায় ইংরেজদের সঙ্গে শ্চিমাঞ্চলের জাতিগুলির মধ্যস্থতা করত ওই 'পাঁচটি জাতি'। ১৬২৮-এ রিচলুর াগ্রহাতিশয্যে প্রতিষ্ঠিত কম্প্যানি অব নিউ ফ্রান্স ঔপনিবেশিক প্রচেষ্টাকে প্রেরণা দবার জন্য যথাসাধ্য করেছিল এবং ১৬৬১-তে যখন চতুর্দশ লুই ফ্রান্সের উপর াধিপত্য স্থাপন করলেন এবং জ্ঞানী কলবার্ট তাঁর স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী হলেন, ক্যানাডায় পনিবেশ স্থাপনকারীদের রাজকীয় কর্মচারিগণ যথেষ্ট সাহায্য করেছিল।

উপনিবেশ স্থাপনের দিক থেকে স্পেনীয় ফরাসী এবং ব্রিটিশদের প্রচেষ্টাগুলি ায় এক ধরনেরই হয়েছিল—সেগুলি ছিল এলোমেলো এবং পরিকল্পনাহীন; কিন্তু াদের মধ্যে সুস্পষ্ট প্রভেদ ছিল অন্য ব্যাপারে। স্পেনীয়রা অসংখ্য ঘরকুনো কিন্তু ্রমশীল আদিবাসীদের জয় করেছিল যে অল্পসংখ্যক উদ্যমশীল সৈন্য ব্যবসায়ী এবং ঃসাহসী ব্যক্তিদের সাহায্যে, তাদের উদ্দেশ্য ছিল তাড়াতাড়ি কিছু ধনসম্পদ সংগ্রহ 'রে নেওয়া। এর মানে ছিল এই যে স্পেনীয়রা তাদের দেশের সামন্তপ্রথা আমে-রিকায় নিয়ে গিয়েছিল। কয়েক হাজার একগুঁয়ে নির্দয় গুণ্ডাপ্রকৃতির লোক শীঘ্রই ক্ষ লক্ষ ইণ্ডিয়ানদের উপর আধিপত্য করতে লাগল। তাদের এই শাসনের কঠো-তা কমাবার জন্য ল্যাস ক্যাসাসের মতো মহাপ্রাণ ধর্মযাজকেরা চেষ্টা ক'রে ব্যর্থ য়েছিলেন। স্পেনীয়রা বড় বড় খনি খুঁজে হাজার হাজার ইণ্ডিয়ানদের কঠোর মের বিনিময়ে মৃত্যুর মুখে ঠেলে দিয়েছিল। তারা প্রতিষ্ঠা করেছিল বড় বড় গাগৃহ যেখানে তারা গোমহিষাদি পালন করত এবং চিনি, ভ্যানিলা, কাকাও ও নীল ভৃতি গ্রীষ্মপ্রধান দেশের দ্রব্যাদিও উৎপাদন করত। স্পেনের লোকেরাই ছিল প্রভু, ার ইণ্ডিয়ানরা, নিগ্রোরা (অনতিবিলম্বে যাদের বহু সংখ্যায় বিশেষ ক'রে ্যারিবিয়ান দেশগুলিতে এবং পর্টুগীজ অঞ্চল ব্রেজিল-এ আমদানি করা হয়েছিল) বং এই তিন জাতির সংমিশ্রণে উৎপন্ন সঙ্করজাতি ছিল ক্রীতদাস। এই ব্যবস্থায় হু সম্পদের উৎপত্তি হয়েছিল, কিন্তু তা জমা হয়েছিল মাত্র কয়েকজন ব্যক্তির ৎসুক হাতে, জনসংখ্যার বেশির ভাগই দারিদ্র্যের মধ্যে কালাতিপাত করছিল। কানো সুনির্দিষ্ট মধ্যবিত্ত শ্রেণী ছিল না। স্পেন দেশের লোকেরা পশুচারক, মির মালিক, ধর্মযাজক কিংবা সৈনিক হ'তে চাইত; কিন্তু ব্যবসায়ী কিংবা সওদা-র হ'তে চাইত না। বিদেশীদের, বিশেষ ক'রে প্রোটেস্ট্যান্টদের সেখানে বেশাধিকার ছিল না। ফলে, উদার মনোভাব সেখানে একেবারেই গ'ড়ে ওঠেনি। তিনিধিত্বমূলক ব্যবস্থাগুলির, কয়েকটি দুর্লভ শহর-আইনসভা ছাড়া, কোনো স্তিত্ব ছিল না; শাসনের নির্দেশ আসত উপর থেকে।

এই সঙ্গে একথাও স্বীকার করতে হবে যে স্পেন ও পর্তুগালের লোকেরা লক্ষ লক্ষ আদিবাসীদের সঙ্গে খ্রীষ্টান ধর্মের পরিচয় করিয়ে দেয়; তাদের নতুন সং শিল্পকর্ম, প্রকৃষ্টতর কৃষিকার্য এবং ইউরোপীয় শিক্ষার কিছু অংশ শিখিয়েছিল তাদের দেশে লক্ষ লক্ষ গবাদি পশু উৎপন্ন করেছিল এবং প্রাচীন সাহিত্য ও ধর্ম- শাস্ত্র পড়বার জন্য বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত করেছিল। যতই এলোপাথারী এবং স্থূল ভাবেই হ'ক, তারা রিয়ো গ্র্যাণ্ডের দক্ষিণে বিস্তৃত অঞ্চলে সভ্যতা বিস্তার করেছিল

ফরাসীরা আমেরিকায় এসেছিল খুব কম সংখ্যায়। তাদের সভ্যতাকে রূপ দিয়েছিল প্রধানতঃ ভৌগোলিক ও অর্থনৈতিক পরিস্থিতি, ফরাসী শাসনযন্ত্রের একানায়কত্ব এবং ক্যাথলিকদের গির্জা। তারা সোনা, রূপা কিংবা গোচারণভূমি চায়নি, চেয়েছিল মাছ আর ফার। যে-দেশে আতিথেয়তার উত্তাপ ছিল না, ছিল শুধু অনেক ক্ষেত্রে হিংস্র, যাযাবর ইন্ডিয়ানদল, সে-দেশের অন্তস্তলে তারা প্রবেশ করেছিল। যতই তারা দেশের আরও ভিতরের দিকে যাচ্ছিল, ততই বেশী ফার পাচ্ছিল। কতকগুলি ছোটখাট কৃষিক্ষেত্র স্থাপিত করার পর, তারা আরও এবং আরও ভিতরের বন্য অঞ্চলে তাদের শিবির তুলে নিয়ে গিয়েছিল প্রধান নদীগুলির অনুসরণ ক'রে। সেই নদীগুলি হচ্ছে : সেণ্ট লরেন্স, গ্রেট লেক্‌স্‌, উইসকনসিন, ইলিনয় ওয়াবাস, মিসিসিপি এবং এমনকি ম্যানিটোবাও। যখন ইংরেজ ঔপনিবেশিকের স্বশাসিত কতকগুলি সমাজ সৃষ্টি করছিল এবং অপরিসীম ব্যক্তিগত দেখাচ্ছিল, পারী শহর ফরাসী উপনিবেশগুলিকে দিয়েছিল এমন শাসনব্যবস্থা পিতৃভাবাপন্ন হ'লেও স্বৈরতান্ত্রিক; সেগুলিতে যদিও দুঃসাহসিক নেতাদের আবি- র্ভাব হয়েছিল, তবু সেখানকার জনসাধারণ কখনই নিজেদের পায়ে ভর দাঁড়িয়ে নিজেদের ভার নিতে শেখেনি। ইংল্যান্ড যখন প্রত্যেক ধর্মমতের বসতি বিস্তারে অনুপ্রাণিত করছিল, ফ্রান্স ক্যাথলিক ছাড়া আর কাউকেই যেতে অনুমতি দেয়নি। যখন শেষ পর্যন্ত সঙ্ঘর্ষ বাধল, তখন ফরাসীদের এক জনের বিরুদ্ধে ইংরেজদের বিশজন ক'রে লোক ছিল। ব্রিটিশরা ছিল সুপ্রতিষ্ঠিত কিন্তু ফরাসী চাষীরা অভিজাত জমিদারদের জমি চাষ করত ব'লে, মাটিতে শিকড় গাড়তে পারেনি। ব্রিটিশদের প্রত্যেকেই উদ্যমের সঙ্গে নানারকম উপায় বার করত কিন্তু ফরাসীরা কেন্দ্রীয় শাসনের উপর নির্ভর ক'রে ব'সে থাকত।

এই নতুন ফ্রান্সের ইতিহাসকে পাঁচটি সুস্পষ্ট যুগে ভাগ করা চলে। প্রথম যুগ ছিল প'য়ত্রিশ বছর ব্যাপী কষ্টসহিষ্ণু শ্যামপ্লেন-এর কার্যকলাপের সমসাময়িক ১৬০৩-এ সেন্ট লরেন্স নদীপথ দিয়ে অগ্রসর হয়ে পরের বছরে এখন যেটিকে নোভা স্কটিয়া বলা হয়, সেখানে পোর্ট রয়াল (এ্যানাপলিস) স্থাপনে সহায়ত করেন। ১৬৩৫-এ তাঁর মৃত্যু পর্যন্ত তিনি প্রচুরভাবে পরিশ্রম করেছিলেন ক্যানা-

তাকে একটি ফরাসী উপনিবেশ হিসাবে গ'ড়ে তুলতে; নতুন স্থান আবিষ্কারের জন্য তিনি নিজে লেক জর্জ, অন্টারিয়ো এবং হিউরন-এ উপস্থিত হয়েছিলেন; এবং চেষ্টা করেছিলেন ফার ব্যবসাকে লাভজনক ক'রে তুলতে। দ্বিতীয় যুগে সবচেয়ে লক্ষণীয় ছিল একদল ফ্রান্সিস্কান, রিকলেক্ট, আরশুলিন ও জেসুইট প্রভৃতি ধর্মপ্রাণ দলের ধর্মপ্রচারমূলক কার্যসিদ্ধি। যে আইজ্যাক জোগস, জ্যাঁ দ্য ব্রেফো-কে ইরোকিরা যন্ত্রণা দিয়ে মেরে ফেলেছিল, তাঁরা এবং তাঁদের মতো অনেকে অদম্য নির্ভীকতা দেখিয়েছিলেন। ক্যাথলিকদের ইতিহাসে কয়েকটি অত্যন্ত অনুপ্রেরণাপূর্ণ অধ্যায় তাঁরা লিখে রেখে গেছেন। কিন্তু তাঁদের সবচেয়ে সফল প্রচেষ্টা নষ্ট হয়ে গিয়েছিল যখন হিউরনদের মধ্যে কাজ ক'রে জেসুইটরা সবচেয়ে বেশী সাফল্য পেয়েছিল, ইরোকিরা ১৬৪৯-৫০-এ তাদের আক্রমণ ক'রে সমূলে নির্বংশ ক'রে দিয়েছিল। ১৬৫৪-তেও ঠিক সেইভাবেই ঈরি জাতটিও নির্মূল হয়েছিল। ব্যবসা-বাণিজ্যের দিক দিয়ে এই সময়ে উপনিবেশটির অবস্থা ছিল সঙ্কটজনক। ১৬৬০-এ দেখা গেল সমগ্র ক্যানাডায় মাত্র কয়েক হাজার ফরাসী অত্যন্ত দুর্দশাগ্রস্ত অবস্থায় বাস করছে।

তৃতীয় যুগে আরও বেশী সাফল্য পাওয়া গিয়েছিল। নিউ ফ্রান্স হয়ে উঠেছিল একটি রাজকীয় প্রদেশ; সেখানে গভার্নর সমেত ফরাসী প্রদেশগুলির মতো অন্যান্য কর্মচারীরাও ছিল। চতুর্দশ লুই এই উপনিবেশটির বিষয় ব্যক্তিগতভাবে ঔৎসুক্য দেখাতে লাগলেন এবং নানাবিধ আদেশ, উপদেশ এবং অর্থসাহায্য পাঠাতে লাগলেন। জাহাজ বোঝাই নতুন ঔপনিবেশিকের দল পাঠিয়ে দেওয়া হ'ল। ১৬৫৯-এ কুই-বেকে এলেন প্রথম বিশপ ফ্রাঁসোয়া জাভিয়ের দ্য লাভালমংমোরাঁসি, যিনি প্রতিজ্ঞা করেছিলেন যে ক্যানাডাকে শাসন করবে গির্জা এবং সে-শাসন হবে নিউ ইংল্যাণ্ডে প্রচলিত পিউরিটান ধর্মশাসনের মতোই কঠোরভাবে বিলাসবর্জিত। কুইবেকের জীবনধারায় তাঁর প্রভাবের চিহ্ন এখনও আছে, কারণ গভার্নরের পর গভার্নরের সঙ্গে সংঘর্ষে তাঁর ইচ্ছাই জয়ী হয়েছিল।

যাই হ'ক অবশেষে এইসব উচ্চাভিলাষী ধর্মযাজকেরা তাদের উপযুক্ত প্রতিদ্বন্দ্বী পেল যখন ১৬৭২-এ লৌহকঠিন ইচ্ছা-শক্তি নিয়ে কম্‌ৎ দ্য ফ্রন্টেনাক গভার্নর হিসাবে এসে চতুর্থ যুগের উদ্বোধন করলেন। তাঁর ছিল প্রচণ্ড কর্মশক্তি এবং সুদৃঢ় প্রতিজ্ঞা, তিনি গির্জার উপর বেসামরিক ক্ষমতার দৃঢ় প্রতিষ্ঠা করলেন, সাময়িক-ভাবে ইরোকিদের শক্তির মেরুদণ্ড ভেঙ্গে দিলেন, এবং রাজা উইলিয়ামের যুদ্ধে (১৯৬০) স্যার উইলিয়াম ফিপ্‌স্‌ যে চৌত্রিশটি জাহাজের বাহিনী নিয়ে কুইবেক আক্রমণ করতে এসেছিলেন সেগুলিকে হারিয়ে তাড়িয়ে দিলেন। এই সময়েই সর্ব-শ্রেষ্ঠ ফরাসী আবিষ্কারকেরা দেশের পশ্চিম প্রান্তে অনুসন্ধানের কাজে ব্যস্ত

ছিলেন—রাঁদিস' এবং গ্রসেলিয়ে লেক সুপিরিয়ার ছাড়িয়ে চ'লে গিয়েছিলেন। জোলিয়েৎ এবং মারকিৎ মিসিসিপি উপত্যকার বেশির ভাগ স্থান আবিষ্কার ক'রে মানচিত্র তৈরি করেছিলেন এবং লা স্যাল মিসিসিপি নদীর মোহানা পর্যন্ত চ'লে গিয়েছিলেন। দূরদৃষ্টিসম্পন্ন ব্যক্তিরা সেসময় বুঝতে পেরেছিলেন যে ব্রিটিশদের সঙ্গে ফরাসীদের একটা মরণ-বাঁচন সংগ্রাম ঘটবেই; শতাব্দীর শেষে তাঁর মৃত্যুর পূর্বে ফ্রন্টেনাক তাই নিউ ফ্রান্সকে সেই যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত করতে সবে আরম্ভ করেছিলেন। এই সংগ্রামের মধ্যেই অন্তর্ভুক্ত হয়েছিল স্পেন এবং অস্ট্রিয়ার সিংহাসনের উত্তরাধিকার সংক্রান্ত যুদ্ধ (রানী এ্যান-এর যুদ্ধ ও রাজা জর্জের যুদ্ধ) এবং সাত বছরের যুদ্ধ। এইসব যুদ্ধবিগ্রহ নিয়েই কেটে গেল পঞ্চম যুগ অর্থাৎ নিউ ফ্রান্সের ইতিবৃত্তের অন্তিম অধ্যায়।

এই বহু বর্ষব্যাপী সংগ্রামে ফরাসীদের কয়েকটি সুবিধা ছিল। তারা কতকগুলি সুনির্বাচিত সুবিধাজনক স্থান অধিকার করায় তৎপর হয়েছিল। কতকগুলি দুর্গ এবং ফারের ব্যবসায়িক কেন্দ্রের মাধ্যমে তারা একটি অর্ধচন্দ্রাকৃতি সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেছিল যেটি উত্তর-পূর্বে কুইবেক থেকে আরম্ভ ক'রে ডেট্রয়েট-এ এবং সেন্ট লুই-এর মধ্যে দিয়ে দক্ষিণে নিউ অর্লিন্স পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। তাঁরা চেয়েছিলেন এই বিস্তৃত ভূখণ্ডের আরও উন্নতি সাধন ক'রে এটিকে অধিকার ক'রে নেবেন এবং এ্যাপালেসিয়ান পর্বতের পূর্বদিকে অপরিসর স্থানে বৃটিশদের আটক ক'রে ফেলবেন। সামরিক দিক দিয়ে ফ্রান্স ব্রিটেনের চেয়ে অনেক বেশী শক্তিশালী ছিল এবং সুবৃহৎ সৈন্যদলও পাঠাতে পারত। ইংরেজদের পরস্পর সম্বন্ধহীন ঔপনিবেশিক শাসনব্যবস্থার চেয়ে ফ্রান্সের কেন্দ্রীভূত শাসনব্যবস্থা যুদ্ধ পরিচালনার বেশী উপযুক্ত ছিল।

কিন্তু তিনটি প্রধান কারণের জন্য ব্রিটিশদের জয়লাভ সুনিশ্চিত হয়ে উঠেছিল। প্রথমতঃ ১৭৫৪-তে ব্রিটিশ উপনিবেশগুলির পনের লক্ষ লোক ছিল ক্রমবর্ধমান, দৃঢ়সংবদ্ধ, দৃঢ়সংকল্প এবং প্রত্যুৎপন্নমতি; অথচ নিউ ফ্রান্সের এক লক্ষের কম লোক, সাহসী হ'লেও, ছিল ছত্রভঙ্গ এবং নিরুদ্যম। দ্বিতীয়তঃ ব্রিটিশরা রণকৌশলের দিক থেকে সুবিধাজনক স্থান অধিকার ক'রে ছিল। দেশের অভ্যন্তর থেকে তারা পশ্চিমদিকে এখন যেস্থানকে পিটসবার্গ বলা হয়, সেদিকে, উত্তর-পশ্চিমে নায়গ্রার দিকে এবং উত্তরে কুইবেক ও মন্ট্রিলের দিকে কার্যকরী ভাবে যুদ্ধ চালাতে পারত। তাদের নৌবাহিনী ছিল শ্রেষ্ঠতর, তারা দ্রুততর ভাবে অধিক সংখ্যক সৈন্য এবং তাদের জন্য রসদ পাঠাতে পারত এবং কুইবেককে জলপথে অবরোধ করা তাদের দ্বারা সম্ভব ছিল। তাছাড়া তাদের ছিল শ্রেষ্ঠতর সেনানায়কগণ। যথাসময়ে তারা চ্যাঠামের মতো রাজনৈতিক নেতা পেয়েছিল এবং উল্ফ,

আমহার্স্ট ও লর্ড হাউই-এর (যাঁর জন্য ম্যাসাচুসেটসের লোকেরা ওয়েস্টমিনিস্টার এ্যাবিতে স্মৃতিসৌধ নির্মাণ করেছিল) মতো এমন সব সৈন্যাধ্যক্ষ পেয়েছিল, যাঁদের সমকক্ষ ফরাসীদের দলে ছিল না। তাছাড়া যে তৎপর ওয়াশিংটন ব্রাডকের সেনাদল পরিচালনা করেছিলেন, যে ফিনিয়াস লাইম্যান লেক জর্জ-এ ফরাসীদের হারিয়ে দিয়েছিলেন এবং যে লেফটেন্যান্ট কর্নেল ব্র্যাডস্ট্রীট ফ্রন্টেনাক দুর্গ অধিকার করেছিলেন—তাঁদের মতো ঔপনিবেশিক সেনানায়কগণ প্রচুর খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। চ্যাঠাম ছিলেন একজন আসল প্রতিভাশালী ব্যক্তি; তিনি এ্যাংগ্লো-আমেরিকানদের দু'বছর ধ'রে পরিচালনা করেছিলেন। তারপর ফরাসীরা ডাক দ্য সোয়াসোল-এর মতো সুদক্ষ রাজনীতিজ্ঞকে পেল।

১৭৬৩-তে যে সত্তর বছরব্যাপী সংঘর্ষটি শেষ হ'ল, তার মধ্যে অনেক উত্তেজনাপূর্ণ ঘটনা ঘটেছিল। দৃষ্টি আকর্ষণকারী ব্যক্তিরা আবির্ভূত হলেন : ফরাসীদের দিকে দাঁড়ালেন ক্যাডিলাক, যিনি ডেট্রয়েট প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন; ইবারভিল, যিনি হাডসন বে থেকে ওয়েস্ট ইন্ডিজ পর্যন্ত ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছিলেন; এবং বিয়েনভিল, যিনি নিউ অর্লিন্স প্রতিষ্ঠা করেছিলেন এবং ওহায়ো উপত্যকার উপর দাবি জানিয়েছিলেন; ব্রিটিশ দলে ছিলেন তৎপর এবং আক্রমণকারী, ম্যাসাচুসেটস-এর গভার্নর, উইলিয়াম সার্লিং; বেপরোয়া যোদ্ধা সার উইলিয়াম পেপারেল এবং মেরীল্যান্ডের কূটবুদ্ধি গভার্নর হোরেসিয়ো সার্প। ঘটনাবলীর অন্তর্ভুক্ত ছিল বহু সুদৃঢ় অবরোধ, যার মধ্যে লুইবার্গেরটি অন্যতম, যেটিকে সাম্রাজ্যের সৈন্যদল দু'বার জয় করেছিল; অনেক রক্তপ্লাবী সম্মুখযুদ্ধ, যার মধ্যে টিনকডারোগার যুদ্ধ অন্যতম, যেখানে প্রথমে ফরাসীরা এবং পরে ব্রিটিশরা জিতেছিল; ডিয়ারফিল্ড, ম্যাসাচুসেটস-এর মতো শহরগুলির উপর ইন্ডিয়ানদের বিরক্তিকর আক্রমণ; এবং বনপথ দিয়ে ক্লান্তিকর অগ্রগমন। ব্র্যাডক যখন তাঁর সৈন্যদল নিয়ে পিটসবার্গের সান্নিকটবর্তী, তখন ১৭৫৫-তে এবং ইন্ডিয়ানদের হাতে তাঁর ধ্বংসপ্রাপ্তি একেবারে অপমানজনক সর্বনাশ। কিন্তু ফর্বস সেই প্রয়োজনীয় স্থানটির পুনরুদ্ধার ক'রে সে-ক্ষতির অপনোদন

১৭৫৯-এ কুইবেকে মন্টাকামের সঙ্গে যুদ্ধ করতে গিয়ে উল্ফ দুঃসাহসীর কাজ করেছিলেন। তিনি গভীর রাত্রে পাহাড় ডিঙিয়ে শহরের কাছে এব্রাহামের মতলভূমিতে শত্রুদলকে যুদ্ধ করতে বাধ্য করলেন। যুদ্ধে তিনি নিজে এবং মণ্টকাম দু'জনেই মারা গেলেন। তেত্রিশ বছরের চেয়ে কম বয়স্ক ইংরেজ-সেনাপতি যুদ্ধের আগের রাত্রিতে বলেছিলেন যে ফরাসীদের পরাজিত করার গৌরব লাভের চেয়ে তিনি গ্রে'র 'এলিজি' লেখা বেশী পছন্দ করেন; কিন্তু উত্তর আমেরিকায় ইংরেজী ভাষাভাষীদের প্রাধান্য স্থাপনের সঙ্গে তাঁর নাম যে চিরকালের জন্য জড়িত

হয়ে রইল, এটিই ছিল তাঁর গৌরব; কারণ কুইবেক অধিকারই ওই যুদ্ধের নিষ্পত্তি ক'রে দিয়েছিল।

১৭৬৩-র শান্তি-চুক্তি অনুসারে ইংল্যান্ড ফ্রান্সের কাছ থেকে সমগ্র ক্যানাডা এবং যে-স্পেন ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে যুদ্ধে নেমেছিল তার কাছ থেকে ফ্লোরিডা লাভ করেছিল। নিউঅর্লিন্সকে বাদ দিয়ে আটলান্টিক মহাসাগর থেকে মিসিসি পর্যন্ত সমগ্র উত্তর আমেরিকা ব্রিটিশদের অধীনে এসে গেল। সেই সময়েই ফরাসী-দের হাত থেকে লুইজিয়ানা স্পেনের অধীনে চ'লে গেল। এটা উল্লেখযোগ্য যে ক্যানাডায় ব্রিটিশদের জয়লাভের সময়েই ভারতে ক্লাইভ সমভাবে সাফল্যলাভ করেছিলেন। বিশ্বযুদ্ধের ইতিহাসে এই শেষেরটিও গুরুত্বপূর্ণ; কারণ উত্তর আমেরিকার মতো ভারতবর্ষ থেকেও ফরাসীরা বিতাড়িত হয়েছিল।

সাম্রাজ্যিক যোগসূত্র। সপ্তবর্ষব্যাপী যুদ্ধের জয়গৌরব আমেরিকার ঔপনিবেশ-গুলিকে গ্রেট ব্রিটেনের সঙ্গে সম্পর্কের এক নতুন স্তরে উপস্থাপিত করল। এযাবৎ অস্ত্রশস্ত্রে সুসজ্জিত ফরাসীরা উত্তরে এবং পশ্চিমে অবস্থান ক'রে এবং উপনিবেশ-গুলিকে কাস্তের আকারে অর্ধবেষ্টিত ক'রে যে-বিপদকে ঘনীভূত করেছিল, তা এবার দূর হয়ে গেল। এতে দক্ষিণ থেকে স্পেনীয়দের চাপও অন্তর্হিত হ'ল। উপনিবেশগুলির সৈন্য ও সেনানায়কদের এতে যুদ্ধ সম্বন্ধে একটা ভাল অভিজ্ঞ হয়ে গেল এবং তাদের আত্মবিশ্বাস বেড়ে গেল। এতে প্রদেশগুলির সংঘবদ্ধ হবার দিকে মনোভাবেরও সৃষ্টি হ'ল; কয়েকবার সে-প্রস্তাব উঠলও; তার মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্যটি ১৭৫৪-তে এ্যালবানি কংগ্রেসের দ্বারা লিপিবদ্ধ হয়েছিল। এই অধিবেশনে সাতটি উপনিবেশের প্রতিনিধিরা উপস্থিত ছিলেন। এই যে পরিকল্প-নাটিকে ফ্র্যাংকলিন প্রধানতঃ রূপ দিয়েছিলেন, সেটি অনুযায়ী রাজার দ্বারা প্রেসিডেণ্ট জেনারলের নিয়োগ এবং ঔপনিবেশিক আইনসভাগুলির দ্বারা যুক্তরাষ্ট্রীয় আইনসভার প্রতিনিধিদের নির্বাচিত হবার কথা। এই যুক্তরাষ্ট্রীয় সভার হাতে থাকবে দেশরক্ষার ব্যবস্থা, ইণ্ডিয়ানদের সঙ্গে সম্পর্ক, এবং সাধারণ কর নির্দেশ করা; প্রেসিডেন্ট জেনারলের থাকবে 'ভেটো' প্রয়োগ দ্বারা বাধা দেবার ক্ষমতা। যদিও এই পরিকল্পনাটি উপযুক্ত পৃষ্ঠপোষকতা পায়নি, এর মধ্যে দিয়ে অন্তত লোকেরা সংযুক্ত হবার ধারণা পেয়েছিল। বিভিন্ন প্রদেশের লোকেদের পাশাপাশি দাঁড়িয়ে কোনো কিছুর জন্যে যুদ্ধ করতেও দেখা গিয়েছিল।

এই যুদ্ধে যেমন গ্রেট ব্রিটেনের উপর আগেকার নির্ভরতা ক'মে গিয়েছিল, সেই অনুপাতে তার উপর শ্রদ্ধাও কমেছিল। অস্ত্রসজ্জা ও শিক্ষায় হীন হয়েও ঔপনিবেশিক সৈন্যেরা লক্ষ্য করল যে তারা কয়েকটি যুদ্ধক্ষেত্রে ব্রিটিশ পেশা-

ার সৈন্যদের মতোই রণকৌশল দেখাতে পেরেছিল—তাছাড়া বনের মধ্যে তারা বশী কৃতিত্ব দেখিয়েছিল। দেখা গেছে যে বহু ইংরেজ সেনানায়ক ভুল করেছে। সই সঙ্গে ব্রিটিশরাও দেখেছিল যে বহু ঔপনিবেশিকই অপদার্থ। এটা তারা ুঝতে পেরেছিল যে সাহসী, কিন্তু নিরুৎসাহ, ব্র্যাডক তরুণ জর্জ ওয়াশিংটনের পরামর্শ নিলেই ভাল করতেন। নিউ ইংল্যান্ডের লোকেরা গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে তাদের সেনানায়ক নির্বাচন করত; ব্রিটিশরা যে অভিজাত সম্প্রদায়ের মধ্য থেকে সেনানায়ক মনোনীত করত; সে-প্রথার বিরুদ্ধে তারা সমালোচনা করেছিল।

শেষে যুদ্ধের জয়যুক্ত অবসানে এবং ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের বিরাট বিস্তারে ঔপনিবেশিকগণ এবং ব্রিটিশ সরকারের মধ্যে বিরোধকে কেন্দ্র ক'রে কতকগুলি প্রশ্ন উঠল। ইচ্ছাকৃত 'স্বৈরতন্ত্র' অবশ্য ছিল না; কিন্তু সাম্রাজ্যের সুশাসনের জন্য শাসন-ব্যবস্থার কঠোর এবং নিয়মানুবর্তী হওয়ার প্রয়োজন ছিল। ঈর্ষাকাতর প্রতি-বশীদের সুদৃঢ় আত্মরক্ষা-ব্যবস্থারও প্রয়োজন ছিল এবং তার মানেই আরও কর। লযান-আইন কিংবা ব্যবসা-আইন অনুযায়ী দেশের অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নতি বিধানেরও প্রয়োজন ছিল।

উপনিবেশগুলির উপর ব্রিটিশ প্রশাসনিক নিয়ন্ত্রণ অত্যন্ত শিথিল ছিল। রাজার অধীনে শাসনব্যবস্থায় সাম্রাজ্যের প্রতিনিধি ছিল 'ব্যবসা ও কৃষি সংক্রান্ত শাসক-সমিতি' (বোর্ড অব কমিসনার্স ফর ট্রেড এ্যান্ড প্লানটেসন্স), যেটি ১৬৯৬-তে প্রায় সম্পূর্ণ ভাবে সংগঠিত হয়ে গিয়েছিল। মন্ত্রীরা ছিলেন পদগৌরবে এই সমিতির সদস্য, কিন্তু আসল কাজ চালাত কয়েকজন সুদক্ষ এবং শ্রমশীল কর্মচারী। এই বোর্ড অব কমিসনার্স ইংল্যান্ড এবং তার উপনিবেশগুলির অর্থ ও বিচার সংক্রান্ত ব্যাপারগুলি পরিদর্শন করত, ঔপনিবেশিক প্রচেষ্টাগুলিকে কছু পরিমাণে পরিচালিত করত এবং নব নব সাম্রাজ্যিক পরিকল্পনাগুলির প্রস্তাব দত। এটির হাতে সর্ববিষয়ে অনুসন্ধান করবার কিছু ক্ষমতা ছিল, রাজপ্রতিনিধি ভার্নরদের প্রতি নির্দেশের খসড়া এই বোর্ডই প্রস্তুত করত; শূন্য পদে কর্মচারী নোনয়ন করত এবং সমস্ত কর্মচারীদের কাছে নিয়মিত কার্যবিবরণী দাবি করতে পারত। পার্লামেন্ট অবশ্য উপনিবেশগুলির উপর আইন-রচনা সংক্রান্ত ব্যাপারে প্রচুর ক্ষমতা হাতে রেখেছিল। আসলে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের ভিতরে এবং বাইরে বাণিজ্যিক এবং অন্যান্য যোগাযোগগুলি নিয়ন্ত্রণের এটিই একমাত্র প্রতিষ্ঠান ছিল। রাজার হাতেও ছল প্রচুর ক্ষমতা। শুধু যে আটটি ঔপনিবেশিক প্রদেশে তিনি গভার্নর নিয়োগ করতেন তাই নয় (১৭৬০-এ কেবলমাত্র রোড আইল্যান্ড ও কনেটিকাট স্বায়ত্তশাসনের নদ পেয়েছিল এবং পেনসিলভ্যানিয়া, ডেলাওয়ার ও মেরীল্যান্ড ছিল মালিকানা উপনিবেশ) উপনিবেশগুলির আইনসভায় গৃহীত আইনও তিনি বাতিল করতে

পারতেন। তাঁর এই বাতিল করার ক্ষমতা অবশ্য প্রয়োগ করত প্রিভি কাউন্সিল পূর্বোল্লিখিত বোর্ডের সুপারিশ অনুযায়ী। উপনিবেশগুলি থেকে আপীল করা মামলার বিচারের জন্যও প্রিভি কাউন্সিল আদালত হিসাবে কাজ করত।

সপ্তবর্ষব্যাপী যুদ্ধের আগে পর্যন্ত ব্রিটিশ পার্লামেণ্ট যেসব আইন তৈরি করেছিল, সেগুলি ছিল প্রধানতঃ জলপথ সংক্রান্ত এবং সেগুলি প্রস্তুত হয়েছিল সেইসব অর্থনৈতিক প্রশ্নগুলির উপর লক্ষ্য রেখে, যেগুলির উপর ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের শুভাশুভ নির্ভর করত ব'লে সকলের বিশ্বাস ছিল। তৎকালীন বাণিজ্যিক মতবাদ অনুসারে কোন জাতির কত পরিমাণ সম্পত্তি, সোনা বা রূপা আছে তারই উপর নির্ভর ক'রে সেই জাতির সম্পদ এবং জাতীয় সম্পদ বাড়াতে হ'লে ব্যক্তিগত ব সমষ্টিগত বাণিজ্যিক উদ্যমকে নিয়ন্ত্রণ করা প্রয়োজন। সাম্রাজ্যকে বিভিন্ন রাষ্ট্রের সংযুক্তি হিসাবে ধরা হ'ত না—ধরা হ'ত একক হিসাবে, একটি দৃঢ়সংবদ্ধ রাষ্ট্র হিসাবে। এই একক রাষ্ট্রের ক্ষমতা ও ঐশ্বর্য বাড়াবার জন্য উপনিবেশগুলির কর্তব্য ছিল সাম্রাজ্যের জাহাজগুলিকে যতদূর সম্ভব কাজে ব্যস্ত রাখা এবং চিনি তামাক, চাল, বিভিন্ন কাঁচা মাল প্রভৃতি এমন সব দ্রব্যাদি প্রস্তুত করা, যেগুলি ব্রিটেনকে বিদেশ থেকে কিনতে হয়। প্রতিদানে মূল দেশটি উপনিবেশগুলিকে দিতে পারত শিল্পজাত দ্রব্যাদি এবং এইভাবে সাম্রাজ্যের দু'টি মূল বিভাগের মধ্যে পারস্পরিক সহযোগিতায় স্বয়ংসম্পূর্ণতা বিরাজ করত।

১৬৫১-তে ডাচ জাহাজগুলির তৎপরতায় শঙ্কিত হয়ে ব্রিটিশ পার্লামেণ্ট একটি জলপথ আইন (ন্যাভিগেশন এ্যাক্ট) গ্রহণ করল যার নির্দেশ অনুসারে উপনিবেশগুলি থেকে ইংল্যাণ্ডে রপ্তানি করা সমস্ত পণ্য ইংরেজ জাহাজে ক'রে পাঠাতে হবে। পরে এই ধরনের আরও কতকগুলি আইনের দ্বারা এই ব্যবস্থাকে আরও ব্যাপক ও বিস্তৃত করা হ'ল। এই আইনগুলির মাধ্যমে সাম্রাজ্যের মধ্যে পরিবহণ ব্যবস্থা সম্পূর্ণরূপে ইংল্যাণ্ড ও তার উপনিবেশগুলির হাতে এল এবং ডাচ ও অন্যান্য বিদেশী জাহাজের মালিকদের প্রতিযোগিতা থেকে তারা রক্ষা পেল। এই আইনগুলি এ-নির্দেশও দিয়েছিল যে উপনিবেশগুলিকে কোনো পণ্য ইউরোপে পাঠাতে হ'লে সেগুলিকে জাহাজে চাপাতে হবে ইংরেজদের কোনো বন্দরে। তাছাড়া এই আইনগুলি ইউরোপ থেকে উপনিবেশগুলিতে প্রেরিত পণ্যাদিও এমনভাবে নিয়ন্ত্রণ করেছিল যাতে ইংরেজদের নিজেদের পণ্যাদির পক্ষে সুবিধা হয়। এইভাবে লণ্ডন ঔপনিবেশিক উদ্যমকে সীমাবদ্ধ করলেও, অন্যান্য দিকে সেটিকে প্রশ্রয় দিয়েছিল।

প্রথম প্রথম এই আইনগুলির সম্পূর্ণ প্রয়োগ হয়নি। কিন্তু ১৭৬৩-তে যখন ব্রিটেন তার ঔপনিবেশিক ব্যবস্থাকে আরও সুদৃঢ় করতে চাইল, এইসব বাণিজ্যিক আইনগুলিকে ব্যবহারোপযোগী ক'রে নেওয়া হ'ল।

সাম্রাজ্যের রাষ্ট্র-সংযুক্তি সমস্যা। আসলে সমগ্র সাম্রাজ্যিক ব্যবস্থাটিকেই নূতন ক'রে নেওয়া হয়েছিল এবং পুরাতন দেশের সঙ্গে উপনিবেশগুলির সম্পর্ক পুনর্বিবেচনা প্রভৃতি প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়েই বিপ্লব ত্বরান্বিত হয়েছিল। সাম্রাজ্যকে এইভাবে গ'ড়ে তোলার এই প্রচেষ্টা, যা এই প্রথম প্রাঞ্জল ভাবে সর্বসমক্ষে তুলে ধরা হ'ল, তা পরবর্তী যুগের জটিল ও বিভ্রান্তকারী ইতিহাসে একটা ঐক্য আর অর্থ এনে দিয়েছিল। প্রশ্ন উঠেছিল, কিভাবে কেন্দ্রের ক্ষমতা ও উপনিবেশগুলির স্বায়ত্তশাসন দুই বজায় রেখে একটি সাম্রাজ্যকে শাসন করা যায়! কোনো যুগের কোনো রাষ্ট্রবিদকে বোধহয় এত কঠিন প্রশ্নের সম্মুখীন হ'তে হয়নি। এমন কি একটা ব্যবস্থা করা সম্ভব ছিল যাতে ওয়েস্টমিনিস্টারে ব্রিটিশ শাসকরা যুদ্ধ, শান্তি, বৈদেশিক ঘটনা, পশ্চিমের জমির সমস্যা, ইণ্ডিয়ান সমস্যা, বাণিজ্য প্রভৃতি সাম্রাজ্যিক সমস্যাগুলি নিয়ন্ত্রণ করতে পারবে এবং ম্যাসাচুসেটস, ভার্জিনিয়া, দক্ষিণ ক্যারোলাইনা প্রভৃতি উপনিবেশগুলির স্থানীয় সমস্যা সামলাবার ভার স্থানীয় শাসনব্যবস্থার উপর থাকবে? এমন দক্ষতার সঙ্গে এই সাম্রাজ্যিক ও স্থানীয় ব্যবস্থার মধ্যে এমন সীমারেখা টানা কি সম্ভব ছিল, যাতে কেন্দ্রীয় সরকারের হাতে যথাযোগ্য ক্ষমতা থাকবে, অথচ স্থানীয় ব্যাপারে স্থানীয় অধিবাসীদের স্বাধীনতা ক্ষুণ্ণ হবে না?

এইটাই ছিল রাষ্ট্রসংযুক্তির সমস্যা। অষ্টাদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি, প্রয়োগে এবং আসলে, হয়ত বা কাগজে-কলমে ও আইনতঃ নয়, ব্রিটিশ সাম্রাজ্য ছিল একটি যুক্তরাষ্ট্রীয় সাম্রাজ্য। এটি ছিল এমন একটি সাম্রাজ্য যেখানে কেন্দ্রীয় এবং স্থানীয় শাসনব্যবস্থার মধ্যে ক্ষমতা ভাগ করা ছিল। দেড় শতাব্দী ধ'রে ব্রিটিশ পার্লামেণ্ট সকলের পক্ষে সাধারণ ব্যাপারগুলি এবং স্থানীয় আইনসভাগুলি গোড়া থেকেই স্থানীয় ব্যাপারগুলি প্রকৃতপক্ষে নিয়ন্ত্রণ করেছে। যদি কোনো প্রকারে ১৭৫০-এ এই সাম্রাজ্যের পতন হ'ত, তাহলে এই কথা প্রাঞ্জল হয়ে উঠত।

কিন্তু আইনের দিক থেকে এই সাম্রাজ্য যুক্তরাষ্ট্রীয় ছিল না, ছিল কেন্দ্রীয়। আইনের দিক থেকে এবং কাগজে-কলমে পার্লামেণ্টের হাতেই ছিল সব ক্ষমতা। তাই ১৭৬৩-র পর যখন ব্রিটিশ রাষ্ট্রবিদরা সাম্রাজ্য সংস্কারে মন দিলেন, তাঁরা পার্লামেণ্টের এই আইন ও লোকবাদসম্মত প্রভুত্বের উপর জোর দিলেন। ১৭৬৬-র ডিক্লারেটরি এ্যাক্টের ভাষায় তাঁরা জোর দিয়ে বললেন যে, উপনিবেশগুলি "ব্রিটেনের পার্লামেণ্ট ও সম্রাটের অধীনে ছিল, এখনও আছে এবং তাই তাদের থাকা উচিত," এবং "উপনিবেশগুলির ও আমেরিকার লোকেদের উপর সর্বক্ষেত্রে সম্পূর্ণরূপে প্রযোজ্য আইন তৈরি করবার পূর্ণ অধিকার" পার্লামেণ্টের আছে।

একটি সত্যিকারের যুক্তরাষ্ট্র সৃষ্টির এমন প্রকৃষ্ট সুযোগ ব্রিটিশ রাষ্ট্রবিদরা

এইভাবে নষ্ট করলেন। কিন্তু ১৭৭৬-এও সমস্যার সমাধান হয়নি, এবং মূল দেশ থেকে উপনিবেশগুলি পৃথক হয়ে যাবার পরেও নয়। সমস্যাটিকে যুক্তরাষ্ট্রে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছিল। ১৭৭৫ থেকে ১৭৮৭ পর্যন্ত আমেরিকানরা সেই একই সমস্যার সম্মুখীন হয়েছিল—সর্বসাধারণের ব্যাপারগুলির জন্য একটি সংযুক্ত শাসন গ'ড়ে তোলা এবং স্থানীয় ব্যাপারের জন্য স্বশাসিত স্থানীয় শাসনব্যবস্থা বজায় রাখার সমস্যা। আর্টিকল্স অব কনফেডারেসনের ভিতর দিয়ে আমেরিকানদের এবিষয়ে প্রথম প্রচেষ্টা বিফল হয়েছিল। এই তিক্ত অভিজ্ঞতা থেকে শিক্ষালাভ ক'রে আমেরিকানরা আবার চেষ্টা করেছিল এবং ১৭৮৭-র যুক্তরাষ্ট্রের সংবিধানের সাহায্যে একটি স্থায়ী যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা তৈরি করতে সক্ষম হয়েছিল।

রণক্ষেত্রে বারুদের ধোঁয়ায় এবং গণতন্ত্রের দিকে অগ্রগমনের মাঝখানে এই বৈপ্লবিক যুগের প্রধান লক্ষ্যবস্তুগুলির অন্যতমটিকে ভুললে আমাদের চলবে না—সেটি ছিল সাম্রাজ্যের সংগঠনের পাশাপাশি একটি যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা আবির্ভাবের সমস্যার সমাধান। অবশেষে পূর্ণবিকশিত রূপে সেই ব্যবস্থাটির যখন আবির্ভাব ঘটল, সেটি হয়েছিল এক শতাব্দী ধ'রে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অভিজ্ঞতা, ১৭৬৩-র পর ব্রিটেনে ও আমেরিকায় বহু বিতর্ক ও আলোচনা, যুদ্ধের বহু হাঙ্গামা এবং রাষ্ট্রসংযুক্তির বহু ঝঞ্ঝাটের ফলস্বরূপ। ১৭৮৭-র সংবিধানে শেষপর্যন্ত যুক্তরাষ্ট্র-ব্যবস্থাকে গ্রহণ সেযুগের সংগঠনমূলক কৃতিত্বগুলির অন্যতম হিসাবে গণ্য হবার যোগ্য।

অসন্তোষের সাধারণ কারণগুলি। বিপ্লব যে কখন আরম্ভ হয়েছিল সেকথা বলা সহজ নয়; কিন্তু এবিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই যে ১৭৭৫-এ সেটি আরম্ভ হয়নি। আসল বিপ্লব এবং বৈপ্লবিক যুদ্ধের মধ্যে তফাতটা দেখাবার জন্য জন এ্যাডামস চেষ্টা করেন। তাঁর মতে শেষেরটি আরম্ভ হবার আগেই প্রথমটি শেষ হয়ে যায়। "বিপ্লব এবং উপনিবেশগুলির একত্রীকরণ—এ দু'টিই ছিল জনসাধারণের মনে।" তিনি লিখেছিলেন "সংঘর্ষ শুরু হবার আগেই এ দু'টি কাজ শেষ হয়ে গিয়েছিল। ১৭৬০ থেকে ১৭৭৬-এর মধ্যে বিপ্লব এবং সংযুক্তি ধীরে ধীরে গ'ড়ে উঠেছে।" এ্যাডামস ছিলেন একজন উচ্চাভিলাষী তরুণ আইনজ্ঞ, যিনি সব দিকে নজর রাখতেন, সুতরাং আসল ব্যাপার জানা তাঁর পক্ষে সম্ভব ছিল। কিন্তু তিনি যে বলেছিলেন বিপ্লব "জনগণের মনের মধ্যে" ছিল এতে আমরা আর একটি প্রভেদের সম্মুখীন হই। আসলে ১৭৭৬-এর জুলাই মাসে খুব কম সংখ্যক আমেরিকান ঔপনিবেশিকই ব্রিটিশ সাম্রাজ্য থেকে বেড়িয়ে যাবার প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে নিশ্চিত ছিল। সম্ভবতঃ ওই সময়ে আমেরিকানদের অর্ধেক সংখ্যক এই রাজনৈতিক সম্পর্ক ছেদের বিপক্ষে ছিল। জন এ্যাডামস সাক্ষ্য দিয়েছেন যে, যুদ্ধের সমগ্র কালে

ঔপনিবেশিকদের এক-তৃতীয়াংশ বিপ্লবের বিরুদ্ধে ছিল, এবং আর এক-তৃতীয়াংশ ছিল সেটির ফলাফল সম্পর্কে উদাসীন। সুতরাং সঠিক ভাবে বলতে গেলে ১৭৭৬-এর পূর্বে বিপ্লব মাত্র জনসাধারণের এক অংশের মনের মধ্যে ছিল এবং অপর অংশের মধ্যে সেটিকে জোর ক'রে চাপাবার জন্য ও ব্রিটিশ শাসকদের দ্বারা সেটিকে স্বীকার করিয়ে নিতে ১৭৭৬ থেকে ১৭৮১ পর্যন্ত সংঘর্ষ চলেছিল।

বিপ্লবের অর্থনৈতিক কারণগুলি অনুধাবন করতে হ'লে স্বার্থের বিভিন্ন স্তরবিভাগগুলিকে প্রাঞ্জল ভাবে বুঝে দেখতে হবে উত্তরাঞ্চলের ব্যবসায়ীদের, দক্ষিণাঞ্চলের জমিদারদের এবং পশ্চিমাঞ্চলের জমি-ব্যবসায়ীদের অভিযোগ সম্পূর্ণ ভাবে ভিন্ন ভিন্ন প্রকৃতির ছিল।

বাণিজ্যিক কিংবা জলপথ সংক্রান্ত আইনগুলি দক্ষিণাঞ্চলের চেয়েও উত্তরাঞ্চ-লের বেশী ক্ষতিসাধন করেছিল। উত্তরের ঔপনিবেশিকদের এমন কিছু কৃষিজাত দ্রব্য ছিল না যা তারা সোজাসুজি ইংল্যান্ডে নিয়ে গিয়ে সেখানকার শিল্পজাত দ্রব্যাদির সঙ্গে অদল বদল করতে পারত। সাধারণতঃ ইংল্যান্ড থেকে নিয়ে আসা পণ্য-গুলির জন্য তাদের টাকা দিতে হ'ত, এবং এই টাকা পাবাব জন্য তাদের ওয়েস্ট ইন্ডিজের সঙ্গে ব্যবসা চালাতে হ'ত। তারা ওয়েস্ট ইন্ডিজে নিয়ে যেত গম, মাংস এবং কাঠ; তার বদলে পেত তুলো, নীল কিংবা চিনি। তারা গুড়ও পেত, যা থেকে তারা তৈরি করত 'রাম' এবং তার পরিবর্তে আফ্রিকা থেকে ক্রীতদাস নিয়ে এসে তাদের বিক্রি করত ওয়েস্ট ইন্ডিজ-এ কিংবা দক্ষিণের উপনিবেশগুলিতে। পার্লামেন্ট যখন ১৭৩৩-এ গুড় সম্পর্কে আইন প্রচলিত করল, তখন সেটির সাহায্যে এবং কতকগুলি শুল্কের সাহায্যে ওয়েস্ট ইন্ডিজ-এর সঙ্গে নিউ ইংল্যান্ড-এর ব্যবসা কেবলমাত্র ব্রিটিশ দ্বীপগুলিতেই সীমাবদ্ধ করা হ'ল। যদি এই আইনটি ভাল ভাবে কার্যকরী করা হ'ত তাহলে নিউ ইংল্যান্ড-এর লোকেদের প্রচুর ক্ষতি স্বীকার করতে হ'ত; কিন্তু গুড় সম্পর্কে আইনটিকে সম্পূর্ণ ভাবে ফাঁকি দেওয়া হ'ত। দৃষ্টান্তস্বরূপ রোড আইল্যান্ড প্রতি বছর চোদ্দ হাজার বড় বড় পিপে বোঝাই গুড় আমদানি করত, তার মধ্যে সাড়ে এগার হাজার আসত ফরাসী এবং স্পেনীয় ওয়েস্ট ইন্ডিজ থেকে। শুল্ক না দিয়ে মাল আমদানিকে এমন কিছু অপরাধ ব'লে ধরা হ'ত না। ইংরেজ কর্তৃপক্ষ চোখ বুজে থাকত, অনেকে খোলাখুলি ভাবে বলত যে এই অবৈধ ব্যবসায়ের সব টাকাই শেষপর্যন্ত ইংরেজ ব্যবসায়ী ও উৎপাদনকারীদের হাতেই যাবে। নিউ ইয়র্ক-এর লিভিংস্টোন পরিবার এবং ম্যাসাচুসেটস-এর জন হ্যানকক এই অবৈধ ভাবে আমদানি-রপ্তানির মধ্যে দিয়ে প্রচুর সম্পদ লাভ করেছিলেন।

১৭৩৩-এর গুড় আইনকে বলবৎ করার উদ্দেশ্যেই ১৭৬৪-এ চিনি আইন

প্রচলিত হ'ল। আগে গ্যালন পিছু ছ' পেনি শুল্ক খুব বেশী ছিল এবং তা সংগ্রহ করা দুঃসাধ্য ছিল; এখন তাই শুল্ক ধার্য হ'ল গ্যালন পিছু তিন পেনি। এছাড়া যেসব জাহাজ অবৈধ ভাবে ব্যবসা করবে তাদের আটক করার ব্যবস্থাও করা হ'ল। বোধহয় দু' পেনি-ই উপযুক্ত শুল্ক হ'ত, কিন্তু পার্লামেণ্টে ওয়েস্ট ইণ্ডিজ-এর সমর্থকেরা এই উচ্চতর হার প্রবর্তন করেছিল। এর ফলে নিউ ইংল্যাণ্ডের অর্থ-নৈতিক স্বার্থে প্রবল আঘাত করা হয়েছিল। রোড আইল্যাণ্ড প্রতিবাদ ক'রে জানাল যে ওই উপনিবেশটির ইংল্যাণ্ডের সংগে পণ্য আদান-প্রদানের মূল ভিত্তি ওয়েস্ট ইণ্ডিজ-এর সংগে ব্যবসা এবং উপনিবেশটি যে প্রতি বছর চোদ্দ হাজার পিপে গুড় আমদানি করে তার মধ্যে খুব জোর আড়াই হাজার পিপে আসে ব্রিটিশ ওয়েস্ট ইণ্ডিজ থেকে। চিনি আইনের একটি ধারায় বলা হয়েছিল যে এই আইন অমান্য-কারীদের আমেরিকার যেকোনো নৌ-বাহিনী আদালতে বিচার হ'তে পারবে; তার মানে ছিল এই যে, যেকোনো সওদাগরের জাহাজ এবং নাবিকদের বিচারের জন্য সুদূর হ্যালিফ্যাক্স-এ টেনে নিয়ে যাওয়া হবে। যদি জুরীরা তাঁকে নির্দোষ সাব্যস্ত করে তিনি কোনো ক্ষতিপূরণ দাবি করতে পারবেন না। ওই উপনিবেশের নেতা জেয়ার্ড ইঙ্গারসল বলেছিলেন যে, ব্যাপারটা হ'ল অনেকটা একটি খামার বাড়ি পুড়িয়ে একটি ডিম সিদ্ধ করার মতো—ব্যাপারটা খামার বাড়ির মালিকের পক্ষে বিরক্তিকর হওয়াই স্বাভাবিক।

বিরক্তির আর একটি কারণ ছিল এই যে, যেসব ইউরোপীয় পণ্য ব্রিটেন থেকে উপনিবেশগুলিতে যেত, সেগুলির উপর রপ্তানি-শুল্কের হার ১৭৬৪-এ শতকরা ২·৫ থেকে শতকরা ৫ পর্যন্ত বাড়িয়ে দেওয়া হয়েছিল। তাছাড়া শুল্ক বিভাগের কর্মচারীদের উপর হুকুম দেওয়া হয়েছিল তাঁরা যেন আরও বেশী কড়া নজর রাখে। যাতে সকলে এই আইন মেনে চলে সেজন্য কতকগুলি উপায়ও গ্রহণ করা হয়েছিল—যেমন, আমেরিকার পাশে সমুদ্রে কতকগুলি যুদ্ধজাহাজ রাখা হয়েছিল যারা শুল্ক ফাঁকি দিয়ে মাল আমদানি করত তাদের ধরবার জন্য, এবং কতকগুলি সমন জারী করা হয়েছিল যার সাহায্যে রাজার কর্মচারীরা সন্দেহজনক স্থানগুলিতে অবাধে অনুসন্ধান করতে পারত।

দক্ষিণের অবস্থা ছিল সম্পূর্ণ বিপরীত। ওয়েস্ট ইণ্ডিজ-এর সংগে এই অঞ্চলের পণ্যের কোনো আদান-প্রদান ছিল না বললেই চলে। এটি তার তামাক, নীল, নৌ-বহরের মালপত্র, কাঠ, চামড়া প্রভৃতি পণ্যাদি সোজা ইংল্যাণ্ডে পাঠিয়ে দিত এবং তার পরিবর্তে সেখান থেকে শ্রমশিল্পজাত দ্রব্য নিয়ে আসত। কিন্তু এই আদানপ্রদান এমন ভাবে পরিচালিত হ'ত যাতে ইংল্যাণ্ড লাভবান হ'ত, এবং উপনিবেশগুলিকে ক্ষতি স্বীকার করতে হ'ত। এই বাণিজ্য পরিচালনা সম্পূর্ণ

ভাবে ব্রিটিশ বাণিজ্য প্রতিষ্ঠানগুলি এবং তাদের ব্যবসায়িক প্রতিনিধিদের হাতে ছিল। এই প্রতিনিধিরা উপনিবেশগুলি থেকে তামাক ও অন্যান্য দ্রব্যগুলি অন্যায় ভাবে কম দামে কিনত এবং ইংল্যান্ড-এর তৈরি করা কাপড়, আসবাব, মদ, গাড়ি প্রভৃতি দ্রব্যাদি অন্যায্য উচ্চ মূল্যে বিক্রয় করত। বিলাসী জমিদারদের লন্ডন থেকে যাখুশি জিনিস কেনবার নির্দেশ পাঠাবার একটা অভ্যাস দাঁড়িয়ে গিয়েছিল: তাঁরা সাধারণতঃ হ্যান্ডনোট লিখে দাম শোধ দিতেন এবং এই ঋণ ক্রমে সর্বনাশা আকার ধারণ করত। অনেক ছেলে তাদের বাপের কাছ থেকে উত্তরাধিকার সূত্রে এই ঋণ-গুলি পেত। বিপ্লবের পর যেমন জেফারসন লিখেছিলেন : "এই জমিদারেরা লন্ডন-এর কয়েকটি বাণিজ্য প্রতিষ্ঠানের যেন বন্ধকী সম্পত্তি হয়ে গিয়েছিলেন।"

বিপ্লব যখন শুরু হয় তখন ব্রিটিশ সওদাগরদের কাছে ভার্জিনিয়ার লোকেদের ঋণ, জেফারসনের হিসাব মতো দাঁড়িয়েছিল বিশ লক্ষ পাউন্ডের বেশী, যা ভার্জি-নিয়ায় চালু সমস্ত টাকার কুড়ি থেকে ত্রিশগুণ বেশী ছিল। পরবর্তী সময়ে যেভাবে পশ্চিমাঞ্চলের চাষীরা তাদের বন্ধকী সম্পত্তির জন্য পূর্বাঞ্চলের মহাজনদের ঘৃণা করত ঠিক সেইভাবেই এবং খুব স্বাভাবিক ভাবেই এইসব জমিদারেরা ইংরেজ উত্তমর্ণ-দের ঘৃণা করতেন। তাঁরা খুব ভাল ভাবেই জানতেন যে এইসব বিরাট ঋণের হাত থেকে পরিত্রাণ পেতে হ'লে সর্বশ্রেষ্ঠ উপায় হচ্ছে ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করা এবং যুদ্ধের নিয়ম অনুসারে সমস্ত ঋণ বাতিল ক'রে দেওয়া। ব্রিটিশ ঋণদাতাদেরও অভিযোগের যথেষ্ট কারণ ছিল। তাঁরা এইসব জমিদারদের সন্তুষ্ট করবার জন্য প্রচুর টাকার ঝুঁকি ঘাড়ে নিয়েছিলেন এবং কুড়ি লক্ষ পাউন্ড হারান বড় সহজ কথা ছিল না।

১৭৫০-এর পর সিকি শতাব্দীতে দক্ষিণাঞ্চলের কয়েকটি আইনসভা এমন কতক-গুলি দেউলিয়া আর স্থগিত রাখার আইন পাস করল যাতে ঋণগ্রহণকারীদের সুবিধা হয়। এর মামলাগুলি ইংল্যান্ডে হাজির হ'লে, প্রিভি কাউন্সিল বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই এই আইনগুলি নাকচ ক'রে দেয়। ফলে এই ধরনের একটা তিক্ত মনোভাব চারপাশে ছড়িয়ে পড়ে যে ইংল্যান্ডে ধনীরা নির্ধনদের উপর অত্যাচার চালাচ্ছে। পার্লামেন্টও চেষ্টা করেছিল যাতে উপনিবেশগুলি কাগজের টাকা না চালাতে পারে। ১৭৩০-এর পর বেশির ভাগ প্রদেশগুলিই কাগজের টাকা ছাপিয়েছিল এবং তাদের মধ্যে অনেকেই সেগুলিকে চালু করেছিল, কিন্তু লন্ডনে ক্রমবর্ধমান হারে এর বিপক্ষতা চলতে থাকল। অবশেষে ১৭৬৪-তে পার্লামেন্ট উপনিবেশগুলিকে নির্দেশ দিল যে ঋণের ক্ষেত্রে কাগজের টাকার ব্যবহার চলবে না; ফলে আমেরিকার সমগ্র ব্রিটিশ শাসিত অঞ্চলে ঋণগ্রহণকারীদের মধ্যে তীব্র অসন্তোষ ছড়িয়ে পড়ল।

আর দু'টি বড় অর্থনৈতিক স্বার্থের ব্যাপার ছিল জমি কেনা-বেচা এবং

পশ্চিমাঞ্চলে বসতি স্থাপন। পশ্চিমাঞ্চলে লোকে সম্পদের অধিকারী হ'ত দু'টি প্রধান উপায়ে। একটি উপায় ছিল ইণ্ডিয়ানদের সঙ্গে ফারের ব্যবসা এবং দ্বিতীয় উপায়টি ছিল বিস্তৃত বনাঞ্চল অধিকার করা এবং ছোটছোট অংশে ভাগ ক'রে সেগুলিকে বিক্রি করা। যেমন আজকাল খনিজ তেল এবং কাঠের ব্যবসায়ীরা পশ্চিমাঞ্চলে ব্যবসার স্বাধীনতা চায়, তখন এইসব পশম আর জঙ্গলের ব্যবসায়ীরাও তাই চাইত। এই দুইদল ব্যবসায়ী ছাড়া ১৭৬০-এর পর আর একদল ব্যবসায়ীর সাক্ষাৎ পাওয়া যায় : তারা হচ্ছে সাত বছরের যুদ্ধের যেসব সুদক্ষ সৈনিককে পশ্চিমাঞ্চলে দান হিসাবে জমি দেওয়া হ'ত। বিশেষ ক'রে ভার্জিনিয়া তার সৈনিকদের এইভাবে পুরস্কৃত করেছিল এবং গভার্নর ডিনউইডি প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন যে, যেসব সাহসী সৈন্যদল ওহায়ো উপত্যকা থেকে ফরাসীদের তাড়িয়ে দিতে পারবে তাদের তিনি দু'লক্ষ একর জমি দান করবেন।

পেনসিলভ্যানিয়া, ভার্জিনিয়া ও দুই ক্যারোলাইনায় বহু সাধারণ ব্যক্তি জমির জন্য কাঙাল হয়ে ছিল। যুদ্ধের শেষে এটা স্পষ্ট বোঝা গিয়েছিল যে এইসব পশ্চিমাঞ্চলের দিকে সকলে ছুটতে আরম্ভ করবে। একটার পর একটা জমি নিয়ে ব্যবসার প্রতিষ্ঠান দাঁড়াতে লাগল; বেঞ্জামিন ফ্র্যাঙ্কলিন, জর্জ ওয়াশিংটন, স্যার উইলিয়াম জনসন প্রমুখ মহাদেশের শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিরাও এবিষয়ে উৎসুক হয়ে উঠলেন; বিভিন্ন লোকের দাবি, জমি ক্রয় ও জমির হিসাব নিয়ে একটা রীতিমত গণ্ডগোল বেধে গেল।

কিন্তু, যখন এই দলগুলি পশ্চিমের জমিগুলি আঁকড়ে ধ'রে ছিল, ব্রিটিশ শাসনব্যবস্থাও পশ্চিমে একটা নতুন পরিকল্পনা এবং কঠোর নিয়ন্ত্রণের বিষয়ে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হয়েছিল। ইণ্ডিয়ানদের সঙ্গে শান্তিপূর্ণ সম্পর্ক বজায় রাখবার জন্য, দূরাঞ্চলে স'রে গিয়ে ব্রিটিশ আওতার বাইরে যাওয়া থেকে ঔপনিবেশিকদের আটকাবার জন্য এবং একই জমির উপর একাধিক ব্যক্তির দাবির ঝামেলা শেষ করবার উদ্দেশ্যে তারা ১৭৬৩-তে প্রচার করল যে, এ্যাপালেসিয়ান পর্বতমালা পর্যন্ত গিয়েই বসতি-বিস্তারের অবসান হওয়া চাই। এই 'প্রচারিত সীমান্তরেখা'র পরপারের সমস্ত জমি রাজার এবং তাছাড়া ইণ্ডিয়ানদের কোনো জমি কোথাও রাজাকে ছাড়া আর কাউকে বিক্রি করা চলবে না। তাদের মতলব ছিল এই যে বসতি স্থাপনে সামান্য বিলম্বে কিছু যায় আসে না, উত্তেজিত ইণ্ডিয়ানদের ঠাণ্ডা হবার জন্য কিছু সময় দেওয়া উচিত এবং তারপর ধীরে ধীরে জমিসংগ্রহ ঔপনিবেশিকদের কাছে অবারিত ক'রে দেওয়া চলবে। ব্যবসা ও কৃষি-সংস্থা শীঘ্রই ভ্যাণ্ডালিয়া নামে পশ্চিমাঞ্চলে একটি নতুন উপনিবেশ স্থাপনের পরিকল্পনা সমর্থন করতে লাগল। ইংল্যাণ্ডের এই প্রচারে ফার-ব্যবসায়ীদের, জমি-সংস্থাগুলিকে, দান-গ্রহণকারীদের

এবং যারা পশ্চিমাঞ্চলে জমি সংগ্রহে উৎসাহী ছিল তাদের অসন্তুষ্ট ক'রে তুলল। যে-দরজা খোলবার জন্য আমেরিকানরা ফরাসীদের সঙ্গে যুদ্ধ করেছিল, সেই দরজাই যেন তাদের নাকের উপর সজোরে বন্ধ ক'রে দেওয়া হ'ল।

ডেলাওয়ারের দক্ষিণে সমস্ত উপনিবেশগুলিতে এবং নিউ ইয়র্কের কিয়দংশে সরকারী গির্জা এ্যাংলিকান চার্চের সঙ্গে বিরোধই ধর্মসংক্রান্ত অসন্তুষ্টির কারণ। তিনটি উপনিবেশের অবশ্য কংগ্রিগেসন্যাল গির্জা ছিল; তবু তাদের নিয়মকানুন অত্যন্ত কঠোর হ'লেও, এ্যাংলিকান গির্জাই লোকেদের বিরুদ্ধতায় উত্তেজিত ক'রে তুলেছিল।

এই সংঘর্ষের দু'টি প্রধান ভিত্তি ছিল; তার মধ্যে একটি হ'ল এই যে ঔপনিবেশিকরা গির্জার জন্য টাকা দিতে প্রবল ভাবে আপত্তি জানাত এবং দ্বিতীয়তঃ তারা ভয় করত এপিসকোপালিয়ন গির্জার ঐতিহ্যগত রাজনৈতিক ভাবভঙ্গিকে। দক্ষিণাঞ্চলের সমস্ত পাদরির গির্জাসংশ্লিষ্ট জমিদারি, কিছু জমি, কর থেকে বাঁধা মাইনে আর ধর্মসংক্রান্ত কাজের দক্ষিণা ছিল। সমস্ত উপনিবেশে এপিসকোপালিয়নরা অনস্বীকার্য ভাবে সংখ্যালঘু দল ছিল। ভার্জিনিয়ায় নাম-করা পরিবারগুলি যথা, ওয়াশিংটন, লিজ, র‍্যান্ডলফ, কার্টার, ম্যাসন ও কেরি-রা ছিলেন এপিসকোপালিয়ন। কিন্তু রিচমন্ডের পশ্চিমে কোয়েকার, ব্যাপটিস্ট, লুথারের অনুসরণকারিগণ ও প্রেসবিটেরিয়ানগণ—সকলে মিলেমিশে ছিল সংখ্যায় অনেক বেশী। উত্তর ক্যারোলাইনায় ছিল মাত্র কয়েকজন এপিসকোপালিয়ন, যদিও কর্তৃপক্ষ চেষ্টা করেছিলেন যাতে ন'জন এপিসকোপালিয়ন ধর্মযাজকের ভরণপোষণের খরচটা সেখানকার লোকেরা দেয়। দক্ষিণ ক্যারোলাইনায় গির্জার প্রতিপত্তি ছিল, কিন্তু সেখানেও আশিটি দলে বিভক্ত বিরুদ্ধবাদীরা সংখ্যায় বেশী ছিল। যত ধার্মিকই হ'ক না কেন, কখনই কোনো বিরুদ্ধবাদী এটা সহ্য করতে পারত না যে, নিজের ধর্মমতের ধর্মযাজক ছাড়াও তাকে এপিসকোপালিয়ন কোনো ধর্মযাজকের ভার নিতে হবে।

বিতর্কের আর একটি বিষয় ছিল সাম্রাজ্যরক্ষার ব্যবস্থা। ইণ্ডিয়ানদের সঙ্গে কতকগুলি সংঘর্ষ সুনিশ্চিত ছিল, ফরাসীরা প্রতিহিংসার জন্য তৃষ্ণার্ত হয়ে ছিল, এবং মিসিসিপির ওধারে স্পেনীয়দের বিশ্বাস করা চলত না। উপনিবেশগুলি যে নিজেদের রক্ষা করতে পারে, ব্রিটিশ সরকার তা মনে করত না। তারা অভিযোগ করেছিল যে ঔপনিবেশিকেরা সাম্প্রতিক যুদ্ধবিগ্রহে সৈন্যসংগ্রহে কালক্ষেপ এবং কৃপণতা করেছে এবং পরস্পরের সঙ্গে সহযোগিতা ক'রে কাজ করতে পারেনি। একমাত্র কেন্দ্রীয় প্রতিষ্ঠান ছিল লণ্ডনের সাম্রাজ্যিক সরকার। জর্জ গ্রেনভিলের অধীনে তাই অবিলম্বে স্থির করা হয়েছিল যে উত্তর আমেরিকায় দশ হাজার সৈন্য

রাখা হবে এবং উপনিবেশগুলির কর থেকে এই সৈন্যদলের খরচের এক-তৃতীয়াংশ তারা দিয়ে দেবে। এর মানে এই ছিল যে উপনিবেশগুলি থেকে বছরে প্রায় তিন লক্ষ ষাট হাজার পাউন্ড তোলার প্রয়োজন ছিল। গ্রেনভিল এক বছরের নোটিশ দিয়ে খবরের কাগজ এবং আইন-সংক্রান্ত ও অন্যান্য দলিলের স্ট্যাম্প কর ধার্য করবার এক প্রস্তাব আনলেন, তবে একথাও তিনি উপনিবেশগুলিকে জানালেন যে তারা যদি তাঁর চেয়ে ভাল মতলব কিছু দিতে পারে, তিনি তা সানন্দে গ্রহণ করবেন। পার্লামেণ্ট ১৭৬৫-তে, প্রায় বিনা প্রতিবাদেই, তাঁর এই প্রস্তাবিত বিলটি গ্রহণ করল; তার সঙ্গে সেটি এই নির্দেশও দিল যে সৈন্যদের জন্য উপনিবেশগুলিকে বাসস্থান, জ্বালানি, আলো, রাঁধবার সরঞ্জাম এবং বিছানা দিতে হবে। ইংল্যাণ্ডের পক্ষে এই ব্যবস্থা অতি তুচ্ছ হ'লেও, ঔপনিবেশিকদের কাছে এটা দাঁড়াল, "আইন-সভায় প্রতিনিধি না থাকলেও কর ধার্য" করার একটি দৃষ্টান্ত।

পরিশেষে একথা বলা যায় যে আমেরিকা ছিল রিপাব্লিকান কিংবা আধা রিপাব্লিকান ধরনের মতবাদ প্রচারের শ্রেষ্ঠস্থান। দেড় শতাব্দী ধ'রে লোকেরা গণতন্ত্রের আবহাওয়ায় বাস করছিল, কিংবা সমতা প্রাপ্ত হচ্ছিল। অর্থনৈতিক প্রভেদ ছিল সামান্যই; অর্থনৈতিক সুযোগ সুবিধা সকলের কাছেই অবারিত ছিল। আভিজাত্যের যেটুকু অবশিষ্ট ছিল, তা গণতন্ত্রের মতবাদ প্রসারেই সহায়তা করছিল। একটি ছোট স্বতন্ত্র দল ছিল, যাদের হাতেই ছিল সমস্ত সম্পদ, এবং ভার্জিনিয়া এবং দক্ষিণ ক্যারোলাইনার মতো কয়েকটি প্রদেশে রাজনৈতিক ক্ষমতাও তারা অধিকার করেছিল; কিন্তু এর বিরুদ্ধেই দেশাভ্যন্তরের গণতন্ত্র দীর্ঘদিন সংগ্রাম চালিয়েছিল। দেশের দূরান্তবর্তী অঞ্চলের ছোটখাট চাষীরা, স্কট-আইরিশ এবং জার্মান ঔপনিবেশিকেরা এবং শহরের শ্রমিকরা অবিরত চেষ্টা করেছে আগেকার ব্যবসায়ী আর জমিদারদের বিরুদ্ধে নিজেদের প্রতিষ্ঠা অর্জন করতে। বিপ্লবের ঠিক আগের যুগে তারা এই প্রচেষ্টা এমন উদ্যমের সঙ্গে চালিয়েছিল যাতে তাদের চেয়ে উচ্চতর শ্রেণীর লোকেরা রীতিমত বিস্মিত হয়েছিল, এবং তাদের এই মনোভাবই পরে ইংল্যাণ্ডের বিরুদ্ধে তাদের বৈপ্লবিক উদ্যমের খোরাক জুগিয়েছিল।

ইংল্যাণ্ডের বিরুদ্ধে বিদ্রোহে অংশগ্রহণকারী নেতাদের আমরা দুই দলে ফেলতে পারি। প্রথম দলে ছিলেন স্যামুয়েল এ্যাডামস, জন এ্যাডামস, জন জে, জেমস অটিস, আলেকজাণ্ডার হ্যামিল্টন, জন মরিন স্কট, জর্জ ক্লিনটন, উইলিয়াম লিভিংস্টোন, বেঞ্জামিন ফ্র্যাঙ্কলিন, জন ডিকিনসন, ক্যারলটনের চার্লস ক্যারল, টমাস জেফারসন, রিচার্ড হেনরি লী, জর্জ ম্যাসন, উইলি জোন্স এবং জন রাটলেজ প্রভৃতি উচ্চশিক্ষিত চিন্তাশীল ব্যক্তিরা এবং লেখকেরা। তাঁদের অনুগামী এবং সাহায্যকারী হিসাবে ছিল নিউ ইয়র্কের আলেকজাণ্ডার ম্যাকডুগাল, আইজ্যাক

সিয়ার্স ও জন ল্যাম্ব; পেনসিলভ্যানিয়ার ডেনিয়েল রবারডো ও জর্জ ব্রায়ান; ভার্জিনিয়ার প্যাট্রিক হেনরি; উত্তর ক্যারোলাইনার টমাস পারসন ও টিমথি ব্লাড-ওয়ার্থ, এবং দক্ষিণ ক্যারোলাইনার খ্রিস্টফার গ্যাডসেন ও টমাস সাম্টার প্রভৃতি অল্পশিক্ষিত বা অশিক্ষিত প্রগতিবাদী শ্রমশিল্পী কিংবা সুদূর সীমান্তবর্তী অরণ্যচারীরা। দ্বিতীয় দলে ছিল অসহিষ্ণু উগ্রমেজাজ ব্যক্তিরা যাদের শাসন-ব্যবস্থা সম্পর্কে মনোভাব অত্যন্ত প্রগতিশীল ছিল; তারা পছন্দ করত একেবারে খাঁটী নির্জলা গণতন্ত্র, কিংবা তারই কাছাকাছি কোনো বস্তু। তারা জেফারসন এবং স্যাম এ্যাডামসের মতো বুদ্ধিজীবীদের কাছ থেকেই অনুপ্রেরণা পেয়েছিল; কিন্তু বিপ্লব একবার আরম্ভ হবার পর এরাই তাতে বন্য উদ্যম জুগিয়েছিল। বিপ্লব আরম্ভ করার দিক থেকে অবশ্য প্রথম দলেরই গুরুত্ব ছিল। সেইসব শিক্ষিত ব্যক্তিরা একাজে তাঁদের লেখনি ও কণ্ঠস্বরকে অতি আগ্রহের সঙ্গেই ব্যবহার করেছিলেন—প্রচুর ইস্তাহার ছড়িয়েছিলেন, প্রবন্ধে দৈনিকপত্রগুলি ছেয়ে ফেলে-ছিলেন এবং সভাসমিতি ক'রে তাঁদের রাজনৈতিক মতবাদ প্রচার করেছিলেন।

উপনিবেশের এই লেখকদের উপর প্রভাব পড়েছিল ইংল্যাণ্ডের চিন্তাশীল ব্যক্তিদের দুই শক্তিশালী দলের—যাঁরা পিউরিটান সাধারণতন্ত্রের মতবাদের সমর্থনে এবং যাঁরা ১৬৮৮-তে হুইগ বিদ্রোহের সপক্ষে লিখেছিলেন। অর্থাৎ উপনিবেশের এই লেখকরা তাঁদের যুক্তিগুলি ধার করেছিলেন সিডনি, হ্যারিংটন, মিল্টন এবং সর্বোপরি জন লক-এর কাছ থেকে। লক-এর "শাসনব্যবস্থা সম্পর্কে দু'টি নিবন্ধ" পুস্তকের দ্বিতীয় খণ্ডে আমেরিকার স্বাধীনতা ঘোষণার বীজ নিহিত ছিল। লক-এর মতে, যে জীবন, স্বাধীনতা এবং সম্পত্তির উপর প্রত্যেক ব্যক্তির অধিকার আছে, তা রক্ষা করাই রাষ্ট্রের শ্রেষ্ঠ কর্তব্য। তাঁর মতে, একমাত্র জনসাধারণের উপকারের জন্যই রাজনৈতিক ক্ষমতা। যখন মানুষের এই স্বাভাবিক অধিকারগুলি নষ্ট করা হয়, তখন শাসনব্যবস্থাকে স্থানচ্যুত করবার এবং সেটি পরিবর্তন করবার অধিকার জনসাধারণের আছে, এবং তা তাদের কর্তব্যও। 'স্বাধীনতা ঘোষণা'র ভূমিকায় এই মতবাদটি লিখিত আছে। লক বলেছিলেন, "দায়িত্বহীন পশুশক্তির হাত থেকে পরিত্রাণ পেতে হ'লে, তার বিরুদ্ধেও শক্তি ব্যবহার করতে হবে।" যখন তিনি সকল ধর্মমত স্বীকার ক'রে নেওয়া সম্পর্কে তাঁর পত্রাবলীতে লিখেছিলেন যে, রাষ্ট্র ও গির্জা বিভিন্ন কর্মক্ষেত্র অধিকার ক'রে আছে, সেজন্য তাদের আলাদা ক'রে রাখা-ই ভাল; তখন তিনি বিপ্লবের আর একটি সুদৃঢ় ভিত্তি-প্রস্তর স্থাপিত করেছিলেন। সবচেয়ে সুস্থ অবস্থায়ও গির্জা যে স্বেচ্ছা-সেবক প্রতিষ্ঠান এবং এটির স্থায়িত্ব, শাসনব্যবস্থার করভার স্থাপনের ক্ষমতার উপর নয়, এর সদস্যদের অনুমোদনের উপর নির্ভর করে, তাও তিনি দেখিয়েছিলেন।

যেসব আমেরিকানদের রাষ্ট্রনীতির উপর ঝোঁক ছিল, লক ও তাঁর সমভাবাপন্ন দার্শনিকদের উপর তাঁদের প্রচুর শ্রদ্ধা ছিল। ঠিক যখন ব্রিটিশরা এই মতবাদ থেকে দূরে স'রে যাচ্ছে, ঠিক তখনই আমেরিকানরা এঁদের রাষ্ট্রনীতি উত্তরাধিকার সূত্রে পেয়েছিলেন। ১৬৮৮-র পর ব্রিটিশদের সাংবিধানিক রীতিনীতি একটি বিকৃত ও গণতন্ত্র-বিরোধী রূপ গ্রহণ করেছিল। জনকতক অভিজাত শ্রেণীর মাতব্বর এই সময় শাসন-ক্ষমতা হাতে পেলেন, তাঁদের প্রতিপত্তির ভিত্তি ছিল মান্ধাতার আমলের প্রাদেশিক ব্যবস্থার উপর; তাঁরা আধুনিক শিল্পকেন্দ্রিক শহরগুলি থেকে প্রতিনিধি নিতে অস্বীকার করেছিলেন এবং ক্রমশ বেশির ভাগ লোকের ভোট হরণ করছিলেন। ভোটের সংখ্যা হ্রাস এবং প্রাদেশিক প্রতিনিধিত্ব কিংবা সেই ধরনের কিছু আমেরিকাতেও ছিল, কিন্তু অতটা নয়। আসলে আমেরিকায় সমগ্র অষ্টাদশ শতাব্দী ধ'রে প্রতিনিয়ত চেষ্টা চলেছিল ভোটের সংখ্যা বাড়াবার এবং প্রাচীন স্থানগুলির সঙ্গে সমসংখ্যক ভাবে নতুন প্রদেশগুলির এবং পশ্চিমের অঞ্চলগুলির প্রতিনিধির সংখ্যা বাড়াবার। আমেরিকার শাসনব্যবস্থা ক্রমশ বেশী প্রতিনিধিত্বমূলক হয়ে উঠেছিল; ইংল্যান্ডে হয়ে উঠেছিল ঠিক তার উল্টো। এই দু'টি জাতি মানুষের প্রকৃতিগত অধিকারে বিশ্বাস করত—অধিকার বিলটি ছিল ব্রিটিশদের একটি বিরাট উত্তরাধিকার; কিন্তু বেশির ভাগ ব্রিটনরা পার্লামেন্ট-এর নিরঙ্কুশ একাধিপত্য স্বীকার ক'রে নিতে আগ্রহশীল ছিল, বেশির ভাগ আমেরিকান তা দ্রুত পরিহার করত। ১৭৬৫-তে যখন মাতৃভূমির সঙ্গে বিরোধ উপস্থিত হ'ল, আমেরিকানরা দেখল যে, তাদের রাজনৈতিক দর্শন পুরোপুরি ভাবে তাদের প্রয়োজন মেটাতে সক্ষম।

ভুল বোঝা। বিপ্লবের দশ বছর আগে থেকে ইংল্যান্ড-এর রাজা এবং আমেরিকার ঔপনিবেশিকেরা যেভাবে পরস্পরকে ভুল বুঝেছিল, দুই প্রতিযোগীর মধ্যে সেরূপ ভুল-বোঝাবুঝি কদাচিৎ দেখতে পাওয়া যায়। একথা আমরা আবার বলব যে ব্রিটিশরা গোড়ার দিকে যাকিছু করেছিল, আমেরিকানদের উপর অত্যাচার করবার আগ্রহ তাদের মধ্যে বিন্দুমাত্রও ছিল না। ইন্ডিয়ানদের সমস্যার সমাধানের চেষ্টা, উপনিবেশগুলিকে রক্ষা করবার জন্য সৈন্যসমাবেশ এবং শুল্ক আদায় বিভাগকে শক্তিশালী করা লন্ডন-এ মন্ত্রীদের কাছে উচিত এবং উপযুক্তই মনে হয়েছিল। কিন্তু বেশির ভাগ আমেরিকানদের কাছে এগুলিকে মনে হয়েছিল অত্যাচারের রকমফের।

সাত বছরের যুদ্ধের পর অর্থনৈতিক অবস্থা জটিল হয়ে উঠেছিল। বেকার লোকেরা অর্থকষ্টে ভাবছিল পর্বতের পরপারে গিয়ে নতুন বসতির সন্ধান করবে—

কিন্তু "নির্দেশরেখা" তাদের তা করতে দেয়নি। ব্যবসাতে খুব মন্দা চলছিল এবং কারুর হাতে টাকা ছিল না বললেই চলে; ঠিক এই সময়েই ইংল্যাণ্ড-এর রাজা নতুন শিল্প-করের সাহায্যে আমেরিকার সমস্ত সোনা রূপো বার ক'রে নিয়ে যাবার ব্যবস্থা করলেন। ইতিমধ্যে "স্ট্যাম্প আইনের" দ্বারা ইংল্যাণ্ড উপনিবেশগুলির মতের বিরুদ্ধেই তাদের উপর করভার চাপাচ্ছিল। ঔপনিবেশিকরা যে সৈন্যদল থাকার কোনো উপকারিতা দেখতে পেত না, তাদের জন্যই তোলা অর্থ এইভাবেই ব্যয় হ'ত; এবং এই সৈন্যদলই সেইসব গুরুভার এবং অন্যায় কর-সংগ্রহে সাহায্য করত। যেসব লোকেরা শুল্ক-আইন ফাঁকি দিয়ে মাল সরবরাহ করত তাদের বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারী-পরোয়ানা প্রভৃতি ব্যবস্থা অবলম্বনের জন্য রাজার লোকেরা ১৭৬১-তে আদালতগুলির কাছ থেকে সাহায্য চেয়েছিল 'লিখিত আদেশের' আকারে। কিন্তু এইসব লিখিত আদেশ রাজার কর্মচারীদের যেকোনো লোকের ঘরবাড়ি বা দোকান যথেচ্ছভাবে তছনছ করবার অবাধ অধিকার দেওয়ায় সেগুলি আমেরিকানদের কাছে অসহ্য মনে হয়েছিল। উপনিবেশগুলিতে কতকগুলি শিল্পোৎপাদন নিয়ন্ত্রণ বা বন্ধ করবার জন্য ব্রিটিশ শাসনব্যবস্থা কতকগুলি আইন তৈরি করেছিল। এতে যে কিছু অন্যায় করা হচ্ছে, একথা রাজা ভাবেননি; কারণ তাঁর মতে, উপনিবেশ-গুলি প্রাকৃতিক ভাবে উৎপন্ন কাঁচা মাল এবং ব্রিটেন শিল্পজাত বস্তু প্রস্তুত করায় মনোনিবেশ করলেই ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের উন্নতি হবে। কিন্তু তাঁর এই অযথা হস্ত-ক্ষেপে বহু ঔপনিবেশিকই ক্রুদ্ধ হয়ে উঠেছিল।

কিন্তু এইসব বাস্তব ক্ষেত্রে ঝগড়াঝাঁটির পিছনে এমন একটা নীতিগত বিরোধ মনোমালিন্যকে এত গভীর ক'রে তুলেছিল যে সেতুরচনার আর বিন্দুমাত্র অবকাশ ছিল না।

অধিকাংশ ব্রিটিশ কর্মচারীদের মতে পার্লামেণ্ট ছিল একটি সাম্রাজ্যিক প্রতিষ্ঠান এবং সেটির ব্রিটেন ও উপনিবেশগুলির উপর সমান কর্তৃত্ব ছিল। এটি যেমন বার্কসায়ারের জন্য, তেমনি ম্যাসাচুসেটসের জন্য আইন তৈরি করতে পারত। অবশ্য উপনিবেশগুলির নিজেদেরও শাসনব্যবস্থা ছিল; তবে সেগুলি অনেকটা কর্পোরেশনের মতো ছিল এবং সেই হেতু সেগুলি ইংল্যাণ্ডের আইনের অধীনে ছিল। যখন অভিরুচি পার্লামেণ্ট এগুলির স্থিতিকালের হ্রাস-বৃদ্ধি করতে পারত এবং এগুলির অবসান ঘটাতে পারত। আমেরিকার নেতারা বললেন, না, এ হ'তেই পারে না, সমগ্র সাম্রাজ্যের পার্লামেণ্ট ব'লে কিছু নেই। তাঁরা তর্ক তুলে বললেন যে উপনিবেশগুলির একমাত্র আইনগত সম্পর্ক রাজার সঙ্গে। রাজাই স্থির করেছিলেন সমুদ্রের পরপারে সাম্রাজ্য স্থাপন করবেন, এবং রাজাই তাদের শাসন-ব্যবস্থা তৈরি ক'রে দিয়েছিলেন। রাজা সমভাবেই ইংল্যাণ্ডের ও ম্যাসাচুসেটসের

রাজা। যেমন ম্যাসাচুসেটসের আইনসভা ইংল্যাণ্ডের জন্য আইন করতে পারে না, তেমনি ইংল্যাণ্ডের আইনসভারও ম্যাসাচুসেটস সম্পর্কে আইন তৈরি করবার কোনো অধিকার নেই। কোনো উপনিবেশের কাছ থেকে রাজা টাকা চাইলেই তা পেতে পারেন; কিন্তু কোনো স্ট্যাম্প-আইন বা অন্য কোনো রাজস্ব-আইন তৈরি ক'রে সে-টাকা আদায় করবার ক্ষমতা পার্লামেণ্টের নেই। সংক্ষেপে, ইংল্যাণ্ডে কি আমেরিকায় একজন ব্রিটিশ প্রজার কাছ থেকে কর আদায় করা যেতে পারে কেবল তার নিজের প্রতিনিধি দ্বারা।

একথা হৃদয়ঙ্গম করা অবশ্য কর্তব্য যে, ব্রিটেনে এবং আমেরিকায়, এই প্রধান বিষয়ে জনমত প্রবলভাবে বিভক্ত ছিল; এইসব ক্রমবর্ধমান সংঘর্ষ ইংল্যাণ্ড ও উপনিবেশগুলির মধ্যে ছিল না, আসলে তা ছিল ইংল্যাণ্ড ও উপনিবেশগুলির নিজেদের ভিতরে বেসামরিক অধিবাসীদের মধ্যে মতবিরোধ। পার্লামেন্টে চ্যাঠাম, বার্ক, ব্যারি এবং ফক্স প্রমুখ হুইগ নেতারা প্রবলভাবে আমেরিকার দেশপ্রেমিকদের সপক্ষে ছিলেন; আবার উপনিবেশগুলির মধ্যে কিছুসংখ্যক গোঁড়া টোরি দলের সদস্য ব্রিটিশ শাসকদের পক্ষে ওকালতি করতেন। একথা হৃদয়ঙ্গম করা প্রয়োজন যে উভয় দলেরই কয়েকজন চরমপন্থী এই বিরোধকে নিজেদের উদ্দেশ্যসাধনে ব্যবহার করতে চেয়েছিলেন। ইংল্যাণ্ডে জন উইলক্স প্রভৃতি অনেকে যে গণতান্ত্রিক মনোভাব দেখাচ্ছিলেন সেটিকে দমন করবার জন্য লর্ড বিউট ঔপনিবেশিকদের উপর রূঢ়ভাবে অত্যাচার করতে পশ্চাৎপদ ছিলেন না। আবার ম্যাসাচুসেটস-এ স্যামুয়েল এ্যাডামস ও ভার্জিনিয়ায় প্যাটরিক হেনরি এই সংঘর্ষকে এমন ভাবে কাজে লাগাতে চেয়েছিলেন যাতে ঔপনিবেশিক রাজনীতির ক্ষেত্রে তাদের প্রগতিবাদের প্রভাব বিস্তারলাভ করে এবং সাধারণ মানুষের পক্ষে সুবিধাজনক ভাবে সমাজ নতুন ভাবে গঠিত হয়।

বিদ্রোহের উদ্যোগপর্ব। ব্রিটিশ সরকারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ একটা বিরাট স্বতঃস্ফূর্ত আন্দোলন ছিল না। কয়েকজন কূটবুদ্ধি ব্যক্তি এটির পরিকল্পনা করেছিলেন এবং ওই মহাদেশে কয়েকজন অতি উদ্যমশীল ব্যক্তি সুবুদ্ধি ও শ্রম দিয়ে এটিকে সাফল্যমণ্ডিত করতে চেয়েছিলেন। ভালভাবে সংগঠিত না হ'লে এটি কখনই সাফল্যমণ্ডিত হ'তে পারত না। যেহেতু দেশপ্রেমিকরা সংগঠিত হয়েছিল এবং রাজভক্ত ও টোরিরা তা হয়নি, তাই পূর্বোক্তরা জয়লাভ করেছিল।

আন্দোলনের প্রথম সূচনা হয়েছিল ব্রিটিশ আইনের বিরুদ্ধে এখানে-ওখানে কয়েকটি পরস্পর-অসংশ্লিষ্ট দাঙ্গার ভিতর দিয়ে। ১৭৬৫-এ স্ট্যাম্প আইন কয়েকটি উপনিবেশে এই প্রতিক্রিয়া এনেছিল। আইনসভাগুলি প্রতিবাদ জানাল,

বং ভার্জিনিয়া বিশেষ ক'রে কতকগুলি গুরুত্বপূর্ণ প্রস্তাব গ্রহণ করল। কিন্তু চ্ছৃঙ্খল জনতা সবচেয়ে বেশী কার্যকরী ব্যবস্থা অবলম্বন করেছিল যখন াসাচুসেটস, নিউ ইয়র্ক এবং উত্তর ক্যারোলাইনা এবং অন্যান্য প্রদেশের জনতা স্ট্যাম্প অন্যান্য সম্পত্তি নষ্ট ক'রে দিল, যারা আদায় করছিল, হয় তাদের পদত্যাগ করতে কিংবা পালাতে বাধ্য করল, এবং এমনকি কয়েকজন গভার্নরের জীবন বিপন্ন ক'রে লল। এই দাঙ্গা প্রথমের দিকে সকলের দ্বারা সমর্থিত হয়েছিল, কিন্তু ম্পদশালী এবং সুব্যবস্থাসম্পন্ন ব্যক্তিরা ব্যাপারগুলি সম্পর্কে এটির বিরুদ্ধ-তিবাদ প্রচার করল। পার্লামেন্টের অত্যাচারের বিরুদ্ধে 'সান্স অব লিবার্টি' নামে কটি সুসংগঠিত দল জন্মগ্রহণ করল।

আন্দোলনের দ্বিতীয় পর্যায়ে এল কয়েকজন ব্যবসায়ী দ্বারা দ্রব্যবর্জন এবং খনও কখনও এতে তারা প্রাদেশিক আইনসভার সমর্থন লাভ করত। ১৭৬৭-তে য টাউনসেন্ড আইন চা, কাগজ, কাচ এবং চিত্রকরদের রঙের উপর কর বসিয়েছিল -এ ছিল তারই প্রতিক্রিয়া। ব্যবসায়ীরা এবং প্রভাবশালী ব্যক্তিরা পরস্পরের সঙ্গে আমদানি ও ব্যবহার না করার চুক্তি করল—বর্জন করল সেইসব জিনিসগুলি যগুলির উপর ব্রিটিশরা কর বসিয়েছিল। এই ব্যবস্থা অবলম্বন করা হয়েছিল স্টনে ১৭৬৮-র মার্চ মাসে; কিন্তু ক্রমে এটি উপনিবেশগুলির মধ্যে ছড়িয়ে ড়তে লাগল এবং দু'বছরের মধ্যে সমস্ত উপনিবেশগুলি এ-ব্যবস্থা গ্রহণ করল। তকগুলি উপনিবেশে আমদানি অর্ধেক ক'মে গেল; কোনো কোনো স্থানে এই ক্তি আরো বেশী ভাবে চালান হয়েছিল। ১৭৭০-এ এই আন্দোলনের পরি-মাপ্তি ঘটল, যখন কেবলমাত্র চা ছাড়া আর সবকিছুর উপর থেকে পার্লামেন্ট উনসেন্ড আইন প্রত্যাহার করল।

তৃতীয় পন্থা হিসাবে সংগঠন করা হয়েছিল সংবাদদানের কতকগুলি স্থানীয় বং আন্তঃ-ঔপনিবেশিক সমিতি। এই কাজে নেতৃত্ব করেছিলেন ম্যাসাচুসেটসের াম এ্যাডামস, যিনি জন্মগত ভাবে ছিলেন একজন প্রচারকুশলী এবং সংগঠনকারী। ্যানোয়িল হল-এ যে সাধারণ পৌরসভা বস্টন শহরকে শাসন করত, তিনি ছিলেন খানের সবচেয়ে শক্তিশালী ব্যক্তি; তাছাড়া তিনি ম্যাসাচুসেটস আইনসভাতেও ধান ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন। ১৭৭২ খ্রীষ্টাব্দের গ্রীষ্মকালে সকলে শুনতে পল যে রাজকীয় সরকার সমস্ত গভার্নর এবং উচ্চশ্রেণীর বিচারকদের পাকা মাইনে 'রে দেবার মতলব করছেন; তার মানেই তাঁদের জনসাধারণের আয়ত্তের বাইরে য়ে যাওয়া। ২রা নভেম্বর নাগরিকদের এক সভা ডাকা হ'ল এবং এই সভা এমন ক পন্থা অবলম্বন করল "যার মধ্যে সমগ্র বিপ্লবটি অন্তর্ভুক্ত হয়েছিল।" সমগ্র দেশে সমস্ত শহরগুলির মধ্যে সংযোগ স্থাপন করবার জন্য এরা একটি যোগা-

যোগ-সমিতি গঠন করল। শীঘ্রই সর্বত্র একটি ক'রে অনুরূপ সমিতি গঠিত হ'ল এবং সমগ্র প্রদেশটি ক্রুদ্ধ মৌমাছির চাকের মতো গুঞ্জনে মুখরিত হয়ে উঠল ম্যাসাচুসেটস বে থেকে আরম্ভ ক'রে বার্কশায়ার পর্যন্ত সুশৃঙ্খল ভাবে দলব হ'ল। একজন টোরি লেখক পরে সাক্ষ্য দিয়েছিলেন, "বিপ্লবের এখানেই আরম্ভ আমি বীজরোপণ দেখেছিলাম। বীজটি ছিল সর্ষের মতো ছোট। আমি গাছটি বাড়তে দেখেছিলাম যতক্ষণ না সেটি মহীরুহে পরিণত হয়েছিল।" অন্যা উপনিবেশগুলিও অনুরূপ স্থানীয় সমিতি গঠন করল। ভার্জিনিয়ার প্রদেশগু ১৭৭৩-এ সর্বপ্রথম একটি আন্তঃ-ঔপনিবেশিক সমিতি গঠন করল, যে ধরনে সমিতিতে অবিলম্বে সমগ্র মহাদেশ পূর্ণ হয়ে গেল।

বিপ্লবের চতুর্থ কর্মসূচি হিসাবে বৈপ্লবিক আইনসভা, বা, সাধারণতঃ তাদে যা বলা হ'ত, প্রাদেশিক কংগ্রেসগুলি স্থাপিত হ'ল। দু'টি কারণে আগেকা প্রচলিত আইনসভাগুলি এইসব প্রগতিবাদীদের কোনো কাজে লাগেনি। সেগুলি বেশির ভাগ সদস্য ছিল প্রাচীনপন্থী লোকেরা এবং প্রচলিত ব্যবস্থায় বিশ্বাস সম্পত্তির মালিকেরা; তারা সহজে কিছু করতে চাইত না এবং তারা অংশতঃ ছি রাজার গভার্নরদের অধীন যাঁরা যখন খুশি সভা স্থগিত বা বাতিল ক'রে দি পারতেন। "বস্টন বন্দর আইন"টি গ্রহণ করা হয়েছে এই সংবাদটি পেয়ে ১৭৭৪-এ প্রথম প্রাদেশিক কংগ্রেস গঠন করা হ'ল। যেসব উপায়ে এই কংগ্রে গুলি গঠিত হ'ত—তা ছিল অত্যন্ত সহজ।

যেমন, ভার্জিনিয়াতে ১৭৭৪-এর মে মাসে বস্টন বন্দর আইনের খবর পৌঁছা এবং সমগ্র জেলার অধিবাসীদের তড়িতাহতের মতো সচকিত ক'রে তুলল। তখ আইনসভার অধিবেশন হচ্ছিল। খবর শুনে জেফারসন, প্যাট্রিক হেনরি, রিচা হেনরি লী এবং আরও চার-পাঁচজন সদস্য আইনসভার অধিবেশন কক্ষেই এক সভা মিলিত হলেন। তাঁরা স্থির করলেন, ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা ও উপবাসের জ একটি দিন স্থির ক'রে সেটি প্রচার ক'রে দিতে হবে। এই সভায় দেখা গিয়েছি অসাধারণ গাম্ভীর্য, সাত বছরের যুদ্ধের পর থেকে এই ধরনের অধিবেশন আ হয়নি। তাঁরা ক্রমওয়েলের অধীনে পার্লামেন্টের ঘটনাবলী পর্যালোচনার প ১৭৭৪-এর পয়লা জুন দিন স্থির করবার জন্য নাগরিক সদস্যদের নির্দেশ দিলেন গভার্নর ডানমোর অবিলম্বে পৌরসভাগুলিকে বিপক্ষতার অভিযোগে ভেঙে দিলেন। উননব্বই জন সদস্য পদব্রজে দীর্ঘ পথ অতিক্রম ক'রে র‍্যালে ট্যাভার্ন- পৌঁছালেন এবং সেখানকার যে এ্যাপোলো কক্ষে ইতিপূর্বে বহু আনন্দোৎস হয়ে গেছে, সেই কক্ষে স্পীকার পেটন র‍্যান্ডল্ফ-কে সভাপতি ক'রে তাঁরা এক স করলেন। সেখানে চরমপন্থী সদস্যরা আমদানি না করার এক নতুন চুক্তির প্রস্তা

ানলেন। রিচার্ড হেনরি লী আরও কতকগুলি কর্মসূচির প্রস্তাব করলেন, কিন্তু নেকেই ইতস্তত করতে লাগলেন—কারণ "সভাটি পূর্বে পৌরসভাগুলির সদস্যদের য়ে তৈরী হ'লেও, তখন আর সেটি তা ছিল না।" কিন্তু বেশী দিন তাঁরা আর ৰধা করলেন না। ২৯শে মে অন্যান্য শহর থেকে পত্র বহন ক'রে বস্টনের ারোহীরা এসে হাজির হ'ল। তারা খবর এনেছিল যে ইংল্যাণ্ডের সঙ্গে সর্ব কার ব্যবসা বন্ধ করার প্রস্তাব করা হয়েছে। পঁচিশটি পৌরসভার নির্দেশক্রমে ান্ডল্ফ ১লা আগস্ট ভূতপূর্ব আইনসভার এক অধিবেশন ডাকা স্থির করলেন ং এইভাবে উপনিবেশগুলির প্রথম প্রাদেশিক অধিবেশন বা বৈপ্লবিক আইনসভার ন্ম হ'ল।

চতুর্থ অধ্যায়

বিপ্লব ও রাষ্ট্রসংযুক্তি

অস্ত্রসজ্জা। ধীরে ধীরে উপনিবেশগুলিতে বিরক্তি ও ক্রোধ বাড়তে লাগল। বিভি
শহরে ব্রিটিশ সৈন্যদলের উপস্থিতি প্রগতিবাদী নেতাদের সুযোগ দিল জনসাধারণে
উত্তেজিত ক'রে তোলবার। ১৭৭০-এ নিউ ইয়র্ক-এ ঘটল রক্তপাতহীন "গোল্ডে
হিল-এর যুদ্ধ।" ক্যাডওয়াললেডার কলডেনের বিবরণ থেকে পাওয়া যায় যে
"নাগরিক এবং সৈন্যদের মধ্যে একটা মন-কষাকষি ভাব চেষ্টা ক'রে তৈরি কর
হয়েছিল;" অবশেষে "শহরের লোকেরা অস্ত্রগ্রহণ করতে লাগল এবং সৈন্যদে
সাহায্য করবার জন্য অন্য সৈন্যেরা ব্যারাক থেকে বেরিয়ে এল;" এবং সেনানায়কদে
এবং ম্যাজিস্ট্রেটদের হস্তক্ষেপেই সংঘর্ষ হ'তে পারল না। বস্টনে ঘটল আরও
গুরুত্বপূর্ণ সংঘর্ষ। রবিবারে দুই সৈন্যদলের স্থানবদল করবার সময় যখন ব্যা
বাজছিল, তখন জনকতক ধর্মপ্রাণ নগরবাসী ক্রুদ্ধ হয়ে উঠেছিল এবং গুণ্ডাপ্রকৃতি
লোকেরা এইসব "গলদা চিংড়ির মতো চেহারা" সৈনিকদের নিয়ে ঠাট্টা-ইয়ার্কি করে
শুরু করেছিল। যেহেতু সৈনিকদের নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল সম্পূর্ণভাবে নিজেদে
সামলে রাখবার, এইসব ঠাট্টা-ইয়ার্কি ক্রমশ অসহ্য হয়ে উঠতে লাগল।

অবশেষে ৫ই মার্চ শহরের লোকেরা দু'জন সৈনিককে আক্রমণ করল এব
উত্তমমধ্যম দিল। সমস্ত লোককে রাস্তায় ডাকবার জন্য ঘণ্টা বাজতে লাগল
কাস্টম অফিসের এক দারোয়ানকে যা তা গালাগালি দেওয়া হ'ল এবং তার উপ
বরফের টুকরো এবং অন্যান্য জিনিস বর্ষণ করা হ'ল। যখন ক্যাপ্টেন প্রেস্টন একটি
ছোট সৈন্যদল নিয়ে তাকে রক্ষা করতে এলেন তখন বাক্যবাণ এবং ইষ্টকবর্ষ
বেড়ে গেল। জনতা গর্জন ক'রে উঠল, "সাহস থাকে ত গুলি কর—গুলি ক
এবং নিপাত যাও।" সৈন্যদল অবশ্য খুব সুসংযত ব্যবহার করল, কিন্তু অবশে
একজন একটি সৈনিককে লাঠির আঘাত ক'রে মাটিতে ফেলে দিল এবং সৈনিকটি
দাঁড়িয়ে উঠে বন্দুক ছুড়ল। ধাক্কাধাক্কি শুরু হয়ে গেল এবং অন্যান্য সৈনিকরা
আদেশ না থাকা সত্ত্বেও, গুলি ছুড়তে লাগল। তিনজন তখনি মারা গেল এব

[দু]'জন গুরুতর ভাবে আহত হ'ল। সমস্ত সৈন্যদের আহ্বান ক'রে রণভেরী [বা]জতে আরম্ভ করতেই গভার্নর ঘটনাস্থলে উপস্থিত হয়ে শান্তি ফিরিয়ে [আ]নলেন। একজন মারাত্মকরূপে আহত ব্যক্তি তার মৃত্যুশয্যায় স্বীকার করল যে, [সে] আয়ারল্যান্ড-এ উচ্ছৃঙ্খল জনতা দেখেছে কিন্তু এখানকার সৈন্যদল বন্দুক না [ছু]ড়ে যেভাবে দাঁড়িয়ে মার খেয়েছিল, এমনটি সে আর দেখেনি।" কিন্তু অনেকের [কা]ছে এই "বস্টন হত্যাকান্ড" ছিল ব্রিটিশ অত্যাচারের চরম নিদর্শন। এক বছর [প]রে এই ঘটনার স্মৃতিদিবস উদ্‌যাপিত হ'ল এবং এর ফলে জনতা যেভাবে [উ]ত্তেজিত হ'ল, ইতিপূর্বে আর কিছুতেই তেমন হয়নি।

লর্ড নর্থ-এর নেতৃত্বে ব্রিটিশ মন্ত্রিসভা এই ক্রমবর্ধমান অবিশ্বাস ও শত্রুতা [থে]কে কোনো শিক্ষালাভই করতে পারেনি। ১৭৭২-এ আর একটি গুরুত্বপূর্ণ [ঘ]টনা ঘটেছিল। গ্যাস্পি নামে যে আট কামানের ছোট যুদ্ধজাহাজটি রোড [আইল্যান্ড]-এর সমুদ্রে বিনা শুল্কে গোপন সরবরাহ আটকে বেড়াচ্ছিল, জুন মাসে [সে]টি প্রভিডেন্স-এ ডাঙায় আটকে গেল। একদল নাগরিক এটিকে আক্রমণ ক'রে [এ]বং নাবিকদের পরাজিত ক'রে সেই ঘৃণিত জাহাজটিকে পুড়িয়ে দিল। টাউন-[শে]ন্ড আইন অনুসারে যেসব করভার চাপান হয়েছিল, কেবল চায়ের উপর ছাড়া [সে]গুলি সবই প্রত্যাহার করা হয়েছিল; চায়ের উপর রাখা হয়েছিল কেবলমাত্র [আ]ইনের নীতিটি বলবৎ রাখার জন্য। ফলে উপনিবেশগুলিতে চা-পান একপ্রকার [ব]ন্ধই হয়ে গিয়েছিল এবং ইস্ট ইণ্ডিয়া কম্প্যানি আর্থিক সংকটে পড়েছিল। [ত]াদের সাহায্য করবার জন্য ১৭৭৩-এ মন্ত্রিসভা কম্প্যানিকে এমনভাবে আমেরি-[কা]তে চা পাঠাতে বলল যাতে জিনিসটির দাম হয় খুব কম, কিন্তু উপনিবেশগুলিতে [পা]উণ্ডে তিন পেনি শুল্ক আদায় করবার জন্য লর্ড নর্থ এই ব'লে জেদ করতে [লা]গলেন যে, রাজা নিজের ক্ষমতার নিদর্শন হিসাবে এটি চান। এই নিদর্শন সোজা-[সু]জি আমেরিকার বিদ্রোহকে এগিয়ে নিয়ে এল। আমেরিকানরা ধ'রে নিল এটিকে একটি চালাকি ব'লে এবং তারা ক্রোধে ক্ষিপ্ত হয়ে উঠল। ইস্ট ইণ্ডিয়া কম্প্যানি কয়েক জাহাজ মাল পাঠাল। লোকেরা ঠিক করল, প্রতিটি বন্দরে সেগুলিকে বাধা দেবে। চার্লসটন-এ নিরাপদ-গুদামে চাবি দিয়ে রাখা হ'ল; যেসব জাহাজে [চা] এসেছিল, ফিলাডেলফিয়া এবং নিউ ইয়র্ক থেকে সেইসব জাহাজে ক'রে তা [ফে]রৎ পাঠান হ'ল। উত্তেজনা সর্বোচ্চ ধাপে উঠেছিল বস্টন-এ। ১৭৭৩-এর ১৬ই ডিসেম্বর স্বয়ং স্যাম এ্যাডামস-এর নেতৃত্বে পঞ্চাশ জন লোক ইণ্ডিয়ানদের [ছ]দ্মবেশে জাহাজগুলিতে উঠে তিনশ' তেতাল্লিশটি পেটি খুলে সমস্ত চা বন্দরের [স]মুদ্রগর্ভে বিসর্জন দিল। এই সম্পত্তি-নাশ রক্ষা করবার জন্য কোনো স্থানীয় [ক]র্মচারী এগিয়ে আসেনি। মেইন থেকে জর্জিয়া পর্যন্ত সর্বত্র প্রশংসিত এই

হিংসাত্মক কার্যের দ্বারা বস্টন রাজাকে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় আহ্বান করেছিল—এ
ব্রিটিশ সরকার সে-আহ্বানে সাড়া দিতে কালবিলম্ব করেনি।

তৃতীয় জর্জ এবং পার্লামেণ্টের বেশির ভাগ সদস্য বিদ্রোহী বস্টনকে শাস্তি
দেবার জন্য দৃঢ়সঙ্কল্প হয়েছিল। একটা আপস-ব্যবস্থার সুপারিশ করলেন বার্ক
আর চ্যাঠাম, কিন্তু মন্ত্রিসভা পার্লামেণ্টে পাশ করিয়ে নিল পাঁচটি কঠোর আইন
তার মধ্যে একটি ম্যাসাচুসেটস সনদের সবচেয়ে উদার ব্যবস্থাগুলি নষ্ট ক'রে দি
ঐ জনপ্রিয় সনদের আমূল পরিবর্তন সাধন করল। আর একটির সহায়ে আমে
রিকায় ব্রিটিশ সেনাপতি জেনারল গেজকে ম্যাসাচুসেটস-এর গভার্নর নিয়োগ ক'রে
তাঁর সাহায্যার্থ চারটি বিরাট সৈন্যদলের ব্যবস্থা করল এবং সেগুলির সৈনিকদে
জোর ক'রে জনসাধারণের বাড়িতে রাখবার ক্ষমতা গভার্নরের হাতে দেওয়া হ'ল
আর একটি আইন নির্দেশ দিল যে কর্তব্য সম্পাদন উপলক্ষে কোনো সেনানায়ক ব
রকম কোনো অপরাধ করলে বিচারের জন্য সাক্ষী সমেত তাঁকে ইংল্যাণ্ডে পাঠাতে
হবে। যেসব চা নষ্ট করা হয়েছে তার খেসারৎ যতদিন পর্যন্ত না দেওয়া হবে
এবং প্রমাণ পাওয়া যাচ্ছে যে নির্দিষ্ট শুল্ক নির্বিঘ্নে পাওয়া যাবে, ততদিন বস্ট
বন্দরটি বন্ধ রাখবার নির্দেশ দিল আরেকটি আইন। সর্বশেষ কুইবেক আইন
ওহায়োর উত্তরে এবং এ্যালেঘেনি পর্বতমালার পশ্চিমে সমগ্র অঞ্চলটি ক্যানাডা
অন্তর্ভুক্ত করা হ'ল। এটি অবশ্য শাস্তিমূলক ব্যবস্থা ছিল না, অনেকদিন যাব
এটির পরিকল্পনা চলছিল, অনেকদিনের দক্ষ পর্যালোচনার এটি ছিল ফলস্বরূপ
এটির আসল উদ্দেশ্য ছিল উত্তর-পশ্চিম অঞ্চলের ফার ব্যবসায়কে সু-নিয়ন্ত্রি
করা এবং মিশিগান ও ইলিনয় প্রদেশের ফরাসী অধিবাসীদের সুখকর কর্তৃত্বে
অধীনে রাখা। কিন্তু আইনটির প্রচলন হয়েছিল অসময়ে এবং সমুদ্রতীরবর্তী
উপনিবেশগুলির লোকেরা ভাবল যে উত্তর-পশ্চিমের দরজা তাদের সামনে বন্ধ ক'রে
দেওয়া হ'ল।

পার্লামেণ্টের এইসব রূঢ় আইনগুলি সকলের মনে ক্রোধ ও ভয়ের সঞ্চার
করল। আন্তঃ-ঔপনিবেশ যোগাযোগ সমিতিগুলি প্রবলভাবে সক্রিয় হয়ে উঠল
বহু সভার অধিবেশন হ'ল, দৈনিকপত্রে অনেক রচনা প্রকাশিত হ'ল এবং সর্বত্র
প্রচারপুস্তিকা ছড়ান হ'ল। যখন ভার্জিনিয়ার আইনসভার সদস্যেরা তাদের
র‍্যালে ট্যাভার্নে সভা ক'রে 'আমেরিকার সামগ্রিক স্বার্থে' একটি বার্ষিক সভার
অধিবেশনের আহ্বান জানাল, তৎক্ষণাৎ সকলে তাতে সানন্দে সায় দিল। ভার্জিনিয়া
প্রাদেশিক সম্মেলন প্রতিনিধি নির্বাচন করল, অন্যান্য প্রদেশগুলি তার অনুসরণ
করল। ১৭৭৪-এর ৫ই সেপ্টেম্বর ফিলাডেলফিয়ায় প্রথম মহাদেশীয় কংগ্রেসের
অধিবেশন বসল; কেবল জর্জিয়া ছাড়া সেখানে আর সমস্ত উপনিবেশের প্রতি

নিধিরা উপস্থিত ছিলেন। এখানে একান্ন জন প্রতিনিধির মধ্যে ছিলেন ওয়াশিংটন, বেঞ্জামিন ফ্র্যাংকলিন, জন এ্যাডামস প্রভৃতি সুদক্ষ ব্যক্তিরা। জ্ঞানতঃ পার্লামেণ্টকে উপেক্ষা ক'রে এ'রা অভিভাষণ দিলেন রাজা এবং ইংল্যান্ড ও আমেরিকার জনগণের উদ্দেশে। এ'রা ঔপনিবেশিক অধিকারের একটি প্রবল ঘোষণা দিলেন যাতে তাঁরা বললেন যে, রাজার মতসাপেক্ষ, উপনিবেশগুলির নিজেদের ব্যাপারে আইন প্রণয়ন করবার 'সম্পূর্ণ ক্ষমতা আছে'। তবে তাঁরা একথাও স্বীকার ক'রে নিলেন যে, সাম্রাজ্যের সত্যিকারের হিতার্থে বহির্বাণিজ্যের ব্যাপারে উপনিবেশগুলি পার্লামেণ্টের আইন স্বীকার ক'রে নেবে।

কিন্তু এই মহাদেশীয় কংগ্রেস এমন দু'টি প্রস্তাব গ্রহণ করল যাতে ব্রিটিশ মন্ত্রিসভার সংগে সংঘর্ষের সূচনা করল। প্রথমটি হচ্ছে সর্বত্র প্রচারিতব্য একটি চুক্তি যা দ্বারা দস্তখৎকারীরা তিনমাসের মধ্যে ইংল্যান্ড থেকে মাল আনা বন্ধ করবে এবং এক বছরের মধ্যে ওয়েস্ট ইন্ডিজ সমেত কোনো ব্রিটিশ বন্দরে কোনো দ্রব্য রপ্তানি করবে না। এর মানে প্রচুর ক্ষতি স্বীকার করা। ভার্জিনিয়ার উৎপাদনকারীরা আর ইংল্যান্ডের তামাকসেবীদের জন্য তামাক পাঠাতে পারবে না; ম্যাসাচুসেটসের ক্যাপ্টেনরা আর ওয়েস্ট ইন্ডিজ-এর সংগে লাভজনক ব্যবসাতে লিপ্ত হ'তে পারবেন না। নিউ ইয়র্ক ও জর্জিয়া ছাড়া এগারটি উপনিবেশ এই 'চুক্তি' সমর্থন করল, কিন্তু তেরটি উপনিবেশেই এটিকে কার্যকরী করবার ভার স্থানীয় সমিতিগুলি গ্রহণ করল। তারা সকলের স্বীকৃতি আদায় করল, যারা নির্দেশ অমান্য করেছে তাদের তালিকা প্রকাশ করল এবং সময় সময় বেত্রদণ্ড প্রভৃতি শাস্তিদানের ব্যবস্থাও করল। দ্বিতীয় ব্যবস্থা হ'ল একটি প্রস্তাব বা চরমপত্র প্রণয়ন, যার দ্বারা কংগ্রেস যে ম্যাসাচুসেটসের পার্লামেণ্টের সাম্প্রতিক আইনগুলির বিরোধিতা সমর্থন করল শুধু তাই নয়, কংগ্রেস প্রচার করল যে যদি ওই উপনিবেশের বিরুদ্ধে শক্তি প্রয়োগ করা হয়, তাহলে "সেটির আত্মরক্ষায় সমগ্র আমেরিকার সাহায্য করা উচিত।"

সংঘর্ষ এখন প্রায় অপ্রতিরোধ্য হয়ে দাঁড়াল। হয় পার্লামেণ্টের আইনগুলিকে বাতিল করতে হবে, নয়ত সেগুলিকে কার্যকরী করতে শক্তি প্রয়োগ করতে হবে। কোনো পক্ষেরই পশ্চাৎপদ হবার উপায় ছিল না। পার্লামেণ্ট প্রচার করল যে ম্যাসাচুসেটস বিদ্রোহী হয়েছে এবং সেই বিদ্রোহ দমনে সমগ্র সাম্রাজ্যের সব কিছু শক্তি রাজার ব্যবহারের জন্য নিযুক্ত করতে চাইল। দেশব্যাপী সর্বত্র অস্ত্র কেনা হ'তে লাগল আর সৈন্যদের কুচকাওয়াজ চলতে লাগল। বস্টনে গেজ-এর ধারণা হ'ল যে ১৭৭৫-এর বসন্ত কালে তাঁর সৈন্যদল আক্রান্ত হবে। কনকর্ডে একটি বেআইনী অস্ত্রভাণ্ডার অধিকার করার উদ্দেশ্যে তিনি ১৮ই এপ্রিল সন্ধ্যায় আটশ'

সৈন্যের একটি দলকে সেদিকে পাঠালেন। দেশপ্রেমিকরা তীক্ষ্ম নজর রেখেছি এবং নর্থ চার্চের চূড়া থেকে একটি লণ্ঠন চার্লস নদীর পরপারে পল রিভিয়ারে কাছে সংকেতবার্তা প্রেরণ করল; সে আশেপাশের সকলকে খবর দেবার জন দ্রুতবেগে ঘোড়া ছুটিয়ে দিল। যেসব চাষীদের যুদ্ধ শেখান হয়েছিল তার ভোরবেলায় নিজের নিজের বন্দুক নিয়ে হাজির হ'ল এবং যেমন ইমার্সন পরবর্তী কালে লিখেছিলেন, তারা যে বন্দুক ছুড়ল তার শব্দ পৃথিবীর সব জায়গা থেকে শোনা গিয়েছিল। স্যাম এ্যাডামস অবশ্য বেশী দূরে ছিলেন না, তিনি সে বন্দুকের আওয়াজ শুনে ব'লে উঠেছিলেন : "আজকের এই সকালটা কি গৌরবের!"

বিপ্লব সমর। কয়েক দিনের মধ্যেই অশিক্ষিত, অস্ত্রসস্ত্রে অর্ধসজ্জিত কিন্ত অগণিত সংখ্যক দেশপ্রাণ সৈন্য বস্টন-এ গেজ এবং তাঁর সৈন্যদলকে ফিরে ফেলল কয়েক সপ্তাহের মধ্যেই সমগ্র দেশে রাজার সমস্ত শাসনব্যবস্থাকে ক্ষমতাচ্যু করা হ'ল। ১০ই মে ফিলাডেলফিয়ায় প্রকাশ্যভাবে বিদ্রোহী দল হিসাবে এ অধিবেশনে দ্বিতীয় মহাদেশীয় কংগ্রেস (যদিও এটি রাজার কাছে একটি শে আপসসূচক আবেদন পাঠিয়েছিল) বস্টন-এর সৈন্যদলকে "আমেরিকা মহা দেশীয় সৈন্যদল" হিসাবে প্রচার করেছিল এবং জর্জ ওয়াশিংটনকে সেনাপতি নির্বাচিত করেছিল। ক্যানাডার দিকে প্রধান পথে টিকনডারোগাতে যে দুর্গটি ছিল গ্রিন মাউণ্টেন বয়েজ দলের দলপতি এথান এ্যালেন অসাধারণ বীরত্ব দেখিয়ে সেটি অধিকার করলেন। চারপাশ থেকে আমেরিকার সৈন্যদল বস্টন-এর কাছে যখ চেপে আসতে লাগল, তখন গেজ বুঝতে পারলেন যে দক্ষিণে ডরচেস্টার হাইড এবং উত্তরে চার্লসটাউন-এর পিছনের পাহাড়গুলি থেকে তাঁর অবস্থা বিপন্ন হ'তে পারে। যখন ১৬ই ও ১৭ই জুন দেশপ্রেমিকরা উত্তরের স্থানটি অধিকার করবা চেষ্টা করল, তখন প্রধান যুদ্ধগুলির অন্যতম, বাঙ্কার হিল-এর যুদ্ধ আসন্ন হয়ে উঠল।

সাতাশি বছর পরে বুল রানের মতোই, তৎকালীন ফলাফলের অনুপাতে বাঙ্কার হিলের গুরুত্ব অনেক বেশী ছিল। সাড়ে তিন হাজার আমেরিকান রাতারাতি বাঙ্কার হিল এবং ব্রির্ডস হিল-এর উপর, শেষোক্ত স্থানে সুরক্ষিতভাবে, নিজেদে স্থাপিত করেছিল। ভোরবেলায় তাদের গতিবিধি চোখে পড়ল। গেজ অবিলম্বে এক মন্ত্রণাসভা ডাকলেন এবং যদিও তিনি আমেরিকানদের পিছনে যোগাযোগে পথ ছিন্ন করতে পারতেন, তিনি তাদের সামনাসামনি আক্রমণ করাই স্থির করলেন এই দুঃসাহসিকতার অনুপ্রেরণা এসেছিল বোধহয় সম্মুখযুদ্ধের জন্য ব্রিটি

ধৈর্যহীনতা থেকেই। আমেরিকানদের ঘাঁটির সামনেই সৈন্যদের নামান হয়েছিল এবং তাদের শ্রেণীবদ্ধ করা হয়েছিল; অসহ্য গরমের দিনে বেলা তিনটের সময় আক্রমণের আদেশ দেওয়া হয়েছিল। সৈনিকদের পরনে ছিল সম্পূর্ণ সামরিক পরিচ্ছদ, পিঠে ছিল বোঝা, সঙ্গে তিন দিনের আহার্যগুলি ও বন্দুক, প্রত্যেকের সঙ্গে প্রায় একশ' পঁচিশ পাউন্ড ওজনের ভার; তারা ধীরে ধীরে কিন্তু সু-নিয়ন্ত্রিত ভাবে অগ্রসর হ'তে লাগল। যখন তারা পরিখা থেকে চল্লিশ গজ দূরে হাজির হ'ল তখন আমেরিকানরা, তাদের কোমরের দিকে লক্ষ্য ক'রে প্রচণ্ড-ভাবে গুলি বর্ষণ করল। ব্রিটিশরা পিছিয়ে গেল, পুনরায় দলবদ্ধ হ'ল এবং তারপর ফিরে এসে পরিখা থেকে বিশ গজ দূরে আবার মারাত্মক গুলি বর্ষণের সম্মুখীন হ'ল; তারা আবার পিছিয়ে গেল, আবার ফিরে এল এবং দু'ঝাঁক গুলি ছোড়ার পর আমেরিকানদের গুলি ফুরিয়ে গেলে সমগ্র পরিখার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। অসাধারণ বীরত্ব, সন্দেহ নেই, কিন্তু এর কোনো প্রয়োজন ছিল না। চার্লসটাউন নেক-এ নৌ-বহরের দ্বারা সুরক্ষিত অনুরূপ একটি সৈন্যদল রাখলেই আমেরিকানদের সরবরাহ বন্ধ হয়ে যেত এবং অভুক্ত আমেরিকানরা অনতিবিলম্বেই আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য হ'ত। এই যুদ্ধে ব্রিটিশ হতাহতের সংখ্যা ছিল ১০৫৪, আমেরিকানদের মোটে ৪৪১।

এই যুদ্ধ আমেরিকানদের কাছে প্রমাণ করল যে উপযুক্ত ব্যবস্থা এবং যুদ্ধোপকরণ ছাড়াই তারা ইউরোপের সু-শিক্ষিত সৈন্যদের প্রতিহত করতে পারে; এতে তাদের আত্মবিশ্বাস প্রচুরভাবে বেড়ে গেল। ব্রিটিশ সেনাপতি হাউই এই নরহত্যায় এতদূর বিচলিত হয়েছিলেন যে তিনি এ-যুদ্ধটিকে কখনই ভুলতে পারেননি। হৃতগৌরব গেজকে ইংল্যাণ্ডে ফেরৎ পাঠিয়ে দিয়ে তিনি যখন তাঁর স্থান নিজে অধিকার করলেন, আমেরিকানদের সঙ্গে যুদ্ধ আরম্ভ করতে তিনি এমন ভীরুতা দেখাতেন যে তার ফলেই ইংল্যান্ডকে এই যুদ্ধে পরাজয় স্বীকার করতে হয়েছিল।

আমেরিকানদের অসুবিধা। ছ'বছর ধ'রে যুদ্ধ চলল, প্রতিটি উপনিবেশে সংঘর্ষ ঘটেছিল, তার মধ্যে অন্তত এক ডজন গুরুত্বপূর্ণ সম্মুখযুদ্ধ। বহুবার স্বদেশভক্ত সৈন্যদল প্রায় সম্পূর্ণ ধ্বংসের সম্মুখীন হয়েছে। তাঁর অধীনস্থ এইসব মিশ্র এবং অশিক্ষিত দল নিয়ে একটি সত্যিকারের সেনাবাহিনী গ'ড়ে তোলা ওয়াশিংটনের পক্ষে কষ্টসাধ্য হয়ে পড়েছিল; সেগুলিকে একত্রিত রাখা ছিল কঠিন কাজ। ভিতরে ভিতরে রাজার প্রতি ভক্তি অনেকের মধ্যেই ছড়িয়ে পড়েছিল। বেশির ভাগ লোকের মনে ছিল যুদ্ধের ব্যাপারে ঔদাসীন্য। নিউ ইংল্যান্ড-এ, ভার্জিনিয়ায় এবং ক্যারো-

লাইনার কিছু কিছু অংশে লোকেরা প্রচন্ডভাবে যুধ্যমান মনোবৃত্তি দেখিয়েছিল। কিন্তু নিউ ইয়র্কে স্বদেশভক্তি এবং টোরি মনোবৃত্তি ছিল সমান সমান। পেনসিলভ্যানিয়ায় কোয়েকাররা যুদ্ধ করতে রাজী ছিল না এবং বেশির ভাগ জার্মানরা তাদের ক্ষেতখামার ছেড়ে যেতে অনিচ্ছুক ছিল; উত্তর ক্যারোলাইনার পার্বত্য অঞ্চলের লোকেরা সমতল অঞ্চলের লোকেদের ঘৃণা করত, তারা তাই বেরিয়ে এল রাজার পক্ষে যুদ্ধ করতে। ক্রিকদের আক্রমণের ভয়ে ত্রস্ত এবং রাজার কাছ থেকে বিশেষ অর্থসাহায্য পেয়ে কৃতজ্ঞ জর্জিয়া হাত গুটিয়ে রইল। মোটামুটি হিসাবে পঁচিশ হাজার আমেরিকান রাজার পক্ষে যুদ্ধ করবার জন্য অস্ত্র গ্রহণ করেছিল। এবং এরা যদি সু-নিয়ন্ত্রিত এবং সু-পরিচালিত হ'ত তাহলে যুদ্ধের ফলাফল হয়ত ভিন্ন ধরনের দাঁড়াত।

স্বদেশভক্ত সৈন্যদের ব্যবস্থা প্রথমদিকে ছিল শোচনীয়। ফ্রেডারিক দি গ্রেট-এর স্টাফ-অফিসার ব্যারন ফন স্টবেল যখন অবস্থার উন্নতি করবার জন্য স্বেচ্ছাসেবক ভাবে ১৭৭৮ খ্রীষ্টাব্দে আমেরিকায় এসে হাজির হলেন—শীঘ্রই তাঁকে ইন্সপেক্টার জেনারল-এর পদে উন্নীত করা হয়েছিল—তিনি দেখলেন এক একটি সেনাবাহিনীতে তিন থেকে তেইশটি ক'রে দল। অধিনায়কদের মান ছিল অতি নিম্ন স্তরের; কারণ কোনো কোনো উপনিবেশে কোনো বাক্যবীর ব্যক্তিত্বের জাল বিস্তার ক'রে কিছু লোককে সৈন্যদলে নাম লিখতে বাধ্য ক'রে তাদের অধিনায়ক হয়ে বসত, কিংবা কিছু মদ বা টাকা খরচ ক'রে আরও উচ্চতর পদ অধিকার করত। নিউ ইংল্যান্ডে এবং অন্যত্র গণতন্ত্র এনেছিল অবাধ্যতা; যে গ্রামবাসী বা চাষী ক্যাপ্টেনকে আগে প্রতিবেশী হিসাবে জানত, সেই ক্যাপ্টেনের আদেশ অনুযায়ী কাজ করতে সে চাইত না; তাই ওয়াশিংটন লিখেছিলেন যে ইয়াঙ্কিরা তাদের সেনানায়কদের "ঝাঁটার চেয়ে আর বেশীকিছু মনে করত না।" বহু সাধারণ সৈনিকই কোনো দৃঢ় দায়িত্ববোধ দ্বারা পরিচালিত হয়নি। তাদের ধারণা ছিল যে তারা সৈন্যদলে যোগ দিয়েছে শুধু নিজেদের সুবিধা অনুযায়ী সময়টুকুর জন্য। যখন শীত পড়ত, যখন তারা শুনতে পেত ফসল পেকেছে, অথচ কাটবার কেউ নেই, কিংবা যখন তাদের বাড়ির জন্য মন কেমন করত, তারা তখন শিবির থেকে স'রে পড়ত। ওয়াশিংটন কংগ্রেসকে অনুরোধ করলেন দীর্ঘদিনের সৈন্যদলে মত দেওয়াতে, ১৭৭৬-এর সেপ্টেম্বর মাসে তাঁকে সেই অনুমতি দেওয়া হ'ল। কিন্তু এতেও অসুবিধা দূর হ'ল না। তখন নিয়মতান্ত্রিকতাকে সুদৃঢ় করতে অপরাধীদের পাঁচশ' ঘা ক'রে বেত মারার ক্ষমতা সামরিক আদালতগুলিকে দেবার জন্য ওয়াশিংটন কংগ্রেসকে অনুরোধ করলেন।

বারংবার তাঁর সৈন্যদল প্রায় ছায়ার মতো মিলিয়ে গেছে। দেশপ্রেমিকরা

১৭৭৬-এর মার্চ মাসে বস্টন অধিকার করলে ওয়াশিংটন তাঁর সৈন্যদলকে নিউ ইয়র্ক-এ এনে দেখলেন যে তাতে কার্যক্ষম মাত্র আট হাজার লোক আছে। ব্রিটিশ বাহিনীতে তখন সবশুদ্ধ পঁয়ত্রিশ হাজার সৈন্য এবং হাউই যখন লঙ আইল্যান্ড-এ নামলেন তখন তাঁর সঙ্গে অন্তত বিশ হাজার শিক্ষিত সৈন্য। সুতরাং ফ্ল্যাট বুশ-এ দেশপ্রেমিক সৈন্যদলকে সম্পূর্ণ বিধ্বস্ত করতে তাঁর বেশী সময় লাগেনি। তাঁর সম্মুখীন হয়েছিল মাত্র সাড়ে পাঁচ হাজার সৈন্য এবং তিনি যদি একটু তৎপর হতেন তাহলে তাঁর ইচ্ছানুসারে তাদের সম্পূর্ণ পরাজিত করতে কিংবা বন্দী করতে সহজেই পারতেন; কিন্তু তিনি সুযোগের সদ্ব্যবহার করলেন না এবং কুয়াশার আবরণে ওয়াশিংটন ম্যানহ্যাটান দ্বীপে পালিয়ে গেলেন। তারপরে ম্যান-হ্যাটান এবং হোয়াইট প্লেনস-এ দেশহিতৈষীদের পরাজয় ঘটল; এবং যখন ওয়াশিংটন নিউ জার্সির ভিতর দিয়ে পশ্চাদপসরণ করছিলেন তখন তাঁর সৈন্যদলে আর কেউ ছিল না বললেই চলে। নিউ ইয়র্ক-এর এবং নিউ ইংল্যান্ড-এর সৈন্যরা ঝাঁকে ঝাঁকে দল ত্যাগ করল। তাঁর খাবার, মালপত্র এবং কামানগুলির বেশির ভাগ তিনি হারালেন। ডেলাওয়ার নদীর ধারে আসবার আগেই নিউ জার্সির এবং মেরীল্যান্ড-এর সৈন্যদল তাঁকে ত্যাগ করেছে। যখন তিনি শীতের আশ্রয় নিলেন তখন তাঁর সঙ্গে মাত্র তিন হাজার তিনশ' লোক, যাদের অর্ধেক সংখ্যার ধৈর্যশীলতার উপর কদাচিৎ আস্থা স্থাপন করা যায়। কেবল সেই শীতে তাঁর দুঃসাহসিকতা এবং অসাধারণ নৈপুণ্য, ট্রেনটন-এ এবং প্রিন্সটন-এ তাঁর সেই গৌরবময় অতর্কিত আক্রমণগুলি দেশকে রক্ষা করেছিল। যে ১৭৭৭ খ্রীষ্টাব্দকে টোরিরা নাম দিয়েছিল "তিন ফাঁসিকাঠের বছর," সেই বছরটি তিনি আরম্ভ করতে পারলেন এগার হাজার সৈন্য নিয়ে। সেই সংখ্যাই সঙ্গে ছিল যখন তিনি ১৭৭৭-এর ২৪শে আগস্ট ফিলাডেলফিয়ার মাঝখান দিয়ে অগ্রসর হয়েছিলেন, তৎকালীন এক লেখকের ভাষায়, তাঁর সেই "রুক্ষ, নোংরা, অর্ধনগ্ন সৈন্যদল" নিয়ে। হাউই ফিলাডেলফিয়ায় উপস্থিত হলেন বিশ হাজার সুশিক্ষিত সৈন্যদল নিয়ে এবং জার্মানটাউন-এ পরাজিত হয়ে ওয়াশিংটন ফোর্জ উপত্যকায় এলেন একটি কঠোরতম শীত কাটাবার জন্য।

দেশহিতৈষীরা আর একটা সাঙ্ঘাতিক সমস্যার সম্মুখীন হয়েছিল, যুদ্ধ ভাল-ভাবে চালাবার উপযুক্ত টাকা তাদের ছিল না। ঋণপত্র ছাড়বার উপায় তাদের ছিল না, নতুন কর ছিল প্রশ্নের অতীত। কোনো প্রতিনিধি শাসনব্যবস্থার নতুন কর চালাবার অধিকারও ছিল না; কংগ্রেসকে তেরটি রাষ্ট্রের কাছে আবেদন করতে হয়েছিল টাকার জন্য; এবং যেহেতু রাষ্ট্রগুলি ছিল স্বার্থপর, কৃপণ এবং অরাজক, তারা অনিচ্ছুকভাবে যৎসামান্য সাহায্য পাঠিয়েছিল। জাতীয় প্রয়োজনে ১৭৮৪

পর্যন্ত রাষ্ট্রগুলির কাছ থেকে যা আদায় হয়েছিল তার পরিমাণ ষাট লক্ষ ডলারের চেয়েও কম, অর্থাৎ মাথাপিছু দু'ডলারও নয়! ঋণ ক'রেও বিশেষ কিছু পাওয়া যায়নি—দেশ থেকে উঠেছিল এক কোটি বিশ লক্ষ ডলার, বাইরে থেকে (প্রধানতঃ ফ্রান্স, হল্যান্ড এবং স্পেনের কাছ থেকে) আশি লক্ষের কিছু কম। যুক্তরাষ্ট্রকে বিপ্লবের জন্য যুদ্ধ করতে হয়েছিল প্রধানতঃ কাগজের টাকার উপর নির্ভর ক'রে।

তুষারপাতের মতো দেশ ছেয়ে গিয়েছিল কাগজের টাকায়। সেগুলির দাম এত দ্রুত পড়তে আরম্ভ করেছিল যে যদিও তাদের লিখিত মূল্য ছিল চব্বিশ কোটি ডলার, সরকারী তহবিলে তাদের মুদ্রা-মূল্য ছিল তিন কোটি আশি লক্ষ ডলারেরও কম। ১৭৮১-র বসন্তকালে এই নোটগুলির মূল্য হয়েছিল প্রায় শূন্য, যার ফলে চুলকাটার দোকানের দেওয়ালগুলি সাজান হ'ত সেই নোট দিয়ে এবং আমুদে নাবিকরা তাদের জাহাজে মাইনে পাওয়া এইসব মূল্যহীন টাকার বাণ্ডিল নিয়ে এসে সেগুলি জোড়া দিয়ে পোশাক বানাত এবং সেইসব ছেঁড়াখোঁড়া পোশাক প'রে তারা রাস্তা দিয়ে ঘুরে বেড়াত। স্বভাবতঃই এই টাকাগুলি অনেক অন্যায়, অনেক অসন্তোষ ও অব্যবস্থার কারণ হয়ে উঠেছিল। তৎকালীন লেখক পেলাটিয়া ওয়েবস্টার লিখেছিলেন, "এইসব কাগজের টাকা আমাদের আইনের ন্যায়ের ভিত্তিকে নষ্ট ক'রে দিয়েছিল, সেগুলিকে অত্যাচারের উৎস ক'রে তুলেছিল, সাধারণ শাসন-ব্যবস্থার সুবিচারের ভিত্তিকে দূষিত করেছিল, এই ব্যবস্থার উপর যাদের আস্থা ছিল সেই হাজার হাজার লোকের সর্বনাশ সাধন করেছিল, দুর্বল ক'রে দিয়েছিল আমাদের শিল্প, বাণিজ্য এবং পশুপালন ব্যবস্থাকে এবং বহুলাংশে জনসাধারণের নৈতিক আদর্শকে নষ্ট করেছিল।"

উপনিবেশগুলির কংগ্রেসের প্রতি অবিশ্বাস এবং পরস্পরের প্রতি হিংসার জন্যও জাতীয় স্বার্থকে অনেক ক্ষতি স্বীকার করতে হয়েছে। একটি শক্তিশালী জাতীয় শাসনযন্ত্র স্থাপন করা প্রায় অসম্ভব ছিল। উপনিবেশগুলি কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রণের প্রবলভাবে বিপক্ষে ছিল এবং স্থানীয় শাসনে বিশ্বাসী ছিল। তাছাড়া স্বদেশপ্রেমের প্রথম উচ্ছ্বাস ক'মে যাওয়ার পর তাদের পরস্পরের প্রতি ভ্রাতৃত্বভাব প্রায় ছিল না বললেই চলে। ভার্জিনিয়ার লোকেরা ইয়াঙ্কিদের একদল নীচ, লোভী এবং অতিমাত্রায় গণতান্ত্রিক মতলববাজ ব'লে মনে করত এবং সংযতবাক ওয়াশিংটনও তাদের বিশ্রী ভাবভঙ্গির বিরুদ্ধে নিন্দা ক'রে লিখেছিলেন। ইয়াঙ্কিরা দক্ষিণীদের মনে করত দাম্ভিক এবং উন্নাসিক। প্রত্যেকটি উপনিবেশ এমনি স্বার্থপরভাবে বাস করেছিল যে যখন জন এ্যাডামস অশ্বারোহণ ক'রে মহাদেশীয় কংগ্রেসে হাজির হয়েছিলেন, তিনি নিউ ইয়র্ক এবং পেনসিলভ্যানিয়ার প্রধান নেতাদের নাম পর্যন্ত জানতেন না। নতজানু হয়ে কংগ্রেসকে সৈন্যদল এবং রাজ-

কোষের জন্য অর্থসাহায্য ভিক্ষা করতে হয়েছে, কিন্তু সে-প্রার্থনায় কেউ কর্ণপাত করেনি।

তাছাড়া আমেরিকানদের কোনো নৌবাহিনী ছিল না—যদিও জন পল জোন্স সমুদ্রে ব্রিটিশ এলাকায় কতকগুলি উল্লেখযোগ্য কীর্তিকলাপ করেছিলেন। ১৭৭৮ পর্যন্ত ব্রিটিশরা মহাসাগরীয় অঞ্চলে সম্পূর্ণ প্রভুত্ব করেছিল, তার পরে সে-প্রভুত্ব আংশিক হয়ে দাঁড়ায়। দেড় হাজার মাইল তটরেখা ধ'রে তারা যেখানে খুশি আক্রমণ করতে পারত। তাদের টাকা আর রসদ ছিল প্রচুর, তারা আনিয়েছিল প্রায় ত্রিশ হাজার ভাড়াটে জার্মান সৈন্য, এবং তাদের সেনানায়কদের ছিল উচ্চ সামরিক শিক্ষা। তারা যে প্রথমদিকে নিশ্চিন্তভাবে জয়লাভের আশা করছিল, তাতে আশ্চর্য হবার কিছু নেই।

আমেরিকানদের সুবিধা। কিন্তু এইসব বাধাবিঘ্ন সত্ত্বেও আমেরিকানদের অনেক সুবিধাও ছিল এবং শেষপর্যন্ত সেইগুলিই ভাগ্যের মোড় ফেরাল। প্রথম সুবিধা ছিল রণক্ষেত্রের। তারা যুদ্ধ করছিল তাদের নিজেদের দেশে, যেখানে বসতি খুব কম, যার বেশির ভাগ তখনও জঙ্গলসমাকীর্ণ, যেটি ব্রিটেন থেকে তিন হাজার মাইল দূরে অবস্থিত। দেওয়ালে পেরেক দিয়ে জেলি আটকাবার মতোই ব্রিটিশদের পক্ষে এই বিস্তৃত অঞ্চল দমন করা অসম্ভব ছিল। বিস্তীর্ণ মহাসাগর পার ক'রে সৈন্য ও রসদ নিয়ে আসা ব্যয়সাধ্য ও কঠিন কাজ ছিল; তাছাড়া লণ্ডন থেকে সমগ্র ব্রিটিশ বাহিনীর গতিবিধি নিয়ন্ত্রণ করাও অসম্ভব ছিল। আর একটা সুবিধা-জনক জিনিস ছিল, বহু সঙ্কটময় মুহূর্তে আমেরিকান সৈনিকরা যে অপূর্ব রণোন্মত্ততা দেখিয়েছে। এই যেসব চাষী সৈনিকরা সবে চাষবাস আর শিকার ছেড়ে এসেছিল, তারা ছিল আত্মকেন্দ্রিক এবং অনিয়ন্ত্রিত; বেশির ভাগ সময় তাদের নিয়ে বিব্রত থাকতে হ'লেও, বাকী সময়ে কখনো কখনো তারা জ্বলন্ত উৎসাহে যুদ্ধ করত। যে উত্তরের সৈন্যদল ১৭৭৭-এ অগ্রসর হয়ে বার্গোয়েনের অভিযানকারী সৈন্যদলকে ধ্বংস করেছিল, এবং যে দক্ষিণের সেনাদল ১৭৮০ থেকে ১৭৮১ পর্যন্ত পরাজয়ের পর পরাজয় সহ্য ক'রে গেছে, এবং সর্বশেষ জয়লাভ হবার পূর্ব পর্যন্ত বারংবার আক্রমণ করবার জন্য ফিরে এসেছে—তারা প্রমাণ করেছে যে দেশপ্রাণ চাষীর দলও অপরাজেয় হ'তে পারে। আর একটা সুবিধাজনক ব্যাপার হয়েছিল ১৭৭৮-এর পর ফ্রান্সের সঙ্গে বন্ধুতা। ফ্রান্স তখন ব্রিটেনের উপর প্রতিহিংসা নেবার জন্য ছটফট করছিল। ফ্রান্সের সহযোগিতার মাধ্যমে এসেছিল লোকবল, অর্থবল, উৎসাহ এবং শেষ চরম মুহূর্তে সমুদ্রতীরের উপর আধিপত্য। বার্গোয়েন, হাউই এবং ক্লিণ্টন ব্রিটিশ সৈন্য পরিচালনায় নির্বুদ্ধিতার পরিচয় দিয়েছিলেন, তাও

আমেরিকান দেশহিতৈষীদের পক্ষে কম সুবিধাজনক ছিল না। উল্ফ তখন মৃত এবং তখনও কোনো ওয়েলিংটনের অভ্যুদয় হয়নি।

আমেরিকানদের চরম সুবিধা ছিল—নেতৃত্বে। কারণ, আমেরিকানদের ছিল জর্জ ওয়াশিংটন। যদিও কংগ্রেস তাঁর ক্ষমতা ভাল ক'রে না জেনেই তাঁকে নির্বাচিত করেছিল, তিনি জাতীয় স্বার্থরক্ষার শ্রেষ্ঠ পরামর্শদাতা ও আশ্রয়স্থল হিসাবে নিজেকে প্রমাণিত করেছিলেন। সাময়িক ক্ষুদ্র সামরিক যুক্তি দিয়ে তাঁর হয়ত সমালোচনা করা যেতে পারে। তিনি এখনকার একটা ডিভিসনের চেয়ে বড় কোনো বাহিনী কখনও পরিচালনা করেননি, তিনি অনেকবার ভুল পন্থা অবলম্বন করেছিলেন, বারবার তাঁকে পরাজিত হ'তে হয়েছে। তবু তেতাল্লিশ বছর বয়েসে অধিনায়কত্ব গ্রহণ ক'রে, তিনি যুদ্ধের একমাত্র অবলম্বন হয়ে উঠলেন। ভার্জিনিয়ার এই জমিদার এবং সীমান্তের কর্নেল তাঁর অবিচলিত দেশপ্রেম, তাঁর ধীর বুদ্ধি এবং তাঁর শান্ত নৈতিক সাহসের জন্য দেশের আত্মাস্বরূপ হয়ে উঠলেন; কারণ সবচেয়ে তিমিরাচ্ছন্ন সময়েও তিনি তাঁর আভিজাত্য, ভাবভঙ্গির স্থৈর্য এবং সংকল্প ত্যাগ করেননি; কারণ তিনি জানতেন কি ক'রে সাহসের সঙ্গে সাবধানতা মেশাতে হয়; কারণ তাঁর নিষ্ঠা, উচ্চ মন ও উদারতা কখনও নষ্ট হয়নি এবং তাঁর ধৈর্য কখনও বিচলিত হয়নি। তিনি জানতেন আক্রমণের উপযুক্ত সময়ের জন্য কি ক'রে অপেক্ষা করতে হয়, এই ধীর বিচক্ষণতার জন্য তিনি 'ফেবিয়াস' উপাধি লাভ করেছিলেন।

কিন্তু তাঁর সহ্যের সীমা পেরিয়ে যায় এমনভাবে কেউ যদি তাঁকে রাগাত তাহলে তিনি যে হিংস্রভাবে ক্রুদ্ধ হয়ে উঠতে পারতেন তা মনমাউথ-এর যুদ্ধে অবিশ্বাসী চার্লস লী হাড়ে হাড়ে বুঝতে পেরেছিলেন; তবে সাধারণতঃ তাঁর দুর্জয় আত্মসংবরণের অভ্যাস ছিল, এত বেশী ছিল যে পরবর্তী যুগে যখন তিনি প্রেসিডেন্ট হয়েছেন তখন এক নৈশভোজ-সভায় যখন খবর এল যে ইন্ডিয়ানদের হাতে ওয়েন সম্পূর্ণভাবে পরাজিত হয়েছেন, তখনও তিনি তাঁর অতিথিদের সামনে বিন্দুমাত্র বিচলিত ভাব দেখাননি। সর্ববিষয়ে তীক্ষ্ণদৃষ্টিসম্পন্ন তিনি তাঁর সৈনিকদের প্রচুরভাবে খাটাতেন এবং তাদের মধ্যে কেউ অপরাধ করলে তাকে কঠিন শাস্তি দিতেন, তবু তাঁর ন্যায়পরায়ণতা এবং তাদের প্রতি তাঁর সহৃদয় প্রীতির জন্য তারা তাঁর একান্ত অনুগত ছিল। যেসব সৈনিকরা নিউ বার্গে মাহিনা না পেয়ে বিক্ষুব্ধ হয়েছিল, তাদের যখন তিনি ভাষণ দিলেন, "ভদ্রমহোদয়গণ, অনুগ্রহ ক'রে আমাকে আমার চশমা পরবার অনুমতি দিন, কারণ আমার দেশবাসীর সেবার কাজে আমি কেবল যে বৃদ্ধ হয়েছি তাই নয়, প্রায় অন্ধ হয়ে গেছি," তখন অনেকে অশ্রুসংবরণ করতে পারেনি। তিনি যে বিপ্লবের সময় তাঁর

কাজের জন্য তাঁর ব্যক্তিগত খরচ মাত্র নিতেন এবং সে-খরচের নির্ভুল হিসাব রাখতেন, এটা তাঁর চরিত্রের বৈশিষ্ট্য। যুদ্ধ শেষ হয়ে যাবার পর, সিনসিনেটাস-এর মতো তিনি ঠিক করেছিলেন যে তিনি পুরনো খামারে চ'লে যাবেন এবং সেটিকে আমেরিকার শ্রেষ্ঠ খামার তৈরি করবেন। তিনি লিখেছিলেন, "কৃষিতেই চিরদিন আমার জীবনের শ্রেষ্ঠ আনন্দ।" কিন্তু তিনি কর্তব্য সম্পাদনের কাজেই লেগে রইলেন। গণতন্ত্রের অন্য অনেক নেতার চেয়ে তাঁর চরিত্রে মানবিক আবেদন কম থাকলেও, তাঁর বিরাট ব্যক্তিত্ব, অবিচলিত উচ্চ আদর্শ এবং তাঁর মনের প্রসার ও জ্ঞানের জন্য তিনি সকলের মধ্যে শ্রেষ্ঠ আসন অধিকার ক'রে আছেন। গল্ডুইন স্মিথ ন্যায়সঙ্গত ভাবেই বলেছেন যে বিপ্লবযুগের তিনটি শ্রেষ্ঠ সম্পদ হচ্ছে "ওয়াশিংটনের চরিত্র, ফোর্জ উপত্যকায় তাঁর সৈন্যদলের ব্যবহার এবং উচ্চশ্রেণীর রাজভক্তদের আনুগত্য।"

স্বাধীনতা। কতকগুলি অন্যায়ের প্রতিকার এবং ইংরেজদের অধিকার রক্ষার প্রশ্ন নিয়ে যে-যুদ্ধ আরম্ভ হয়েছিল, তা সমধিক এক বৎসর কালের মধ্যেই স্বাধীনতা লাভের জন্য যুদ্ধে পরিণত হ'ল। এটা খুবই স্বাভাবিক ব্যাপার ছিল। প্রথমে কংগ্রেস রাজার প্রতি তার আনুগত্য আগ্রহের সঙ্গে প্রচার করেছিল। কিন্তু অজস্র রক্তপাত ও ধ্বংসকাজের জন্য তিক্ততা, তৃতীয় জর্জের অনমনীয় ভাবভঙ্গির জন্য ক্রোধ এবং আমেরিকানদের যে নিজেদের ভাগ্য নিয়ন্ত্রণ করবার অধিকার আছে এই ধারণা দুই দেশের সম্পর্ককে সম্পূর্ণ ছিন্ন ক'রে দিল। ১৭৭৬-এর গোড়ার দিকে ওয়াশিংটন একটি বিশেষভাবে তৈরী আমেরিকান পতাকা ওড়ালেন। ঠিক সেই সময়েই ইংল্যান্ড থেকে নবাগত চমকপ্রদ তরুণ প্রগতিবাদী টমাস পেন লিখিত 'কমনসেন্স' নামে পুস্তিকা জনচিত্তে প্রবল প্রভাব বিস্তার করল। তিনি যুক্তি দিয়ে প্রমাণ করলেন যে প্রতিকার একমাত্র স্বাধীনতা লাভে, সেটি পাওয়াতে যত বিলম্ব হবে, সেটি লাভ করাও তেমনি দুরূহ হয়ে উঠবে এবং এই স্বাধীনতার ভিতর দিয়েই আমেরিকায় যুক্তরাষ্ট্র সম্ভব হবে। জুন মাস এলে কংগ্রেসের বহু সদস্যই অধৈর্য হয়ে উঠলেন। রিচার্ড হেনরি লী নামে ভার্জিনিয়ার জনৈক প্রতিনিধি স্বাধীনতার প্রস্তাব তুললেন এবং জন এ্যাডামস তা সমর্থন করলেন। অনুলেখক টমাস জেফারসন সমেত পাঁচজনের এক কমিটি স্বাধীনতার ঘোষণাটি তৈরি করলেন, যেটি ১৭৭৬-এর ২রা জুলাই কংগ্রেস গ্রহণ করল এবং ৪ঠা জুলাই প্রচারিত করল।

যে-ব্যক্তিরা এই যুগান্তকারী দলিলটি তৈরি ক'রে গ্রহণ করেছিলেন, তাঁরা সেটির প্রচার ক'রেই সন্তুষ্ট থাকেননি। 'মানব-সমাজের মতামতের উপর সম্পূর্ণ

শ্রদ্ধা' রেখেই, যে-কারণগুলি তাঁদের এই 'সম্পর্ক'ছেদে বাধ্য করল' সেগুলি এবং তার সমর্থনে যুক্তি তারা প্রাঞ্জলভাবে দেখিয়ে দিয়েছিলেন। যে পঁচিশ-তিরিশটি কারণ দেখান হয়েছিল, এই গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তের সমর্থনেই মাত্র সেগুলি উপস্থাপিত করা হয়নি; সেগুলি তালিকাভুক্ত করা হয়েছিল একথা প্রমাণ করবার জন্য যে তৃতীয় জর্জের "মতলব ছিল তাদের সকলকে তাঁর সম্পূর্ণ স্বৈরাচারের অধীনে আনবার ।" এটা লক্ষণীয় ভাবে গুরুত্বপূর্ণ যে তাদের জাতীয় জীবনের প্রথম ঊষায় আমেরিকানরা দাঁড়িয়েছিল তাদের প্রচারিত মূলমন্ত্র এবং তার সমর্থনে যুক্তির উপর।

কি সেই প্রশাসনিক মূলমন্ত্রগুলি যেগুলির অমর প্রকাশ হয়েছিল সেই সময়ে? জেফারসন লিখেছিলেন, "এগুলির অন্তর্নিহিত সত্য স্বয়ংসিদ্ধ ব'লেই আমরা মনে করি।"

> যে, সকল ব্যক্তি জন্মগতভাবে সমান, যে, তাদের স্রষ্টা সকলকেই এমন কতকগুলি অধিকার দিয়েছেন যা কেড়ে নেওয়া যায় না, যে, সেই অধিকারের অন্তর্ভুক্ত হচ্ছে জীবন, ব্যক্তিগত স্বাধীনতা এবং সুখান্বেষণের অধিকার; যে, এই অধিকারগুলিকে নির্বিঘ্ন করবার জন্য লোকসমাজে শাসনব্যবস্থার প্রবর্তন হয়েছে, যে, শাসনব্যবস্থা তার ক্ষমতা লাভ করে শাসিতের অনুমতি থেকেই,—যে, যখনই কোনো শাসনব্যবস্থা এই উদ্দেশ্যগুলির পক্ষে বিপজ্জনক হয়ে ওঠে, জনসাধারণের অধিকার আছে সেটিকে পরিবর্তিত বা বাতিল ক'রে তার জায়গায় এমন এক নতুন শাসনব্যবস্থা স্থাপিত করবার যার ভিত্তি এমন ভাবে এই মূলমন্ত্রগুলির উপর প্রতিষ্ঠিত এবং যার ক্ষমতাগুলি এমন ভাবে সুনিয়ন্ত্রিত যাতে, তাদের মতে, তাদের নিরাপত্তা ও সুখ সম্পাদনে সেগুলি সম্পূর্ণভাবে কার্যকরী হবে।

এখানে আমরা যা পেলাম তা হচ্ছে গণতন্ত্রের মূল কথা, যা ইতিপূর্বে আর কোথাও এমন স্পষ্টভাবে ব্যক্ত করা হয়নি। এমন কতকগুলি জিনিস আছে—সেই কথাই আমেরিকানরা বলেছিলেন—যেগুলিতে কোনো বুদ্ধিমান ব্যক্তি সন্দেহ করতে পারে না—যেগুলি স্বয়ংসিদ্ধ সত্য। সেই সত্য হচ্ছে যে, সব লোক জন্মগতভাবে সমান—যে, সব লোক ঈশ্বরের কাছে সমান এবং আইনের কাছে সমান। একথা সত্য, যেমন জেফারসন লিখেছিলেন, যে আমেরিকায় অনেক অসাম্য ছিল ঃ ধনী-দরিদ্রে অসাম্য, নর-নারীতে অসাম্য, কালোয়-সাদায় অসাম্য। কিন্তু কোনো সমাজ কোনো আদর্শ অনুযায়ী বাস করতে না পারলেই সে-আদর্শ মিথ্যা হয়ে

যায় না, এবং সাম্যের এই মতবাদ প্রচারিত হওয়ার পর থেকে আমেরিকানদের চিন্তা-জগতে সেটি চিরকাল অনুপ্রেরণার উৎস হয়ে রইল।

এই ঘোষণায় আর একটি বড় সত্য যা প্রচারিত হয়েছিল তা হচ্ছে এই যে সমস্ত লোককে এমন কতকগুলি অধিকার দেওয়া হয়েছে যেগুলি কেড়ে নেওয়া যায় না—তাদের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত জীবন, ব্যক্তিগত স্বাধীনতা এবং সুখান্বেষণের অধিকার। এই অধিকারগুলি তারা কোনো সদয় শাসনব্যবস্থার কাছ থেকে পায়নি এবং সেগুলির অস্তিত্ব সেই শাসনব্যবস্থার খেয়ালখুশির উপর নির্ভর করে না। এই অধিকারগুলি নিয়েই সমস্ত লোক জন্মগ্রহণ করেছে এবং এগুলি তারা কোনোদিন হারাতে পারে না। এই মূল তত্ত্ব আমেরিকানদের এবং অন্যান্যদের চিন্তা-জগতে কার্যকরী হয়ে শাসনকর্তৃত্বের প্রতি তাদের মনোভাবকে পরিবর্তিত করেছিল; কারণ, ঘোষণাটি বুঝিয়ে দিয়েছিল যে, এইসব অধিকারগুলি রক্ষা করবার জন্যই প্রধানতঃ শাসনব্যবস্থাগুলি প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। এখানে আমরা পাই শাসনব্যবস্থার "চুক্তি" মতবাদ—যে মত অনুসারে লোকে প্রথমে বন্য অবস্থায় বাস করত, সেই অবস্থায় তারা সর্বদা বিপদের সম্মুখীন হ'ত এবং আত্মরক্ষার্থে তারা সকলে একত্রিত হয়ে শাসনব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত করেছিল ও শাসকদের এমন ক্ষমতা দিয়েছিল যাতে তারা জনসাধারণের জীবন, ব্যক্তিগত স্বাধীনতা এবং সম্পত্তি রক্ষা করতে পারে। সংক্ষেপে, লোকেরা শাসনব্যবস্থা তৈরি করেছিল কল্যাণসাধনের জন্য, অন্যায়ের জন্য নয়; তৈরি করেছিল তাদের রক্ষা করবার জন্য, তাদের ক্ষতি করবার জন্য নয়। এবং যে উদ্দেশ্য সাধনের জন্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, শাসনব্যবস্থা-গুলি যেদিন সেই উদ্দেশ্য সাধনে অসমর্থ হবে সেটি আর জনসাধারণের সহযোগিতা ও আনুগত্য দাবি করতে পারবে না।

লোকেরা যদি শাসনব্যবস্থা তৈরি করতে পারে তারা সেটিকে ভাঙ্গতেও পারে, কারণ তাদের অধিকার আছে মন্দ শাসনব্যবস্থাকে পরিবর্তিত করবার কিংবা সেটিকে বাতিল ক'রে দিয়ে নতুন শাসনব্যবস্থা স্থাপন করবার। শীঘ্রই তারা প্রমাণ ক'রে দিয়েছিল যে এটি কেবল মতবাদই নয় । বিপ্লব যখন চলছিল তখন যুদ্ধের নানা ঝঞ্ঝাটের মধ্যেই তারা এই মতবাদকে বাস্তবে রূপায়িত করবার চেষ্টা করছিল। বহু অধিবেশনে তারা মিলিত হয়ে আইনসঙ্গতভাবে পুরনো শাসনব্যবস্থাগুলিকে বাতিল করে দিয়ে তাদের জায়গায় নতুনতরগুলিকে প্রতিষ্ঠিত করেছিল; তারা তাদের সংবিধানগুলির অন্তর্ভুক্ত করেছিল জীবন, ব্যক্তিস্বাধীনতা এবং সুখ সম্পর্কে সুদৃঢ় প্রতিশ্রুতি। যে-ধারণাগুলি বহু শতাব্দী ধ'রে দার্শনিকদের সম্পত্তি ছিল, সেগুলিকে দর্শনের রাজ্য থেকে বার ক'রে এনে আইনের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছিল।

সৈন্য চলাচল এবং খণ্ডযুদ্ধ। সামরিক দিক থেকে যে খণ্ডযুদ্ধটি সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ এবং যেটি যুদ্ধের দিক পরিবর্তন করেছিল, সেটি সংঘটিত হয়েছিল স্যারাটোগায়। ১৭৭৭-এর গোড়ার দিকে তিন ফাঁসীকাঠের বছরে ব্রিটিশরা ক্যানাডায় প্রচুর সৈন্যসমাবেশ করেছিল, এবং নিউ ইয়র্কে হাউই-এর অধীনে একটি শক্তিশালী বাহিনী ছিল। এই সৈন্যগুলি যদি নিউ ইয়র্কে একত্রিত করা হ'ত, তাহলে রাজা যুদ্ধক্ষেত্রে দিতে পারতেন পঁয়ত্রিশ হাজার সুশিক্ষিত এবং সুসজ্জিত সৈন্য। যদি কোনো উদ্যমী ব্রিটিশ সেনানায়ক এদের নিয়ে নিউ জার্সিতে ওয়াশিংটনের আট হাজার সৈন্যের মহাদেশীয় ক্ষুদ্র দলকে ক্রমাগত আক্রমণ ক'রে যেতেন, ঠিক যেমন ভাবে ১৮৬৪-তে গ্র্যান্ট ভার্জিনিয়ায় লীকে ক্রমাগত আক্রমণ করেছিলেন, তাহলে এই বিপ্লব-প্রচেষ্টা অতি অবশ্যই সম্পূর্ণভাবে বিচূর্ণ হয়ে যেত। তাঁকে ধ্বংস করবার জন্য সৈন্যদলগুলির এই একত্রীকরণকেই ওয়াশিংটন সবচেয়ে ভয় করছিলেন। বার্গোয়েন তখন ছুটিতে দেশে গেছেন, তাঁরই কুপরামর্শে লণ্ডনের কর্তৃপক্ষ সৈন্যদলগুলিকে আলাদা রাখাই স্থির করেছিলেন। কথা ছিল যে বার্গোয়েন-এর অধীনে একটি বাহিনী ক্যানাডা থেকে হাডসন নদীপথে এ্যালবানির দিকে দক্ষিণমুখে আসবে, নিউ ইয়র্ক-এ হাউই-এর বাহিনী এ্যালবানির দিকে আসবে হাডসন নদীপথে উত্তরাভিমুখে। রাজা এই পরিকল্পনা অনুমোদন করলেন। এই এককালীন অভিযানের উত্তরাঞ্চলীয় অংশটি শুরু করবার জন্য ক্যানাডার কর্তৃপক্ষের নিকট লণ্ডন থেকে সম্পূর্ণ নির্দেশ এল। কিন্তু হাউই-এর কাছে কোনো নির্দেশই এল না এবং তিনি এ্যালবানির বদলে ফিলাডেলফিয়ার দিকে যাত্রা করলেন!

বার্গোয়েন পরিকল্পনার দোষ ছিল এই যে সেটি ব্রিটিশ সৈন্যদলগুলির অমোঘ একত্রীকরণ হ'তে দেয়নি। আর একটি দোষ ছিল এই যে উত্তরের বাহিনী আমেরিকার সীমারেখা অতিক্রম করার পর থেকেই সেটি তার প্রাথমিক শিবির থেকে অত্যন্ত বেশী দূরে চ'লে গিয়েছিল। বার্গোয়েন যখন নিউ ইয়র্ক-এর উত্তরাংশে এডওয়ার্ড দুর্গে পৌঁছলেন, তখন তিনি মন্ট্রিল থেকে একশ' পঁচাশি মাইল দূরে এবং সম্মুখদিকে তাঁর প্রতিটি পদক্ষেপে রসদ সরবরাহের পথ ক্রমে আরও বেশী দুস্তর ও দুর্গম হয়ে উঠছিল। তাঁকে আশেপাশের স্থান থেকে রসদ সংগ্রহের চেষ্টা করতে হচ্ছিল। এখন যে-অঞ্চলটিকে ভারমণ্ট বলা হয় তারই দক্ষিণাংশে বেনিংটনে প্রচুর পাঁউরুটি আর ছাগল, ভেড়া প্রভৃতি ছিল, সেগুলিকে রক্ষা করছিল মাত্র অল্পসংখ্যক সৈন্য। সেগুলিকে অধিকার করতে এবং যে-জেলাটি সম্বন্ধে তিনি লিখেছিলেন "সমগ্র মহাদেশের সবচেয়ে তৎপর এবং সবচেয়ে বিদ্রোহী জাতিতে পরিপূর্ণ, এবং যেটি আমার বামপার্শ্বে একটি আসন্ন ঝড়ের মতো রয়েছে," সেই বেনিংটনকে আক্রমণ করবার জন্য তিনি জার্মান সমেত তেরশ' সৈন্য পাঠিয়ে দিলেন।

ক্যানাডা
কুইবেক
সেণ্ট লরেন্স নদী
মন্ট্রিল
সেণ্ট জন্স
শ্যামপ্লেন হ্রদ
ক্রাউন পয়েণ্ট
ভারমণ্ট
নিউ হ্যাম্পশায়ার
অণ্টারিয়ো হ্রদ
বেনিংটন
ম্যাসাচ্যুসেটস
বস্টন
নিউ ইয়র্ক
ঈরি হ্রদ
নিউবার্গ
কনেটিকাট
ওয়েস্ট পয়েণ্ট
নিউ হ্যাভেন
পেনসিলভ্যানিয়া
প্রিন্সটন
লঙ আইল্যাণ্ড
নিউ ইয়র্ক
পিটসবার্গ
ট্রেণ্টন
মনমাউথ
১৭৭৬
ফোর্জ উপত্যকা
ফিলাডেলফিয়া
ব্র্যাণ্ডিওয়াইন
ওহায়ো নদী
মেরিল্যাণ্ড
ডেলাওয়ার
জর্জ রজার্স ক্লার্কের কাসকাসকিয়া
ও ভাসেনে অভিমুখে যাত্রাপথ
(১৭৭৮-৭৯)
১৭৭৭
ভার্জিনিয়া
গিলফোর্ড
উত্তর ক্যারোলাইনা
কিংস মাউণ্টেন
কাওপেন্স
দক্ষিণ ক্যারোলাইনা
১৬ ফুট
উইলমিংটন
সাভানা নদী
চার্লসটন
সাভানা
আমেরিকান বিপ্লব
ওয়াশিংটন ১৭৭৬-৭৭
বার্গোয়েন
সেণ্ট লেজার ১৭৭৭
হাউই ১৭৭৬-৭৭
কর্নওয়ালিস ১৭৭৮-৮১
ওয়াশিংটন ১৭৮১

তারা যেন একটা বোলতার ঝাঁকের মতো এসে হাজির হ'ল। নিউ ইংল্যান্ড-এর দু'হাজার জোতদার সৈনিক ফরাসী যুদ্ধের অভিজ্ঞ নায়ক জন স্টার্ক-এর অধীনে তাদের সম্পূর্ণভাবে পরাজিত করল।

ইতিমধ্যে একটি ক্রমবর্ধমান আমেরিকান সৈন্যদল হাডসন নদীর উত্তরাংশে বার্গোয়েন-এর প্রধান বাহিনীর সম্মুখীন হ'ল। যখন ১৭৭৭-এর ১৯শে সেপ্টেম্বর ফ্রিম্যান্স ফার্ম-এ দু'টি বাহিনী পরস্পরের সম্মুখীন হ'ল, আমেরিকানদের ছিল ন'হাজার সৈন্য, ব্রিটিশদের ছ'হাজার। পরবর্তী কতকগুলি যুদ্ধে বার্গোয়েন-এর দুর্গতি প্রায় চরমে উপস্থিত হ'ল; তিনি শীঘ্রই কর্দমাক্ত বনপথে অবসন্ন অবস্থায় বহু সৈন্যক্ষয়ের সহিত হারতে হারতে চললেন, এদিকে আমেরিকান বাহিনীর সংখ্যা দাঁড়াল বিশ হাজার। ১৭ই অক্টোবর সর্বদিকে বেষ্টিত হয়ে, বার্গোয়েন-এর সৈন্যদল আত্মসমর্পণ করল। শিবির থেকে দু'শ' মাইল দূরে যে বন্য অঞ্চলে অগণিত শত্রুসৈন্য ঘুরে বেড়াচ্ছে সেখানে একটি বাহিনী নিয়ে যাওয়া যে ঘোর মূর্খতা, নিজের কাজ দিয়ে তিনি সেটিই প্রমাণ করেছিলেন।

বার্গোয়েন-এর পরাজয়ের ফলাফল হয়েছিল সুদূরপ্রসারী। একটি আঘাতে আমেরিকায় রাজার সৈন্যদলের সিকি অংশ শেষ হয়ে গিয়েছিল। হাডসন নদীটি সম্পূর্ণভাবে আমেরিকানদের আয়ত্তে এসেছিল। দেশপ্রেমিকদের মনে আশার আলো জ্বলে উঠেছিল। আমেরিকানদের সাহায্য পাঠাবার জন্য প্যারিস-এ বেঞ্জামিন ফ্র্যাঙ্কলিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী ভার্গেনকে ক্রমাগত অনুরোধ করছিলেন। যখন খবর এসেছিল যে হাউই ফিলাডেলফিয়ায় হাজির হয়েছেন এবং বার্গোয়েন টিকন-ডারোগা অধিকার করেছেন, তখন ফরাসী উৎসাহ ঠান্ডা হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু যখন স্যারাটোগার খবর এল, তখন আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে ফরাসীরাজকে সে-খবর দিতে গিয়ে ফ্র্যাংকলিন-এর বন্ধু বোমারসে অতিব্যস্ততার জন্য প'ড়ে গিয়ে হাতে আঘাত পেল। ১৭৭৮-এর ৬ই ফেব্রুয়ারী ফ্রান্স এবং যুক্তরাষ্ট্র পরস্পরকে সাহায্য করবার এক চুক্তিপত্রে স্বাক্ষর করল; এটি হ'ল এই যুদ্ধের একটি নতুন দিক-পরিবর্তন। ইতিমধ্যেই যেকোনো ভাবে কাজ করবার জন্য মহাবীর লাফায়েৎ যুক্তরাষ্ট্রে এসেছিলেন নিজের খরচে এবং কংগ্রেস তাঁকে মেজর জেনারল ক'রে দিয়েছিল। ইতিমধ্যে ফ্রান্স এবং স্পেনের রাজারা গোপনে অনেক টাকা ধার দিয়েছিলেন, যা দিয়ে প্রচুর অস্ত্রশস্ত্র এবং গোলাবারুদ কেনা হয়েছিল। এখন ফরাসীরা ঠিক করল ওয়াশিংটনকে সাহায্য করবার জন্য তারা রোসাম্বোর অধীনে ছ'হাজার সুশিক্ষিত সৈন্য পাঠিয়ে দেবে। তাছাড়া ফরাসী নৌবাহিনীর গতি-বিধিতে ব্রিটিশদের পক্ষে তাদের সৈন্যদের জন্য রসদ পাঠান দুরূহ হয়ে পড়ল।

উত্তরকে পরাজিত করতে অসমর্থ হয়ে, ব্রিটিশরা এবার দক্ষিণের দিকে

মনোযোগ দিল। তাদের মতলব ছিল দুর্বল জর্জিয়া প্রদেশটিকে অধিকার ক'রে পথে রাজভক্তদের সাহায্য পেতে পেতে অপ্রতিহত ভাবে উত্তরদিকে এগিয়ে যাওয়া। ১৭৭৮-এর শেষের দিকে তারা সাভানা অধিকার করল এবং ১৭৭৯-তে জর্জিয়া এবং দক্ষিণ কারোলাইনার ভিতরের অংশগুলি অধিকার করল। এই অবস্থার সম্মুখীন হবার জন্য আমেরিকানরা জেনারল বেঞ্জামিন লিংকনকে পাঠিয়ে দিল। কিন্তু তিনি চার্লসটন-এ নিজেকে অবরুদ্ধ হ'তে দিলেন এবং ১৭৮০-র মে মাসে ব্রিটিশরা তাঁকে, তাঁর পাঁচ হাজার লোককে এবং দক্ষিণের এই প্রধান বন্দরটিকে অধিকার ক'রে নিল। এটিই ছিল বিপ্লবের সবচেয়ে বড় পরাজয়। সমগ্র দক্ষিণ কারোলাইনা অনতিবিলম্বেই অধিকৃত হ'ল। আরেকজন আমেরিকান সেনানায়ক, 'স্যারাটোগার বীর' হোরেসিও গেটস-কে ব্রিটিশদের এই অগ্রগমনে বাধা দেবার জন্য দক্ষিণে পাঠান হ'ল। ১৭৮০-র ১৬ই আগস্ট ক্যামডেন-এ অর্ধেক অশিক্ষিত লোক সমেত তাঁর তিন হাজার সৈন্যের ছোট দলটি লর্ড কর্ণওয়ালিসের দ্বারা সম্পূর্ণভাবে বিধ্বস্ত হ'ল। হতাহত এবং বন্দীর সংখ্যা হ'ল দু'হাজার। আর পলায়মান গেটস ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটতে ছুটতে দু'শ' মাইলের আগে আর থামলেন না।

কিন্তু কিংস মাউন্টেন-এ ইতিমধ্যে পশ্চিম কারোলাইনা থেকে এক হাজার রাজ-ভক্ত সৈন্য বেশী সংখ্যক স্বদেশপ্রেমিক সৈন্যের হাতে পরাজিত হয়েছিল। তৃতীয় আমেরিকান সেনানায়ক ন্যাথানিয়াল গ্রীন, যিনি তাঁর পূর্ববর্তীদের চেয়ে দক্ষতর ছিলেন, তিনি এসে দক্ষিণের রঙ্গমঞ্চে অবতীর্ণ হলেন; তিনিও পরাজিত হলেন—১৭৮১-র গোড়ার দিকে গিলফোর্ড কোর্টহাউসে, কিন্তু তিনি দ্রুত দীর্ঘ পথে সৈন্য পরিচালনায় অদ্ভুত কৃতিত্ব দেখিয়েছিলেন। যদিও ন' মাসে তিনি চারটি বড় যুদ্ধে পরাজিত হয়েছিলেন, তিনি ব্রিটিশ সৈন্যদের সম্পূর্ণরূপে ক্লান্ত ক'রে তুলেছিলেন, এবং তাঁর আক্রমণের ভয়ে এবং অধিবাসীদের শত্রুতায় পশ্চাদপসরণ ক'রে চার্লসটন এবং সাভানায় তারা ফিরে যেতে বাধ্য হয়েছিল। ওয়াশিংটন-এর মতোই গ্রীন, খণ্ড-যুদ্ধে হেরেও, যুদ্ধ জয় করেছিলেন।

যখন গ্রীন সুদূর দক্ষিণাঞ্চল শত্রুমুক্ত করছিলেন, আর একটি ব্রিটিশবাহিনী ধ্বংসের সম্মুখীন হচ্ছিল। বসন্তের শেষদিকে কর্ণওয়ালিস কেপ ফিয়ার অঞ্চল ত্যাগ ক'রে ভার্জিনিয়ায় বিশ্বাসঘাতক বেনেডিক্ট আর্নল্ড-এর সৈন্যদলের সঙ্গে যোগ দেবার জন্য উত্তরাভিমুখে যাচ্ছিলেন। লাফায়েতের অধীনে একটি আমে-রিকান দলকে অনুসরণ করবার ব্যর্থ চেষ্টার পর তিনি ইয়র্ক নদীর মোহানায় ইয়র্ক টাউন-এ ফিরে এলেন এবং সেটিকে সুরক্ষিত করলেন। এই সময়ে নিউ ইয়র্ক-এর কাছে ওয়াশিংটন-এর অধীনে ছিল ছ'হাজার সৈন্য এবং রোড আইল্যান্ড-এর নিউ

পোর্ট-এ রোসাম্বোর অধীনে পাঁচ হাজার, কর্ণওয়ালিস যখন সমুদ্রতীরে পেঁছলেন তখন খবর এল যে ওয়েস্ট ইণ্ডিজ-এর ফরাসী নৌ-সেনাধ্যক্ষ দ্য গ্রাস সাহায্য করতে পারেন। ওয়াশিংটন তাঁর সুযোগ দেখতে পেলেন এবং অপূর্ব ক্ষিপ্রতায় তা গ্রহণ করলেন। অদ্ভুত দ্রুতভাবে সৈন্য পরিচালনা ক'রে তিনি আমেরিকান এবং ফরাসী ষোল হাজার সৈন্যের একটি মিলিত দলকে ইয়র্ক টাউন-এর সামনে হাজির করলেন। কর্ণওয়ালিসের আট হাজার সৈন্যের দ্য গ্রাস-এর রণতরীর সাহায্যে সমুদ্রপথে পলায়নের পথ রুদ্ধ হ'ল। তাঁর বহিরাঞ্চলীয় প্রতিরোধ-ঘাঁটিগুলি অধিকৃত হ'ল; ভিতরের ঘাঁটিগুলি আমেরিকানদের কামানের গোলায় বিচূর্ণ হয়ে গেল। ১৯শে অক্টোবর, ওয়াশিংটন-এর কাছে তিনি তরোয়াল পাঠিয়ে দিলেন। ওয়াশিংটন জেনারল লিঙ্কন-কে আদেশ করলেন সেটি গ্রহণ করতে। ব্রিটিশ সৈন্যরা তাদের বন্দুকগুলি স্তূপাকার ক'রে রাখল এবং তাদের ব্যাণ্ডে বাজতে লাগল 'পৃথিবী উল্টে গেছে।'

যুদ্ধ তখন আসলে শেষ হয়ে গেছে, কিছুদিন ধ'রে রাজা জর্জ গোঁয়ার্তুমি ক'রে পরাজয় স্বীকার করতে অস্বীকার করলেন। কিন্তু ১৭৮২-তে দক্ষিণের বন্দরগুলি সবই পরিত্যক্ত হ'ল এবং একমাত্র নিউ ইয়র্ক-এ, সৈন্যদল বিউগল বাজালে যতদূর শব্দ যায়, সেই অঞ্চলের বাইরে আর কোনো স্থানেই রাজার সৈন্যদলের অধিকার রইল না।

সন্ধি-চুক্তি। যে সন্ধিপত্রের দ্বারা ১৭৮৩-তে যুদ্ধ শেষ হ'ল, তাতে গ্রেট ব্রিটেনের সর্তগুলি হ'ল উদার। তবে সরকার ইচ্ছা করলে সীমান্ত সম্পর্কে বেশ দর কষাকষি করতে পারত। ঠিক তার আগেই ওয়েস্ট ইণ্ডিজে রডনির অধীনে ব্রিটিশ নৌ-বাহিনী ফরাসীদের বিরুদ্ধে সম্পূর্ণরূপে জয়লাভ করেছে; তাছাড়া নিউ ইয়র্ক থেকে ব্রিটিশ সৈন্যদের সরান খুব সহজ ছিল না। একথা সত্য যে জর্জ রজার্স ক্লার্কের অধীনে বন্ধুকধারীরা ওহায়ো নদীর উত্তরে বন্য অঞ্চলে ঢুকে, এখন যে-স্থানগুলিকে ইণ্ডিয়ানা, ইলিনয় ও মিশিগান বলা হয়, সেইসব স্থানের ব্রিটিশ ঘাঁটিগুলি অধিকার করেছিল। বেঞ্জামিন ফ্র্যাঙ্কলিন, জন এ্যাডামস এবং জন জে প্রভৃতি আমেরিকান প্রতিনিধিদের সঙ্গে ব্রিটিশ মন্ত্রী সেলবার্ন সন্ধির কথাবার্তায় এইসব জয়লাভের সুযোগ নেবার চেষ্টা করতে পারতেন। তার পরিবর্তে তিনি এ্যালেঘেনি পর্বতমালা ও মিসিসিপি নদীর অন্তর্বর্তী সমস্ত প্রদেশ এই নতুন সাধারণতন্ত্রকে দান করলেন; সেগুলির উত্তরের সীমারেখা হ'ল ঠিক আজকের দিনের মতোই। তাছাড়া তিনি ফ্লোরিডা দিয়ে দিলেন স্পেনকে এবং আমেরিকানদের অধিকার দিলেন ক্যানাডার সমুদ্রকূলে মাছ ধরবার।

এই বদান্যতা ভাল ভাবেই ফলদান করল। যদি ব্রিটিশরা উত্তর-পশ্চিম অঞ্চলের বেশির ভাগ অংশ হাতে রাখবার চেষ্টা করত, তাহলে আমেরিকানদের সঙ্গে যে মন-কষাকষি চলছিল, তা গুরুত্বপূর্ণ ও স্থায়ী হয়ে যেত। সাধারণতন্ত্রের স্বাভাবিক গতি ছিল পশ্চিমাভিমুখে এবং তার ক্রমবর্ধমান উদ্যম এমন ভাবে নিযুক্ত হচ্ছিল যাতে পরে ফরাসীরা লুইজিয়ানা এবং মেক্সিকানরা রিয়ো গ্র্যান্ডের উত্তরের অঞ্চল ছেড়ে দিতে বাধ্য হয়েছিল—কিন্তু তা, বিশেষ ক'রে ১৮১৫-র পর, ব্রিটিশ সাম্রাজ্যকে বিশেষ উদ্বিগ্ন করেনি। আসলে ক্যানাডা ও যুক্তরাষ্ট্র পাশাপাশি প্রশান্ত মহাসাগর পর্যন্ত বিস্তৃতি লাভ করেছিল এবং সাম্প্রতিক কালে ঘনিষ্ঠ বন্ধু ও সহযোগী হিসাবে এই দুই দেশ মহাদেশটির বেশির ভাগ অঞ্চলের উপর আধিপত্য বিস্তার ক'রে আছে।

গণতন্ত্রের ক্রমবিকাশ। বহির্দেশগুলির সঙ্গে সম্পর্কে আমেরিকা একটি চিরস্মরণীয় বিপ্লব সংগঠিত করেছিল। কিন্তু দেশের অভ্যন্তরেও একটি সমান গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন ঘটেছিল। ব্রিটিশদের সঙ্গে সম্পর্কচ্ছেদের মতোই এইসব বছরগুলিতে আমেরিকার সমাজ-জীবনেও গভীর পরিবর্তন এসেছিল।

ইংল্যান্ড থেকে বিচ্ছিন্ন হবার ফলে অবশ্য অবিলম্বে রাজনৈতিক গণতন্ত্রের দিক থেকে লাভ হয়েছিল। গভার্নরেরা এখন রাজার দ্বারা মনোনীত না হয়ে জনসাধারণের দ্বারা নির্বাচিত হ'তে লাগলেন; আইনসভার উচ্চ অংশটির সদস্যরা মনোনীত হওয়ার বদলে নির্বাচিত হ'তে লাগলেন এবং জনসাধারণের প্রয়োজনীয় আইনগুলি এখন রাজার ভেটো প্রয়োগ থেকে নিরাপদ হ'ল। কিন্তু সমানভাবে গুরুত্বপূর্ণ ছিল সেইসব আভ্যন্তরীণ সংস্কারগুলি যেগুলির দ্বারা ভোটাধিকার বিস্তৃতি লাভ করেছিল এবং প্রতিনিধিত্ব হয়েছিল আরও ন্যায়সংগত। ১৭৭৫-৭৬-এ পেনসিলভ্যানিয়ায় দুটি গণতান্ত্রিক পথ নির্বাচনের জন্য প্রবল দাবি উপস্থিত হয়েছিল: একটি হ'ল বহুদিন অবহেলিত পশ্চিমাঞ্চলের আইনসভায় জনসংখ্যাভিত্তিক প্রতিনিধিত্ব লাভ, এবং অপরটি হ'ল এতদিন যে সম্পত্তির মালিকানা ও নাগরিকত্ব লাভের ভিত্তির জন্য ভোটাধিকার মাত্র কয়েকজন অনুগৃহীত ব্যক্তির মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল, তার বিলোপ সাধন। এই দুটি পরিবর্তন সম্পূর্ণরূপে সঙ্ঘটিত হয়েছিল। ১৭৭৬-এর মার্চ মাসে আইনসভা সতের জন অতিরিক্ত সদস্যকে গ্রহণ করল। তাঁদের মধ্যে বেশির ভাগই এসেছিলেন পশ্চিমাঞ্চল থেকে, তাছাড়া ভোটাধিকার এমন ভাবে বিস্তৃত করা হয়েছিল যাতে যেসব প্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তি ট্যাক্স দিত শীঘ্রই তারা ভোট দেবার অধিকার লাভ করল। ভার্জিনিয়ার মতো কয়েকটি রাষ্ট্রে পূর্বে সুপ্রতিষ্ঠিত লোকেরা আইনসভায় অন্যায়ভাবে আধিপত্য

লাভ ক'রে ছিল এবং ম্যাসাচুসেটসের মতো অপর কতকগুলি রাষ্ট্রে ভোটের অধিকার লাভের জন্য সম্পত্তি থাকা অত্যাবশ্যক ছিল। কিন্তু পেনসিলভ্যানিয়া, ডেলাওয়ার, উত্তর কারোলাইনা, জর্জিয়া এবং ভারমন্ট-এ ভোটাধিকার সকলের কাছেই অবারিত হয়েছিল, যাতে অনতিবিলম্বে "বনের যেকোনো দ্বিপদ", কোনো প্রাচীনপন্থী ব্যক্তি ঘৃণার সঙ্গে যেমন বলেছিলেন, ভোট দিতে পারত।

রাজভক্তদের ছত্রভঙ্গ হওয়াও গণতন্ত্রের প্রসারে সহায় হয়েছিল। ডরোথি হাচিসন যাদের নাম দিয়েছিলেন "নোংরা জনতা," বহু প্রাচীনপন্থী ব্যক্তি এবং সম্পত্তিশালী টোরি তাদের পছন্দ করতেন না। প্রাচীন ধারার প্রতি অনুরক্ত থাকায় তাঁরা ক্ষোভে এবং ঘৃণায় নিজেদের নিজেরাই নির্বাসিত করেছিলেন। যখন হাউই বস্টন ছেড়ে চ'লে গেলেন, প্রায় এক হাজার রাজভক্ত লোক তাঁর অনুগমন করল এবং তার কিছুদিনের মধ্যেই আরও এক হাজার লোক, তাদের সেই জিগির, "হাল-এ, হ্যালিফ্যাক্স-এ কিংবা নরকে," অনুসরণ করল। নিউ ইয়র্ক অঞ্চলের বেশির ভাগ সম্পত্তির মালিকরা ছিলেন টোরি দলভুক্ত। ব্রিটিশরা যখন চার্লসটন বন্দর ত্যাগ করল, তখন দেশত্যাগী রাজভক্তদের বহন ক'রে একশ' জাহাজ অর্ধ-চন্দ্রাকারে যাত্রা শুরু করল—দৃশ্যটি ছিল দর্শণীয় ভাবে শোকাবহ। উত্তর ক্যানাডায় এবং সমুদ্রতীরবর্তী অঞ্চলগুলিতে ষাট হাজারের বেশী বাস্তুহারা হাজির হ'ল, কয়েক হাজার গেল ওয়েস্ট ইন্ডিজ-এ, এবং ইংল্যাণ্ডেও ভগ্নোৎসাহ অনেকে। কোনো এক ব্যক্তি লিখেছিলেন, "সব শান্ত হয়ে গেলে দেখা যাবে যে ইংল্যাণ্ডের এমন কোনো গ্রাম নেই যেখানে আমেরিকার ধূলা এসে জমেনি।" এরা বিদায় নেবার পর সাদাসিধে শ্রমপরায়ণ চাষী, দোকানি আর মজুরেরা নিজেদের খুশিমতো এক সভ্যতা গ'ড়ে তোলবার সুযোগ পেল। তখন আভিজাত্য, আলস্য আর সংস্কৃতির চেয়ে উদ্যম এবং আত্মপ্রতিষ্ঠার রূঢ় চেষ্টা অধিকতর মূল্যবান হয়ে উঠল। আমেরিকার সমাজ-পরিবেশে উৎসাহী ব্যবসায়ী এবং ফটকাবাজেরা প্রাধান্য পেল। কেউ কারুর চেয়ে ছোট নয়, কারুর হাতেই সময় নেই আর সকলেই ডলারের চিন্তা করছে।

অন্যায় সুযোগ-সুবিধার তিনটি প্রধান আশ্রয়স্থল ছিল বড় বড় টোরি সম্পত্তি, প্রথম সন্তানের উত্তরাধিকার এবং সম্পত্তি আটকে রাখার প্রথা এবং এ্যাংগ্লিকান গির্জাগুলি; সেগুলি আক্রান্ত ও নষ্ট হওয়ায় গণতন্ত্রের পথে যাত্রা সহজ হয়ে উঠল। উত্তরাধিকারের শিকড় ভার্জিনিয়াতেই বেশী গভীর মাটিতে প্রবেশ করেছিল; ফলে বড় বড় পারিবারিক সম্পত্তি একেবারে কায়েমী হয়ে পড়েছিল। ভার্জিনিয়া সম্পর্কে তাঁর নিবন্ধে জেফারসন লিখেছিলেন যে এইভাবে প্রদেশটিতে জমেছিল অনেকগুলি অভিজাত পরিবার, যারা "দলবদ্ধ হয়ে একটি প্রভুশ্রেণীতে

পরিণত হয়েছিল, তাদের জাঁকজমক আর বিলাসের উপকরণ নিয়ে।" রাজকীয় সম্পত্তির মালিকরা ওয়েস্টওভার, সার্লি, টাকাহো প্রভৃতি বিরাট বিরাট সব প্রাসাদে বাস করতেন। এই সম্পত্তি বেঁধে রাখার প্রথার বিরুদ্ধে আক্রমণে ভার্জিনিয়ার আইনসভায় টমাস জেফারসন নেতৃত্ব করেছিলেন এবং ১৭৭৬-এ প্রথম ধাক্কাতেই সেটিকে প্রায় স্থানচ্যুত ক'রে ফেলেছিল। তার পর থেকে যেকোনো সম্পত্তি বিক্রয়ে আর কোনো বাধা রইল না। ১৭৮৫-তে জেফারসন প্রথম সন্তানের উত্তরাধিকার প্রথাও লোপ করতে সমর্থ হলেন। কোনো একজন প্রস্তাব করেছিলেন যে জ্যেষ্ঠ-পুত্রের অন্তত অন্যান্য সন্তানদের দ্বিগুণ সম্পত্তি পাওয়া উচিত। জেফারসন উত্তরে বলেছিলেন, "না, তা সে পাবে না, যতক্ষণ না সে দু'জনের খাবার খেতে পারে, এবং দু'জনের সমান কাজ করতে পারে।" এর অল্প কিছুকাল পরেই ফরাসী পরিব্রাজক ব্রিস দ্য ওয়ারভিল ভার্জিনিয়া ভ্রমণ ক'রে লিখতে পেরেছিলেন, "শ্রেণী-বিভাগ উঠে যেতে আরম্ভ করেছে।" বড় বড় সম্পত্তি হয় ছেলেদের মধ্যে ভাগ ক'রে দেওয়া হয়েছিল কিংবা টুকরো টুকরো ক'রে নবাগতদের কাছে বিক্রি করা হয়েছিল, আর ছেলেরা সেই টাকা নিয়ে পশ্চিমের দিকে চ'লে গিয়েছিল। জর্জিয়া, দক্ষিণ ক্যারোলাইনা, মেরীল্যান্ড প্রভৃতি দক্ষিণের রাষ্ট্রগুলি শীঘ্রই ভার্জিনিয়ার দৃষ্টান্ত অনুসরণ করেছিল।

অনুরূপভাবে ভূম্যধিকারী ও ধনী টোরিদের বড় বড় ভূসম্পত্তিগুলি অধিকার করার ফলে ছোট ছোট জোতদারের গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার প্রবর্তন হ'ল। দুই প্রধান জমিদার বংশ ছিল পেনসিলভ্যানিয়ার পেন পরিবার এবং মেরীল্যান্ডের লর্ড ব্যাল্টিমোরের পরিবার। পেনসিলভ্যানিয়া নিজের প্রতিষ্ঠাতার কথা স্মরণ ক'রে পেনদের এক লক্ষ তিরিশ হাজার পাউন্ড ক্ষতিপূরণ দিল; কিন্তু মেরীল্যান্ডের কাছ থেকে হারফোর্ড পেলেন মাত্র দশ হাজার পাউন্ড। ভার্জিনিয়াও অনেক জমিদারি দখল করল, তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য ওয়াশিংটনের মধুরস্বভাব বন্ধু ষষ্ঠ লর্ড ফেয়ারফ্যাক্সের। উত্তর ক্যারোলাইনা বহু লক্ষ একর জমির গ্র্যানভিল জমিদারিগুলি দখল করল। নিউ ইয়র্ক দখল করল রাজার সমস্ত জমি এবং তার সঙ্গে তিনশ' বর্গমাইলব্যাপী ফিলিপস সম্পত্তি সমেত উনষাটটি টোরি জমিদারি। ওয়েস্ট-চেস্টারের ডি ল্যান্সি সম্পত্তি এবং পাটনাম কাউন্টিতে রজার মরিশের জমিগুলি পাঁচশ'র বেশী লোককে বিক্রি করা হয়েছিল। উত্তর নিউ ইয়র্কে সার জন জনসনের দখলকরা সম্পত্তিতে দশ হাজার কৃষিজীবীর স্থান হয়েছিল। ম্যাসা-চুসেটসও কয়েকটি সম্পত্তি দখল করেছিল, তার মধ্যে মেইন-এ সার উইলিয়াম পেপারেলের সম্পত্তি উল্লেখযোগ্য। এই ব্যারনেট নিজের সম্পত্তিতে অশ্বারোহণে সোজাসুজি তিরিশ মাইল যেতে পারতেন। যে নিউ হ্যাম্পশায়ারে সার জন ওয়েন্ট-

ওয়ার্থ তাঁর সম্পত্তি হারিয়েছিলেন সেখান থেকে আরম্ভ ক'রে যে-জর্জিয়ায় সাঁর জেমস রাইট অনুরূপ দুর্ভাগ্য ভোগ করেছিলেন সেখান পর্যন্ত কৃষকেরা হর্ষোৎফুল্ল ভাবে দলে দলে সেইসব উর্বর জমি অধিকার ক'রে বসল যেসব জমিতে ইতিপূর্বে তারা প্রজা হিসাবে খেটেছে।

ব্রিটিশ আমলের ধর্মতান্ত্রিক আভিজাত্য কর্তৃপক্ষীয় এবং ভূম্যধিকারী আভিজাত্যের সহমরণে গেল। নিউ ইংল্যান্ড-এ যে কংগ্রিগেশনাল গির্জার সুযোগ-সুবিধার সঙ্গে রাজার কোনো সম্পর্ক ছিল না, সেগুলি টিঁকে রইল। এমন কি ম্যাসাচুসেটস সেগুলিকে বাড়িয়ে দিল। কিন্তু দক্ষিণাঞ্চলে এ্যাংগ্লিকান গির্জার সমস্ত সুযোগসুবিধা ধূলিসাৎ হয়ে গেল।

উত্তর ক্যারোলাইনার বিপ্লব এই ধর্মমতের প্রতিষ্ঠানটিকে সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস করেছিল; সেখানে একটি বক্তৃতামঞ্চেও ধর্মোপদেশ দেবার লোক ছিল না। অন্যান্য রাষ্ট্রে বিপ্লবের জন্য রাজনৈতিক প্রগতিবাদীরা এবং ব্যাপটিস্ট ও প্রেসবিটেরিয়ান-দের মতো ভিন্ন ধর্মমতাবলম্বীরা সুবর্ণ সুযোগ লাভ করেছিল। ১৭৭৬-এ একটি সংবিধানে দ্বারা উত্তর ক্যারোলাইনা ধর্মসংক্রান্ত ব্যাপারে স্বাধীনতা ঘোষণা করেছিল এবং কোনো প্রতিষ্ঠান তৈরি করা বারণ করেছিল। ১৭৭৮-এ দক্ষিণ ক্যারোলাইনাও অনুরূপ পন্থা অবলম্বন করেছিল। ১৭৭৭-এ জর্জিয়া তার সংবিধানে সেই এক পথই অনুসরণ করেছিল। কিন্তু সবচেয়ে হিংস্র সংগ্রাম হয়েছিল ভার্জিনিয়ায়। এখানে এ্যাংগ্লিকান ধর্মপ্রতিষ্ঠান ছিল দৃঢ়মূল, বেশির ভাগ অভিজাত পরিবার ছিল এর অন্তর্ভুক্ত। এমন কি প্যাট্রিক হেনরির মতো অগ্নিবর্ষী রাজনৈতিক নেতাও বিশ্বাস করতেন যে, জনসাধারণের সততা ও নৈতিক চরিত্রের জন্য ধর্মের পিছনে রাষ্ট্রীয় অনুমোদন একান্ত প্রয়োজন; কিন্তু এর বিরুদ্ধবাদীরা চার্চ অব ইংল্যান্ড-এর ভিতর থেকেই টমাস জেফারসন এবং জেমস ম্যাডিসন-এর মতো দু'জন উদারপন্থী নেতা পেয়েছিলেন।

ধর্ম-স্বাধীনতার প্রতিশ্রুতি আদায় ক'রে এই দুই নেতার পক্ষে প্রথম জয়লাভ খুব সহজ হয়েছিল। ১৭৭৬-এর সংবিধানে ম্যাডিসন এই সরল ঘোষণাটি দিয়েছিলেন : "ইচ্ছানুসারে ধর্মমত অনুসরণের স্বাধীনতা সকল ব্যক্তির সমান ভাবেই আছে।" কিন্তু তবুও এ্যাংগ্লিকান ধর্মপ্রতিষ্ঠান টিঁকে রইল, তারপর দশ বছর ধ'রে আন্দোলনের প্রয়োজন হয়েছিল সেটিকে ভূমিসাৎ করবার জন্য। এই আন্দোলন সম্পর্কে জেফারসন বলেছিলেন : "আমি যতগুলি প্রতিযোগিতায় যোগদান করেছি এটি ছিল তার মধ্যে কঠিনতম।" ১৭৭৬ থেকে আরম্ভ ক'রে তিনি এবং তাঁর বন্ধুরা গির্জার জন্য করগুলি তুলে দিতে লাগলেন; এবং ১৭৭৯-তে সেই প্রথা একেবারে নির্মূল হয়ে গেল। কিন্তু তাদের প্রতিদ্বন্দ্বীরা

১৭৭৬-এ কতকগুলি প্রস্তাব গ্রহণ করল যার মূল বক্তব্য ছিল এই যে, সমস্ত গির্জার জন্য কর সংগ্রহের প্রশ্নটি আলোচনা ও ভোট গ্রহণের বাইরে থাকবে: এবং এই দাবির পিছনে দাঁড়াল একটি শক্তিশালী দল। এই পরিকল্পনার ভিতর দিয়ে খ্রীষ্টীয় প্রতিষ্ঠানগুলি সুপ্রতিষ্ঠিত হ'ত, সবগুলিই রাষ্ট্রীয় ধর্মে পরিণত হ'ত এবং তাদের খরচ চলত জনসাধারণের ধনভাণ্ডার থেকে। এই প্রস্তাবের দুর্ধর্ষ সমর্থক ছিলেন বাগ্মী প্যাট্রিক হেনরি।

১৭৮৪ থেকে ১৭৮৬-র মধ্যে সংকট ঘনীভূত হ'ল। উচ্চ আইনসভায় হেনরি তাঁর অপ্রতিরোধ্য বাগ্মিতায় একটি প্রস্তাব গ্রহণ করালেন যে, "এই সাধারণতন্ত্রে জনগণের কর্তব্য—খ্রীষ্টান ধর্ম, কিংবা কোনো খ্রীষ্টান গির্জা, কিংবা প্রতিষ্ঠান, অথবা খ্রীষ্টান দলের সাহায্যার্থে স্বল্প পরিমাণ কর অথবা অর্থ প্রদান করা।" কিন্তু যখন এই প্রস্তাবটি একটি বিল-এর আকারে উত্থাপন করার চেষ্টা হ'ল, তখন বিরুদ্ধবাদীরা কোমর বেঁধে দাঁড়াল। হেনরি এবং ম্যাডিসনের মধ্যে একটি প্রচন্ড তর্ক-যুদ্ধ হ'ল, যাতে ম্যাডিসন জয়লাভ করলেন। বিলটিকে আপাততঃ মুলতুবি রাখা হ'ল এবং এই অবসরে উদারপন্থী নেতৃবৃন্দ জনমতকে শিক্ষা দিতে লাগলেন। ১৭৮৬-তে এই প্রস্তাবটিকে সমাধিস্থ করা হ'ল এবং সেই সময়েই জেফারসনের ধর্ম-স্বাধীনতার বিলটি গ্রহণ করা হ'ল। এই বিলটি ঘোষণা করল যে, গির্জা সংক্রান্ত বা জনমতের বিবেক সংক্রান্ত কোনো ব্যাপারে শাসনব্যবস্থা হস্তক্ষেপ করবে না এবং কোনো ধর্মমতের জন্য কেউ তার অধিকার থেকে বঞ্চিত হবে না। কেবল ভার্জিনিয়ায় নয়, পশ্চিমাঞ্চলের বহু নতুন রাষ্ট্রেও এই যুগান্তকারী প্রস্তাবটি ধর্ম-স্বাধীনতার কীর্তিস্তম্ভ হয়ে গেল। শিক্ষাব্যবস্থাগুলি সুদৃঢ় করার জন্য বিভিন্ন রাষ্ট্রে যেসব নিয়মকানুন প্রবর্তিত হয়েছিল সেগুলির সম্পর্কেও অনেক কিছু বলবার আছে। এই বিষয়ে যেসব বিতর্ক হয়েছিল, বিদ্যালয় এবং মহাবিদ্যালয়গুলির উপর তার প্রতিক্রিয়া হয়েছিল শোচনীয়। কিছুদিনের জন্য ইয়েল কলেজ বন্ধ হয়ে গিয়েছিল; যেটির এখন নাম কলাম্বিয়া, সেই কিংস কলেজেরও অনুরূপ অবস্থা হয়েছিল। এমন কি ১৭৯৭ খ্রীষ্টাব্দেও "উইলিয়াম এ্যান্ড মেরী"র অধ্যক্ষ কয়েকজন খালি-পা গ্রাম্য ছেলেকে মাত্র পড়াচ্ছিলেন। ১৮০০-তে হার্বার্ড-এর শিক্ষণ-পরিমন্ডলে ছিলেন অধ্যক্ষ, তিনজন অধ্যাপক এবং চারজন সহকারী অধ্যাপক। ১৭৮০ থেকে ১৭৮৪-র মধ্যে বস্টনের কোনো প্রধান সাময়িক পত্রে কোনো পুস্তক-প্রকাশক কোনো বইয়ের বিজ্ঞাপন দেননি।

কিন্তু এই বিপ্লবে একটি সুখী হবার মতো প্রতিক্রিয়া ঘটেছিল: জনশিক্ষা এবং অবৈতনিক বিদ্যালয়ের জন্য সকলেই দাবি জানিয়েছিল। অবিলম্বেই সকলে

বুঝতে পেরেছিল যে গণতান্ত্রিক স্বরাজের জন্য শিক্ষিত ভোটদাতা তাঁদে: প্রয়োজন। নিউ ইয়র্কের গভার্নর জর্জ ক্লিন্টন ১৭৮২-তে বলেছিলেন : "যে স্বাধীন রাষ্ট্রে সর্বপ্রকার কাজ সকল নাগরিকের কাছে উন্মুক্ত, সেখানে শাসন ব্যবস্থার প্রধান কর্তব্য হ'ল বিদ্যালয় প্রভৃতির প্রতিষ্ঠার দ্বারা সেইরূপ শিক্ষা: প্রচার করা যাতে সাধারণের ক্ষমতা সুপ্রতিষ্ঠিত হয়।" জেফারসন লিখেছিলেন "সবকিছুর উপরে আমি আশা করি জনসাধারণের শিক্ষার দিকে দৃষ্টি দিতে হবে কারণ এবিষয়ে আমি স্থিরনিশ্চিত যে তাদের সুবুদ্ধির উপরেই উপযুক্ত পরিমা ব্যক্তিস্বাধীনতার নিরাপত্তা নির্ভর করছে।" প্রথম প্রথম রাষ্ট্রগুলির দারিদ্র্যের জন অনেক বাধা উপস্থিত হয়েছিল, কিন্তু এই দাবির ফলে উপযুক্ত সময়ে যুদ্ধে: আগের চেয়ে প্রাথমিক শিক্ষার অনেক বেশী সুযোগ পাওয়া গিয়েছিল এবং শিক্ষা দিক থেকে অনেক গুরুত্বপূর্ণ ফলদান করেছিল ১৭৮৫-র জমি অর্ডিন্যান্স, যা ফলে স্কুলগুলির পক্ষে লক্ষ লক্ষ একর জমি পাওয়া সম্ভব হয়েছিল।

জাতীয় শাসনব্যবস্থার অভাব। এই নবীন সাধারণতন্ত্রের ভবিষ্যৎ উন্নতিশীল ‹ আশাপ্রদ মনে হয়েছিল। তবু দিগন্ত জুড়ে বসেছিল একটি কালো মেঘ। সত্যি কারের একটি জাতীয় শাসনব্যবস্থা প্রবর্তন করতে তেরটি রাষ্ট্র সফল হয়নি ১৭৮১-র মার্চ মাসে তারা কতকগুলি রাষ্ট্রসংযুক্তির সূত্র গ্রহণ করেছিল, কিন্ত তাতে প্রস্তাবিত ব্যবস্থা ছিল অনেকটা 'বন্ধুদের প্রতিষ্ঠান'-এর মতো, সুতরা দুর্বল ও অনুপযুক্ত। সত্যিকারের জাতীয় কার্যপরিচালকমণ্ডলী ছিল না, জাতী আদালতের ব্যবস্থা হয়নি। এককক্ষবিশিষ্ট মহাদেশীয় কংগ্রেসে প্রত্যেক রাষ্ট্রে ছিল মাত্র একটি ক'রে ভোট; কাজেই সেটি কার্যকারিতার দিক থেকে অত্যন্ত দুর্বল প্রতিষ্ঠান ছিল। নতুন কর প্রবর্তন করা, সৈন্য সংগ্রহ করা, সেটিরই তৈর আইন যারা অমান্য করে তাদের শাস্তি দেওয়া এবং রাষ্ট্রগুলি অন্যান্য দেশের সঙ্গে যেসব চুক্তি করেছিল সেগুলি তাদের দিয়ে প্রতিপালন করান প্রভৃতি কোনো কিছু: শক্তিই কংগ্রেসের ছিল না। সবচেয়ে সাংঘাতিক কথা এই যে রাষ্ট্রপরিচালনা এব জাতীয় ঋণের সুদ দেবার উপযুক্ত পরিমাণ টাকা তুলতে পর্যন্ত কংগ্রেস পারত না

সংক্ষেপে বলতে হ'লে, বিপ্লব আমেরিকাকে বিভিন্ন জাতির মধ্যে স্বাধী স্থান অধিকার করিয়েছে। এটি তাকে দিয়েছে এক পরিবর্তিত সমাজ-ব্যবস্থ যার মধ্যে বংশানুক্রম, সম্পদ এবং সুযোগসুবিধার মূল্য ছিল অনেক কম এব মানুষে মানুষে সাম্যের মূল্য ছিল অনেক বেশী; যাতে আচারব্যবহারের এব সংস্কৃতির মান সাময়িক ভাবে নিম্ন স্থান অধিকার ক'রে ছিল এবং ন্যায়ের স্থান উঁচুতে তোলা হয়েছিল। এই বিপ্লবের মধ্যে অনেক স্মৃতি ভিড় ক'রে ছিল,

যেজন্য তাদের দেশাত্মবোধ আরও গভীর হ'তে পেরেছিল। সেই স্মৃতিগুলি হচ্ছে : বাঙ্কার হিল-এর রক্তপ্লাবিত ঢালু স্থানটিতে কেম্ব্রিজের এলম গাছের তলায় দাঁড়িয়ে ওয়াশিংটন নিজের তরোয়াল কোষমুক্ত করছেন; বাঙ্কার হিল-এর সেই রক্ত-পিছল পার্শ্বদেশ; কুইবেকের প্রাচীরের পাশেই মন্টোগোমারির মৃত্যু; ন্যাথান হেলের সেই কথা, "আমার শুধু এই দুঃখ যে দেশের কাজে আত্মবিসর্জন দেবার জন্য আমার মাত্র জীবন একটিই আছে;" হাডসন নদীতে বহু বন্দীর জাহাজ; দেশদ্রোহী হ'তে গিয়ে বেনেডিক্ট আর্নল্ডের ব্যর্থতা; ফোর্জ উপত্যকায় প্রচণ্ড শীত; দক্ষিণ ক্যারোলাইনায় মেরিয়নের গেরিলা সংগ্রাম, যার জন্য তার নামকরণ হয়, "জলাভূমির শৃগাল"; বেঞ্জামিন ফ্র্যাঙ্কলিন বলেছিলেন, "হয় আমাদের সকলকে এক সঙ্গে চলতে হবে অথবা আলাদা আলাদা ভাবে ফাঁসিকাঠে ঝুলতে হবে;" দেশপ্রাণ ধনী রবার্ট মরিশ বিপ্লবের জন্য ধৈর্যের সঙ্গে অর্থসংগ্রহে ব্যস্ত; আলেকজাণ্ডার হ্যামিল্টন কর্তৃক ইয়র্ক টাউনের প্রাচীর আক্রমণ; নিউ ইয়র্ক উপসাগরে অপসৃয়মান ব্রিটিশ রণতরীবহরের আমেরিকা ত্যাগ।

কিন্তু আমেরিকানদের তখনও প্রমাণ করা বাকী ছিল যে—তাদের সাধারণ-তন্ত্রকে সাফল্যমণ্ডিত করার জন্য তাদের স্বশাসনের সত্যিকার যোগ্যতা আছে। তখনও প্রমাণ করা বাকী ছিল যে সাম্রাজ্যিক বিধিব্যবস্থার সমস্যার সমাধান তারা করতে পারে। তারা তখনও এসব প্রমাণ করতে পারেনি। তাদের বন্ধুত্বের আসর ধীরে ধীরে মতদ্বৈতের স্থান ব'লে মনে হ'তে লাগল। তাদের কংগ্রেস ধীরে ধীরে ঘৃণার বস্তু হয়ে দাঁড়াচ্ছিল। রাষ্ট্রগুলির মধ্যে ঝগড়া বিপজ্জনক হয়ে উঠছিল। এই অরাজক অবস্থায় সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল সৈন্যবাহিনী; তারা ঠিক সময়ে খাবার, পোশাক বা মাইনে পেত না। "পিপের একটা নতুন বেড়-এর জন্য", এই ব'লে সেনানায়করা মদ্যপান করত—আর নতুন বেড় না পেলে গোটা পিপেটা কাষ্ঠস্তূপে পরিণত হ'ত।

পঞ্চম অধ্যায়

সংবিধান রচনা

একটি যুগান্তকারী কীর্তি। এ পর্যন্ত যত শ্রেষ্ঠ চিন্তাপ্রসূত এবং কার্যকরী সংবিধান রচিত হয়েছে, সর্বসম্মতিক্রমে যুক্তরাষ্ট্রের সংবিধান সেগুলির অন্যতম; ইংল্যান্ডের সংবিধানের বিপরীত ভাবে এটি লিখিত হ'লেও, জাতির ক্রমোন্নতির সঙ্গে তাল রেখে এটি পরিবর্তনশীল হয়েছে। এর জন্মলাভের কাহিনী অসাধারণ ভাবে চিত্তাকর্ষক। গ্ল্যাডস্টোন বলেছিলেন যে "যেমন ব্রিটিশ সংবিধান এমন একটি সূক্ষ্ম বস্তু যেটিকে ইতিহাসের অগ্রগতি গ'ড়ে তুলছে, তেমনি আমেরিকার সংবিধান কোনো একটি বিশেষ সময়ে মানুষের উদ্দেশ্য ও চিন্তাশক্তির শ্রেষ্ঠ অবদান।" আসলে এটিকেও বিবর্তনের ফলস্বরূপ বলা যেতে পারে। কিন্তু আধুনিক কালের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য একটি প্রচলিত রীতির ভিতর দিয়েই এটি কলেবর প্রাপ্ত হয়েছে।

বিপ্লবের শেষের দিকে রাষ্ট্রসংযুক্তির যে সূত্রগুলি গ্রহণ করা হয়েছিল, সেগুলি যে স্পষ্টই দোষযুক্ত ছিল তা সৌভাগ্যসূচকই হয়েছিল বলতে হবে। যদি সেগুলির মাধ্যমে শ্রেষ্ঠতর শাসনব্যবস্থার কাঠামো পাওয়া যেত, তাহলে সেগুলিকে জোড়া-তালি দিয়ে চালিয়ে নিয়ে যাবারই চেষ্টা করা হ'ত এবং তাহলে বহু বৎসর ধ'রে জাতিকে একটি নিকৃষ্ট সংবিধানের অধীনে বহু দুঃখকষ্ট ভোগ করতে হ'ত। যেহেতু সেগুলি সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়েছিল, তাই সেগুলিকে বাতিল ক'রে দেওয়া হয়েছিল; যেহেতু এই ব্যর্থতা এসেছিল সেগুলির অন্তর্নিহিত অযোগ্যতা থেকে, তাই নতুন সংবিধানকে অপরিমিত ভাবে শক্তিশালী করা হয়েছিল। এটাও খুব সৌভাগ্যের কথা যে ১৭৮৬-তে চরম ব্যবসায়িক দুর্গতির মধ্যে আমেরিকার অবস্থা অমন মরিয়া হয়ে উঠেছিল। কেবলমাত্র নিদারুণ সংকটই সন্দিগ্ধমনা আমেরিকান-দের নতুন শক্তিশালী কেন্দ্রীয় শাসনব্যবস্থা মেনে নিতে বাধ্য করতে পেরেছিল।

রাষ্ট্রসংযুক্তি-শাসনব্যবস্থার দুর্বলতা। ১৭৮৬-তে ভবিষ্যৎ অন্ধকার মনে

হয়েছিল। দেশে যে কেবল কোনো সত্যিকারের উদ্যমশীল কেন্দ্রীয় শাসনব্যবস্থা ছিল না তাই নয়, তেরটি রাষ্ট্রে এমন বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হয়েছিল যে লোকে তাদের পরস্পরের মধ্যে সম্ভাব্য যুদ্ধের কথা বলত। সীমান্তরেখা নিয়ে তারা ঝগড়া শুরু ক'রে দিয়েছিল, পেনসিলভ্যানিয়া এবং ভারমণ্টে ব্যাপারটা প্রায় মাথা ফাটাফাটির পর্যায়ে হাজির হয়েছিল। আদালতগুলি এমন সব রায় দিচ্ছিল যেগুলি পরস্পর-বিরোধী। জাতীয় শাসনব্যবস্থার ক্ষমতা ছিল প্রয়োজনীয় শুল্কের সাহায্যে বৈদেশিক ব্যবসা নিয়ন্ত্রণ করবার, কিন্তু সেটি তা করেনি। এই শাসন-ব্যবস্থার কর্তব্য ছিল জাতীয় প্রয়োজনে নতুন করের প্রবর্তন করা; কিন্তু সেটি তা করেনি। বৈদেশিক সম্পর্ক নিয়ন্ত্রণের পূর্ণ ক্ষমতা এই জাতীয় শাসনব্যবস্থার হাতে থাকা উচিত ছিল, কিন্তু, কয়েকটি রাষ্ট্র বিদেশের রাষ্ট্রগুলির সঙ্গে স্বতন্ত্র আলাপ-আলোচনা আরম্ভ করেছিল। ইণ্ডিয়ানদের সঙ্গে সম্পর্কটা সম্পূর্ণ ভাবে জাতির হাতেই থাকা উচিত ছিল, কিন্তু কয়েকটি রাষ্ট্র নিজেদের সুবিধার জন্য এইসব আদিম অধিবাসীদের চালাত। জর্জিয়ার সঙ্গে ইণ্ডিয়ানদের একটি যুদ্ধ আরম্ভ হয়, আর শেষ হয়।

যখন দেশাভ্যন্তরের গণ্ডগোল বড় বড় অঞ্চলগুলিতে সম্পত্তির নিরাপত্তা বিঘ্নিত করল, তখন স্থিরবুদ্ধি মধ্যবিত্ত সম্প্রদায় শঙ্কিত হয়ে উঠল। ১৭৮৫-৮৬-তে যখন ব্যবসায়ে মন্দা সাঙ্ঘাতিক আকার ধারণ করল, যেসব লোকেরা কোনোরকমে কালাতিপাত করত, তাদের দুর্দশা চরমে পৌঁছাল। সীমান্ত বরাবর সর্বত্র টাকা হয়ে উঠেছিল দুর্লভ, বাজারগুলি ঘায়েল হয়ে গিয়েছিল এবং কাটবার লোকের অভাবে শস্যগুলি সব মাঠে পচছিল। লোকে মালপত্রের বিনিময়ে মালপত্র নিতে লাগল। অধমর্ণ লোকেরা চাইল যে শাসকরা কাগজের টাকা ছাপাক যাতে তাদের শস্য বিক্রয়ে সুবিধা হয় এবং তাদের ঋণশোধে সাহায্য হয়। তারা দেনা পরিশোধ বন্ধ রাখার সময় চাইল এবং সেইসব আইনের জন্য অনুরোধ করল যাতে আইনসম্মত লেনদেনের জন্য শস্য এবং গরু ছাগল ব্যবহার করা যেতে পারে। ১৭৮৬-র জানুয়ারি মাসে ম্যাসাচুসেটস-এর গ্রীনজ শহর থেকে যে দরখাস্ত করা হয়েছিল তাতে দেখা যায় যে বন্ধকী দ্রব্যের নিলাম-বিক্রিতে প্রতিদিন জমির দাম এক-তৃতীয়াংশ ও গরু ছাগলের দাম অর্ধেক উঠেছিল, এবং তার আগের পাঁচ বছরে যে-কর ধার্য হয়েছিল তা খামারের ভাড়ার সমান। রাজনৈতিক প্রতিযোগিতা আসলে দাঁড়াল উত্তমর্ণ এবং অধমর্ণদের মধ্যে সঙ্ঘর্ষ। অনেক রাষ্ট্রে ধনী ও দরিদ্রের মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা প্রবল আকার ধারণ করল। কালোপযোগী ঘোষণার একটি নমুনা হচ্ছে, যা দক্ষিণ ক্যারোলাইনার একটি দল গভার্নর রাটলেজ এবং অন্যান্য অভিজাতদের বিরুদ্ধে প্রচার করেছিল : "এই রাষ্ট্রের নবাবরা, তাদের অনুগত

ধামাধরার দল, এবং তাদের দাসানুদাস দালালের দল।"

কাগজের টাকাওয়ালারা ১৭৮৬-তে সাতটি রাষ্ট্রের আইনসভায় জয়লাভ করেছিল। রোড আইল্যান্ড-এ তারা এমন কতকগুলি আইন পাস করল যার দ্বারা প্রত্যেক ব্যক্তি একেবারে মূল্যহীন টাকা দিয়ে তাদের ঋণ শোধ করতে পারত। জনৈক কবি লিখেছিল :

দেউলিয়ারা ছুটছে রাগে মহাজনের পিছু;
ছাড়বেনাক, দেখাবে না মায়াদয়া কিছু।

যেহেতু, অন্য রাষ্ট্রের ধারও এই অপদার্থ টাকা দিয়ে শোধ করা চলত, কনেটিকাট এবং ম্যাসাচুসেটস ক্রুদ্ধ হয়ে এর বিরুদ্ধে কতকগুলি আইন পাস করল। ম্যাসাচুসেটস এবং নিউ হ্যাম্পশায়ার-এর যে দু'টি আইনসভা নিউ ইংল্যান্ড-এর উত্তরাঞ্চলকে নিয়ন্ত্রণ করত, সেগুলিতে কাগজের টাকার পান্ডারা বিশেষ কিছু সুবিধা করতে পারল না, সুতরাং সেইসব স্থানে সশস্ত্র দাঙ্গা শুরু হয়ে গেল। ম্যাসাচুসেটস-এর সংবিধান ছিল অত্যন্ত প্রাচীনপন্থী। সম্পত্তির মালিকানার ভিত্তিতে ভোটের অধিকার এবং চাকুরি করার যোগ্যতার প্রশ্ন তারা সুরক্ষিত করেছিল। তখন সেই প্রাচীনপন্থী আইনসভা বিপ্লবকালীন দেনা পরিশোধের জন্য করের গুরুভার চাপিয়েছিল; এইসব দেনা ছিল প্রধানতঃ ফাটকাবাজদের কাছে। ফলে কৃষি-জীবীরা যে বিদ্রোহী হয়েছিল তাতে আশ্চর্য হবার কিছু নেই। ১৭৮৬-র জুলাই মাসে আইনসভা স্থগিত রাখায় বিদ্রোহ শুরু হয়ে গেল। এই বিদ্রোহের দলপতি ছিল বাঙ্কার হিল-এর একজন অভিজ্ঞ যোদ্ধা, এবং ইতিহাসে এটি ডেনিয়েল সাইস-এর বিপ্লব ব'লে কথিত হয়েছে।

যেসব লোকেরা বিপদের সময় টাকা ধার দিয়েছিল সেইসব কিছুসংখ্যক ধনীর দ্বারা এবং গভার্নর বোদুইন ও জেনারল লিঙ্কনের দ্বারা পরিচালিত হয়ে রাষ্ট্র-গুলি প্রবলভাবে ব্যবস্থা অবলম্বন করেছিল এবং সাইস যখন জাতীয় অস্ত্রাগার লুট করতে এসেছিল তখন তার দলকে ছত্রভঙ্গ ক'রে দেওয়াও সহজ হয়েছিল। কিন্তু এই স্বল্পকালস্থায়ী সংঘর্ষ সমস্ত রক্ষণশীলদের শঙ্কিত ক'রে তুলেছিল। গোটা ব্যাপারটাকে বামপন্থা অভিমুখে বিপ্লবের সূত্রপাত ব'লে মনে হয়েছিল। জেনারল নক্স ওয়াশিংটনকে লিখলেন যে নিউ ইংল্যান্ডে বার থেকে পনের হাজার বেপরোয়া লোক আছে, যাদের মতামতকে পরবর্তী যুগে আখ্যা দেওয়া হয়েছে কমিউনিস্ট। "তাদের বক্তব্য এই যে, যুক্তরাষ্ট্রের সমস্ত সম্পত্তি ব্রিটেনের কবল থেকে উদ্ধার করা হয়েছে সকলের সমবেত চেষ্টায়, কাজেই সেইসব সম্পত্তিতে

সকলের সমান দাবি আছে।” নিউ ইংল্যাণ্ডে যেসব লোকের সম্পত্তি এবং কোনো স্থির আদর্শ ছিল, তারা সকলেই এই কথা শুনে স্তম্ভিত হ'ল। ওয়াশিংটন ভাবলেন যে ম্যাসাচুসেটস কর্তৃপক্ষের আরও বেশী কঠোর হওয়া উচিত ছিল; তিনি সুস্পষ্ট দুশ্চিন্তার সঙ্গে লিখলেন, “প্রত্যেক রাষ্ট্রেই এমন দাহ্য পদার্থ রয়েছে, একটি মাত্র স্ফুলিঙ্গ যাকে অগ্নিকাণ্ডে পরিণত করতে পারে।” বেশির ভাগ লোকের ধারণা দাঁড়িয়েছিল এই রকমই। এর থেকে যুক্তিসঙ্গত ভাবেই সকলের মনে হয়েছিল যে আরো শক্তিশালী এমন একটি জাতীয় সরকারের প্রয়োজন যেটি বিশৃঙ্খলা দমনে রাষ্ট্রগুলিকে সাহায্য করতে পারে। ম্যাসাচুসেটস-এর স্টিফেন হিগিনসন ন্যাথানিয়েল ডেনকে লিখলেন, “আমরা যে এখানকার ব্যবস্থায় আর বেশী দিন টিকতে পারব না, একথা আমার মনে স্পষ্ট হয়েছে এবং যেকোনো উপায়ে যদি যুক্তরাষ্ট্রের শক্তিকে বাড়িয়ে দিতে না পারা যায়, তাহলে বিদ্রোহীরা মাথা চাড়া দিয়ে উঠে লাগাম নিজেদের হাতে নেবে। আমরা অবশেষে স্পষ্টতঃই এমন সব বিক্ষোভের মধ্যে প'ড়ে যাব যার ফলে বহু রক্তপাতের পর একটা অথবা একাধিক শাসনব্যবস্থা সুপ্রতিষ্ঠিত হবে।”

রাষ্ট্রগুলির পরস্পরের সঙ্গে এই সঙ্ঘর্ষে যেসব দলের জীবন-মরণ নির্ভর করছিল সহযোগিতার উপর, তারা খুবই বিপন্ন হয়ে উঠল। একই ধরনের টাকার অভাবে ব্যবসায়ীদের অবস্থা শোচনীয় হ'ল। বারটা জাতির তৈরী নানা ধরনের মুদ্রায় তাদের কারবার করতে হ'ত। সেইসব মুদ্রাগুলি ছিল কতকগুলিতে দাগ দেওয়া, কতকগুলি ওজনে কম আর কতকগুলি নকল; তাছাড়া ছিল লোককে পাগল ক'রে দেওয়ার মতো অগুনতি ধরনের কাগজের টাকা অর্থাৎ নোট, যেগুলির দ্রুত মূল্যহ্রাস হচ্ছিল। একথা স্পষ্ট মনে হয়েছিল যে দেশের সর্বত্র সমান একটি জাতীয় মুদ্রাব্যবস্থা ছাড়া চলবে না। আমেরিকার পণ্য বিদেশে চালাবার জন্য যারা উদ্যমশীল ছিলেন তাঁরা যে দেশের কাছ থেকে সহযোগিতা বা রক্ষাকবচ পাচ্ছিলেন না তার জন্য তাঁরা দুঃখ প্রকাশ করছিলেন। দুর্বল মহাদেশীয় কংগ্রেসের পক্ষে ব্রিটিশ সাম্রাজ্য ও ওয়েস্ট ইণ্ডিজের সঙ্গে পূর্বেকার ব্যবসায়িক সম্পর্ক পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করা অসম্ভব হয়ে পড়েছিল। স্পেন উদ্ধতভাবে মিসিসিপি নদীর মোহানা বন্ধ ক'রে দিয়েছিল, যাতে সেদিক দিয়ে আমেরিকার পণ্য যাতায়াত না করতে পারে। এমনকি স্বদেশেও ব্যবসায়ীরা যে তাদের প্রাপ্য টাকা নিশ্চিতভাবে আদায় করতে পারবে তার কোনো উপায় ছিল না। নিউ ইয়র্কের কোনো লোক যদি পেনসিলভ্যানিয়ায় নালিশ করত, তাকে সেখানকার আদালত আর জুরীদের দয়ার উপর নির্ভর করতে হ'ত; এবং তারা স্বভাবতঃই তাদের নিজেদের প্রদেশের লোকের স্বার্থ বেশী দেখত। আমেরিকার ক্রমবর্ধমান সংখ্যক ব্যবসায়ীদের ইউরোপের সঙ্গে

মূল্য-প্রতিযোগিতার সম্মুখীন হ'তে হ'ত।

কিন্তু সবচেয়ে মুশকিল হয়েছিল রাষ্ট্রে রাষ্ট্রে ব্যবসায়িক লেনদেন-এ বাধা থেকে। কয়েকটি রাষ্ট্র ইউরোপের মাল এসে জমা হওয়া বন্ধ করবার জন্য এবং টাকা সংগ্রহের জন্য সব রকম আমদানির উপর শুল্ক ধার্য করেছিল। তিন পর্যায়ে এই ব্যবস্থা সংঘটিত হয়েছিল। যুদ্ধের সময় একমাত্র ভার্জিনিয়াই বহুবিধ পণ্যের উপর শুল্ক বসিয়েছিল, কারণ তার বাণিজ্য ছিল বিস্তৃত; সেটি রপ্তানি করত তামাক এবং আমদানি করত অনেক কিছু; সুতরাং সেটির পক্ষে একাজ করা সম্ভব ছিল। শান্তি স্থাপিত হবার পর প্রথম তিন বছর নিউ জার্সি ছাড়া সমস্ত রাষ্ট্র আমদানির উপর শুল্ক ধার্য করল; কিন্তু তা শুধু টাকার জন্য, দেশীয় শিল্পকে রক্ষা করবার জন্য নয়। অবশেষে ১৭৮৫-তে নিউ ইংল্যান্ড প্রমুখ মধ্যাঞ্চলের বেশির ভাগ রাষ্ট্রগুলিতে সম্ভাবনাপূর্ণ বহু স্বদেশী শিল্পের উন্নতি হয়েছিল এবং সেগুলি ইউরোপের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছিল। সেগুলি তখন তাই আত্মরক্ষামূলক শুল্কব্যবস্থার প্রবর্তন করল।

রাষ্ট্রে রাষ্ট্রে পরস্পরের প্রতি প্রতিদ্বন্দ্বিতামূলক একটা ভাব এসে পড়ল। উত্তরের রাষ্ট্রগুলির নিজেদের শিল্প ছিল যৎসামান্য; আমদানি করা মালের তাদের তাই প্রয়োজন ছিল। ইউরোপীয় দ্রব্যাদির জন্য ডেলাওয়ার ও নিউ জার্সি তাদের বন্দরগুলি বিনাশুল্কে অবারিত ক'রে দিল; ওদিকে কনেটিকাট এমন কতকগুলি আইনের প্রবর্তন করল যাতে ইউরোপীয় দ্রব্যাদি সরাসরি এসে হাজির হ'তে পারে। জাহাজগুলির গতিবিধির উপরেও বিধিনিষেধ আরোপ করা হয়েছিল; উদাহরণ স্বরূপ, খুব বেশী কর না দিয়ে নিউ জার্সির লোকেরা হাডসন নদী পেরিয়ে নিউ ইয়র্কে তরিতরকারি বিক্রয় করতে যেতে পারত না। ভার্জিনিয়া ও দক্ষিণ ক্যারোলাইনার নিন্দা ক'রে উত্তর ক্যারোলাইনার প্রদেশগুলি নিজেদের রাষ্ট্রকে দু'পাশে কাঁটা লাগান একটি পিপের সঙ্গে তুলনা করত। অলিভার এলসওয়ার্থ বলেছিলে যে তাঁর ক্ষুদ্র রাষ্ট্র কনেটিকাট ছিল "প্রাচীন কালের ইসাচারের মতো, দুই বিরাট মোট ঘাড়ে একটা গাধার মতো নুয়ে গিয়ে হাঁটছে।"

প্রগতিবাদী আইনসভাগুলি যে সকলকে এক পর্যায়ে ফেলবার চেষ্টা করছিল, তা আটকাবার মতো জাতীয় শাসনব্যবস্থার অভাব, শুধু শিল্প ও বাণিজ্যের কর্মকর্তারাই নয়, ঋণদাতা মহাজনরাও অনুভব করছিল। এদের মধ্যে ছিল ছোট-খাট এবং বন্ধকী ঋণদাতারা, যারা রাষ্ট্রের রায় আটকাবার আইন এবং কাগজের টাকার দ্বারা বিপর্যস্ত হয়েছিল। এদের মধ্যে ছিল ব্রিটিশদের কাছ থেকে নেওয়া ঋণের আমেরিকান মালিকরা, কারণ প্রগতিবাদীরা যেসব আইনসভা ও আদালতের উপর কর্তৃত্ব করত, তারা আইন করেছিল যে ব্রিটিশদের কাছ থেকে যে-ঋণ নেওয়া

হয়েছিল, তা আর শোধ করা যাবে না। এই আমেরিকানদের মধ্যে ছিল বহু সৈনিক ও সেনানয়ক যারা তাদের বিপ্লবকালীন কাজের জন্য সামান্য টাকা দিয়ে পুরস্কার স্বরূপ জমি পেয়েছিল। এই দলে আরও ছিল জমির ব্যবসায়ীরা যারা কম দামে এইসব সৈনিকদের জমি কিংবা বাজেয়াপ্ত জমি কিনেছিল এবং তখন সেগুলি বিক্রি করতে চাইছিল। এইসব জমির মালিকরা একটি শক্তিশালী জাতীয় শাসনব্যবস্থা চাইছিল, যাতে ইণ্ডিয়ানদের কাছ থেকে সীমান্ত সুরক্ষিত হয় এবং দেশে শান্তি বজায় থাকাতে তাদের মালিকানা স্বত্ব বিপদগ্রস্ত না হয়।

অবশেষে, যুক্তরাষ্ট্রীয় এবং রাষ্ট্রীয় ঋণ-পত্রের মালিকরা তৎকালীন অব্যবস্থিত আর্থিক অবস্থা এবং জনসাধারণের কর দিতে অনিচ্ছা অত্যন্ত দুঃখের সঙ্গে লক্ষ্য করেছিল। রাষ্ট্রসংযুক্তির সনদের অধীনে শেষ চোদ্দ মাসে জাতির অন্তর্দেশীয় ও বহির্দেশীয় ঋণের পরিমাণ ছিল এক কোটি চল্লিশ লক্ষ ডলার, এবং জাতির আয় ছিল মোটে চার লক্ষ ডলার! ১৭৮৫-তে ওয়াশিংটন জেমস ওয়ারেণ্টকে যে চিঠি লিখেছিলেন তাতে অবস্থাটি পরিষ্কার ভাবে বুঝিয়ে দিয়েছিলেন : "শাসন-ব্যবস্থার চাকা কাদায় আটকে গেছে।"

উত্তর-পশ্চিম অঞ্চলের বিশেষ আইন। রাষ্ট্রসংযুক্তির শাসনব্যবস্থা একটি বিষয়ে বিরাট সাফল্য অর্জন করেছিল। এ্যালেঘেনি পর্বতমালার পশ্চিমে বসতি-শূন্য জমিগুলি সম্পর্কে কি করা যায় এই সমস্যার সম্মুখীন হয়ে (রাষ্ট্রগুলি এইসব জমি সম্পর্কে তাদের মালিকানা স্বত্ব একে একে কেন্দ্রীয় শাসনব্যবস্থাকে অর্পণ করেছিল), এটি একটি এমন বিজ্ঞ ব্যবস্থা অবলম্বন করেছিল যার ফলে যুক্তরাষ্ট্র আজকের এই রূপ পরিগ্রহ করতে সমর্থ হয়েছে। কেন্দ্রীয় শাসনব্যবস্থা ঠিক করল যে এই জমিগুলিতে সুনিয়ন্ত্রিত ভাবে এবং ধীরে ধীরে বসতি-বিস্তারে অনুমতি দেবে, উপযুক্ত সময়ে এগুলির অধিবাসীদের স্বায়ত্তশাসন লাভে উৎসাহিত করবে, এবং অবশেষে সেগুলিকে পূর্বতন তেরটি রাষ্ট্রের সমান ক্ষমতাশীল নতুন রাষ্ট্রে পরিণত করবে। এই পরিকল্পনাটি উত্তর-পশ্চিমের জন্য বিশেষ আইন (১৭৮৭)-এর অন্তর্ভুক্ত ছিল; এটি প্রযোজ্য হয়েছিল ওহায়োর উত্তরের সমগ্র অঞ্চলটির উপর এবং উত্তরকালে তিন থেকে পাঁচটি রাষ্ট্র তৈরির ব্যবস্থা করেছিল। সেখানে কখনও ক্রীতদাস-প্রথা চালু না হবার ব্যবস্থা ছিল। শাসনব্যবস্থার তিনটি পর্যায় ঠিক হয়েছিল। প্রথমে কংগ্রেসের কাজ ছিল একটি 'অঞ্চল' সৃষ্টি করা এবং একজন গভার্নর এবং কয়েকজন বিচারপতি নিযুক্ত করা যাদের আইন করবার ক্ষমতা থাকবে; কিন্তু ভেটো প্রয়োগ ক'রে সে-আইন প্রতিরোধ করবার ক্ষমতা কংগ্রেসের থাকবে। পরে লোকসংখ্যা পাঁচ হাজার হ'লে দুইকক্ষ বিশিষ্ট আইন-

সভার প্রবর্তন হবে; লোকেরা নিম্নকক্ষের সদস্যদের নিজেরাই নির্বাচন করবে। অবশেষে, লোকসংখ্যা ষাট হাজার হ'লে অঞ্চলটি একটি সম্পূর্ণ রাষ্ট্রে পরিণত হবে। এইভাবে যুক্তরাষ্ট্র তার 'ঔপনিবেশিক সমস্যা'-র সমাধান করেছিল। এমন একটি ব্যবস্থা দাঁড় করান হয়েছিল, প্রশান্ত মহাসাগরের দিকে জাতির অগ্রগমনের সঙ্গে সঙ্গে যেটি অনুসৃত হয়েছিল, এবং অবশেষে যেটি থেকে উদ্ভূত হয়েছিল আটচল্লিশটি রাষ্ট্র।

কিন্তু অন্যান্য বিষয়ে রাষ্ট্রসংযুক্তি হয়েছিল নৈরাশ্যজনক। ওয়াশিংটন লিখেছিলেন যে রাষ্ট্রগুলিকে ধ'রে রাখা হয়েছিল বালির বাঁধ দিয়ে; আর একজন বলেছিলেন যে, "আমাদের অসন্তোষগুলি গৃহযুদ্ধে পরিণতি লাভ করতে যাচ্ছিল।" কংগ্রেসে তখন এত কম সংখ্যক দক্ষ ব্যক্তি ছিল এবং সেটির ক্ষমতা তখন এত নিচুতে নেমে গিয়েছিল যে শ্রেষ্ঠতর শাসনব্যবস্থা প্রবর্তনের আর এটির পক্ষে কোনো উপায়ই ছিল না। বহুদিন পূর্বে টমাস পেন প্রস্তাব করেছিলেন যে, "একটি মহাদেশীয় সনদ তৈরি করবার জন্য একটি মহাদেশীয় সম্মেলন ডাকাই উচিত।" সেই ব্যাপারটি সংঘটিত করলেন কয়েকজন দূরদর্শী নেতা; কয়েকটি ব্যবসায়িক প্রসঙ্গ আলোচনার জন্য সকলে একত্রিত হয়েছিলেন।

সম্মেলন আহ্বান। সাংবিধানিক সম্মেলনের উদ্যোগ-পর্বের কাহিনী সকলেরই জানা। যখন চিন্তাশীল ব্যক্তিরা জাতির দুর্বলতা এবং রাষ্ট্রগুলির পারস্পরিক কলহে হতাশ হয়ে পড়েছিলেন, একটি বিশেষ ব্যবসায়িক সমস্যা সকলেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল। সমগ্র পটোম্যাক নদীটির উপর মেরীল্যাণ্ড-এর ছিল সম্পূর্ণ আধিপত্য। এই নদীটি ছিল মেরীল্যাণ্ড ও ভার্জিনিয়ার মধ্য সীমান্তরেখা; ভার্জিনিয়া ছিল নদীটির দক্ষিণ তীরে। ভার্জিনিয়ার লোকেরা ভয় করছিল যে মেরীল্যাণ্ড ওই মহান নদীটির ভিতর দিয়ে নৌকা প্রভৃতি জলযান যাতায়াতে তাদের বাধা দিতে পারে। তাই ১৭৮৫-তে মাউন্ট ভার্নন-এ পটোম্যাক নদী ও চেসাপিক উপসাগরে যাতায়াত সম্পর্কে আলোচনার জন্য ভার্জিনিয়া ও মেরীল্যাণ্ডের প্রতিনিধিরা জর্জ ওয়াশিংটনের সঙ্গে মিলিত হ'ল। ম্যাডিসন সেখানে উপস্থিত ছিলেন। বাণিজ্যের তৎকালীন অবস্থা দেখে তিনি দ'মে ছিলেন; তাঁর মতে এই বিষয়ে সমস্ত ক্ষমতা কংগ্রেসের হাতে তুলে দেবার জন্য আর একটি বৃহত্তর সম্মেলন ডাকা উচিত। ১৭৮৬-তে অ্যানাপলিস-এ এই সম্মেলনের অধিবেশন বসেছিল; কিন্তু যখন দেখা গেল যে কেবল পাঁচটি রাষ্ট্র থেকে প্রতিনিধিরা এসেছে, তখন মনে হয়েছিল যে সম্মেলন ব্যর্থ হয়েছে।

সৌভাগ্যক্রমে প্রতিনিধিদের অন্যতম ছিলেন দুঃসাহসী আলেকজাণ্ডার হ্যামিল্টন,

যিনি পরাজয়ের মধ্যে থেকেই জয়লাভ করতে পারতেন। তিনি সভাকে রাজী করালেন রাষ্ট্রগুলিকে অনুরোধ করতে সেগুলি যাতে তাদের প্রতিনিধি নির্বাচন ক'রে দেয় পরবর্তী মে মাসে ফিলাডেলফিয়ায় সম্মেলনের জন্য, যেখানে তাঁরা যুক্তরাষ্ট্রের তৎকালীন অবস্থার বিষয় বিবেচনা ক'রে "এমন কতকগুলি ব্যবস্থা অবলম্বন করবেন যাতে রাষ্ট্রসংযুক্তির সমস্যা অনুযায়ী যুক্তরাষ্ট্রীয় সংবিধানকে উপযুক্ত ক'রে তোলা যায়। মহাদেশীয় কংগ্রেস প্রথমে এই দুঃসাহসিক ব্যবস্থায় ক্ষিপ্ত হয়ে উঠেছিল, কিন্তু তাদের উচ্চ প্রতিবাদ স্তব্ধ হয়ে গেল, যখন খবর এল যে ভার্জিনিয়া ওয়াশিংটনকে একজন প্রতিনিধি নির্বাচন করেছে। তখন কংগ্রেস দলে ভিড়ে গেল এবং ১৭৮৭-র মে মাসে দ্বিতীয় সোমবারটিকে অধিবেশনের দিন হিসাবে স্থির করল। বছরের শেষের দিকে গোটা শীতকাল ধ'রে, একমাত্র একগুঁয়ে অবাধ্য রোড আইল্যান্ড ছাড়া সমস্ত রাষ্ট্রই প্রতিনিধি নির্বাচন করল।

প্রতিনিধি নির্বাচন করেছিল রাষ্ট্রের আইনসভাগুলি। কয়েকটি আইনসভায় প্রভুত্ব করছিল চরমপন্থী কৃষকগোষ্ঠী এবং সেগুলিতে বিভিন্ন সার্বভৌমত্বে বিশ্বাসী লোকের দল ছিল খুব শক্তিশালী। তবু তাদের বেশির ভাগই নিজেদের প্রতিনিধিদের পরামর্শ দিল একটি শক্তিশালী জাতীয় শাসনব্যবস্থা তৈরি করতে এবং ফিলাডেলফিয়ায় এমন লোকেদের পাঠিয়ে দিল যারা রাষ্ট্রদর্শনের দিক থেকে প্রবলভাবে সংরক্ষণশীল এবং যারা তাদের মতামতের দিক থেকে প্রবলভাবে জাতীয়তাবাদী। এর তিনটি কারণ ছিল : প্রথমতঃ আধুনিক ধরনে দলীয় ব্যবস্থার স্বরূপটা তখনও তাদের মাথায় ভাল ক'রে ঢোকেনি। দ্বিতীয়তঃ, এই মত প্রকাশ করা হয়েছিল যে নতুন ব্যবসায়িক নিয়মকানুনের গুরুত্বের জন্য বাণিজ্য সম্পর্কে বিজ্ঞ লোকেরাই প্রতিনিধি নির্বাচিত হবে; তৃতীয়তঃ, ভার্জিনিয়া জর্জ ওয়াশিংটনকে প্রতিনিধি নির্বাচন করায় অন্য রাষ্ট্রগুলিও ধীর এবং শক্তিশালী প্রতিনিধি নির্বাচনের জন্য উঠে প'ড়ে লাগল।

মে মাসের গোড়ার দিকেই প্রতিনিধিরা দলে দলে ফিলাডেলফিয়ায় হাজির হ'তে লাগলেন। ওয়াশিংটন তাঁর স্বভাব অনুযায়ী ঠিক দিনে, অর্থাৎ ১৩ই তারিখে হাজির হলেন, পরনে কালো ভেলভেটের পোশাক ও একটি সুদৃশ্য তরোয়াল। অবিলম্বে তিনি সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করলেন। ষোল তারিখে বেঞ্জামিন ফ্র্যাঙ্কলিন শহরে উপস্থিত প্রতিনিধিদের জন্য এমন এক ভোজসভার আয়োজন করলেন যা বহুদিন লোকে মনে রেখেছিল, পুরনো মেডিরা মদের অনেক বোতলের মুখই সেদিন খোলা হয়েছিল। তাঁর অতিথিদের অন্যতম ছিলেন ভার্জিনিয়ার জেমস ম্যাডিসন, হ্রস্বকায় কিন্তু রাজনৈতিক ব্যাপারের বিশ্লেষণে বিরাট শক্তিসম্পন্ন। তিনি ছিলেন প্রিন্সটন বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতক; একজন উকিল ও

জমিদার হ'লেও, তাঁর বেশির ভাগ সময় কাটত তাঁর চমৎকার পাঠাগারে। ফ্র্যাংকলিনের পরেই, তিনি ছিলেন প্রতিনিধিদের মধ্যে সবচেয়ে বিজ্ঞ। পরে তিনি প্রমাণ করেছিলেন যে তিনি প্রতিনিধিদের মধ্যে সবচেয়ে পরিশ্রমী এবং পরিকল্পনাকুশলও বটে। আর একজন অতিথি ছিলেন পঁয়ষট্টি বছর বয়স্ক জর্জ ওয়াইজ, যিনি জেফারসন, ম্যাডিসন, জন মার্শাল প্রভৃতি ভার্জিনিয়ার সব প্রসিদ্ধ ব্যক্তিদের আইন শিখিয়েছিলেন। আর একজন ছিলেন যাঁর নাম এডমাণ্ড র্যাণ্ডল্ফ। তিনি ছিলেন ভার্জিনিয়ার গভার্নর; তাঁর ছিল সাত হাজার একর জমি আর দু'শ' ক্রীতদাস।

পেনসিলভ্যানিয়ার প্রতিনিধিদের মধ্যে ছিলেন রবার্ট মরিস, সেই ব্যাংকের জাঁকজমকপ্রিয় মালিক, যিনি বিপ্লবের সবচেয়ে সংকটময় দিনগুলিতে যথেষ্ট টাকা তুলে ওয়াশিংটনের সৈন্যদলকে যুদ্ধক্ষেত্রে দাঁড়াতে সাহায্য করেছিলেন। এই সম্মেলনের সময়ে মরিসের সুন্দর বাড়িটিতেই ওয়াশিংটন থাকতেন। গভার্নর মরিস ছিলেন নিউ ইয়র্কের এক ধনী পরিবারের ছেলে; তৎকালীন ফিলাডেলফিয়ায় যাঁরা উকিল ছিলেন এবং মূলধন বিনিয়োগ করতেন, তাঁদের মধ্যে একজন প্রধান ব্যক্তি। তাছাড়া ছিলেন জেয়ার্ড ইঙ্গারসল, যিনি মিডল টেম্পল-এ আইন শিখে পেনসিলভ্যানিয়ার শ্রেষ্ঠ উকিলদের অন্যতম হয়েছিলেন। আর ছিলেন জেমস উইলসন, তীক্ষ্ণবুদ্ধি চটপটে; স্কটল্যাণ্ডে জন্ম ও শিক্ষালাভ ক'রে আমেরিকার শ্রেষ্ঠ আইনজ্ঞ হিসাবে পরিগণিত হয়েছিলেন। ১৭৮৭-র পৃথিবীতে যেকোনো স্থানে একটি ভোজসভায় এতজন প্রতিভা ও ব্যক্তিত্বসম্পন্ন ব্যক্তির একত্র সমাবেশ দুরূহ ছিল। এবিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই যে সেকালের জগতে কোনো দলই ছিল না যারা ওয়াশিংটনের মতো গম্ভীর আর আত্মসম্মানবোধসম্পন্ন ব্যক্তির মতো এবং যাঁর সম্পর্কে তৎকালীন কোনো লেখক লিখেছিলেন যে, তিনি তাঁর চারপাশে অবাধ স্বাধীনতা ও সুখ বিকিরণ করতেন, সেই বিজ্ঞ ও দয়ালু ফ্র্যাংকলিনের মতো ব্যক্তিদের একত্র সমাবেশের জন্য গর্ব করতে পারত।

এটা লক্ষণীয় যে, যেসব ব্যক্তি বিপ্লব আনতে এবং তার জন্য যুদ্ধ করতে সবচেয়ে সক্রিয় ছিলেন, তাঁদের মধ্যে অনেকেই এই সম্মেলনে প্রতিনিধি হিসাবে আসেননি। জেফারসন ছিলেন ফ্রান্স-এ; প্যাট্রিক হেনরি নির্বাচিত হ'তে চাননি, জন এ্যাডামস লণ্ডনে রাষ্ট্রদূত হিসাবে ছিলেন। তাছাড়া সে-যুগের তিনজন অতি দুর্ধর্ষ ব্যক্তি—টম পেন, স্যাম এ্যাডামস এবং ক্রিস্টোফার গ্যাডসডেন—প্রতিনিধি নির্বাচিত হননি। সংক্ষেপে বলতে গেলে, এই সম্মেলনে র্যাডিক্যাল দলের প্রতিনিধিরা যথোপযুক্ত সংখ্যায় আসেননি। বেশির ভাগ প্রতিনিধি যে সম্পত্তি এবং নিজ রাষ্ট্রের ও ইউরোপের বহু ঋণপত্রের মালিক ছিলেন, এর উপর কয়েকজন ঐতিহাসিক সবিশেষ জোর দিয়েছিলেন। তবে একথাও স্মরণ রাখা প্রয়োজন যে

বেশির ভাগ আমেরিকানরা ছিল মধ্যবিত্ত সম্পত্তির মালিক। আমাদের ছিল মাত্র কয়েকজন খুব ধনী, অত্যন্ত গরিব লোক একপ্রকার ছিল না বললেই চলে।

সম্মেলনের অধিবেশন। বেশির ভাগ প্রতিনিধি আলাপ-আলোচনায় দক্ষ ছিলেন। এই ধরনের সম্মেলন প্রায় দুষ্প্রাপ্য। যদিও যতজন খুশি প্রতিনিধি পাঠাবার অনুমতি রাষ্ট্রগুলিকে দেওয়া হয়েছিল—কারণ প্রত্যেক রাষ্ট্রের প্রতিনিধিদের দল-বদ্ধভাবে ভোট দেবার কথা—কিন্তু আর্থিক অসুবিধার জন্য বেশির ভাগ রাষ্ট্রই অল্পসংখ্যক প্রতিনিধি পাঠিয়েছিল। প্রতিনিধিদের সংখ্যা দাঁড়িয়েছিল মোট পঞ্চান্ন জন এবং তাদের মধ্যেও অনেকে অধিবেশনে বসেছিলেন অল্প সময়; কাজেই শেষের দিকে দেখা গেল যে প্রতিনিধিদের সংখ্যা ঊনচল্লিশ এবং ওয়াশিংটনের মতো অনেকেই তর্কসভায় নির্বাক থাকতেন। প্রতিনিধিদের অর্ধেক ছিলেন কলেজের ছেলেরা, বাকী অংশের বেশির ভাগ ছিলেন উকিল; কাজেই তাঁরা স্পষ্ট ভাষায় সংক্ষিপ্ত-ভাবে তাঁদের মতামত জানাতেন। বিতর্কের বিষদ বিবরণ অবশ্য রাখা হ'ত না; কিন্তু ম্যাডিসনের ও অন্যান্য পত্রিকায় যেসব বিবরণ বেরুত তাতে বাগাড়ম্বর বিশেষ থাকত না; তবু যারাই সেগুলি পড়ত, তারা বক্তব্যগুলির যুক্তির দ্বারা প্রভাবিত না হয়ে পারত না। অধিবেশনের বিবরণ গুপ্ত রাখবার নিয়মও আলোচনার পক্ষে বিশেষ সুবিধাজনক হয়েছিল। কারণ প্রচারের দ্বারা মতবিরোধগুলি অযথা প্রাধান্য পেত; তার থেকে প্ররোচনা আসত জনসাধারণ বা পত্রিকার জন্য বক্তৃতা দেবার এবং তার ভিতর দিয়ে জনমতের চাপও আসত প্রতিনিধিদের উপর। ফিলাডেলফিয়ার সংযত লোকেরা যে সম্মেলনের ভিতর উঁকি মারতে যায়নি, তার জন্য তারা প্রশংসার যোগ্য। একবার তাঁর এক খাবার টেবলে বন্ধুদের কাছে ফ্র্যাঙ্কলিন এক মজার গল্প বলেছিলেন যাতে গাছের কোন দিক দিয়ে যাওয়া যেতে পারে তা স্থির করতে না পেরে এক দুমুখো সাপ অনাহারে মারা গেছল। তিনি বলেছিলেন যে সম্মেলনের এক ঘটনা থেকে তিনি এরই একটা উদাহরণ দিতে পারেন, কিন্তু গোপনতার নিয়মের কথা মনে পড়িয়ে দিয়ে তাঁর বন্ধুরা তাঁকে নিরস্ত করেছিলেন।

গোড়াতেই প্রতিনিধিরা একবাক্যে স্বীকার ক'রে নিয়েছিলেন যে তাঁরা রাষ্ট্র-সংযুক্তির সূত্রগুলির পুনর্বিচার করবেন না, বরং একেবারে নতুন এক সংবিধান লিখে ফেলবেন। এই সিদ্ধান্ত গ্রহণে তারা অবশ্য তাঁদের ক্ষমতার অতিরিক্ত কাজ করেছিলেন। মহাদেশীয় কংগ্রেস যে এই সম্মেলন ডেকেছিলেন তার "একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল রাষ্ট্রসংযুক্তির সূত্রগুলির পুনর্বিবেচনা করা।" কিন্তু ম্যাডিসন পরে লিখেছিলেন, প্রতিনিধিরা "তাদের দেশের উপর সম্পূর্ণ আস্থা রেখে" সূত্রগুলিকে

ছুড়ে ফেলে দিয়ে নতুন ধরনের শাসনব্যবস্থা রচনায় মনোযোগী হলেন। হ্যামিল্টনের মতে, এটা হয়েছিল একটা "বৈপ্লবিক কার্যসূচি," এবং সুবিখ্যাত জন. ডব্লিউ. বার্জেস পরে লিখেছিলেন যে, যদি নেপোলিয়ন একাজ করতেন তাহলে এটিকে বলা হ'ত 'অপূর্ব রাষ্ট্রীয় পরিবর্তন,' তবু একথা আমাদের মনে রাখতেই হবে যে বেশির ভাগ রাষ্ট্র তাদের প্রতিনিধিদের নির্দেশ দিয়েছিল এমন একটি যুক্তরাষ্ট্র গ'ড়ে তুলতে যা তখনকার সংকটজনক অবস্থার উপযুক্ত হয়।

অধিবেশনের কার্যক্রম আলোচনা করার সময় কতকগুলি বড় বড় সাধারণ বিচার্য বিষয়ের উপর গুরুত্ব আরোপ করা উচিত। প্রতিনিধিরা জানতেন যে একটি সাদাসিধে শাসনব্যবস্থায় চলবে না, জটিল যন্ত্রের প্রয়োজন। প্রথমতঃ তাঁদের কাজ ছিল খুব সযত্নে দু'টি ক্ষমতার সামঞ্জস্যবিধান করা : এযাবৎ তেরটি প্রায়-স্বাধীন রাষ্ট্র স্থানীয় শাসনে যে-ক্ষমতা বিস্তার করছিল তার সংগে নতুন তৈরী শাসন-ব্যবস্থার ক্ষমতার। এই কাজে পূর্বানুসৃতির একমাত্র দৃষ্টান্ত ব্রিটিশ সাম্রাজ্য। ১৭৬৩-র আগে ওই সাম্রাজ্যে, সব দিক থেকে বিচার করলে, একটি যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাই ছিল—কেন্দ্রীয় ও স্থানীয় কর্তৃপক্ষের মধ্যে শাসনক্ষমতার ভাগাভাগি। তৎকালীন অন্যান্য যুক্তরাষ্ট্রগুলি ছিল সর্বক্ষেত্রেই আয়তনে ছোট, শাসনব্যবস্থায় শৈথিল্যযুক্ত এবং কদাচিৎ সেগুলি বেশী দিন টিকে থাকতে পেরেছে। ম্যাডিসন প্রভৃতি কয়েকজন সাধারণভাবে সব শাসনব্যবস্থার এবং বিশেষ ক'রে গ্রীক, হেল-ভেটিক এবং ডাচ যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থায় ভালরকম গবেষণা করেছিলেন এবং বেশির ভাগ প্রতিনিধির রাষ্ট্রনীতি সম্পর্কে ভাল পড়াশুনা ছিল। যে-নীতি গ্রহণ করা হ'ল তা ছিল এই যে জাতীয় শাসনব্যবস্থায় কাজ ও ক্ষমতা পরিষ্কার ভাবে ব'লে দিতে হবে; এবং ধ'রে নেওয়া হবে যে বাকী কাজ ও ক্ষমতা রাষ্ট্রগুলির হাতে থাকবে। জাতীয় শাসনব্যবস্থা নতুন ব'লেই, তার ক্ষমতাগুলি পরিষ্কার ভাবে জানিয়ে দেওয়া প্রয়োজন।

চরম কীর্তি। এই বিজ্ঞপ্তির সংগে সংগেই জাতীয় শাসনযন্ত্র তৈরি ক'রে ফেলার কাজও এসে পড়ল। এক্ষেত্রেও কাজের পিছনে ছিল একটা সাধারণ নীতি। এটা ধ'রে নেওয়া হয়েছিল যে তিনটি সুস্পষ্ট শাখায় শাসনব্যবস্থাকে দাঁড় করান হবে, যে-অংশগুলি হবে পরস্পরের সংগে ক্ষমতায় সমান কিন্তু পরস্পরের পরিপূরক; সেই তিনটি অংশ—শাসন, আইন প্রণয়ন এবং আইন প্রয়োগের ক্ষমতা। এগুলিকে পরস্পরের সংগে এমন ভাবে সহযোজন করতে হবে যাতে সেগুলি অনায়াসে কাজ করতে পারে, অথচ এমন ভাবে সেগুলিকে নিয়ন্ত্রিত করতে হবে যাতে একটি অংশ যেন প্রাধান্য না পায়। ক্ষমতাসাম্যের এই অষ্টাদশ শতাব্দীয় ধারণা ছিল

রাষ্ট্রনীতিতে নিউটনের মতবাদ। ঔপনিবেশিক অভিজ্ঞতা থেকেই এই মতবাদের উদ্ভব এবং সেটি শক্তি সংগ্রহ করেছিল লক ও মন্টেস্ক-এর লেখা থেকে, যার সঙ্গে বেশির ভাগ প্রতিনিধির পরিচয় ছিল। আমেরিকানদের মতে স্বৈরতান্ত্রিক শাসন-ব্যবস্থা তাই, যাতে ঐ অংশগুলির একটি প্রধান হয়ে ওঠে। এটা ধ'রে নেওয়াও স্বাভাবিক হয়েছিল যে ঔপনিবেশিক আইন-সভাগুলির এবং ব্রিটিশ পার্লামেণ্টের মতো আইন তৈরির অংশটির দু'টি কক্ষ থাকবে। একজন প্রধান শাসক থাকার নীতিতে সকলেই বিশ্বাসী ছিল না, কিন্তু উপনিবেশ ও রাষ্ট্রগুলির দৃষ্টান্ত তুলে বহু শাসকের পৃষ্ঠপোষকদের কন্ঠরোধ করা হয়েছিল।

ছোট ও বড় রাষ্ট্রগুলির ক্ষমতার প্রশ্ন নিয়ে অধিবেশনে যে মতভেদ ও বিবাদ দেখা গিয়েছিল, আইনসভাগুলির দু'টি বিভাগ থাকার সিদ্ধান্তে তার অবসান হ'ল। ছোট ছোট রাষ্ট্রগুলি দাবি তুলেছিল যে রাষ্ট্রসংযুক্তির ব্যবস্থার অনুরূপে, পার্শ্ববর্তী বৃহৎ রাষ্ট্রগুলির সঙ্গে তাদের সম্পূর্ণ শক্তিসাম্য থাকা প্রয়োজন। অর্থাৎ বৃহৎ নিউ ইয়র্ক যেন ক্ষুদ্র রাষ্ট্র কনেটিকাটের উপর এবং বৃহৎ ভার্জিনিয়া যেন ক্ষুদ্র মেরীল্যাণ্ডের উপর অত্যাচার না করে। বড় বড় রাষ্ট্রগুলি জোর গলায় বলেছিল যে আয়তন, লোকসংখ্যা এবং সম্পদের সমান অনুপাতে ক্ষমতা থাকা উচিত।

শেষ পর্যন্ত আপসব্যবস্থা গ্রহণ করা হ'ল। তাতে ঠিক হ'ল যে সেনেটে ছোট ও বড় রাষ্ট্রগুলি সমান সংখ্যক সদস্য পাবে; কেবল 'হাউস অব রিপ্রেসেন-টেটিভস'-এ সদস্যসংখ্যা লোকসংখ্যার উপব নির্ভর করবে। কর্মকর্তার বিষয়ে নির্বাচনের ধরনটাই বড় প্রশ্ন হয়ে দাঁড়াল। কংগ্রেসই কি প্রেসিডেন্টকে মনোনীত করবে? কিন্তু তাহলে তিনি আইনসভার উপর নির্ভরশীল হয়ে উঠবেন এবং তাতে ক্ষমতার ভারসাম্য নষ্ট হবে। তিনি কি তাহলে জনসাধারণের ভোটে নির্বাচিত হবেন? যুক্তরাষ্ট্রের বিস্তৃত ও বিস্তারশীল ভূখণ্ডে জনসাধারণ ছড়িয়ে ছিল এবং ভাল যোগাযোগ-ব্যবস্থা ছিল না। তাদের পক্ষে তাই একজন বা কয়েক-জন প্রার্থীর উপর মনোযোগ দেওয়া সম্ভব ছিল না; কাজেই বহুব্যক্তিকে প্রাথমিক মনোনয়ন দিতে হবে এবং তাদের মধ্যে কোনো একজনের বেশী ভোট পাবার সম্ভাবনা থাকবে না। সেই জন্যই শেষ পর্যন্ত একটি নির্বাচনী কলেজ স্থাপন করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হ'ল এবং স্থির হ'ল সেনেটে ও হাউস অব রিপ্রেসেন-টেটিভস-এ প্রত্যেক রাষ্ট্রের যত সংখ্যক প্রতিনিধি থাকবে, সেটির ততগুলি ভোট থাকবে। তখন যেমন মনে হয়েছিল পরে এ-ব্যবস্থা ঠিক সেইভাবে চলেনি; কারণ অনতিবিলম্বেই যে দল-প্রথার উদ্ভব হয়েছিল, প্রস্তাবকারীরা তার কল্পনা করতে পারেনি। তৃতীয় বিভাগ, অর্থাৎ যুক্তরাষ্ট্রীয় বিচার বিভাগ সম্পর্কে স্থির হয়েছিল যে সেনেটের অনুমতি ও পরামর্শক্রমে প্রেসিডেন্ট বিচারপতিদের তাঁদের

জীবনকালের জন্য কাজে নিয়োগ করবেন, যতদিন, অবশ্য, তাঁরা ভালভাবে কাজ ক'রে যাবেন।

যে বুদ্ধি ও কৌশল সংবিধান রচয়িতারা দেখিয়েছিলেন, তা আমাদের প্রশংসার দাবি করে। এ-পর্যন্ত মানুষেরা যত শাসনব্যবস্থা তৈরি করেছে এটি ছিল তার মধ্যে সবচেয়ে জটিল, এবং সূক্ষ্ম ভাবে বিন্যস্ত। তিনটি শাখার প্রত্যেকটি স্বাধীন অথচ পরস্পরের সহযোগী এবং অপরের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। কংগ্রেসে গৃহীত বিলগুলি আইন হবে না যতক্ষণ না সেগুলি প্রেসিডেণ্টের অনুমোদন পাবে। প্রেসিডেন্টকেও তাঁর সমস্ত কার্যসূচী এবং তাঁর সমস্ত চুক্তি সেনেটের সামনে হাজির করতে হবে। আর কংগ্রেস তাঁর বিচার ক'রে তাঁকে অপসারিত পর্যন্ত করতে পারবে। আইন ও সংবিধান অনুসারে সমস্ত মামলার বিচার করবে বিচার-বিভাগ, এবং সেই সূত্রে সমস্ত সাংবিধানিক এবং অন্যান্য আইন ব্যাখ্যা করার অধিকার সেই বিভাগের থাকবে। যেহেতু, সেনেটের সদস্যারা রাষ্ট্রের আইনসভা-গুলির দ্বারা ছ'বছরের জন্য নির্বাচিত হবেন; যেহেতু, প্রেসিডেণ্ট নির্বাচনী কলেজের দ্বারা মনোনীত হবেন, এবং যেহেতু বিচারপতিরা কাজে নিয়োগ পাবেন, সেই হেতু কেবলমাত্র কংগ্রেসের নিম্নকক্ষ অর্থাৎ 'হাউস অব রিপ্রেসেনটেটিভস' ছাড়া শাসনব্যবস্থার কোনো অংশই জনতার নিয়ন্ত্রণের অধীন থাকবে না। তাছাড়া সরকারী কর্মচারীদের কার্যকাল দু'বছর থেকে সমগ্র জীবনকাল পর্যন্ত, তাই একমাত্র বিপ্লব ছাড়া একযোগে সমস্ত কর্মচারী বদল অসম্ভব।

সম্মেলনটিকে রাজনৈতিক না হয়ে অর্থনৈতিক দল হিসাবে ব্যাখ্যা ক'রে কিছু কিছু ছাত্র অভিযোগ করেছে যে এর সিদ্ধান্তগুলি সম্পত্তির মালিকদের, ব্যবসায়ী-দের ও মহাজনদের পক্ষে সুবিধাজনক হয়েছিল। কিন্তু আর একবার আমাদের স্মরণ করতে হবে যে ১৭৮৭-তে আমেরিকা ছিল এমন একটি জায়গা যেখানে কৃষকরা, জমিদারেরা, দোকানদারেরা এবং শ্রমশিল্পীরা সকলেই প্রায় কমবেশী অবস্থাপন্ন ছিল; এবং শ্রেণী বিভাগের রেখাগুলি ছিল অস্পষ্ট; তাছাড়া সুরক্ষিত অবস্থায় তারা সকলেই লাভবান হয়েছিল। এই অর্থনৈতিক ব্যাখ্যার পিছনে কিছু সত্য থাকলেও, এর মধ্যে অতিরঞ্জন ছিল বেশী।

যেসব সিদ্ধান্তের দ্বারা অধিবেশন ঠিক করল যে যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থা শান্তি ও সম্পত্তি রক্ষার জন্য উপযুক্তভাবে শক্তিশালী হবে, সেগুলি ভিন্ন অবস্থায় বিপজ্জনক বিতর্কের সৃষ্টি করতে পারত। কিন্তু, তাদের বেশির ভাগই গৃহীত হয়েছিল শান্ত এবং স্বল্পকালব্যাপী আলোচনার পর। যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থাকে সম্পূর্ণ ক্ষমতা দেওয়া হয়েছিল নতুন কর প্রবর্তন করবার, সুতরাং পুরনো দেনা শোধ করবার। জনকল্যাণে অর্থসংগ্রহ করবার সুযোগসুবিধাও শাসনব্যবস্থার

হাতে এসেছিল। এটি টাকা ধার করতে পারত, শুল্ক নির্ধারণ করতে পারত এবং দেউলিয়া আইন জারী করতে পারত। একে অধিকার দেওয়া হয়েছিল টাকা তৈরি করবার, ওজন ও মাপ ঠিক ক'রে দেবার, পেটেণ্ট এবং কপিরাইট দেবার, ডাকঘর প্রতিষ্ঠা করবার এবং পথঘাট তৈরির ব্যবস্থা করবার। একে ক্ষমতা দেওয়া হয়েছিল সৈন্যদল এবং নৌ-বহর তৈরি করবার এবং পোষণ করবার। রাষ্ট্রগুলির মধ্যে বাণিজ্য নিয়ন্ত্রণও এর হাতে ছিল। ইণ্ডিয়ানদের সঙ্গে সম্পর্ক, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক এবং যুদ্ধের সম্পূর্ণ ভার এই কেন্দ্রীয় শাসনব্যবস্থাকে দেওয়া হয়েছিল। যদি কোনো রাষ্ট্রে গৃহযুদ্ধ বেধে যেত, সেখানকার গভার্নর কিংবা আইনসভা সাহায্য চাইত, তাহলে শান্তি স্থাপনের জন্য এটি হস্তক্ষেপ করতে পারত। বিদেশীদের জাতীয়করণের আইন তৈরি করার ভারও এর উপর ন্যস্ত হ'ত। সমস্ত সরকারী জমি হাতে থাকায়, পুরনো রাষ্ট্রের সমান অধিকার দিয়ে এটি নতুন একটি রাষ্ট্র গঠন করতে পারত। এর একটা নিজস্ব রাজধানী থাকা স্থির হয় একটি জেলায় যার পরিধি দশ বর্গমাইলের বেশী হবে না। সংক্ষেপে জাতীয় সরকার প্রথম থেকেই শক্তিশালী হয়েছিল এবং অনতিবিলম্বে সুপ্রিম আদালত সংবিধানের যেসব ব্যাখ্যা করেছিল তার ভিতর দিয়ে সেটি আরও শক্তিশালী হয়েছিল। পূর্বের রাষ্ট্রসংযুক্তির যে দুর্বলতা ছিল তারই প্রতিক্রিয়াতে এইটি সম্ভব হয়েছিল।

অথচ, রাষ্ট্রগুলিও শক্তিশালী র'য়ে গেল। স্থানীয় শাসনের সমস্ত ক্ষমতা তাদের হাতে দেওয়া হয়েছিল এবং জনসাধারণের প্রাত্যহিক জীবনের সব বিষয়ই তারা নিয়ন্ত্রণ করত। বিদ্যালয়, স্থানীয় আদালত, স্বরাষ্ট্রবাহিনী, শহর প্রতিষ্ঠার সনদ, ব্যাঙ্ক এবং ব্যবসায়িক কম্প্যানি প্রতিষ্ঠার দলিল, পথ, খাল, সাঁকো—এই সমস্তই এবং অন্যান্য অনেক কিছুই রাষ্ট্রগুলির হাতে ছিল। রাষ্ট্রগুলি ঠিক ক'রে দিত কারা ভোট দেবে এবং কিভাবে দেবে। নাগরিক ব্যক্তি-স্বাধীনতার ভারও তাদের হাতে ছিল। নিজেদের আমেরিকান হিসাবে ভাববার পূর্বে বহুদিন পর্যন্ত সকলে নিজেদের জর্জিয়ান, পেনসিলভ্যানিয়ান কিংবা ভার্জিনিয়ান হিসাবে ভেবে এসেছে।

সবশেষে সম্মেলন সম্মুখীন হ'ল সবচেয়ে বড় সমস্যার : নতুন তৈরী জাতীয় সরকারকে দেওয়া ক্ষমতাগুলি কিভাবে কার্যকরী করা হবে? আগেকার রাষ্ট্রসংযুক্তির হাতে যে প্রচুর, কিন্তু অপর্যাপ্ত, ক্ষমতা ছিল সেগুলি ছিল কাগজে-কলমে। কিন্তু ব্যবহারিক ক্ষেত্রে সেই ক্ষমতাগুলি ছিল প্রায় শূন্য, কারণ রাষ্ট্রগুলি সেগুলিকে গ্রাহ্য করত না। নতুন শাসনব্যবস্থাকে অনুরূপ বাধা ও অস্বীকৃতির সম্মুখীন যাতে না হ'তে হয়, তার জন্য কি করা যেতে পারে? প্রথমে সমস্ত

প্রতিনিধিরা একবাক্যে এই প্রশ্নের উত্তর দিয়েছিল—শক্তি ব্যবহারের দ্বারা। ভার্জিনিয়া প্রস্তাব করল কংগ্রেসকে ক্ষমতা দেওয়া হবে "যুক্তরাষ্ট্রের যেকোনো সদস্য-রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে যুক্তরাষ্ট্রীয় সেনাদলকে নিযুক্ত করবার, যদি সেই সদস্য তার সাংবিধানিক কর্তব্য পালনে অপারগ হয়।" তত্ত্ব হিসাবে এ-প্রস্তাবটি ছিল ভুল, কারণ সৈন্যদলের ব্যবহার আন্তর্জাতিক আইনের অধীন। ব্যবহারিক ক্ষেত্রে এটি হ'ত বিপজ্জনক, কারণ এর ফলে আসত গৃহযুদ্ধ। শক্তিপ্রয়োগে ধ্বংস ও রক্তপাতের মধ্য দিয়ে যুক্তরাষ্ট্র ভেঙেগ যেত।

তা হ'লে কি করা যেতে পারত? আলোচনার ভিতর একটি নতুন এবং ত্রুটি-হীন উপায় আবিষ্কার হয়েছিল। কেন্দ্রীয় সরকার রাষ্ট্রগুলির উপর নয়, তাদের জনসাধারণের উপর সরাসরি ব্যবস্থা অবলম্বন করবে। রাষ্ট্রীয় সরকারগুলিকে অগ্রাহ্য ক'রে কেন্দ্রীয় সরকার সমগ্র দেশের আপামর জনসাধারণের জন্য আইন প্রণয়ন করবে। জেফারসনের কাছে ম্যাডিসন লিখেছিলেন : "এটা কখনই আশা করা যায় না যে সমস্ত সদস্য-রাষ্ট্রগুলি যুক্তরাষ্ট্রীয় আইন মেনে চলবে। কার্যক্ষেত্রে জোর ক'রেও তা কাউকে মানান সম্ভব হবে না, কারণ তা করলে দোষী এবং নির্দোষ সকলেই সমান বিপদের সম্মুখীন হবে, যে অবস্থার উদ্ভব হবে তাকে রাজ্যশাসন না ব'লে গৃহযুদ্ধ বলাই সঙ্গত। সেই জন্যই বিকল্প ব্যবস্থা হিসাবে স্থির করা হয়েছে যে সরকার, রাষ্ট্রগুলির বিরুদ্ধে ব্যবস্থা অবলম্বন না ক'রে, তাদের বিনা হস্তক্ষেপে, তাদের জনসাধারণের উপর তা করবে।" সংবিধানের মূল সিদ্ধান্ত হিসাবে সম্মেলন এই নিম্নলিখিত কথাগুলি গ্রহণ করেছিল :

> এই সংবিধান, এবং এই সংবিধান অনুসারে যেসব যুক্তরাষ্ট্রীয় আইন প্রস্তুত হবে, এবং যুক্তরাষ্ট্রের ক্ষমতাধীনে যেসমস্ত চুক্তি হয়েছে বা হবে, সেইগুলিই হবে দেশের সর্বশক্তিশালী আইন; এবং কোনো রাষ্ট্রের কোনো আইন এর বিরুদ্ধে থাকলেও, প্রত্যেকটি রাষ্ট্রের বিচারপতিরা এই আইন মেনে চলতে বাধ্য হবেন।

এই নির্দেশ অনুসারে যুক্তরাষ্ট্রীয় আইনের প্রচলনের ব্যবস্থা হ'ল তার নিজের জাতীয় আদালতগুলিতে তার নিজস্ব বিচারপতিদের দ্বারা। রাষ্ট্রীয় আদালত এবং রাষ্ট্রীয় বিচারপতিদের মাধ্যমেও এগুলির প্রচলন সম্ভব হ'ল। এই নির্দেশ সংবিধানের মধ্যে এমন একটি প্রাণশক্তি সঞ্চার করেছিল যা অন্য উপায়ে সম্ভব হ'ত না, এবং সমস্ত সংবিধানটির মধ্যে দিয়ে যে সাধারণ বুদ্ধি, দূরদৃষ্টি, অনুপ্রেরণা এবং সুকৌশল প্রকাশ পেয়েছিল, এটি ছিল তারই একটি প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্ত।

একটি গ্রীষ্মকালীন অধিবেশনে পৃথিবীর যেকোনো আলোচনী সভার পক্ষে শ্রেষ্ঠতম কাজ করার পর, ১৭ই সেপ্টেম্বর, সোমবার সম্মেলন শেষবারের জন্য মিলিত হ'ল।

প্রতিনিধিদের মধ্যে মাত্র তিনজন সই করতে রাজী হননি, বেশির ভাগ সদস্যই আনন্দে উৎফুল্ল হয়েছিলেন। বৃদ্ধ ফ্র্যাঙ্কলিন বলেছিলেন যে যদিও তিনি সংবিধানের সমস্ত কিছু অনুমোদন করেন না, তবু তিনি এটিকে প্রায় নির্দোষ দেখে আশ্চর্য হয়েছেন। যে সমস্ত ব্যক্তি এই সংবিধানের কিছু কিছু অংশ পছন্দ করেনি, তিনি তাদের অনুরোধ করেছিলেন যে তারা যেন নিজেদের অভ্রান্ততার উপর বিশ্বাস কিছুটা কমিয়ে দলিলটিকে গ্রহণ করে। দুঃসাহসিক তরুণ আলেকজান্ডার হ্যামিল্টনও অনুরূপ আবেদন জানিয়েছিলেন। তিনি আরও বেশী অভিজাত কেন্দ্রীয় শাসনব্যবস্থার আশা করেছিলেন; কিন্তু, তিনি জিজ্ঞাসা করেছিলেন, যখন অরাজকতা এবং তুমুল আন্দোলনের বিপক্ষে শান্তি ও অগ্রগতি বেছে নেবার প্রশ্ন আসে তখন সত্যিকারের দেশপ্রেমিকের পক্ষে দ্বিধা করবার কি থাকতে পারে? বারটি রাষ্ট্রের প্রতিনিধিরা সাগ্রহে এগিয়ে এল সই করবার জন্য। তৎকালীন গুরুত্বের চাপে অনেককেই ক্লিষ্ট দেখাচ্ছিল এবং ওয়াশিংটন গম্ভীর চিন্তায় মগ্ন হয়ে বসেছিলেন। কিন্তু, ফ্র্যাঙ্কলিন তাঁর স্বভাব অনুযায়ী সুরসিক কথাবার্তায় এই অবস্থার গুমট কাটিয়ে দিলেন। ওয়াশিংটন যে চেয়ারে বসে-ছিলেন তারই পিছনদিকে সোনালী রঙের সূর্যের অর্ধভাগ আঁকা ছিল, সেটির দিকে দেখিয়ে তিনি বললেন যে উদীয়মান ও অস্তমান সূর্যের মধ্যে প্রভেদ দেখাতে চিত্রকররা সব সময়ই অসুবিধা ভোগ করেছেন। "অধিবেশন যখন চলছিল, এর শেষ পরিণতি সম্পর্কে আশা-নিরাশার দ্বন্দ্বের মাঝখানে আমি বার বার প্রেসিডেন্টের পিছনের ওই সূর্যটির দিকে তাকিয়েছি। কিন্তু, একবারও বুঝতে পারিনি যে ওটা উঠছে কি ডুবছে; কিন্তু এখন, অবশেষে পরম আনন্দের সঙ্গে আমি জানতে পারলাম ওটি উদীয়মান রবি, অস্তমান নয়।"

সংবিধানের সমর্থন। কিন্তু রাষ্ট্রগুলি কি এই নতুন সংবিধান সমর্থন করবে? সরল সাধারণ লোকেদের কাছে সংবিধানটিকে মনে হয়েছিল বিপদে পরিপূর্ণ, কারণ এটির সাহায্যে যে শক্তিশালী কেন্দ্রীয় সরকার গঠিত হবার কথা, সেটি কি তাদের উপর অত্যাচার করবে না, করভারে তাঁদের জর্জরিত করবে না, বিদেশের সঙ্গে যুদ্ধে তাদের লিপ্ত ক'রে দেবে না? সম্মেলন স্থির ক'রে দিয়েছিল যে তেরটি রাষ্ট্রের মধ্যে ন'টির অনুমোদন পেলেই সংবিধান কার্যকরী হবে। ১৭৮৭ খৃষ্টাব্দ শেষ হবার আগেই ডেলাওয়ার, পেনসিলভ্যানিয়া এবং নিউ জার্সি সেটি

অনুমোদন করেছিল, কিন্তু আর ছ'টি রাষ্ট্র কি তাদের অনুসরণ করবে? নতুন ব্যবস্থার সৃষ্টিকর্তারা দারুণ দুশ্চিন্তা ভোগ করছিলেন।

অনুমোদনের সংগ্রাম দু'টি দলকে জন্ম দিয়েছিল, ফেডারালিস্টস (যুক্তরাষ্ট্র-পন্থী) এবং এ্যান্টি-ফেডারালিস্টস (যুক্তরাষ্ট্র-বিরোধী); অর্থাৎ যারা একটি শক্তিশালী কেন্দ্রীয় সরকার সমর্থন করছিল এবং যারা চাইছিল কেবলমাত্র কতকগুলি রাষ্ট্রের সংযুক্তি। সংবাদপত্রে, আইনসভাগুলিতে এবং রাষ্ট্রীয় সম্মেলনগুলিতে প্রতিদ্বন্দ্বিতা চলতে লাগল। দুই পক্ষ থেকেই আগ্রহে উত্তপ্ত যুক্তিতর্ক বর্ষিত হ'তে লাগল। সবচেয়ে সুদক্ষ যুক্তি দিল ফেডারালিস্ট পেপারস, তাতে নতুন সংবিধানের সপক্ষে আলেকজাণ্ডার হ্যামিলটন, জেমস ম্যাডিসন এবং জন জে যে প্রবন্ধগুলি লিখেছিলেন রাজনৈতিক রচনা হিসাবে সেগুলি অমরত্ব লাভ করেছে। ম্যাসাচুসেটস, নিউ ইয়র্ক এবং ভার্জিনিয়াতে এই প্রতিদ্বন্দ্বিতা সবচেয়ে সাংঘাতিক আকার ধারণ করেছিল। ম্যাসাচুসেটস-এ বস্টনের জাহাজের খালাসিরা, ধাতু-কারখানার শ্রমিক এবং অন্যান্য মিস্ত্রীরা উকিল ব্যবসায়ী এবং সংখ্যাধিক কৃষকদের সঙ্গে যোগ দিয়ে সংবিধানকে জয়যুক্ত ক'রে তুলল। নিউ ইয়র্ক-এ আলেকজাণ্ডার হ্যামিল্টনের বাগ্মিতা বিপক্ষ দলকে পরাজিত ক'রে, প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী তর্ক-যোদ্ধাকে স্বমতে নিয়ে এসে বিপুল ভোটাধিক্যে সংবিধানের অনুমোদন লাভ করল। ভার্জিনিয়ায় জর্জ ওয়াশিংটনের প্রভাব (যা সর্বত্রই শক্তিশালী ছিল), এবং ম্যাডিসনের শক্তিশালী যুক্তিগুলি জয়লাভ করল। ভার্জিনিয়ার মত পাবার আগেই অন্য ন'টি রাষ্ট্র তাদের অনুমোদন দিয়েছিল, কাজেই যুক্তরাষ্ট্র-সরকারের কার্যারম্ভ সম্বন্ধে কোনো সন্দেহই ছিল না; কিন্তু ওয়াশিংটনের রাষ্ট্রের পূর্ণ অনুমোদন সকলের কাছে অপরিহার্য ব'লে মনে হয়েছিল, তাই সকলরবে সকলে সেটিকে অভ্যর্থনা ক'রে নিল।

নতুন শাসনব্যবস্থাকে অভ্যর্থনা ক'রে নেবার জন্য ১৭৮৮-র ৪ঠা জুলাই ফিলাডেলফিয়া একটি বিরাট মিছিলের ব্যবস্থা করল। এতে দেখান হয়েছিল একটি তৈরি করা জলপথে পুরনো জাহাজ 'কনফেডারসী' (রাষ্ট্রসংযুক্তির দুর্বল শাসন-ব্যবস্থার প্রতীক), 'নির্বোধ' ক্যাপ্টেনের জন্য কেমন ক'রে জলমগ্ন হয়েছিল; আর একটি দৃশ্যে দেখান হয়েছিল শক্তসমর্থ জাহাজ 'সংবিধান' সমুদ্র পাড়ি দেবার তোড়জোড় করছে। এবং সত্যই সংবিধান যাত্রার জন্য প্রস্তুত হয়েছিল। প্রেসিডেন্ট এবং কংগ্রেসের নির্বাচনের জন্য এবং ১৭৮৯-এর বসন্তকালে নতুন শাসনব্যবস্থা প্রবর্তনের সমস্ত আয়োজন সম্পূর্ণ করা হয়েছিল। রাষ্ট্রপ্রধান হিসাবে একজনের নামই সকলের মুখে মুখে ঘুরছিল এবং ওয়াশিংটন সর্ববাদিসম্মতভাবে প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হয়েছিলেন।

· এইভাবে তৎকালীন অন্ধকার দিনগুলির পর, ইনডিপেন্ডেন্স হল-এ ফ্র্যাঙ্কলিন যে সূর্যোদয়কে অভ্যর্থনা করেছিলেন, সমগ্র দেশ তা দর্শন করল। আমেরিকার ইতিহাসের প্রথম দিকের একটি চাঞ্চল্যকর ঘটনা ঘটেছিল যখন নিউ ইয়র্কে রাষ্ট্রের পরিচালনাভার নেবার জন্য ওয়াশিংটন পটোম্যাক-এ তাঁর সুন্দর বাড়ি থেকে যাত্রা করেছিলেন। যখন ভার্জিনিয়ার পার্বত্য অঞ্চলে বসন্তের পদধ্বনি শোনা যাচ্ছে সেই এপ্রিল মাসের মাঝামাঝি তিনি যাত্রা শুরু করেছিলেন। ১৭৮১-তে কর্ণ-ওয়ালিসকে বন্দী করবার জন্য তিনি যেপথে অগ্রসর হয়েছিলেন, তাঁর এখনকার যাত্রাপথ হ'ল তারই সমান্তরাল। প্রতিটি গ্রামে এবং শহরে লোকেরা ভীড় ক'রে ছুটে এসেছিল তাঁকে সানন্দ অভিনন্দন জানাতে। ফিলাডেলফিয়ায় অশ্বারোহী-দের কুচকাওয়াজ হয়েছিল এবং তিনি সবুজ পত্রমণ্ডিত তোড়ণের তলা দিয়ে জয়যাত্রা করেছিলেন। কোনো এক রৌদ্রোজ্জ্বল বিকালে তিনি ট্রেনটনে পৌঁছলেন, যেখানে বার বছর আগে তাঁর একটি সর্মাধিক প্রসিদ্ধ সামরিক আক্রমণের জন্য তিনি এক অন্ধকার ঝড়ের রাত্রে বরফে ভর্তি ডেলাওয়ার নদী পার হয়েছিলেন। এখানে শুক্লবসনা কয়েকটি কুমারী তাঁর সামনে পুষ্পবৃষ্টি করেছিল এবং জয়সঙ্গীত গেয়েছিল। নিউ ইয়র্ক উপসাগরের উপকূলে তাঁকে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল একটি সুন্দর নৌকোয় যেখানে তেরটি নাবিক ছিল সাদা পোশাক প'রে এবং যেই তিনি শহরের নিকটবর্তী হলেন, অমনি তেরটা কামান গর্জন ক'রে উঠল। যখন তিনি শহরে এসে নামলেন, তিনি দেখলেন শহরটা উৎফুল্ল জনতায় ভ'রে গেছে, তাদের মধ্যে ছিল বিপ্লবযুগের বহু অভিজ্ঞ যোদ্ধা। ৩০শে এপ্রিল বহুসংখ্যক জন-সাধারণের সামনে তিনি কার্যভার গ্রহণের জন্য ওয়াল স্ট্রীটের ফেডারেল হল-এর বারান্দায় গিয়ে দাঁড়ালেন। নিউ ইয়র্কের চ্যান্সেলার তাঁর শপথ গ্রহণে সাহায্য ক'রে জনতার দিকে ফিরে চিৎকার ক'রে উঠলেন, "যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেণ্ট জর্জ ওয়াশিংটন দীর্ঘজীবি হউন।" নিচে জনতার ভিতর থেকে উঠে এল প্রচণ্ড উল্লাসধ্বনি।

১৭৮৯-এর আমেরিকা। যে সাধারণতন্ত্র তার যাত্রা শুরু করল সেটি যথেষ্টই বলশালী ছিল। ওয়াশিংটনের অভিষেকের একবছর পরে জনসংখ্যার হিসাব নিয়ে দেখা গেল যে সেখানে চল্লিশ লক্ষ নরনারী, তাদের মধ্যে পঁয়ত্রিশ লক্ষ শেতাঙ্গ। এই জনতা ছিল প্রায় সম্পূর্ণরূপে গ্রাম্য। তখন নামের উপযুক্ত ছিল মাত্র পাঁচটি শহর—ফিলাডেলফিয়া, যার লোকসংখ্যা ৪২,০০০ হাজার; নিউ ইয়র্ক, যার লোক-সংখ্যা ৩৩,০০০ হাজার; বস্টন, যার লোকসংখ্যা ১৮,০০০ হাজার; চার্লসটন, যার লোকসংখ্যা ১৬,০০০ হাজার এবং ব্যাল্টিমোর, যার লোকসংখ্যা ১৩,০০০

হাজার। বেশির ভাগ লোকেরা ক্ষেত-খামারে কিংবা গ্রামে বাস করত। যাতায়াত ব্যবস্থা ছিল অতি মন্দ ও স্লথগতি, কারণ পথগুলির অবস্থা ছিল শোচনীয়, গাড়িগুলি অত্যন্ত অস্বস্তিকর, জলযানের সময়ের স্থিরতা ছিল না। কিন্তু পথ-কর আদায়ের কম্প্যানিগুলি একে একে দেখা দিতে লাগল (ফিলাডেলফিয়া থেকে ল্যাংকাস্টার পর্যন্ত একটি আদর্শ পথ শীঘ্রই তৈরি হয়েছিল) এবং খালগুলি শীঘ্রই কাটা হ'তে লাগল। বেশির ভাগ লোকেরা মোটের উপর দূরে দূরে বাস করত, বিদ্যালয়গুলি অতি বাজে, পুস্তকের সংখ্যা ছিল খুব কম, পত্রিকা ছিল না বললেই চলে। তৎকালীন আমেরিকাকে দেখে ইউরোপীয় ভ্রমণকারীদের ধারণা হ'ত যে সেটি এমন একটি দেশ যেখানে ছিল ব্যবহারের রূঢ়তা, আরামের অভাব, অতি অল্প সংস্কৃতি, এবং তার সংগে স্বাধীন মনোবৃত্তি, জাগতিক উন্নতি এবং সীমাহীন আত্মপ্রত্যয়। তবে জ্ঞানজগতে এবং ব্যবহারিক জগতে তাদের দ্রুত উন্নতি হচ্ছিল।

কারণ দেশটি ক্রমে গ'ড়ে উঠেছিল। পুরনো জগৎ থেকে ঔপনিবেশিকরা এত বেশী সংখ্যায় আসতে আরম্ভ করেছিল যে মনে হচ্ছিল পশ্চিম ইউরোপের অর্ধেক লোকই নতুন দেশে এসে হাজির হচ্ছে। অল্পমূল্যে ভাল ভাল ক্ষেতখামার কেনা যেত; শ্রমিকদের যথেষ্ট চাহিদা ছিল এবং তারা বেতনও ভাল পেত। ঔপনিবেশিক-দের এই আগমন সরকার সুনজরেই দেখছিল। ওয়াশিংটন বিশেষভাবে চাইছিলেন যে ইংল্যান্ড থেকে অভিজ্ঞ চাষীরা আসুক, যাতে তারা আমেরিকানদের চাষবাসের ভাল উপায় শেখাতে পারে। নিউ ইয়র্কের উত্তরে উর্বর গেনেসি ও মহক উপত্যকাতে, উত্তর পেনসিলভ্যানিয়ায় সাসকেহানা এবং ভার্জিনিয়ায় সেনানডোয়াতে প্রচুর পরিমাণে গম উৎপাদন হ'তে লাগল। নিউ ইংল্যান্ডের এবং পেনসিলভ্যানিয়ার লোকেরা ওহায়োতে গিয়ে বসতি স্থাপন করতে লাগল, ভার্জিনিয়া এবং ক্যারোলাইনার লোকেরা গেল কেন্টাকি এবং টেনেসিতে।

শ্রমশিল্পে উৎপাদনকারীরাও উন্নতি করছিল এবং রাষ্ট্রীয় অর্থসাহায্য থেকে তারা উৎসাহ পাচ্ছিল। ম্যাসাচুসেটস ও রোড আইল্যান্ডে বড় বড় বয়ন-শিল্পের ভিত্তি স্থাপিত হচ্ছিল। নানা কৌশলে তারা ইংল্যান্ড থেকে তাদের যন্ত্রপাতি আনিয়ে নিচ্ছিল। কনেটিকাট তৈরি করতে আরম্ভ করেছিল টিনের জিনিস আর ঘড়ি; মধ্যাঞ্চলের রাষ্ট্রগুলি তৈরি করছিল কাগজ, কাচ আর লোহা। কিন্তু আমেরিকায় তখনও পর্যন্ত এমন কোনো কারখানা-শহর গ'ড়ে ওঠেনি, যার লোক-সংখ্যার সকলেই কারখানার শ্রমিক। আসলে, বেশির ভাগ শ্রমশিল্পজাত দ্রব্য তৈরি হ'ত পরিবারের মধ্যে। সুদীর্ঘ শীতের সন্ধ্যাগুলিতে চাষীরা বাড়িতে ব'সে তৈরি করত মোটা কাপড়, চামড়ার জিনিস, মাটির জিনিস, ছোটখাট লোহার যন্ত্র,

দেশী চিনি আর কাঠের এটা-ওটা যখন কল-কারখানাগুলো মাথাচাড়া দিয়ে উঠল, সেগুলোর মালিকরা শ্রমিকদের সংগে একত্রে কাজ করতেন।

জলপথে বাণিজ্য তখন সবে আরম্ভ হয়েছে এবং যুক্তরাষ্ট্র ঠিক ইংল্যান্ডের পরেই সমুদ্রে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করতে আরম্ভ করেছে। তীরবর্তী ব্যবসা-বাণিজ্যের জন্য, কড মাছ ধরার জন্য, তিমি মাছ ধরার জন্য এবং খাদ্যদ্রব্য, তামাক, কাঠ ও অন্যান্য জিনিস ইউরোপে নিয়ে যাবার জন্য প্রচুর সংখ্যায় জাহাজ তৈরি হ'তে লাগল। বিপ্লব শেষ হবার ঠিক পরেই 'এম্প্রেস' নামে জাহাজটি ক্যান্টন শহরে গিয়ে জেনে এল যে প্রাচ্য দেশের সংগে ব্যবসা-বাণিজ্যের সুযোগ সুবিধা আছে এবং এ-সংবাদে নিউ ইংল্যান্ডের লোকেরা উৎসাহিত হয়ে উঠল। নতুন বাণিজ্য গ'ড়ে উঠল। তাতে এমনিই উন্নতি দেখা গেল যে ১৭৮৭-তে পাঁচটি জাহাজ আমেরিকার পতাকা উড়িয়ে চীন দেশে যাতায়াত শুরু করেছিল। প্রাচ্য দেশের লোকেরা চাইছিল ফার এবং বস্টনের কয়েকজন ব্যবসায়ী স্থির করল উত্তর-পশ্চিম সমুদ্রতীরে জাহাজ পাঠিয়ে ইন্ডিয়ানদের কাছ থেকে তা সংগ্রহ ক'রে চীনে পৌঁছে দিয়ে, সেখান থেকে চা এবং রেশম নিয়ে আসবে। এই নবতর উদ্যমে তারা সফল হয়েছিল। শুধু তাই নয় এরই ফলে 'কলাম্বিয়া' জাহাজের ইয়াঙ্কি ক্যাপ্টেন রবার্ট গ্রে প্রশান্ত মহাসাগরের উত্তর উপকূলে একটি প্রকাণ্ড নদীতে প্রবেশ ক'রে নদীটির নামকরণ করলেন নিজের জাহাজের নামে এবং অরিগন-এর উপর উত্তরকালে যুক্তরাষ্ট্রের দাবির ভিত্তিস্থাপন করলেন।

আমেরিকান উদ্যমের প্রধান তীব্রতা ছিল পশ্চিমদিকে—কেবল পশ্চিমদিকে। ওহায়োর ওক বন থেকে জর্জিয়ার উপত্যকায় পাইন জংগলে কাঠুরের কুঠার অগ্রগামী সৈন্যদলের ডংকানিনাদের মতো শোনা যেতে লাগল। এ্যালেঘেনি পর্বতমালার ঢালু পথ বেয়ে উপরে উঠে আসতে লাগল ঔপনিবেশিকদলের ওয়াগন-গুলির সাদা আস্তরণ; কাম্বারল্যান্ড গ্যাপ-এর ভিতর দিয়ে বিসর্পিল পথে কেণ্টাকিতে আসতে লাগল অজিন-পরিহিত শিকারী আর বসতি-স্থাপনকারীদের দল—সংগে নিয়ে তাদের গাড়িবোঝাই আসবাব, ফসলের বীজ, ক্ষেতখামারের যন্ত্র-পাতি আর গৃহপালিত পশুদের। অনেক অসমতল উন্মুক্ত স্থানে, যেখানে উর্বর জমির প্রতীক ওয়ালনাট আর হিকরি গাছগুলোকে কেটে ফেলে সীমান্তের চাষী ও তার প্রতিবেশীরা কাঠের বাড়ি তৈরি করল, কাঠের গায়ে লেগে রইল মৃত্তিকা, তার ছাদে বিছিয়ে দিল ওক গাছের সরু সরু ডাল। বছরের পর বছর ওহায়ো আর মিসিসিপি নদী দিয়ে শস্য, নুনে জারা মাংস আর পটাস বোঝাই হয়ে অনেক আমেরিকান ভেলা আর নৌকো ভেসে যেতে লাগল নিউ অর্লিন্স-এর দিকে। বছরের পর বছর ওহায়োর তীরে সিনসিনাটি, টেনেসির মধ্যস্থলে নক্সভিল এবং

কেণ্টাকিতে লেক্সিংটন প্রভৃতি পশ্চিমের শহরগুলির গুরুত্ব বাড়তে লাগল। অবশ্য ইণ্ডিয়ানদের সঙ্গে সংঘর্ষ, ম্যালেরিয়া, বন্য জন্তু, সুদূর সীমান্তে ডাকাতের ভ্রাম্যমান দল প্রভৃতি বিপদের সম্মুখীন সকলকে হ'তে হয়েছিল, দুঃখকষ্ট, দারিদ্র্য এবং অসুখবিসুখ অনেকের প্রাণ হরণ করেছিল। কিন্তু তবু উপনিবেশ স্থাপনকারীদের দশহাজার স্রোত জঙ্গলগুলিতে গিয়ে প্রবেশ করেছিল, তবু সীমান্ত স'রে স'রে যেতে লাগল, তবু ঔপনিবেশিক যুগে বিশপ বার্কলের বিবৃতি তখন পর্যন্ত অব্যাহত হয়ে ছিল, "পশ্চিম অভিমুখেই সাম্রাজ্যের গতি।"

ষষ্ঠ অধ্যায়

সাধারণতন্ত্রের আত্মপ্রতিষ্ঠা

ওয়াশিংটনের অধীনে শাসনব্যবস্থা সংগঠন। ১৭৮৯ খ্রীষ্টাব্দে নিউ ইয়র্ক সাময়িকভাবে জাতীয় রাজধানীতে পরিণত হয়েছিল। এর ভাল ভাল বাড়িগুলিকে সংস্কার ক'রে সুরম্য ক'রে তোলা হ'ল; সেই গ্রীষ্মে এর পথগুলি কংগ্রেস-সদস্য চাকরির উমেদার, জল্পনাকারী এবং দর্শকে পূর্ণ হয়ে গেল। প্রেসিডেণ্ট ওয়াশিংটন প্রথমে শহরের বাইরে ফ্র্যাংকলিন স্কোয়ারে একটি বসতবাড়ি নিয়েছিলেন; তারপর লোয়ার ব্রডওয়েতে সুদৃশ্য ম্যাককুম্ব ম্যানসনে উঠে এলেন। তাতে সকলকে অভ্যর্থনা করবার জন্য একটি বিরাট হলঘর ছিল। ভাইস প্রেসিডেন্ট এ্যাডামস রিচমন্ড হিল-এ একটি প্রকান্ড বাড়ি অধিকার করলেন। ওয়াল স্ট্রীট আর ব্রড স্ট্রীটে কংগ্রেসের অধিবেশন হ'তে লাগল—পরবর্তী যুগে যে-স্থানটি ব্যবসায়িক কেন্দ্র হিসাবে গ'ড়ে উঠেছিল, সেখানেই আরম্ভ হয়েছিল জাতির প্রথম রাজনৈতিক রাজ-ধানী। বড় বড় অভ্যর্থনাসভা আর বলনাচের আয়োজন হয়েছিল। প্রেসিডেণ্ট আবেগহীন আভিজাত্যপূর্ণ অনেক ভোজসভার আয়োজন করলেন এবং বন্ধু-বান্ধবদের সঙ্গে প্রায়ই জন স্ট্রীটের থিয়েটারে যেতেন। তিনি কংগ্রেসে যেতেন রাজকীয় আড়ম্বরের সঙ্গে, ভার্জিনিয়ার ছ'টা সাদা ঘোড়ায় টানা ক্রিম রঙের প্রকান্ড গাড়িটায় চেপে, তাঁর সামনে পিছনে যেত সুসজ্জিত অশ্বারোহী দেহরক্ষীর দল। কংগ্রেসের বিতর্কসভার মধ্যে জনসাধারণের প্রবেশাধিকার ছিল না, তারা কংগ্রেস-ভবনের সামনে দলেদলে রাস্তায় দাঁড়িয়ে সাময়িক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলি নিয়ে আলোচনা করত।

নতুন শাসনব্যবস্থার পক্ষে ওয়াশিংটনের বিজ্ঞ নেতৃত্ব অপরিহার্য ছিল। রাজ-নীতির দিক থেকে তাঁর যে দূরদৃষ্টি বা চমকপ্রদ উদ্যম ছিল একথা বলা যায় না, রাষ্ট্রশাসনের নিয়মকানুনের তিনি বিশেষ কিছুই জানতেন না। কিন্তু লোকে তাঁকে যে শুধু মেনে চলত তাই নয়, তাঁর উপর তাদের একটা সভয় শ্রদ্ধা ছিল এবং তিনি যেভাবে জাতীয় একতার প্রতীক হয়ে উঠেছিলেন, এমন আর কেউ হ'তে

পারেন নি। তাঁর সততা, মতের উদারতা এবং বিচক্ষণতা সম্পর্কে সমস্ত দলের দায়িত্বশীল ব্যক্তিদের বিশ্বাস ছিল। তাঁর "সাধারণতন্ত্রী সভা"গুলিতে সবসময় একটা সম্ভ্রম ও গাম্ভীর্যপূর্ণ আচার-অনুষ্ঠানের ভাব থাকত। তিনি যখন অভ্যর্থনা-সভাগুলিতে আসতেন তাঁর পরনে থাকত কালো ভেলভেট আর সাটিনের পোশাক, হাঁটুর বকলস থাকত হীরাখচিত, তাঁর লম্বা চুলগুলি স্তূপাকারে থাকত বাঁধা, হাতের তলায় চাপা থাকত সামরিক শিরস্ত্রাণ, তরোয়ালের খাপটা থাকত সবুজ। কংগ্রেস-সদস্য এবং প্রশাসনিক কর্মকর্তাদের সঙ্গে সম্পর্কে তিনি দলগত বিরোধ থেকে দূরে থাকতেন এবং জাতির প্রতিনিধি হিসাবে ব্যবহার করতেন—যদিও সংযুক্তিপন্থীদের উপরেই তাঁর সহানুভূতি ছিল। চিরদিন সতর্ক এবং পরিশ্রমী, তিনি নিয়মিতভাবে অনেক ঘন্টা কাজ করতেন। তাঁর সফল পরিশ্রমে তিনি শাসনব্যবস্থাকে একটি উচ্চ নৈতিক স্তরে স্থাপিত করেছিলেন এবং ১৭৯৬-এ তাঁর 'বিদায় অভিভাষণ'-এ যে-অনুজ্ঞা দিয়েছিলেন সেটি দেশবাসীদের মনে প্রতিষ্ঠিত করতে পেরেছিলেন। সে-অনুজ্ঞা হচ্ছে, "একতাবদ্ধ হ'ন, সকলে আমেরিকান হ'ন।"

আগস্ট মাসে কংগ্রেসের অধিবেশন স্থগিত হয়ে ডিসেম্বর মাসে আবার তা বসল ফিলাডেলফিয়ায়। পরিচ্ছন্ন, শান্ত এবং সামাজিক আবহাওয়ায় পূর্ণ ফিলাডেলফিয়া এর পরে দশ বছর দেশের রাজধানী ছিল। ইতিমধ্যে জাতির বহুবিধ ব্যাপার সুনিয়ন্ত্রিত করবার জন্য অনেক কিছুই করতে হয়েছিল।

শাসনব্যবস্থা সংগঠন খুব সহজ কাজ ছিল না। কংগ্রেস খুব দ্রুতভাবে একটি রাষ্ট্রীয় বিভাগ, একটি সমর-বিভাগ ও একটি অর্থ-বিভাগ তৈরি ক'রে তুলেছিল। ফ্রান্সে প্রতিনিধি হিসাবে কার্যকাল শেষ ক'রে টমাস জেফারসন ফিরে আসবার পর ওয়াশিংটন তাঁকেই রাষ্ট্রীয় বিভাগের ভার দিলেন। সমর-বিভাগে তিনি নিযুক্ত করলেন ম্যাসাচুসেটস-এর মাঝামাঝি কৃতিত্বশালী কিন্তু লোকপ্রিয় সেনানায়ক হেনরি নক্স-কে। অর্থ-বিভাগের ভার দিলেন তিনি আলেকজাণ্ডার হ্যামিল্টনকে, আর্থিক ব্যাপারে যাঁর বিশেষ জ্ঞান ছিল সর্বজনবিদিত। কংগ্রেস এ্যাটর্নি-জেনারলের পদটিও তৈরি করল; কিন্তু তিনি কোনো বিভাগীয় প্রধান না হয়ে, আইন-সংক্রান্ত ব্যাপারে শাসনব্যবস্থার পরামর্শদাতা হলেন। ওয়াশিংটন এই পদটি ভার্জিনিয়ার এডমাণ্ড র‍্যাণ্ডল্ফ-কে দিলেন। হ্যামিল্টন এবং নক্সের সংযুক্তিপন্থী দলের দিকে ঝোঁক ছিল, জেফারসন ও র‍্যাণ্ডল্ফের বিপক্ষদলের দিকে। সেই সময়েই কংগ্রেস একটি যুক্তরাষ্ট্রীয় আইনবিভাগ সৃষ্টির চেষ্টা করেছিল। তারা কেবল একটি সর্বোচ্চ আদালত, একজন প্রধান বিচারপতি এবং পাঁচজন সহকারী বিচারপতি (এই সংখ্যা পরে বাড়ান হয়েছিল) নিযুক্ত ক'রেই ক্ষান্ত হয়নি; তারা তিনটি

ভ্রাম্যমান আদালত এবং তেরটি প্রাদেশিক আদালতও সৃষ্টি করেছিল। যুক্তরাষ্ট্রের বিভাগীয় প্রধানদের মতো বিচারপতিদের নিযুক্ত করতেন প্রেসিডেণ্ট, সমর্থন করত সেনেট। ১৭৯০-এর শেষের দিকে প্রথম তিনটি জাতীয় বিভাগ এবং প্রচুরসংখ্যক নিম্নপদস্থ কর্মচারীসমেত জাতীয় আদালতগুলি পুরোদমে কাজ চালিয়ে যাচ্ছিল।

যদিও বহু আমেরিকান রাজনীতির ছোঁয়াচশূন্য সাধারণতন্ত্রের স্বপ্ন দেখেছিলেন, তবু ইতিমধ্যেই দলগত রাজনীতির দেখা পাওয়া গিয়েছিল। এর প্রথম আত্মপ্রকাশ দেখা গেল সংবিধান পরিবর্তন সম্পর্কে সংঘর্ষে। কতকগুলি রাষ্ট্র সংবিধানটিকে স্বীকার ক'রে নিলেও, অবিলম্বে সেটির সংশোধনের পরামর্শ দিয়েছিল। প্রথমে মনে হয়েছিল যে কংগ্রেস এইসব পরামর্শে কর্ণপাত করবে না। তখন প্যাট্রিক হেনরি প্রমুখ কয়েকজন সেবিষয়ে এমনি সোরগোল তুলেছিল যে কংগ্রেস তাদের প্রস্তাবগুলি বিবেচনা করবার জন্য একটি কমিটির হাতে ভার দিল। ফল এই হ'ল যে কংগ্রেসের অধিকসংখ্যক সদস্য শাসনব্যবস্থা পরিবর্তনের প্রস্তাবগুলি উড়িয়ে দিয়ে 'অধিকারের সনদ' হিসাবে বারটি প্রস্তাব রাষ্ট্রগুলির কাছে পাঠিয়ে দিল। তার মধ্যে দশটি সমর্থিত হয়েছিল। আরও বেশী কিছু কেন দেওয়া হয়নি তার জন্য সংযুক্তিবিরোধীরা প্রতিবাদে আকাশ প্রতিধ্বনিত ক'রে তুলেছিল। কিন্তু এই সময় ফেডারালিস্ট ও এ্যাণ্টিফেডারালিস্ট এই দলগত বিভাগ উঠে যাচ্ছিল, কারণ দেশ সংবিধানকে স্থায়ীভাবে গ্রহণ করেছিল। তখন দলগুলি নতুন বিষয়সূচি গ্রহণ করতে লাগল। সংযুক্তিপন্থী দলের লক্ষ্য হ'ল শক্তিশালী কেন্দ্রীয় শাসনব্যবস্থা এবং ব্যবসা-বাণিজ্যের ক্রমোন্নতি আর বিপক্ষদলের লক্ষ্য হ'ল রাষ্ট্রগুলির অধিকার এবং কৃষির উন্নতি। নতুন নতুন নেতারা সামনে এসে দাঁড়াতে লাগলেন।

যেমন বিপ্লবকালীন আমেরিকা ওয়াশিংটন এবং ফ্রাঙ্কলিনের মতো দু'জন বিশ্ববিখ্যাত ব্যক্তিকে সৃষ্টি করেছিল, তরুণ সাধারণতন্ত্রও এমন দু'জন অপূর্ব দক্ষ ব্যক্তিকে সামনে দাঁড় করিয়ে দিল যাঁদের খ্যাতি সমুদ্র পার হয়ে বিশ্বে ছড়িয়ে পড়ল; তাঁরা হচ্ছেন, আলেকজাণ্ডার হ্যামিল্টন এবং টমাস জেফারসন। কিন্তু এই দু'টি লোকের যতই ব্যক্তিগত কৃতিত্ব থাকুক, তার জন্যই কিন্তু তাঁরা অবিস্মরণীয় হবার দাবি করতে পারতেন না, তাঁরা ছিলেন আমেরিকান জীবনের দুটি শক্তিশালী, অত্যাবশ্যক এবং কিছু অংশে পরস্পরবিরোধী মনোভাবের প্রতীক : হ্যামিল্টন আরও ঘনিষ্ঠ রাষ্ট্রীয় সংযুক্তির এবং আরও শক্তিশালী জাতীয় শাসনব্যবস্থা গ'ড়ে তোলার মনোভাবের এবং জেফারসন গণতন্ত্রের আরও স্বাধীন প্রসারের। ১৭৯০ থেকে ১৮৩০ পর্যন্ত আমেরিকার ইতিহাসে, পশ্চিমদিকে অবাধ অগ্রগমনের পর, সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ঘটনা হচ্ছে এই জাতীয় ও গণতান্ত্রিক ভাবধারার বিজয়লাভ।

আলেকজান্ডার হ্যামিল্টন। লেসার এ্যান্টিলস-এ নেভিস নামে যে একটি ছোট দ্বীপে চিনি তৈরি হয়, সেখানে হ্যামিল্টনের জন্ম, তাঁর বাবা ছিলেন স্কটল্যাণ্ডের লোক, তাঁর মা ফরাসী দেশের। তিনি বড় হয়ে উঠলেন স্কটল্যান্ড দেশীয় ভাবভঙ্গি নিয়ে, ঠিক যেমনটি স্টিভেনসন তাঁর 'কিডন্যাপড' পুস্তকে এ্যালান ব্রেক-এর চরিত্রে ফুটিয়েছেন—উচ্চাকাঙ্ক্ষী, উদার, অনুগত, দাম্ভিক; রাগ করতে আর ক্ষমা করতে সমান তৎপর; যেমন উজ্জ্বল মন, তেমনি অফুরন্ত উৎসাহ। তাঁর ভিতরে যে তীক্ষ্ন বুদ্ধি, আত্মবিশ্বাসী উচ্চাকাঙ্ক্ষা এবং কঠোর শ্রমশীলতার সমন্বয় ঘটেছিল, তার জন্যে তাঁর যাকিছু সাফল্য। তিনি কত স্পষ্টভাবে যে তাঁর চরিত্রের এই দিকগুলি দেখাতেন তা লক্ষ্য করবার মতো ছিল। ব্যবসায়ে তাঁর বাবার অবস্থা খারাপ হওয়ায়, তাঁর কলেজে পড়বার অর্থসঙ্গতি ছিল না। কিন্তু অ্যান্টিলস দ্বীপপুঞ্জের উপর দিয়ে একটা প্রচণ্ড ঝড় ব'য়ে গেলে তিনি সেটির যে-বর্ণনা লেখেন তা এমনিই লোকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে যে তাঁর পিসীরা তাঁকে আমেরিকার মূল ভূখন্ডে পাঠান স্থির করলেন। তিনি নিউ ইয়র্কে কিংস কলেজে ভর্তি হলেন। কলেজ নির্বাচনটা ভালই হয়েছিল এই কারণে যে সেই শহরেই তিনি সেইসব চরমপন্থীদের সংস্পর্শে এলেন যারা রাজার বিরুদ্ধে বিদ্রোহে নেতৃত্ব করছিল। তাঁর আঠার বছর বয়েস হবার ঠিক আগে ও পরে দু'টি বড় পুস্তিকা প্রকাশ করে তিনি নিজেকে প্রদেশের টোরি প্রধানের বিরুদ্ধে দাঁড় করালেন। কুড়ি বছর বয়েসে তিনি যখন এক গোলন্দাজ দলের ক্যাপ্টেন হলেন, তাঁবুতে বই নিয়ে গিয়ে বেশী রাত্রি পর্যন্ত সেগুলি প'ড়ে তিনি তাঁর পাঠানুরাগের প্রমাণ দিলেন।

কৃতিত্ব এবং উচ্চাকাঙ্ক্ষা ছাড়াও হ্যামিল্টনের আরও অনেক গুণ ছিল, যেগুলি তাঁর কাজে লেগেছিল। তাঁর একটা ব্যক্তিগত আকর্ষণী শক্তি ছিল। তাঁর মাথায় ছিল লালচে বাদামী চুল, চোখ ছিল উজ্জ্বল বাদামী রঙের, কপাল ছিল সুগঠিত, ঠোঁট আর চিবুক ভরাট—তাঁর ছিল অত্যন্ত সুশ্রী চেহারা। যখন কথা বলতেন, তাঁর মুখশ্রী জীবন্ত আর আনন্দদায়ক হয়ে উঠত, যখন কাজ করতেন সেটি হ'ত গম্ভীর ও চিন্তাশীল। যেসব ভোজসভায় ফুর্তি থাকত সেগুলি তিনি পছন্দ করতেন এবং যে-দলের কাছে ভাল মদ, চিন্তাশীল সঙ্গী এবং তীক্ষ্ন কথাবার্তা পাওয়া যেত, সেইসব দলে তিনি ব্যক্তিগত ঔজ্জ্বল্যে ঝকমক করতেন। তিনি ছিলেন যেমন সুচতুর তেমনি তৎপর, তাঁর আর একটি প্রধান গুণ ছিল—যথা কর্তব্য যথা সময়ে ক'রে ফেলতেন। তাঁর এই শেষোক্ত বিশেষ গুণটিই তাঁকে নিউ ইয়র্কের স্বদেশহিতৈষীদের দলপতি করেছিল, তাঁকে ওয়াশিংটনের নজরে এনে জেনারলের প্রধান দেহরক্ষী করেছিল; এই গুণটির জন্যই তাঁর পক্ষে সম্ভব হয়েছিল ইয়র্ক-টাউনের অবরোধে চমকপ্রদভাবে আক্রমণ করা, নিউ ইয়র্কের উকিলদের মধ্যে প্রধান

হয়ে ওঠা, ওয়াশিংটনের শাসনব্যবস্থায় শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করা এবং একটি বড় দলের নেতৃত্ব করা। দায়িত্বপূর্ণ কাজে এবং সংগঠনে তাঁর অসাধারণ কৃতিত্ব ছিল। তিনি লিখতে এবং বলতে পারতেন প্রশংসনীয় সাহস ও উৎসাহের সঙ্গে। তবু তাঁর লক্ষ্য করবার মতো দোষও অনেকগুলি ছিল। তিনি সহজে উত্তেজিত হতেন, রেগে উঠতেন এবং বাধা পেলে আদুরে ছেলের মতো ঘ্যানঘ্যান করতেন। মনমাউথের যুদ্ধে যখন পশ্চাদপসরণের জন্য ওয়াশিংটন জেনারল চার্লস লী-কে বকছিলেন, হ্যামিল্টন হঠাৎ ঘোড়া থেকে লাফিয়ে প'ড়ে তরোয়াল খুলে চিৎকার ক'রে উঠলেন, "আমরা প্রতারিত হয়েছি!" তাঁকে দমিয়ে দিয়ে ওয়াশিংটন শান্ত কন্ঠে আদেশ দিলেন, "মিস্টার হ্যামিল্টন, ঘোড়ায় চাপুন।" যুদ্ধের শেষের দিকে তিনি ওয়াশিংটনের সঙ্গে ঝগড়া করলেন, ঘটনাটি সম্পর্কে নিজের শ্বশুরকে একটি আত্মম্ভরিতাপূর্ণ চিঠি লিখলেন এবং মিটমাট করলেন না। তাঁর গরম মেজাজ, কথায় কথায় ঝগড়া বাধানর অভ্যাস এবং আত্মম্ভরিতার জন্য অকারণে তাঁর সঙ্গে বিবাদ হয়েছিল—জেফারসনের, যাতে ওয়াশিংটনের শাসনব্যবস্থা বিশৃঙ্খল হয়েছিল; জন এ্যাডামসের, যাতে ফেডারালিস্ট দলটি ভেঙ্গে গিয়েছিল এবং এ্যারন বার-এর, যাতে দৈবরথ যুদ্ধে তাঁর নিজের মৃত্যু হয়েছিল।

নবীন জাতির জন্য হ্যামিল্টন যে অবিস্মরণীয় কাজ ক'রে গেছেন, তার মূল উৎস ছিল তাঁর কৃতিত্ব, নিয়মানুবর্তিতা ও সংগঠনের উপর আকর্ষণ। ১৭৭৫ থেকে ১৭৮৯ পর্যন্ত তিনি চারপাশে দেখেছিলেন অকর্মণ্যতা আর দুর্বলতা। তার ফলে যে বিশৃঙ্খলা এসেছিল তা তিনি সম্পূর্ণরূপে ঘৃণা করতে লাগলেন। সেক্রেটারি হিসাবে তাঁরই মাধ্যমে ওয়াশিংটন তাঁর যাকিছু কাজকর্ম চালাতেন। বিপ্লবযুগে লেখা ওয়াশিংটনের চিঠিগুলি পড়লেই বুঝতে পারা যায় শাসনব্যবস্থার দুর্বলতায় জেনারল কিরকম ক্রমাগত উত্যক্ত হয়ে উঠতেন। তিনি বিরক্ত হয়ে উঠতেন এই কারণে যে রাষ্ট্রগুলি তাঁকে যথেষ্ট পরিমাণে সৈন্য দিয়ে সাহায্য করত না, কারণ তারা তাঁকে কম পরিমাণে অস্ত্রশস্ত্র, পোশাক ও অর্থসাহায্য পাঠাত, কারণ যখন দেশের এক অংশ যথেষ্ট উদ্যম দেখাচ্ছিল, অপর অংশ নিশ্চেষ্ট হয়ে ব'সে ছিল। তিনি উত্যক্ত হয়ে উঠেছিলেন এই কারণে যে সৈন্যদলে শৃঙ্খলা ছিল না; সৈন্যরা লুটতরাজ করত এবং সামান্য কারণে জিনিসপত্র গুছিয়ে নিয়ে বাড়ি চ'লে যেত। হ্যামিল্টন তাঁর এইসব মানসিক অশান্তির ভাগ নিতেন। এবং তারপর, রাষ্ট্রসংযুক্তির ঘনান্ধকার বছরগুলিতে হ্যামিল্টন নিউ ইয়র্কের ব্যবসায়ী মহলের ঘনিষ্ঠ সম্পর্কে থেকে ওকালতি করেছিলেন এবং ব্যবসার অসুবিধা এবং সম্পত্তির নিরাপত্তার অভাব সম্পর্কে তাঁদের মানসিক অশান্তির সঙ্গে পরিচিত ছিলেন। পড়াশুনার ভিতর দিয়ে রাষ্ট্র সম্পর্কে তাঁর ধারণা হয়ে উঠেছিল অনেকটা

ইউরোপীয়, আমেরিকান নয়, এবং সারা জীবন তাঁর স্থির বিশ্বাস ছিল যে ইংল্যাণ্ডের রাষ্ট্রব্যবস্থাই সর্বশ্রেষ্ঠ। কেন যে তিনি শাসনব্যবস্থায় দক্ষতা এবং কর্মোদ্যম চাইতেন, শক্তিশালী কেন্দ্রীয় কর্তৃত্ব চাইতেন, তা সহজেই বুঝতে পারা যায়।

টমাস জেফারসন। এখন জেফারসনের বিষয় আলোচনা করতে যাওয়া মানে একজন কাজের লোকের দিক থেকে একজন চিন্তাশীল লোকের দিকে ফেরা। হ্যামিল্টনের কৃতিত্ব যেমন ছিল কাজে, জেফারসনের কৃতিত্ব ছিল ভাবুকতায়, দার্শনিকতায়। একটি শক্তিশালী যন্ত্র খাড়া ক'রে তার কার্যকারিতা লক্ষ্য করাতেই ছিল হ্যামিল্টনের আনন্দ; জেফারসনের লক্ষ্যবস্তু ছিল মানুষ, দক্ষ হ'ক আর নাই হ'ক, তারা তৃপ্ত হ'লেই তিনি খুশী হতেন। ভার্জিনিয়ার শাসনকর্তা হিসাবে তাঁর দক্ষতার অভাব বাড়িয়ে বলা হয়েছিল, নিন্দা নিয়ে তিনি পদত্যাগ করেছিলেন এবং মন্ত্রী হিসাবেও তিনি বিশেষ দক্ষতা দেখাতে পারেননি। কিন্তু রাজনৈতিক চিন্তা ও লেখার দিক থেকে তিনি, তাঁর সময়ে এবং বার্কের মৃত্যুর পর, সমগ্র পৃথিবীতে অপ্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন। তাঁর সমাধি-প্রস্তরে কি লেখা হবে সে-সম্পর্কে তিনি যে-নির্দেশ দিয়েছিলেন, তাতে তাঁর কাজের ও পদের হিসাব দিতে বলেননি, বলেছিলেন চিন্তার জগতে তাঁর প্রধান তিনটি দান লিখে রাখতে। প্রস্তর-ফলকে লেখা আছে :

এইখানে শুয়ে আছেন টমাস জেফারসন
আমেরিকার স্বাধীনতা ঘোষণার এবং ধর্মসংক্রান্ত
স্বাধীনতার জন্য ভার্জিনিয়ার আইনের যিনি লেখক
এবং ভার্জিনিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের যিনি স্রষ্টা।

জেফারসন ভার্জিনিয়ার সহজ আনন্দময় চিন্তাজগতে মানুষ হয়েছিলেন। যৌবনকালে তিনি নেচে আর পিকনিক ক'রে বেড়াতেন; ঘোড়ায় চাপতেন, বন্য জীবনের সংস্পর্শে আসতেন, বেহালা বাজাতেন; ফিল্ডিং, স্মলেট আর স্টার্নের উপন্যাস পড়তেন, ওসিয়ানের লেখায় উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠতেন। তাঁর পরবর্তী জীবনেও প্রকৃতি, বই আর মানুষের ভিড় ছিল, তাতে তাঁর চিন্তাজগতে বহুমুখিতাই উজ্জীবিত হয়েছিল। তিনি জ্ঞান অর্জন করেছিলেন ছ'টা ভাষার, অঙ্কের, জরিপ কাজের, যন্ত্রবিজ্ঞানের, সঙ্গীত ও স্থাপত্যশিল্পের, আইনের ও শাসনপদ্ধতির। অতি আগ্রহের সঙ্গে তিনি একটি বড় পুস্তকসংগ্রহ গ'ড়ে তুলেছিলেন। তিনি লিখেছিলেন গাছপালা আর জন্তুজানোয়ার সম্পর্কে, ইতিহাস, রাজনীতি এবং শিক্ষা সম্পর্কে—এবং সবসময়েই লিখতেন অন্তর্দৃষ্টি এবং

মৌলিকতার সঙ্গে। মণ্টিসেলোতে তাঁর প্রসিদ্ধ বাড়ি এবং ভার্জিনিয়া বিশ্ব-বিদ্যালয়ের অপূর্ব হলগুলির নক্সা তিনিই তৈরি করেছিলেন। বহু বিষয়ে গভীর ভাবে এবং সবিস্তারে আলোচনা করতে ভালবাসতেন, তাঁর সময়ে আলাপ-আলোচনায় তাঁর সমকক্ষ কেউ ছিল না। মণ্টিসেলোর এই জ্ঞানী ব্যক্তি প্রায়ই তাঁর বাড়িতে পঞ্চাশজন অতিথি রাখতেন এবং একজন ইউরোপীয় অভিজাত ব্যক্তির মতো একজন শিক্ষিত নিগ্রোর সঙ্গে সমান ভদ্রতা ও আন্তরিকতার সঙ্গে ব্যবহার করতেন। সারা জীবন ধ'রে তিনি পছন্দ করেছেন—স্বাধীনতা, অবসর এবং বহু-ব্যক্তির সঙ্গে সম্পর্ক।

রাজনীতির দিক থেকে জেফারসনের সহজাত প্রবৃত্তি হ্যামিল্টনের বিপক্ষে ছিল—এবং তাঁর সারা জীবনের শিক্ষা এ-মনোভাবকে সুদৃঢ় করেছিল। ভার্জিনিয়ার সঙ্গে তিনি বহু বৎসর জড়িত ছিলেন—প্রথমে আইনসভার নেতা হিসাবে এবং পরে শাসনকর্তা হিসাবে। ওয়াশিংটন প্রমুখ মহাদেশীয় নেতাদের মনে যেসব দুশ্চিন্তা ছিল, প্রথমদিকে সেগুলি তিনি ঠিক বুঝে উঠতে পারতেন না। বরং রাষ্ট্রগুলির উপর কেন্দ্রের যেসব দাবিদাওয়া চলত সেগুলি মেটান খুব কঠিন কাজ ব'লেই তাঁর মনে হ'ত। রাষ্ট্রদূত হিসাবে তিনি যখন ফ্রান্সে গিয়েছিলেন এবং আমেরিকাকে দেওয়া ধারটা শোধ ক'রে দেবার জন্য তাঁকে যখন পীড়াপীড়ি করা হয়েছিল, তখন তিনি বুঝতে পেরেছিলেন আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে একটি শক্তিশালী জাতীয় সরকারের মূল্য আছে; কিন্তু অন্যান্য বিষয়ে এই সরকারকে বেশী শক্তিশালী করার পক্ষে তাঁর মত ছিল না। তিনি স্পষ্টভাবে বলেছিলেন, "অতিমাত্রায় উদ্যমশীল শাসনব্যবস্থার আমি বন্ধু নই।" এমনকি দুর্বল রাষ্ট্রসংযুক্তির সনদটি যে একটি 'চমৎকার দলিল', এরকম মতও তিনি দিয়েছিলেন। আসলে তিনি ভয় করতেন যে শক্তিশালী শাসনব্যবস্থা জনসাধারণের ব্যক্তিস্বাধীনতা হরণ করবে। তিনি সংগ্রাম করেছিলেন স্বাধীনতার জন্য—ব্রিটিশ রাজার কাছ থেকে, গির্জার নিয়ন্ত্রণ থেকে, জমিদারদের হাত থেকে, ধন-অসাম্যের হাত থেকে। তিনি ছিলেন একজন গণতন্ত্রী। তিনি শহর, বড় বড় কলকারখানা, বৃহৎ ব্যাঙ্ক আর ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান পছন্দ করতেন না; কারণ সেগুলি মানুষে-মানুষে অসাম্যকে প্রশ্রয় দেয় এবং যদিও পরবর্তী যুগে তিনি স্বীকার করেছিলেন যে অর্থনৈতিক স্বাধীনতা দেবার জন্য ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রসার প্রয়োজন, তবু তিনি বিশ্বাস করতেন যে কৃষিপ্রধান দেশ থাকলেই আমেরিকা সুখী হবে।

হ্যামিল্টনের উদ্দেশ্য ছিল দেশে সুদক্ষ সংগঠন আনা; জেফারসনের লক্ষ্য ছিল জনসাধারণকে আরও বেশী ব্যক্তি-স্বাধীনতা দেওয়া। যুক্তরাষ্ট্রের পক্ষে এই দু'জনের প্রভাবেরই প্রয়োজন ছিল। সে-দেশের প্রয়োজন ছিল যেমন শক্তিশালী জাতীয় শাসন-

ব্যবস্থার, তেমনি প্রয়োজন ছিল সাধারণ ব্যক্তিদের শৃংখলমোচনের। যদি হ্যামিল্টন ও জেফারসনের মধ্যে একজনের মাত্র আবির্ভাব হ'ত, তাহলে জাতি ক্ষতিগ্রস্ত হ'ত। এটা খুবই সৌভাগ্যের বিষয় যে জাতি এই দু'জনকেই পেয়েছিল এবং সময়ে এই দু'জনের বিশেষ মতবাদের সমন্বয় সাধন করতে পেরেছিল।

হ্যামিল্টনের আর্থিক ব্যবস্থা। ওয়াশিংটনের অর্থমন্ত্রী বা সেক্রেটারি অব দি ট্রেজারি হবার পর হ্যামিল্টন এমন কতকগুলি ব্যবস্থা অবলম্বন করলেন যার জন্য তাঁকে আমেরিকার ইতিহাসে সর্বশ্রেষ্ঠ অর্থমন্ত্রী বলা যেতে পারে। তাঁর কর্মসূচী কেবল যে মাত্রার দিক থেকেই লক্ষণীয় ছিল তাই নয়, তার ধরন ছিল গঠনমূলক। যে পাঁচ কোটি ষাট লক্ষ ডলার জাতীয় ঋণ ছিল, বেশির ভাগ লোক চাইছিল তা অস্বীকার করতে, কিংবা তার একটা অংশ মাত্র শোধ করতে। হ্যামিল্টন এমন একটি পরিকল্পনা করলেন যাতে সমস্ত ঋণটাই স্বীকার ক'রে নিয়ে শোধ ক'রে দেওয়া যায়। তাঁর পরিকল্পনা অনুযায়ী বিপ্লবকালীন রাষ্ট্রগুলির সমধিক এক কোটি আশি লক্ষ ডলারের ঋণ যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকার স্বহস্তে গ্রহণ করল। ব্যাংক অব ইংল্যাণ্ডের ধরনে তিনি ব্যাংক অব ইউনাইটেড স্টেটস প্রতিষ্ঠিত করলেন। তিনি একটি জাতীয় টেঁকশাল স্থাপিত করলেন। উৎপাদনশিল্পের উপর সুপ্রসিদ্ধ লিখিত বিবরণীতে তিনি জাতীয় শ্রমশিল্পের উন্নতির জন্য বিদেশী দ্রব্যের আমদানির উপর কমমাত্রায় শুল্ক জারী করার পক্ষে যুক্তি দেখালেন এবং কংগ্রেস একটি শুল্ক আইন গ্রহণ ক'রে যদিও মাত্র সামান্য শুল্কের ব্যবস্থা করল, তবু তাতে আমেরিকার উৎপাদনশিল্পের যথেষ্ট সাহায্য হয়েছিল। অবশেষে সমস্ত মদ তৈরির জন্য আবগারি শুল্ক আদায়ের জন্যও হ্যামিলটন একটি আইন গ্রহণ করালেন।

এই সব ব্যবস্থাগুলির সঙ্গে সঙ্গে ফল পাওয়া গেল তিন দিক দিয়ে। এগুলির মাধ্যমে শাসনব্যবস্থার আর্থিক সঙ্গতি প্রস্তরভিত্তির উপর সুপ্রতিষ্ঠিত হয়েছিল এবং সেটির প্রয়োজন অনুসারে সমস্ত অর্থই সেটি পেয়েছিল। এই ব্যবস্থাগুলির জন্য ব্যবসা-বাণিজ্যের উন্নতি হয়েছিল এবং সবচেয়ে বড় কথা, এগুলির জন্য প্রত্যেক রাষ্ট্রের শক্তিশালী লোকেরা জাতীয় সরকারের প্রতি নিষ্ঠাবান হয়ে পড়েছিল। জাতীয় দেনা শোধ করা এবং রাষ্ট্রগুলির দেনা গ্রহণ করার জন্য এইসব ঋণপত্রের মালিকরা তাদের টাকার জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের উপর নির্ভরশীল হয়ে রইল। যেসব শিল্প-সংস্থাকে নিজেদের সমৃদ্ধির জন্য আমদানি-শুল্ক জারীর উপর নির্ভর করতে হয়েছিল, তারাও সরকারের দিকে আগ্রহের সঙ্গে তাকিয়ে রইল। জাতীয় ব্যাংকের জন্য ধনী ও প্রতিপত্তিশালী ব্যক্তিদের সহযোগিতা পাওয়া গেল। কারণ এই

ব্যাঙ্কের সাহায্যে তাদের আর্থিক কাজকর্ম অনেক সহজ ও নিরাপদ হয়ে উঠল। আবগারি-শুল্কের মধ্যে দিয়ে যে টাকা উঠতে লাগল শুধু তাই নয়, যেখানে যেখানে মদ তৈরি হ'ত সেখান থেকেই এই শুল্ক আদায় হওয়ায় দেশের সর্বত্র জনসাধারণের কাছে কেন্দ্রীয় সরকারের ক্ষমতা সুপ্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। মোটের উপর হ্যামিল্টনের রাষ্ট্রনীতি ইতিপূর্বেই জাতীয় সরকারের পিছনে সম্পত্তিশালী ব্যক্তিদের একটি ব্যূহ রচনা করেছিল যেটি সরকারের উপর যে-কোন আক্রমণ প্রতিহত করতে বদ্ধ-পরিকর ছিল; এখন সেই নীতি জাতীয় সরকারকে আরও চমকপ্রদভাবে লক্ষণীয় ক'রে তুলল।

সংবিধানের ব্যাখ্যা : "অলিখিত ক্ষমতা।" শুধু তাই নয়, হ্যামিল্টনের ব্যবস্থাগুলির জন্য সংবিধানের নতুন ভাবে এবং আরও গভীর ভাবে ব্যাখ্যা করার প্রয়োজন হয়েছিল। যখন তিনি তাঁর জাতীয় ব্যাঙ্কের পরিকল্পনাটি সামনে হাজির করলেন, তখন যেমন ব্যক্তি জাতির অধিকারের চেয়ে রাষ্ট্রের অধিকারের উপর বেশী বিশ্বাসী এবং যাদের বড় বড় ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান ও আর্থিক শক্তির উপর ঘোর অবিশ্বাস, তাদের পক্ষ থেকে জেফারসন তাতে আপত্তি জানালেন। ওয়াশিংটনের কাছে তিনি একটি শক্তিশালী যুক্তি পাঠালেন। তিনি লিখলেন যে সংবিধানে যুক্তরাষ্ট্রের ক্ষমতাগুলি পরিস্কারভাবে লেখা আছে, বাকী ক্ষমতাগুলি রাষ্ট্রদের জন্য সংরক্ষিত। তাছাড়া সংবিধানে কোন জায়গাতেই বলা হয়নি যে যুক্তরাষ্ট্রের সরকার একটি ব্যাঙ্ক স্থাপিত করতে পারে। কথাটা যুক্তিযুক্ত বলেই মনে হ'ল; ওয়াশিংটন প্রায় ভেটো প্রয়োগ ক'রে বিলটি বাতিল করতে যাচ্ছিলেন। কিন্তু হ্যামিল্টন আরও শক্তিশালী যুক্তি দিলেন। তিনি বললেন যে জাতীয় সরকারের সমস্ত ক্ষমতা প্রাঞ্জল-ভাবে লিপিবদ্ধ হতে পারে না, কারণ তাহলে তা অসহ্যভাবে বিস্তারিত হবে। সাধারণ বিবৃতি থেকে অনেক ক্ষমতা বুঝে নিতে হবে এবং এই ধরনের একটি চরণ কংগ্রেসকে ক্ষমতা দিয়েছে অন্য ক্ষমতাগুলি প্রয়োগ করবার জন্য প্রয়োজনীয় এবং উপযুক্ত আইনসমূহ তৈরি করবার। এই নিয়মটির ব্যাখ্যা করবার জন্য হ্যামিল্টন 'উপযুক্ত' শব্দটির উপর জোর দিলেন। যেমন, সংবিধানে যুদ্ধকালীন ক্ষমতাগুলির জন্যে অন্য দেশবিজয়ের ক্ষমতা কেন্দ্রীয় সরকারের ছিল। সেই নবলব্ধ স্থানটি শাসন করবার ক্ষমতাও ওই একসঙ্গে ন্যস্ত আছে, সংবিধানে তার উল্লেখ থাকুক আর না-ই থাকুক। সংবিধানে বলা আছে যে সরকার জলপথ ও বাণিজ্য নিয়ন্ত্রত করবে; তা থেকে লাইটহাউস তৈরি করবার ক্ষমতাও আপনি এসে যায়। সংবিধানে আছে যে কর ধার্য ক'রে তা সংগ্রহ করবার, টাকা ধার করবার ও ঋণ শোধ করবার ক্ষমতা শাসনব্যবস্থার থাকবে। কর সংগ্রহ করায়, টাকা ধার করায়, এবং দূরবর্তী স্থানে

ঋণ শোধ করবার কাজে জাতীয় ব্যাংক সাহায্য করবে। সুতরাং শাসনব্যবস্থার যে একটি ব্যাংক সৃষ্টি করবার ক্ষমতা আছে তা ধ'রে নেওয়া যেতে পারে। তাঁর এইসব যুক্তি স্বীকার ক'রে নিয়ে ওয়াশিংটন তাঁর প্রস্তাবিত ব্যবস্থায় সই করলেন।

হুইস্কি বিদ্রোহ; জে'র শান্তি-চুক্তি। জেফারসনের মনে হয়েছিল হ্যামিল্টনের ১৭৯১-এর আবগারি আইন অত্যন্ত বিরক্তিকর এবং তিনি ওয়াশিংটনকে লিখে জানিয়েছিলেন যে এই আইনের প্রবর্তনে সুবুদ্ধির পরিচয়ও দেওয়া হয়নি, কারণ "যেসব অঞ্চলে বিরোধিতা থাকবেই এবং যেখানে জোর খাটাতে যাওয়া ঠিক হবে না, সেসব অঞ্চলেও সরকারকে দায়িত্ব নিতে হবে।" অঞ্চল বলতে তিনি পেনসিলভ্যানিয়াকে বুঝিয়েছিলেন। এই স্থানটিতে প্রধানতঃ স্কচ-আইরিশরাই থাকত। তাদের পক্ষে পাহাড় ডিঙিয়ে তাদের শস্য পূর্বদিকের বাজারে নিয়ে যাবার কোন উপায় ছিল না। কিন্তু তাদের টাকার প্রয়োজন ছিল এবং হুইস্কি তৈরি করবার স্কটল্যান্ড-দেশীয় কায়দা তাদের জানা থাকাতে এই সহজে বহনক্ষম দ্রব্য তৈরি করবার জন্য তারা প্রায় প্রত্যেক খামারেই একটি ক'রে চোলাই কারখানা তৈরি করল। এই 'বিত্তসংগ্রহকারী শস্যের' উপর আবগারি-শুল্কের খড়্গ খুব নির্দয়ভাবেই পড়েছিল। শুধু তাই নয়, তদন্তকারীরা এদিক-ওদিক গন্ধ শুঁকে বেড়াতে লাগল। পিটসবার্গের দক্ষিণে চারটি প্রদেশ তাদের ক্রুদ্ধ নেতাদের প্ররোচনায় খোলাখুলিভাবে বিদ্রোহ ঘোষণা করল। ওয়াশিংটন সাবধানবাণী উচ্চারণ ক'রে একটি ঘোষণা প্রচার করলেন; কেউ তা গ্রাহ্য করল না এবং ১৭৯৪-এ যখন শুল্ক আদায়কারীদের বিপক্ষতা করার জন্য কয়েকজনকে গ্রেপ্তার করা হ'ল, দাংগা শুরু হয়ে গেল। জনতার আক্রমণে একজন যুক্তরাষ্ট্রীয় ইনস্পেকটর প্রাণভয়ে পলায়ন করল এবং জনতা পিটসবার্গের সৈন্যদলকে আক্রমণ করল। গভার্নরের উচিত ছিল এই সৈন্যদলকে কাজে লাগান, কিন্তু পশ্চিমাঞ্চলের ভোটারদের কাছে নিজের জনপ্রিয়তা নষ্ট হবার ভয়ে তিনি তা করেন নি।

তখন হ্যামিল্টনের পরামর্শে ওয়াশিংটন কঠোর ব্যবস্থা অবলম্বন করা স্থির করলেন। অসংযত ভাবে হৈ-চৈ করা ছাড়া যে-'বিদ্রোহ' আর বিশেষ কিছুই ছিল না, সেটিকে দমন করবার জন্য একহাজার সৈন্যই যথেষ্ট ছিল; কিন্তু হ্যামিল্টন সরকারের অপরিমিত শক্তির একটা নমুনা দেখাবার সুযোগ খুঁজছিলেন। ভার্জিনিয়া, মেরীল্যান্ড এবং পেনসিলভ্যানিয়া থেকে পনের হাজার সৈন্য ডেকে পাঠান হ'ল —ঠিক যতবড় সৈন্যদল কর্নওয়ালিসকে বন্দী করেছিল। অসন্তুষ্ট অঞ্চলে উপস্থিত হয়ে এরা অবিলম্বে বিদ্রোহীদের আতঙ্কে স্তম্ভিত ক'রে দিল। হ্যামিল্টন এই সৈন্যদলের সংগে গিয়েছিলেন এবং তিনি বিচারের জন্য আঠার জনকে ফিলাডেলফিয়ায় ধরে নিয়ে আসবার ব্যবস্থা করেছিলেন। কিন্তু তাদের মধ্যে মাত্র দু'জন দোষী সাব্যস্ত

হ'ল এবং ওয়াশিংটন তাদের ক্ষমা করলেন।

এই হুইস্কি বিদ্রোহে প্রবল উত্তেজনার সৃষ্টি হয়েছিল। ফিডারালিষ্ট দলের লোকেরা সরকারী কঠোর ব্যবস্থার প্রশংসা করতে লাগল এবং এ্যান্টিফেডারালিষ্টরা সরকারকে স্বৈরাচারী ও যুদ্ধবাজ ব'লে নিন্দা করতে লাগল। অবিসংবাদিত ভাবে হ্যামিল্টনের মতবাদ জাতীয় কর্তৃপক্ষের প্রভাব-প্রতিপত্তি বাড়িয়েছিল। কিন্তু একথাও ঠিক তেমনি সত্য যে এর জন্য জনসাধারণের মধ্যে বিরুদ্ধতা এবং অবিশ্বাস জন্মেছিল এবং সেই কারণে এটিকে ভ্রান্ত মত বলা যেতে পারে। যেদিন জেফারসনের দলের লোকেরা ক্ষমতায় প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, এই আবগারি-শুল্ক উঠিয়ে দেওয়া হয়েছিল।

বৈদেশিক ব্যাপারে ওয়াশিংটনের শাসনব্যবস্থার রীতিনীতিও অনেকে অপছন্দ করছিল। ১৭৯৩-এ ইউরোপে ফ্রান্স ও বিটেনের মধ্যে যুদ্ধ বাধল। যুক্তরাষ্ট্রে প্রবল উত্তেজনা দেখা গেল। ব্যবসা এবং ধর্মসংক্রান্ত ব্যক্তিরা, বিশেষ ক'রে নিউ ইংল্যান্ডে, যে-সাধারণতন্ত্র ভূমি-স্বার্থ বিসর্জন দিয়ে যুক্তিদেবীর পূজা শুরু করেছে, তাকে ভয় আর ঘৃণা করতে লাগল; কিন্তু দক্ষিণের কৃষকরা এবং শহরের শ্রমশিল্পিরা ফরাসীদের উপর সহানুভূতি দেখাচ্ছিল। ওয়াশিংটন বিজ্ঞ ব্যক্তির মতো তাঁর নিরপেক্ষতা ঘোষণা করলেন। তাঁর এই ঘোষণার এমনি প্রবল প্রতিবাদ উঠল যে যুক্তরাষ্ট্রে কোপনস্বভাব ফরাসী প্রতিনিধি গেনে ঠিক করলেন যে তিনি এই ঘোষণাকে অগ্রাহ্য করবেন। তিনি তাঁর স্বদেশের সরকারকে লিখলেন যে অতি বৃদ্ধ এবং দুর্বল হয়ে ওয়াশিংটন ব্রিটিশদের কবলে প'ড়ে আছেন; কাজেই জনসাধারণের শুভবুদ্ধির কাছে আবেদন করাই ভাল। যখন সরকার তাঁকে আমেরিকার বন্দরগুলিকে ফরাসী স্বেচ্ছাসেবক সৈনিকদের যুদ্ধোদ্যমের কেন্দ্র হিসাবে ব্যবহার করতে বারণ ক'রে পাঠাল, তিনি সে-আদেশ অগ্রাহ্য করলেন। ওয়াশিংটন ক্রুদ্ধ ভাবে জানতে চাইলেন, "তাঁকে কি বিনা দন্ডে এ-দেশের সরকারী নির্দেশকে অমান্য করতে দেওয়া হবে?" তাঁর নিজের দেশে ফিরে যাবার জন্য গেনে-কে আদেশ করা হ'ল। কিন্তু যেহেতু গেনে জানতেন যে দেশে ফিরে গেলে তাঁর গিলোটিন-এ মৃত্যু অবধারিত, তাই তিনি নিউ ইয়র্কের গভার্নরের মেয়েকে বিয়ে ক'রে বৃদ্ধ বয়স সম্পদের মধ্যে আমেরিকায় কাটালেন। কিন্তু তাঁর কান্ডজ্ঞানহীন কার্যকলাপে আমেরিকায় ফরাসীদের বন্ধুদল বিরক্ত হয়েছিল। তবু সেই দল ১৭৯৪-এ ইংল্যান্ডের সঙ্গে যুদ্ধ চাইতে লাগল, যেহেতু ফরাসী ওয়েস্ট ইন্ডিজগামী আমেরিকান জাহাজগুলিকে ব্রিটিশরা অন্যায় ভাবে বন্দী করছিল এবং ১৭৮৩-র চুক্তিপত্র সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য ক'রে উত্তরপশ্চিম অঞ্চলে নিজেদের ব্যবসায়-কেন্দ্রগুলি তখনও চালাচ্ছিল।

এই সময়ে এই ধরনের একটা যুদ্ধের চেয়ে আমেরিকার পক্ষে আর কিছু

অধিকতর ক্ষতিকারক হ'তে পারত না, তাই ইংল্যান্ডের সঙ্গে ঝগড়ার কারণগুলির আপস মীমাংসা করবার জন্য তৎকালীন প্রধান বিচারপতি এবং কূটনীতিতে অভিজ্ঞ জন জে'কে ওয়াশিংটন প্রধান প্রতিনিধি হিসাবে লন্ডনে পাঠালেন। এ-বিষয়ে তাঁর চেয়ে যোগ্যতর ব্যক্তির নির্বাচন আর হ'তে পারত না। "রাজনীতির ক্ষেত্রে চালাকির চেয়ে সহৃদয় বিজ্ঞ ব্যবহার যে অধিকতর কার্যকরী"—এ-মতে জে বিশ্বাস করতেন। মাঝামাঝি দাবিদাওয়া সমেত তিনি এমন একটি চুক্তিপত্র সম্পাদন করলেন, যাতে আমেরিকার স্বার্থ যথাসম্ভব বজায় রইল। তিনি এ-প্রতিশ্রুতি আদায় করলেন যে দুবছরের মধ্যে ব্রিটিশরা পশ্চিমাঞ্চলের এই ঘাঁটিগুলি ছেড়ে দেবে। ব্রিটিশরা যেসব আমেরিকান জাহাজ আটকেছিল তার জন্য এক কমিশনের সাহায্যে তিনি ক্ষতিপূরণ আদায় করলেন। তাছাড়া তিনি ব্রিটিশ শাসিত পূর্ব ও পশ্চিম ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জে ব্যবসা বাণিজ্যের অনেক সুযোগ-সুবিধা আদায় করলেন। এই শান্তি-চুক্তিকে অভ্যর্থনা করা হ'ল প্রচন্ড ক্রোধের সঙ্গে, ক্রুদ্ধ জনতা জে-র কুশপুত্তলিকা দাহ করল, উত্তেজিত নেতারা আর সম্পাদকেরা ওয়াশিংটনের উপর গালাগাল বর্ষণ করতে লাগল। কিন্তু জনতার সাময়িক কলরবে বিচলিত না হওয়ার মত বুদ্ধি ওয়াশিংটন এবং জে-র যথেষ্ট পরিমাণে ছিল। সামান্য পরিবর্তন সমেত এই চুক্তিপত্র সেনেট গ্রহণ করল। সওদাগরেরা এবং জাহাজের মালিকরা জাতীয় সরকারের প্রতি কৃতজ্ঞ হয়ে রইল।

জন এ্যাডামস। ওয়াশিংটন অবসর গ্রহণ করার পর সুদক্ষ এবং উদারপ্রকৃতি, কিন্তু রুক্ষস্বভাব, একগুঁয়ে এবং খেয়ালী জন এ্যাডামস এসে দেশের হাল ধরলেন। তাঁর একগুঁয়ে অবিবেচক ভাবভঙ্গি দেখে বোঝা গিয়েছিল যে প্রেসিডেন্ট হিসাবে তাঁর কার্যকালে গোলমাল চলবে। অত্যন্ত স্বাধীনচেতা হওয়ায় তাঁর পক্ষে হ্যামিল্টনের পরামর্শ নেওয়া সম্ভব হয়নি, এমনকি প্রেসিডেণ্ট হবার আগেই তিনি হ্যামিল্টনের সঙ্গে ঝগড়া করেছিলেন। কাজেই দ্বিধাবিভক্ত দল ও মন্ত্রীসভার অসুবিধা তাঁকে ভোগ করতে হয়েছিল, কারণ মন্ত্রীরা দলগত ব্যাপারে হ্যামিল্টনের মতামতই গ্রহণ করতেন। এ্যাডামস নিউ ইংল্যান্ডের লোক ছিলেন ব'লে অনেক দক্ষিণাঞ্চলের লোক তাঁকে পছন্দ করত না, কাজেই দলাদলির ভাব খুব তিক্ত হয়ে উঠল। আন্তর্জাতিক আকাশে ঘনঘটার আবির্ভাবে অবস্থা আরও জটিল হয়ে উঠল।

এবার ফ্রান্সের সঙ্গে যুদ্ধের ভয় দেখা দিল। যেসব পরিচালকেরা ফরাসী সাধারণতন্ত্র শাসন করছিলেন জে-র চুক্তিপত্রের জন্য ক্রুদ্ধ হয়ে তাঁরা এ্যাডামসের প্রেরিত রাষ্ট্রদূতকে গ্রহণ করতে অস্বীকার করলেন, এমনকি তাঁকে গ্রেপ্তার করতে

চাইলেন। এই অপমানকর পরিস্থিতিতে আমেরিকানরা অত্যন্ত বিচলিত হ'ল। ব্যাপারটার মীমাংসা করবার জন্য এ্যাডামস যখন তিনজনের এক কমিসন প্যারিসে পাঠালেন, তাঁরা নূতনভাবে বিরূপতার সম্মুখীন হলেন। পররাষ্ট্রমন্ত্রী তালিরাঁদ রূক্ষভাবে জানালেন যে তিনি তাঁদের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা চালাতে রাজী নন। যাদের আমেরিকার প্রতিনিধিরা এক্স, ওয়াই ও জেড নামে অভিহিত করেছিল সেই গুপ্তচরেরা জানাল যে আড়াই লক্ষ ডলার ঘুষ পেলে তারা একটা ব্যবস্থা করতে পারে। অবশেষে তালিরাদ আমেরিকাকে জুয়াচুরির জন্য অভিযোগ ক'রে একটি বিশ্রীভাবে অপমানজনক চিঠি পাঠিয়ে আলাপ-আলোচনার মূলোচ্ছেদ করলেন। একস ওয়াই জেড সংক্রান্ত কাগজপত্র প্রকাশিত হওয়ার পর আমেরিকায় ক্রুদ্ধ প্রতিক্রিয়া আরম্ভ হ'ল। দলে দলে লোক সৈন্যদলে নাম লেখাতে লাগল, নৌ-বহরের শক্তি বাড়ান হ'ল এবং ১৭৯৮-এ কতকগুলি নৌ-যুদ্ধ ঘ'টে গেল যাতে আমেরিকানরা পরপর ফরাসীদের হারিয়ে দিল। কিছুদিন মনে হয়েছিল যুদ্ধকে আর ঠেকিয়ে রাখা যাবে না।

এই বিপদসঙ্কুল অবস্থায় এ্যাডামসের কঠোর ব্যক্তিত্ব জাতির যথেষ্ট কাজে লেগেছিল। যে হ্যামিল্টন যুদ্ধ চাইছিলেন, তাঁকে অগ্রাহ্য করে তিনি সহসা এক নতুন রাষ্ট্রদূতকে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন, এবং ক্ষমতায় আসীন নেপোলিয়ন তাঁকে সাগ্রহে স্বাগত জানিয়েছিলেন। যুদ্ধের আশঙ্কা অবিলম্বে অন্তর্হিত হয়েছিল। দুঃখের বিষয় আমেরিকার আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে এ্যাডামস ইতিমধ্যে এমনি সুবুদ্ধি এবং উদারতার অভাব দেখিয়েছিলেন যে আমেরিকার লোকেরা তা ক্ষমা করতে পারেনি। তিনি এবং যুক্তরাষ্ট্রের কংগ্রেস এমন চারটি আইন গ্রহণ করেছিলেন যা শাসনব্যবস্থার মূলোচ্ছেদ করেছিল। তাদের মধ্যে প্রথমটি অনুসারে নাগরিকত্ব লাভের জন্য বিদেশীকে পাঁচ বছরের পরিবর্তে চোদ্দ বছর যুক্তরাষ্ট্রে বসবাস করতে হবে। দ্বিতীয়টি প্রেসিডেন্টকে দু'বছর ক্ষমতা দিয়েছিল বিপজ্জনক বিবেচনায় যেকোন বিদেশীকে দেশ থেকে বিতারিত করবার। তৃতীয়টি হচ্ছে যুদ্ধকালীন অবস্থায়, যতদিন প্রেসিডেন্টের ইচ্ছা, যে-কোন বিদেশীকে বন্দী ক'রে রাখা কিংবা তাকে দেশ থেকে তাড়িয়ে দেওয়া চলবে। চতুর্থটি অনুসারে সরকারের যেকোন আইনের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করা এবং কোন কর্মচারীর কাজে বাধা দেওয়া বা তাঁর সম্পর্কে সমালোচনা করা অপরাধ বলে গণ্য হবে।

এই বিদেশীদের জন্য এবং দেশদ্রোহিতার জন্য আইনগুলিকে মনে হয়েছিল অত্যন্ত কঠোর এবং ব্যক্তিগত ও সামাজিক স্বাধীনতার বিরুদ্ধে। যে জেফারসন ও ম্যাডিসন মনে করেছিলেন যে ফেডারালিস্টরা জাতীয় সরকারের হাতে বিপজ্জনক ভাবে প্রচুর ক্ষমতা দিচ্ছে, তাঁরা এই আইনগুলির বিরুদ্ধে দাঁড়াতে দৃঢ়সঙ্কল্প

হলেন। তাঁরা দুই দফা প্রস্তাব লিখলেন; তার মধ্যে জেফারসনের প্রস্তাবগুলি কেন্টাকির আইনসভা এবং ম্যাডিসনের প্রস্তাবগুলি ভার্জিনিয়ার আইনসভা গ্রহণ করল। রাষ্ট্রগুলি নিজেদের মধ্যে চুক্তি করেই যে জাতীয় সরকার প্রতিষ্ঠিত করেছিল এই মতবাদ প্রচার করার পর, কেন্টাকি ও ভার্জিনিয়ার এই প্রস্তাব প্রচার করল যে সংবিধান-বিরোধী যেকোন আইনকে বাতিল ক'রে দেবার জন্য যেকোন রাষ্ট্র ব্যবস্থা অবলম্বন করতে পারবে।

১৮০০ খৃষ্টাব্দে দেখা গেল যে একটি পরিবর্তনের জন্য দেশ প্রস্তুত হয়েছে। সত্যই এই বৎসরে বিরাট রাজনৈতিক আন্দোলন হয়েছিল। ওয়াশিংটন ও এ্যাডামসের অধীনে যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকার প্রতিষ্ঠিত ক'রে এবং সেটিকে শক্তিশালী ক'রে ফেডারালিষ্টরা বিরাট কাজ করেছিল। জাতি ও সংবিধান যে স্থায়ী হবে এবিষয়ে ১৭৮৯-এর মতো কেউ আর সন্দেহ প্রকাশ করছিল না। কিন্তু যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকারের যে জনপ্রিয় হবার প্রয়োজন ছিল, এই সত্যটি ফেডারালিস্টরা হৃদয়ঙ্গম করতে পারেনি। তারা যে-পথ অনুসরণ করেছিল তাতে বিশেষ শ্রেণীর লোকেরা লাভবান হয়েছিল ও ক্ষমতা লাভ করেছিল। যে জেফারসন জনসাধারণের নেতা হয়ে জন্মেছিলেন, তিনি ক্রমশঃ বহুসংখ্যক কৃষক, শ্রমশিল্পী, দোকানি এবং অন্যান্য শ্রমিকদের নিজের অনুগামী হিসাবে পেয়েছিলেন। তারা চেয়েছিল জাতীয় সরকার হবে জনসাধারণের, বিশেষ কয়েকজনের সম্পত্তি নয়, এবং তারা তাদের মতবাদ প্রচণ্ডভাবে প্রচার করতে লাগল। ১৮০০-র নির্বাচনে এ্যাডমস নিউইংল্যাণ্ডে জয়ী হলেন। কিন্তু তাঁর বিরুদ্ধবাদীরা দক্ষিণাঞ্চলের প্রায় সমস্ত আসন এবং মধ্য অঞ্চলের বেশির ভাগ আসন দখল ক'রে নিল। অদ্ভুত নির্বাচনী ব্যবস্থায় জেফারসন এবং তাঁর দলেরই নিউ-ইয়র্কবাসী খেয়ালী এরণ বার সমান সমান ভোট পেলেন। কিন্তু জনসাধারণ স্পষ্ট-ভাবে চেয়েছিল যে জেফারসন প্রেসিডেন্ট হবেন, এবং জীবনে বহুবিধ উদার কাজের একটি নমুনা দেখিয়ে, হ্যামিল্টন হাউস অব রিপ্রেজেনটেটিভসকে দিয়ে জেফারসনের নির্বাচন পাকা করিয়ে দিলেন।

জেফারসন তাঁর এক বন্ধুকে লিখেছিলেন, "আমাদের জাহাজটিকে অনেক পরীক্ষা ক'রে দেখা হয়েছে। এইবার আমরা সেটিকে গণতান্ত্রিক সমুদ্রপথে যাত্রা করিয়ে দিয়ে তার গতির মহিমা থেকেই প্রমাণ করব তার কারিগরদের দক্ষতা।"

সপ্তম অধ্যায়

জাতীয় একতার অভ্যুত্থান

জেফারসনের শাসনব্যবস্থা। যেভাবে ১৮০১ খ্রীষ্টাব্দে জেফারসন প্রেসিডেন্টের পদ গ্রহণ করলেন তা থেকে এই কথাই স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল যে গণতন্ত্র ক্ষমতায় প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। ওয়াশিংটন তখন সবেমাত্র রাজধানীতে পরিণত হয়েছে এবং সেখানেই অভিষেক উৎসবের প্রথম অনুষ্ঠান হবার কথা। ওয়াশিংটন ছিল তখন পটোম্যাক নদীর উত্তর তীরে অরণ্যবেষ্টিত একটি গ্রাম মাত্র, তার কর্দমাক্ত পথগুলি চ'লে গিয়েছিল ঝোপঝাড় আর জলার মধ্যে দিয়ে, আর ছিল মাত্র কয়েকটি নোংরা বাড়ি যেগুলির সম্পর্কে এক বিদায়ী মন্ত্রী বলেছিলেন যে সেগুলির বেশির ভাগ ছিল "ছোট ছোট বিশ্রী কুঁড়ে ঘর।" গভার্নর মরিশ ঠাট্টা ক'রে বলেছিলেন যে "রাজধানীটির ভবিষ্যৎ খুব উজ্জ্বল।" আমাদের শহরটিকে নিখুঁত করতে হ'লে চাই কেবল কতকগুলি বাড়ি, ভূগর্ভের গুদাম, রান্নার জায়গা, এমন পুরুষরা যারা খোঁজখবর রাখে, নম্র মেয়েরা এবং এই ধরনের তুচ্ছ আর কয়েকটা জিনিস।" বরাবরের অভ্যাস মতো সাদাসিধে পোশাকে জেফারসন কয়েকজন বন্ধুর সঙ্গে নিজের অতি সাধারণ বোর্ডিং থেকে বের হয়ে হেঁটে পাহাড় পেরিয়ে নতুন রাজধানীতে উপস্থিত হলেন। সেনেটের ঘরে ঢুকে যে ভাইস প্রেসিডেণ্ট বার সম্প্রতি তাঁর বেপরোয়া প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন, তাঁর সঙ্গে করমর্দন করলেন। কাছেই দাঁড়িয়েছিলেন আর একজন লোক যাঁকে তিনি বিশ্বাস করতেন না; দূর সম্পর্কের আত্মীয়, ভার্জিনিয়ার জন মার্সাল, যাঁকে সম্প্রতি এ্যাডামস প্রধান বিচারপতি নির্বাচিত করেছিলেন। জেফারসন কার্যভার গ্রহণের শপথ পাঠ করলেন এবং তারপর শান্ত ভাবে এমন একটি ভাষণ দিলেন, যা নবনির্বাচিত প্রেসিডেন্টদের শ্রেষ্ঠ ভাষণগুলির অন্যতম।

জেফারসনের অভিভাষণের এক অংশে ছিল বিরোধ নিষ্পত্তির জন্য অত্যাবশ্যক আবেদন। যে রাজনৈতিক যুগটি সবে শেষ হয়েছে সেটি নিন্দাবাদে এমনি তিক্ত হয়ে উঠেছিল যে অনেকে, এমনকি নিউ ইংল্যাণ্ডেও, বিশ্বাস করত যে জেফারসন

ছিলেন একজন সাম্যবাদী, ঈশ্বরে অবিশ্বাসী, এমনকি নৈরাজ্যবাদী ব্যক্তি। জেফারসন সকলকে মনে রাখতে অনুরোধ করলেন যে ধর্মবিষয়ের মতোই রাজনীতির ক্ষেত্রেও পরমতঅসহিষ্ণুতা সমানভাবে দোষণীয়। যুক্তরাষ্ট্রকে রক্ষা করবার জন্য, প্রতিনিধিমূলক শাসনব্যবস্থাকে কার্যকরী করার জন্য এবং জাতীয় সম্পদগুলির ক্রমোন্নতির জন্য তিনি সকলকে আমেরিকান হিসাবে আহ্বান করলেন। ভাষণের বাকী অংশে তিনি নতুন শাসনব্যবস্থার রাজনৈতিক আদর্শগুলি প্রচার করলেন। তিনি বললেন, "দেশের থাকা উচিৎ এমন একটি বুদ্ধিমান এবং হিসাবী শাসন-ব্যবস্থা" যেটি অধিবাসীদের মধ্যে শান্তি রক্ষা করবে কিন্তু "তাদের স্বাধীনভাবে ব্যবসা বাণিজ্য করবার ও নিজেদের অবস্থার উন্নতি করবার সুযোগ দেবে এবং শ্রমিকদের মুখ থেকে তাদের স্বোপার্জিত রুটি কেড়ে নেবে না।" সেটিকে রাষ্ট্রগুলির অধিকার বজায় রাখতে হবে। সেটি সমস্ত জাতির সঙ্গেই বন্ধুত্ব স্থাপনের চেষ্টা করবে, কিন্তু "কারুর সঙ্গেই এমন যোগসূত্র খুঁজবে না যাতে নিজেই জড়িয়ে পড়ে।" এই শেষ বাক্যাংশটি বহুদিন লোকে মনে ক'রে রেখেছিল। যুক্তরাষ্ট্রকে তার 'সমগ্র সাংবিধানিক সামর্থ্য সমেত' বজায় রাখবার, সামরিক কর্তৃপক্ষের উপর বেসামরিক কর্তৃপক্ষের প্রতিপত্তি রক্ষা করবার এবং বিপ্লবের পরেই গণভোটকেই চরম সালিসি হিসাবে মেনে চলবার প্রতিশ্রুতি জেফারসন দিয়েছিলেন।

জেফারসনের উপর উপর দুবার হোয়াইট হাউসে ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত থাকায় গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাগুলি প্রশ্রয় পেয়েছিল। প্রেসিডেন্ট পদের চারপাশে ওয়াশিংটন যেসব আভিজাত্যের সাজ সরঞ্জাম সাজিয়েছিলেন জেফারসন সেসব দূর ক'রে দিয়েছিলেন। সাপ্তাহিক দরবার তুলে দেওয়া হয়েছিল, সভার আদবকায়দা কঠোর-ভাবে কমিয়ে দেওয়া হয়েছিল এবং 'একসেলেন্সি' প্রভৃতি সম্মানসূচক সম্বোধন ত্যাগ করা হয়েছিল। জেফারসনের কাছে সর্বোচ্চস্থানীয় কর্মচারী আর সবচেয়ে সাধারণ ব্যক্তি সমান সম্মানভাজন ছিল। তিনি তাঁর অধীনস্থ সকলকে নিজেদের জনসাধারণের অছি হিসাবে ভাবতে শিখিয়েছিলেন। ইণ্ডিয়ানদের মালিকানা স্বত্ব কিনে নিয়ে এবং তাদের পশ্চিমাঞ্চলে গিয়ে বসতি বিস্তার করতে সাহায্য ক'রে তিনি কৃষি ও ভূমিব্যবস্থাকে উৎসাহ দান করেছিলেন। আমেরিকা যে উৎপীড়িত মানুষদের আশ্রয়স্থল হ'য়ে উঠবে এই বিশ্বাসে তিনি উদার রাষ্ট্রাধিকার আইনের দ্বারা উপনিবেশ স্থাপনকে উৎসাহ দান করেছিলেন। অন্যান্য দেশের সঙ্গে শান্তিপূর্ণ সম্পর্ক বজায় রাখবার জন্য তিনি যথেষ্ট চেষ্টা করেছিলেন, কারণ যুদ্ধ মানেই ছিল বেশী সরকারী কার্যকলাপ, বেশী করভার এবং জনসাধারণের কম ব্যক্তিগত স্বাধীনতা। সুইজারল্যাণ্ডে জন্ম এ্যালবার্ট গ্যালাটিন নামে এক দূরদর্শী

১৮২৫ থেকে ১৮৫০ পর্যন্ত
দিকে বসতি
বিস্তারে যেসব পথ
ও খাল ব্যবহৃত হয়েছিল।
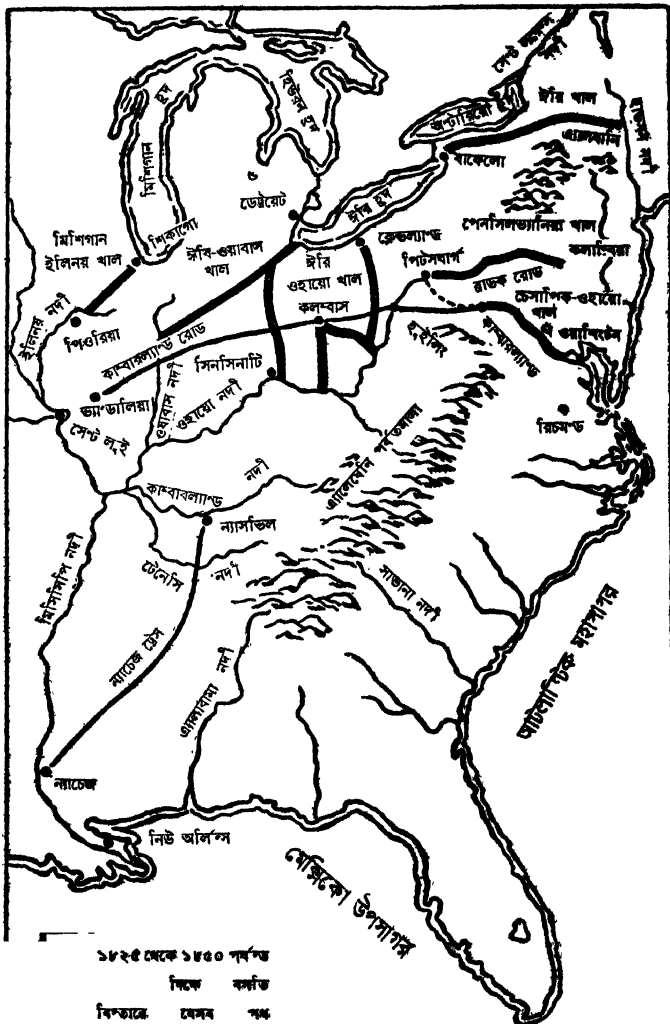
অর্থবিদকে নিজের অর্থমন্ত্রী নিযুক্ত ক'রে সরকারী খরচ কমাতে এবং জাতীয় ঋণ পরিশোধ করতে তিনি তাঁক উৎসাহ দিতেন, যার ফলে ১৮০৬ সালে জাতীয় আয় দাঁড়িয়েছিল এককোটি প'য়তাল্লিশ লক্ষ ডলার, খরচ প'চাশি লক্ষ ডলার এবং উদ্বৃত্ত ষাটলক্ষ ডলার। তৃত্তকৃল্ল-এ মিতব্যয়ী গ্যালাটিন জাতীয় ঋণকে সাতকোটি ডলারের কমে দাঁড় করিয়েছিলেন। তখন সমগ্র জাতির মধ্যে দিয়ে একটা জেফারসনের সপক্ষে মনোভাব এসে গেল এবং জনসাধারণের সকলেই উল্লসিত হয়ে উঠল। রাষ্ট্রের পর রাষ্ট্র গণভোটের এবং চাকরির ভিত্তি হিসাবে সম্পত্তি থাকার প্রশ্ন বাতিল করতে লাগল এবং অপরাধী ও অধমর্ণদের জন্য আরও সদয় আইন তৈরি করতে লাগল।

কিন্তু তবু জেফারসন যেপথে যেতে চাননি, নিয়তি তাঁকে ও দেশকে সেইদিকেই টেনে নিয়ে গেছল। সংবিধানের কঠোরতম প্রয়োগকারী তিনি, দু'পা যেতে না যেতেই, যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকারের সর্বোচ্চ ক্ষমতা প্রয়োগ করেছিলেন এবং তিনি যখন কাজ থেকে অবসর নিয়েছিলেন তখন, যে যুদ্ধকে তিনি সবচেয়ে ঘৃণা করতেন সেটি সামনে এসে দাঁড়িয়েছিল।

লুইজিয়ানা ক্রয়; বার ষড়যন্ত্র। তিনি যে একটি ব্যবস্থা অবলম্বন করলেন তাতে জাতির অধিকৃত অঞ্চল দ্বিগুণ হয়ে গেল। মিসিসিপি নদীর মোহানায় নিউ অর্লিন্স বন্দর সমেত ঐ নদীর পশ্চিম তীরবর্তী অঞ্চল বহুদিন যাবৎ স্পেনের অধীনে ছিল। জেফারসন কার্যভার গ্রহণ করার পর বিস্তৃত লুইজিয়ানা অঞ্চলটিকে ফ্রান্সের হাতে ফিরিয়ে দিতে নেপোলিয়ন দুর্বল স্পেনীয় সরকারকে বাধ্য করলেন। যেই তিনি সেকাজ করলেন, অমনি বৃদ্ধিমান আমেরিকানরা রাগে আর ভয়ে কাঁপতে লাগল। ওহায়ো এবং মিসিসিপি উপত্যকায় উৎপন্ন পণ্যের জন্য নিউ আর্লিন্স বন্দরটি অপরিহার্য ছিল। উত্তর আমেরিকায় এ্যাংগ্লো-স্যাকসন রাজ্যের সমান ওজনের এক ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্য যুক্তরাষ্ট্রের ঠিক পশ্চিমে স্থাপন করবার জন্য নেপোলিয়নের এই পরিকল্পনায় দেশের অভ্যন্তর ভাগের সমস্ত বসতিগুলির নিরাপত্তা এবং ব্যবসার অধিকার বিপন্ন হয়ে উঠল। এমনকি দুর্বল স্পেনও দক্ষিণপশ্চিম অঞ্চলের পক্ষে যথেষ্ট হাঙ্গামার সৃষ্টি করেছিল। তাহলে পৃথিবীর সবচেয়ে শক্তিশালী দেশ ফ্রান্স কি না করতে পারত!

জেফারসন বললেন যে ফ্রান্স যদি লুইজিয়ানা অধিকার করে তাহলে "সেই মুহূর্ত থেকে ব্রিটিশ জাতি ও নৌবাহিনীর সঙ্গে অচ্ছেদ্য বন্ধনে আবদ্ধ হব" এবং ইউরোপের যুদ্ধে ছোড়া কামানের গোলা এ্যাংগ্লো-আমেরিকান বাহিনীকে নিউ অর্লিন্সের বিরুদ্ধে অভিযানে যাবার সংকেত দেবে। ইংল্যাণ্ড ও যুক্তরাষ্ট্রের

নিশ্চিত আক্রমণের সম্ভাবনায় নেপোলিয়ন প্রভাবিত হলেন। তিনি বুঝতে পারলেন যে এমিএন্সের স্বল্পকালস্থায়ী সন্ধির পর গ্রেট ব্রিটেনের সঙ্গে আর একটি যুদ্ধ আসন্ন এবং সে-যুদ্ধ আরম্ভ হ'লে তিনি নিশ্চিতভাবে লুইজিয়ানা হারাবেন। যে ফরাসীঅধিকৃত হাইতিতে ১৮০২ সালে বিদ্রোহীরা এবং পীত জ্বর মিলে তাঁর চব্বিশ হাজার সৈন্য নষ্ট ক'রে দিয়েছিল, সেখানকার নিগ্রো-দলপতি টসেন্ট লোভার্চার-এর বিদ্রোহ তিনি যে দমন করতে পারেননি তার জন্যও তিনি দ'মে ছিলেন। তাই তিনি ঠিক করলেন যে তাঁর অর্থকোষ ভ'রে তুলবেন, লুইজিয়ানাকে ব্রিটিশদের নাগালের বাইরে রাখবেন এবং যুক্তরাষ্ট্রের কাছে সেই অঞ্চলটিকে বিক্রি ক'রে আমেরিকার বন্ধুত্বলাভ করবেন। দেড় কোটি ডলার দাম এই বিস্তৃত অঞ্চলটি সাধারণতন্ত্রের হাতে এল। এটি কিনতে গিয়ে জেফারসনকে প্রায় সংবিধান ভাঙতে হয়েছিল, কারণ তাতে বিদেশী অঞ্চল কেনবার কোন নির্দেশ ছিল না, এবং তিনি কংগ্রেসের অনুমতি না নিয়েই একাজ করেছিলেন।

এই একটি শুভপ্রচেষ্টায় যুক্তরাষ্ট্র দশ বর্গমাইল ব্যাপী অঞ্চল লাভ করল। এবং তার সঙ্গে পেল নিউ অর্লিন্স-এর মূল্যবান বন্দরটিকে, যেটি ছিল কালো সাইপ্রেস অরণ্যের পটভূমিকায় অর্ধচন্দ্রাকৃতি মিসিসিপি উপত্যকায় ইষ্টক ও প্রস্তরনির্মিত একটি সুরম্য শহর। ১৮০৩ সালের হেমন্তকালে একদিন উজ্জ্বল পোশাক পরিহিত ফরাসী সৈনিকরা, কায়দাদুরস্তভাবে সজ্জিত স্পেনীয় এবং ফরাসী ভদ্রলোকেরা, শিকারের পরিচ্ছদে ঔপনিবেশিকেরা, তাম্রবর্ণ ইন্ডিয়ানরা এবং কালো ক্রীতদাসেরা প্লাস দার্মে-তে পাশাপাশি দাঁড়িয়ে দেখল—ফরাসী পতাকা নিচে নেমে এল এবং যুক্তরাষ্ট্রের পতাকা তার স্থান অধিকার করল। যুক্তরাষ্ট্র এমন একটি বিস্তৃত সমতল-ভূমি লাভ করল যা আশি বছরের মধ্যে পৃথিবীর শস্যভান্ডারগুলির অন্যতম হয়ে উঠল। এটি মহাদেশের সমগ্র প্রধান নদীপথটির উপর আধিপত্য লাভ করল। এই প্রথম আমেরিকানরা বলতে পারত, যেমন গৃহযুদ্ধের পর লিঙ্কন উত্তরকালে বলে-ছিলেন, "সমুদ্রের অধিপতির এবার সমুদ্রে গমন নির্বিঘ্ন হয়ে উঠল।" চার বছরের মধ্যে রবার্ট ফালটন যখন হাডসন নদীতে বাষ্পীয় পোত ভাসাতে সফল হলেন, তখন দেশের অভ্যন্তরে এইসব জলপথগুলিকে সহজে ও স্বল্পখরচে ব্যবহার করার সমস্যার সমাধান হ'ল। শীঘ্রই ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে ষ্টীমারগুলি পশ্চিমাঞ্চলের নদীগুলিকে ভরিয়ে তুলল, তারা সেখানকার জমিতে বসতি স্থাপনের জন্য যাত্রীদের নিয়ে যেতে লাগল এবং ফেরবার সময় বাজারের জন্য নিয়ে আসতে লাগল ফার, শস্য, মাংস প্রভৃতি শত শত পণ্য।

যখন জেফারসনের প্রথম বারের প্রেসিডেন্টগিরির কাল শেষ হয়ে এল, তিনি তখন বিস্তৃত জনপ্রিয়তা অর্জন করেছেন, কারণ লুইজিয়ানা প্রত্যক্ষভাবে একটি লাভের

বস্তু হয়েছিল, ব্যবসায় প্রচুর লাভ হচ্ছিল এবং প্রেসিডেন্ট সকল শ্রেনীকে সন্তুষ্ট করবার জন্য প্রবল ভাবে চেষ্টা করেছিলেন। তাঁর পুনর্নির্বাচন সম্পর্কে কোন সন্দেহ ছিল না; ১৮০৪ সালে তিনি চৌদ্দটি ছাড়া একশ' ছিয়াত্তরটি সর্বশেষ নির্বাচনী ভোটের সবগুলিই পেয়েছিলেন এবং কনেটিকাট ছাড়া নিউ ইংল্যান্ড সমেত সব ক'টি রাষ্ট্রে জয়লাভ করেছিলেন। নিজের দলকে কঠোরভাবে শাসন করবার ক্ষমতা তাঁর ছিল, যে উচ্চাকাঙ্খী এরন বার সর্বদা ষড়যন্ত্র লিপ্ত থাকতেন তাঁকে ধ্বংশ করবার ব্যবস্থা তিনি করেছিলেন। যুক্তরাষ্ট্রের বড় বড় সরকারী চাকরি বন্টনে আর হাত না থাকায় এবং প্রকৃতপক্ষে দল থেকে একপ্রকার বহিস্কৃত হয়ে এই চতুর নিউ ইয়র্কবাসী নিউ ইংল্যান্ডের ফেডারালিষ্ট দলের সবচেয়ে তিক্ত সদস্যদের সঙ্গে যোগাযোগ করতে লাগলেন। ১৮০৪ সালের বসন্তকালে তিনি ফেডারালিষ্ট দলের হয়ে নিউ ইয়র্কের গভার্নর পদের প্রার্থী হলেন, কিন্তু হ্যামিল্টন ঠিকই বুঝতে পেরেছিলেন যে টিমথি পিকারিং-এর মতো ইয়াঙ্কি মতলববাজেরা এবং বার রাষ্ট্রসংযুক্তি ভাঙ্গবার চেষ্টা করছেন, তাই হ্যামিল্টনের বিপক্ষতাতেই বার-এর অপমানকর পরাজয় ঘটল। প্রতিহিংসা নেবার জন্য তখন এই নীতিজ্ঞানহীন বার হ্যামিল্টনকে চটিয়ে দিয়ে তাঁকে একটি দ্বৈরথ যুদ্ধে আহ্বান করলেন। জার্সিতে হাডসন নদীর তীরে জুলাই মাসের এক সকালে সেটি অনুষ্ঠিত হ'ল এবং তাতে হ্যামিল্টন প্রান হারালেন। এমন একজন গুণী এবং জনপ্রিয় নেতার অভাবে জনসাধারণ এমনি ক্ষেপে উঠল যে নিজের নিরাপত্তার জন্য বার-কে গা ঢাকা দিতে হ'ল। পূর্বাঞ্চলে তাঁর সব সম্ভাবনাই নষ্ট হয়ে গেল, কিন্তু অদমিত দাম্ভিকতায় তিনি নবতর দুঃসাহসিকতার জন্য পশ্চিমাঞ্চলের দিকে যাত্রা করলেন।

বার-এর প্রচন্ড উচ্চাভিলাষের পক্ষে কিছু পুরস্কার বা খ্যাতিলাভ মূল্যবান ছিল না। হয় শাসন কর, নয়ত নিপাত যাও, এই ছিল তাঁর ব্রত; তিনি নিজের একটি রাষ্ট্রের পরিকল্পনা করেছিলেন। সেটি যে ঠিক কোথায় হ'বে এবং কিভাবে যে সেটিকে তিনি তৈরি করতেন, সে নিয়ে এখনো তর্কবিতর্ক হয়। বেশির ভাগ ছাত্রের মতে তাঁর মতলব ছিল পশ্চিমাঞ্চলে একটি ছোট সৈন্যদল তৈরি ক'রে, মিসিসিপি উপত্যকা দিয়ে নেমে এসে নিউ অর্লিন্স অধিকার ক'রে লুইজিয়ানাকে যুক্তরাষ্ট্রের কাছ থেকে ছিনিয়ে নেওয়া। এই মতলবের কথা ব্রিটিশ আর স্পেনীয় কর্মচারীদের ব'লে তিনি লন্ডন ও ম্যাড্রিড থেকে কিছু টাকা সংগ্রহের চেষ্টা করেছিলেন। তিনি যে তাঁর রাষ্ট্রটিকে ব্রিটিশদের রক্ষাধীনে রাখবেন, তিনি তাদের সেকথা বলেছিলেন এবং তিনি স্পেনীয়দের বুঝিয়েছিলেন যে এই রাষ্ট্রটিকে তিনি যুক্তরাষ্ট্র এবং মেক্সিকোর মধ্যে একটি প্রতিরক্ষা-রাষ্ট্র হিসাবে গ'ড়ে তুলবেন। এই দুইদলের কোনটিই তাঁকে সাহায্য করল না। অন্য ছাত্রদের মতে বার-এর আসল উদ্দেশ্য ছিল একটি সৈন্যদল

তৈরি ক'রে ভেরা ক্রুজ এবং মেক্সিকো শহরে স্পেনীয়দের বিরুদ্ধে অগ্রসর হওয়া এবং মেক্সিকো অধিকার করা। তিনি নিজেও টেনেসির স্পেনবিরোধী এ্যান্ড্রু জ্যাকসনের মতো নেতাদের কাছে বলেছিলেন যে সেটিই তাঁর মতলব ছিল। তিনি লুইজিয়ানা না মেক্সিকো, কি যে অধিকার করতে চেয়েছিলেন, নিজেও তা হয়ত জানতেন না; হয়ত দুটির দিকেই তাঁর শ্যেন-দৃষ্টি ছিল।

সে যাই হ'ক, সয়তানের মতোই বার-এর সম্পূর্ণ পতন ঘটেছিল। দক্ষিণ-পশ্চিমের দেশভক্ত লোকেরা তাঁর মতলব জানতে পেরে ১৮০৬-এর শেষের দিকে তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ এনেছিল। তাঁকে গ্রেপ্তার ক'রে ভার্জিনিয়ায় রিচমন্ডে পাঠিয়ে দেওয়া হ'ল দেশদ্রোহিতার অপরাধে বিচারের জন্য। মামলায় জন মার্সাল প্রধান বিচারপতি ছিলেন। তাঁর বিরুদ্ধে প্রমাণাদি অস্পষ্ট ছিল এবং মার্সালের মতামত প্রধানতঃ বার-এর সপক্ষেই ছিল। তাই বারকে অব্যাহতি দেওয়া হ'ল; কিন্তু ইতিমধ্যে অপ্রতিরোধ্য ভাবে বার-এর সর্বনাশ হয়ে গিয়েছিল।

আমেরিকার নিরপেক্ষতাঃ বাণিজ্য নিয়ন্ত্রণ আইন। গ্রেট ব্রিটেনের সঙ্গে নেপোলিয়নের বিরাট সংঘর্ষের সময় আমেরিকার নিরপেক্ষ নীতি বজায় রাখতে গিয়ে জেফারসন দ্বিতীয়বার যুক্তরাষ্ট্রীয় ক্ষমতার বিশেষ প্রয়োগ করলেন। একথা তিনি জানতেন যে সেই তরুণ অপ্রাপ্যবয়স্ক সাধারণতন্ত্রের শান্তির প্রয়োজন ছিল এবং যখন জলে এবং স্থলে যুদ্ধ চলতে লাগল, তিনি যুক্তরাষ্ট্রকে সেই অগ্নিকুন্ডের বাইরে রাখবার চেষ্টা করতে লাগলেন। একটি শক্তির দ্বারা সমগ্র ইউরোপের পরাজয় আটকাবার জন্যই গ্রেট ব্রিটেন যুদ্ধ করছিল। স্বাভাবিক ভাবেই বাণিজ্যিক যুদ্ধই ছিল তার প্রধান অস্ত্রগুলির অন্যতম। সেকথা বুঝতে পেরে ব্রিটিশরা নেপোলিয়নের সাম্রাজ্যের সমুদ্রপথগুলি অবরোধ করল; নেপোলিয়ন প্রতিশোধ নিলেন ব্রিটেন অবরোধের জন্য বার্লিন ও মিলান সঙ্কল্পের দ্বারা। নিজেদের মধ্যে এই যুদ্ধে দুটি শক্তিই আমেরিকার বাণিজ্যের প্রচুর ক্ষতি করল। ফরাসী ওয়েস্ট ইন্ডিজ থেকে পণ্যবহনের লাভজনক ব্যবসা যেসব আমেরিকান জাহাজগুলি চালাচ্ছিল তাদের স্পেন থেকে এলবে পর্যন্ত ইউরোপের সমগ্র সমুদ্রতীর থেকে দূরে আটকে রাখাই হ'ল ব্রিটেনের কাজ। যেসব আমেরিকান জাহাজ ব্রিটিশ তাল্লাশি মেনে নেবে বা ব্রিটিশ বন্দরে থামবে তাদের গ্রেপ্তার ক'রবার আদেশ দিল ফরাসীরা। অর্থাৎ যুদ্ধে এমন একটা অবস্থা এসে উপস্থিত হ'ল যখন ফরাসী অধিকৃত বিস্তৃত অঞ্চলে কোন আমেরিকান জাহাজ বাণিজ্য চালাতে গেলে ব্রিটিশরা সেটিকে আটক করবে এবং ব্রিটেনের সঙ্গে বাণিজ্য করতে গেলে (আয়ত্বের মধ্যে এলে) কোন আমেরিকান জাহাজকে ফরাসীরা ছাড়বে না! এরূপ অবস্থায় বাণিজ্য একেবারে

অসম্ভব হয়ে উঠল। ব্রিটিশ সরকার মোটের উপর কঠোর ব্যবস্থাই অবলম্বন করত, কিন্তু ফরাসীরা সামান্য ছুতো পেলেই আমেরিকার জাহাজ বাজায়াপ্ত ক'রে নিত।

জোর ক'রে যুদ্ধে যোগ দেওয়াবার প্রশ্নটিই বিশেষভাবে আমেরিকান মনোভাবকে গ্রেট ব্রিটেনের বিরুদ্ধে উত্তেজিত করেছিল। ব্রিটিশরা তাদের নৌবাহিনীকে এমনভাবে গ'ড়ে তুলতে বাধ্য হয়েছিল যাতে তাদের রণতরীর সংখ্যা দাঁড়িয়েছিল সাতশ'র বেশী এবং নাবিকের ও নৌসেনার সংখ্যা দেড় লাখ। এই ওক কাঠের পাঁচিল ব্রিটেনকে নিরাপদ করেছিল, তার বাণিজ্য এবং উপনিবেশগুলির সঙ্গে যোগাযোগ অক্ষুন্ন রেখেছিল এ ব্যবস্থা ব্রিটেনের অস্তিত্বের পক্ষে গুরুত্বপূর্ণ ছিল। কিন্তু নৌবাহিনীর লোকেরা ভাল মাইনে, ভালভাবে খেতে এবং ভাল ব্যবহার পেত না। তাই স্বইচ্ছায় কেউ নৌবাহিনীতে যোগ দিতে আসত না। তাদের অনেক নাবিক পালিয়ে গিয়ে বেশী আনন্দদায়ক ও বেশী নিরাপদ আমেরিকান জাহাজে আশ্রয় নিয়ে খুশী হ'ত। এরূপ অবস্থায় মার্কিন জাহাজ তল্লাশি করা এবং ব্রিটিশ প্রজাদের ধ'রে নিয়ে যাবার অধিকার থাকা অত্যাবশ্যক ব'লে ব্রিটিশদের মনে হয়েছিল। আমেরিকান নাবিকদের জোর ক'রে তাদের যুদ্ধে যোগ দেওয়াতে তারা চায়নি, কিন্তু কোন ব্রিটন যে আমেরিকান নাগরিকত্ব লাভ করতে পারে এটা তারা বিশ্বাস করত না। আমেরিকানদের মনোভাব তাদের এই দাবির সম্পূর্ণ বিপক্ষে ছিল। কোন ব্রিটিশ যুদ্ধ-জাহাজের কামানের সামনে কয়েকজন নৌসেনা নিয়ে কোন ব্রিটিশ লেফ্‌টনান্ট যখন কোন আমেরিকান জাহাজে উঠে নাবিকদের সারবন্দী ক'রে ডেকে দাঁড় করিয়ে পরীক্ষা করতেন, তখন সেটা আমেরিকানদের কাছে খুব মর্যাদাহানিকর মনে হ'ত। তাছাড়া বহু ব্রিটিশ সেনাধ্যক্ষ দাম্ভিক এবং অন্যায় ব্যবহার করতেন। তাঁরা শত শত এবং সহস্র সহস্র খাঁটি আমেরিকানকেও জোর ক'রে তাঁদের নৌসেনাদলে যোগ দিতে বাধ্য করেছিলেন।

গ্রেট ব্রিটেন ও ফ্রান্সের সঙ্গে যুদ্ধ না ক'রে তাদের ব্যবহার ভাল করবার জন্য জেফারসন শেষ পর্যন্ত কংগ্রেসকে দিয়ে পাকা করিয়ে নিলেন বাণিজ্য নিয়ন্ত্রণ আইন, যার দ্বারা বিদেশের সঙ্গে বাণিজ্য একেবারে বন্ধ ক'রে দেওয়া হ'ল। এই এই ব্যবস্থায় জাহাজী কারবারগুলির একপ্রকার সর্বনাশ হয়ে গেল এবং নিউ ইংল্যান্ডে ও নিউ ইয়র্কে প্রবল বিক্ষোভ দেখা গেল। তারপরেই কৃষিসংক্রান্ত ব্যক্তিরা দেখল যে তাদের প্রচুর ক্ষতি হচ্ছে, কারণ যখন দক্ষিণের আর পশ্চিমের চাষীরা জাহাজে ক'রে তাদের অতিরিক্ত শস্য, মাংস আর তামাক বিদেশে পাঠাতে পারল না, তখন সেগুলির দাম খুব ক'মে গেল। প্রত্যক্ষদর্শীরা বলতে লাগল এ-ব্যবস্থা যেন প্রাণ বাঁচাবার জন্য সার্জেনের দ্বারা একটি পা কেটে বাদ দেওয়া। একটি বছরে আমেরিকার রপ্তানি চার-পঞ্চমাংশ ক'মে গেল। কিন্তু এই নিয়ন্ত্রণ আইন যে উপবাসী ব্রিটেনকে তার

নীতি বদলাতে বাধ্য করবে ব'লে আশা করা হয়েছিল, সে-আশা ফলবতী হ'ল না। ব্রিটিশ সরকার তার নীতি থেকে এক পদক্ষেপও বিচলিত হ'ল না। দেশের লোক যখন আরো বেশী গন্ডগোল করতে লাগল, তখন জেফারসন আর একটি কম কঠোর ব্যবস্থার প্রস্তাব করলেন। বাণিজ্য একেবারে বারণ করার বদলে একটি অসহযোগ আইন প্রবর্তন করা হ'ল। এটিও অধীনস্থ দেশ সমেত ফ্রান্স ও ব্রিটেনের সঙ্গে বাণিজ্য বারণ করল কিন্তু এ প্রতিশ্রুতি দিল যে যদি এই উভয় দেশের কোনটি নিরপেক্ষ দেশের বাণিজ্যের উপর আক্রমণ বন্ধ করে, তাহলে এই আইন তুলে নেওয়া হবে । ১৮১০-এ নেপোলিয়ন সরকারী ভাবে প্রচার করলেন যে তিনি তাঁর ব্যবস্থাগুলি প্রত্যাহার করেছেন। এটি ছিল একটি মিথ্যা ভাষণ? তিনি সেগুলি ঠিক বজায় রেখেছিলেন। কিন্তু যুক্তরাষ্ট্র তাঁর কথায় বিশ্বাস ক'রে শুধু মাত্র ব্রিটেনের সঙ্গে যোগাযোগ ছিন্ন করেছিল।

১৮১২-র যুদ্ধ। এতে গ্রেট ব্রিটেনের সঙ্গে সম্পর্কের অবনতি ঘটল এবং দেশদুটি পরস্পরের সঙ্গে যুদ্ধের দিকে দ্রুত এগিয়ে যেতে লাগল। অনেকগুলি ঘটনায় মন-কষাকষি সৃষ্টি হয়েছিল। যেমন ব্রিটিশ যুদ্ধজাহাজ "লেপার্ড" আমেরিকান যুদ্ধ-জাহাজ "চেসাপিক"কে আদেশ করে কতকগুলি ব্রিটিশ দলত্যাগী নাবিককে ফিরিয়ে দিতে—যদিও তাদের মধ্যে মাত্র একজনই সে-জাহাজে ছিল। আমেরিকানদের দ্বিধা দেখে তারা পনের মিনিট চেসাপিকের উপর গোলাবর্ষণ করে এবং তারপর সেটির রক্তাক্ত ডেকে উঠে চারজনকে গ্রেপ্তার ক'রে নিয়ে যায়। তার কিছুদিন পরেই প্রেসি-ডেন্ট কংগ্রেসের সামনে এক বিস্তারিত বিবরণ দাখিল করলেন যাতে তিনি দেখালেন যে তিন বছরের ভিতর ব্রিটিশরা ছ' হাজার সাতান্নটি ঘটনায় আমেরিকানদের ধ'রে নিয়ে গেছে। এছাড়াও আরো অনেককিছু ঘটেছিল। কয়েকটি ইণ্ডিয়ান দল তাদের নেতা টেকুমসের অধীনে সংঘবদ্ধ হয়ে ঔপনিবেশিকদের আক্রমণ ক'রে যথেষ্ট ক্ষতি সাধন করেছিল এবং অনেকের বিশ্বাস হয়েছিল যে ক্যানাডায় ব্রিটিশদের লোকরাই তাদের একাজে উত্তেজিত করেছিল।

তাছাড়া একটি উদ্দেশ্য ছিল খুবই স্বার্থপরতাপ্রসূত। কেন্টাকির সুদক্ষ হেনরি ক্লে কংগ্রেসে যাদের প্রতিনিধি ছিলেন পশ্চিমের সেই সব ভূমিলোলুপ ঔপনিবেশিকদের লোভ হয়েছিল সমগ্র ক্যানাডা দখল করবার এবং তাদের এই লোভে ইন্ধন জোগাচ্ছিল জন সি. ক্যালহোনের অধীনে দক্ষিণের লোকেরা। ক্যালহোনের ইচ্ছা ছিল ব্রিটেনের বন্ধু স্পেনের কাছ থেকে ফ্লোরিডা জয় ক'রে নেওয়া। ফলে, ম্যাডিসন প্রেসিডেন্ট হওয়ার পর, ১৮১২-তে ব্রিটেনের সঙ্গে যুদ্ধ ঘোষণা করা হ'ল।

নানা দিক দিয়ে এই ১৮১২-র যুদ্ধ হয়েছিল আমেরিকার ইতিহাসে সবচেয়ে

ভাগ্যহীন ঘটনাবলীর অন্যতম। প্রথমতঃ, এ-যুদ্ধ ছিল অনর্থক : যে ব্রিটিশ নির্দেশগুলি সবচেয়ে বিরক্তির কারণ হয়েছিল, কংগ্রেসের যুদ্ধ ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গেই সেগুলিকে প্রত্যাহার করা হয়েছিল। দ্বিতীয়তঃ, অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ আভ্যন্তরীণ দলাদলিতে যুক্তরাষ্ট্রকে তখন ভুগতে হয়েছে। দক্ষিণ এবং পশ্চিমাঞ্চল যুদ্ধ চাইলেও, নিউ ইংল্যান্ড এবং নিউ ইয়র্ক তার বিরুদ্ধে ছিল এবং যুদ্ধের শেষের দিকে নিউ ইংল্যান্ডের বড় বড় দলগুলি প্রায় দেশদ্রোহী হয়ে উঠেছিল। তৃতীয়তঃ, সামরিক দিক দিয়ে এ-যুদ্ধ মোটেই গৌরবময় হয়নি।

জেফারসনের ব্যয়সঙ্কোচের ফলে ১৮০৯-এ যে আমেরিকার সৈন্যের সংখ্যা দাঁড়িয়েছিল তিন হাজারের কিছু কম, একদল অশিক্ষিত এবং অনিয়ন্ত্রিত লোকের ভীড় নিয়ে তাদের যুদ্ধ করবার মতো অবস্থা ছিল না। নিয়মিত সৈনিকদের অনেকেই ছিল জেলফেরত। ভার্জিনিয়ার যে তরুণ উইনফিল্ড স্কট এই সময়ের কয়েক বছর আগে তার গৌরবময় সৈনিক জীবন শুরু করেছিল, তার কাছ থেকে জানা যায় যে সেনানায়করা দু'দলে পড়তেন। "আগেকার নায়করা প্রায়ই হয়ে গেছলেন হয় অলস ও নির্বোধ, কিংবা অতিরিক্ত পানদোষে আশক্ত।" নতুন সেনানায়কদের বেশির ভাগ রাজনৈতিক কারণে মনোনীত করা হয়েছিল; তাদের কয়েকজন ভাল ছিল, কিন্তু বেশির ভাগই ছিল হয় "অমার্জিত মূর্খ লোক," নয়ত শিক্ষিত হলেও, ছিল "পরমুখাপেক্ষী অলস চালবাজ অপদার্থ লোক।" যুদ্ধ যখন আরম্ভ হ'ল তখন সবচেয়ে প্রবীন মেজর-জেনারেল ছিলেন অপদার্থ হেনরি ডিয়ারবর্ণ, যাঁর বয়স ছিল ষাট বছরের বেশী, যিনি একটি রেজিমেন্টের চেয়ে বড় সৈন্যদল কখন রণক্ষেত্রে পরিচালনা করেন নি। প্রধান ব্রিগেডিয়ার জেনারল ছিলেন জেমস উইলকিনসন, যাঁকে এখন সকলে জানে যুক্তরাষ্ট্রের বিশ্বাসঘাতক, স্পেনের পেনসনভোগী এবং এরন বার-এর সহযোগী হিসাবে : তিনি ছিলেন ঘুষখোর, লম্পট এবং নিয়মভঙ্গকারী; যারা তাঁকে জানত, সকলেই তাঁকে ঘৃণা করত। উইলিয়াম হাল-ই ছিলেন একমাত্র ব্রিগেডিয়ার জেনারল যাঁর অভিজ্ঞতা ছিল, যিনি বিপ্লবের সময় কর্নেল হয়েছিলেন, কিন্তু যিনি এই যুদ্ধের সময় হয়ে পড়েছিলেন অশক্ত এবং অতি বৃদ্ধ। তিনি যুদ্ধ শুরু করলেন একটিও গুলি না ছুড়ে ডেট্রয়েট শত্রুদের হাতে তুলে দিয়ে।

পরাজয়ের পর পরাজয় হ'তে লাগল। ক্যানাডা অভিযানে আমেরিকানদের প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়ে গেল। একজন ব্রিটিশ ঐতিহাসিক লিখেছেন, প্রথম বছরে "আমেরিকার সৈনিকেরা এবং স্বেচ্ছাসেবকেরা মনস্থির ক'রে উঠতেই পারেনি তারা যুদ্ধ করবে, কি করবে না।" উত্তর সীমান্তে নায়গ্রার কাছে লাণ্ডিজ লেন-এ কঠিনতম সঙ্ঘর্ষটি সমান-সমান গেছল, যাতে পরে দুই দলই জয়লাভের দাবি করেছিল (জুলাই ১৮১৪); কিন্তু যেহেতু ক্যানাডার অভ্যন্তরে যাবার জন্য আমেরিকানদের মতলবটিকে এই

যুদ্ধ নষ্ট ক'রে দিয়েছিল, ব্রিটিশ ও ক্যানাডিয়ানদেরই এই যুদ্ধের ফলাফলে উৎফুল্ল হবার কথা।

যখন নেপোলিয়নের সৈন্যদল স্পেনে পরাজিত হ'ল, তখন ব্রিটিশরা ওয়েলিংটনের শিক্ষিত সৈন্যদের এনে নিজেদের দল ভারী করতে পারল। শ্যামপ্লেন হ্রদে প্ল্যাটস-বার্গ-এ এক ঘাগী দল নিউ ইয়র্কে ঢুকে পড়ল, কিন্তু আটাশ বছর বয়স্ক কমোডোর টমাস ম্যাকডোনের কাছে সেখানে ব্রিটিশ নৌবাহিনী সম্পূর্ণভাবে পরাজিত হ'ল এবং তার ফলে যোগাযোগ ব্যবস্থা বিপর্যস্ত হওয়ায় ব্রিটিশ সেনাদল পিছিয়ে যেতে বাধ্য হ'ল। পাঁচ হাজারের চেয়ে কমসংখ্যক আর একটি ব্রিটিশ দল ওয়াশিংটনের কাছে হাজির হয়েছিল, কিন্তু ব্ল্যাডেন্সবার্গে তারা বেশী সংখ্যক সৈন্যের সম্মুখীন হয়েছিল। এই ভীতু প্রতিরক্ষাকারীদের দশ জন মৃত এবং চল্লিশজন আহত হতেই তারা যুদ্ধ ত্যাগ ক'রে ওয়াশিংটনের দিকে এমনি দ্রুত দৌড়তে লাগল যে তাদের পশ্চাদ্ধাবন করতে গিয়ে অনেক ব্রিটন সর্দিগর্মিতে আক্রান্ত হ'ল। ইয়র্ক শহরে (এখন টরন্টো) আমেরিকানরা যে অনেক সরকারী বাড়ি নষ্ট করেছিল, তারই প্রতিহিংসা নেবার জন্য ব্রিটিশ সৈন্যরা ক্যাপিটল ও হোয়াইট হাউসের উপর গোলাবর্ষণ করল। কিন্তু অগভীর জলের জন্য কাছে যেতে না পারলেও বাল্টিমোরের কাছে ম্যাকহেনরি দুর্গে যখন ব্রিটিশ নৌবাহিনী দূর থেকে কামানের গোলাবর্ষণ করতে লাগল, তাতে ফল কিছুই হ'ল না এবং ফ্রান্সিস স্কট কি নামে ওয়াশিংটনের এক এটর্নি, যিনি বন্দী-নিয়নের ব্যবস্থা করবার জন্য তখন এক ব্রিটিশ রণতরীতে ছিলেন, তিনি জাতীয় পতাকাকে প্রাতঃকালীন হাওয়ায় উড়তে দেখে এমনি উৎসাহিত হয়ে উঠেছিলেন যে "তারকাখচিত পতাকা" বইটি লিখে ফেললেন।

শুধু সমুদ্রেই আমেরিকানরা যাকিছু জয়লাভ করেছিল। ওয়াশিংটন এবং এ্যাডামসের অধীনে সুনিয়ন্ত্রিত ভাবে গ'ড়ে উঠে নৌবাহিনী ফ্রান্সের সঙ্গে স্বল্প-কালীন যুদ্ধে এবং যে ট্রিপলির জলদস্যুদের আমেরিকার জাহাজগুলির উপর হামলা অসহ্য হয়ে উঠেছিল তাদের বিরুদ্ধে যথেষ্ট দক্ষতার পরিচয় দিয়েছিল। সৈন্যদল যা পারেনি, নৌবাহিনী গোড়াতেই একজন ভাল সংগঠনকারী লাভ করার সৌভাগ্যের অধিকারী হয়েছিল। তিনি এডওয়ার্ড প্রেবল। কঠোরভাবে হলেও, তিনি ভূমধ্যসাগর রণতরীদলকে সুদক্ষ শাসনের মধ্যে রেখেছিলেন, তাঁর দলের মধ্যে এমন সাহস ও নিয়মানুবর্তিতার মনোভাব সঞ্চারিত করেছিলেন যা ঐতিহ্যে পরিণত হয়েছিল এবং স্টিফেন ডিকেটার-এর মতো সৈন্যাধ্যক্ষদের প্রচুর যোগ্যতার শিক্ষা দিয়েছিলেন। সংখ্যার দিক থেকে নৌবাহিনী ছিল খুব ছোট, কারণ কেবল উপকূলরক্ষী রণতরী তৈরি করবার দিকে জেফারসনের এক অদ্ভুত খেয়াল হয়েছিল। ১৮১০-এ শক্তিশালী তরীর সংখ্যা ছিল বারটি; কিন্তু 'কনস্টিটিউসন' ('ওল্ড আয়রণসাইডস'), 'গুয়েরিয়ার',

'ইউনাইটেড স্টেটস' এবং 'ম্যাসিডোনিয়ান' যুদ্ধজাহাজগুলির ইয়াঙ্কি ক্যাপটেনরা একক যুদ্ধে সম বা বেশী সংখ্যক ব্রিটিশ রণতরীদের হারিয়ে দিয়েছিল। গ্রেট লেকস-এও আমেরিকানরা তাদের ক্ষমতা প্রতিপন্ন করেছিল। ত্রিশ বছরের কম বয়স্ক ক্যাপটেন অলিভার হ্যাজার্ড পেরি নামে আর একজন নৌসেনাধ্যক্ষ ঈরি হ্রদে একটি নৌবাহিনী গুছিয়ে নিয়ে, একটি ছোটখাট ব্রিটিশ রণতরী দল খুঁজে বের করলেন এবং তাদের সঙ্গে মরিয়া হয়ে যুদ্ধ ক'রে এই ঘোষণায় দেশবাসীদের স্তম্ভিত ক'রে দিলেন যে, "শত্রুদের সঙ্গে দেখা হয়েছে, তারা এখন আমাদের হাতে বন্দী।" তবু অবশেষে বেশী শক্তিশালী ব্রিটিশ নৌবাহিনী সমুদ্রে প্রভুত্ব স্থাপন করল, আমেরিকার বাণিজ্যকে নিরাপদ আশ্রয়ে লুকাতে বাধ্য করল এবং আমেরিকার উপকূলকে অবরুদ্ধ করল।

যুদ্ধ যখন শেষ হ'ল জন কুইন্সি এ্যাডামস, হেনরি ক্লে প্রভৃতির চেষ্টায় যে ১৮১৪-তে ঘেণ্ট-এর সন্ধি হ'ল, তাতে যুদ্ধের কারণে লোক ধ'রে নিয়ে যাওয়া কিংবা নিরপেক্ষতার অধিকার সম্পর্কে কোন কথাই উঠল না। কেবলমাত্র বৃদ্ধ এ্যাণ্ড্রু জ্যাকসনের অধীনে অদ্ভুত, কিন্তু দুর্ধর্ষ, সীমান্তের সৈন্যদল ওয়াশিংটনের বীর সহযোগী এডওয়ার্ড প্যাকেনহামের অধীনে এক শক্তিশালী ব্রিটিশ বাহিনীকে নিউ অর্লিন্সে যে হারিয়েছিল, তাতেই দেশবাসীদের কিছু উৎফুল্ল হবার কারণ ঘটেছিল। এটা ঘটেছিল ১৮১৫-র ৮ই জানুয়ারী। তখন সন্ধিচুক্তি স্বাক্ষরিত হয়ে গেছে, কিন্তু সে-খবর আমেরিকার কেউ জানত না। এর ফলে অগ্নিগর্ভ রাজসিক জ্যাকসন জাতীয় বীর-এ পরিণত হলেন।

জাতীয় একতা। তবু একদিক দিয়ে, এই যুদ্ধ সাধারণতন্ত্রের অগ্রগতিতে যথেষ্ট সাহায্য করেছিল। অশান্তি আর ঝগড়াঝাঁটির মধ্যে আরম্ভ হয়ে চলতে থাকলেও, এটি জাতীয় একতার এবং দেশপ্রাণতার মনোভাবকে সুদৃঢ় করেছিল। এর জন্য কতকগুলি কারণ নির্দেশ করা যেতে পারে। কয়েকটি সাফল্যে, বিশেষ ক'রে নৌবাহিনীর জয়লাভে, এবং নিউ অর্লিন্সে প্যাকেনহামের শিক্ষিত সৈন্যদের পরাজয়ে আমেরিকানরা গর্ব এবং আত্মবিশ্বাস অনুভব করবার কারণ পেয়েছিল। জেফারসনের "মেনে নেওয়ার নীতি" যে আমেরিকানদের মনে হীনতাভাব এনেছিল এই যুদ্ধ তা দূর ক'রে দিয়েছিল। তা ছাড়া বিভিন্ন রাষ্ট্রের লোকেরা যে পাশাপাশি দাঁড়িয়ে যুদ্ধ করেছিল এবং উত্তরাঞ্চলীয় সেনাদলের যে দক্ষতম নেতা হয়েছিল ভার্জিনিয়ার উইনফিল্ড স্কট, এতে জাতীয় একতার মনোভাব বাড়িয়ে দিয়েছিল। পশ্চিমের সেনাদল এমন কতকগুলি যুদ্ধ জিতেছিল যা তারা ভুলতে পারেনি এবং তাই আগেকার তেরটি রাষ্ট্রের লোকদের চেয়ে তারা নিজেদের রাষ্ট্রের চেয়ে জাতির প্রতি বেশী আনুগত্য অনুভব করেছিল। তখন থেকে আমেরিকার জীবনে পশ্চিমাঞ্চলের অনেক গুরুত্ব বেড়েছিল, এবং সে-

অঞ্চলটি পরবর্তী কালে সর্বদাই জাতীয়তাবাদী ছিল।

তাছাড়া যেসব স্বার্থপর ছোট দলগুলি দেশদ্রোহী মনোভাব দেখিয়েছিল, এই যুদ্ধের পর দেশবাসীরা তাদের উপর বিরক্তি অনুভব করতে লাগল। যুদ্ধের শেষের দিকে নিউ ইংল্যান্ডের বিক্ষোভকারীরা হার্টফোর্ড-এ এক সম্মেলনে প্রতিনিধি দল পাঠিয়েছিল তাদের ক্ষোভের কারণ আলোচনার জন্য এবং এই "হার্টফোর্ড সম্মেলন" সকলের কাছে ঘৃণা ও অভিযোগের বস্তু হয়ে রয়ে গেল।

মোট কথা এই ভাগ্যহীন যুদ্ধটি সাধারণতন্ত্রটিকে আরো বেশী পরিণত ও স্বাধীন, আরো সুসংবন্ধ এবং ব্যক্তিত্বপূর্ণ হ'তে সাহায্য করেছিল। এ্যালবার্ট গ্যালাটিন বলেছিলেন যে এই যুদ্ধের আগে আমেরিকানরা হয়ে যাচ্ছিল খুব স্বার্থপর ও অতিমাত্রায় বাস্তববাদী; তারা স্থানীয় পরিপ্রেক্ষিতে সব কিছুর বিচার করত। তিনি বলেছিলেন, "বিপ্লব যে জাতীয় মনোভাব ও চরিত্র এনে দিয়েছিল, এই যুদ্ধ সেগুলিকে নবতর ভাবে পরিস্ফুট করেছে। জনগণের এমন কতকগুলি সাধারণ প্রীতির বস্তু হয়েছে, যেগুলির সঙ্গে তাদের গৌরব আর রাজনৈতিক মতবাদ সংশ্লিষ্ট। তারা এখন বেশী ভাবে আমেরিকান; আগের চেয়ে বেশী তারা একটি জাতি হিসাবে চিন্তা করে এবং কাজ করে এবং আমার মনে হয় তাতে জাতির স্থায়িত্ব আরো ভাল ভাবে নিরাপদ হয়েছে।" যেহেতু যুদ্ধে দুপক্ষই এত কঠোর ভাবে লড়েছিল ফলে কারুর মনেই তিক্ততা ছিল না। একশ বছর পরে যখন রণক্ষেত্রে আবার ব্রিটন আর আমেরিকানদের দেখা হয়েছিল, পরস্পরের সাহায্যকারী বন্ধু হিসাবেই সে দেখা হয়েছিল।

ঘটনাবলী একথা প্রমাণ করেছে যে, হ্যামিল্টনের ফেডারালিষ্ট কিংবা জেফারসনের ডেমক্র্যাট যে-দলই ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত থাকুক না কেন, জাতীয় একতা এবং কেন্দ্রীয় সরকারের ক্ষমতা বেড়েছিল। এর কারণ ছিল এই যে জাতির ক্রমবর্ধনের জন্য তার প্রয়োজন হয়েছিল। লুইজিয়ানা লাভ করা, গ্রেট ব্রিটেন ও ফ্রান্সের সঙ্গে বাণিজ্যিক যুদ্ধ চালান, বার্বারির জলদস্যুদের আক্রমণ করা, ব্রিটেশদের সঙ্গে যুদ্ধ চালান প্রভৃতি ব্যাপারে একটি শক্তিশালী কেন্দ্রীয় সরকারের প্রয়োজন ছিল।

এবং একথাও যোগ করা উচিত যে সুপ্রিম আদালতের রায়গুলিও সরকারকে শক্তিশালী হ'তে সাহায্য করেছিল। যে ঝানু ফেডারালিষ্ট ভার্জিনিয়ার জন মার্সাল জেফারসন প্রেসিডেন্ট হবার ঠিক আগেই প্রধান বিচারপতি হয়েছিলেন, তিনি ১৮৩৫-এ তাঁর মৃত্যু পর্যন্ত সেই পদে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। আদালত ছিল খুব দুর্বল, কেউ সেটিকে গ্রাহ্য করত না; তাঁরই চেষ্টায় সেটি শক্তি আর আভিজাত্য লাভ করল, প্রেসিডেন্ট বা কংগ্রেসের মতো গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করল। রুচিতে আর আদব কায়দায় মার্সাল ছিলেন তাঁর নিজের রাষ্ট্রের অলস জমিদারের মতো। তিনি সাদাসিধে

পোশাক পড়তেন, নিজের খাবার বাজার থেকে কিনে নিয়ে আসতেন, তাস, পাশা কিংবা রিং-এর খেলা পছন্দ করতেন। কিন্তু চিন্তাধারার দিক থেকে তিনি ছিলেন নিউ ইয়র্ক কিংবা বস্টনের মতো শহরের ব্যবসা-বাণিজ্য মহলের একজনের মতো। তীক্ষ্ম বুদ্ধির সঙ্গে তিনি যেসব অবিনশ্বর রায় দিয়েছেন, তা থেকে মনে হয়েছে তাঁর দুটি আদর্শ ছিল—প্রথম, জাতীয় সরকারের সার্বভৌমত্ব এবং দ্বিতীয়, ব্যক্তিগত সম্পত্তির পবিত্রতা।

মার্সাল ছিলেন বিরাট এক বিচারপতি। তাঁর রায়গুলি এমনি প্রবল যুক্তির সঙ্গে লেখা হ'ত যে প্রায় প্রত্যেক ক্ষেত্রেই পাঠককে নিশ্চতভাবে প্রভাবিত করত। সরল ভাবে লেখা হলেও সেগুলির ভিত্তিতে থাকত প্রগাঢ় বিদ্যা এবং প্রচুর বিশ্লেষণ। তাঁর অভ্যাস ছিল প্রথমে তাঁর প্রধান বক্তব্যটিকে প্রতিষ্ঠিত করা, তাঁর বিপক্ষের সমস্ত যুক্তিকে ছিন্ন ভিন্ন করা এবং শেষে বহু আইন আর দৃষ্টান্ত দেখিয়ে নিজের সিদ্ধান্ত জানান। সুপ্রিম আদালতের প্রধান হিসাবে তিনি সেটির মধ্যে এমনি সমন্বয় ভাব এনেছিলেন যার জন্য বিরোধী মতামত প্রায় দেখা যেত না। কিন্তু মার্সাল একজন সার্থক বিচারপতির চেয়ে বেশী কিছু ছিলেন, তিনি ছিলেন একজন বড় সাংবিধানিক রাষ্ট্রনীতিজ্ঞ। স্পষ্ট সাংবিধানিক পঞ্চাশটি প্রশ্নে রায় দিতে গিয়ে তিনি সুপরিণত রাজনৈতিক দর্শনের ভিত্তিতে সেগুলি নিয়ে আলোচনা করেছিলেন। সেগুলির সঙ্গে জড়িত ছিল সংবিধানের প্রায় সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ অংশগুলি। ফলে, তাঁর যখন কার্যকাল শেষ হ'ল, সমগ্র দেশে যে-সংবিধানকে আদালতগুলি প্রয়োগ করেছিল, তা আসলে মার্সালের ব্যাখ্যা করা সংবিধান। বলা যেতে পারে যে তিনি নিজের স্পষ্ট দৃষ্টিভঙ্গির ভিত্তিতে সেটিকে নতুন আকার দিয়েছিলেন।

তাঁর প্রধান রায়গুলির বিষয় বলা ছাড়া আর কিছু করা সম্ভব নয়। মার্বারি বনাম ম্যাডিসন (১৮০৩) মামলায় তিনি কংগ্রেসের, বা কোনও রাষ্ট্রীয় আইনসভার, আইন সুপ্রিম আদালতের বিচার ক'রে দেখবার অধিকার প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। তিনি লিখেছিলেন, "নিঃসংশয়ে বিচার বিভাগের অধিকার এবং কর্তব্য হচ্ছে বলা আলোচ্য বিষয়ে আইনটি কি।" কোহেন্স বনাম ভার্জিনিয়া (১৮২১) মামলায় যারা বলেছিল যে কোন রাষ্ট্রের আইন সম্পর্কিত মামলায় সেই রাষ্ট্রের আদালতের রায়ই চরম হবে, তাদের যুক্তি তিনি খণ্ডন ক'রে বাতিল ক'রে দিয়েছিলেন। এতে দেশ যে কত বিভ্রান্ত হ'তে পারে তা দেখিয়ে—কারণ, যুক্তরাষ্ট্রীয় সংবিধান এবং সন্ধি-চুক্তির আওতায় আইনের ব্যাখ্যা রাষ্ট্রগুলি নানাভাবে করতে পারত—তিনি জিদ ক'রে চেয়েছিলেন যে এসব বিষয়ে জাতীয় আদালতগুলি চরম রায় দেবে। ম্যাককালক বনাম মেরীল্যান্ড (১৮১৯) মামলায় সংবিধানের অধীনে সরকারের অলিখিত ক্ষমতাগুলির বিষয় আলোচনা চালিয়েছিলেন। হ্যামিল্টন যে বলেছিলেন, স্পষ্ট ভাষায় না বললেও

সংবিধান আকারে ইঙ্গিতে সরকারকে ক্ষমতা দিয়েছিল, তিনি সেই মতের সপক্ষেই সাহসের সঙ্গে দাঁড়িয়েছিলেন। গিবন্স বনাম অগডেন (১৮২৪) মামলায় মার্সাল এই মতেরই ব্যাখ্যা করেছিলেন। রাষ্ট্রগুলির মধ্যে বাণিজ্য নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা কংগ্রেসকে সংবিধান দিয়েছিল এবং হাডসন নদীতে স্টিমারের অধিকার নিয়ে এক মামলায় মার্সাল রায় দিলেন যে জাতীয় নিয়ন্ত্রণের এই অধিকারটির ব্যাখ্যা করতে হবে উদার ভাবে, সঙ্কীর্ণ ভাবে নয়। ডার্টমাউথ কলেজের মামলায় মার্সাল সংবিধানের চুক্তি সম্পর্কিত বিধান প্রয়োগ ক'রে বললেন যে প্রতিষ্ঠানটির সনদ আইনসঙ্গত এবং রাষ্ট্রটির তা বাতিল করবার ক্ষমতা নেই। আমেরিকানদের জাতীয় সরকারটিকে একটি জীবন্ত এবং বর্ধমান শক্তি ক'রে তুলতে মার্সাল যেকোন নেতার মতো কাজ ক'রে গেছলেন।

জাতীয়তাবাদ অপ্রতিরোধ্য ভাবে এগিয়ে চলেছিল। একটি জাতীয় সাহিত্য জন্মলাভ করেছিল—উইলিয়াম কালেন ব্রায়াণ্টের 'অ্যানাটপসিস' ১৮১৭-তে প্রকাশিত হ'ল, আর্ভিং-এর "স্কেচ বুক" ১৮১৯-এ এবং ফেনিমোর কুপারের বহু উপন্যাসের প্রথমটি ১৮২০-তে, প্রসিদ্ধ "নর্থ আমেরিকান রিভিউ" প্রথম প্রকাশিত হ'ল ১৮১৫-তে। পত্রিকাটি ছিল অনেকটা ব্রিটিশ পাক্ষিক পত্রিকার মতো, কিন্তু প্রধানতঃ সেটি আমেরিকার ব্যাপার নিয়েই ব্যস্ত থাকত। প্রবল ভাবে ইউরোপীয় ভাবধারায় ভাবান্বিত হলেও হাডসন নদীর চিত্রকর দল আমেরিকার দৃশ্যাবলীকেই ফুটিয়ে তুলতে লাগল। জেফারসন ইটালিয়ান এবং প্রাচীন স্থাপত্যকে আমেরিকার প্রয়োজনের সঙ্গে খাপ খাইয়ে নিলেন এবং ভার্জিনিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের বাড়িগুলিতে বিভিন্ন স্থাপত্য-শিল্পের এমন একটা সমন্বয় হয়েছিল যা, বিদেশে এই ধরনের যা কিছু হয়েছে, তার সঙ্গে ভালভাবে পাল্লা দিতে পারত। ভূমি-ব্যবস্থাকে আরো ভাল করা হয়েছিল, ১৮২০-র আইনে সরকারী জমির দাম একর পিছু সওয়া এক থেকে দু'ডলার দাম হ'ল। সমগ্র জাতি একটি বাণিজ্যিক ঐক্যবন্ধনে আবদ্ধ হচ্ছিল। ১৮১৬-র শুল্ক যুদ্ধকালীন উচ্চ পর্যায়েই থেকে উৎপাদন-শিল্পকে সত্যিকারের আশ্রয়দান করেছিল। সেই বছরেই দ্বিতীয় ব্যাঙ্ক অব দি ইউনাইটেড স্টেটস (প্রথমটিকে মৃত্যুবরণ করতে দেওয়া হয়েছিল) স্থাপিত হয়েছিল সরকারের আর্থিক কাজকর্মে সাহায্য করতে এবং স্থায়ী কাগজের টাকার জন্য। আভ্যন্তরীণ উন্নতির একটি জাতীয় পরিকল্পনা হেনরি ক্লে, দক্ষিণ ক্যারোলাইনার নেতা জন সি. ক্যালহোন প্রভৃতির দ্বারা সমর্থিত হ'ল; তাঁরা বললেন যে ভাল ভাল পথ এবং খাল পূর্ব এবং পশ্চিমাঞ্চলকে আচ্ছেদ্য বন্ধনে বাঁধবে। জাতীয় একতার সঙ্গে তাল রেখে গণতন্ত্রেরও অগ্রগতি হ'তে লাগল।

অষ্টম অধ্যায়

জ্যাকসনীয় গণতন্ত্রের প্রবল আবির্ভাব

মনরো নীতি। "শুকিয়ে কুঁকড়ে যাওয়া আপেল" জেমস ম্যাডিসন ১৮১৭-তে পথ ছেড়ে দিলেন লম্বা হাড়চওড়া কাঠখোট্টা জেমস মনরোকে, যাঁর মধ্যে সাধারণ ব্যক্তিত্ব এবং অসাধারণ কর্মসাফল্যের যোগাযোগ এমন কিছু অস্বাভাবিক হয়নি। তিনি একটির পর একটি বড় আসন অধিকার ক'রে গেছেন—হয়েছেন সেনেটসদস্য, গভার্ণর, ফ্রান্স ও ইংল্যাণ্ডে রাষ্ট্রদূত, পররাষ্ট্রমন্ত্রী—এবং অবশেষে প্রেসিডেণ্ট। যদিও তখন ছিল বদমেজাজেরই যুগ, তবু রাজনৈতিক দলগুলি সাময়িক ভাবে অকেজো ছিল। তাই ১৮২১-এ একটি ছাড়া সমস্ত নির্বাচনী ভোটের দ্বারা দ্বিতীয়বার নির্বাচিত হবার গৌরব মনরো লাভ করেছিলেন; নিউ হ্যাম্পসায়ারের যে-লোকটি তাঁকে ভোট দেয়নি, তার উদ্দেশ্য ছিল যে সকল ভোট পাবার কৃতিত্ব একমাত্র ওয়াশিংটনেরই থাক। তবু ব্যক্তিগত আকর্ষণী শক্তি না থাকায় মনরো জনপ্রিয় হননি এবং তাঁর কঠোর সংযত স্বভাবের কিন্তু সুন্দরী স্ত্রীর চেয়ে লোকে প্রাণোৎফুল্লা ডলি ম্যাডিসনকে বেশী পছন্দ করত। মনরোর দুটি অনন্যসাধারণ গুণ ছিল—একটি তাঁর তীক্ষ্ম সাধারণ বুদ্ধি এবং অপরটি তাঁর প্রবল ইচ্ছাশক্তি। জন কুইন্সি এ্যাডামস বলেছিলেন, "তাঁর মানসিক সিদ্ধান্তগুলি ছিল নির্ভুল ও দৃঢ়ভিত্তিক।"

তাঁর শাসনকালের যে-ঘটনাটি তাঁকে অবিনশ্বর খ্যাতি দান করেছে তা হচ্ছে 'মনরো নীতি'। ১৮২৩-এ তিনি যে কংগ্রেসে তাঁর বার্ষিক বাণী পাঠান, এটি তারই অন্তর্গত। এর মধ্যে দুটি প্রধান মতবাদ ছিল। তাদের মধ্যে একটি হচ্ছে উপনিবেশের বিরুদ্ধতা, অর্থাৎ ইউরোপকে বলা যে আর পশ্চিম গোলার্ধে নতুন রাজ্যস্থাপন করা চলবে না। দ্বিতীয়টি হচ্ছে হস্তক্ষেপের বিরুদ্ধতা, অর্থাৎ ইউরোপ আর নতুন পৃথিবীর জাতিগুলির ব্যাপারে এমন ভাবে নাক গলাতে আসবেনা যাতে তাদের স্বাধীনতা বিপন্ন হয়। দুটি বিভিন্ন অবস্থা থেকে এই দুটি মতবাদ জন্মলাভ করে।

এ্যালাস্কার দক্ষিণে এক-পঞ্চাশৎ অক্ষাংশ পর্যন্ত অঞ্চলটির উপর রাশিয়ার দাবি থেকেই প্রথম মতবাদটির উৎপত্তি। এ-দাবি উত্তর-পশ্চিম প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলে আমেরিকান ও ব্রিটিশ দাবির বিরুদ্ধে ছিল। বলিভারের অধীনে সদ্য মুক্তিপ্রাপ্ত লাটিন আমেরিকান জাতিগুলিকে ইউরোপের প্রতিক্রিয়াশীল চতুঃশক্তি যে ভীতি প্রদর্শন করেছিল, তা থেকে দ্বিতীয় মতবাদটির উৎপত্তি। এই শক্তিগুলি স্পেন এবং ইটালীতে গণতান্ত্রিক আন্দোলন চূর্ণ করবার ব্যবস্থা করেছিল। সমুদ্র পারে দক্ষিণ আমেরিকায় সৈন্য পাঠিয়ে অন্ততঃ কয়েকটি দুর্বল নতুন সাধারণ-তন্ত্রকে স্পেনের অধীনে ফিরে আসতে বাধ্য করবার কথা তারা ১৮২২-এ ভেরোনায় এক সম্মেলনে আলোচনা করল। ঠিক হ'ল ফ্রান্স এই অভিযানে নেতৃত্ব নেবে, যাতে সে নিজেও কিছু ভূমি লাভ করতে পারে।

একথা শুনে প্রতিভাশালী ব্রিটিশ মন্ত্রী জর্জ ক্যানিং রীতিমত ভয় পেয়ে গেলেন। এই অভিযানের প্রতিরোধে যুক্তরাষ্ট্র ও গ্রেটব্রিটেনের একযোগে ব্যবস্থা অবলম্বন তিনি প্রস্তাব করলেন। প্রথমে মনে হয়েছিল আমেরিকার সরকার তাতে রাজী হবে; যুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বনের সপক্ষে জেফারসন ও ম্যাডিসন মনরোকে পরামর্শ দিয়েছিলেন। কিন্তু পররাষ্ট্রমন্ত্রী জন কুইন্স এ্যাডামস উচিত ভাবেই জোর দিয়ে বললেন যে যুক্তরাষ্ট্রের স্বতন্ত্র ভাবে কাজ করা উচিত এবং শেষে মনরো এই মতকেই সমর্থন করলেন। কংগ্রেসের কাছে প্রেরিত বাণীতে তিনি ঘোষণা করলেন—প্রথমতঃ এই যে, আমেরিকার ভূখণ্ডগুলিকে আর "ইউরোপীয় শক্তিগুলির ভবিষ্যৎ উপনিবেশ স্থাপনের ক্ষেত্র ব'লে মনে করা চলবে না;" এবং দ্বিতীয়তঃ, লাটিন আমেরিকান রাষ্ট্রগুলির উপর "অত্যাচার করবার জন্য", কিংবা "অন্য কোন উপায়ে তাদের ভাগ্য নিয়ন্ত্রণ করবার জন্য", ইউরোপীয় হস্তক্ষেপকে যুক্তরাষ্ট্রের শত্রুতাচরণ বলেই ধ'রে নেওয়া হবে। এইভাবে জন্মগ্রহণ করল আমেরিকার পররাষ্ট্রনীতির এমন একটি কীর্তিস্তম্ভ যা এক শতাব্দীর বেশী সময় বিনষ্ট হয়নি।

মিজুরি আপস। যদিও এযাবৎ দাসপ্রথা জনসাধারণের দৃষ্টি বিশেষ ভাবে আকর্ষণ করেনি, প্রথাটি দ্রুত শক্তিসঞ্চয় করছিল এবং ১৮১৯-এ সহসা চমকপ্রদভাবে, জেফারসন লিখেছিলেন, "গভীর রাত্রে আগুন লাগার ঘন্টাধ্বনির মতো"—এই সাংঘাতিক সমস্যাটি সকলের সামনে এসে দাঁড়াল। সাধারণতন্ত্রের গোড়ার দিকে যখন উত্তরাঞ্চলীয় রাষ্ট্রগুলি অবিলম্বে কিংবা ধীরে ধীরে [illegible] মুক্তি দিচ্ছিল, তখন বহু নেতাই ভেবেছিলেন যে প্রথাটি সর্বত্র ক্রমশ মৃত্যুবরণ করবে। ১৭৮৬-তে ওয়াশিংটন লাফায়েৎকে লিখেছিলেন যে তিনি চান এমন একটি পরিকল্পনা গ্রহণ করা হ'ক যাতে "ধীরে ধীরে অলক্ষ্য, কিন্তু নিশ্চিত, ভাবে দাস-প্রথা নিশ্চিহ্ন হয়ে

যায়।" নিজের 'উইল'-এ তিনি তাঁর ক্রীতদাসদের মুক্তি দিয়ে গেছলেন। জেফারসনের মতে দাস-প্রথা তুলে দেওয়া উচিত তাদের মুক্তি দিয়ে তাদের বিদেশে পাঠিয়ে দিয়ে। তিনি লিখেছিলেন, "যখন আমি স্মরণ করি যে ঈশ্বর ন্যায়বান, তখন আমার দেশের জন্য আমার বুক কেঁপে ওঠে।" প্যাট্রিক হেনরি, ম্যাডিসন, মনরো এবং আরো অনেকে অনুরূপ বাণী প্রচার করেছিলেন। ১৮০৮ সালের মতো বিলম্বেও, যখন দাস-ব্যবসায় পরিত্যক্ত হয়েছিল, তখনও দক্ষিণাঞ্চলের বহুলোক ভাবছিল যে দাস-প্রথা সাময়িক কুপ্রথা ব'লেই বিবেচিত হবে।

কিন্তু পরের যুগে দক্ষিণের সকলে দলবদ্ধভাবে প্রবল প্রতিজ্ঞার সঙ্গে দাস-প্রথার সপক্ষে দাঁড়াল। এটা কিভাবে সম্ভব হয়েছিল? দাস-প্রথা বর্জনের ইচ্ছা দক্ষিণাঞ্চলের লোকেদের মন থেকে চ'লে গেল কেন? প্রথমতঃ, যে দার্শনিক উদারতা সকলের মনে বিপ্লবের দিনগুলিতে অগ্নিশিখার মতো জ্বলে উঠেছিল তা ক্রমশ স্তিমিত হয়ে এসেছিল। দ্বিতীয়তঃ, সংস্কারধর্মী নিউ ইংল্যান্ডের সঙ্গে দাসমালিক দক্ষিণাঞ্চলের একটা প্রতিদ্বন্দ্বিতা স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল; ১৮১২-র যুদ্ধ, শুল্ক প্রভৃতি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে তারা পরস্পরের বিরোধিতা করেছিল এবং দক্ষিণাঞ্চল ক্রমশ উত্তরাঞ্চলের দাসমুক্তির মতবাদ কম পছন্দ করতে লাগল। সর্বোপরি কতকগুলি নতুন অর্থনৈতিক কারণে, ১৭৯০-এর আগে যা ছিল, তার চেয়ে দাসপ্রথা বেশী লাভজনক হয়ে দাঁড়াল।

এই অর্থনৈতিক পরিবর্তনের একটি বিষয় ছিল সুপরিচিত—দক্ষিণাঞ্চলে তুলোর ব্যবসার বিরাট অভ্যুত্থান। এর ভিত্তি ছিল অংশতঃ শ্রেষ্ঠতর আঁশ সমেত উন্নত পর্যায়ের তুলো, কিন্তু মুখ্যতঃ তা ছিল ১৭৯৩-তে এলি হুইটনির তুলো থেকে বীজ পৃথক করবার যন্ত্র আবিষ্কার। তুলোর চাষ দ্রুতভাবে দুই ক্যারোলাইনা অঞ্চল ও জর্জিয়া থেকে পশ্চিম দিকে ছড়িয়ে পড়ল, তারপর মিসিসিপি নদী পর্যন্ত দক্ষিণাঞ্চলে এবং অবশেষে টেক্সাসে প্রসারিত হ'ল। দাসপ্রথাকে নতুন পট-ভূমিতে স্থাপন করবার আর একটি কারণ হ'ল চিনি উৎপন্ন। পূর্বদক্ষিণ লুইজিয়ানার উর্বর ক্ষেত্র ছিল আখচাষের উপযুক্ত এবং ১৭৯০-৯৫ সালে এটিয়েন বোর (যাঁর পূর্বপুরুষ ফরাসী ছিলেন) নামে নিউ অর্লিন্সের এক উৎসাহী অধিবাসী প্রমাণ করলেন যে এই শস্য খুব লাভজনক হ'তে পারে। তিনি বড় বড় গামলা আর যন্ত্রপাতি বসালেন এবং যখন রসটা শুকিয়ে প্রথম দানাগুলো দেখা গেল তখন যে নিউ অর্লিন্সবাসীরা জ্বাল দেওয়া দেখতে এসেছিল, তারা হর্ষধ্বনি ক'রে উঠল। "দানা বাঁধছে" এই চিৎকার লুইজিয়ানাতে এক নবযুগের সৃষ্টি করল। তারপরই এই ব্যবস্থাতে একটা তেজী ভাব এল, যার ফলে ১৮৩০-এ এই রাষ্ট্রটি জগতের চিনির অর্ধেক চাহিদা মেটাল। এই ব্যবসার জন্য প্রয়োজন ছিল [illegible] এবং

পূর্বাঞ্চলের সমুদ্রতীর থেকে তাদের দলেদলে নিয়ে আসা হ'ল।

অবশেষে তামাকের চাষও পশ্চিমাঞ্চলে ছড়িয়ে পড়ল এবং দাসপ্রথাকেও তার সহগামী করল। যে-ভার্জিনিয়া একদিন তামাকের শ্রেষ্ঠ কেন্দ্র ছিল, তার জমি ক্রমাগত ফসল ফলানতে নষ্ট হয়ে গেছল এবং চাষীরা তাদের নিগ্রো ক্রীতদাসদের নিয়ে কেন্টাকি ও টেনেসিতে স'রে যাওয়াই ভাল মনে করেছিল। তারপর দক্ষিণাঞ্চলে উত্তর অংশের সংখ্যায় দ্রুত বর্ধনশীল ক্রীতদাসদের নিয়ে যাওয়া হল পশ্চিমাঞ্চলে এবং দক্ষিণাঞ্চলের দক্ষিণ অংশে। দাসদের এই ছড়িয়ে যাওয়ায় অনেক প্রত্যক্ষদর্শী খুশী হয়েছিল, কারণ ন্যাট টার্নারের বিদ্রোহের মতো আর একটা বিদ্রোহের আশংকা এতে ক'মে গেছল। ১৮৩১-এ এই বিদ্রোহ ঘটেছিল, যা ঘটনাক্রমে দাসমুক্তির মতবাদ সম্পর্কে দক্ষিণাঞ্চলের আশঙ্কা বাড়িয়ে দিয়েছিল।

যখন উত্তরাঞ্চলের স্বাধীন লোকেরা এবং দক্ষিণাঞ্চলের ক্রীতদাসরা পশ্চিমের দিকে ছড়িয়ে পড়তে লাগল, এই দুই দলের মধ্যে একটা সমতা রক্ষা করার প্রয়োজন হয়ে পড়ল। ১৮১৮-তে যখন ইলিনয় যুক্তরাষ্ট্রে যোগ দিল তখন দশটি ক্রীতদাস প্রথা-যুক্ত এবং এগারটি ক্রীতদাসপ্রথা-মুক্ত রাষ্ট্র ছিল। ১৮১৯-এ এ্যালাবামা এবং মিজুরি যোগ দেবার দরখাস্ত করল। জার্জিয়ার প্রাচীন ভূমি-চুক্তি অনুসারে এ্যালাবামার দাসপ্রথাযুক্ত রাষ্ট্র হবার কথা এবং এটির অন্তর্ভুক্তিতে দুই-দল রাষ্ট্রের সংখ্যা সমান-সমান হবে। কিন্তু দাসপ্রথামুক্ত হিসাবে ছাড়া মিজুরির যোগদানে উত্তরের বহু ব্যক্তি আপত্তি করতে লাগল। মিজুরিকে ক্রমে ক্রমে দাসদের মুক্তি দিতে হবে এই ভাবে একটি সংস্কার প্রস্তাব পেশ করলেন নিউ-ইয়র্কের প্রতিনিধি টলম্যাজ। দেশের উপর দিয়ে একটা আন্দোলনের ঝড় বইতে লাগল। তখন হাউস অব রিপ্রেজেন্টেটিভস-এ প্রাধান্য ছিল দাস-মুক্তিকামী ব্যক্তিদের, আর সেনেটে প্রাধান্য ছিল দাসপ্রথাকামী ব্যক্তিদের; তাই কংগ্রেসে একটা অচল অবস্থার উদ্ভব হ'ল। এমনকি, সকলে রক্তপাতের সম্ভাবনা দেখতে লাগল।

তারপর হেনরি ক্লের শান্তিবাদী নেতৃত্বে একটা আপসের ব্যবস্থা হ'ল। মিজুরিকে দাসপ্রথাযুক্ত রাষ্ট্র হিসাবেই গ্রহণ করা হ'ল, কিন্তু মেইন এল দাসপ্রথা-মুক্ত রাষ্ট্র হিসাবে। সেই সঙ্গে কংগ্রেস আইন করল যে মিজুরির দক্ষিণ সীমান্তে ৩৬°৩০´ অক্ষাংশের উত্তরে লুইজিয়ানা ক্রয়চুক্তিতে পাওয়া সমগ্র অঞ্চল বরাবরের জন্য ক্রীতদাস-প্রথা থেকে মুক্ত থাকবে। আকাশে আবার সূর্যালোক দেখা গেল। কিন্তু দূরদর্শী লোকেরা বুঝল যে ঝড় আবার ফিরে আসবে। জেফারসন লিখলেন, রাত্রিতে এই আগুন লাগার ঘণ্টাধ্বনি শুনে তাঁর যুক্তরাষ্ট্রের মৃত্যুর ঘণ্টাধ্বনি ব'লেই মনে হয়েছে। "আপাততঃ সেটি থেমেছে, কিন্তু এটা সাময়িক বিশ্রাম মাত্র, চূড়ান্ত রায় এখনো দেওয়া হয়নি। নৈতিক এবং রাজনৈতিক সীমারেখার সঙ্গে সংযুক্ত কোন

ভৌগলিক সীমান্তরেখা ক্রুদ্ধ জনগণের সামনে তুলে ধরলেও বিলুপ্ত হয় না, এবং প্রতিবারই নবনব উদ্দীপনা এই সীমারেখাকে গভীরতর ক'রে তোলে।"

হস্তপরিমিত দুটি ক্ষুদ্র মেঘ হয়ত দক্ষিণের লোকেদের জানিয়েছিল যে ঝড় আসন্ন। ১৮২১-এ বেঞ্জামিন লান্ডি নামে একজন কোয়েকার ওহায়োতে "দি জিনিয়াস অব ইউনিভার্সাল ইমান্সিপেসন" নামে এক দাসপ্রথাবিরোধী পত্রিকা প্রকাশ করলেন। ১৮২৩-এ উইলবারফোর্স নামে এক ইংরেজ সংস্কারক দাসপ্রথা-বিরোধী এক সংস্থা স্থাপন করলেন, যাতে জ্যাকারি মেকলের মত গণ্যমান্য লোকেরা যোগ দিলেন।

জ্যাকসনের অভ্যুদয়। ১৮২৪-এ প্রেসিডেণ্ট পদের জন্য প্রার্থী হয়ে দেশের সামনে পাঁচজন এসে দাঁড়ালেন। তাঁদের মধ্যে জন কুইন্সি এ্যাডামস, ক্লে এবং ক্যালহৌনের ছিল অসাধারণ দক্ষতা; জর্জিয়ার ডব্লিউ এইচ ক্রফোর্ড ছিলেন তীক্ষ্ন-বুদ্ধি রাজনীতিজ্ঞ। কিন্তু নিঃসন্দেহে পঞ্চম প্রার্থী এ্যান্ড্রু জ্যাকসনই ছিলেন সবচেয়ে জনপ্রিয়। নিউ অর্লিন্সের এই বীরের পশ্চিমাঞ্চলীয় গুণগ্রাহীরা তাঁকে জীবিত যোদ্ধাদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ ব'লে মনে করত। অনেকের মতে তাঁর সঙ্গে তুলনায় সিজার, নেপোলিয়ন এবং মার্লবরো ছিলেন নগণ্য। কিন্তু পূর্বাঞ্চলে বহু রক্ষণশীল ব্যক্তির তাঁর উপর বিশ্বাস ছিল না। জেফারসনের মতোই তারা স্মরণ করল যে সেনেটের বিতর্কগুলিতে ক্রোধে কন্ঠরোধ হয়ে তাঁর বাকশক্তি লোপ পেত। তাদের মনে পড়েছিল সেনানায়কের পক্ষে কিরকম হটকারিতার সঙ্গে তিনি স্পেনীয় ফ্লোরিডা আক্রমণ করেছিলেন এবং সেখানে দুজন ইংরেজকে ফাঁসি দিয়েছিলেন। এ্যাডামসের মতে, জ্যাকসন একজন ভাল ভাইস প্রেসিডেণ্ট হতে পারেন। তাঁর পক্ষে এটা উপযুক্ত গৌরবের পদই হবে, তাঁর খ্যাতি এই পদটির জৌলুস বাড়াবে এবং তিনি যে কাউকে ফাঁসি দেবেন, সেভয় থাকবে না।

কিন্তু নির্বাচনের সময় দেখা গেল জ্যাকসন জনসাধারণের ভোট অন্য সকলের চেয়ে অনেক বেশী পেয়েছেন। নির্বাচনী কলেজে কেউই ভোটাধিক্য পেলেন না কাজেই নির্বাচনের দায়িত্ব গেল হাউস অব রিপ্রেজেনটেটিভসের হাতে। তারা শেষ পর্যন্ত নির্বাচন করল সুশিক্ষিত, অভিজ্ঞ, রাজনীতিজ্ঞ কিন্তু একগুঁয়ে এ্যাডামস-কে।

এ্যাডামস দুটি সুবৃহৎ জাতীয় কীর্তি নিয়ে কার্যভার গ্রহণ করলেন : কারণ মনরো নীতিটি আসলে তাঁরই তৈরী এবং ১৮১৯ সালে তিনি স্পেনীয় সরকারকে এমন একটি সন্ধি করতে বাধ্য করেছিলেন যাতে ফ্লোরিডা যুক্তরাষ্ট্রের হাতে চলে আসে। তাঁর মধ্যে ছিল অসাধারণ গুণাবলী, সুন্দর চরিত্র, এবং জনহিতৈষী মনোভাব কিন্তু তাঁর কতকগুলি দোষও ছিল, সেগুলি হচ্ছে, হিমশীতল কঠোরতা, রূঢ় ভাব

ভঙ্গি এবং কতকগুলি বিষয়ে প্রবল বিরুদ্ধ বিশ্বাস। প্রেসিডেণ্ট হিসাবে তিনি বিশেষ কিছুই করতে পারেন নি, কারণ জ্যাকসন-এর দলের লোকেরা তাঁর সঙ্গে প্রবল শত্রুতা করেছিল; তারা এ-অপবাদ দিয়েছিল যে তিনি ক্লে-র সঙ্গে অসৎ চুক্তি ক'রে হোয়াইট হাউসে ঢুকতে পেরেছিলেন। তারা তাঁকে প্রতিটি কাজে বাধা দিতে লাগল। তখনকার মতো প্রবল দলাদলি কদাচিৎ দেখতে পাওয়া যায়। ফিল্ডিং লিখিত "টম জোন্স"-এর উল্লেখ ক'রে রোনোক-এর কোপনস্বভাব জন র‍্যাণ্ডল্ফ এ্যাডামস এবং ক্লে সম্বন্ধে লিখেছিলেন যে "ব্লিফিল এবং ব্ল্যাক জর্জ-এর মতো এ'দের দু'-জনের যোগাযোগ—সংস্কারক এবং দুশমনের অশ্রুতপূর্ব যোগাযোগ।" এতে ক্রুদ্ধ হয়ে এ্যাডামস তাঁর ডায়েরিতে লিখেছিলেন : "দলীয় কুৎসা রটনার দুর্গন্ধ হাউস অব রিপ্রেজেনটেটিভস-এর চারপাশে ঘুরে তারপর সমগ্র যুক্তরাষ্ট্রের হাওয়াকে দূষিত ক'রে দিচ্ছে।" র‍্যাণ্ডল্ফ সম্বন্ধে তিনি লিখেছিলেন যে : তাঁকে সেইসব অলিগলিতেই দেখা যায় যেখানে জিন আর বিয়ার-এর ছড়াছড়ি।"

এই শাসনকালের মধ্যেই দলগুলি নূতন রূপ গ্রহণ করল। এ্যাডামস ও ক্লের অনুবর্তীরা নাম নিল ন্যাশানাল রিপাব্লিকান, পরে তাদেরই নাম হ'ল হুইগ। জ্যাকসন-এর অনুবর্তীরা ডেমক্র্যাটিক দলকে নূতনরূপে গ'ড়ে তুলল। এ্যাডামস সৎভাবে এবং দক্ষভাবে শাসন চালিয়েছিলেন কিন্তু আভ্যন্তরীণ উন্নতির জন্য একটি জাতীয় ব্যবস্থা গ'ড়ে তোলার সমস্ত প্রচেষ্টা তাঁর ব্যর্থ হয়েছিল। তাঁর ডায়েরি-র একটি প্যারা থেকে তাঁর অক্লান্ত পরিশ্রমের একটা বর্ণনা পাওয়া যায়।

> আমি এখন যেভাবে সুনিয়ন্ত্রিত জীবনযাপন করছি, এমন এর আগে আর কখনো করিনি। এটা একটা নিয়ম দাঁড়িয়ে গেছে যে যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট কোন লোকের সঙ্গে বাইরে বেড়াতে যাবে না; আমি সেই নিয়ম পালন ক'রে চলি। আমি তাই সম্ভব হ'লে সকালে প্রাতরাশের আগেই কিছু ব্যায়াম ক'রে নি। সাধারণতঃ আমি উঠি পাঁচটা থেকে ছটার মধ্যে; অর্থাৎ বছরের এই সময়ে সূর্যোদয়ের দেড় থেকে দু'ঘন্টা আগে। চাঁদ বা তারার আলোয় কিংবা অন্ধকারে চার মাইল হেঁটে আমি যখন ফিরে আসি, তখন দেখতে পাই হোয়াইট হাউসের পূর্বদিকে সূর্য উঠছে। তার পর আগুন জ্বালিয়ে আমি স্কট এবং হিউলেট-এর ব্যাখ্যাসমেত বাইবেলের তিনটি অধ্যায় পাঠ করি। নটা পর্যন্ত খবরের কাগজ পড়ি। প্রাতরাশ খাই এবং নটা থেকে বিকেল পাঁচটা পর্যন্ত অবিরাম অভ্যাগতদের সঙ্গে দেখা ক'রে যাই। কদাচিৎ আধঘণ্টা হয়ত বিশ্রামের সময় পাওয়া যায়, কিন্তু তাতে অন্য কোন কাজে মন দেওয়া সম্ভবপর হয় না। পাঁচটা থেকে সাড়ে ছ'টা পর্যন্ত খাওয়াদাওয়ায় কাটে, তারপর চারঘণ্টা আমার ঘরে একা থাকি, হয়

এই ডায়েরি লিখি, নয়ত সরকারী কাগজপত্র পড়ি।

১৮২৮-এর নির্বাচন এল ভূমিকম্পের মতো; জ্যাকসনের দল এ্যাডামস ও তাঁর [illegible] সম্পূর্ণভাবে হারিয়ে দিল। দুই দলের মধ্যে মনোভাব এমনি তিক্ত হয়ে উঠেছিল যে ওয়াশিংটনে হাজির হয়ে নতুন প্রেসিডেন্ট জ্যাকসন চিরাচরিত প্রথায় পুরনো প্রেসিডেন্টের সঙ্গে দেখা ক'রে তাঁকে সম্মান জানাতে গেলেন না এবং এ্যাডামসও তাঁর স্থলাভিষিক্তের সঙ্গে এক গাড়িতে ক্যাপিটল-এ যেতে রাজী হলেন না।

জ্যাকসনের অভিষেককে যে আমেরিকানদের জীবনে এক নবযুগের আরম্ভ হয়েছিল, একথা সকলে বহুদিন বিশ্বাস করেছে। এমন অভিষেক দেশবাসীরা আর পূর্বে কখনই দেখেনি। ওয়াশিংটনে প্রত্যক্ষদর্শীরা সেটিকে বর্বর জাতিগুলির দ্বারা রোম আক্রমণের সঙ্গে তুলনা করেন। এই ঘটনার কয়েক দিন আগে ডেনিয়েল ওয়েবস্টার লিখেছিলেন যে শহরটি ব্যবসাদার, চাকরির উমেদার, বিজয়ী রাজ-নীতিজ্ঞ এবং পশ্চিম ও দক্ষিণাঞ্চলের সাধারণ লোকেতে ভ'রে গেছল। পাঁচশ মাইল দূর থেকে লোকে তাদের বীর যোদ্ধাকে প্রেসিডেন্ট হ'তে দেখতে এসেছিল এবং তারা এমন ভাবে কথা বলছিল যেন দেশটি এক চরম বিপদ থেকে উদ্ধার পেয়েছে। "জ্যাকসনের জয়ধ্বনি ক'রে তারা যখন রাস্তা দিয়ে ছুটে যাচ্ছিল, তখন তাদের অনেকে এমনি হৈ-চৈ করছিল যে ভদ্রলোকেরা তাদের কাছ থেকে স'রে পড়ছিলেন।" একজন প্রত্যক্ষদর্শী একটি প্রাঞ্জল বর্ণনা রেখে গেছেন :

> অভিষেকের সকালে ক্যাপিটলের আশপাশটা দেখে মনে হচ্ছিল একটা বিরাট বিক্ষুব্ধ সমুদ্র। ঘটনাস্থলে যাবার সমস্ত পথগুলি এমনি জনাকীর্ণ হয়ে গেছল যে, যে পূর্ব অলিন্দে অভিষেক উৎসব হবার কথা নতুন প্রেসিডেন্টকে নিয়ে মিছিল সেদিকে অগ্রসর হতেই পারছিল না। সামনের জনতা নিয়ন্ত্রণ করবার জন্য ক্যাপিটলের সিঁড়ির প্রায় দুই তৃতীয়াংশে জাহাজের মোটা তার আটকে দেওয়া হয়েছিল, কিন্তু মাঝেমাঝে মনে হচ্ছিল জনতার উৎসাহ এ-বাধাও মানবে না। মনে হচ্ছিল তাদের প্রত্যেকেই প্রেসিডেন্টের সঙ্গে করমর্দনের গৌরব লাভ করতে চায়। চারপাশে যে-দৃশ্য দেখেছিলাম তা কখনই ভুলতে পারব না; অলিন্দের থামগুলোর মাঝে যখন তাদের যোদ্ধার দীর্ঘ দেহটিকে লোকেরা দেখতে পেয়েছিল তখনকার উদ্দীপনাময় মুহূর্ত অবিস্মরণীয়। জন-সমুদ্রের রঙ সহসা বদলে গেছল; সব টুপিগুলি একসঙ্গে খোলা হয়েছিল; বহু ব্যক্তির

সমাবেশে একটি কালো ভাব দেখা যায়, কিন্তু সহসা-উৎফুল্ল শত সহস্র তুলে-ধরা মুখের যাদুস্পর্শে চারপাশ উজ্জ্বল হয়ে উঠল। যে প্রবল জয়ধ্বনি উঠল তা আকাশকে বিদীর্ণ করল এবং পায়ের তলায় মাটিকে যেন কাঁপিয়ে তুলল।

কিন্তু এই উৎসবের পরেই ছিল সেদিনের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য দৃশ্য। উৎসাহী ডেমক্র্যাটদের বিচিত্র জনতা হোয়াইট হাউসের দিকে ছুটতে লাগল। সকলেই জানত সেখানে খাদ্য বিতরণ করা হবে, সকলেই নতুন প্রেসিডেন্টকে তাঁর বাড়ির মধ্যে দেখতে চেয়েছিল। পিপে পিপে কমলালেবুর রস তৈরি করা ছিল, কিন্তু জনতা ওয়েটারদের হাতের গ্লাসগুলিকে উল্টে ফেলেছিল। তারা জ্যাকসনকে দেওয়ালের দিকে ঠেলে নিয়ে গেছল এবং তাঁকে রক্ষা করবার জন্য তাঁর বন্ধুদের তাঁকে আড়াল ক'রে হাত ধরাধরি ক'রে দাঁড়াতে হয়েছিল। এইসব সাধারণ লোকেরা তাদের কাদা-মাখানো বুটে সাটিন দিয়ে ঢাকা আসবারের উপর উঠে দাঁড়িয়েছিল। জজ স্টোরি লিখেছিলেন, "এমন পাঁচমিশেলী ভিড় আর আমি দেখিনি। জনতা-মহারাজকে জয়-গৌরবে উচ্ছ্বসিত দেখাচ্ছিল।"

জ্যাকসনের ভাবধারা। জ্যাকসন ছিলেন সেই সংখ্যাল্প প্রেসিডেন্টদের অন্যতম যাঁদের হৃদয়-মন সাধারণ ব্যক্তিদের প্রতি একাগ্র। তিনি তাদের বিশ্বাস করতেন এবং তাদের প্রতি সহানুভূতি দেখাতেন এই কারণে যে তিনি বরাবর তাদেরই একজন ছিলেন। গভীর দারিদ্র্যের মধ্যে তাঁর জন্ম হয়েছিল। তাঁর বাবা একজন স্কটল্যাণ্ডের ধোপা যিনি উত্তর ক্যারোলাইনায় এসে জঙ্গল পরিষ্কার ক'রে এক ক্ষেত-খামার বানিয়ে-ছিলেন। এ্যান্ড্রু জন্মাবার আগেই তিনি মারা যান। তাঁর কবরের উপর একটা পাথর দেবার মতো টাকাও পরিবারটির হাতে ছিল না। জ্যাকসনের মা তাঁর ভগ্নিপতির বাড়িতে দেখাশুনার কাজ করতে লাগলেন। দুঃখ কষ্ট আর অস্বাচ্ছন্দ্যের মধ্যে মানুষ জ্যাকসন বাল্যকালে সবচেয়ে কমদামী পোশাক পড়তেন, স্নায়বিক রোগে ভুগতেন এবং বহুবার অপমান সহ্য করেছিলেন। বাল্যকালের এই দীনতার ফলেই বোধ হয় পরে তাঁর মধ্যে অমন রুক্ষ মেজাজ, সামান্য কারণে বিচলিত হওয়া এবং নির্যাতিত লোকেদের প্রতি সহানুভূতি এসেছিল। বাল্যকালেই তিনি বিপ্লবের যুদ্ধে যোগ দিয়েছিলেন এবং সেই যুদ্ধে তাঁর দুটি ভাই মারা গেছল।

অংশতঃ পশ্চিমের সীমান্ত প্রদেশ থেকে এবং অংশতঃ তাঁর দুঃখময় ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা থেকে জ্যাকসনের মধ্যে এসেছিল পূর্বাঞ্চলের মূলধনী প্রতিষ্ঠানগুলির উপর প্রবল অবিশ্বাস। আইন প'ড়ে টেনেসিতে এসে তিনি জীবনে উন্নতি করবার চেষ্টা করেছিলেন। জমি কেনা-বেচা করতেন। ঘোড়া এবং ক্রীতদাসের ব্যবসা করতেন

এবং কিছুদিন একটা দোকানের মালিক হয়েছিলেন। সে-অঞ্চলে উকিলকে ব্যবসায়ী হতেই হ'ত, কারণ অনেক সময় তিনি ফি হিসাবে পেতেন ভালুকের চামড়া, মৌমাছির মোম, চামড়া, তুলো এবং জমি। ১৭৯৮-তে জ্যাকসন ফিলাডেলফিয়ায় প্রায় সাত হাজার ডলার দামের জিনিস কিনেছিলেন। এর জন্য এক ব্যবসায়ীর কাছে তাঁকে জমি বিক্রি করতে হয়েছিল, কিন্তু জ্যাকসনের সই সমেত সেই লোকটির হ্যান্ডনোট বাতিল হয়ে যায়। ফলে তাঁর ঘাড়ে প্রচুর দেনা চাপে এবং তা শোধ করবার সময় একথা তাঁর মনে হয় যে পূর্বাঞ্চলের অর্থনৈতিক ব্যবস্থা তাঁর উপর অত্যাচার করেছে। তিনি জুয়ো খেলেন নি, ফিলাডেলফিয়ায় ব্যবসায়ীদের মধ্যে চলতি কতকগুলি হ্যান্ডনোটের কতকগুলি মাত্র তিনি ব্যবহার করেছিলেন। সব হাঙ্গামা চুকে গেলে দেখা গেল যে ব্যবসায়ীরা তাঁর টাকা আর জমি দুই পেয়েছে।

তাছাড়া সীমান্তের উকিল, জমিদার এবং ব্যবসায়ী হিসাবে জ্যাকসন জানতে পেরেছিলেন যে পশ্চিমাঞ্চলের ব্যবসার উপর পূর্বাঞ্চলের সম্পূর্ণ প্রভুত্ব ছিল। নিউ অর্লিন্সে নদীপথে গিয়ে তাঁকে তুলো, শস্য আর শুয়োর নিয়ে গিয়ে বেচতে হ'ত; ফিলাডেলফিয়ার ন্যাসভিলে তাঁর দোকানের জন্য তাঁকে জিনিস কিনতে হ'ত ফিলাডেলফিয়ায়। এই দুটি শহরেই দর ওঠা-নামা করত। তিনি হয়ত ফিলাডেলফিয়ায় অর্ডার পাঠাবার পর জানতে পারতেন যে সেখানকার দাম সাংঘাতিক বেড়ে গেছে। তিনি হয়ত মিসিসিপি নদীপথে তাঁর মাল বিক্রির জন্য পাঠিয়ে দিয়ে জানতে পারতেন যে সেদিকে দাম একেবারে নিচের দিকে নেমে গেছে। দুদিকের মহাজনদেরই পেট মোটা হচ্ছিল, এদিকে জ্যাকসন ও তাঁর প্রতিবেশীরা বুঝতে পারছিলেন না কি ক'রে খরচ চালাবেন। এর থেকেই ব্যাংকগুলির উপর এল ঘৃণা আর অবিশ্বাস—যা পশ্চিমাঞ্চলের সর্বত্রই দেখা যেত। জ্যাকসন বিশ্বাস করতেন যে টাকা যে কাজ দেয়, তার চেয়ে বেশী উপার্জন করে। এটা একটা বন্য ব্যবস্থা যে নিউ ইয়র্ক আর ফিলাডেলফিয়ার অলস ব্যাঙ্ক মালিকদের ক্ষমতা থাকবে টেনেসির পরিশ্রমী লোকেদের সর্বনাশ সাধন করবার।

তৃতীয়তঃ পশ্চিমাঞ্চলের লোকেদের মতোই জ্যাকসন বিশ্বাস করতেন যে সাধারন লোকেরা অসাধারণ সাফল্য লাভ করতে পারে। পশ্চিমের লোকেরা বিশ্বাস করত যে কোন লোক একটা সৈন্যদল পরিচালনা করতে পারলে, একটা জমিদারি চালাতে পারলে এবং একটা ভাল বক্তৃতা দিতে পারলেই সে যে-কোন পদের উপযুক্ত। সরকারী জীবনের বড় পুরস্কারগুলি যে ধনী, অভিজাত এবং শিক্ষিতদের জন্য রিজার্ভ করা থাকে, এতে তারা এক মুহূর্তের জন্যও বিশ্বাস করত না। তাদের মতে এসব পুরস্কারের উপর হার্বার্ডের একজন স্নাতকের মতো একজন শিকারীর সমান দাবি আছে। তাদের এই ধারণার কতকগুলি বিশেষ কারণ ছিল। টেনেসিতে

যে-জ্যাকসন ইণ্ডিয়ানদের সঙ্গে যুদ্ধ করতেন এবং যাঁর অশিক্ষিত স্ত্রী পাইপ খেতেন ও ইউরোপ বানান করতে পারতেন না, তিনি নিজে এমন শিক্ষা লাভ করে-ছিলেন যা তাঁকে এক মহান জাতীয় নেতায় পরিণত করেছিল। ইলিনয়ে এক রোগা রেলমিস্ত্রী বেড়ে উঠছিল, যে ড্রয়িংরুমের আদবকায়দা আর ল্যাটিন ব্যাকরণ না জানলেও, একদিন যুক্তরাষ্ট্রকে রক্ষা করবে। জ্যাকসন দেখেছিলেন কিভাবে জঙ্গলের বন্য লোকেরা ওয়েলিংটনের শিক্ষিত সৈন্যদের হারিয়ে দিয়েছিল। তিনি দেখেছিলেন বেনটন এবং ক্লের মতো স্বনামধন্য লোকেরা কিভাবে জাতীয় কংগ্রেসে আধিপত্য করেছেন। তিনি জানতেন পশ্চিমাঞ্চলের কি কর্মোদ্যম ও চারিত্রিক দৃঢ়তা ছিল।

মোটামুটি ভাবে জ্যাকসনের মূল মতবাদকে কয়েকটি বাক্যে বলা যেতে পারে : সাধারণ লোকের উপর বিশ্বাস; রাজনৈতিক একতায় বিশ্বাস; সমান অর্থনৈতিক সুযোগ সুবিধায় বিশ্বাস; একচেটে ব্যবসা, বিশেষ সুবিধা এবং মূলধনী ষড়যন্ত্রের উপর ঘৃণা।

যে বিভিন্ন প্রকৃতির লোক দিয়ে তৈরী ডেমক্র্যাটিক দল জ্যাকসনের পিছনে ছিল, তাদের মধ্যে দুটি প্রধান দিক ছিল লক্ষণীয়। তাদের মধ্যে বেশির ভাগ ছিল চাষী ভোটদাতারা, ক্ষেত খামারের মালিকরা, ছোট জমিদাররা, গ্রাম্য দোকানদাররা। এ্যালেঘেনি পর্বতমালার পরপারে যে পশ্চিমাঞ্চলে এক-তৃতীয়াংশ লোকসংখ্যা বাস করত, তাদের কতকগুলি বৈশিষ্ট্য ছিল। এই অঞ্চলে জাতীয় মনোভাব ছিল খুব প্রবল। প্রথম দিকের তেরটি রাষ্ট্রের চেয়ে নতুন অঞ্চলগুলিতে নিজেদের অঞ্চলের চেয়ে জাতির প্রতি বেশী আনুগত্য ছিল। তাছাড়া পশ্চিমে রাজ-নৈতিক সাম্য একপ্রকার ধ'রে নেওয়া হয়েছিল। সেখানে প্রত্যেক বয়ঃপ্রাপ্ত পুরুষের ভোট দেবার এবং সরকারী কাজ করবার অধিকার ছিল। পূর্বাঞ্চলে ভোটাধিকার নিয়ন্ত্রণ অনেক দিন ধ'রে চলেছিল এবং সেই নিয়ন্ত্রণ তুলে দেবার প্রস্তাবে সভায় আপত্তি জানিয়ে-ছিলেন ম্যাসাচুসেটস-এ ওয়েবস্টার, নিউ ইয়র্কে মন্ত্রী জেমস কেণ্ট এবং ভার্জিনিয়ায় জন মার্শালের মতো রক্ষণশীল লোকেরা। কিন্তু এ্যালাবামা, মিজুরি, ইণ্ডিয়ানা এবং ইলিনয় প্রত্যেক শ্বেতাঙ্গকে ভোটদানের অধিকার দিয়েছিল।

তাছাড়া পশ্চিমাঞ্চল গণতন্ত্রের সোজাসুজি ব্যবস্থাই পছন্দ করত। কংগ্রেসের কমিটির দ্বারা মনোনয়নের প্রাচীন প্রথাকে আক্রমণ ক'রে জ্যাকসনের দলের লোকেরা মনোনয়ন সম্মেলনের ব্যবস্থা পছন্দ করেছিল। সেই শেষোক্ত ব্যবস্থাটি ১৮৩৬-এ সুপ্রতিষ্ঠিত হয়। মনোনীত জজেদের চেয়ে তারা নির্বাচিত জজই পছন্দ করত। তাছাড়া পশ্চিমের চাষী ভোটদাতাদের কতকগুলি রাজনৈতিক দাবি ছিল। তারা পূর্বাঞ্চলের অধীনস্থ ব্যাক-ব্যবস্থাকে অবিশ্বাস করত; তারা উত্তমর্ণের চেয়ে অধমর্ণের সপক্ষে থাকত। তারা স্টিমার এবং ব্যাঙ্ক থেকে আরম্ভ ক'রে সবরকম

একচেটে কারবার অপছন্দ করত। কম দামে এবং কিস্তিতে সরকারী জমি কেনার অধিকার তারা দাবি করত।

জ্যাকসনের গণতন্ত্রে অপর লক্ষণীয় জিনিস ছিল পূর্বাঞ্চলের শহরগুলিতে পরিশ্রম করবার অজস্র লোক। বাণিজ্য নিয়ন্ত্রণ, ১৮১২-র যুদ্ধ এবং প্রতিরক্ষা-মূলক শুল্ক নিউ ইংল্যান্ড ও মধ্যাঞ্চলীয় রাষ্ট্রগুলিতে অনেক কারখানা প্রতিষ্ঠায় উৎসাহ জুগিয়েছিল। মেরিম্যাক উপত্যকায় এবং প্রভিডেন্সের আশেপাশের এলাকায় বস্ত্রশিল্পের প্রচুর উন্নতি হ'ল। ম্যাসাচুসেটস-এর লাওয়েল-এ ১৮৩০-এ পাঁচ হাজার লোক কারখানায় কাজ করত। সেবছরেই নিউ ইয়র্কের দুলক্ষ অধিবাসীর বেশির ভাগ কারখানা কিংবা ডকের শ্রমিক ছিল। ইংরেজ, আইরিশ, জার্মান প্রভৃতি বেশির ভাগ নবাগতেরা হুইগদের চেয়ে ডেমক্র্যাট দলকে বেশী পছন্দ করত। এই নতুন শ্রমিকেরা দ্রুতভাবে নিউ ইয়র্ককে ফেডারালিস্টের বদলে ডেমক্র্যাটিক শহর বানিয়ে ফেলল এবং ফিলাডেলফিয়া ও পিটসবার্গকে জ্যাকসনীয় মনোভাবের কেন্দ্র ক'রে তুলল। তারা অনেকগুলি ইউনিয়ন গড়ল (প্রথম দিকে যেগুলিকে বলা হ'ত ব্যবসায় সংস্থা) এই জ্যাকসনের যুগে এবং যেসব প্রতিক্রিয়াশীল আদালত পুরনো ষড়যন্ত্রের আইন দিয়ে ধর্মঘটের বিচার করত, সেগুলিকে আক্রমণ করল উইলিয়াম লেগেটের মতো দুর্ধর্ষ নেতার অধীনে। যখন ১৮৩৬-এ জ্যাকসন জাতীয় ডক-গুলিতে দিনে দশঘন্টা কাজের নির্দেশ দিলেন (তখন ম্যাসাচুসেটস-এর কারখানা-গুলি সপ্তাহে পাঁচ ডলার মাইনে দিয়ে দিনে বার থেকে চোদ্দ ঘণ্টা খাটাত), তখন তারা সকলরবে তাঁর জয়ধ্বনি করল।

জ্যাকসনের অবলম্বিত ব্যবস্থাগুলি। ক্ষমতা পেয়েই জ্যাকসন তাঁর প্রধান মতগুলিকে বাস্তব ক্ষেত্রে রূপ দিতে লাগলেন। কংগ্রেস যেভাবে স্থানীয় রাস্তা খাল নির্মাণে টাকার বরাদ্দ করে তিনি তাতে তাঁর প্রতিবাদ জানালেন তাঁর "মেজভিল ভেটো" দিয়ে—কেণ্টাকিতে মেজভিল থেকে লেক্সিংটন পর্যন্ত রাস্তা তৈরিতে অমত জানিয়ে। ১৮২৮-এ যখন দক্ষিণ ক্যারোলাইনা সংরক্ষক শুল্ক তুলে দেবার চেষ্টা করছিল, তিনি সেই রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা অবলম্বন করলেন। ১৮৩০-এর জেফারসন দিবসের এক ভোজসভায় তিনি দক্ষিণ ক্যারোলাইনার নেতা ক্যালহোনের চোখের দিকে স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে মদ্যপানের সেই অমর প্রস্তাব করেছিলেন, "আমা-দের যুক্তরাষ্ট্র—ষেটিকে বাঁচিয়ে রাখতেই হবে।" যখন দক্ষিণ ক্যারোলাইনা যথেচ্ছভাবে চলতে লাগল, ১৮৩২-এ তিনি জেনারল স্কটের অধীনে চার্লসটনে এক নৌসেনাদল পাঠিয়ে এবং "সশস্ত্র ভাবে সংযুক্তি ভঙ্গের চেষ্টা দেশদ্রোহিতা", একথা একটি ঘোষণা দ্বারা প্রচার ক'রে বুঝিয়ে দিলেন যে তিনি সহজে ছাড়বেন না। ক্যালহোনকে ফাঁসি

দিতেও তিনি প্রস্তুত ছিলেন এবং পরে অনুতাপ করেছিলেন যে কেন তা তিনি দেননি। একটি চমৎকার বক্তৃতা দিয়ে ডেনিয়েল ওয়েবস্টার সেনেটে দক্ষিণ ক্যারোলাইনার নেতা রবার্ট ওয়াই. হেনকে ঘায়েল ক'রে দিলেন এবং তাঁর বাণী "ব্যক্তি-স্বাধীনতা এবং একতা, এখন এবং সবসময়, এক এবং অবিচ্ছেদ্য", জাতির জয়যাত্রার বাণী হয়ে রইল। দুর্ভাগ্যক্রমে দক্ষিণাঞ্চলকে একতাবদ্ধ না করতে পেরে দক্ষিণ ক্যারোলাইনা শুল্ক তুলে দেবার প্রস্তাব ছেড়ে দিল এবং সর্বদা শান্তিকামী ক্লে শুল্ক কমাবার একটি প্রস্তাব ক'রে আপসের ব্যবস্থা করলেন।

দ্বিতীয় ব্যাঙ্ক অব দি উইনাইটেড স্টেটস-এর সঙ্গে জ্যাকসন এক দুর্ধর্ষ এবং সফল সংগ্রাম চালালেন এবং পূর্বাঞ্চলের মূলধন ও একচেটে অধিকারের এই ঘাঁটিটিকে ঘায়েল ক'রে দিলেন। হেনরি ক্লে এবং হুইগরা এটির নেতা সুদক্ষ নিকোলাস বিডল-এর পিছনে ছিলেন। মোটের উপর ব্যাঙ্কটি ভাল ভাবেই চালান হয়েছিল এবং সেটি জাতির কাজে ভাল ভাবেই সাহায্য করেছিল। কিন্তু কেন্দ্রীভূত অর্থশক্তি জ্যাকসন পছন্দ করতেন না; তাই ১৮৩২-এ যখন ব্যাঙ্কটি পুনঃপ্রতিষ্ঠার জন্য একটি বিল আনা হ'ল, তিনি সেটিকে ভেটো প্রয়োগে আটকে দিলেন। পরের বছর, ঐ ব্যাঙ্ক থেকে সরকারী সব টাকা তুলে নিয়ে তিনি রাষ্ট্রের ব্যাঙ্কগুলিতে রাখলেন যাতে এই ব্যাঙ্কগুলি সেই কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের কাজ চালাতে পারে। ঐ কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কটি যে রাজনীতিতে মাথা গলাতে গেছল এবং সেই মালিকানা স্বত্বের কারবারটি যে অন্যায় ভাবে মাত্র কয়েকজনেরই পকেট ভর্তি করছিল, সেবিষয়ে কোন সন্দেহ ছিল না। জনমত জ্যাকসনের পিছনে ছিল, এবং যদিও তাঁর নিজের সমগ্র দলটিকে তাঁর পিছনে আনতে তাঁকে যথেষ্ট বেগ পেতে হয়েছিল, তবু জ্যাকসন নিক বিডলের বিরাট ব্যাঙ্কটিকে শেষ ক'রে দিয়েছিলেন।

অন্য ব্যাপারেও প্রেসিডেন্ট কঠোর প্রতিজ্ঞার সঙ্গে কাজ করতেন। যখন যুক্তরাষ্ট্রের কিছু দেয় টাকা ফ্রান্স দেওয়া বন্ধ করল, তিনি কিছু ফরাসী সম্পত্তি আটক করবার আদেশ দিলেন এবং সেইভাবে ফ্রান্সকে শায়েস্তা করলেন। তিনি জর্জিয়া থেকে ইণ্ডিয়ানদের সরিয়ে দিলেন; কিন্তু যখন মেক্সিকোর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ক'রে টেক্সাস যুক্তরাষ্ট্রে যোগ দিতে চাইল, জ্যাকসন বুদ্ধিমানের মতোই অপেক্ষা করতে লাগলেন। তাঁর দ্বিতীয় কার্যকালের শেষ পর্যন্ত তিনি জনপ্রিয় থাকতে পেরেছিলেন।

অন্যান্য গণতান্ত্রিক ভাবভঙ্গি। জ্যাকসনের সময়ে যে গণতান্ত্রিক তরঙ্গ সামনে এগিয়ে এসেছিল, তাতে এমন অনেক লোক জড়িয়ে পড়েছিল জেফারসনের সময়ে যে লোকগুলিকে এই ঢেউ স্পর্শ করেনি। যে সমস্ত রাষ্ট্র ভোটাধিকারের

উপর সম্পত্তির বাধা দিয়ে রেখেছিল, ১৮৩০-র পর দশবছরে সেগুলির বেশির ভাগের মধ্যে সাবালক ভোটাধিকার চালু হয়েছিল। আর সাবালক ভোটাধিকার মানেই জাতীয় ব্যাপারগুলিতে সকলের বেশী ঝোঁক দেখান। ১৮২৪-এ প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে ভোট দেওয়া হয়েছিল মোটে তিনলক্ষ ছাপ্পান্ন হাজার; ১৮৩৬-এ ভোট দাঁড়িয়েছিল পনের লক্ষ এবং ১৮৪০-এ মোট ভোটসংখ্যা দাঁড়িয়েছিল চব্বিশ লক্ষ—ষোল বছর আগে যে ভোট দেওয়া হয়েছিল তার সাতগুণ বেশী। যদিও জনসংখ্যা বৃদ্ধি এর জন্য অংশতঃ দায়ী তবু ব্যালটের বাধামুক্তি এবং রাজনৈতিক ব্যাপারে জনসাধারণের বেশী ঝোঁক এর জন্য প্রধানতঃ দায়ী ছিল। দক্ষিণ ক্যারোলাইনা ছাড়া সর্বত্রই প্রেসিডেন্টের নির্বাচনকারীরা নির্বাচিত হ'ত গণভোটের দ্বারা, আইনসভাগুলির দ্বারা নয়। জাতীয় ব্যাপারে চাকরিতে আরো দ্রুতভাবে বদলির ব্যবস্থা হয়েছিল। এই ব্যবস্থায় নিজের বিশ্বাস প্রচার ক'রে জ্যাকসন তাঁর রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বীদের অনেককে কাজ থেকে সরালেন। যদিও তিনি পরবর্তী প্রেসিডেন্টের চেয়ে অনেক কম লোককে সরিয়েছিলেন, তবু নিউ ইয়র্কের উইলিয়াম এল. মার্সি যে বলেছিলেন, "লুটের উপর অধিকার বিজয়ীদের," তিনি সেই মতবাদটি গ্রহণ করেছিলেন।

আদব কায়দাগুলি কেতাদুরস্ত না থেকে ক্রমশঃ গণতান্ত্রিক হয়ে যেতে লাগল। উত্তরের শহরগুলিতে লোকেদের দোক্তার পিচ ফেলা, খাবার টেবলে গোগ্রাসে গেলা, অন্যের ব্যাপারে অভব্য ঔৎসুক্য, জাঁকজমকের সঙ্গে নিজেদের জাহির করা, এবং নার্ভাস ছুটোছুটি দেখে বিদেশী ভ্রমণকারীরা স্তম্ভিত হয়েছিলেন। আমেরিকার সংস্কৃতিতেও একটা বেহিসেবী উদ্দামতা এসে পড়েছিল। দ্রুত উন্নতিশীল দেশের পক্ষে স্বাভাবিক ভাবেই, মানুষের জীবনের চেয়ে হাতের কাজটির মূল্য বেশী দাঁড়িয়েছিল। স্টিমার এবং ট্রেনগুলি জনসাধারণের নিরাপত্তার দিকে খুবই কম নজর দিত। ডুয়েল লড়া বেড়ে গেছল এবং পারিবারিক কলহে ছোরা এবং পিস্তলের অবাধ ব্যবহার হ'ত। যেসব অঞ্চলে আদালত ও তার কর্মচারীরা নির্ভরযোগ্য ছিল না, সেই সব স্থান থেকেই "লিঞ্চিং" প্রথা জন্মলাভ করে। ১৮৪০-এ যখন হুইগরা উইলিয়াম হেনরি হ্যারিসনকে প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত করল, তখন যে-লোকটি আসলে শিক্ষিত ও ধনী ছিলেন এবং সিনসিনাটির নিকট যাঁর দুহাজার একর জমির আয়ে গ্রাম্য ভদ্রলোকের জীবন যাপন করছিলেন, তাঁর সম্বন্ধে তাদের প্রচার করতে হ'ল এইভাবে যে তাঁকে কাঠের বাড়িতে বাস ক'রে বাজে সেডার মদ খেয়ে দিন কাটাতে হয়েছে। তবে অবশ্য আদব কায়দার মানটা সাধারণতন্ত্রের গোড়ার দিকের চেয়ে এমন কিছু নিম্নস্তরের ছিল না। সে মান তৎকালীন অভিজাতদের চেয়ে নিম্নস্তরের থাকলেও, বন্য শ্রমিকদের চালচলনের চেয়ে তা ভাল ছিল। মার্জিত

ভদ্রলোক এবং রাস্তার জনতার চালচলনের মধ্যে আগে যে একটা স্পষ্ট পার্থক্য দেখা যেত, এখন আর সেটা মোটের উপর থাকল না।।

নানা দিক দিয়ে জীবন গণতান্ত্রিক হয়ে উঠছিল। হাল্কা শস্তা সাংবাদিকতা মাথা চাড়া দিচ্ছিল। লন্ডনের এক পেনি দরের কাগজগুলির নকল ক'রে ১৮৩৩-এ বেঞ্জামিন ডে জনপ্রিয় মূল্যে 'নিউ ইয়র্ক সান' প্রকাশিত করলেন, দুবছর পরে জেমস গর্ডন বেনেট চমকপ্রদ 'নিউ ইয়র্ক হেরাল্ড' বের ক'রে আরো বেশী সাফল্য পেলেন। প্রথম জনপ্রিয় পত্রিকা জ্যাকসনের সময়েই প্রকাশিত হয়েছিল, সেটি ১৮৩০-এ ফিলাডেলফিয়ায় প্রকাশিত গডি'র "লেডিজ বুক"। প্রথম জনপ্রিয় সাহিত্যিক মাসিকপত্র "নিকার বোকার" এর তিন বছর পরে প্রকাশিত হয়েছিল। শিক্ষার ক্ষেত্রেও অদলীয়, জনসাধারণের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত এবং সাধারণের অর্থে চালিত অবৈতনিক বিদ্যালয় স্থাপনের জন্য প্রবল সংগ্রাম চলছিল। এই সংগ্রামে ম্যাসাচুসেট্‌সের হোরেস মান প্রধান অংশ গ্রহণ করেছিলেন। পরবর্তী যুগের লোকেরা যা ভেবেছিল, তার চেয়ে এ-সংগ্রাম আরো কঠোরতর ছিল। এর পক্ষে ছিলেন গণতান্ত্রিক এবং জনহিতৈষী লোকেরা, সুধী কর্মীরা, ক্যালভিনপন্থী এবং সংরক্ষণশীলেরা, লুথারপন্থীরা, ক্যাথলিকরা, ধর্মীয় বিদ্যালয়ের সমর্থক কোয়ে-কাররা, অনেক জমিদার এবং চাষী এবং বহু বিদ্যালয়ের শিক্ষকরা। তিক্ত যুদ্ধের পর একে একে রাষ্ট্রগুলি এসে লাইন বেঁধে দাঁড়াতে লাগল। নিউ ইংল্যান্ডের এক ব্যক্তি বলেছিল, "লেখাপড়া শিখলে মন নষ্ট হয়ে যায়;" একজন ইণ্ডিয়ান অনুরোধ করেছিল তার কবরের উপর লিখে রাখতে, "এখানে শুয়ে আছে অবৈতনিক বিদ্যালয় প্রথার একজন শত্রু।" কিন্তু অবৈতনিক বিদ্যালয়ের জন্য প্রদেশ ও শহরকে কর চালাবার ক্ষমতা দিয়ে আইন হ'ল এবং তারপর মধ্য ও পশ্চিম অঞ্চলে আইনের সাহায্যে স্থানীয় সংস্থাগুলিকে সেকাজ করতে বাধ্য করা হ'ল।

নবম অধ্যায়

পশ্চিমাঞ্চল ও গণতন্ত্র

পরিবর্তনশীল সীমান্তরেখা। গোড়া থেকেই যার প্রভাব আমেরিকানদের জীবনকে রূপ দিতে সব চেয়ে বেশী সাহায্য করেছে তা হচ্ছে তার সীমান্ত অঞ্চল, যার অল্প জনসংখ্যা (বর্গ মাইলে ছ'জনের বেশি নয়) জমি পরিষ্কার ক'রে ঘড়বাড়ি তৈরি করতেই ব্যস্ত থাকত। লোকসংখ্যার সঙ্গে এটিও আটলাণ্টিক থেকে পশ্চিমে রকিজ-এর দিকে অগ্রসর হয়ে আমেরিকানদের চরিত্রের উপর বিশেষ ভাবে প্রভাব বিস্তার করেছিল। এটি কেবলমাত্র সীমান্তরেখা ছিল না—এটি ছিল একটি সামাজিক প্রক্রিয়া। এটি ব্যক্তিগত প্রচেষ্টাকে উৎসাহ দিয়েছিল; রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক গণতন্ত্রকে প্রেরণা জুগিয়েছিল; লোকের চালচলনে এনেছিল রুক্ষতা; রক্ষণশীল মনোভাবের মেরুদন্ড ভেঙে দিয়েছিল; জাতীয় কর্তৃত্বের প্রতি শ্রদ্ধা রেখে স্থানীয় স্বাতন্ত্র্যবোধকে জাগ্রত করেছিল।

যখনই আমরা সীমান্ত প্রদেশের কথা ভাবি, তখনই আমাদের পশ্চিমাঞ্চলের কথা মনে প'ড়ে যায়। কিন্তু আটলাণ্টিকের তীরভূমিই ছিল প্রথম এবং বহুদিন-ব্যাপী সীমান্ত অঞ্চল; ১৭৯০ থেকে ১৮০০ খৃষ্টাব্দের মধ্যে আগেকার নিউ ইংল্যান্ড থেকে যেখানে চল্লিশ হাজার লোক এসে বসতি স্থাপন করেছিল সেই মেইন ছিল বিপ্লবোত্তর এক যুগ ধ'রে সীমান্ত প্রদেশ। দ্বিতীয় সীমান্ত হয়েছিল উপকূলবর্তী নদীগুলির ভিতরের অংশ এবং এ্যাপালেসিয়ান পর্বতমালার অপর প্রান্ত পর্যন্ত বিস্তৃত। বিপ্লবের শেষে সীমান্ত এল পশ্চিম নিউ ইয়র্কে, যেখানে ১৭৮৭-তে দুজন ধনশালী ব্যক্তি বনাঞ্চলের ষাট লক্ষ একর জমি কিনে নিয়েছিলেন; এসেছিল পেনসিলভ্যানিয়ার উওমিং উপত্যকায়, যেখানে কনেটিকাটের ঔপনিবেশিকেরা বসতি স্থাপন করেছিল; হাজির হয়েছিল পিটসবার্গের আশে-পাশে, যেখানে ১৭৯২-এ ছিল একশ' তিরিশটি পরিবার এবং ছত্রিশ জন কারিগর; এসেছিল পূর্ব টেনেসি অঞ্চলে, যেখানে ১৭৮৪-তে স্বাধীনচেতা প্রবর্তকেরা স্বল্পায়ু "ফ্র্যাঙ্কলিনের রাষ্ট্র" প্রতিষ্ঠা করেছিল; এবং এসেছিল জর্জিয়ার উচ্চ

ভূমিতে। তারপর ১৮০০ খৃষ্টাব্দে মিসিসিপি আর ওহায়ো নদীর উপত্যকা-গুলি হয়ে উঠল তৃতীয় বৃহৎ সীমান্ত অঞ্চল। হাজার হাজার ঔপনিবেশিকের কণ্ঠে গান ধ্বনিত হ'তে লাগল,

> "ওহায়ো নদীর উপর দিয়ে
> এস যাই মোরা নৌকা বেয়ে।"

সংবিধান লিখিত হবার পর প্রথম বসন্তে রাফাস পাটনাম প্রথম ঔপনিবেশিকদের নিয়ে গিয়ে মেরিয়েটা স্থাপিত করলেন; এখানে তিনি পেলেন কুড়ি লক্ষ একর জমি, যা কংগ্রেস ওহায়ো কম্প্যানিকে দিয়েছিল। সেই বছরেই আর একদল ভূমিব্যবসায়ী সিনসিনাটি স্থাপিত করেছিল। ইতিমধ্যে দ্রুতবেগে লোকসংখ্যা কেন্টাকি ও টেনেসিতে হাজির হচ্ছিল। শান্তি স্থাপিত হবার পর প্রথম বছরেই দশ হাজার ঔপনিবেশিক কেন্টাকিতে ঢুকেছিল এবং ১৭৯০-এ প্রথম লোক-গণনায় দেখা গেল যে কেন্টাকি ও টেনেসির লোকসংখ্যা একত্রে এক লক্ষের বেশি।

বিরতিহীন ভাবে পশ্চিমাভিমুখী জনস্রোত সমগ্র উত্তর-পশ্চিম এবং দক্ষিণ-পশ্চিম অঞ্চল প্লাবিত করেছিল। ১৭৯৬-এ কেন্টাকি ও টেনেসি হয়েছিল সম্পূর্ণ-ভাবে রাষ্ট্রপর্যায়ভুক্ত এবং পেনসিলভ্যানিয়া সীমান্তে এবং ওহায়ো নদীর তীরে তীরে বসতিপূর্ণ জমিগুলি নিয়ে ওহায়ো রাষ্ট্রপদবাচ্য হ'তে চলেছিল; ১৮২০-এ উত্তর-পশ্চিমে ইণ্ডিয়ানা ও ইলিনয় এবং দক্ষিণ-পশ্চিমে এ্যালাবামা ও মিসিসিপি সবগুলিই রাষ্ট্রে পরিণত হয়েছে। প্রথম সীমান্তের ঘনিষ্ট সম্পর্ক ছিল ইউরোপের সঙ্গে; দ্বিতীয় সীমান্তের সমুদ্রতীরবর্তী অঞ্চলের সঙ্গে; কিন্তু মিসিসিপি উপত্যকা ছিল স্বাধীন এবং এর লোকেরা, পূর্বদিকের পরিবর্তে, তাকিয়ে ছিল পশ্চিম দিকে।

সীমান্তে বসতিস্থাপনকারীরা। স্বাভাবিক ভাবেই, সীমান্তে যারা বসতি স্থাপন করেছিল, তারা বিভিন্ন প্রকৃতির লোক ছিল, তবে প্রাথমিক পর্যবেক্ষকেরা তিনটি প্রধান দল লক্ষ্য করেছিলেন। ঔপনিবেশিকদের পুরোভাগে ছিল শিকারীর দল। ফর্ডাম নামে জনৈক ইংরেজ ভ্রমণকারী প্রায়ই অবিবাহিত এই সব বন্যপ্রকৃতির উপনিবেশস্থাপনকারীদের এই ভাবে বর্ণনা করেছেন :

> দুঃসাহসী কষ্টসহিষ্ণু লোকেরা দারিদ্র্যপীড়িত ছোট ছোট ঘরে বাস করত। যেসব ইণ্ডিয়ানরা পোশাকে ও ভাবভঙ্গিতে তাদের মতোই ছিল,

তাদের ঘৃণা করত এবং তাদের আক্রমণের বিরুদ্ধে নিজেদের ঘরগুলি সুরক্ষিত করত। তারা মার্জিত না হলেও অতিথিপরায়ণ, অপরিচিতের প্রতি দয়াপরবশ, সরল ও বিশ্বাসী ছিল। তারা তৈরি করত দেশী শস্য ও কুমড়ো; শুয়োর ও দু'একটা গরু ঘোড়া পালন করত প্রতি পরিবারে। কিন্তু বন্দুকই ছিল তাদের জীবিকার প্রধান অবলম্বন।

প্রতিবেশীর বন্দুকের আওয়াজ পেলেই তারা সেখান থেকে স'রে পড়ত। ফেনিমোর কুপার ন্যাটি বাম্পোতে প্রথম শিকারীদের এবং দি প্রেরি-তে বন্য জীবনের সুন্দর চিত্র লিখেছেন। এই সব লোক কুড়ুল, রাইফেল, ফাঁদ আর মাছ ধরার ছিপ ব্যবহারে সুদক্ষ ছিল, তারা গাছের গায়ে চিহ্ন কেটেকেটে পদনির্দেশ করত, তারাই প্রথম কাঠের বাড়ি তৈরি করেছিল, ইণ্ডিয়ানদের হারিয়ে দূরে সরিয়ে দিয়েছিল; সুতরাং তারাই দ্বিতীয় দল আসবার জন্য পথ প্রস্তুত রেখেছিল।

এই দ্বিতীয় দলটিই ফর্ডামের মতে প্রকৃত প্রথম বসতিস্থাপনকারী। এরা ছিল "শিকারী আর কৃষকদের মিশ্র দল"। ঘরের পরিবর্তে এরা কাঠের বাড়ি তৈরি করত। সেই বাড়িগুলিতে ছিল কাচের জানলা, ভাল চিমনি এবং অনেকগুলি ঘর। এগুলি ইংল্যাণ্ডের কোন ক্ষেতখামারের কুটিরের মতো। ঝরণার ভাল ব্যবহার না ক'রে, তারা পাতকুয়া কাটাত। তাদের মধ্যে পরিশ্রমী লোকেরা জঙ্গল থেকে গাছ-পালা কেটে পরিস্কার ক'রে ফেলত, কাঠ পুড়িয়ে পটাশ তৈরি করত এবং গাছের গুঁড়িগুলোকে পচতে দিত। নিজের প্রয়োজনের শস্য, শাক সবজি, এবং ফল তারা উৎপন্ন ক'রে নিত, বন্যকুক্কুট, মধু আর হরিণের মাংসের সন্ধানে বনে-জঙ্গলে ঘুরে বেড়াত, কাছাকাছি নদীতে মাছ ধরত, কিছু গরু মহিষ আর শুয়োর পুষত—এবং তাদের সঙ্গীহীন ও অমার্জিত জীবনের জন্য বিন্দুমাত্র বিচলিত হ'ত না। তাদের মধ্যে বেশী উৎসাহী লোকেরা শস্তায় বিস্তীর্ণ জমি কিনত; এডওয়ার্ড ইগলস্টনের 'হোসিয়ার স্কুলমাষ্টার' পুস্তকের এক চরিত্রের মতো তারা বলত, "যখন পাচ্ছ, যত পার নিয়ে নাও।" তারপর যখন জমির দাম বাড়ত, তারা তাদের জমি বিক্রি ক'রে দিয়ে আবার পশ্চিমদিকে পা বাড়াত। এই ভাবে তারা গুরুত্বপূর্ণ তৃতীয় দলের শুভাগমনের পথ তৈরি ক'রে রাখত।

এই তৃতীয় দলে কেবলমাত্র কৃষকরা ছিল না, যাদের নিয়ে একটি শক্তিশালী সমাজ গ'ড়ে ওঠে—সেই সব ডাক্তার, উকিল, দোকানদার, সম্পাদক, ধর্মপ্রচারক, কারিগর, রাষ্ট্রবিদ এবং জমিব্যবসায়ী প্রভৃতি সকলেই সে-দলে ছিল। অবশ্য কৃষকদের গুরুত্বই ছিল সবচেয়ে বেশী। যেখানে বসতি স্থাপন করেছিল সেখানেই সারা জীবন কাটাবার সঙ্কল্প তাদের ছিল এবং তাদের মনোগত ইচ্ছা ছিল যে

তাদের সন্তানরাও যেন তাই করে। তারা তাদের পূর্ববর্তীদের চেয়ে বড় বড় গোলাবাড়ি তৈরি করত এবং তারপর তৈরি করত সব পাকা বাড়ি। তারা মজবুত বেড়া বাঁধত, আনত আরও ভাল জাতের গরু-মোষ, জমিতে লাঙ্গল দিত উন্নততর প্রণালিতে, বপন করত এমন বীজ যাতে শ্রেষ্ঠতর শস্য জন্মায়। কেউ কেউ ময়দার কল, কাঠের কারখানা, মদ চোলাই করবার স্থান প্রভৃতি স্থাপন করত। তারা তৈরি করত ভাল ভাল রাস্তা, বিদ্যালয় আর গির্জা। শহরগুলি যেমন গড়ে উঠতে লাগল, এদের মধ্যে অনেকেই ব্যাঙ্ক খুলে, বাণিজ্য ক'রে এবং জমির ব্যবসাতে বেশ অর্থ-শালী হয়ে উঠল। এককথায় তারা আমেরিকার সভ্যতার প্রতিনিধি হয়ে উঠল। এত দ্রুত ভাবে পশ্চিমাঞ্চল গ'ড়ে উঠতে লাগল যে এই তৃতীয় দলের দ্বারা কয়েক বছরের মধ্যে একেবারে অবিশ্বাস্য সব পরিবর্তন সংঘটিত হয়েছিল। ১৮৩০-এ শিকাগো ছিল কেল্লাসমেত একটি ছোটখাট গ্রাম যেখানে কিছু জিনিসপত্রের লেনদেন হ'ত; প্রথম বসতিস্থাপনকারীদের মৃত্যুর পূর্বেই সেটি হয়ে উঠেছিল পৃথিবীর সবচেয়ে বড় এবং সম্পদপূর্ণ শহরগুলির অন্যতম।

এই নবলব্ধ পশ্চিমে অনেক জাতির রক্ত মিশ্রিত হয়েছিল। দক্ষিণের পার্বত্য অঞ্চলের কৃষকরাই অবশ্য ছিল প্রধান এবং এদের ভিতর থেকে একই বছরে কেণ্টাকির কাঠের বাড়িতে জন্মেছিলেন এব্রাহাম লিঙ্কন এবং জেফারসন ডেভিস দুজনেই। একগুঁয়ে স্কচ-আইরিশরা, পেনসিলভ্যানিয়ার কৃপণ জার্মানরা, দুঃসাহসী ইয়াঙ্কিরা এবং অন্যজাতির লোকেরা সকলেই যথাসম্ভব নিজের নিজের কাজের অংশ গ্রহণ করেছিল। এদের সকলের মধ্যেই দুটি জিনিস ছিল—ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য এবং গণতন্ত্র। ১৮৩০-এর মধ্যে সংখ্যাধিক আমেরিকানরা এমন এক পরিবেশে মানুষ হয়ে উঠল যেখানে পুরনো জগতের রীতিনীতি আর ঐতিহ্য হয় অনুপস্থিত, নয়ত দুর্বল ভাবে ছিল। পশ্চিমের লোকেদের দাঁড়াতে হয়েছিল নিজেদের পায়ের উপর। তাদের মূল্য ছিল তাদের পারিবারিক ঐতিহ্য, উত্তরাধিকারসূত্রে পাওয়া টাকা কিংবা বহুবর্ষব্যাপী শিক্ষার জন্য নয়, ছিল ব্যারি রচিত "এ্যাড্‌মিরেবল ক্রিক্টন" নাটকে দ্বীপে পরিত্যক্ত ব্যক্তিদের মতো, তাদের কার্যকারিতায়। তারা চাষের জন্য ক্ষেত-খামার পেত যে মূল্যে তা যেকোন হিসাবী লোকের সাধ্যাতিরিক্ত ছিল না এবং আমরা দেখেছি ১৮২০-র পর তারা জমি পেত একর পিছু সওয়া এক ডলার মূল্যে, এবং ১৮৬২-র পর জমিতে দখল নিয়ে। চাষ করবার যন্ত্রপাতি তারা সহজেই সংগ্রহ করতে পারত। তারপর, যেমন হোরেস গ্রিনলি বলেছেন, 'তারা দেশের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে গ'ড়ে উঠতে পেরেছিল।' এই অর্থনৈতিক সাম্য থেকেই জন্ম-লাভ করেছিল রাজনৈতিক ও সামাজিক একতা এবং যাদের মধ্যে স্বভাবতঃই নেতৃত্ব ছিল, তারা এই পরিস্থিতিতে সহজে নেতৃত্বের সুযোগ সুবিধা পেত। একথাও এর

সংগে যোগ করা উচিত যে আমেরিকানদের চরিত্রগঠনে সমুদ্রও আর একটি সীমান্তের কাজ করেছে। জাহাজগুলি ছিল ছোটছোট এবং নাবিকের দলগুলিও তাই, তাই যারা মাছ ধরত, বিশেষ ক'রে তিমি মাছ ধরত, তারা অনেক সময় যৌথ কারবারী হিসাবে কাজ করত। তখন কোন ব্যক্তি ঔপনিবেশিক শিকারীই হোক, কিংবা সীমান্তের কৃষক বা পূর্বাঞ্চলীয় নাবিকই হোক, তার মধ্যে থাকা প্রয়োজন ছিল উৎসাহ, সাহস, ব্যক্তিগত উদ্যম এবং কঠোর ব্যবহারিক বুদ্ধি।

সীমান্তের দোষ-গুণ। ছোঁয়াচ লেগে এই নতুন সাধারণতন্ত্রের শহরগুলির মধ্যেও এই গণতন্ত্র ও ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য স্পষ্ট হয়ে উঠল। উইলিয়াম কবেট যে ঋতু স্বাধীন স্বভাবের প্রশংসা করেছিলেন তা নিউ ইয়র্ক ও ফিলাডেলফিয়ায় ইউরোপীয় ভ্রমণকারীদেরও চোখে পড়েছিল। এ'রা লক্ষ্য করেছিলেন আমেরিকার শ্রমিকরা টাকা আদায়ের মতলবে টুপি তুলে 'স্যার' বলে না। এমনকি মুটেরাও এমন ভাবে মোট নেয়, যেন করুণা বিতরণ করছে। কবেট খুব অনুমোদনের সংগেই লিখে-ছিলেন যে চাকরেরা কোন চাপরাশ পড়ত না, সাধারণতঃ পরিবারের সকলের সংগে খেত এবং তাকে "সাহায্যকারী" বলা হ'ত। তিনি আমেরিকায় মাত্র দুজন ভিখারী দেখেছিলেন এবং তারা দুজনেই ছিল বিদেশী। র‍্যাল্‌ফ ওয়াল্ডো ইমার্সনের একটি সত্যিকারের আমেরিকান প্রবন্ধ হচ্ছে "আত্মনির্ভরতা"র উপর। তিনি তৎকালীন একজন খাঁটি ইয়াঙ্কির কথা লিখেছেন, যে পশ্চিমাঞ্চলে গিয়ে পরপর কৃষক, দোকান-দার, ভূমিব্যবসায়ী, উকিল, কংগ্রেস-সদস্য, বিচারপতি প্রভৃতি সবকিছুই হয়েছিল। এটা এমন কিছু একটা অতিরঞ্জিত চিত্র নয়। গৃহযুদ্ধের শ্রেষ্ঠ সেনানায়কদের অন্যতম ডব্লিউ. টি. সারম্যান ছিলেন যুদ্ধশিক্ষার্থী, মেক্সিকোর যুদ্ধে স্বেচ্ছাসেবক, স্যানফ্রান্সিস্কোতে ব্যাঙ্কের মালিক, লেভেনওয়ার্থে উকিল, ক্যানসাসে সীমান্তে ক্ষেতখামারের ম্যানেজার, লুইজিয়ানায় যুদ্ধসংক্রান্ত কলেজের প্রধান এবং তাছাড়া একজন সৈনিকও।

কিন্তু সীমান্ত প্রদেশ গুণের পালক হলেও, তা দোষকেও জন্ম দিয়েছিল। সীমান্তের লোকেরা সাধারণতঃ হ'ত উচ্ছৃংখল, নিয়মানুবর্তিতাঅসহিষ্ণু এবং অত্যন্ত বিপজ্জনক ভাবে আত্মপ্রত্যয়ী। ১৮১২-তে যেসব যুদ্ধে পরাজয় ঘটেছিল তার কারণ শিক্ষা ও আজ্ঞানুবর্তিতার উপর সীমান্ত অঞ্চলের লোকদের অবজ্ঞা। সীমান্তে শিক্ষিত আমেরিকানদের অভ্যাস ছিল কাজকর্ম দ্রুত কিন্তু যেমনতেমন ভাবে করা। এত বেশী কাজ করবার ছিল যে সেগুলি ভাল ভাবে করা মনে হ'ত সময়ের অপব্যয়। পাথরের ও ইটের স্থায়ী বাড়ি তৈরি করার চেয়ে আমেরিকানরা তাড়াহুড়ো ক'রে কাঠামোর উপর বাড়ি দাঁড় করিয়ে দিত; অসমতল রাস্তা তৈরি

করত, কাজচালানো সেতু তৈরি করত, লাঙ্গল দেবার বদলে জমিগুলো কুপিয়ে ছেড়ে দিত। নিউ ইয়র্কে সারারাত আগুন নেভাবার ঘণ্টা বাজত, কারণ সেখানকার ঘরগুলি কাঠের টুকরোর মতো জ্বলত এবং ১৮৩৬-এ সেখানকার দুটি সবচেয়ে বড়বড় ব্যবসায়ের বাড়ি ধ্বসে প'ড়ে গেছল। প্রায়ই রেলগাড়িতে রেলগাড়িতে ঠোকাঠুকি লাগত, জাহাজগুলিতে বিস্ফোরণ হ'ত। আদবকায়দা এবং কৃষ্টির উপর অল্পই নজর দেওয়া হ'ত, এসব জিনিসের জন্য সীমান্তের লোকেদের কোনও অবসর ছিল না। সব চেয়ে দুঃখের কথা এই যে অবাধ অপরাধপ্রবণতা ছিল সীমান্ত জীবনের বৈশিষ্ট্য। সমাজের বেশির ভাগ আবর্জনা সীমান্তে গিয়ে হাজির হ'ত। লোকেদের মেজাজ ছিল কোপন এবং ঝগড়া বিবাদের মীমাংসা হ'ত মুষ্টি বা পিস্তলের সাহায্যে। পুলিসের পক্ষে থাকার প্রয়োজন ছিল ইস্পাতের স্নায়ু এবং বন্দুক ছোড়ার ক্ষীপ্রতা।

ইণ্ডিয়ানদের সঙ্গে যুদ্ধ। ইণ্ডিয়ানদের সঙ্গে ব্যবহারের সময় সীমান্তবাসীদের এই অনিয়ন্ত্রিত চরিত্র বিপজ্জনক পরিস্থিতির উদ্ভব করেছিল। চুক্তিপত্র অগ্রাহ্য ক'রে তারা প্রায়ই ইণ্ডিয়ানদের জমির জবর দখল নিত, যেসব পশুর উপর ইণ্ডিয়ান-দের পোশাক ও খাদ্য নির্ভর করত সেগুলিকে তারা নষ্ট ক'রে দিত এবং অনেকেই ইণ্ডিয়ানদের দেখামাত্র মেরে ফেলবার জন্য প্রস্তুত ছিল। যখন ইণ্ডিয়ানরা নিজে-দের রক্ষা করবার চেষ্টা করল, যুদ্ধ আরম্ভ হয়ে গেল। অবশ্য বেশির ভাগ ক্ষেত্রে এই বন্য লোকগুলিই প্রথমে আক্রমণ করত, কিন্তু ঔপনিবেশিকদের পশ্চিমদিকে অগ্রগমনই ছিল সব অনর্থের মূল। সবচেয়ে সাংঘাতিক যুদ্ধ হয়েছিল দক্ষিণে ক্রিকদের সঙ্গে, যেখানে এ্যাণ্ড্রু জ্যাকসন প্রচুর রক্তপাতের পর জয়লাভ করেছিলেন; আর সেরকম যুদ্ধ হয়েছিল ফ্লোরিডার জলাভূমিতে আর ঝোপঝাড়ে সেমিনোলদের সঙ্গে এবং ইণ্ডিয়ানায় টেকুম্সের দলবলের সঙ্গে।

যে ব্লাক হক যুদ্ধটি একটি হিংস্র সংঘর্ষে পরিণতি লাভ করেছিল, তাতে তরুণ এব্রাহাম লিঙ্কন ছিলেন একজন ক্যাপ্টেন। সক এবং ফক্স ইণ্ডিয়ানপ্রমুখ যেসব ব্ল্যাক হকের উপজাতি ছিল, তাদের মুখপাত্রেরা সরকারকে পাঁচকোটি একর জমি দান করেছিল। উপজাতির সংখ্যাধিক ব্যক্তিরা এবং তাদের দলপতি এই দান অস্বীকার করল। শক্তিপ্রয়োগের হুমকিতে ব্ল্যাক হক ইলিনয়ে তার চাষের জমি থেকে স'রে গিয়ে মিসিসিপির পশ্চিম তীরে চ'লে গেল। কিন্তু তার দলবল ক্ষুধার তাড়নায় পরের বছর বসন্তকালে নদী পার হয়ে ফিরে এসে উইসকনসিন-এ বন্ধু-ভাবাপন্ন উইনেব্যাগোদের সঙ্গে যোগ দিয়ে শস্য ফলাতে চাইল। তাদের একটা শিশুসুলভ বিশ্বাস ছিল যে তাদের এই শান্তিপূর্ণ ইচ্ছা সকলে বুঝতে পারবে।

কিন্তু শ্বেতাঙ্গেরা অবিলম্বে তাদের আক্রমণ করল; শান্তির প্রস্তাব ক'রে ব্ল্যাক হক পিছিয়ে গেল এবং বিপক্ষের দুহাজার সৈন্যের দল সে-প্রস্তাব অগ্রাহ্য করল। দক্ষিণ উইসকন্সিনের ভিতর দিয়ে তার হতাশ দলবলকে মিসিসিপি নদী পর্যন্ত ঠেলে নিয়ে যাওয়া হ'ল এবং সেখানে নদী পার হবার সময় নারী, পুরুষ এবং শিশুদের নির্দয়ভাবে কেটে টুকরো টুকরো করা হ'ল। একজন সৈনিক লিখেছিল, "সে এক বীভৎস দৃশ্য। বন্য শত্রুদের হলেও, আহত শিশুদের কাতর চিৎকার অসহ্য মনে হয়েছিল।" সীমান্তবাসীদের নীচতার এই ছিল চরম অভিব্যক্তি।

মিসিসিপির ওপারে যে বিস্তৃত প্রান্তরটি ছিল সেটিকে বহুদিন মনুষ্যবাসের অনুপযুক্ত ব'লেই শ্বেতাঙ্গেরা অনেকদিন ভেবে এসেছে, সেখানে পূর্বাঞ্চলের ইণ্ডিয়ানদের তাড়িয়ে দেবার মতলব মনরোর অধীনে গৃহীত হয়েছিল এবং উদ্যমের সঙ্গে তা কাজে পরিণত করবার প্রবল চেষ্টা হয়েছিল জ্যাকসনের অধীনে। ইণ্ডিয়ানদের জমির সঙ্গে পশ্চিমাঞ্চলের জমির আদানপ্রদান করবার ভার কংগ্রেস দিল প্রেসিডেন্টকে। এইভাবে একটি ইণ্ডিয়ানদের এলাকা সৃষ্টি হ'ল; প্রথম দিকে তা বিস্তৃত ছিল ক্যানাডা থেকে টেক্সাস পর্যন্ত। এখানে সহজেই উত্তরের ইণ্ডিয়ানদের পাঠিয়ে দেওয়া হ'ল। কিন্তু দক্ষিণাঞ্চলে ইণ্ডিয়ানরা ছিল প্রবলতর এবং সংখ্যায় অনেক বেশী এবং তারা আক্রমণের প্রতিরোধ করল প্রচণ্ডভাবে। তার ফল হ'ল শোচনীয়। ওদের মধ্যে ক্রিক, চক্ট, চিকাশ, চেরোকি এবং সেমিনোল নামে যে পাঁচটি 'সভ্য' উপজাতি ছিল, তাদের বাড়ির উপর টান ছিল খুব বেশী। তাদের মধ্যে অনেকেই, বিশেষ ক'রে ক্রিকরা আর চিরোকিরা, মিতব্যয়ী কৃষক হ'তে শিখেছিল, ভাল ভাল বাড়ি তৈরি করেছিল, অনেক গোধন সংগ্রহ করেছিল, ময়দার কল চালাচ্ছিল এবং ছেলেমেয়েদের মিশনারি স্কুলে ভর্তি করেছিল। অনেকে শেষ পর্যন্ত তাদের জমি আঁকড়ে প'ড়ে ছিল, অনেককে জোর ক'রে তাড়িয়ে দিতে হয়েছিল। অনেক পথ ঢাকা গাড়িতে কিংবা পায়ে হেঁটে অতিক্রম করার জন্য তারা ক্ষুধায়, রোগে, ঝড়জলে অনেক দুঃখ ভোগ করেছিল, অনেকে প্রাণ দিয়েছিল। ১৮৪০-এ মিসিসিপি নদীর পূর্বে প্রায় সমস্ত ইণ্ডিয়ানদের তাদের নতুন বাসস্থানে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল।

কিন্তু এই স্থানান্তরের ফলে দেশের সবচেয়ে প্রাকৃতিক সম্পদপূর্ণ মিসিসিপি উপত্যকা জনাকীর্ণ হয়ে গেল। মিসিসিপির পূর্বে শেষ অবশিষ্ট রাষ্ট্র উইসকনসিন ১৮৪৮-এ যুক্তরাষ্ট্রে যোগ দিল। নদীর পশ্চিমে ইতিমধ্যে একটি রাষ্ট্রশ্রেণী তৈরি হয়ে গিয়েছিল; ১৮২১-এ মিজুরির যোগদানের পর ১৮৩৬-এ আরকানসাস রাষ্ট্রে পরিণত হ'ল; আয়ওয়া যোগ দিল দশ বছর পরে, এদিকে মিনেসোটা অঞ্চল ১৮৪৯-এ সংগঠিত হয়েছিল। পশ্চিমের অতি দ্রুত উন্নতির ফলে

১৮৩৭-সে যে-আতঙ্ক দেখা দিয়েছিল, তাতে কিছুদিনের জন্য এই অগ্রগমনে বাধা পড়েছিল। শস্য বপনের যন্ত্রের আবিষ্কর্তা সাইরাস এইচ. ম্যাক্‌কর্মিক ১৮৪৭-এ শিকাগোতে এক কারখানা স্থাপিত ক'রে এমন সব যন্ত্র তৈরি করতে লাগলেন যে পশ্চিমাঞ্চলের মাঠগুলি শস্যপূর্ণ করা সহজসাধ্য হয়ে উঠল। রেললাইন পাতা হ'তে লাগল এবং শীঘ্রই রেললাইনের জালে সমতলভূমি ভ'রে গেল। শিকাগো শহর ইতিমধ্যে নিজেকে পৃথিবীতে শস্যের সর্বশ্রেষ্ঠ বাজার ব'লে প্রচার করেছিল এবং ১৮৫৪-তে প্রতিদিন চুয়াত্তরটা ক'রে ট্রেন সেখানে এসে হাজির হ'ত। সেই বছরেই গ্যালেনা এবং শিকাগো রেলপথে আয়ওআতে এসে হাজির হ'তে লাগল প্রত্যহ তিন হাজার ঔপনিবেশিক এবং আরও এক হাজার ব্যক্তি পথ দিয়ে যাত্রা করেছিল। জার্মান, স্ক্যাণ্ডিনেভিয়ান এবং ব্রিটনরা উত্তর উপত্যকাটি বসতিপূর্ণ ক'রে তুলল এবং টেক্সাস বা আরকানসাস-এ বাসা বাঁধতে লাগল। ১৮৫৪-তে একজন ইংরেজ দর্শক সুদূর মিনেসোটায় সেন্ট পল শহরে সাত আট হাজার জনসংখ্যা দেখে আশ্চর্য হয়ে গিয়েছিল। সেখানে ছিল চার পাঁচটা হোটেল, ছটা ভাল গির্জা, এমন জেটি যেখানে বছরে তিনশ' জাহাজ এসে ভিরত; "ফুটপাথ সমেত ভালভাল রাস্তা, বড়বড় পাকা গুদাম, মালখানা আর এমন সব দোকান যেখানে, যুক্তরাষ্ট্রের যেকোন দোকানের মতো, প্রচুর পরিমাণে পণ্যদ্রব্য থাকত।" ১৮৫০-এর পূর্বেই ইলিনয়ে স্টিফেন এ. ডগলাস ও এব্রাহাম লিংকন, মিজুরিতে ডেভিড আর. এ্যাচিসন, মিসিসিপিতে জেফারসন ডেভিস এবং টেক্সাসের স্বাধীনতা-যুদ্ধের বীর যোদ্ধা স্যাম হাউসটনের মতো পশ্চিমের নতুন নেতাদের সাক্ষাৎ পাওয়া গেল।

নিকটতর পশ্চিমে বসতিস্থাপন। মিসিসিপি উপত্যকার ক্রমোন্নতিতে কতকগুলি পরিবহন-ব্যবস্থা বিশেষ অংশ গ্রহণ করেছিল। পশ্চিমে যাবার প্রথম পথ হ'ল কাম্বারল্যাণ্ড রোড, যা ১৮১১-তে তৈরি হওয়া আরম্ভ হয় এবং যার বেশির ভাগ অংশই তৈরি করতে যুক্তরাষ্ট্রের টাকা খরচ হয়। মেরীল্যাণ্ডের কাম্বারল্যাণ্ড থেকে আরম্ভ হয়ে এটি পাহাড় ডিঙিয়ে ওহায়োর জ্যানেসভিল এবং কলাম্বাস ও ইণ্ডিয়ানার টেরে হাউটের ভিতর দিয়ে শেষে ইলিনয়ের ভ্যাণ্ডালিয়ায় পৌঁছল। শেষ হবার পর এটির দৈর্ঘ্য হ'ল প্রায় ছ'শ' মাইল। এটির প্রস্থ হ'ল ষাটফুট, তার মধ্যে মাঝের কুড়ি ফুট ম্যাকআডামের পদ্ধতি-অনুযায়ী বাঁধান।

এই জাতীয় পথ দিয়ে পশ্চিমের ডাকগাড়িগুলো যেত, এবং তার জন্য বিশেষ ডাকটিকিট প্রয়োজন হ'ত। প্রয়োজনীয় দূরত্বে অনেকগুলি সরাইখানা তৈরি হ'ল। ঔপনিবেশিকদের সংখ্যা বাড়তে লাগল এবং গ্রীষ্মকালে ট্রেনের আরোহীদের প্রায় সব সময় দেখা যেতে লাগল। দেখা গেল শতশত পরিবার খুব আরামের সঙ্গে

পশ্চিম দিকে চলেছে। একথা ১৮২৪-এ একজন প্রত্যক্ষদর্শী বলেছিল। "আবার পশ্চিম থেকে বহু ব্যক্তি গরু-মহিষ-ছাগল প্রভৃতি নিয়ে পূব দিকে যেত হাট-বাজারের সন্ধানে। আসলে এই পথটাকে যে-কোন বড় শহরের মধ্যে দিয়ে একটা বড় রাস্তার সঙ্গে তুলনা করা যেতে পারত—বাঁধান অংশটিতে একত্র ভিড় করতে দেখা যেত পদচারী, অশ্বারোহী এবং গাড়ির আরোহীদের।" হুইলিং-এ রাস্তাটি ওহায়ো নদীতে এসে পড়েছে। এই নদীকে ভ্রমণের পথ হিসাবে সকলে গ্রহণ করেছিল। প্রথম দিকে এতে চলত ছোটবড় নৌকোগুলো, যেগুলো কোন রকমে 'স্রোতের সঙ্গে চলতে সমর্থ হ'ত।' তারা শস্য, মাংস ও ময়দা প্রভৃতি তখন নিউ অর্লিন্সে নিয়ে যেত। পরবর্তী সময়ে যে-পরিবার প্রখ্যাত হয়েছিল সেই বংশের নিকোলাস রুজভেল্ট এমন এক স্টিমার তৈরি করল যেটি ১৮১১-তে পিটাসবার্গ থেকে সোজা নিউ অর্লিন্সে গিয়ে ফিরে এল। তারপর অনেকেই তার অনুকরণ করতে লাগল।

কিন্তু পশ্চিমে যাতায়াতের সব চেয়ে প্রসিদ্ধ পথ ছিল ঈরি খাল, যেটি আটলাণ্টিক মহাসাগর ও হাডসন নদীর সঙ্গে বড় বড় হ্রদগুলির সংযোগ স্থাপন করেছিল। এইভাবে এটি মহাদেশের একেবারে মর্মস্থান অবধি একটি জলপথ হয়ে উঠেছিল। এমনকি অষ্টাদশ শতাব্দীতেও লোকে এই জলপথের স্বপ্ন দেখে এসেছে। এরই সাহায্যে ঔপনিবেশিকেরা ও ব্যবসায়ীরা বিরাট এ্যাপালেসিয়ান পর্বতমালাকে পাশ কাটিয়ে যেতে পারবে। কিন্তু প্রায় চারশ' মাইল মাটি কাটার সমস্যা এমন প্রবল ছিল যে সমস্ত নেতারাই তা থেকে পিছিয়ে এসেছিলেন। অবশেষে নিউ ইয়র্কের অদম্য উৎসাহী ডি উইট ক্লিণ্টন স্বপ্নকে বাস্তবে রূপায়িত করবার এক অভিযান সুরু করলেন। তিনি গভার্নর হলেন, ১৮১৭-তে খননকার্য শুরু করালেন এবং বহু বৎসরের পরিশ্রমের পর "ক্লিণ্টন খাল"-এর কাজ শেষ হ'ল। ১৮২৫-এ এক আনন্দোচ্ছল উৎসব অনুষ্ঠানে নৌকাগুলির প্রথম শোভাযাত্রা হ'ল এবং জনতার জয়ধ্বনির মাঝখানে ক্লিণ্টন ঈরি হ্রদের এক পিপে জল আটলাণ্টিক মহাসাগরে ঢেলে দিলেন। খালটি বাফেলো বন্দরটিকে সমৃদ্ধশালী করল; খালটির ধারে ধারে অনেক নতুন শহর গ'ড়ে উঠল এবং এটির জন্যই আমেরিকার বাণিজ্য ও ব্যবসার জগতে নিউ ইয়র্ক শহর স্বমহিমায় সুপ্রতিষ্ঠিত হ'ল।

তার চেয়ে আরও গুরুত্বপূর্ণ হয়েছিল পশ্চিমাঞ্চলের ক্রমোন্নতিতে এটির দান। এর নিয়মিত জলস্রোত ধ'রে নিউ ইয়র্ক আর নিউ ইংল্যাণ্ডের লোকেরা পশ্চিম দিকে যেত। ঔপনিবেশিকদের স্রোত ক্লেভল্যাণ্ড, ডেট্রয়েট এবং শিকাগোকে কোলাহলমুখর শহরে পরিণত করেছিল এবং উত্তর-পশ্চিমের বেশির ভাগ অঞ্চলে ইয়াঙ্কি ভাব-ভঙ্গী এনেছিল। আমেরিকার জনসংখ্যার উল্লেখযোগ্য স্থানান্তর গমনের জন্য এই

খালটিই দায়ী ছিল এবং যুক্তরাষ্ট্রকে রক্ষা করার কাজে এটির যথেষ্ট দান ছিল, কারণ গৃহযুদ্ধের ঠিক পূর্বাহ্নে এটির জন্যই মিসিসিপি উপত্যকা উত্তর আটলাণ্টিক রাষ্ট্রগুলির সঙ্গে দৃঢ়ভাবে সংযুক্ত হয়েছিল। একাজে অবশ্য এটিকে পেনসিল-ভ্যানিয়ার খালগুলি সাহায্য করেছিল। ক্লিণ্টন খালের সাফল্যে উৎসাহিত হয়ে পেনসিলভ্যানিয়ার লোকেরা ফিলাডেলফিয়ার সঙ্গে চারশ' মাইল দূরবর্তী পিটস-বার্গের যোগাযোগ স্থাপন করবার জন্য যোগাযোগব্যবস্থার পিছনে চারকোটি ডলার খরচ করল। কিছু অংশে অবশ্য তারা নদী আর খালের সাহায্য নিয়েছিল, তাছাড়া তারা এ্যালেঘেনির শৃঙ্গগুলিতে আরোহন করবার জন্য ঢালু সমতলভূমির ব্যবস্থা করেছিল যার উপরে নৌকো, যাত্রী আর মালপত্র বাষ্পের সাহায্যে টেনে তোলা হ'ত।
ভ্যানিয়ার খালগুলি সাহায্য করেছিল। ক্লিণ্টন খালের সাফল্যে উৎসাহিত হয়ে
গিয়েছিল, এ-ব্যবস্থাটি প্রচুর পরিমাণে কাজে লেগেছিল এবং পেনসিলভ্যানিয়াকে শ্রেষ্ঠ শিল্পপ্রধান রাষ্ট্রগুলির অন্যতম ক'রে তুলেছিল।

অক্ষাংশের সমান্তরাল পথেই জনসংখ্যার গতিবিধি চলত। বিশেষ ক'রে দক্ষিণের লোকেরাই এ্যালাবামা এবং মিসিসিপিতে বসতি স্থাপন করেছিল এবং উত্তরাঞ্চলের লোকেরা বসবাস করেছিল মিশিগান ও উইসকনসিন-এ। ওহায়ো, ইণ্ডিয়ানা এবং ইলিনয়ে এই দুই অঞ্চলের জনস্রোত মিশেছিল। দক্ষিণ থেকে স্রোত এসেছিল ওহায়ো নদীপথে এবং উত্তরের স্রোত ঈরি খান এবং গ্রেট লেক দিয়ে এসে দক্ষিণের জনস্রোতে মিলিত হয়েছিল। এই মিশ্রিত দলগুলি পরস্পরের মধ্যে এবং
দক্ষিণের জনস্রোতে মিলিত হয়েছিল। এই মিশ্রিত দলগুলি পরস্পরের মধ্যে এবং
স্প্রিংফিল্ডের মতো শহরগুলি গ'ড়ে তুলেছিল। এইভাবেই জন্ম নিল,—"গণতন্ত্রের উপত্যকা।"

মিসিসিপির ওপারে পশ্চিমাঞ্চল। মিসিসিপির পশ্চিমে বিস্তৃত অঞ্চলটির দিকে তাকালে আমরা দেখতে পাই যে এখানে বসতিস্থাপনের কাহিনী আরও বেশী বৈচিত্র্যময়। ভার্জিনিয়ার মেরিওয়েদার লিউইস এবং উইলিয়াম ক্লার্ক নামে দুজন সীমান্ত সম্পর্কে অভিজ্ঞ ব্যক্তির অধীনে জেফারসন প্রশান্ত মহাসাগরের দিকে যে আবিষ্কারক অভিযাত্রীদল পাঠিয়েছিলেন, তারাই ফিরে এসে জাতিকে এই অঞ্চলটির সংবাদ দিল। এই যে সুপ্রসিদ্ধ প্রচেষ্টা, যা ভৌগলিক আবিষ্কারের এক নূতন অধ্যায় সূচিত করেছিল, তাতে যুক্তরাষ্ট্রের সরকারের আড়াই হাজার ডলার খরচ পড়েছিল। অনাবিষ্কৃত পশ্চিমাঞ্চলের রহস্য উদ্ঘাটনের দিকে জেফারসনের বরাবর প্রবল আগ্রহ ছিল। ইণ্ডিয়ানদের সম্বন্ধে তাঁর ভাল ধারণা ছিল। তাদের বিষয় এবং ওহায়ো উপত্যকায় প্রাগৈতিহাসিক জানোয়ারদের কঙ্কাল সম্পর্কে তিনি

বিস্তারিত ভাবে লিখেছিলেন। কিন্তু তিনি যখন লিউইস আর ক্লার্ককে সেই অঞ্চলে পাঠিয়েছিলেন, তাঁর উদ্দেশ্য ছিল দ্বিবিধ। বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধান ছাড়াও তিনি আশা করেছিলেন যে এরা সেই মিসিসিপি নদীর অববাহিকাটিকে আমেরিকার ফারব্যবসায়ীদের কাছে অবারিত ক'রে দেবে। ঐ সময়ে ঐ অঞ্চলের ইন্ডিয়ান তাদের পণ্য ফার নিয়ে ক্যানাডায় যেত, ব্রিটিশদের কাছে তা বিক্রি করতে। জেফারসনের মতে নদীপথে এসে আমেরিকানদের কাছে সে জিনিস বিক্রি করা তাদের পক্ষে আরো বেশী সহজসাধ্য হবে।

দুটি উদ্দেশ্যই সফল হয়েছিল। লিউইস আর ক্লার্ক মিজুরির উপরে উঠে, রকি পর্বতমালা পার হয়ে, কলাম্বিয়ার ভিতর দিয়ে প্রশান্ত মহাসাগরের উপকূলে নেমে আবিষ্কারের এমন একটা অবিস্মরণীয় কীর্তি স্থাপন করলেন যাকে বলা হয়েছে, "পৃথিবীর ইতিহাসে এই ধরনের সাফল্য অতুলনীয়।" বিশেষ কিছু বিপদের সম্মুখীন তাঁদের হ'তে হয়নি, কারণ তাঁরা যুদ্ধপ্রিয় সিয়োকস জাতিকে এড়িয়ে চলেছিলেন। আঠার মাসে চার হাজার মাইল ভ্রমণ ক'রে তাঁরা মানচিত্র সমেত স্থানটির বিস্তারিত বিবরণ দিয়েছিলেন। তাছাড়া ধনী ব্রিটিশ ফারব্যবসায়ীদের সঙ্গে আমেরিকানদের প্রতিযোগিতারও তাঁরা একটা ভিত্তিস্থাপন করেছিলেন। ফিরে আসবার পরই নদীর উপর অনেকগুলি দুর্গ সমেত মিজুরি ফার কম্প্যানি স্থাপনে ক্লার্ক সাহায্য করেছিলেন। সেটি ক্রমে সমৃদ্ধিশালী হ'ল। তার ঠিক পরেই জন জ্যাকব এ্যাস্টরের আমেরিকান ফার কম্প্যানি উত্তরপশ্চিম অঞ্চলের ব্যবসায়-ক্ষেত্রে প্রবেশ করল। এযাবৎ এটি প্রধানতঃ বড়বড় হ্রদ অঞ্চলেই কারবার চালিয়েছিল, কিন্তু এ্যাস্টর ঠিক করলেন কলাম্বিয়া নদীর মোহনায় একটি ঘাঁটি স্থাপন করবেন। ১৮১১-তে টংকিন নামে তাঁর একটি জাহাজ কেপ হর্ন ঘুরে উত্তরে গিয়ে এ্যাস্টোরিয়া আবিষ্কার করল (যে স্থানটিকে নিয়ে পরে ওয়াশিংটন আর্ভিং একটি চমৎকার বই লিখেছিলেন); ইতিমধ্যে পরের বছর এক অভিযাত্রীদল স্থলপথে গিয়ে সেই স্থানে হাজির হ'ল।

আরম্ভটা ভালই হয়েছিল। পশ্চিমাঞ্চল ও তার ব্যবসার উন্নতি ১৮২০-র পর তিনটি চমকপ্রদ ঘটনায় ত্বরান্বিত হয়েছিল। একটি হ'ল স্যাণ্টা ফে পথে মেক্সিকোর অধীনস্থ সুদূর দক্ষিণপশ্চিমে প্রচুর ব্যবসার আরম্ভ। উইলিয়াম বেকনেল নামে মিজুরির এক উদ্যমশীল লোক, প্রায় সত্তর জন ব্যবসায়ীকে একত্রিত ক'রে ঘোড়ার পিঠে পণ্যভার চাপিয়ে আটশ মাইল দীর্ঘ অসমতল বিপজ্জনক পথ পার হয়ে মেক্সিকানদের সীমান্ত ঘাঁটি স্যাণ্টা ফে-তে বেশ মোটা লাভে বিক্রি করলেন। পরের বছর তিনি এই সুদীর্ঘ পথে বড়বড় ঢাকা গাড়ি ব্যবহার করলেন। অন্যান্য ব্যবসায়ীরা তাঁর অনুসরণ করলেন এবং এইভাবে সেই সুপ্রসিদ্ধ স্যান্টা ফে পথটি নিয়মিত

ভাবে উন্মুক্ত হ'ল। যেসব ব্যবসায়ীরা এই পথটি ব্যবহার করতেন, তাঁরা প্রচুর বিপদের সম্মুখীন হয়েছিলেন, কারণ অঞ্চলটির বেশির ভাগ অংশ ছিল প্রায় মরুভূমি, যেখানে প্রবল গ্রীষ্ম আর অনাবৃষ্টি; তাঁদের অনেক কষ্ট ক'রে অনেক নদী পার হ'তে হয়েছিল এবং অনেক ইণ্ডিয়ান উপজাতির দ্বারা তাঁদের আক্রান্ত হবার সম্ভাবনা ছিল। আশি একশ'জন লোকের দল নিরাপদ হলেও, দশ বিশজন লোকের ছোট ছোট দলের বিপর্যস্ত হবার যথেষ্ট ভয় ছিল। যথাসময়ে এই পুর-বর্তীরা এমন একটা আমেরিকান পথ আবিষ্কার করলেন যাতে দক্ষিণ-পশ্চিম অঞ্চলটি যুক্তরাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত হওয়া সহজ হয়ে পড়ল।

দ্বিতীয় উল্লেখযোগ্য ঘটনা হচ্ছে ১৮২২-এ সেন্ট লুই-এর উইলিয়াম এ্যাস্‌লে নামে এক সেনানায়কের দ্বারা রকি পাহাড় ফার কম্প্যানি স্থাপন। তিনি একশ' জন লোকের জন্য বিজ্ঞাপন দিয়েছিলেন, যারা মিজুরি পর্বতে আরোহন ক'রে নদীর উৎসের কাছাকাছি এক থেকে তিন বছর থাকবে। এইটিই প্রথম ব্যবসায়ীর দল, যাদের স্থায়িত্ব নির্ভর করছিল ইণ্ডিয়ানদের সঙ্গে ব্যবসার উপর নয়, করছিল ম্যালিকেরা যে জালের ফাঁদের কাজ করছিলেন, তারই উপর। এই দলে পশ্চিমাঞ্চলে অনুসন্ধান কাজের কয়েকজন বিখ্যাত ব্যক্তি ছিলেন। দলের মধ্যে ছিলেন কিট কারসন, যিনি ফাঁদপাতার ব্যাপারে, শিকারে, ইণ্ডিয়ানদের সঙ্গে সংঘর্ষে, স্কাউটের কাজে এবং পথ-প্রদর্শক হিসাবে এমন অনেক হাঙ্গামার সম্মুখীন হয়েছিলেন যার জন্য তাঁর জীবন উপন্যাসের মতো হৃদয়গ্রাহী। এ ছাড়া ছিলেন জেডেডিয়া স্মিথ, ভৌগলিক অনুসন্ধানে যাঁর সমকক্ষ কেউ ছিল না। তৃতীয় ঘটনা হচ্ছে আরিকার ও অন্যান্য হিংস্র ইন্ডিয়ানদের বশীভূত করবার জন্য ১৮২৩-এ মিজুরি পর্বতে একটি সামরিক দলের অভিযান। জাতীয় সরকার এবং ফার ব্যবসায়ীদের দ্বারা নিযুক্ত এই "মিজুরি সেনাদল" একথা পরিষ্কার ভাবে বুঝিয়ে দিয়েছিল যে যুক্তরাষ্ট্র তার ফার-ব্যবসায়ীদের রক্ষা করবে।

সুদূর পশ্চিমাঞ্চলে মাথা গলানর ব্যাপারে গির্জাগুলিও অনেক সাহায্য করেছিল। সীমান্ত সংক্রান্ত ব্যাপারে গির্জাগুলি অনেকদিন থেকেই সংশ্লিষ্ট ছিল, কিন্তু ১৮৩১-এ এমন একটা ঘটনা ঘটল, যাতে তাদের মধ্যে নতুন ভাবে উৎসাহের জোয়ার আসে। কলাম্বিয়া নদীর উৎসের কাছে যেসব ইণ্ডিয়ানরা থাকত, তারা ব্রিটিশ ব্যবসায়ীদের কাছ থেকে ধর্মের প্রাথমিক পর্যায়টা জেনেছিল; এ-বিষয়ে তারা আরও বেশী জানতে চাইছিল। নেজ পার্স সেন্ট লুই-এ উইলিয়াম ক্লার্কের কাছে চারজন ব্যবসায়ীকে পাঠিয়ে 'বুক অব হেভন' পুস্তকটি আনিয়েছিল। যখন গির্জা সংক্রান্ত কাগজগুলি গোটা ঘটনাটা প্রকাশ করল, তখন চারদিকে প্রবল ঝোঁক দেখা গেল। কয়েকটি দলকে সঙ্গে নিয়ে কয়েকজন ধর্মযাজককে প্রোটেস্ট্যান্টরা

সুদূর পশ্চিমাঞ্চলে পাঠিয়ে দিল। তারা উইলিয়ামেট উপত্যকায় একটি গির্জা এবং স্নেক ও কলাম্বিয়ার সংযোগের কাছেই আর একটা গির্জা প্রতিষ্ঠিত করল। এই প্রচেষ্টায় প্রধান ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন ধর্মপ্রাণ ডক্টর মার্কাস হুইটম্যান। এই দলগুলি ইণ্ডিয়ানদের খ্রীষ্টান ধর্মে দীক্ষিত করার কাজে অনেক কিছু করেছিলেন। তারা কতকগুলি আদর্শ ক্ষেতখামার তৈরি করেছিলেন এবং ধর্মান্তরিত বন্য আদিবাসীদের দেখিয়েছিলেন কি ভাবে বাড়ি তৈরি করতে হয়, জমি পরিষ্কার করতে হয় আর শস্যোৎপাদন করতে হয়। ইতিমধ্যে তাঁরা সেই স্থানে দৃশ্য ও জলবায়ু সম্পর্কে যেসব চিঠি লিখেছিলেন তাতে তাঁদের আত্মীয় বন্ধুদের কল্পনা উদ্দীপ্ত হয়ে উঠেছিল এবং অনতিবিলম্বে পর্বত ও প্রান্তর পেরিয়ে ডাকগাড়িগুলি অরিগণ অঞ্চলে এসে হাজির হ'তে লেগেছিল।

অরিগণ পথ। যেসব প্রথম ঔপনিবেশিক এবং ফার-ব্যবসায়ীরা মিজুরি নদী-পথে কলাম্বিয়ায় হাজির হয়েছিল তারা যে অনির্দিষ্ট পথ ধ'রে অগ্রসর হয়েছিল, সেইটিই পরে অরিগণ পথ ব'লে খ্যাতিলাভ করে এবং সেটি ১৮৩৫ নাগাদ একটি বৃহৎ রাজপথ হয়ে ওঠে। দু'হাজার মাইল দীর্ঘ এই পথে ছিল অনেক বিপদ আর অসুবিধা। স্বাধীনতার পর মিজুরি নদীপথে আরম্ভ হয়ে এটি বিস্তীর্ণ প্রান্তর পার হয়ে রকি পর্বতমালায় উপস্থিত হয়। তারপর নিম্ন গিরিবর্ত্ম দিয়ে সেটি অতিক্রম ক'রে অনুর্বর পার্বত্য ভূমির মধ্যে দিয়ে এটি স্নেক নদীর উপর ফোর্ট হাল-এ উপস্থিত হয়। সেখান থেকে পথটি প্রায় দুরতিক্রম্য ব্লু মাউণ্টেন পার হয়ে আমাটিলা নদী এবং কলাম্বিয়ায় এসে হাজির হয়। গ্রেট সল্ট লেক ছাড়িয়ে আর একটা পথ দিয়ে ক্যালিফোর্নিয়ায় যাওয়া যেত। স্থানত্যাগীদের নিয়ে যে প্রথম দল প্রশান্ত মহাসাগরের দিকে যাত্রা করেছিল, তার উদ্যোক্তা ছিলেন জন বিডওয়েল। সেটি প্রায় আশি জন স্ত্রীপুরুষ আর শিশু নিয়ে ১৮৪১-এ বন্য অঞ্চলের ভিতর দিয়ে সফলভাবে অরিগণ-এ গিয়ে পৌঁছয়। অত্যাশ্চর্য ঘটনাবলীর এটি ছিল সূচনা মাত্র। ১৮৪৩-এ ঘটল সেই 'বিরাট দেশান্তর গমন', যখন দু'শ' পরিবারের এক হাজার লোক শতশত গরু-ছাগল চরাতে চরাতে গিরি-প্রান্তর পার হয়ে গন্তব্য স্থানে পৌঁছেছিল। বলদ-বাহিত শকটগুলি ঘণ্টায় দু'মাইল বেগে ভাল আবহাওয়ায় দিনে পঁচিশ মাইল এবং মন্দ আবহাওয়ায় দিনে পাঁচ থেকে দশমাইল অতিক্রম করতে পারত। ১৮৪৫-এ অরিগণ পথের জনতা-বিঝরিণী বিস্তীর্ণকায়া নদীর আকার ধারণ করল। সেবছর প্রায় তিন হাজার লোক উইলামেট উপত্যকায় এসে হাজির হয়েছিল।

এটি ছিল একটি অবিস্মরণীয় দেশান্তর গমন, এই অরিগণ পথে যাত্রা। "উঠে

যুক্তরাষ্ট্রের পশ্চিম অঞ্চল
আমেরিকা আবিষ্কারের স্থলপথগুলি
মিজুরি নদী
মিসিসিপি নদী
প্রশান্ত মহাসাগর

যুক্তরাষ্ট্রের রাজনৈতিক বিস্তৃতি

পড়, উঠে পড়," এই কোলাহলে ভোরের লগ্ন মুখরিত হয়ে উঠত এবং ঢাকা গাড়ি-গুলির সুদীর্ঘ রেখা, সুনির্বাচিত নেতাদের দ্বারা পরিচালিত হয়ে, চলতে শুরু করত। রাত্রিকালে চক্রাকারে তারা শিবির স্থাপন করত, গাড়িগুলি, পুরুষরা আর মালপত্র বাইরের দিকে থাকত, ভিতরের দিকে থাকত নারী, শিশু আর জন্তুরা। চার-দিকে ভালভাবে প্রহরী নিযুক্ত থাকত। পথে আহার্যও তৈরি হ'ত, জামাকাপড় কাচা হ'ত। চলত প্রণয়লীলা, শিশুসন্তান জন্মাত, দুর্বলরা পথপ্রান্তে জীবনের বোঝা নামাত এবং তাদের নিশ্চিহ্ন কবরে সমাধিস্থ করা হ'ত। যখন বলদরা আর গুরুভার টানতে অক্ষম হ'ত, অনেক প্রিয় সামগ্রীই পথের ধারে ফেলে যেতে হ'ত। যারা ইণ্ডিয়ানদের, ভালুকের, কলেরার বা বিশ্রী আবহাওয়ার সম্মুখীন হ'ত, তাদের পক্ষে গোটা যাত্রাপথটাই হয়ে দাঁড়াত একটানাভাবে যন্ত্রনাদায়ক। অন্যদের পক্ষে এ-যাত্রা ছিল পরমানন্দের। একজন যাত্রী লিখেছিল, "সেটা যেন ছিল একটি সুদীর্ঘ পিকনিক। পথে কত জিনিসেরই সাক্ষাৎ পাওয়া যেত—সেই ইণ্ডিয়ানরা, প্রান্তরের পশুরা, ব্যবসায়ীর দল এবং পার্বত্য অঞ্চলে যারা জাল ফেলে শিকার করত তারা।"

টনৈতিক কার্যাবলীর মতোই বিরাট জনতার এই অগ্রগমন অরিগণকে যুক্ত-রাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত করেছিল। এরই ফলে সেই সুদূর ভূখণ্ড এমনি জনাকীর্ণ হয়ে উঠেছিল যে ১৮৪৯-এ সেটির আঞ্চলিক সংগঠন সুসম্পন্ন হয়েছিল এবং তার দশ বছর পরে সেটি একটি সম্পূর্ণ রাষ্ট্রে পরিণত হয়েছিল।

মর্মনরা। ইউটায় মর্মনরাই পশ্চিমে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য এবং গুরুত্বপূর্ণ ধর্মীয় বসতি স্থাপন করেছিল। আমেরিকায় ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য, মতদ্বৈত ও নবধর্মমতের ঐতিহ্য অনেকগুলি অদ্ভুত দল সৃষ্টি করেছিল। তাদের মধ্যে অনেকগুলিই প্রচলিত দলগুলিরই নবতর শাখা। কিন্তু মর্মনরা একেবারে আনকোরা নতুন দল। উত্তরকালীন সাধুদের এই নতুন ধর্মমতের উদ্যোক্তা ছিলেন নিউ ইয়র্কের এক যুবক, জোসেফ স্মিথ। তিনি বলেছিলেন যে ১৮২০ খৃষ্টাব্দে একদিন তিনি মুক্তি কামনায় বনবাসে গিয়েছিলেন, তখন দুজন জ্যোতির্ময় ব্যক্তির আবির্ভাব ঘটে। যতদিন না 'নতুন নিয়মে'র সম্পূর্ণ উদ্ধার সাধন হয় ততদিন তাঁরা তাঁকে অপেক্ষা করতে বলেন। পরে মরোনি নামে এক দেবদূত এসে ভূগর্ভে রক্ষিত স্বর্ণফলকে খোদিত উত্তর আমেরিকার প্রাচীন অধিবাসীদের এক বিবরণীর কথা বলেন এবং এই দেবদূতদের দেওয়া নথিপত্র থেকে তিনি এই ইতিহাসের উদ্ধার সাধন করেন। ১৮৩০-এ সেটি 'মর্মনদের পুস্তক' নামে প্রকাশিত হয়। সেই বছরেই একটি গির্জা প্রতিষ্ঠিত হয়ে দ্রুত উন্নতি লাভ করতে থাকে। বহু উত্থান-পতনের পর এটির প্রধান কেন্দ্র ইলিনয়-এ স্থানান্তরিত হয়। এইখানে মর্মনরা

মিসিসিপি নদীর তীরে নভু নামে সমৃদ্ধশালী একটি নগর পত্তন করে, একটি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করে এবং একটি গির্জা নির্মান করতে আরম্ভ করে পুরুষদের বহুবিবাহপ্রথাও তারা গ্রহণ করে। এই প্রথা ও তাদের ধর্মমতের প্রতি বিরুদ্ধ মনোভাবের সঙ্গে রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ঈর্ষা যুক্ত হয়ে দাঙ্গাহাঙ্গামা সৃষ্টি করল। একটি জনতা স্মিথকে ও তার ভাইকে গ্রাম্য জেলখানা থেকে বা ক'রে এনে ফাঁসি দিল। তারপর অনতিবিলম্বে ব্রিঘাম ইয়ং পরিচালিত মর্মনদে রাষ্ট্র থেকে নির্বাসিত করা হ'ল। দূর পশ্চিমে নিরাপত্তা এবং শান্তি লাভের জন তারা মিসিসিপি নদী পার হয়ে চ'লে গেল।

এর ফলে যেস্থানটিকে সকলে মরুভূমি ভেবেছিল সেখানে বসতি স্থাপনে পরম কীর্তি দেখা গেল। ব্রিঘাম ইয়ং তাঁর লোকেদের প্রান্তর পার ক'রে গ্রেট সল লেকের উপত্যকায় এনে হাজির করলেন; সেখানে তিনি গিরিবেষ্টিত উর্বর জমি স্বাস্থ্যকর আবহাওয়া এবং চাষের জন্য প্রচুর জল দেখতে পেয়েছিলেন। তিনি জমিগুলি তৈরি করতে বললেন, নগর পত্তনের একটি উপযুক্ত স্থান নির্বাচ করলেন এবং পূর্বাঞ্চলের সঙ্গে যাতে একটা যোগাযোগ স্থাপিত হয় সেদিকে নজ দিলেন। প্রথম বছরে অবশ্য শস্য তেমন ভাল হয়নি, কিন্তু তার পর থেকে যাতে সকলে প্রচুর পরিমাণে শস্য পায় ইউটা তার ব্যবস্থা করেছিল। সমগ্র উপত্যকা ধ'রে ক্ষেতখামার এবং চাষ করবার জন্য খালগুলি শীঘ্রই ছড়িয়ে পড়েছিল। ব্রিঘা ইয়ং স্বৈরাচারীর মতো ক্ষমতা ব্যবহার করতেন, কিন্তু তাঁর জ্ঞান ও বদান্যতার জন লোকে তা সহ্য করতে পেরেছিল। তিনি ও তাঁর গির্জার কর্তৃপক্ষ ইউটার উৎপা দ্রব্যগুলি বিক্রির ব্যবস্থা করেছিলেন। তাঁরা বসতি স্থাপন নিয়ন্ত্রণ করতেন, নতু শহরের জন্য স্থান নির্বাচন ক'রে উপযুক্ত সংখ্যক কারিগর পাঠিয়ে দিতেন। ফলে তারা সল্ট লেক সিটি গ'ড়ে তুলেছিল। সেখানে ছিল প্রশস্ত রাজপথ, আলোকি জলাশয়, উপাসনামন্দির। সেটি হয়ে উঠেছিল যুক্তরাষ্ট্রের শ্রেষ্ঠ দর্শনীয় স্থান গুলির অন্যতম। এটিই ছিল আমেরিকায় সর্বপ্রথম সুপরিকল্পিত অর্থনৈতি পরীক্ষা, এবং তা সফল হয়েছিল। কিছুদিন পুরুষদের বহুবিবাহ চলতে দেওয় হয়েছিল, তাতে ঔপনিবেশিক উদ্দেশ্য সফল হয়েছিল—কারণ, নতুন ধর্মগ্রহণকারী দের মধ্যে মেয়েদের সংখ্যাই ছিল বেশী এবং সীমান্ত প্রদেশে সেইসব মেয়েদে জন্য যথেষ্ট পরিমাণ স্থান ছিল না যারা বিয়ে করেনি এবং মা হয়নি। ১৮৫০-এ ইউটা একটি অঞ্চল হিসাবে সংগঠিত হয়েছিল।

টেক্সাস আত্মসাৎ। টেক্সাস আত্মসাৎ, এবং দুর্বল মেক্সিকোর কাছ থেকে ক্যালিফোর্নিয়া ও দক্ষিণ-পশ্চিম অঞ্চল জয়ের দ্বারা পশ্চিমে আমেরিকার রাজ

বিস্তার সম্পূর্ণ হ'ল। ১৮৪০-এর কয়েক বছরের মধ্যেই যুক্তরাষ্ট্র মহাদেশের মধ্যে কয়েকটি সবচেয়ে সুন্দর ও সম্পদপূর্ণ স্থান নিজের অন্তর্ভুক্ত ক'রে নিল। মেক্সিকোর কাছ থেকে অঞ্চল অধিকারকে অনেকে আক্রমনাত্মক দুর্নীতি আখ্যা দিয়েছেন। জেমস রাসেল লাওয়েল বলেছেন যে দক্ষিণাঞ্চলের লোকেরা টেক্সাস চাইছিল এই জন্য যে তারা সেখানে আরও ক্রীতদাস ভ'রে রাখতে পারবে। এটা অন্যায় অভিযোগ। একটি স্বাভাবিক, অমোঘ ও স্পষ্ট ভবিতব্যতায় এই অঞ্চলটি যুক্তরাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত হয়েছিল।

টেক্সাস ছিল আয়তনে জার্মানির সমান সেখানে মাত্র কয়েকটি পশুপালনের আস্তানা আর শিকারীরা ছিল। উৎসুক হয়ে এখানে ছুটে গেছল বহু আমেরিকান এবং কয়েকজন ব্রিটন। স্টিফেন এফ. অস্টিনই সেখানে ১৮২১-এ প্রথম ইংগ-আমেরিকান বসতি স্থাপন করলেন। বিনামূল্যে জমি, এবং দক্ষিণাঞ্চলের রাষ্ট্র-গুলির সংগে সহজ যোগাযোগ ব্যবস্থা ইত্যাদিই ছিল আসল টোপ। মেক্সিকোর শাসনব্যবস্থা ছিল অকর্মণ্য, অসৎ এবং অত্যাচারী। ১৮৩৫ ঔপনিবেশিকরা বিদ্রোহী হয়ে কয়েকটি যুদ্ধ জয় ক'রে স্বাধীনতা লাভ করল। এই সংঘর্ষের একটি প্রধান ঘটনা ছিল মেক্সিকানদের দ্বারা এ্যালামো নামে স্যান এ্যান্টোনিওর একটি দুর্গ দখল, যেখানে সমস্ত আমেরিকান প্রতিরোধকারীরা নিহত হয়েছিল। "থার্মপলির পরাজয়ের সংবাদ বহন ক'রে নিয়ে যাবার জন্য ভগ্নদূত ছিল; এ্যালামোর একজনও ছিল না।" সুপ্রতিষ্ঠিত হবার পর টেক্সাসের সাধারণতন্ত্র উন্নতি করতে লাগল এবং সেখানে বহু আমেরিকান বসতিস্থাপনকারীরা গিয়ে উপস্থিত হয়েছিল। কিছুদিন যুক্তরাষ্ট্র এই স্থানটিকে তার অন্তর্ভুক্ত করতে অস্বীকার করেছিল। কিন্তু কতকগুলি কারণে বহু আমেরিকান ক্রমে তাদের মত পরিবর্তন করেছিল। তার মধ্যে একটা কারণ ছিল এই যে অল্পবসতি ও অনুন্নত পশ্চিমে হস্তক্ষেপ একটা কর্তব্য কর্ম ব'লে মনে হয়েছিল। আর একটা কারণ, তারা একথা হৃদয়ঙ্গম করেছিল যে টেক্সাসের লোকেরা তাদের যাদের স্বাভাবিক স্থান আমেরিকার পতাকার নিচে। তৃতীয় কারণ এই যে, তারা ভয় করছিল যে গ্রেট ব্রিটেন টেক্সাসে হস্তক্ষেপ ক'রে সেটিকে নিজের অধিকারের আওতায় নিয়ে আসতে পারত। তাছাড়া ছোট ছোট স্বার্থ সেখানে কর্মতৎপর হয়ে উঠেছিল। উত্তরাঞ্চলের লোকেরা চাইছিল তাদের কারখানায় তৈরী মালগুলি টেক্সাসে বিক্রি করবে; জাহাজের মালিকরা দেখল গ্যালভস্টোনে জাহাজ পাঠান বেশ লাভজনক; সুতোর কারখানার ইয়াঙ্কি মালিকরা টেক্সাসের শস্তা তুলো খুঁজছিল। দক্ষিণাঞ্চলের বহুব্যক্তি টেক্সাসে বসতি স্থাপন করতে যেতে চাইছিল, কিন্তু তারা আমেরিকার পতাকার আওতার বাইরে যেতে রাজী ছিল না।

মেক্সিকোর যুদ্ধ এবং ক্যালিফোর্নিয়া ও নিউ মেক্সিকোর অন্তর্ভুক্তি। ইতিমধ্যে বহু আমেরিকান চাইছিল অনুরূপ শান্তিপূর্ণ উপায়ে ক্যালিফোর্নিয়া অধিকার করতে। তাদের ধারণায় এটা সম্ভব ছিল স্থানটির বিশেষ অবস্থানের জন্য। ক্যালিফোর্নিয়ার লোকসংখ্যা ছিল এগার কি বার হাজার এবং তারা সমুদ্রতীর আঁকড়েই প'ড়ে ছিল। তাদের টাকা ছিল না, সৈন্য ছিল না, রাজনৈতিক অভিজ্ঞতা ছিল না। তাদের শরীরে মেক্সিকোর লোকেদের চেয়ে বেশী মেক্সিকান রক্ত ছিল এবং তারা নিজেদের মেক্সিকোর লোকেদের চেয়ে শারীরিক ও মানসিক দিক দিয়ে শ্রেষ্ঠতর মনে করত। তারা নামমাত্র মেক্সিকোর অধীনে ছিল। যদি তাদের নিজেদের বহু পরিবারের পরস্পরের সংগে কলহ না থাকত এবং উত্তর ও দক্ষিণ ক্যালিফোর্নিয়ার মধ্যে বহুদিনব্যাপী একটা দ্বন্দ্ব না থাকত, তাহলে তারা বহুদিন পূর্বে মেক্সিকান কর্তৃপক্ষকে অস্বীকার করত। আসলে মেক্সিকো তাদের জন্য কোন আদালত, কোন পুলিশ, ডাকঘরের সুবিধা বা বিদ্যালয়ের ব্যবস্থা করেনি। ক্যালিফোর্নিয়ার সংগে মেক্সিকো শহরের যোগাযোগ ছিল দুর্লভ এবং অনিশ্চিত। এই স্থানটির উপর তার আধিপত্যের যে কেবল ছায়ামাত্র ছিল এটা মেক্সিকো এমন স্পষ্টভাবে বুঝেছিল যে স্থানটিকে গ্রেট ব্রিটেনের কাছে বিক্রি করবার মতলব করছিল। বছরের পর বছর ক্যালিফোর্নিয়ায় এ্যামিরিকানদের সংখ্যাও যেমন বাড়ছিল, তাদের বিরুদ্ধ মনোভাবও বাড়ছিল। উপকূল অঞ্চলে আমেরিকান জাহাজগুলি অনেকদিন থেকেই বাণিজ্য করছিল এবং যেসমস্ত ঔপনিবেশিকরা সেই সুন্দর আবহাওয়ায় বসতি স্থাপন ক'রে গরুছাগল ও গম থেকে অর্থোপার্জনের স্বপ্ন দেখছিল, তারা ১৮৩০-এর পর থেকেই গিরিলঙ্ঘন করতে আরম্ভ করেছিল। ১৮৪৬-এ বার শ' বিদেশী অধিবাসী ছিল, তাদের মধ্যে বেশির ভাগই আমেরিকান। অনেকে যে বিশ্বাস করত ক্যালিফোর্নিয়া যুক্তরাষ্ট্রের হাতে পাকা ফলের মতো ঝ'রে পড়বে, সেটি অধিকার করতে বলপ্রয়োগের প্রয়োজন হবে না, এতে আশ্চর্য হবার কিছু ছিল না।

মেক্সিকোর যুদ্ধ আরম্ভ না হ'লে হয়ত তাই হ'ত। এই সংঘর্ষের পরোক্ষ কারণ ছিল অবশ্য দুই জাতির মধ্যে ক্রমবর্ধমান অবিশ্বাস এবং প্রত্যক্ষ কারণ ছিল টেক্সাসের সীমান্ত নিয়ে বিরোধ। যুক্তরাষ্ট্রের অভিমত অনুসারে এই সংঘর্ষ খুব চমৎকার এবং অল্পদিন স্থায়ী হয়েছিল। জ্যাকারি টেলারের অধীনে একটি আমেরিকান বাহিনী উভয় মেক্সিকোয় গিয়ে সুরক্ষিত শহর মন্টারে অধিকার করল এবং বুয়েনা ভিস্তার প্রচণ্ড যুদ্ধে একটি বিরাট মেক্সিকান বাহিনীকে পরাজিত করল। ১৮১২-র যুদ্ধের বিখ্যাত বীর উইনফিল্ড স্কটের অধীনে আর একটি বাহিনী—ভেরা ক্রুজে অবতরণ ক'রে পর্বত লঙ্ঘন ক'রে পশ্চিম দিকে অগ্রসর হ'ল

এবং কঠিন সংগ্রামের পর মেক্সিকো শহর অধিকার করল। এইখানেই স্কট "মন্তেজুমাদের গৃহচূড়ায়" আমেরিকার পতাকা উড়িয়েছিলেন। যখন শান্তি স্থাপিত হ'ল, তখন যুক্তরাষ্ট্র যে কেবল ক্যালিফোর্নিয়া পেল তাই নয়, তার সংগে পেল ক্যালিফোর্নিয়া ও টেক্সাসের অন্তর্বর্তী নিউ মেক্সিকো নামে এক বিস্তৃত অঞ্চল, নেভাডা এবং ইউটা যার অন্তর্ভুক্ত ছিল। এখানে এবং টেক্সাস-এ যুক্তরাষ্ট্র প্রায় ন' লক্ষ আঠার হাজার বর্গমাইল ভূমি লাভ করল।

এছাড়া সেটি একটি ধনভাণ্ডারও লাভ করেছিল, কারণ শান্তিচুক্তি যখন সম্পূর্ণভাবে সমর্থিত হচ্ছিল ঠিক সেই সময়েই ক্যালিফোর্নিয়ার পাহাড়গুলিতে সোনা আবিষ্কৃত হ'ল। অনতিবিলম্বে দলে দলে ভাগ্যান্বেষীরা জলপথে ও স্থলপথে ছুটে আসতে লাগল, পার্বত্য ঝর্নার আশেপাশে নানারকমের পাত্র হাতে তারা চেষ্টা করতে লাগল যাতে জল থেকে স্বর্ণরেণু বেছে নেওয়া যায়। শিবিরগুলির কলকোলাহলে পর্বতগুলি মুখরিত হয়ে উঠল; রাতারাতি স্যানফ্রানসিস্কো একটি কর্মব্যস্ত মহানগরীতে পরিণত হ'ল, যেখানে উদ্যম, বিলাসিতা এবং পাপের ছড়াছড়ি। এদিকে ক্যালিফোর্নিয়াও পশুপালক স্পেনীয়-আমেরিকান জমিদারদের স্বপ্নালু নিদ্রাকাতর আবহাওয়া থেকে অ্যাংগ্লো-স্যাক্সনদের একটি কর্মব্যস্ত এবং জনবহুল সাধারণতন্ত্রে রূপান্তরিত হ'ল। আমেরিকার ইতিহাসে এই "আগেকার দিনগুলি, সোনার দিনগুলি, উনপঞ্চাশের দিনগুলি"-ই ছিল সবচেয়ে বর্ণাঢ্য। এত দ্রুতভাবে ক্যালিফোর্নিয়া উন্নতিসাধন করেছিল যে ১৮৫০-এ একটি রাষ্ট্র হিসাবে এটি যুক্তরাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত হয়েছিল।

পশ্চিমের এই বিস্তীর্ণ অঞ্চলগুলি যুক্ত হওয়ায় আমেরিকানরা কতকগুলি অবহেলিত সমস্যা নিয়ে মাথা ঘামাতে বাধ্য হ'ল; সেগুলি হচ্ছে ক্যারিবিয়ান সমস্যা; প্রশান্ত মহাসাগরের সমস্যা; ইসথমিয়ান খাল সমস্যা এবং সর্বোপরি ক্রীতদাস সমস্যা, যা যুক্তরাষ্ট্রের সর্বত্র ছড়িয়ে পড়তে চাইছিল।

দশম অধ্যায়

স্থানীয় সংঘর্ষ

ক্রীতদাস প্রথা : 'অদ্ভুত রীতি'। গৃহযুদ্ধের ছ'বছর আগে নিউ ইয়র্কের তীক্ষ্ণবুদ্ধি অধিবাসী ফ্রেডারিক ল ওমসটেড মিসিসিপির কোন একটি প্রথম-শ্রেনীর তুলো চাষের জায়গা দেখতে গিয়েছিলেন। সেখানে তিনি দেখেছিলেন একটি সুরম্য বিরাট অট্টালিকা, প্রায় এক হাজার চারশ' একর জমিতে তুলো ছাড়া অন্যান্য শস্যও রোপিত হয়েছে। তিনি আরও দেখেছিলেন দুই শত শূকর। এক'শ পাঁয়ত্রিশ জন ক্রীতদাসের মধ্যে প্রায় সত্তর জন জমিতে চাষ করত, তিনজন যন্ত্রপাতির কাজ করত এবং ন'জন হয় বাড়িতে, নয় তো আস্তাবলে, পরিচারকের কাজ করত। তারা কাজ করত ভোর থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত এবং রবিবার, কখনো কখনো শনিবারও, ছুটির দিন ছিল। গ্রীষ্মকালে এই দল ষোল ঘণ্টা ধ'রে প্রচুর পরিশ্রম করত, কেবল দুপুরে বিশ্রামের জন্য একঘণ্টা ছুটি পেত। তাদের খাবার বরাদ্দ ছিল সপ্তাহে প্রায় ছ'সের চাল বা গম আর দু'সের শুয়রের মাংস প্রত্যেকের জন্য। এছাড়া অবশ্য শাকসবজি, ডিম এবং [illegible] নিজেদের পালনকরা মুরগীও থাকত। প্রতি ক্রীসমাসে গুড়, কফি, তামাক, কাপড় প্রভৃতি তাদের মধ্যে বিতরণ করা হ'ত। নিজেদের ঘরের জ্বালানি কাঠ নিগ্রোরা জোগাড় করত একটি জলাভূমির গাছ থেকে যেখানে রবিবার তারা অতিরিক্ত পরিশ্রম ক'রে কাঠ কেটে তা বিক্রি ক'রে যে টাকা পেত তা দিয়ে নিজেদের জন্য এটা ওটা আরামের জিনিস কিনতে পারত। তারা যখন ক্ষেতে কাজ করত তখন তাদেরই জাতভাই একজন তাদের মধ্যে বেত হাতে ঘুরে বেড়াত, যেটা সে মাঝে মাঝে তাদের পিঠে আছড়ে দিত। শ্বেতাঙ্গ ওভারসিয়ার ওমসটেডকে বলেছিল যে তাদের নি[illegible]তা ভালই, যদিও সে সম্প্রতি একটি ক্রীতদাসকে বিক্রি ক'রে ফেলেছে এই কারণে যে সে তাকে ছোরা মারবার চেষ্টা করছিল। "তার 'নিগার'রা সাধারণতঃ পালিয়ে যেত না এই কারণে যে, তারপর তারা নিশ্চিত ভাবেই ধরা পড়ত। যখনই যে দেখত কেউ পালিয়েছে, সে অমনি তার পিছনে কুকুর লেলিয়ে দিত।"

এটি একটি উচ্চ ধরনের জোতদারের কথা। অন্যান্য প[illegible] মতো ওমসটেডও এর চেয়ে রূঢ়তর ব্যবস্থাও ক্ষেতখামারে দেখেছেন; এবং যেখানে ব্যবস্থা অনেক কোমলতর, তাও তাঁর চোখ এড়ায়নি। সমালোচকরা ক্রীতদাস প্রথার বিরুদ্ধে বলেছেন এই কারণে যে তাদের খুব বেশী খাটিয়ে নেওয়া হ'ত, মাঝেমাঝে বেত মারা হ'ত, নিলাম বিক্রির জন্য তাদের পরিবার ছত্রভঙ্গ হয়ে যেত, তাদের শিক্ষার ও উন্নতির কোন ব্যবস্থা করা হ'ত না। এর প্রতিবাদীরা এই প্রথার সপক্ষে বলত এই কারণে যে এটি শ্রমজীবিদের বেকারত্ব অসুস্থতা এবং বৃদ্ধবয়সের অসহায়তা থেকে রক্ষা করত, কারণ এ-ব্যবস্থা দক্ষিণাঞ্চলকে ধর্মঘট ও শ্রমিক সংঘর্ষ থেকে পরিত্রাণ করেছিল, কারণ কুসংস্কারাচ্ছন্ন ব্যক্তিদের এই প্রথা খৃষ্টান ধর্মে দীক্ষিত ক'রে তাদের উন্নতির ব্যবস্থা করেছিল, কারণ (তাদের মতে) এই প্রথায় প্রভুরা হয়ে উঠেছিল উদার এবং পরিচারকরা প্রভুভক্ত। একটি অর্থনৈতিক ব্যবস্থা হিসাবে ক্রীতদাসপ্রথার সপক্ষে ও বিপক্ষে, দুই পক্ষেই লোক ছিল। "দি ইমপেন্ডিং ক্রাইসিস"-এর লেখক উত্তর ক্যারোলাইনার হিনটন রোয়ান হেলপারের মতো ওমসটেডও মনে করতেন যে, এই প্রথার জন্য দক্ষিণাঞ্চলের অর্থনৈতিক অবস্থা শোচনীয় হয়েছিল; কিন্তু দক্ষিণের নেতারা মনে করতেন যে এর জন্য দায়ী উত্তরের অর্থলোলুপতা। উত্তরের লোকদের মতে ক্রীতদাসপ্রথায় শ্বেতাঙ্গ কৃষ্ণাঙ্গ উভয়েই ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছিল, কিন্তু দক্ষিণাঞ্চলের লোকেরা মনে করত যে প্রচুর সংখ্যক নিগ্রোদের সামলাবার এবং শ্বেতাঙ্গদের প্রভুত্ব বজায় রাখবার এটিই ছিল একমাত্র উপায়।

আসলে যে অদ্ভুত ব্যবস্থাটিকে একপক্ষ আক্রমণ ও অপরপক্ষ সমর্থন করছিল তার প্রকৃত স্বরূপ, কি উত্তরের কি দক্ষিণের, খুব কম আমেরিকানই বুঝতে পেরেছিল। কারণ আমেরিকার ক্রীতদাস প্রথার সবচেয়ে বড় কথা এই যে ক্রীতদাস ছিল নিগ্রোরা, এর লক্ষণীয় বিশেষ প্রশ্ন জাতিগত, সামাজিক বা রাষ্ট্রিক মর্যাদা-সংক্রান্ত নয়। সমস্ত ব্যবস্থাটির এমনভাবে পরিকল্পনা করা হয়েছিল যাতে শ্বেতাঙ্গ-কৃষ্ণাঙ্গদের পারস্পরিক সম্বন্ধ নিয়ন্ত্রিত হয়, প্রভু-ভৃত্যদের নয় এবং যদিও গৃহযুদ্ধ ও সংবিধানের ত্রয়োদশ সংশোধনের জন্য নিগ্রোদের অবস্থার প্রচুর উন্নতি হয়েছিল, তবু তাদের প্রভুদের সঙ্গে নিগ্রোদের অর্থনৈতিক ও সামাজিক সম্পর্কের এমন কিছু পরিবর্তন হয়নি। ক্রীতদাসপ্রথার সমর্থনে যেসব যুক্তিতর্ক প্রয়োগ করা হয়েছিল, সেগুলিকে সম্পূর্ণ প্রাদেশিক ভাবে যোগ্যতার সঙ্গে, যে-নেতার প্রভুত্ব গৃহযুদ্ধের পর প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, তারই সমর্থনে প্রযুক্ত হ'তে পারত। এই দাসপ্রথার বিরুদ্ধবাদীরা এর বিরুদ্ধে যেসব যুক্তিতর্কের অবতারণা করেছিল, সেগুলিকে যুদ্ধের পর ব্যবহারের জন্য তুলে রেখে দেওয়া যেতে পারত। ইয়াঙ্কিরা যখন তর্ক তুলল যে ক্রীতদাস-প্রথা দক্ষিণাঞ্চলের উন্নতিতে বাধা দিচ্ছে,

যখন তারা দক্ষিণের কৃষি, শিল্প ও শিক্ষার উন্নতির অভাবের জন্য দাসপ্রথাকে দায়ী করল তখন তারা অবশ্য এই কথাই বোঝাতে চাইছিল যে কৃষ্ণাঙ্গদের শ্রম নিম্ন-স্তরের এবং বুদ্ধিহীন। এই অবস্থা দাসপ্রথার বিলোপের বহুদিন পর পর্যন্ত চলেছিল। দক্ষিণের বহু ব্যক্তি একথা বুঝতে পেরেছিল, কিন্তু তা সহজাত প্রেরণায়, বুদ্ধিবৃত্তির দ্বারা নয়। তাছাড়া দাসপ্রথা যে জাতিগত সম্পর্ক বিবর্তনের একটি পর্যায় ছাড়া আর কিছু নয়, একথা তারা বুঝিয়ে বলতে পারেনি এবং যেহেতু উত্তরের লোকেরাও একথাটা বুঝতে পারেনি, দাসমুক্তি আন্দোলনের নিগূঢ় অর্থও তাদের মাথায় ঢোকেনি, সেজন্য মুক্তিদানের পরিণতিতে তারা হতাশার সম্মুখীন হয়েছিল।

১৮৫০-এ যখন দেশের লোকসংখ্যা দু'কোটি তিরিশ লক্ষ (পরবর্তী দশবছরে এই লোকসংখ্যা গ্রেটব্রিটেনের লোকসংখ্যাকে ছাড়িয়ে গিয়েছিল), তখন ক্রীতদাসদের সংখ্যা বত্রিশ লক্ষ। দক্ষিণ কারোলাইনা ও মিসিসিপিতে ক্রীতদাসদের সংখ্যা শ্বেতাঙ্গদের চেয়ে বেশী ছিল, লুইজিয়ানাতে এই সংখ্যা ছিল প্রায় সমান-সমান এবং এ্যালাবামাতে ক্রীতদাসরা ছিল শ্বেতাঙ্গদের সাতভাগের তিনভাগ। দক্ষিণে এমন অনেক স্থান ছিল যেখানে ক্রীতদাসরা সংখ্যায় লোকসংখ্যার দশভাগের একভাগ। মেরীল্যান্ড থেকে এ্যালাবামা পর্যন্ত এ্যাপালেসিয়ান পর্বতে একজনও ক্রীতদাস ছিল না। আবার দক্ষিণে এমন অনেক স্থান ছিল যেখানে ক্রীতদাসদের সংখ্যা খুব বেশী। চার্লসটনের ঠিক উত্তরে তারা ছিল লোকসংখ্যার শতকরা অষ্টআশি ভাগ, মধ্য এ্যালাবামায় সত্তর ভাগ, জর্জিয়ার সমুদ্রতীরে আশি ভাগ এবং নিম্ন মিসি-সিপির পাশে একটি অঞ্চলে তাদের সংখ্যা ছিল শতকরা নব্বই। দাসেদের সংখ্যা ছিল সেইসব স্থানে সবচেয়ে বেশী যেখানে আবহাওয়া ছিল গ্রীষ্মপ্রধান, জমি সমতল এবং উর্বর; সেইসব স্থানে সবচেয়ে কম যেখানে জমি পার্বত্য ও অনুর্বর। দক্ষিণের খুব কম লোকেরই ক্রীতদাস ছিল। ১৮৫০-এ যে শ্বেতাঙ্গদের ছ'কোটি লোকসংখ্যা ছিল লোকগণনার হিসাব অনুযায়ী দেখা গেল যে তিনলক্ষ সাতচল্লিশ হাজারে ছিল সাতশ' পঁচিশজন। যদিও কৃষ্ণাঙ্গরা ছোট ছোট দলে বিভক্ত হয়ে এক এক পরিবারে থাকত, সুদূর দক্ষিণের যেসব অঞ্চলে তুলো, চিনি আর ধান জন্মাত সেখানে তিন চার হাজার পরিবারের হাতেই বেশির ভাগ ক্রীতদাসরা ছিল। এইসব পরিবার সবচেয়ে ভাল জমিগুলির মালিক ছিল এবং কৃষিসংক্রান্ত আয়ের বার আনা ছিল তাদেরই। দৃষ্টান্ত স্বরূপ জর্জিয়ার হাওয়েল কব এক হাজার নিগ্রোর সাহায্যে দশহাজার একর জমিতে তুলোর চাষ করত। ঠিক এইভাবেই রাজনৈতিক ক্ষমতা এবং চিন্তাজগতের নেতৃত্বও একটি ক্ষুদ্র এবং অভিজাত শ্রেণীর মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল।

১৮৩০-এ আরম্ভ হয়ে বিভিন্ন অংশে জনমত দাসপ্রথার প্রশ্নে দৃঢ়তাবদ্ধ হয়েছিল। দাসপ্রথার উচ্ছেদ এবং ব্যক্তিগত স্বাধীনতার মনোভাব উত্তরাঞ্চলের রাষ্ট্রগুলির মধ্যে প্রবলতর হয়ে উঠেছিল। উগ্রপন্থী উইলিয়াম লয়েড গ্যারিসন ১৮৩১-এ বস্টন-এ তাঁর পত্রিকা 'লিবারেটার' প্রকাশ করতে আরম্ভ করলেন। কিন্তু গ্যারিসনের গুরুত্ব অযথা বাড়িয়ে ধরা হয়েছিল, কারণ এই আন্দোলনে সমানভাবে কার্যকরী অংশ গ্রহণ করেছিল ধর্মযাজক সি. জি. কিনে, আন্দোলনকারী থিয়োডোর ডি. ওয়েল্ড পরিচালিত ওহায়োর এক প্রবল দল এবং আর্থার টাপানের নেতৃত্বে নিউ ইয়র্কের একটি দল। দাসপ্রথা সমূলে উৎপাটনের সপক্ষে আন্দোলন তাঁরা সুদক্ষ ভাবে সংগঠিত করেছিলেন। দমননীতি কেবলমাত্র অগ্নিতে ঘৃতাহুতি দিল। ইলিনয়ে এ্যালটনে এক মারমুখী জনতার হাত থেকে তাঁর উচ্ছেদপন্থী কাগজের কার্যালয় রক্ষা করতে গিয়ে যখন এলিজা পি. লাভজয় নিহত হলেন, তখন দাসপ্রথার বিরুদ্ধে আন্দোলন প্রবলতর হ'ল। সামাজিক অধিকারের উপর এই হস্তক্ষেপ দেখে অনেক কৃতি ব্যক্তির এই ধারণা দৃঢ়মূল হ'ল যে মানব জাতির মুক্তির প্রশ্ন জটিল আকার ধারণ করছে। গ্যারিসনের উপর জনতার একটি আক্রমণের ফলে বস্টনের বাগ্মী ওয়েনডেল ফিলিপস আন্দোলনে যোগ দিতে অনুপ্রাণিত হলেন। ইউটিকায় দাসপ্রথার বিরুদ্ধবাদী এক সভায় এসে হাঙ্গামা করার ফলে উত্তর নিউ ইয়র্কের গেরিট স্মিথ আন্দোলনে যোগ দিলেন। নিজের রাষ্ট্রে খবরের কাগজের উপর আক্রমণ দেখে, ওহায়োর সুদক্ষ স্যামন পি চেজ আন্দোলনে যোগ দিলেন। কোন সময়েই সম্পূর্ণ বিলোপবাদীরা জনতার পূর্ণ সমর্থন লাভ করতে পারেনি। কিন্তু যেসব ব্যক্তি-স্বাধীনতার সমর্থকরা দাবি করেছিল যে ক্রীতদাসপ্রথাকে আর এক পা অগ্রসর হ'তে দেওয়া উচিত নয়, তারা একটি যুদ্ধমান দলে পরিণত হ'ল। ইতিমধ্যে দক্ষিণের বহু নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি রায় দিলেন যে ক্রীতদাস প্রথা সুস্পষ্টভাবে হিতকর। উইলিয়াম এ্যাণ্ড মেরী কলেজের টমাস ডিউ দাসপ্রথার সমর্থনে একটি পুস্তক প্রকাশিত করলেন। ১৮৩৫-এ দক্ষিণ ক্যারোলাইনার গভার্নর হ্যামণ্ড বললেন, "দাসপ্রথা আমাদের সাধারণতন্ত্রের ভিত্তি-প্রস্তর স্বরূপ"; প্রাচীন এথেন্সের দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ ক'রে ক্যালহোন বলে-ছিলেন যে দাসপ্রথার উপরেই শ্রেষ্ঠ সংস্কৃতি সুপ্রতিষ্ঠিত হয়।

গোড়ার দিকেই কয়েকজন দূরদৃষ্টিসম্পন্ন লোক বুঝেছিলেন যে এই দলাদলি যুক্তরাষ্ট্রের পক্ষে ক্ষতিকর। হাউস অব রিপ্রেজেনটেটিভস্-এ জন কুইনসি এ্যাডামস দক্ষিণাঞ্চলকে বারবার-সাবধান ক'রে দিলেন যে, বিচ্ছেদ মানেই হবে যুদ্ধ; এবং গৃহযুদ্ধ বা বিদেশের সংগে যুদ্ধ যাই হ'ক না কেন, "যখনই কোন ক্রীতদাস-প্রথার রাষ্ট্রে যুদ্ধ চলবে, তখনই সাংবিধানিক যুদ্ধকালীন ব্যবস্থা ক্রীতদাসপ্রথার বিরুদ্ধে

প্রযুক্ত হবে।" এই ভবিষ্যৎবাণীকে প্রমাণ করবার ভার পড়েছিল লিঙ্কনের উপর।

ঝটিকারম্ভ। যখনই টেক্সাসের প্রশ্ন এবং মেক্সিকোর যুদ্ধের ফলে দক্ষিণ-পশ্চিমের অনেক অঞ্চলের অন্তর্ভুক্তি অবধারিত হয়ে উঠল, দাসপ্রথা নিয়ে বিবাদ বেশ প্রবল আকার ধারণ করল। জেফারসনের ভাষায়, "অশুভ সংকেতের রাত্রে দমকলগুলোর ঘণ্টা বাজতে লাগল।" ১৮৪৪ পর্যন্ত যেখানে ক্রীতদাস-প্রথা প্রচলিত, সেইসব স্থানে সেটিকে চলতে দেবার দাবি জানান হ'তে লাগল। মিজুরি আপস এই প্রথার সীমানির্দেশ ক'রে দিয়েছিল, কিন্তু সেটিকে অস্বীকার করেনি। কিন্তু এই প্রথাটি যখন বিস্তৃতি লাভ করবার দাবি জানাল, তখন উত্তরাঞ্চলে বহু ব্যক্তি তার বিপক্ষে দাঁড়াল। তারা এটা বিশ্বাস করত যে সুনির্দিষ্ট সীমার মধ্যে রাখতে পারলে যথাসময়ে এটি নষ্ট হয়ে যাবে। তারা বলল যে ওয়াশিংটন, জেফারসন প্রমুখ সাধারণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠাতাদের এই মতই ছিল; তারা ১৭৮৭-র অর্ডিনান্স-এর কথা উল্লেখ ক'রে জানাল যে উত্তর-পশ্চিমে এই প্রথাকে প্রবেশ করতে দেওয়া হবে না, একথা অমোঘ সর্ত হিসাবে ওই আইনে লেখা আছে। যেহেতু টেক্সাসে ইতিপূর্বে ক্রীতদাসপ্রথা চলছিল, সেটি দাসরাষ্ট্র হিসাবেই যুক্ত-রাষ্ট্রে যোগ দিয়েছে। কিন্তু ক্যালিফোর্নিয়া, নিউ মেক্সিকো এবং ইউটাতে ক্রীতদাস-প্রথা ছিল না। যখন যুক্তরাষ্ট্রে এই স্থানগুলির অন্তর্ভুক্তির তোড়জোড় চলছে, ডেভিড উইলমট নামে পেনসিলভ্যানিয়ার ডেমক্র্যাট দলের এক সদস্য অন্তর্ভুক্তি আইনে এই একটি সর্ত যোগ ক'রে দিল যে মেক্সিকোর কাছ থেকে পাওয়া সমস্ত অঞ্চলে কোনদিন ক্রীতদাসপ্রথা চলতে পারে না। হাউস অব রিপ্রেজেনটেটিভস সেই উইলমট সর্ত অনুমোদন করল, সেনেট করল না।

এটা দক্ষিণাঞ্চলের লোকেদের কাছে খুব অন্যায় বলেই মনে হয়েছিল যে, নিজেদের রক্ত দিয়ে তারা যে-স্থানটি অধিকারে সাহায্য করেছে, সেটি তাদের কাছে উত্তরাঞ্চলের লোকেদের মতোই উন্মুক্ত থাকবে না। যাদের কলকারখানা আছে তারা কলকারখানার মালিক থাকবে এবং যাদের ক্রীতদাস আছে, তারা মালিক থাকবে ক্রীতদাসদের। ব্যক্তি-স্বাধীনতার সমর্থকদের কাছে এটা ছিল একটা আশ্চর্যজনক ব্যবস্থা যে কোন নতুন দেশে এমন একটা ব্যবস্থা চলতে দেওয়া হবে, যা স্বাধীন প্রচেষ্টাকে নষ্ট ক'রে দেয় এবং সকলের নৈতিক বোধকে ক্ষুণ্ণ করে। এই রাজনৈতিক বিষয়টির সঙ্গে একটি সাংবিধানিক প্রশ্নও জড়িত ছিল। সংবিধান কংগ্রেসকে যুক্তরাষ্ট্রের আঞ্চলিক সীমানার মধ্যে দাসপ্রথাকে নিয়ন্ত্রিত করবার কিংবা সেটিকে বিস্তারিত করবার ক্ষমতা দিয়েছে, কি দেয়নি? এ-ক্ষমতা কংগ্রেস বারবার ব্যবহার করেছে কিন্তু লিখিত নির্দেশ খুবই অস্পষ্ট ছিল এবং ক্যালহোন প্রভৃতি দক্ষিণের

চরমপন্থীরা দাবি করেছিলেন যে জাতীয় পতাকার মতোই ক্রীতদাস প্রথা সর্ব-সাধারণের সম্পত্তি এবং তাতে জোর ক'রে বাধা দেওয়া যায় না। সর্বপ্রথম, ১৮৪৮-এর আন্দোলনে, ফ্রি-সয়েল নামে একটি শক্তিশালী দল আত্মপ্রকাশ করল। প্রেসিডেন্টের পদের জন্য তারা মার্টিন ভ্যান ব্যুরেনকে মনোনীত করল এবং এই কথাগুলি দিয়ে তাদের নির্বাচনী উদ্যোগপর্বের উপর যবনিকা ফেলল, "আমাদের পতাকায় লেখা থাক—'স্বাধীন দেশ, স্বাধীন কথা, স্বাধীন শ্রম এবং স্বাধীন মানুষ', এবং এই পতাকার নিচে আমরা চিরদিন সংগ্রাম ক'রে যাব, যতদিন না আমাদের শ্রম সাফল্যমণ্ডিত হয়।" এই দল প্রচুর সংখ্যক ভোট পেয়েছিল এবং এদের প্রচেষ্টার জন্যই ডেমক্র্যাটরা পরাজিত হয়েছিল; ফলে হুইগ দল তাদের শেষ প্রেসিডেন্ট, যুদ্ধের বীর সৈনিক জ্যাকারি টেলারকে নির্বাচিত করতে পেরেছিল।

আন্দোলনের সময়ে ও তার পরে এটা পরিস্কার ভাবে বোঝা গিয়েছিল যে উইলমট সর্ত স্বীকার ক'রে নেবার আগে সুদূর দক্ষিণাঞ্চল যুক্তরাষ্ট্র থেকে বিচ্ছিন্ন হবে। একথাও সমভাবে পরিস্কার হয়ে গিয়েছিল যে উত্তরে দাসপ্রথার বিরুদ্ধ-বাদীরা ক্যালহোনের একথা কখনই মেনে নেবে না যে, নূতন অন্তর্ভুক্ত সমস্ত স্থানেই দাসপ্রথার অবাধ প্রবেশাধিকার আছে। একটা আপসের জরুরী প্রয়োজন হয়ে পড়ল। জনকতক নরমপন্থী প্রস্তাব করল যে মিজুরি-আপসের ৩৬°৩০´ সীমারেখাটি প্রশান্ত মহাসাগর পর্যন্ত টেনে নিয়ে যাওয়া হ'ক, এর উত্তরে থাকুক দাসপ্রথামুক্ত এবং দক্ষিণে দাসপ্রথাযুক্ত রাষ্ট্রগুলি। মিশিগান-এর লিউইস ক্যাস এবং ইলিনয়ের স্টিফেন এ. ডগলাস-এর অধীনে নরমপন্থীদের আর একটি দল প্রস্তাব করল যে প্রশ্নটি 'সার্বভৌম জনমত'-এর হাতে ছেড়ে দেওয়া হ'ক। তার মানে জাতীয় সরকার এ নিয়ে আর মাথা ঘামাবে না, ক্রীতদাস সঙ্গে নিয়েই হ'ক আর না নিয়েই হ'ক, সকলকেই নতুন বসতিগুলিতে যেতে দেওয়া হবে এবং যখন এই অঞ্চলগুলিকে রাষ্ট্রে রূপান্তরিত করবার সময় আসবে, তখন জনসাধারণই নিজেদের সমস্যা নিজেরা সমাধান করবে। ১৮৪৯-এর শেষের দিকে যখন কংগ্রেসের অধিবেশন বসল, দক্ষিণাঞ্চলের লোকেরা খোলাখুলি ভয় দেখাল যে তারা তাহলে যুক্তরাষ্ট্রের বাইরে চ'লে যাবে। জর্জিয়ার রবার্ট টুম্বস, উত্তরাঞ্চলের একটি বিল প্রসঙ্গে, চিৎকার ক'রে বলেছিল, "যদি এটা অনুমোদন পায়, তাহলে আমি বিচ্ছেদের পক্ষে।"

১৮৫০-এর আপস। এই সঙ্কটকালে হেনরি ক্লে একটি সুপরিকল্পিত আপসের সাহায্যে তৃতীয়বার এক আঞ্চলিক বিরোধ থামিয়ে দিলেন। তাঁর প্রস্তাব অনুযায়ী ক্যালিফোর্নিয়া হবে দাসপ্রথামুক্ত রাষ্ট্র; নিউ মেক্সিকো ও ইউটা এমন

অঞ্চল হিসাবে সংগঠিত হবে যে দাসপ্রথার পক্ষে বা বিপক্ষে কোন আইন থাকবে না; পলাতক ক্রীতদাসদের নিজনিজ প্রভুর কাছে ফেরৎ পাঠিয়ে দেবার জন্য একটি সুদক্ষ সংস্থা তৈরি করা হবে; কলাম্বিয়া জেলায় দাস-ব্যবসা তুলে দেওয়া হবে এবং মেক্সিকোকে কিছু অঞ্চল ছেড়ে দেবার জন্য টেক্সাসকে ক্ষতিপূরণ দেওয়া হবে। দুই দলকেই কিছু কিছু ক্ষতিস্বীকার করতে হবে। বেশির ভাগ প্রস্তাবই প্রথমে এসেছিল ডগলাসের কাছ থেকে, কিন্তু ক্লে সেগুলিকে একত্রিত করেছিলেন, তাছাড়া তাঁর পৃষ্ঠপোষকতাও অপরিহার্য ছিল। এই প্রস্তাবগুলিকে সাফল্যমণ্ডিত করার জন্য সব দলের কাছে তাঁর সমান আদর, তাঁর বাগ্মিতা, তাঁর গভীর আগ্রহ এবং তাঁর আভিজাত্যপূর্ণ সরস ব্যক্তিত্বের বিশেষ প্রয়োজন ছিল।

যেসব তর্কের মাধ্যমে ১৮৫০-এ আপস শেষ পরিণত রূপ পেয়েছিল, সেগুলি আমেরিকার ইতিহাসে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য বিতর্কগুলির পাশে স্থান পেতে পারে। সেনেটে তখন তিনজন আইনসভাবিশারদ ছিলেন, যাঁরা প্রত্যেকেই কবরের প্রান্তে উপনীত হয়েছিলেন—ক্লে, ওয়েবস্টার এবং ক্যালহোন। তাছাড়াও প্রতিভাযুক্ত কমবয়েসীও কয়েকজন ছিলেন, যথা, স্টিফেন এ. ডগলাস, জেফারসন ডেভিস উইলিয়াম এইচ. সেওয়ার্ড এবং স্যামন পি. চেজ। এঁদের মধ্যে কেবল ক্যালহোন এবং ডেভিসই প্রস্তাবটিতে দক্ষিণের প্রতি অবিচার করা হচ্ছে ব'লে সেটির বিপক্ষে দাঁড়ালেন। শোচনীয় সংঘর্ষ এড়াতে হ'লে দক্ষিণের অভিযোগগুলি দূর করতে হবে, এই যুক্তি দিয়ে এক উল্লেখযোগ্য প্রবন্ধ লিখলেন ক্যালহোন। তাঁর মতে, উত্তর ও দক্ষিণাঞ্চলের মধ্যে যেসব যোগসূত্রগুলি ছিল সেগুলি একে একে ক্রমে ছিন্ন হয়ে যাচ্ছে। ইতিমধ্যেই মেথডিস্ট ও ব্যাপটিস্ট গির্জা দুইভাগে বিভক্ত হয়েছে। "যদি বিক্ষোভ চলতে থাকে তাহলে সেই একই শক্তি আরও প্রবলভাবে কার্যকরী হয়ে বাকী সব সূত্রগুলিকেই ছিন্ন ক'রে দেবে; তখন একমাত্র শক্তিপ্রয়োগ ছাড়া আর কোনকিছুই রাষ্ট্রগুলিকে একত্রিত রাখতে পারবে না।" এই রচনা পাঠ করবার মতো তাঁর শারীরিক সামর্থ্য ছিল না; তাঁর জনৈক ভার্জিনিয়ান সহকর্মী সেটি পড়েছিলেন এবং স্থবির ক্যালহোন স্খলিত পদক্ষেপে সেনেটে উপস্থিত হয়েছিলেন তা শোনবার জন্য। উত্তরাঞ্চলের প্রতি অবিচার করা হচ্ছে বলে সেওয়ার্ড এবং চেজ এই আপসের বিরোধিতা করলেন। কিন্তু চমৎকার ভাবে ক্লে'র পক্ষ-সমর্থন করলেন ডেনিয়েল ওয়েবস্টার। ৭ই মার্চ তিনি যে শক্তিশালী বক্তৃতা দিলেন সেটিই ছিল তাঁর জীবনের শেষ বড় বক্তৃতা। ম্যাসাচুসেটস বা উত্তরাঞ্চলের লোক হিসাবে নয়, আমেরিকান হিসাবে ওয়েবস্টার একতার আবেদন জানালেন। তিনি বললেন যে যুক্তরাষ্ট্র থেকে শান্তিপূর্ণভাবে বিচ্ছেদ অসম্ভব। তিনি যে আপসের সমর্থন করলেন তাতে নিউ ইংল্যাণ্ডের দাসপ্রথাবিরোধী উদারপন্থী লোকেরা ক্রুদ্ধ হয়ে

উঠেছিল; সুতরাং একাজ ওয়েবস্টারের পক্ষে প্রচুর সাহসের পরিচায়ক। কিন্তু এটা হয়েছিল তাঁর পক্ষে একজন রাষ্ট্রনীতিকের মত কাজ, জাতির সেবাকার্যে তাঁর শেষ অর্ঘ্য। শেষ পর্যন্ত ক্লে, ডগলাস আর ওয়েবস্টারের মধ্যপন্থী মতবাদই জয়লাভ করল। আপসের সর্তাবলী গৃহীত হ'ল এবং দেশ আন্তরিকভাবে স্বস্তির নিশ্বাস ফেলল। জ্যাকারি টেলার হয়ত তাঁর ভেটো প্রয়োগ ক'রে এটি আটকাতেন, কিন্তু তিনি গ্রীষ্মের গোড়ার দিকেই মারা গেছলেন এবং তাঁর স্থানাভিষিক্ত মিলার্ড ফিলমোর সানন্দে তাতে সই করলেন।

তিন বছর ধ'রে মনে হ'ল এই আপস সমস্ত বিরোধের অবসান ঘটিয়েছে। হুইগ আর ডেমক্র্যাট দলের বেশির ভাগ সদস্যই আন্তরিকভাবে এটিকে সমর্থন করেছিল। কিন্তু বিক্ষোভের একটি ফল্গুধারা অন্তঃসলিলা হয়ে বইছিল আর বেগসঞ্চয় করছিল। নতুন পলাতক ক্রীতদাস আইন উত্তরাঞ্চলের বহু ব্যক্তির গভীর ক্ষোভের কারণ হয়েছিল। তারা ক্রীতদাস ধরাতে ত অংশগ্রহণ করলই না, বরং তাদের পলায়নে সাহায্য করতে লাগল। "ভূগর্ভের রেলপথ"টি আরও দ্বিধাহীনভাবে কার্যকরী হয়ে উঠল। সমুদ্রতীরবর্তী অঞ্চল থেকে কিছু কিছু ক্রীতদাস জাহাজযোগে পালাল। কেউ কেউ রাত্রিতে নিজেদের ক্ষেতখামার থেকে পালিয়ে ধ্রুবতারার অনুসরণ ক'রে ওহায়ো নদীর তীরে উপস্থিত হচ্ছিল এবং সেখান থেকে তাদের ক্যানাডায় যেতে সাহায্য করা হচ্ছিল। জনকতক এ্যাপালেসিয়ান গিরিপথে পেনসিলভ্যানিয়ায় পালাচ্ছিল। পলাতকদের আশ্রয়শিবিরে উত্তরাঞ্চল ভ'রে গেল এবং 'ভূগর্ভের রেলপথে'র তথাকথিত প্রেসিডেন্ট লেভি কফিন অনেককেই নিরাপদ স্থানে পৌঁছাতে সাহায্য করেছিলেন। ১৮৫০-এ প্রায় বিশ হাজার পলাতক ক্রীতদাস উত্তরাঞ্চলে গিয়ে বসবাস করছিল এবং তাদের ধরবার চেষ্টায় অনেক দাঙ্গাহাঙ্গামার সৃষ্টি হয়েছিল। পলাতক ক্রীতদাস আইনের দ্বারাই অনুপ্রাণিত হয়ে হ্যারিয়েট বিচার স্টো তাঁর "আঙ্কল টমস কেবিন" (টম কাকার কুটির) লিখেছিলেন। তাতে তিনি ক্রীতদাসপ্রথার এমন একটি অন্ধকারময় চিত্র এঁকেছিলেন যে ১৮৫২-তে পুস্তকটি প্রকাশিত হয়ে উত্তর ও দক্ষিণাঞ্চলের বহু চিত্তকেই গভীরভাবে আলোড়িত করেছিল। মিসেস স্টো সীমান্তের শহর সিনসিনাটিতে বাস করতেন এবং কেণ্টাকির ক্ষেতমালিকদের বাড়িতে যেতেন। যেসব উদার ও দয়ালু দাসমালিক ছিলেন, তাঁদের প্রতি তিনি পূর্ণভাবে সুবিচার করেছিলেন। তাঁর পুস্তকে যে সাইমন লেগ্রি নির্মমভাবে ক্রীতদাসদের খাটাত, সে ছিল একজন ইয়াঙ্কি। কিন্তু তিনি দেখিয়েছিলেন যে নিষ্ঠুরতা এবং ক্রীতদাসপ্রথা অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত এবং স্বাধীন ও ক্রীতদাসসমাজের মধ্যে মূলতঃ কোন মিল থাকতে পারে না। তাঁর পুস্তকটি কুড়ির চেয়ে বেশী ভাষায় অনুবাদ করা

হয়েছিল এবং ব্রিটিশ সাম্রাজ্যে দশলক্ষের বেশী সংখ্যক কপি বিক্রি হয়েছিল। নাটকাকারে পরিবর্তিত হয়ে পুস্তকটি বহু দর্শককে উত্তেজিত করেছিল। উত্তরাঞ্চলের তরুণ ভোটদাতাগণের চিত্ত এই পুস্তকের দ্বারা গভীর ভাবে আলোড়িত হয়েছিল।

তারপর ১৮৫৪-তে সীমান্ত প্রদেশগুলিতে দাসপ্রথার প্রশ্ন আবার প্রবলভাবে আত্মপ্রকাশ করল, কলহ আরও তিক্ত হয়ে উঠল এবং দুইদলেই নতুন নতুন নেতা সামনে এসে দাঁড়াল। দক্ষিণের চরমপন্থীরা মিজুরি আপস বাতিল করবার জন্য দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হয়েছিল, মিজুরি উপত্যকাটিতে তারা দাসদের প্রবেশ নিষিদ্ধ ক'রে দিতে চাইল। এই উদ্দেশ্য-সাধনের জন্য যখন তারা ব্যবস্থা অবলম্বন করল, ক্রুদ্ধ দৈত্যের মতো উত্তরাঞ্চল লাফিয়ে উঠল।

মিজুরি নদীর পরপারে যে-অঞ্চলটি সম্প্রতি উর্বর রাষ্ট্রদুটি ক্যানসাস ও নেব্রাস্কার অন্তর্ভুক্ত, সেখানে ইতিপূর্বেই দলেদলে বসতিস্থাপনকারীরা আসতে আরম্ভ করেছিল। যদি ইণ্ডিয়ানদের সেখান থেকে বিতাড়িত ক'রে একটি দৃঢ় শাসনব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত করা হ'ত, তাহলে সেখানে প্রচুর উন্নতির সম্ভাবনা ছিল। স্থানটিতে যে একটি বৃহৎ মরুভূমি ছিল, এই ভ্রান্ত ধারণা জন সি. ফ্রেমণ্ট প্রমুখ আবিষ্কারকদের প্রচেষ্টায় দূর হয়েছিল। উত্তরাঞ্চলের বহু ব্যক্তিই একথা বিশ্বাস করত যে স্থানটির আঞ্চলিক সংগঠন হ'লে, দলে দলে লোক বসতি স্থাপন করতে আসবে এবং এই অঞ্চলের ভিতর দিয়ে শিকাগো থেকে প্রশান্ত মহাসাগর পর্যন্ত একটি রেলপথ নির্মান করা যেতে পারবে। এটি করতে পারলে দক্ষিণের লোকেরা যে নিউ অর্লিন্স থেকে পশ্চিমাভিমুখে রেলপথ নির্মানের তোড়জোড় করছিল সেটি বাতিল ক'রে দেওয়া যায়। এর জন্য অবিলম্বে জমি সংগ্রহ করা প্রয়োজন হয়ে পড়ল, কারণ দক্ষিণের পথটি বসতিপূর্ণ টেক্সাস ও নিউ মেক্সিকো অঞ্চলের মধ্যে দিয়ে যাবে, যেখানে ইণ্ডিয়ানদের আক্রমণের ভয় ছিল না এবং রেলপথ নির্মাণের জন্য জমি পাওয়া সবসময়েই সম্ভব ছিল। উত্তরাঞ্চলের রেলপথ পরিস্কার করার জন্য স্টিফেন ডগলাসের চেয়ে বেশী উৎসাহী আর কেউ ছিল না। ডগলাস শিকাগোতে বাস করতেন, উৎসাহের সঙ্গে জমির কারবারে লেগে ছিলেন এবং সেনেটের অঞ্চল-সম্পর্কিত কমিটির সভাপতি ছিলেন। কিন্তু তিনি কঠোর বিরুদ্ধতার সম্মুখীন হয়েছিলেন। মিজুরি আপস অনুযায়ী এই সব অঞ্চলে ক্রীতদাসদের প্রবেশাধিকার ছিল না এবং মিজুরির পশ্চিম গায়ে ক্যানসাস অঞ্চল যে দাসপ্রথা-মুক্ত থাকবে এতে মিজুরি প্রবল আপত্তি জানাল। এতে মিজুরি থেকে ক্রীতদাসদের এই স্বাধীনতার অঞ্চলে পালিয়ে যাওয়া সহজ হবে। তাছাড়া মিজুরির তিনটি প্রতিবেশী অঞ্চল হবে দাসপ্রথামুক্ত এবং প্রবল আন্দোলনের মাধ্যমে মিজুরিরও

একদিন সেই পরিণতি হ'তে পারে। কিছুদিন ধ'রে ওয়াশিংটনে মিজুরির লোকেরা, দক্ষিণের লোকেদের সহায়তায়, এই অঞ্চলটির সংগঠনে সর্বপ্রকার প্রচেষ্টায় বাধার সৃষ্টি করতে লাগল।

তারপর ১৮৫৪-তে সেনেট-সদস্য ডগলাস বিপক্ষদলকে হাত ক'রে নিলেন এমন একটি প্রস্তাব দিয়ে যাতে ব্যক্তিস্বাধীনতাপ্রিয় লোকেরা ক্রুদ্ধ হয়ে উঠল। এটি ছিল তাঁর সেই জনগণের সার্বভৌমত্ব মতবাদের একটি প্রয়োগ-দৃষ্টান্ত। পরিণত পর্যায়ে এটির বক্তব্য ছিল এই যে, ১৮৫০-এর আপস সর্তগুলির দ্বারা মিজুরি আপস বাতিল হয়েছে এবং ইউটা ও নিউ মেক্সিকোতে দাস-প্রথা থাকবে কিনা তা স্থির করবার স্বাধীনতা ওই অঞ্চলদুটির আছে। এই আইনের সাহায্যে ক্যানসাস ও নেব্রাস্কা অঞ্চলদুটি সংগঠিত হয়েছিল এবং নূতন বসতিস্থাপনকারীদের সেই অঞ্চলদুটিতে ক্রীতদাস নিয়ে যাবার সম্পূর্ণ স্বাধীনতা ছিল; এই আইন যেকোন অঞ্চলের অধিবাসীদের এ-অধিকার দিয়েছিল যে যুক্তরাষ্ট্রে যোগ দেবার সময় তারা দাসপ্রথাযুক্ত বা দাসপ্রথামুক্ত হয়ে প্রবেশ করবে, তা তারা নিজেরাই স্থির করবে। ডগলাসের উদ্দেশ্য ছিল মিশ্র। তাঁর বিরুদ্ধে এই অভিযোগ করা হয়েছিল যে ১৮৫৬-তে প্রেসিডেণ্ট হবার জন্য তিনি দক্ষিণের লোকেদের হাত করবার চেষ্টা করছিলেন। তাঁর রাজনৈতিক উচ্চাশা যে প্রবল ছিল সেবিষয়ে কোন সন্দেহের অবকাশ নেই। ডেমক্র্যাটিক দলে তার সহকর্মীরা প্রধানতঃ দক্ষিণের লোক ছিল; তিনি বিয়ে করেছিলেন দক্ষিণাঞ্চলের কোন মেয়েকে; তিনি দাসপ্রথাকে যেমন পছন্দ করতেন না, তেমনই দাসপ্রথার প্রসারেও আপত্তি করেন নি। যাই হ'ক, তার প্রধান উদ্দেশ্য ছিল অঞ্চলটির দ্রুত উন্নতিসাধন, যে-অঞ্চলটির আবহাওয়া, তাঁর মতে, দাসপ্রথার প্রতিকূল।

উত্তরাঞ্চলের জনমত যে তাঁর এই পরিকল্পনা মাথা নিচু ক'রে গ্রহণ করবে, এ-বিশ্বাস যদি তাঁর কখনও হয়ে থাকে, তাহলে অনতিবিলম্বে সে-ভ্রান্তির অবসান হয়েছিল। অনেকেরই একথা মনে হয়েছিল যে পশ্চিমের সব উর্বর অঞ্চলগুলিকে দাসেদের হাতে ছেড়ে দেওয়া হবে অমার্জনীয় অপরাধ। ক্যানসাস-নেব্রাস্কা বিল উপলক্ষ ক'রে বহু উত্তপ্ত বিতর্কের সৃষ্টি হয়েছিল। দাসপ্রথা-মুক্তিবাদী পত্রিকাগুলি এই প্রস্তাবের প্রবলভাবে বিরোধিতা করল। উত্তরের ধর্মযাজকেরা হাজার হাজার গির্জা থেকে এটিকে আক্রমণ করল। যেসমস্ত ব্যবসায়ীরা এযাবৎ দক্ষিণের প্রতি বন্ধুভাব দেখিয়েছিল, তারা সহসা বিরূপ হয়ে উঠল। ডগলাস এবং তার প্রস্তাবটিকে আক্রমণ করবার জন্য উত্তরের বড়বড় শহরগুলিতে জনসভার অধিবেশন হ'ল। ডগলাস স্বীকার করলেন যে তাঁর কুশপুত্তলিকা দাহ করবার জন্য যত আগুন জ্বালা হয়েছিল তাতে ওয়াশিংটন থেকে শিকাগো পর্যন্ত তাঁর পথ

আলোকিত হয়েছিল। দক্ষিণের উৎসাহী ব্যক্তিদের কামান-গর্জনের মধ্যে মার্চ মাসের এক সকালে বিলটি সেনেটে গৃহীত হ'ল। আইন-সভার সিঁড়ি দিয়ে নামবার সময় চেজ ম্যাসাচুসেটস-এর চার্লস সামনারকে বলেছিলেন, "ওরা একটি সাময়িক জয়লাভের জন্য উৎসব করছে, কিন্তু যে প্রতিধ্বনিকে তারা জাগিয়ে তুলল, দাসপ্রথা বাতিল না হওয়া পর্যন্ত তার অবসান নেই।" আত্মপক্ষ সমর্থনের জন্য ডগলাস যখন শিকাগোয় গিয়েছিলেন, বন্দরের জাহাজগুলো শোকের অভি-ব্যক্তিতে পতাকা অর্ধ-নমিত করেছিল, একঘণ্টা ধ'রে গির্জায় ঘণ্টাগুলি বেজে চলেছিল, দশহাজারের বেশী লোক চিৎকার ক'রে তাদের অসন্তুষ্টি জানিয়েছিল তারপর নিজের কথা অপরকে শোনাতে অসমর্থ হয়ে ক্লান্ত ডগলাস কয়েকজনে বিবরণ অনুসারে, তাঁর ঘড়িটা বার ক'রে বলেছিলেন, "এখন রবিবারের সকাল আমি গির্জায় যাচ্ছি, তোমরা নরকে যেতে পার।"

ডগলাসের ভাগ্যহীন প্রস্তাবের অবিলম্বে যে-ফল হ'ল তা গুরুত্বপূর্ণ। হুইগ দল দাসপ্রথার অঞ্চলগুলিতে ছড়িয়ে পড়বার প্রশ্নে অবিচলিত ছিল, এখন সেটির মৃত্যু হ'ল এবং তার স্থানে রিপাব্লিকান দল নামে আর একটি শক্তিশালী দলের অভ্যুত্থান হ'ল। যেহেতু দলটি ছিল আদর্শবাদী এবং উৎসাহে পরিপূর্ণ এটির দিকে চিন্তাশীল এবং উৎসাহী যুবকরা এবং পূর্বাঞ্চল ও পশ্চিমাঞ্চলে কৃষকরা আকৃষ্ট হয়েছিল; সুতরাং দলটি গোড়া থেকেই খুব শক্তিশালী হয়ে উঠেছিল। এটির প্রথম দাবি ছিল যে সমস্ত অঞ্চলে দাসপ্রথা বাতিল ক'রে দেওয়া হ'ক। ১৮৫৬-তে এরা প্রেসিডেণ্ট পদের জন্য মনোনীত করল জন সি. ফ্রেমণ্টকে যিনি সুদূর পশ্চিমে পাঁচবার অভিযানের ফলে বিলক্ষণ বিখ্যাত হয়েছিলেন নির্বাচনে এরা উত্তরের বেশির ভাগ অঞ্চলেরই ভোট পেয়েছিল। যদি এরা অক্টোবরের নির্বাচনে পেনসিলভ্যানিয়ার সব ভোটগুলি পেত, তাহলে ডেমক্র্যাটদে মনোনীত প্রার্থী জেমস বুকানানকে হারিয়ে দিতে পারত। আঞ্চলিক স্বাধীনতা পক্ষপাতী নেতা সেওয়ার্ড ও চেজ আগের চেয়ে বেশী প্রতিপত্তি লাভ করলেন এব তাঁদের সঙ্গে দেখা গেল একজন লম্বা রুক্ষ চেহারা ইলিনয়ের উকিলকে, এই নতুন সমস্যা নিয়ে আলোচনায় যিনি যুক্তিতর্কের অদ্ভুত ক্ষমতা দেখালেন। তিনি এব্রাহাম লিঙ্কন।

১৮৫৪-র ১৬ই অক্টোবর পিওরিয়াতে তিনি যে-বক্তৃতা দিয়েছিলেন, এযাব আঞ্চলিক স্বাধীনতার প্রশ্নের উপর যত ভাষণ দেওয়া হয়েছে, সেটি ছিল তাদে মধ্যে শ্রেষ্ঠতম। তিনি বললেন যে যেখানে দাসপ্রথা চলছে সেখানে হস্তক্ষেপ করতে যাওয়ার কোন ইচ্ছাই তাঁর নেই। "পৃথিবীর সমস্ত ক্ষমতা যদি আমাকে দেওয়া হয় তাহলেও কোন স্থায়ী ব্যবস্থা সম্পর্কে আমি কি করব তা বুঝে উঠতে পারব না

র্টনি বললেন কংগ্রেসের যেমন মিজ্নরি আপস বাতিল করবার কোন নৈতিক
াধিকার নেই, ঠিক তেমনি আফ্রিকা থেকে ক্রীতদাস আনা বন্ধ করবার আইন
িতিল করবার কোন অধিকারও সেটির নেই। তিনি বললেন, যুক্তরাষ্ট্রের জন্ম-
তারা যে-নীতি নির্ধারিত ক'রে দিয়ে গেছেন, সেই নীতি অনুসারেই সমস্ত
াতীয় বিধানসভার আইন তৈরি করতে হবে, দাসপ্রথাকে প্রথমে সীমাবদ্ধ ক'রে,
ারপর সেটির উচ্ছেদসাধন করতে হবে। তাছাড়া তিনি বললেন যে জনগণের
ার্বভৌমত্বের ধারণাটি ভুল, কারণ পশ্চিমাঞ্চলের ক্রীতদাস-প্রথা শুধু সেখানকার
ানীয় অধিবাসীদেরই নয় সমগ্র যুক্তরাষ্ট্রের সমস্যা। "যদি একত্রিশটি রাষ্ট্র বলে
। দ্বাত্রিংশতম রাষ্ট্রে দাসপ্রথার প্রবেশাধিকার থাকবে না, তার চেয়ে কি গুরুত্বে
ব্রাস্কার একত্রিশজন অধিবাসীর মতটাই বড় হবে যে সেখানে দ্বাত্রিংশতম অধিবাসী
ান ক্রীতদাস রাখতে পারবে না?"

দক্ষিণের দাস-মালিকদের এবং উত্তরের দাসপ্রথাবিরোধী ব্যক্তিদের ক্যানসাস-এ
াগমনে একটা প্রবল বিরোধের সৃষ্টি হ'ল, গোপন সংঘর্ষের অনেকগুলি হিংস্র
টনাও ঘটে গেল। দুই দলই স্থানটি অধিকারে আনবার জন্য বসতিস্থাপনকারীদের
াগাম পাঠিয়ে দিতে লাগল। এবিষয়ে উত্তরের এমিগ্র্যাণ্ট এড সোসাইটি ছিল
বচেয়ে বেশী কর্মতৎপর। তারা অস্ত্রশস্ত্রে সুসজ্জিত হয়ে যেত। ব্রুকলিনের
ানও একটি সভায় এক ধর্মযাজক একটি সেনাদলের জন্য অস্ত্রের আবেদন করলে
নপ্রিয় ধর্মযাজক হেনরি ওয়ার্ড বিচার বলেছিলেন যে, প্রকৃতপক্ষে বাইবেলের
য়েও একটি সার্প'এর রাইফল জনতার নীতি নির্ধারণের পক্ষে বেশী উপযোগী।
ই উক্তি থেকেই সেই সুপরিচিত প্রবাদবাক্য 'বিচারের বাইবেল' জন্মগ্রহণ করল।
ীঘ্রই বোঝা গেল যে উত্তরাঞ্চলের অবস্থাই সুবিধাজনক। নিকটেই মিসিসিপির
ত্তর উপত্যকায় ব্যক্তিস্বাধীনতার পক্ষপাতী প্রচুর জনসংখ্যা থাকা এবং সে-
াঞ্চলে ক্রীতদাস নিয়ে গেলে তাদের অচিরেই মুক্তি লাভের সম্ভাবনা, এই দুটি
থ্য উত্তরাঞ্চলকে সাহায্য করেছিল। যাই হ'ক 'সীমান্ত প্রদেশের বহু গুণ্ডা'
জুরি থেকে নদী পার হয়ে, হয় বেআইনি ভাবে ভোট দিয়েছিল কিংবা উত্তরাঞ্চলের
সতিস্থাপনকারীদের মনে ভীতি সঞ্চার করেছিল; এদিকে ক্রীতদাস-প্রথার পক্ষ-
াতীরা ওয়াশিংটন-এ বুকানান শাসনব্যবস্থায় অনুগ্রহ লাভ করেছিল। সুতরাং
ংঘর্ষ চলতেই থাকল, এবং দেশের সর্বত্র জনমত উত্তেজিত হ'তে
াগিল। যখন ভ্রান্ত বুকানান ডেমক্র্যাট-প্রধান কংগ্রেসের দুটি কক্ষকেই
ত করাবার চেষ্টা করাতে লাগলেন যাতে ক্যানসাসকে লেকম্টন সাংবিধানিক
াবে দাস-প্রথা সমেত যুক্তরাষ্ট্রের অন্তর্গত করা যায়, তখন সমগ্র উত্তরাঞ্চলে
একটি প্রবল প্রতিবাদের ঝড় উঠল আর স্বয়ং ডগলাস তৎক্ষণাৎ

সক্রোধে প্রেসিডেন্টের পক্ষ ত্যাগ করলেন।

ইতিমধ্যে উত্তরের বহু লোক অনুভব করতে লাগল যে পলাতক ক্রীতদাস আইন মানতে অস্বীকৃত হয়ে দক্ষিণাঞ্চল ১৮৫০-এর আপস-এর সর্তাবলী ভঙ্গ করেছে। পলায়নের পর জনতার দ্বারা নিগ্রোদের সাহায্যের দৃষ্টান্ত সংখ্যায় অনেক বেড়ে গেল। উত্তরাঞ্চলের বহু রাষ্ট্র 'ব্যক্তিস্বাধীনতার আইন' প্রণয়ন করল, যার দ্বারা যুক্তরাষ্ট্রের আইন স্পষ্টই নাকচ হয়ে গেল। বস্টন-এ যখন এ্যান্টনি বার্নস নামে এক পলাতক ক্রীতদাস ধরা পড়ল তাকে রক্ষা করবার জন্য শহরের সবচেয়ে গণ্যমান্য নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিরা ছুটে এলেন। ম্যাসাচুসেটস-এর পূর্বাঞ্চল থেকে দলে দলে ক্রুদ্ধ ব্যক্তিরা ছুটে আসতে লাগল। রাস্তাগুলি ভ'রে গেল উত্তেজিত জনতায়, এবং সেই কালো লোকটিকে আবার তার দাসত্বের নিগড়ে ফিরিয়ে নিয়ে যাবার জন্য শহরের পুলিশ, রাষ্ট্রের সেনাদল এবং যুক্তরাষ্ট্রের সামরিক ও নৌবাহিনীর সমবেত শক্তি প্রয়োগের প্রয়োজন হয়েছিল।

সমরাভিমুখে। বছরের পর বছর জাতি যুদ্ধের দিকে এগিয়ে যেতে লাগল। মনে হ'ল সকলকে সংঘর্ষের জন্য উত্তেজিত করতে একটি বিরাট রণডঙ্কা ক্রমাগত বেজে চলল। ১৮৫৬-তে প্রেস্টন ব্রুকস নামে কংগ্রেসে দক্ষিণ ক্যারোলাইনার এক মাথাগরম সদস্য, ম্যাসাচুসেটস-এর সামনার যখন সেনেটে তাঁর টেবিলে বসেছিলেন, তখন তাঁকে একটি মোটা বেতের লাঠি দিয়ে এমনভাবে আক্রমণ করলেন যাতে সামনার বহু বৎসর শয্যাগত ছিলেন। তাঁর অবশ্য ক্রুদ্ধ হবার যথেষ্ট কারণ ছিল। সামনার অতি বিশ্রীভাবে গালাগাল দিয়ে এক বক্তৃতা দিয়েছিলেন, তবু এই ধরনের আক্রমণের সমর্থন করা যায় না। ১৮৫৭-র গোড়ার দিকে ড্রেক স্কট মামলায় প্রধান বিচারপতি ট্যানে এবং সুপ্রিম কোর্টের বেশির ভাগ বিচারপতি রায় দিয়েছিলেন যে কোন অঞ্চলে জোর ক'রে দাসপ্রথা বন্ধ করবার অধিকার কংগ্রেসের নেই। যেমন সওয়াল জবাব, তেমনি রায় দান—কোনটিই প্রশংসার যোগ্য হয়নি। স্বাধীনতার পক্ষপাতী পত্রিকাগুলি এবং রাজনৈতিক নেতারা অভূতপূর্ব তিক্ততার সঙ্গে এর বিরুদ্ধে আক্রমণ করলেন। তাঁরা জানালেন যে এই ভুল ব্যাখ্যার সংশোধন তাঁরা করাবেনই। কবি এবং সম্পাদক উইলিয়াম কালেন ব্রায়াণ্ট লিখলেন, "এই সিদ্ধান্ত যদি শেষ পর্যন্ত আইন হিসাবে দাঁড়িয়ে যায়, তাহলে দাসপ্রথার রাষ্ট্রগুলির লোকেরা যে-দাসপ্রথাকে নিজেদের বিশিষ্ট প্রথা ব'লে এসেছে সেটি যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা হয়ে দাঁড়াবে, যা হয়ে উঠবে সমস্ত রাষ্ট্রের পক্ষে একটি ঘৃণার বস্তু, সেসব রাষ্ট্র দাসপ্রথার পক্ষেই হ'ক, আর বিপক্ষেই হ'ক; এরপর আমাদের সীমান্ত যত দূরেই বিস্তৃত হ'ক না কেন, সেখানেই থাকবে শিকল আর চাবুক—যেখানে

আমাদের পতাকা উড়বে, সেটি হয়ে উঠবে দাসত্বের কেতন। তাই যদি হয়, তাহলে সেই পতাকা থেকে তারাগুলিকে আর প্রভাত-সূর্যের রক্তরেখাগুলিকে মুছে দিয়ে সেটিকে ক'রে দিতে হবে কৃষ্ণবর্ণ, তার উপর নকসা কাটা থাকবে শিকলের আর চাবুকের। আমরা কি বিনা প্রতিবাদে সংবিধানের এই ভুল ব্যাখ্যা মেনে নেব? কখনো না, কখনো না!"

১৮৫৮-তে ঘটল ইলিনয়-এ লিংকন আর ডগলাসের মধ্যে সেই বিতর্কের সভাগুলি। তাঁরা দুজনেই সেনেটের সদস্যপদ প্রার্থী হয়েছিলেন। বাইরে থেকে এই বিতর্কগুলি বিশেষ সম্ভ্রমের বস্তু ছিল না। ডগলাস ছিলেন মোটা বেঁটে লোক, তাঁর মাথাটা ছিল প্রকাণ্ড; আর লিংকন ছিলেন দৈত্যাকার লম্বা লোক, তাঁর হাবভাবে ছিল আড়ষ্টতা, তাঁর সরল মুখটা ছিল কাল দাড়ি-গোঁফ সমাকীর্ণ। সুতরাং এই দুজনের প্রার্থক্য ছিল লক্ষণীয়। কিন্তু এ'রা দুজন তাঁদের বক্তৃতায় যে শুক্ষ্ম বুদ্ধি, ঔজ্জ্বল্য আর স্যাকসন জাতিসুলভ তেজস্বিতা দেখিয়েছিলেন, ইংরাজি ভাষায় তার আর তুলনা নেই। যে-প্রশ্ন নিয়ে তাঁরা তর্কযুদ্ধ করছিলেন, তার তাৎপর্য সম্পর্কে দেশের লোকদের ঔৎসুক্য তাঁরা জাগিয়ে দিলেন। তাছাড়া অঞ্চলগুলিতে জনসাধারণের সার্বভৌমত্ব যে ড্রেড স্কট মামলার রায়ের দ্বারা বিপর্যস্ত হয়নি ডগলাসের এই মতটাকে তাঁকে দিয়ে বলাতে লিংকন বাধ্য করলেন। একথা সত্য যে কংগ্রেসের কিংবা আঞ্চলিক আইনসভাগুলির দাসপ্রথার উপর হস্তক্ষেপ করবার যে অধিকার নেই একথা সুপ্রিম কোর্ট বলেছেন। কিন্তু ডগলাস তার এই ব্যাখ্যা দিলেন যে বিরুদ্ধ পরিবেশে পুলিশের নিয়মকানুনের সহযোগিতা ছাড়া দাসপ্রথা বাঁচতেই পারে না এবং এইসব নিয়মকানুন সমর্থন করতে অস্বীকার ক'রে যে-কোন দল দাসপ্রথাকে নষ্ট ক'রে ধ্বংস ক'রে দিতে পারে। যখন দক্ষিণের লোকেরা এই নির্ভীক স্বীকারোক্তি শুনল, ডগলাসকে ডেমক্র্যাট দল থেকে তাড়িয়ে দেবার চেষ্টায় তারা বুকানানের পক্ষ সমর্থন করল। ডগলাস সেনেটের সদস্য হলেন, কিন্তু এই বছরের পর লিংকন জাতীয় নেতৃত্ব লাভ করলেন।

তারপর ১৮৫৯-এ হ'ল জন ব্রাউনের হার্পার্স ফেরি আক্রমণ, ভার্জিনিয়ার বিরুদ্ধে যে পাগলামির অভিযানে জনকতক মাত্র লোক ক্রীতদাসদের মুক্তি দিয়ে তাদের অস্ত্র সজ্জিত করতে চেয়েছিল। এই ডন কুইকসোট-সুলভ ও অপরাধমূলক প্রচেষ্টা সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়েছিল। এই আক্রমণে দক্ষিণের লোকেরা খুব ন্যায়সঙ্গত ভাবেই ক্ষুব্ধ হয়ে উঠেছিল। কিন্তু যখন ব্রাউন ও তাঁর ছ'জন অনুচরের ফাঁসি হয়েছিল উত্তরাঞ্চলের অনেক এই বৃদ্ধ দাসপ্রথা-বিলোপকারীকে স্বাধীনতার বেদীমূলে শহিদের ভূমিকায় বসিয়েছিল। দু'বছরের মধ্যে 'জন ব্রাউনের দেহ' এই ধুয়ো ধ'রে সৈনিকদের যুদ্ধ করতে যেতে হয়েছিল।

এই ঘটনাগুলির মধ্যে যে অন্তর্নিহিত সত্য এগুলিকে গভীর গুরুত্ব দিয়েছিল তা হচ্ছে এই যে উত্তরাঞ্চল ও দক্ষিণাঞ্চল অর্থনৈতিক, সামাজিক এবং রাজনৈতিক দিক থেকে সম্পূর্ণ পৃথক দুই ভাগে বিভক্ত হয়ে গিয়েছিল। প্রায় সমগ্র দক্ষিণাঞ্চলটি ছিল গ্রাম্য, যার একমাত্র উল্লেখযোগ্য শহর ছিল নিউ অর্লিন্স। উত্তরাঞ্চল ছিল অধিকাংশে নগরবহুল এবং নিউ ইয়র্কের লোকসংখ্যা প্রায় দশ লক্ষের কাছাকাছি আসছিল। দক্ষিণাঞ্চলে শ্রমশিল্প ছিল না বললেই চলে, যদিও রিচমণ্ডে ট্রেডেগার আয়রণ ওয়ার্কস-এর মতো কয়েকটি প্রতিষ্ঠান উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধি পাচ্ছিল। এর কাপড়ের কলগুলি মাসাচুসেটস-এর লাওয়েল শহরের চেয়ে কম তুলো ব্যবহার করছিল। ওদিকে উত্তরাঞ্চল তখন ভর্তি হয়ে গিয়েছিল শ্রমশিল্পের বড় বড় প্রতিষ্ঠানে, বৃহৎ পরিমাণে তৈরি হচ্ছিল লোহা, কাপড়, জুতো, ঘড়ি, চাষের যন্ত্রপাতি এবং আরও হাজার হাজার জিনিস—জাহাজ, ময়দা, মাংসবোঝাই টিন ইত্যাদি উৎপাদন প্রনালীর নৈপুণ্যে তারা দিনদিন পরিপক্ক হয়ে উঠছিল। ইউরোপ থেকে যে প্রচুর পরিমাণে ঔপনিবেশিকরা আসছিল (১৮৫০ থেকে ১৮৬০-এর মধ্যে ২৪,৫২,০০০ জন) তাদের মধ্যে বেশীর ভাগই বসতি স্থাপন করেছিল উত্তরে আর পশ্চিমে; আইরিশরা বসবাস করেছিল শহরে, জার্মানরা এবং স্ক্যান্ডিনেভিয়ার লোকেরা গিয়েছিল ক্ষেতখামারে আর ব্রিটিশরা সর্বত্র ছড়িয়ে পড়েছিল। ইতিমধ্যেই কোন অঞ্চলে মাথা চাড়া দিয়েছিল শ্রমিক-সমস্যা, কোন অঞ্চলে বস্তি-সমস্যা। দক্ষিণাঞ্চল ঔপনিবেশিকদের সাদর অভ্যর্থনা ক'রে নিতে চাইছিল কিন্তু সেখানে গিয়েছিল মাত্র কয়েক জন, কারণ ঔপনিবেশিকরা নিগ্রো ক্রীতদাসদের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় নামতে চাইত না। দক্ষিণের চেয়ে উত্তরে রেলপথ বেশী বিস্তার লাভ করেছিল। পূর্ব দিক থেকে তিনটি প্রধান রেলপথ এ্যাপালেসিয়ান পর্বতশ্রেনীর উপর কিংবা পাশ দিয়ে তৈরি হয়েছিলঃ ঈরি রেলপথ, যেটি নিউ ইয়র্ক থেকে বাফেলো অঞ্চল পর্যন্ত ১৮৫১-তে সমাপ্ত হয়েছিল; পেনসিলভ্যানিয়া রেলপথ যেটি ফিলাডেলফিয়া থেকে পিটসবার্গ পর্যন্ত ১৮৫২-তে শেষ হয়েছিল; বাল্টিমোর এবং ওহায়ো রেলপথ, যেটি বাল্টিমোর থেকে হুইলিং পর্যন্ত ১৮৫২-তে শেষ হয়েছিল। পশ্চিমের সবচেয়ে বড় রেলপথ ছিল ইলিনয় সেণ্ট্রাল; সেটি ছাব্বিশ লক্ষ একর জমি দানস্বরূপ পেয়েছিল এবং সেটি শিকাগোর সঙ্গে উপসাগরের সংযোগ স্থাপন করেছিল। ১৮৫০ থেকে ১৮৬০-এর মধ্যে যে কুড়ি হাজার মাইল রেলপথ তৈরি হয়েছিল তার বেশী অংশ ছিল উত্তরে।

উত্তরাঞ্চলের এক ক্রমবর্ধমান লোকসংখ্যা স্বদেশী শিল্পের রক্ষার্থে গুরুভার আমদানি-শুল্ক চাইছিল, এবং যেহেতু গ্রামপ্রধান দক্ষিণাঞ্চলের প্রয়োজন ছিল কৃষিকাজের জন্য সাজসরঞ্জামের আমদানি, সেখানকার লোকেরা এরূপ শুল্ককে ঘৃণা

করত। উত্তরাঞ্চল চাইছিল ছোট ছোট অংশে জমি লোকেদের মধ্যে তাড়াতাড়ি ভাগ হয়ে যাক। সেখানে সমস্ত বসতিস্থাপনকারীদের জন্য বিনামূল্যে ঘরবাড়ির দাবি ক্রমশঃই বাড়ছিল : রব উঠছিল, "ভোট দিয়ে নিজেদের জন্য ক্ষেতখামার আদায় ক'রে নাও।" দক্ষিণাঞ্চল চাইছিল জাতীয় সম্পত্তি বজায় থাক; ভাল দাম পেলে তা বিক্রি করা যেতে পারে। উত্তরাঞ্চল চাইছিল দেশের অভ্যন্তরে নানা বিষয়ে প্রচুর উন্নতি হ'ক, সেবিষয়ে দক্ষিণ ছিল উদাসীন। উত্তর চাইছিল সুদক্ষ জাতীয় ব্যাঙ্ক; দক্ষিণের লোকেরা বিশেষ টাকা জমাতে পারত না বলেই কেন্দ্রীভূত ব্যাঙ্ক ব্যবস্থা চাইত না। উত্তরের বড় বড় শহরগুলিতে ঐশ্বর্য ও দারিদ্র্য ক্রমশঃ বেড়ে গেলেও, সেঅঞ্চল ছিল দক্ষিণের চেয়ে বেশী গণতান্ত্রিক; দক্ষিণে ক্রীতদাসদের মালিক মাত্র কয়েকজন অভিজাতের হাতেই যাকিছু ক্ষমতা আর অর্থসঙ্গতি থাকত।

তবু এইসব পার্থক্যগুলি গুরুত্বপূর্ণ হলেও দুই অঞ্চলকে তফাৎ ক'রে রাখত না, যদি বিরুদ্ধে মনোভাব ও আশঙ্কা এই পার্থক্যকে বাড়িয়ে না তুলত এবং দুই দলের মাতব্বরেরা এই মনোভাবকে নিজেদের কাজে না লাগাত। দক্ষিণাঞ্চল এবিষয়ে খুব তীক্ষ্ণভাবে অবহিত ছিল যে দাসপ্রথার পিছনে ছিল একটি সমাধানহীন উপজাতির প্রশ্ন। জেফারসনের ভাষায় এ-অঞ্চল "নেকড়ে বাঘের কান ধরেছিল," তাকে ধ'রে রাখতেও পারছিল না, ছাড়তেও পারছিল না। দাসপ্রথা লোপের আন্দোলন এই ভয়ই জাগিয়ে তুলেছিল যে যেখানে দাসপ্রথা দেখবে উত্তরাঞ্চল সেখানেই সেটিকে আক্রমণ করবে, দক্ষিণের বহুদিনব্যাপী শ্রম-ব্যবস্থাকে বিপর্যস্ত করবে, এক উপজাতিকে আর এক উপজাতির বিরুদ্ধে দাঁড় করিয়ে দু'দলকেই ধ্বংস করবে। উত্তরের সমালোচনারও বেশির ভাগ ছিল স্বার্থপর ও নিম্ন শ্রেণীর, তাতে গঠনমূলক কিছু ছিল না। ছিল অগ্নিকাণ্ডের ইন্ধন। আবার লিঙ্কনের মতে উত্তরের সুবিবেচক লোকেরাও মনে করতেন যে দক্ষিণের র‍্যাডিক্যালপন্থী লোকেরা দাসপ্রথাকে সমগ্র দেশে ছড়িয়ে দেবে। এ-আশঙ্কা তাঁরা করতেন যে সুদূর দক্ষিণের লোকেরা আবার হয়ত দাস-ব্যবসা শুরু করবে, যেমন তাদের কয়েকজন নেতা বলেছিলেন, এবং তাদের এই ব্যবস্থার প্রসারের জন্য তারা কিউবা, মেক্সিকো কিংবা মধ্য আমেরিকা জয় করবার জন্য জাতিকে যুদ্ধে লিপ্ত করতে পারে। যে-তিনজন মন্ত্রীকে প্রেসিডেন্ট ফ্রাঙ্কলিন পিয়ার্স গ্রেট ব্রিটেন, ফ্রান্স আর স্পেনে পাঠিয়েছিলেন তাঁদের তিনজনের সই করা কিউবা বাজেয়াপ্ত করার উদ্দেশ্যে প্রচারিত ১৮৫৪ দায়িত্বজ্ঞানহীন অসটেন্ড ম্যানিফেস্টোর জন্য দক্ষিণাঞ্চলের রাজ্যবিস্তারের মনোভাব সম্পর্কে একটা আশঙ্কা সকলের মনে জেগে উঠেছিল। মধ্য আমেরিকার উইলিয়ম ওয়াকারের অবৈধ যুদ্ধপ্রচেষ্টাগুলিও অনুরূপ আশঙ্কার কারণ হয়ে উঠেছিল।

উত্তরের বহু সম্পাদক, ধর্মযাজক এবং রাষ্ট্রনীতিক দাসপ্রথার দোষ এবং দাস মালিকদের মনোভাবকে খুব বাড়িয়ে বর্ণনা করেছিলেন। দক্ষিণের বহু উগ্র বক্তা ব্যবসায়িক সমাজের দোষ এবং স্থানীয় স্বাধীনতাকামীদের অসৎ উদ্দেশ্যের কথা অত্যন্ত বেশী বাড়িয়ে বলেছিলেন। নিউ ইয়র্কের জনৈক জ্ঞানী নেতা বলেছিলেন যে যদি দুই দলেরই সবচেয়ে সাংঘাতিক আন্দোলনকারীদের একটি গাড়িতে পুরে পটোম্যাক নদীর জলে পনের মিনিট ডুবিয়ে রাখা যায়, তাহলে হয়ত আঞ্চলিক শান্তি ফিরে আসবে; কিন্তু এই উক্তিতে যথেষ্ট পরিমাণ আশাবাদ ছিল। অন্যেরাও যে-যার নিজের নিজের স্থান বেছে নিতে তৎপর হয়ে উঠেছিল।

লিঙ্কনের নির্বাচন : বিচ্ছেদ। ১৮৬০-এ রিপাব্লিকানদের জয়লাভের ফলে দক্ষিণের যুক্তরাষ্ট্র থেকে বিচ্ছেদ ত্বরান্বিত হয়েছিল, তা যে সম্ভব হয়েছিল ডেমক্র্যাট দলের মধ্যে একটা মতবিরোধই তার কারণ। এই বিরোধের পিছনে ছিল আমেরিকার রাজনৈতিক ইতিহাসের সবচেয়ে নাটকীয় একটি ঘটনা।

দক্ষিণে দাসপ্রথাকে আইনের সাহায্যে স্থায়িত্ব দেবার জন্য কয়েকজন দক্ষিণী নেতা বার বার দাবি জানাচ্ছিলেন। ডগলাস যখন জানালেন, যে-সমস্ত অঞ্চলে দাস-প্রথাকে প্রবেশ করবার অনুমতি ড্রেড স্কট মামলা দিয়েছিল, স্থানীয় আইনের দ্বারা তা নাকচ হয়ে যেতে পারে, তখন আইনের সাহায্যের জন্য আন্দোলন দ্বিগুণ বেগে চলতে লাগল। এবিষয়ে বললেন মিসিসিপির জেফারসন ডেভিস, এ্যালাবামার উইলিয়াম এল. ইয়ান্সি এবং জর্জিয়ার রবার্ট টুম্‌স—তুলোর অঞ্চলের তিনজন প্রতিনিধি। ১৮৫৯-এর গোড়ার দিকে মিসিসিপির জি. ব্রাউন সেনেটে এই দাবি উত্থাপন ক'রে ডগলাসের দিকে ফিরে জানতে চাইলেন, ডগলাসের অভিমত কি? তিনি প্রশ্ন করলেন, “যদি আঞ্চলিক আইনসভা কিছু করতে রাজী না হয়, তাহলে আপনি কি কিছু করবেন? যদি এটি দাসপ্রথার বিরুদ্ধে কোন আইন পাশ করে, আপনি কি তাহলে সে-আইনকে বাতিল ক'রে দিয়ে দাসপ্রথার সপক্ষে আইন পাশ করাবেন?” তিনি বললেন, দক্ষিণাঞ্চল কাজ চাইছে—“স্পষ্ট, নির্জলা কাজ।” দক্ষিণের আরও অনেকে তাঁকে সমর্থন করলেন।

কিন্তু ডগলাসকে ভয় দেখান ছিল অসম্ভব। তিনি বললেন, ব্রাউন যা চাইছেন তাতে বিভিন্ন অঞ্চলের জনসাধারণের অধিকার ক্ষুন্ন করা হবে। ইতিপূর্বে আমেরিকার ইতিহাসে কংগ্রেস কোন অঞ্চলের ফৌজদারি বা বিষয় সম্পত্তি সম্পর্কিত আইন পাশ করেনি। ১৭৮৯ থেকে কংগ্রেস এসব ব্যাপার আঞ্চলিক আইনসভা-গুলিরই হাতে ছেড়ে দিয়েছে। এমন চমৎকার ব্যবস্থাটিকে এখন কেনই বা তা নাকচ করবে? ডেমক্র্যাট দল বহু বৎসর ধ'রে দাবি ক'রে এসেছে যে কংগ্রেস যেন অঞ্চল-

গুলিতে হস্তক্ষেপ না করে। "আজকে কেন সেই দল এমন চমৎকার নিয়মটিকে বাতিল করতে চাইবে?" ডগলাস বললেন, "যদি আপনারা হস্তক্ষেপ না করার মতবাদ অস্বীকার করেন এবং কংগ্রেসকে দিয়ে ক্রীতদাস আইন পাস করিয়ে নিতে চান, বিশেষ ক'রে যখন কোন অঞ্চলের লোকেরা তা মেনে নিতে অস্বীকার করছে, তখন প্রথমে আপনাদের ডেমক্র্যাট দল ত্যাগ করতে হবে। শুনুন দক্ষিণের ভদ্র মহোদয়েরা, আমি স্পষ্টভাবে আপনাদের বলছি, যে-অঞ্চলের লোকেরা ক্রীতদাস-প্রথা চায় না, যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকারের কর্তব্য তাদের ঘাড়ে জোর ক'রে তা চাপান, এই উদ্দেশ্য নিয়ে ডেমক্র্যাট দলের কোন ভোটপ্রার্থীই উত্তরের কোন ডেমক্র্যাট অঞ্চলে নির্বাচিত হতে পারবেন না।" জেফারসন ডেভিস উত্তর দিলেন যে কংগ্রেসকে আমেরিকান জনসাধারণের অধিকারকে প্রতিষ্ঠিত করতেই হবে এবং কোন আঞ্চলিক আইনসভা যখন সম্পত্তি রক্ষার ব্যাপারে নিজ দায়িত্ব পালন করে না, কংগ্রেসকে তা করতে হবে। ডগলাস ব'লে উঠলেন, "মোটেই তা নয়, খচ্চর তৈরি করার আইন যদি অরিগন-না চালাতে চায়, আমি নিশ্চয়ই ওয়াশিংটনে এমন আইন তৈরি করব না যাতে খচ্চর স্বীকার ক'রে নিতে তারা বাধ্য হয়। লম্বা শিং-অলা গরু যদি অরিগন পছন্দ না করে, সেরকম গরু তার ঘাড়ে আমি জোর ক'রে নিশ্চয় চাপাব না। যদি অরিগন ক্রীতদাসদের স্বীকার ক'রে না নিতে চায়, সেখানকার লোকেদের তা স্বীকার ক'রে নিতে আমি বাধ্য করব না।"

এই পাথরে ধাক্কা খেয়েই ডেমক্র্যাটদের ১৮৬০-এর অধিবেশন চৌচির হয়ে গেল —এই যুক্তি এবং বুকানান শাসনের সমর্থকদের সঙ্গে ডগলাসের সংঘর্ষ। প্রতিনিধিরা মিলিত হয়েছিল চার্লসটনে, যে-শহরটি ক্রীতদাসপ্রথার উগ্রপন্থী সমর্থক, যেটি ক্যালহোন, হেন এবং আর. বি. রেট-এর শহর, যেখান থেকে চরম-পন্থী "মারকারি" প্রকাশিত হ'ত। দু'বছর ধ'রে সেনেটে ডগলাস এবং ডেভিসের মধ্যে যে বিতণ্ডা চলেছিল, সেটি চালিয়ে নিয়ে যাবার জন্যই যেন তারা একত্রিত হয়েছিল। ডগলাস জিতলে ডেমক্র্যাট দল সত্যিকারের জাতীয় দল হিসাবে উত্তরে দক্ষিণে আর পশ্চিমে শক্তিশালী দল হয়ে বেঁচে থাকত। অনিচ্ছুক অঞ্চলে জোর ক'রে দাসপ্রথা চালাবার চেষ্টায় ডেভিস জয়লাভ করলে, ডেমক্র্যাটরা হয়ে দাঁড়াত একটি আঞ্চলিক দল, যা কেবলমাত্র দক্ষিণেই শক্তিশালী থাকত। কয়েকদিন মনে হয়েছিল যে হয়ত একটা আপস রফা ক'রে ভোটপ্রার্থী হিসাবে একজন নিরপেক্ষ ব্যক্তিকেই দাঁড় করান হবে। কিন্তু ডেভিস, ইয়ানসি, রেট, টুম্‌স এবং লুসিয়ানার জুডা পি. বেঞ্জামিন প্রভৃতি চরমপন্থীরা, হয় দলের আধিপত্য কিংবা দলের পতন, এই পন্থা অনুসরণ করছিল।

ডগলাসের প্রতিনিধি, ওহায়োর পিউ বললেন, যখন চরমপন্থীরা তাদের মতটাকে

সকলের সামনে তুলে ধরতে চেষ্টা করছিল, "দক্ষিণের ভদ্রমহোদয়গণ! আপনারা আমাদের সম্পর্কে ভুল বুঝেছেন! ভুল বুঝেছেন! আমরা এ-কাজ করতে পারব না।" বেশির ভাগ প্রতিনিধি এই ডেভিস-ইয়ানসি মতবাদের বিরুদ্ধে দাঁড়াল। তারপর এ্যালাবামার প্রতিনিধিরা প্রতিবাদ জানাবার জন্য হল থেকে বের হয়ে গেল। দক্ষিণ অঞ্চলের প্রতিনিধিরা তাদের অনুসরণ করল; আরও দক্ষিণের লোকেরা একই পথের পথিক হ'ল। দল এইভাবে সম্পূর্ণ ভাগাভাগি হয়ে যাবার পর, কাউকে মনোনীত না করেই অধিবেশন বন্ধ রাখা হ'ল। অনতিবিলম্বে দুই দলে ভাগ হয়ে গিয়ে দক্ষিণের চরমপন্থীরা মনোনীত করল কেন্টাকির ব্রেকিনরিজকে, তাদের প্রতিপক্ষরা ডগলাসকে। এই দুই দলে ভাগ হয়ে যাওয়ার পূর্ণ গুরুত্ব তখন সকলে বুঝতে পারেনি। ডেমক্র্যাটরা যে তাদের পরাজয় অবধারিত ক'রে তুলেছিল শুধু তাই নয়, যে সূত্রগুলি উত্তর আর দক্ষিণাঞ্চলকে বেঁধে রেখেছিল, তাদের আর একটি ছিন্ন হয়ে গেল।

রিপাব্লিকান দল নির্বাচন-যুদ্ধে অবতীর্ণ হ'ল পূর্ণ একতা নিয়ে। এক উৎসাহপূর্ণ অধিবেশনে তারা মধ্যপশ্চিম অঞ্চলের সব চেয়ে জনপ্রিয় লিংকনকে মনোনীত করল এবং তাঁর হতাশ প্রতিদ্বন্দ্বীদ্বয়, সেওয়ার্ড আর চেজ, তাঁর সংগে সহযোগিতা করতে লাগলেন। দলীয় মনোভাব খুব উচ্চ গ্রামে বাঁধা ছিল। একটা কঠোর প্রতিজ্ঞা, একটা ধর্মীয় উদ্দীপনা সেইসব লক্ষলক্ষ ভোটদাতাদের উজ্জীবিত করেছিল যারা প্রচার করেছিল যে তারা দাসপ্রথাকে আর বিস্তার লাভ করতে দেবে না। তাছাড়া চার বছর আগের চেয়ে এই দল অর্থশালীদের আনুকূল্য অনেক বেশী অংশে পেয়েছিল। হ্রস্যকালীন হলেও ১৮৫৭-র সর্বনাশা আতংকে ব্যবসায়ীমহলে আত্মরক্ষার শুল্ককরের জন্য একটা চাহিদা জেগে উঠেছিল; তারই ফলে সওদাগরী এবং আর্থিক মহল আরও ভাল ব্যাংক ব্যবসা চাইছিল। এইসব দাবি মেটাবার প্রতিশ্রুতি রিপাব্লিকান দল দিয়েছিল। উত্তরের যেসব লোকেরা জমি চাইছিল, এই-সংগে তাদেরও তারা আশ্বাস দিয়েছিল যে বসতিস্থাপনকারীদের বিনামূল্যে জমি দেবার জন্য তারা একটি আইন করবে। তার মানে অর্থনৈতিক দিক থেকে তারা আমেরিকার শক্তিশালী স্তরগুলিতে প্রবল আকর্ষণের সৃষ্টি করেছিল। যে পেনসিলভ্যানিয়ায় তারা ১৮৫৬-তে হেরে গিয়েছিল, শুল্কের লোভ সেখানে তাদের জয়ের পথ সুগম ক'রে দিল। উত্তরপশ্চিম অঞ্চলে আভ্যন্তরীন উন্নতির সম্ভাবনা বহু ভোটদাতাকে তাদের সপক্ষে নিয়ে এল। মধ্যপশ্চিম অঞ্চলে বাসস্থানের পরিকল্পনা বিশেষভাবে কার্যকরী হয়েছিল।

নির্বাচনের দিন লিংকন পেলেন ১৮,৬৬,৪৫২ ভোট; ডগলাস ১৩,৭৫,১৫৭ ভোট; ব্রেকিনরিজ ৮,৪৭,৯৫৩ ভোট এবং টেনেসির বে জন বুল দলগুলির মধ্যে

ঝগড়া মিটিয়ে মৈত্রী আনবার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন, তিনি পেলেন ৫,৯০,৬০১ ভোট। লিঙ্কন গণভোট পেয়েছিলেন কিছু কম, কিন্তু নির্বাচনী কলেজের ভোটে নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করলেন। গণভোট অবশ্যই দাসপ্রথার বিস্তার রোধ করতে চাইছিল, কিন্তু তা রাষ্ট্রগুলির সংযুক্তি এবং শান্তিও চাইছিল। দেশবিভাগে ইচ্ছুক ব্রেকিনরিজ একপঞ্চমাংশ ভোট পেয়েছিলেন।

দক্ষিণে অবশ্য প্রাধান্য ছিল চরমপন্থীদের। জর্জিয়ার যুক্তরাষ্ট্রপন্থী আলেক-জাণ্ডার এইচ. স্টিফেনস লিখেছিলেন, "লোকেরা পাগল হয়ে গেছে, প্রবল মনোভাব উৎকট আকার ধারণ করেছে।" ইতিমধ্যেই দক্ষিণ কারোলাইনা বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়া স্থির ক'রে ফেলেছিল। তার কারণ কি? দক্ষিণাঞ্চল কিংবা দাসপ্রথা যে বিপদের সম্মুখীন নয়, এটা সম্ভবতঃ মনে হয়েছিল। প্রথমবার প্রেসিডেন্ট থাকবার সমগ্র কালটা (দক্ষিণের রাষ্ট্রগুলি যুক্তরাষ্ট্রে থাকলে) লিঙ্কন কংগ্রেসে শত্রুভাবাপন্ন সংখ্যাগরিষ্ঠ বিরোধী দলের সম্মুখীন হয়েছিলেন; সুপ্রিম কোর্টের উপর দক্ষিণের লোকেদের সম্পূর্ণ প্রভাব ছিল; সুতরাং লিঙ্কনের বিশেষ কিছু করবার ছিল না। তাছাড়া দাসপ্রথা যে-অবস্থায় ছিল, লিঙ্কনের তাতে সেটিতে আঘাত হানবার ইচ্ছা ছিল না। সাংবিধানিক পরিবর্তন ছাড়া আর কোন উপায়ে দক্ষিণ থেকে দাসপ্রথা তাড়ান সম্ভব ছিল না এবং সে-সুযোগ আসতেও প্রচুর সময় লেগে যেত। তবু সেবিষয়ে ব্যবস্থা অবলম্বন করা হয়েছিল—যদিও তার ফলাফল স্পষ্ট, তবুও তার জন্য চেষ্টা করা হয়েছিল। ষ্টিফেনস ভবিষ্যৎ-বাণী করেছিলেন, "শীঘ্রই সকলে পরস্পরের গলা কাটতে আরম্ভ করবে।"

ব্যবস্থা অবলম্বন করা হয়েছিল, কিন্তু দক্ষিণ ক্যারোলাইনা ছাড়া অন্য রাষ্ট্রের সংখ্যাগরিষ্ঠ লোকেরা যে এই ব্যবস্থা অবলম্বনের পক্ষপাতী ছিল, তার কোন সুস্পষ্ট লক্ষণ ছিল না। সর্বত্র, এমনকি প্যালমেটো রাষ্ট্রেও, যুক্তরাষ্ট্রের প্রতি প্রবল আনুগত্য দেখা গিয়েছিল; শান্তির প্রতি আকর্ষণও তাই। ১৮৬০-এর নির্বাচনে চৌদ্দটি দাস-রাষ্ট্রের ভোটদাতারা চরমপন্থী ব্রেকিনরিজের চেয়ে আপস-মতাবলম্বী ডগলাস ও বেল-এর নামে এক লক্ষ চব্বিশ হাজার বেশী ভোট দিয়েছিল। সুদূর দক্ষিণের কয়েকটি রাষ্ট্রে ভোট দেবার কাগজ পরীক্ষা ক'রে দেখা গেছে যে যদি বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবার প্রশ্নটাই গণভোটে দেওয়া হ'য়, তাহলে সেটি পরিত্যক্ত হ'ত। এমনকি বিচ্ছেদ ও গৃহযুদ্ধ শুরু হওয়ার পরও দক্ষিণাঞ্চলে এমন অনেক শক্তিশালী লোক ছিলেন যাঁরা সংযুক্তরাষ্ট্রগোষ্ঠীর বিপক্ষে ছিলেন। পুরনো রাজ্য থেকে পশ্চিম ভার্জিনিয়া বেরিয়ে এসেছিল, উত্তর ক্যারোলাইনার পশ্চিম অঞ্চল থেকে গৃহযুদ্ধে যোগদান বাধ্যতামূলক করা সম্ভব হয়নি এবং একথা শোনা যায় যে পূর্ব টেনেসির কয়েকটি স্থান থেকে যুক্তরাষ্ট্রের সৈন্যবাহিনীতে যত স্বেচ্ছাসেবক যোগ

দিয়েছিল, এত সংখ্যক সৈন্য উত্তরের কোন অঞ্চল থেকে আসেনি। তবু একথা মনে রাখা প্রয়োজন যে, বিপ্লব সব সময়েই আসে মাত্র কয়েকজন দৃঢ়তাবদ্ধ ব্যক্তির সাহায্যে এবং ১৭৭৬-এ তৃতীয় জর্জের শাসনব্যবস্থার বিরুদ্ধে বিপ্লবের মতোই ১৮৬০-এ গৃহবিচ্ছেদের প্রশ্নটি বিস্তৃতভাবে সর্বসাধারণের আনুকূল্য লাভ করেছিল।

সুদূর দক্ষিণের এই মতবাদে দীক্ষা নেবার অনেকগুলি কারণ ছিল : যথা, উত্তরের প্রতি ঘৃণা, নির্বাচনে হেরে যাওয়ায় অভিমান, সীমান্ত অঞ্চলগুলি সম্পর্কে রায় মেনে নিতে অনিচ্ছা এবং নিজেদের পতাকার তলায় উজ্জ্বলতর এবং মহত্তর দিন যাপনের স্বপ্ন দেখা। সব চেয়ে বড় কারণ ছিল—ভয়; এই ভয় যে এই রাষ্ট্রের রীতিনীতি এবং বিশেষ সভ্যতা দাসপ্রথা উচ্ছেদকারী শাসনব্যবস্থার দ্বারা ধ্বংস হয়ে যাবে। ১৮৬০-এর ২০শে ডিসেম্বর পথ প্রদর্শক হিসাবে দক্ষিণ কারোলাইনা প্রচার করল যে উত্তরাঞ্চল এমন একজনকে প্রেসিডেণ্ট নির্বাচিত করেছে "যাঁর মতামত ও উদ্দেশ্য দাসপ্রথার প্রতি শত্রুতাভাবাপন্ন।" পদাঙ্ক অনুসরণ ক'রে মিসিসিপি বলল যে "উত্তরের লোকেরা দক্ষিণের লোকেদের বিরুদ্ধে বিপ্লবী মনোভাব অবলম্বন করেছে।" এবং দক্ষিণের যেসব চরমপন্থীরা বিশ্বাস করত না যে উত্তরাঞ্চল যুদ্ধ করবে, তারা বুঝল যে যা করণীয় তা এখনই শেষ ক'রে ফেলা ভাল। বাতিল করার প্রশ্ন প্রেসিডেন্ট জ্যাকসন চুকিয়ে দিয়েছিলেন। যুক্তরাষ্ট্র থেকে একটি মাত্র রাষ্ট্রের স'রে যাওয়ার কোন মানেই হয় না। দক্ষিণের চেয়ে উত্তর ক্রমশঃ বেশী শক্তিশালী হয়ে উঠছিল। দক্ষিণের স্বাধীনতা ঘোষণা করবার চেষ্টা না ক'রে যদি সঙ্কটকালকে উত্তীর্ণ হ'তে দেওয়া হয়, এমন সুযোগ আর আসবে না। দক্ষিণাঞ্চলের সংযুক্তরাষ্ট্র-গোষ্ঠী পৃথিবীর জাতিগুলির মধ্যে সম্মানিত আসন লাভ করতে পারে এবং কারোলাইনার উপসাগরের আশেপাশে ক্রমে দক্ষিণ দিকে বিস্তৃত হ'তে পারে। ফেব্রুয়ারির প্রথম দিকে সাতটি বিচ্ছেদকামী রাষ্ট্রের প্রতিনিধিরা এ্যালাবামার মন্টগোমারিতে সমবেত হয়ে আমেরিকার সংযুক্তরাষ্ট্রগোষ্ঠীর প্রতিষ্ঠা করল এবং জেফারসন ডেভিসকে সেটির অস্থায়ী প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত করল।,

দক্ষিণাঞ্চলের উত্তর সীমান্তের যে চারটি রাষ্ট্র দ্বিধাগ্রস্ত ছিল, দলের প্রতি বিশ্বাসভাজনতায় তারাও ক্রমে এতে যোগদান করল। শেষ মুহূর্তে একটা আপসের চেষ্টাও হয়েছিল। তার মধ্যে যেটি সবচেয়ে সম্ভাবনাপূর্ণ ছিল যেটি জন জে. ক্রিটেনডেন-এর মিজুরি আপসের ৩৬°৩০´ সীমান্তরেখায় ফিরে যাবার প্রস্তাব; কিন্তু লিঙ্কনের দাসপ্রথাকে নতুন কোন অঞ্চলে প্রবেশাধিকার না দেবার সুদৃঢ় প্রতিজ্ঞার জন্য এই প্রস্তাব বিফল হ'ল। ১৮৬১-র ১২ই এপ্রিল চার্লসটন বন্দরে সামটার দুর্গের উপর দক্ষিণের কামানের গোলাবর্ষণ শুরু হ'ল।

একাদশ অধ্যায়

গৃহ-যুদ্ধ

সৈন্য ও রণসম্ভার। "যে সাংঘাতিক পরিমাণে মৃত্যু ও ধ্বংসলীলা চলছে তা সমগ্র পৃথিবীকে চমৎকৃত করবার মতো। ঘটনাটা চলছে গত দু'মাস ধ'রে, কিন্তু একদিকের সৈন্যদল সম্পূর্ণ ধ্বংশ হবার আগে ব্যাপারটা থামবে ব'লে মনে হচ্ছে না।...এখন যেন মনে হয় কয়েক হাজার লোক মৃত বা আহত হওয়ার ব্যাপারটা কিছুই নয়, তবে আমাদের মন এমনি কঠিন হয়ে যাওয়াটা একদিক দিয়ে ভালই।" ১৮৬৪-র ৩০শে জুন জেনারল উইলিয়াম টি. শারম্যান তাঁর ভাইকে এইভাবে লিখেছিলেন। তিনি আরও লিখেছিলেন, "এখনও এই যুদ্ধের চরমতম অবস্থা আরম্ভ হয়নি।" জর্জিয়ার পক্ষে এই উক্তিটি বিশেষভাবে প্রযোজ্য, কারণ পর্বত থেকে সমুদ্রতীর পর্যন্ত এই সমগ্র অঞ্চলটির সমস্ত শহর আর গ্রামাঞ্চল তিনি অনতিবিলম্বে সম্পূর্ণভাবে ধ্বংশ ক'রে ফেলেছিলেন। ভার্জিনিয়ার পক্ষেও একথা সত্য হয়ে উঠেছিল। গ্র্যান্ট এবং লি-র সৈন্যদল সম্পর্কেও একথা প্রযোজ্য—তাদের সামনেই ছিল তাদের কঠিনতম সংগ্রাম। তবু সমগ্র দেশ খুব হাল্কাভাবেই এই যুদ্ধে যোগদান করেছিল। উত্তরের লোকেরা চিৎকার করছিল, "রিচমণ্ড চল;' দক্ষিণের লোকেরা ইয়াঙ্কি 'হতভাগাদের' চেয়ে নিজেদের শ্রেষ্ঠত্বের জাঁক করছিল দুই দলই ঢাক পিটিয়ে প্রচার করছিল যে শীঘ্রই যুদ্ধ গৌরবোজ্জ্বল ভাবে শেষ হয়ে যাবে।

সামটার দুর্গে সংঘর্ষের আঘাত দক্ষিণ ও উত্তর দুই অঞ্চলকেই পৃথকভাবে একতাবদ্ধ করেছিল। ক্রোধে উন্মত্ত হয়ে ভার্জিনিয়া যুক্তরাষ্ট্র থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে রাষ্ট্রগোষ্ঠীতে যোগ দিয়েছিল। এই পুরনো অঞ্চলটির কাছ থেকেই দক্ষিণাঞ্চল পেয়েছিল তার রাজধানী রিচমণ্ড, যেখানে ১৮৬১-র জুন মাসের শেষের দিকে জেফারসন ডেভিস তাঁর সরকারের লোকজন নিয়ে হাজির হয়েছিলেন। আর সেখান থেকে পাওয়া গিয়েছিল দক্ষিণের কৃতী সৈন্যাধ্যক্ষ লি-কে, যিনি যুদ্ধশিক্ষা কেন্দ্রের পরিচালক ছিলেন এবং এই যুদ্ধে জাতির চেয়ে নিজের রাষ্ট্রের ডাকে ঃ

দিতে বাধ্য হয়েছিলেন। টেনেসি-ও রাষ্ট্রগোষ্ঠীতে যোগ দিল। উত্তরাঞ্চলে মিসিসিপির উত্তর উপত্যকা জানিয়ে দিল যে সেটির ও সমুদ্রের মধ্যে 'একগাদা শুল্ক অফিস' সেটি সহ্য করিবে না, এবং তারপর প্রবলভাবে সেটি যুক্তরাষ্ট্রের সপক্ষে যোগ দিল। সুদূরে ক্যালিফোর্নিয়াও তাই করল। সীমান্ত-রাষ্ট্রগুলি—মেরীল্যান্ড, কেণ্টাকি ও মিজুরি দ্বিধা করতে লাগল, কারণ তাদের মধ্যে জনমত ছিল বিভক্ত। কিছুদিনের জন্য বিচ্ছেদকামীরা বাল্টিমোরে আধিপত্য স্থাপন করেছিল এবং এক সময় মনে হয়েছিল তারা সেন্ট লুইকে দখলে আনবে। কিন্তু অবশেষে ফ্র্যান্সিস স্কট কে, হেনরি ক্লে এবং টমাস হার্ট বেন্টনের তিনটি রাষ্ট্র তাদের পুরনো আনুগত্যেই টিকে রইল। উত্তরে এবং দক্ষিণে, দলগত বিভেদ ঘুচে গেল। যখন প্রেসিডেন্ট হিসাবে প্রথম বক্তৃতা দিতে গিয়ে লিঙ্কন দাঁড়ালেন তখন তাঁর টুপিটা ধ'রে রইলেন ডগলাস; এটা হয়েছিল যেন একটা প্রতীক ঘটনা। চিরজীবন যিনি যুক্তরাষ্ট্রের ভক্ত, সেই আলেকজাণ্ডার এইচ. স্টিফেনস হলেন রাষ্ট্রগোষ্ঠীর ভাইস প্রেসিডেন্ট।

দুই প্রতিপক্ষেরই নিজের নিজের সুযোগ সুবিধা ছিল। উত্তরের ছিল লোকসংখ্যা, শিল্পসম্ভার এবং সম্পদ বেশী। ১৮৬০-এর আদমসুমার অনুযায়ী যুক্তরাষ্ট্রের পতাকার অধীনে তেইশটি রাষ্ট্রের (ভার্জিনিয়ার যুক্তরাষ্ট্রভক্ত অঞ্চলগুলি নিয়ে তৈরী পশ্চিম ভার্জিনিয়া কিংবা যে-ক্যানসাস অনতিবিলম্বে যুক্তরাষ্ট্রে যোগ দিয়েছিল, তার কথা বাদ দিয়ে) লোকসংখ্যা ছিল প্রায় দুকোটি কুড়ি লক্ষ, আর রাষ্ট্রগোষ্ঠীর পতাকার অধীনে এগারটি রাষ্ট্রে ছিল নব্বই লক্ষ লোক। প'য়ত্রিশ লক্ষ নিগ্রো দক্ষিণের লোকসংখ্যার অন্তর্ভুক্ত ছিল। উত্তরে রেলপথের দৈর্ঘ্য ছিল বাইশ হাজার মাইল, দক্ষিণের মাত্র ন'হাজার মাইল। উত্তরের প্রচুর সুবিধা ছিল তার উৎপাদন শিল্পের উন্নতির দিক থেকে; ১৮৬০-এ নিউ ইয়র্ক এবং পেনসিলভ্যানিয়া উভয় স্থানেরই উৎপন্ন শিল্পের মূল্য ছিল সমগ্র রাষ্ট্রগোষ্ঠীর উৎপন্ন শিল্পের মূল্যের কমবেশী দ্বিগুণ। যুদ্ধের শেষ তিন বছরে উত্তরাঞ্চল তার রণসম্ভারের সবকিছুই নিজেরা তৈরি করত, অথচ কামান বন্দুক, গুলিবারুদ, ওষুধ আর ডাক্তারির জিনিসপত্রের জন্য দক্ষিণকে নির্ভর করতে হ'ত বিদেশ থেকে আমদানির উপর। উত্তর নিজের দখলে রেখেছিল নৌবহর, এবং তারই মাধ্যমে সমগ্র সমুদ্রাঞ্চলকে। এটির আর্থিক সম্ভাবনা ছিল বহুমুখী এবং প্রয়োজন অনুযায়ী। এই অঞ্চলের শক্তির উৎস ছিল উপনিবেশ বিস্তার, যা ক'মে গেলেও গেটিসবার্গের যুদ্ধের পর দ্রুত হারে বাড়তে আরম্ভ করেছিল।

আর দক্ষিণে ছিল তার লোকেদের যুদ্ধপ্রিয় প্রকৃতি, সহজে যেসমস্ত দুর্গ আর অস্ত্রাগার দখল করা হয়েছিল সেগুলি আর এ-অঞ্চলে কৃতিত্বপূর্ণ কৃষিব্যবস্থা।

তারা যে আক্রমণ প্রতিহত করছিল মাত্র এবং তাদের সৈন্যদল যে দেশের অভ্যন্তরে যুদ্ধ করছিল এতেও তাদের অনেক সুবিধা হয়েছিল। এই যুদ্ধে জয়লাভ করবার জন্য তাদের উত্তরাঞ্চল আক্রমণ ক'রে সেটিকে আয়ত্বে আনতে হবে না। তাদের একমাত্র করণীয় কাজ ছিল বহুদিন ধ'রে সফল ভাবে আক্রমণ প্রতিরোধ ক'রে যাওয়া যাতে উত্তরাঞ্চল বুঝতে পারে যে দক্ষিণকে জয় করা অসম্ভব। কয়েকটি ছোট বড় যুদ্ধে পরাজিত হ'লেও বিশেষ কিছু যায় আসে না। রাষ্ট্রগোষ্ঠীর উদ্দেশ্য সফল হবে যদি তারা উত্তরাঞ্চলের লোকেদের বুঝিয়ে দিতে পারে যে যুক্তরাষ্ট্রের জয়লাভে এত ক্ষতি স্বীকার করতে হবে যে অনিচ্ছুক ভাইদের চ'লে যেতে দেওয়াই ভালো।

অনেকের ধারণা ছিল যে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ তুলো সরবরাহ কেন্দ্র হিসাবে দক্ষিণের একটি মস্ত সুবিধা ছিল। আর বৃটেন, তার কাপড়ের মিলগুলিকে চালু রাখার জন্য, দক্ষিণের পক্ষে হস্তক্ষেপ করবে। অনতিবিলম্বে বোঝা গিয়েছিল যে এটি একটি ভুল ধারণা; দক্ষিণের তুলোর মতোই উত্তরের গমেরও বৃটেনের প্রয়োজন ছিল। সর্বনাশের মধ্যেও দক্ষিণাঞ্চলের একটি মহিমময় দক্ষতা ছিল, কিন্তু উত্তরাঞ্চলেরও ছিল অবিচলিত প্রতিজ্ঞা। দক্ষিণের সেনানায়করা ছিলেন উত্তরের সেনানায়কদের চেয়ে তৎপর এবং কৃতী। প্রেসিডেন্ট লিঙ্কন প্রমাণ করেছিলেন যে তিনি জেফারসন ডেভিসের চেয়ে অনেক বড় রাজনীতিজ্ঞ। জেফারসন ডেভিসের বুদ্ধি ছিল, আভিজাত্য ছিল এবং কঠোর আন্তরিকতা ছিল, কিন্তু তাঁর মধ্যে উদারতা ছিল না এবং অনেক সময়ে তিনি বদমেজাজ, ধৈর্যহীনতা এবং ব্যক্তিগত পক্ষপাতিত্বের দ্বারা বিচারবুদ্ধিকে বিকৃত হ'তে দিতেন। সব দিক দিয়ে বিচার করলে উত্তরাঞ্চল ছিল বেশী শক্তিশালী এবং দক্ষিণের একমাত্র ভরসা ছিল এই যে অতবেশী লোকসংখ্যা সমেত অতবড় দেশকে জয় করতে উত্তরাঞ্চলকে যথেষ্ট বেগ পেতে হবে।

যেসব উত্তরের লোকেরা ভেবেছিল যে যুদ্ধ বেশী দিন স্থায়ী হবে না তারা 'বুল রান'-এর যুদ্ধে শিক্ষা লাভ করেছিল। ওয়াশিংটন শহরে তাড়াতাড়ি সংগ্রহ করা ত্রিশ হাজার সৈন্যকে উত্তর ভার্জিনিয়ায় বুল রান উপত্যকায় সমসংখ্যক রাষ্ট্র-গোষ্ঠীর সৈন্যের বিরুদ্ধে পাঠান হয়েছিল। যুক্তরাষ্ট্রের সেনাদল ১৬ই জুলাই রাষ্ট্রগোষ্ঠীর ব্যূহ ভেদ করল কিন্তু তারপর দক্ষিণ দিক দিয়ে আক্রান্ত হয়ে সম্পূর্ণভাবে পরাজিত হ'ল। পুরান পল্টন-এর লোকেরা ছাড়া বাকি সকলে ওয়াশিংটন-এর দিকে ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটতে লাগল, পথ বোঝাই হয়ে গেল লোকে, কামানে, ফেলে-যাওয়া মোটঘাটে এবং সেইসব কংগ্রেস সদস্যে, যারা পিকনিক করার মনোভাব নিয়ে একটি সহজ জয়লাভ দেখতে এসেছিল। এর পর উত্তরের আরও

কতকগুলি পরাজয় ঘটল—মিজুরিতে, পটোম্যাক নদীর উপর, বল্‌স্‌ব্লাফ-এ, যেখানে অলিভার ওয়েনডেল হোমস, যিনি পরে সুপ্রিম কোর্টে ছিলেন, তিনি আহত হয়েছিলেন। প্রচণ্ড সংগ্রামের জন্য এইবার দুইদল কোমর বেঁধে দাঁড়ালেন।

শেষপর্যন্ত যুদ্ধ পাঁচ বছর চলেছিল, সেটি শেষে হয়েছিল যখন দক্ষিণাঞ্চল সম্পূর্ণ নিঃস্ব হয়ে গিয়েছিল, সেটির অর্থ, সম্পত্তি এবং জীবনের ক্ষয় হয়েছিল ভয়াবহ। উত্তরাঞ্চল সৈন্য সংগ্রহ করেছিল প্রায় কুড়ি লক্ষ এবং যখন যুদ্ধ শেষ হয়েছিল তখন যুদ্ধক্ষেত্রে যুদ্ধ করছিল তাদের দশ লক্ষ লোক। দক্ষিণের সৈন্য-সংখ্যা ছিল সাত লক্ষ থেকে দশ লক্ষের মধ্যে, আসল সংখ্যা কোনদিনই কেউ জানতে পারবে না। যুক্তরাষ্ট্রের পক্ষে যুদ্ধক্ষেত্রে, আহত হয়ে কিংবা রোগাক্রান্ত হয়ে, তিন লক্ষ ষাট হাজার সৈন্য মারা গিয়েছিল; দক্ষিণের লোকক্ষয় হয়েছিল দুলক্ষ আটান্ন হাজার। দক্ষিণের বহু অংশ একেবারে ধ্বংশ হয়ে গিয়েছিল। সেনানডোয়া উপত্যকার একপ্রান্ত থেকে অন্য প্রান্ত ধ্বংশস্তূপে পরিণত হয়েছিল। জর্জিয়াতে সারম্যান পাঁচকোটি ডলার মূল্যের বাড়ি এবং কোটি কোটি ডলার মূল্যের ব্যক্তিগত সম্পত্তি নষ্ট ক'রে দিয়েছিলেন। কলাম্বিয়া, রিচমণ্ড এবং এ্যাটলাণ্টার মতো শহরগুলি আগুনে পুড়ে ছাই হয়ে গিয়েছিল। রেলপথগুলি তুলে ফেলা হয়েছিল, কারখানাগুলি চূর্ণ করা হয়েছিল। শ্রমব্যবস্থা নষ্ট হওয়ায় এবং সম্পত্তিগুলি ধ্বংশ হওয়ায় দক্ষিণাঞ্চল আর্থিক দিক থেকে নিঃস্ব হয়ে পড়েছিল। এই অঞ্চলে এখনও যুদ্ধের ক্ষতচিহ্নগুলি দেখা যায়। যুদ্ধের শেয়ে যদিও উত্তরাঞ্চলের শিল্পোন্নতি এসেছিল, তবু এই অঞ্চলকেও ধারণাতীত ভাবে ক্ষয়ক্ষতি সহ্য করতে হয়েছিল।

যুদ্ধোদ্যম। যুদ্ধের চারটি কেন্দ্রকে পরিস্কারভাবে পৃথক করা চলে : সমুদ্র, মিসিসিপি উপত্যকা, ভার্জিনিয়া ও পূর্বসমুদ্র তীরবর্তী রাষ্ট্রগুলি, এবং কূট-নৈতিক যুদ্ধক্ষেত্র। প্রথমটির বিষয় সংক্ষেপে শেষ করা যায়। প্রথম দিকে নৌবহরের চল্লিশটি জাহাজই যুক্তরাষ্ট্রের হাতে ছিল, কিন্তু সেগুলি ছিল ছত্রভঙ্গ অবস্থায়। যুদ্ধের উপর তাঁর রোজনামচার জন্য প্রসিদ্ধ ওয়াশিংটন শহরের তীক্ষ্ণবুদ্ধি গিডিয়ন ওয়েলেস অবিলম্বে সেই জাহাজগুলিকে একত্রিত ও শক্তিশালী ক'রে তুললেন। দক্ষিণের সমুদ্রতীর অবরুদ্ধ ব'লে লিঙ্কন প্রচার করলেন, এবং, প্রথম প্রথম এই অবরোধ দুর্বল থাকলেও, পরে তা কার্যকরী হয়েছিল। এর সাহায্যে ইউরোপে তুলো রপ্তানি এবং ইউরোপ থেকে অস্ত্রশস্ত্র, পোশাক এবং ঔষধপত্রাদি আমদানি বন্ধ হয়েছিল। দক্ষিণের পক্ষে এইগুলির যথেষ্ট প্রয়োজন ছিল। ইতিমধ্যে ডেভিড জি. ফ্যারাগাট নামে এক নৌসেনাপতি আত্মপ্রকাশ ক'রে

দুটি অসাধারণ সাফল্য দেখালেন। একটি অভিযানে তিনি যুক্তরাষ্ট্রের কতকগুলি কাঠের তৈরী ছোট জাহাজ নিয়ে মিসিসিপির মোহানা দিয়ে ঢুকে প'ড়ে দুটি দুর্গের পাশ দিয়ে গিয়ে রাষ্ট্রগোষ্ঠীর শ্রেষ্ঠ শহর নিউ অর্লিন্সের পতন ঘটালেন। আর একটি অভিযানে তিনি মোবাইল বে'র সুরক্ষিত প্রবেশপথ ভেদ ক'রে রাষ্ট্র-গোষ্ঠীর একটি লোহা দিয়ে তৈরী বড় জাহাজকে বন্দী করলেন এবং বন্দরটি অবরুদ্ধ করলেন। তখন কাঠের জাহাজের জায়গায় লোহার তৈরী জাহাজ দেখা যাচ্ছিল। যুদ্ধের সব চেয়ে রুদ্ধশ্বাস মুহূর্তগুলি ছিল ১৮৬০-র মার্চ মাসে যখন রাষ্ট্রগোষ্ঠীর নতুন লোহার তৈরী জাহাজ মেরিম্যাক ভার্জিনিয়ার নরফোক থেকে বেরিয়ে জেমস নদীর মোহানায় হ্যামটন রোডে যুক্তরাষ্ট্রের দুটি রণতরী নষ্ট ক'রে ওয়াশিংটন কিংবা নিউ ইয়র্ক আক্রমণের জন্য প্রস্তুত হয়েছিল। ভাগ্যক্রমে মনিটর নামে যুক্তরাষ্ট্রের একটি অদ্ভুত ধরনে প্রস্তুত যুদ্ধজাহাজ ঘটনাস্থলে হাজির হয়ে রাষ্ট্রগোষ্ঠীর জাহাজটিকে আক্রমণ ক'রে তার লীলাখেলা শেষ ক'রে দিল। যুক্তরাষ্ট্রের নৌবহর আর একটি কৃতিত্বপূর্ণ জয়লাভ করেছিল, যখন চারবুর্গের কাছে কিয়ারসার্জ জাহাজটি রাষ্ট্রগোষ্ঠীর ইংল্যাণ্ডে তৈরী যুদ্ধজাহাজ অ্যালা-বামাকে জলমগ্ন করেছিল। দক্ষিণের সমুদ্রতীর অবরোধ ক'রে, সমুদ্রতীরে প্রয়োজনীয় স্থানগুলি জয় ক'রে এবং রাষ্ট্রগোষ্ঠীর বাণিজ্যপোতগুলিকে বন্দী ক'রে নৌবহর যুক্তরাষ্ট্রকে যথেষ্ট সাহায্য করেছিল।

মিসিসিপি উপত্যকায় যুক্তরাষ্ট্রের সৈন্যদল একের পর এক ক্রমাগত যুদ্ধ জয় করেছিল। ইউলিসিস এস. গ্র্যান্ট নামে ইলিনয়ের যে লোকটিকে পশ্চিমের এক শক্তিশালী সেনাদলের অধিনায়ক ক'রে বসান হয়েছিল, তাঁর কল্পনাশক্তি না থাকলেও, ছিল নাছোড়বান্দা একগুঁয়েমি আর রণকৌশলের মূল বিষয়গুলি সম্পর্কে অভ্রান্ত জ্ঞান। তিনি তাঁর কাজ আরম্ভ করলেন টেনেসি এবং কাম্বারল্যাণ্ড নদীর উপর হেনরি এবং ডোনেলসন নামে দুটি দুর্গ অধিকার ক'রে, টেনেসিতে রাষ্ট্রগোষ্ঠীর সৈন্যশ্রেণীর দু'টি স্থান ভগ্ন ক'রে এবং এইভাবে ঐ রাষ্ট্রের পশ্চিমাঞ্চলের বেশির ভাগ স্থান অধিকার ক'রে। রাষ্ট্রগোষ্ঠীর লোকেরা তাদের একটি প্রধান শহর ন্যাসভিল শহর ত্যাগ করতে বাধ্য হয়েছিল এবং যুক্তরাষ্ট্রের সৈন্যরা টেনেসির একেবারে দক্ষিণ সীমান্ত পর্যন্ত—অর্থাৎ রাষ্ট্রগোষ্ঠীর অঞ্চলের ভিতর দু'শ' মাইল পর্যন্ত অগ্রসর হয়েছিল। এইখানে দক্ষিণাঞ্চলের সৈন্যদল এ্যালবার্ট সিডনি জনস্টন এবং দুঃসাহসী পি. জি. টি. বোরেগার্ড-এর অধীনে দলবদ্ধ হয়েছিল। ১৮৬২-র এপ্রিলে তারা এমন একটি আক্রমণ করল যাতে গ্র্যান্টের প্রায় ধ্বংসসাধন হয়েছিল। পিটসবার্গ স্টিমার জেটির পিছনে টেনেসি নদীর উত্তাল তরঙ্গসঙ্কুল খরস্রোত এবং তার সামনের দিকটি অরক্ষিত ছিল; সেইখানে গ্র্যান্টের সৈন্যদলকে

তারা অপ্রস্তুত অবস্থায় অতর্কিতভাবে আক্রমণ করেছিল। এই সহসা আক্রমণে যুক্তরাষ্ট্রের বাহিনী প্রায় বিভ্রান্ত হয়ে পড়েছিল। কিন্তু ঠিক সেই সময়েই গ্র্যান্টকে সাহায্য করবার জন্য আরো সৈন্যদলও এসেছিল এবং রাষ্ট্রগোষ্ঠীর লোকেরা তাদের জেনারল জনস্টনকে হারিয়েছিল। এই যুদ্ধের ফলে রাষ্ট্রগোষ্ঠী বাহিনী মিসিসিপিতে করিন্থ পর্যন্ত পেছিয়ে গিয়েছিল। এই যুদ্ধে দুই দলেরই বহু সৈন্যক্ষয় হয়েছিল—যুক্তরাষ্ট্র বাহিনী হারিয়েছিল তেষট্টি হাজারের মধ্যে তের হাজার লোক; কিন্তু লিঙ্কন গ্র্যান্ট সম্বন্ধে বলেছিলেন, "এই লোকটিকে আমি ছাড়তে পারি না—ইনি যুদ্ধ করেন।"

১৮৬৩-র বসন্তকালে গ্র্যান্টের ক্লান্ত সৈন্যদল ধীরে ধীরে কিন্তু নিশ্চিতভাবে দক্ষিণের দিকে এগিয়ে চলল। তাদের উদ্দেশ্য ছিল মিসিসিপি নদীর সমগ্র অববাহিকার উপর অধিকার স্থাপন করা, যার এক প্রান্ত থেকে ফ্যারাগাট নিউ অর্লিন্স জয় ক'রে রাষ্ট্রগোষ্ঠীর লোকেদের বিতাড়িত করেছে। কিছুদিন গ্র্যান্টকে ভিকসবার্গে আটকে থাকতে হয়েছিল, যেখানে রাষ্ট্রগোষ্ঠীর লোকেরা এমনি উঁচু উঁচু খাড়া পাড় তৈরি করেছিল যার উপর নৌবাহিনীর আক্রমণ সহজ ছিল না। এক দুঃসাহসী সৈন্যচালনা ক'রে তিনি ভিকসবার্গের পিছন দিকে চ'লে গেলেন, ছ'সপ্তাহ ধ'রে স্থানটিকে অবরোধ ক'রে রাখলেন এবং তারপর ৪ঠা জুলাই শহরটিকে অধিকার করলেন এবং পশ্চিমাঞ্চলে রাষ্ট্রগোষ্ঠীর সবচেয়ে শক্তিশালী বাহিনীকে বন্দী করলেন। লিঙ্কন বললেন, এইবার "নদী-রাজের" সমুদ্রপথে যাত্রা নির্বিঘ্ন হ'ল। রাষ্ট্রগোষ্ঠীর রাজ্য এখন দ্বিধাবিভক্ত হ'ল এবং এখন উর্বর টেক্সাস এবং আরকানসাস থেকে নদী পার হয়ে পূর্বাঞ্চলে আর রসদ সরবরাহের কোন সম্ভাবনাই রইল না।

কিন্তু ইতিমধ্যে ভার্জিনিয়ায় যুক্তরাষ্ট্রের সৈন্যদল একটির পর একটি পরাজয়ের সম্মুখীন হচ্ছিল। রাষ্ট্রগোষ্ঠীর রাজধানী রিচমন্ড এবং ওয়াশিংটনের মধ্যে দূরত্ব ছিল মাত্র একশ মাইল কিন্তু পথে ছিল অগণিত নদী, যেগুলি আত্মরক্ষামূলক ব্যবস্থার প্রচুর সুযোগ দেয়। তাছাড়া রাষ্ট্রগোষ্ঠীর দুজন সুদক্ষ সেনানায়ক ছিলেন—রবার্ট ই. লি এবং টমাস জে. (প্রস্তরপ্রাচীর) জ্যাকসন—যাঁদের নেতৃত্ব প্রথমদিকের যুক্তরাষ্ট্রীয় সেনানায়কদের চেয়ে অনেক উচ্চস্তরের ছিল। রিচমন্ড অধিকার ক'রে রাষ্ট্রগোষ্ঠীর সৈন্যদলকে নির্মূল করবার জন্য যুক্তরাষ্ট্রীয় সেনাদল বরাবর যেভাবে রক্তাক্ত যুদ্ধ করেছে এবং ফিরে আসতে বাধ্য হয়েছে, তার যথাযথ বর্ণনা করা অসম্ভব। ১৮৬২-র গোড়ার দিকে জর্জ বি. ম্যাকক্লেলান জলপথে একলক্ষ সুশিক্ষিত সৈন্য নিয়ে জেমস এবং ইয়র্ক নদীর মোহানার উপদ্বীপে হাজির হলেন এবং লির অনেক অল্পসংখ্যক সৈন্যদের আক্রমণ ক'রে

সাতদিন ধ'রে প্রচণ্ডভাবে যুদ্ধ করলেন। এক এক সময়ে তাঁর সৈন্যদল রাষ্ট্রগোষ্ঠীর রাজধানীর এত কাছে এসে পড়েছিল যে তারা গির্জার ঘণ্টার শব্দ শুনতে পেয়েছিল, কিন্তু শেষপর্যন্ত প্রচুর সৈন্যক্ষয়ের পর তারা ফিরে যেতে বাধ্য হয়েছিল। নির্বোধ জন পোপ বুলরান-এর দ্বিতীয় যুদ্ধে পরাজিত হয়ে ওয়াশিংটন অভিমুখে বিতাড়িত হলেন এবং এইবার উত্তরাঞ্চল নিজের নিরাপত্তা সম্পর্কে শঙ্কিত হয়ে উঠল। ফ্রেডারিকসবার্গ শহরের পিছন দিকের উচ্চ অঞ্চলগুলি অধিকার করতে গিয়ে আর একজন যুক্তরাষ্ট্রীয় সেনানায়ক প্রচুর সৈন্যক্ষয়ের সঙ্গে বিতাড়িত হলেন। চ্যান-সেলার্সভিল-এর রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের আর একজন সেনানায়ক অত্যন্ত অগৌরবের পরাজয় স্বীকার করলেন। এই যুদ্ধে কিন্তু রাষ্ট্রগোষ্ঠীর লোকেরা হারাল লি-র দক্ষিণ-হস্ত, সেই অপরাজেয় জ্যাকসনকে, যিনি ১৮৬২-তে সেনানডোয়া উপত্যকায় দুঃসাহসী আক্রমণ ক'রে যুক্তরাষ্ট্রীয় সেনাদলকে বহুবার পরাজিত ক'রে ওয়াশিংটন-এর লোকদের হৃদয়ে আতঙ্কের সৃষ্টি করেছিলেন। তাঁর এই অভিযানটি ছিল বোধহয় যুদ্ধের মধ্যে সবচেয়ে উত্তেজনাপূর্ণ। ১৮৬৩-র গ্রীষ্মকাল পর্যন্ত পূর্বাঞ্চলে রাষ্ট্রগোষ্ঠী আধিপত্য বিস্তার ক'রে ছিল।

কিন্তু তাদের কোনও যুদ্ধজয়ই সম্পূর্ণ হয়নি। যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকার নতুন সেনাদল গঠন ক'রে আবার আক্রমণ করেছিল। যুক্তরাষ্ট্রের সেনাদল যেমন রিচমণ্ড অধিকার করতে পারেনি, রাষ্ট্রগোষ্ঠীর সেনাদলও আক্রমণ শুরু ক'রে এমন কিছু সাফল্য পায়নি। ১৮৬২-র আগষ্ট মাসে লি ভাবলেন যে উত্তরাঞ্চলকে আক্রমণ করবার এই শ্রেষ্ঠ সময়, কিন্তু পশ্চিম মেরীল্যান্ডে এ্যান্টিএটাম রণক্ষেত্রে ম্যাকক্লেলান তাঁর সম্মুখীন হয়ে তাঁকে বাধা দিলেন। যুদ্ধটি সমান সমান হয়েছিল—কিন্তু লি পশ্চাদ-পসরণ করেছিলেন এবং লিঙ্কন জয়লাভের জন্য অত্যধিক আগ্রহে সেটিকে যথেষ্ট সাফল্য ভেবে নিয়েই তাঁর 'দাস-মুক্তি ঘোষণা" প্রচার করেছিলেন। তারপর পর বৎসর গ্রীষ্মকালে চ্যান্সেলার্সভিল-এ যুক্তরাষ্ট্রীয় সেনাদলকে সম্পূর্ণ ভাবে পরাজিত ক'রে লি উত্তর দিকে অগ্রসর হয়ে পেনসিলভ্যানিয়া আক্রমণ করলেন। তাঁর সৈন্যদল ওই রাষ্ট্রের রাজধানীতে প্রায় পৌঁছেছিল এবং বাল্টিমোর ও ফিলাডেলফিয়া আতঙ্ক-গ্রস্ত হয়ে উঠেছিল; কিন্তু যুক্তরাষ্ট্রের শক্তিশালী বাহিনী গেটিসবার্গে তাঁর প্রতিরোধ করল। এখানে পয়লা জুলাই থেকে তিন দিন ধ'রে লি-র সুশিক্ষিত সৈন্যদল জর্জ এস. মিড-এর অধীনে অষ্টআশি হাজার সৈন্যদলকে পরাজিত করবার জন্য প্রচুর বীরত্ব প্রদর্শন করেছিল। যখন যুক্তরাষ্ট্রীয় সেনাদল ব্যূহ সন্নিবেশ করছিল, সেইসময়ে ক্ষিপ্রভাবে তাদের আক্রমণ করলে হয়ত তাদের জয়লাভের সম্ভাবনা ছিল। অবশেষে তাদের যুদ্ধ করতে হয়েছিল একটি বেশী শক্তিশালী দলের সঙ্গে। শেষদিনে সাংঘাতিক গুলিবর্ষণের সামনে পিকেট-এর মরণবাঁচন পণ ক'রে আক্রমণ এইযুদ্ধের

ইতিবৃত্তে বীরেত্বের শ্রেষ্ঠ নমুনা। কিন্তু তবু তা বিফল হয়েছিল এবং পরদিন বরাবরের জন্য কার্যক্ষমতা হারিয়ে ক্ষয়ক্ষতি সমেত লি-র শিক্ষিত সৈন্যবৃন্দ ভগ্নোৎসাহ হয়ে পটোম্যাক-এ পৌঁছিয়ে এল; এবং একথা পরিষ্কার বোঝা গিয়েছিল যে গেটিসবার্গেই রাষ্ট্রগোষ্ঠীর উচ্চাশার জোয়ার শেষ হয়ে গেছে।

গ্র্যাণ্ট-এর সৈন্যদল তখন ভিকসবার্গ অধিকার করছিল। দক্ষিণ সমুদ্রতীরের অবরোধের ভিতর দিয়ে খুব কম জাহাজই যেতে পারছিল। রাষ্ট্রগোষ্ঠীর কারখানাগুলিতে না ছিল যন্ত্রপাতি, না ছিল রসদ; তাদের রেলপথগুলি অব্যবহার্য হয়ে উঠেছিল এবং রাষ্ট্রগোষ্ঠীর সম্বল নিঃশেষিত হয়ে এসেছিল। এদিকে উত্তরের রাষ্ট্রগুলিকে আগের চেয়ে বেশী সমৃদ্ধিশালী মনে হচ্ছিল, তাদের মিল আর কারখানাগুলি প্রচুর শস্য উৎপন্ন ক'রে ইউরোপে পাঠাচ্ছিল, যুদ্ধের লোকক্ষয় পূরণ হচ্ছিল নতুন উপনিবেশ বিস্তারের দ্বারা।

দক্ষিণ-পূর্ব টেনেসিতে মিসিসিপি উপত্যকার যুদ্ধগুলিও শেষপর্যন্ত রাষ্ট্রগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে গিয়েছিল। এই অঞ্চলের রেলস্টেশন চ্যাটানুগার গুরুত্ব রাষ্ট্রগোষ্ঠীর কাছে কেবলমাত্র রিচমণ্ড ও ভিকসবার্গের চেয়ে কিছু কম ছিল। দক্ষিণ-পূর্ব দক্ষিণ-পশ্চিম এবং পূর্ব রেলপথের সঙ্গমস্থলে অবস্থিত হয়ে এই শহরটি দক্ষিণ-পূর্বে স্মোকি পর্বতের দিকে এবং দক্ষিণ দিকে যুক্তরাষ্ট্রের সৈন্যদলের আক্রমণ বন্ধ ক'রে রেখেছিল। ডবলু. এস. রোজক্র্যানস-এর অধীনে ১৮৬৩-র সেপ্টেম্বর মাসের গোড়ার দিকে একটি যুক্তরাষ্ট্রীয় সৈন্যদল চ্যাটানুগায় উপস্থিত হয়ে দ্বিতীয় শ্রেনীর সেনানায়ক ব্রাকসটন ব্র্যাগ-এর অধীনে একটি শক্তিশালী রাষ্ট্রগোষ্ঠীর সেনাদলের সামনে হাজির হ'ল। চিকামুগায় এক সাংঘাতিক যুদ্ধে ব্র্যাগ প্রায় জয়লাভ করেছিলেন; কিন্তু শেষপর্যন্ত ভার্জিনিয়ার জেনারেল জর্জ এইচ টমাস-এর দ্বারা তাঁর সাফল্য স্থগিত হয়েছিল। অপদার্থ রোজক্র্যানস তখন চ্যাটানুগায় বন্দী হয়ে রইলেন এবং গ্র্যান্ট-কে তখন পাঠান হ'ল তাঁকে উদ্ধার করবার জন্য। নভেম্বর মাসে শারম্যান ও টমাস-এর সহায়তায় গ্র্যান্ট চ্যাটানুগা জয় করলেন; তাঁর বাহিনীর এক অংশ মিশনারি পর্বতশৃঙ্গ থেকে রাষ্ট্রগোষ্ঠীর লোকেদের এমনি প্রচণ্ডভাবে পশ্চান্ধাবন করল যা প্রতিহত করা অসম্ভব। এইভাবে আরম্ভ হ'ল যুক্তরাষ্ট্রীয় সেনাদলের জর্জিয়া অভিযান, যা শারম্যান সাফল্যমণ্ডিত করেছিলেন। আর যদিও একটি রাষ্ট্রগোষ্ঠীয় বাহিনী হুডের অধীনে টেনেসিতে থেকে স্কোফিল্ডের যুক্তরাষ্ট্রীয় সেনাদলের সঙ্গে সমানভাবে যুদ্ধ করেছিল, ১৮৬৪-এর ডিসেম্বর মাসে ন্যাসভিল-এ টমাস তাদের সম্পূর্ণভাবে নির্মূল ক'রে দিয়েছিলেন; সমগ্র যুদ্ধে এরূপ সর্বনাশা ফলাফল বোধ হয় পূর্বে কখন হয়নি।

আসন্ন পরাজয় উপলব্ধি ক'রে উদারহৃদয় লিঙ্কন-এর সঙ্গে এই সময়েই সন্ধি

করলে দক্ষিণাঞ্চল ভালো কাজ করত। কিন্তু তার বিরুদ্ধে ইতিমধ্যে জনমত খুব তিক্ত হয়ে উঠেছিল। প্রতিরোধ অসম্ভব না হওয়া পর্যন্ত রাষ্ট্রগোষ্ঠী যুদ্ধ ক'রে চলেছিল। তারা যে আশা করেছিল যে ফরাসীরা বা ইংরেজরা সাহায্য করতে আসবে, ১৮৬৩-তে সে-আশার সমাধি হয়েছিল। কূটনৈতিক ক্ষেত্রেও যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকার প্রচুর সুযোগ-সুবিধা অর্জন করেছিল এবং সেগুলিকে এমনি দক্ষতার সঙ্গে ব্যবহার করেছিল যে, গেটিসবার্গ-এর যুদ্ধের পর, যে-দল পরাজয়ের সম্মুখীন তার দিকে কোনও ইউরোপীয় মন্ত্রী ভ্রূক্ষেপ করেনি। তাছাড়া ১৮৬২-তে লিঙ্কন-এর 'দাস-মুক্তির ঘোষণা'-র ফলে ক্রীতদাস প্রথার অবলুপ্তি যখন এই যুদ্ধের একটি প্রধান উদ্দেশ্য হয়ে দাঁড়াল, ব্রিটিশ জনগণের নৈতিক মত তাদের সপক্ষে এসেছিল। যুক্তরাষ্ট্রের অবরোধের ফলে তুলো থেকে বঞ্চিত হয়ে ল্যাঙ্কাশায়ার-এর কারখানার নিরন্ন শ্রমিকরা অবিচলিতভাবে যুক্তরাষ্ট্রের সমর্থন ক'রে তাদের ন্যায়-নিষ্ঠা দেখিয়েছিল।

১৮৬৪-র গোড়ার দিকে গ্র্যান্টকে পূর্ব দিকে নিয়ে এসে তাঁকে সমগ্র যুক্তরাষ্ট্রীয় বাহিনীর প্রধান সেনানায়ক করা হয়েছিল। যুদ্ধের পর যুদ্ধে তিনি নির্মমভাবে লি-কে আঘাত ক'রে চললেন এবং ক্রমশঃ রাষ্ট্রগোষ্ঠীর সেনাদলকে নিঃশেষিত ক'রে ফেললেন। ইতিমধ্যে জেনারল শারম্যান ১৮৬৪-র মে মাসে তাঁর জর্জিয়া অধিকারের অভিযান করেছিলেন। সেপ্টেম্বরের গোড়ার দিকে এ্যাটলান্টা অধিকার ক'রে তিনি সমুদ্রের দিকে চলতে লাগলেন এবং পথে নিয়মিতভাবে শত্রু-পক্ষের ষাট মাইল দীর্ঘ যুদ্ধসীমান্ত ধ'রে তাদের যা কিছু রসদ, রেলপথ এবং অন্যান্য সম্পত্তি নষ্ট ক'রে দিলেন। ডিসেম্বর মাসে সাভানায় উপস্থিত হয়ে তিনি সেই শহরটিকে ক্রীশমাসের উপহার হিসাবে জাতিকে দিলেন। তারপর উত্তরদিকে ফিরে তিনি কলাম্বিয়া অধিকার করলেন এবং তারপর চার্লসটন-কে আত্মসমর্পন করতে বাধ্য করালেন। আর সেই হেমন্তকালে দুঃসাহসিক অশ্বারোহী সৈন্যাধ্যক্ষ ফিল সেরিডান সেনানডোয়া উপত্যকার কৃষিসম্পদ এমন সম্পূর্ণ-ভাবে নষ্ট ক'রে দিলেন যে 'সেই অঞ্চলের উপর দিয়ে উড়ে যেতে হ'লে একটি কাককে নিজের রসদ সংগ্রহ ক'রে নিয়ে যেতে হ'ত।' অবশেষে লিকে রিচমণ্ড ত্যাগ করতে হয়েছিল এবং ১৮৬৫-র ৯ই এপ্রিল এ্যাপোম্যাটকস-এ তাঁর সৈন্যবাহিনী আত্মসমর্পন করল।

আভ্যন্তরীণ সংঘর্ষ। এই ভীতিজনক যুদ্ধোদ্যমের মধ্যে উত্তর ও দক্ষিণ উভয় অঞ্চলের মধ্যেই আভ্যন্তরীণ সংঘর্ষের বিষয় অনেক কিছু বলা যায়। কোন পক্ষের সরকারই খুব দক্ষতা দেখাতে পারেনি। সৈন্যসংগ্রহ হয়েছিল সেকেলে, ভ্রান্ত এবং ন্যায়বিরোধী ব্যবস্থার ভিতর দিয়ে। যেসব জোর ক'রে সৈন্যসংগ্রহের আইন তৈরি

হয়েছিল সেগুলি ছিল ন্যায় ও গণতন্ত্রবিরোধী এবং যে উত্তরাঞ্চলে টাকা দিয়ে বদলির ব্যবস্থা করা যেত, সেখানে অনেক ক্রুদ্ধ দাঙ্গার উদ্ভব হয়েছিল। দুই দিকই অভ্যন্তরীন রাজনৈতিক দলাদলিতে বিপর্যস্ত হয়েছিল। রিপাব্লিকান দলের চরমপন্থীরা" পেনসিলভ্যানিয়ার থ্যাডিয়াস স্টিভেন্স, ওহায়োর বেন ওয়েড এবং ম্যাসাচুসেটস-এর চার্লস সামনারের নেতৃত্বে লিংকনের বিরুদ্ধে অভিযোগ করল যে তিনি যুদ্ধ পরিচালনায় দুর্বলতার পরিচয় দিয়েছেন, দাসমুক্তি যুদ্ধের একটি উদ্দেশ্য ব'লে ঘোষণা করতে অযথা বিলম্ব করেছেন এবং লুইজিয়ানা প্রভৃতি পরাজিত অঞ্চলের পুনর্বাসনে উপযুক্তভাবে কঠোর হ'তে পারেননি। দক্ষিণে জর্জিয়ার গভার্ণর জোসেফ ই. ব্রাউন এবং উত্তর কারোলাইনার গভার্ণর জেনারল ভ্যান্স রাষ্ট্রের অধিকার নিয়ে রিচমণ্ড কর্তৃপক্ষের কাজে অনেক বাধার সৃষ্টি করেছিলেন। দুইদিকেই, বিশেষ ক'রে উত্তরে, সামরিক নিয়োগে রাজনীতি অবাঞ্ছিত-ভাবে অংশ গ্রহণ করেছিল। ফলে বেঞ্জামিন বাটলার এবং এ্যামব্রোজ বার্ণসাইডের মতো অপদার্থ লোকেদের সামনে এগিয়ে দেওয়া হয়েছিল, কিন্তু টমাসের মতো সুদক্ষ সাহসী নেতারা অবহেলিত হয়েছিলেন। দুই দিকেই বহু ব্যক্তি সৈন্যদল ত্যাগ ক'রে পালিয়েছিল, এবং তার ফলে শেষ পর্যন্ত রাষ্ট্রগোষ্ঠীর সৈন্যদল বিশেষ-ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল।

রিচমণ্ডে লিবি জেলখানায়, জর্জিয়ায় এ্যাণ্ডারসনভিল-এ এবং অন্যান্য জেলে কুব্যবস্থার জন্য দক্ষিণের বিরুদ্ধে উত্তরাঞ্চল অভিযোগ এনেছিল; কিন্তু উত্তরের শিবিরগুলিও অত্যন্ত জঘন্য অবস্থায় ছিল। দুই দিকেই প্রচুর পরিমাণে দেখা গিয়েছিল অনুগ্রহ বিতরণ, জুয়াচুরি এবং ঘুষ আদায় প্রভৃতি দোষ। ওয়াশিংটন শহর ভর্তি হয়ে উঠেছিল অসৎ ঠিকাদারে, ব্যবসায়ীতে, এবং অন্যান্য শিকার-সন্ধানীতে, ওদিকে দক্ষিণের অনেক মতলববাজ ব্যক্তি নিজেদের দলের সর্বনাশের বদলে নিজেদের তিনপুরুষের টাকা জমিয়ে নিয়েছিল। দক্ষিণে কাগজের টাকার দাম ক'মে যাওয়ায় জিনিসের দাম অসম্ভব রকম বেশী হয়ে পড়েছিল এবং বহু শ্রমিকের সর্বনাশ করেছিল। উত্তরে টাকার সংখ্যাবৃদ্ধির ফলে উদ্দাম জুয়া এবং বিপজ্জনক উদ্যমের ভিতর দিয়ে বহু ব্যক্তি লক্ষপতি হয়ে গেছল। মোটের উপর এই গৃহযুদ্ধের একটা নোংরা দিক ছিল। তবে এই যুদ্ধে অনেক বীরত্বের, আনু-গত্যের, মানবহিতৈষী চেষ্টার এবং দেশপ্রাণ আত্মোৎসর্গের কাহিনীও শোনা গেছল।

রবার্ট ই. লি; এব্রাহাম লিঙ্কন। রবার্ট ই. লি-র মধ্যে এই যুদ্ধ দক্ষিণাঞ্চলকে দিয়েছিল একজন অমরকীর্তি বীরকে, যিনি সেনানায়কদের মধ্যে সবচেয়ে অভিজাত

ছিলেন। যেরূপ চমৎকার ভাবে তিনি নেতৃত্ব করেছিলেন, যে কঠোর পরিশ্রমের সঙ্গে দায়িত্ব পালন করেছিলেন, সমগ্র যুদ্ধকাল ধ'রে যে মানবীয় মনোভাব দেখিয়েছিলেন এবং পরাজয় স্বীকার ক'রে নিয়ে উদারতা দেখিয়ে পূর্বতন শত্রুদের সঙ্গে একত্র কাজ করবার জন্য দক্ষিণের লোকেদের যে অনুরোধ করেছিলেন, তার জন্য চিরকাল লোকে তাঁকে শ্রদ্ধা সম্মান দেখাবে। তাঁর দোষগুলি ছিল তাঁর গুণেরই প্রতিক্রিয়া মাত্র, কারণ তিনি এতদূর ভদ্র এবং দয়ালু ছিলেন যে বিদ্রোহী অধীনস্থদের উপর জোর ক'রে নিজের মত খাটাতে পারতেন না। প্রত্যুৎপন্নমতিত্বের চেয়ে তাঁর মধ্যে বেশী ছিল কৌশলে পারদর্শিতা, বিপক্ষদলের মতলব বুঝে নিতে তিনি তীক্ষ্ন বুদ্ধির পরিচয় দিতেন, সামরিক তথ্যকে বিশ্লেষণ করবার তাঁর কৃতিত্ব ছিল এবং বিভিন্ন সামরিক দলের অবস্থান ও সামর্থ্য সম্পর্কে তার অভ্রান্ত জ্ঞান ছিল। তাঁর সংগঠনের ক্ষমতার জন্য, খুঁটিনাটির উপর তাঁর বিশেষ লক্ষ্যের জন্য, অধীনস্থ লোকেদের উপর তাঁর সহৃদয় মনোযোগের জন্য, তাঁর সাহসিকতা ও সুন্দর চেহারার জন্য তিনি তাঁর সৈন্যদের মধ্যে আত্মবিশ্বাস জাগিয়ে তুলে তাদের আনুগত্য লাভ করেছিলেন। ওয়াশিংটনের মতোই তাঁর এমনই আত্মনিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা ছিল, যা তিনি কখনই হারাতেন না; যখন হারাতেন, তাও ক্ষণকালের জন্য। এই সত্যিকারের খ্রীষ্টান ভদ্রলোক মহান ব্যক্তি ছিলেন—যুদ্ধ এবং শান্তির সময়ে, জয়ে এবং পরাজয়ে। যুদ্ধের অবসানের পর তিনি যে পাঁচ বছর বেঁচে ছিলেন, ঐ সময়টা তিনি দক্ষিণাঞ্চলের অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক এবং রাজনৈতিক পুনর্গঠনে ব্যয় করেছিলেন

কিন্তু এই যুদ্ধ উত্তরাঞ্চলকে এব্রাহাম লিংকনের মধ্যে তাঁর চেয়ে মহত্তর একজন নেতা দিয়েছিল। প্রারম্ভে অল্পশিক্ষিত, কুৎসিতদর্শন, সাদাসিধে, আড়ষ্ট পশ্চিমদেশীয় এই উকিলের মধ্যে তাঁর আসল রূপ কেউই দেখতে পায়নি। তাঁর দ্বিতীয় যুদ্ধমন্ত্রী এডউইন এম. স্ট্যানটন তাঁকে কিছুদিন গরিলা বলতেন—যদিও শেষের দিকে তাঁর মতে লিংকন ছিলেন পৃথিবীর সমস্ত নেতার মধ্যে শ্রেষ্ঠতম। বিপক্ষ পত্রিকাগুলি প্রচার করত যে তিনি একজন নির্বোধ ব্যক্তি। ক্রমে ক্রমে জাতি উপলব্ধি করল তাঁর পড়াশুনো এবং চিন্তাশক্তির উপর প্রতিষ্ঠিত তাঁর গভীর জ্ঞানের বিষয়, তাঁর সত্যানুসন্ধিৎসা, তাঁর অফুরন্ত ধৈর্য এবং তাঁর চিত্তের সীমাহীন ঔদার্যের বিষয়। যদি কখনও দেখা গিয়ে থাকে যে তিনি ইতস্তত করছেন, পরে একথা প্রমাণিত হয়েছে যে তিনি জানতেন জাতির সুবিধার জন্য কিভাবে অপেক্ষা করতে হয়, কিভাবে শক্তির সঙ্গে যুক্ত করতে হয় কৌশলকে। আমেরিকান জাতিকে তিনি ভালভাবে বুঝতেন বলেই তিনি জানতেন কখন কিছু অপেক্ষা ক'রে জনমতকে ঘনীভূত হ'তে দিতে হবে, আর কখন সাহসের সঙ্গে এগিয়ে যেতে হবে। তিনি ছিলেন সব চেয়ে সৎ নেতা এবং যদিও তিনি একজন কৌশলী রাজনীতিজ্ঞ ছিলেন

গৃহযুদ্ধ

সংযুক্ত রাষ্ট্রগোষ্ঠীর সৈন্যদলের পশ্চাদপসরণ, যুদ্ধক্ষেত্র এবং যুক্তরাষ্ট্রের দ্বারা দক্ষিণ উপকূল-ভূমি অবরোধের মানচিত্র

তিনি কখনই অন্যায় উপায় অবলম্বন করতেন না। তিনি সর্বদা ভোটদাতাদের বুদ্ধির কাছে আবেদন জানাতেন। তিনি চিন্তায় ও কাজে এমনি উদারস্বভাব ছিলেন যে সংঘর্ষের সমস্ত দুঃখকষ্টের মধ্যেও তিনি একবারও দক্ষিণের লোকদের সম্পর্কে কোনও বিরুদ্ধ বাণী বলেননি। তাঁর সব চেয়ে বেশী ঝোঁক ছিল সমগ্র দেশকে একতাবন্ধনে বন্ধ করবেন; সে-একতা হবে হৃদয়ের, শক্তির সাহায্যে নয়। যেসময় যুক্তরাষ্ট্রীয় সেনাদল তাদের শেষ যুদ্ধগুলিতে জয়লাভ করছিল, তিনি দক্ষিণের লোকদের ক্রীতদাসদের জন্য প্রচুর ক্ষতিপূরণ দেবার প্রস্তাব করেছিলেন। যদি তাঁকে অভূতপূর্ব ক্ষমতা ব্যবহার করতে হয়েছিল, তিনি গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থায় সম্পূর্ণ বিশ্বাসী ছিলেন এবং জানতেন কি ভাবে সকলের আনুগত্য লাভ করা হয়, তাই যদিও শেষের দিকে তিনি একজন জার-এর মত ক্ষমতা ব্যবহার করছিলেন তবু তিনি জনসাধারণের সম্পূর্ণ বিশ্বাসও অর্জন করেছিলেন। প্রয়োজনের সঙ্গে সঙ্গে তাঁর বাগ্মিতাও বেড়ে যাচ্ছিল এবং তাঁর গেটিসবার্গ বক্তৃতা, দ্বিতীয় অভিষেক ভাষণ এবং তাঁর কতকগুলি চিঠি ইংরাজি গদ্য সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ সম্পদের অন্যতম হয়ে আছে। অ্যাপোম্যাটকস-এ লি'র আত্মসমর্পণের এক সপ্তাহের মধ্যে ১৮৬৫-র ১৪ই এপ্রিল আততায়ীর হাতে তাঁর মৃত্যু জাতিকে স্তম্ভিত করে দিয়েছিল, জেতা ও বিজিত উভয়ের কাছেই তা সমান সর্বনাশের ঘটনা ব'লে মনে হয়েছিল। জেম্‌স রাসেল লাওয়েল লিখেছিলেন;

> এপ্রিলের সেই চমকপ্রদ সকালের আগে আর কখনও এত অগণিত লোক কোন অদেখা ব্যক্তির জন্য এমন ভাবে অশ্রু বর্ষণ করেনি, যেন তাঁর সঙ্গে সঙ্গে তাদের জীবন থেকে একটা বন্ধুত্বপূর্ণ উপস্থিতি অন্তর্ধান করেছে, তাদের জীবন হয়ে গেছে হিমশীতল আর অন্ধকার। যে সহানুভূতিকোমল দৃষ্টিতে অপরিচিতরা সেদিন পরস্পরের দিকে তাকাচ্ছিল, তার চেয়ে কোনও শোকোচ্ছ্বাস বেশী মুখর হ'তে পারে না। তারা সকলেই যেন এক পরমাত্মীয়কে হারিয়েছে।

সংঘর্ষের দান। এ্যান্ড্রু জনসন-এর মতো একজন নতুন এবং অজ্ঞাত নেতার অধীনে জাতিকে এইবার পুনর্গঠনের সমস্যার সম্মুখীন হ'তে হ'ল। লিঙ্কন-হত্যার পর চারদিকে যে প্রতিহিংসার দাবি উঠেছিল সেই আবহাওয়ায় একাজ সহজ সম্ভব ছিল না। ব্যক্তিগত রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক স্বার্থ ব্যাপারটিকে আরও জটিল ক'রে তুলেছিল। এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল রিপাব্লিকান দলের অবস্থার সুযোগ নিয়ে নিজেদের ক্ষমতায় সুপ্রতিষ্ঠিত করার চেষ্টা এবং স্বার্থপর ব্যবসায়ী দলগুলির অবস্থাটিকে কাজে লাগান। যেসব শিল্পপতিরা বেশী শুল্ককরের সা

...চাইছিল, যেসব মালিকরা বেশী সুদের সন্ধানে ঘুরছিল, যেসব রেলপথ-নির্মাতারা জমি চাইছিল তারা সকলেই এই রিপাব্লিকান শাসনের পিছনে ভিড় ক'রে এসে দাঁড়াল।

কারণ, যুদ্ধের কাছ থেকে দেশ উত্তরাধিকারসূত্রে ভাল মন্দ দুরকম ফলই পেয়েছিল। এই যুদ্ধের ফলে যুক্তরাষ্ট্র রক্ষা পেয়েছিল এবং সেটিকে নষ্ট করা যে অসম্ভব সেভাবও সকলের মধ্যে এসেছিল, কিন্তু যে-যুক্তরাষ্ট্র এই তপ্ত কটাহ থেকে উঠে এসেছিল, তা সেই পূর্বপুরুষদের যুক্তরাষ্ট্র নয়। এই যুদ্ধ বরাবরের জন্য ক্রীতদাসপ্রথার বিলোপ সাধন করেছিল, কিন্তু তা করেছিল গায়ের জোরে, একবারও ভাবেনি কিভাবে মুক্ত দাসেরা সামাজিক ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থার মধ্যে নিজেদের খাপ খাইয়ে নিয়ে নিজেদের ভাগ্যোন্নতি করবে। দক্ষিণের অভিজাত সমাজকে এই যুদ্ধ ধ্বংস করেছিল, কিন্তু শাসন-ব্যবস্থায় সেই শ্রেণী যে মূল্যবান স্থান অধিকার ক'রে ছিল তা শূন্য হয়ে যাবার পর, সেস্থান অধিকার করার মতো আর কোন শ্রেণীর দেখা পাওয়া যায়নি। তারপর একযুগ ধ'রে দক্ষিণে আর কোন নেতারও দেখা পাওয়া যায় নি। লিঙ্কন চেয়েছিলেন সরকার হবে দেশের লোকেদের, তাদের দ্বারাই গঠিত এবং তাদের ভালর জন্যই; কিন্তু কোন সুবিচারক দর্শক একথা বলতে পারবে না যে যুদ্ধ প্রত্যক্ষ ভাবে গণতন্ত্রের অগ্রগতিতে সাহায্য করেছে।

এই যুদ্ধের ফলে উত্তর ও দক্ষিণাঞ্চলের পরস্পরের মধ্যে এমন একটা বিদ্বেষ জন্মেছিল যা কয়েক দশক স্থায়ী হয়েছিল। লিঙ্কন আশা করেছিলেন এই বিদ্বেষকে তিনি দূর ক'রে দেবেন। এর ফলে বহুলোক হয়ে উঠেছিল পরমত অসহিষ্ণু—বিশেষ ক'রে রাজনৈতিক ব্যাপারে। উত্তরে রিপাব্লিকান মাতব্বরেরা বহুদিন ধ'রে ভোট আদায়ের জন্য সকলের সামনে তাদের "রক্তাক্ত জামাগুলি" নেড়েছিল; অর্থাৎ দক্ষিণের ডেমক্র্যাটদের বিরুদ্ধে মনোভাবকে তারা কাজে লাগাতে চেয়েছিল। অপরপক্ষে ডেমক্র্যাটদের পতাকাতলে দক্ষিণের লোকেরা এক এবং অবিভাজ্য হয়ে দাঁড়িয়েছিল। এই প্রবল দলাদলি খুবই দুর্ভাগ্যের ব্যাপার। যুদ্ধের পর কুড়ি বছরের আগে কোন ডেমক্র্যাট হোয়াইট হাউসে ঢুকতে পারেনি; যুদ্ধের প্রায় পঞ্চাশ বছর পরে দক্ষিণাঞ্চলের উড্রো উইলসন প্রেসিডেণ্ট হয়েছিলেন। যুদ্ধের ফলে উত্তরাঞ্চল অনেক সুশিক্ষিত সৈন্য পেয়েছিল, যাদের ভোটের সংখ্যাও ...। শীঘ্রই তারা সরকারের কাছ থেকে মোটা পেনসন দাবি করতে লাগল এবং অর্থান্বেষী রাজনীতিজ্ঞেরা দ্বিধাহীন ভাবে জনসাধারণের অর্থ তাদের মধ্যে বিতরণ করতে লাগলেন। দেশের সামাজিক ও নৈতিক কাঠামোর উপর এই যুদ্ধের প্রতিক্রিয়া অশুভ হয়েছিল। এমন কতকগুলি লোক সামনে এসে দাঁড়িয়েছিল

যাদের ক্ষমতা ও অর্থের প্রতি প্রবল আকর্ষণ, যারা কাজে বেপরোয়া আর রুচিতে বিকৃত। অবশ্য বেশির ভাগ আমেরিকানই কঠোরভাবে শ্রমশীল, ন্যায়পরায়ণ এব দেশপ্রাণই রয়ে গিয়েছিল; কিন্তু এমন একদল নীচ আর লোভী লোক দেখা যেতে লাগল, আগে যাদের সাক্ষাৎ পাওয়া যায়নি।

দক্ষিণাঞ্চলের পুনর্গঠন। দক্ষিণাঞ্চলের পরাজয়ের পর সেটির পুনর্গঠ প্রয়োজন হয়ে পড়ল এবং তাতে লাগল ১৮৬৫ থেকে ১৮৭৭, অর্থাৎ বার বছ সময়। যদি লিঙ্কন বেঁচে থাকতেন তিনি জোর দিয়ে বলতেন দক্ষিণের লোকেদে প্রতি সদয় ব্যবহার করতে এবং হয়ত কংগ্রেসের বেশির ভাগ সদস্যকে নিজের ম গ্রহণ করাতে পারতেন। এবিষয়ে এ্যান্ড্রু জনসন-এর অনুরূপ মনোভাব থাকলে তিনি ছিলেন বুদ্ধিহীন, বদমেজাজী এবং বেপরোয়া। নিগ্রোদের সাহায্যার্থ দু বিল-এর ব্যাপারে তিনি কংগ্রেসের সঙ্গে ঝগড়া করলেন। একটি বিল "মুক্ত ব্যক্তিদের সংস্থা" গঠনের জন্য এবং অপরটি তাদের রক্ষা করবার জন্য "অসামরি অধিকার আইন।" এই দু'টিতেই দক্ষিণের রাষ্ট্রগুলির অধিকারে হস্তক্ষেপ কর হ'ল। এই ব্যাপারে কংগ্রেসের চরমপন্থী সদস্যেরা তাঁকে এমনি কোনঠাসা কর যে গোটা ব্যাপারটাই তাঁর আয়ত্বের বাইরে চ'লে গেল। এমনকি, তিনি তাঁ পদাধিকারই হারাতে যাচ্ছিলেন। তাঁর ভেটোপ্রয়োগের বিরুদ্ধেই কংগ্রেস এম একটি আইন গ্রহণ করল যাতে তিনি কংগ্রেসের অনুমতি ছাড়া কয়েকজন বিশে কর্মচারীকে ছাড়াতে পারবেন না। আদালতে এই আইনটি পরীক্ষা করাবার জ তিনি তাঁর অবিশ্বাসী সমরসচিব স্ট্যানটনকে কাজ থেকে ছাড়িয়ে দিলেন। তখ চরমপন্থীরা ১৮৬৮-র ফেব্রুয়ারি মাসে তাঁর বিরুদ্ধে "অন্যায় এবং অপরাধমূলক ব্যবহারের অভিযোগ আনল, সেনেটে তাঁর বিচার করল এবং আর এক ভোট হলে তাঁকে হোয়াইট হাউস থেকে বিতাড়িত করতে পারত। ইতিমধ্যে ১৮৬৬-ে কংগ্রেসের নির্বাচনে জয়লাভ ক'রে চরমপন্থীরা পুনর্গঠনের সমস্ত ভার নিজেদে হাতে গ্রহণ করেছিল এবং দক্ষিণাঞ্চলকে এমন একটি কার্যসূচি মেনে নিতে বা করেছিল যা তাদের পক্ষে অত্যন্ত অপমানকর এবং যার মধ্যে সুবুদ্ধির বাষ্পমাত্র ছিল না।

পুনর্গঠনের যে কার্যসূচি পেনসিলভ্যানিয়ার প্রতিহিংসাপরায়ণ থ্যাডিয়া স্টিভেনস, ম্যাসাচুসেটস-এর উন্মাদ চার্লস সামনার প্রভৃতি চরমপন্থী নেতাদে দ্বারা রূঢ়ভাবে পরিচালিত হয়েছিল, তার প্রধান বিষয় ছিল তিনটি। প্রথমত দক্ষিণাঞ্চলকে সামরিক কর্তৃত্বাধীনে রাখা হয়েছিল; পাঁচজন জেনারেলের অধীে পাঁচটি অঞ্চল তৈরি করা হয়েছিল এবং সেইসব স্থানে প্রচুর সৈন্য রাখা হয়েছিল

দ্বিতীয়তঃ, যে চতুর্দশ সংশোধক আইন প্রাত্যহিক জীবনে নিগ্রোদের সমান অধিকার দিয়েছিল এবং যে পঞ্চদশ সংশোধক আইন তাদের ভোটাধিকার দিয়েছিল, এ-দুটিকেই শ্বেতাঙ্গদের মেনে নিতে বাধ্য করা হয়েছিল, যদিও নিগ্রোরা তখন প্রায় সকলেই ছিল একেবারে অশিক্ষিত এবং নিরেটভাবে অজ্ঞ। যেসব [illegible] বাপপিতামহ আফ্রিকার জঙ্গলে বন্য জাতি ছিল এবং যারা একটি লাইনও পড়তে পারত না, এবং যারা সারা জীবন তুলোর ক্ষেতে কাজ ক'রেই কাটিয়েছে, তাদের সম্পূর্ণ অধিকার দেওয়া হ'ল সরকারী কর্মচারী নির্বাচন করবার এবং আইন প্রণয়ন করবার। তৃতীয়তঃ, চেষ্টা করা হ'ল এইসব কালো ভোটদাতা, নিঃস্ব শ্বেতাঙ্গ আর উত্তরের ভাগ্যান্বেষীদের নিয়ে দক্ষিণাঞ্চলের রাষ্ট্রগুলিতে শাসনব্যবস্থা স্থাপন করবার।

ফলে যে সরকারগুলি তৈরি হ'ল, কোন ইংরাজিভাষাভাষী অঞ্চলে ইতিপূর্বে এমন অপদার্থ সরকার আর দেখা যায়নি। কালো লোকগুলি কিছুদিন ধ'রে কতকগুলি রাষ্ট্রের আইনসভাগুলিকে নিয়ন্ত্রিত করতে লাগল, কংগ্রেসে সদস্য নির্বাচন ক'রে পাঠাল এবং ছোটখাট সরকারী পদ অধিকার করতে লাগল। ভাগ্যান্বেষীরা বাকী রসাল পদগুলি সব অধিকার ক'রে বসল। একথা অবশ্য সত্য যে এই 'পুনর্গঠন'-সরকারগুলি রাস্তা আর সাঁকো তৈরি ক'রে এবং শিক্ষা ও দান সম্পর্কে ভালভাবে আইন তৈরি ক'রে অনেক মূল্যবান কাজ করেছিল। তবে, মোটের উপর, সেগুলি ছিল অকেজো, বেহিসেবী আর ঘুষখোর। তারা প্রচুর টাকা নষ্ট করতে লাগল এবং তা পূরণ করবার জন্য এমন কর ধার্য করল যা দরিদ্র শ্বেতাঙ্গদের দেবার কোন উপায় ছিল না। কিছুদিনের জন্য দক্ষিণাঞ্চলে গভীর হতাশা ঘনিয়ে এল।

কিন্তু এ অবস্থা বেশী দিন থাকেনি। ক্রমে ক্রমে ঐ অঞ্চলের আত্মসম্মানবোধ সম্পন্ন শ্বেতঙ্গরা নিজেদের শাসন করবার অধিকার লাভ করল। কিছু অংশে তারা এটা সম্ভব করেছিল ভীতি প্রদর্শনের দ্বারা। তারা খাড়া করেছিল "কু ক্লুক্স ক্ল্যান" দলটিকে যা উত্তরের ভাগ্যান্বেষীদের উত্তরে ফিরে যেতে এবং নিগ্রোদের ভোট দেবার স্থান থেকে দূরে থাকতে বাধ্য করেছিল। তবে বেশির ভাগ ক্ষেত্রে এটা করেছিল পুরনো শান্তিপূর্ণ রাজনৈতিক ব্যবস্থার সাহায্য নিয়েই। শীঘ্রই অনেক নিগ্রো উত্তরের ঘোড়েল রাজনীতিক ভাগ্যান্বেষীদের হাতের পুতুল হয়ে থাকায় ক্লান্ত হয়ে পড়ল এবং নিঃশব্দে ভোট দেওয়া ছেড়ে দিল; অনেকে তাদের পূর্বতন শ্বেতাঙ্গ প্রভুদের অনুগমন করতে লাগল। ডেমক্র্যাট দল রাষ্ট্রের পর রাষ্ট্র অধিকার করতে লাগল। অবশেষে ১৮৭৬-এ রিপাব্লিকানদের হাতে রইল মাত্র তিনটি রাষ্ট্র—লুইজিয়ানা, ফ্লোরিডা এবং দক্ষিণ ক্যারোলাইনা। তবে এই তিনটিতেও

নিগ্রো আর ভাগ্যান্বেষীদের শাসনক্ষমতায় রাখা হয়েছিল যুক্তরাষ্ট্রের সৈন্যদলের সাহায্যে। ১৮৭৬-এর নির্বাচনে হয়েছিল সবচেয়ে বেশী প্রতিদ্বন্দ্বিতা এবং সবচেয়ে বেশী গণ্ডগোল; তবে এই নির্বাচন প্রমাণ করেছিল যে যতদিন না সৈন্যদল অপসারিত করা হচ্ছে, ততদিন দক্ষিণাঞ্চলে শান্তি আসবে না। তাই পর বৎসর প্রেসিডেণ্ট রাদারফোর্ড বি. হেজ সৈন্যদের সরিয়ে নিলেন। এই কাজ দিয়েই রিপাব্লিকান নেতারা স্বীকার ক'রে নিলেন যে তাঁদের চরমপন্থী অংশের পুনর্গঠন পরিকল্পনা বিফল হয়েছে। এই পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছিল প্রাধানতঃ দুটি কারণে : কারণ দলের কল্পনাপ্রবণ সদস্যেরা চেয়েছিল নিগ্রোদের রক্ষা করতে; এবং দ্বিতীয় কারণ, দলের বাস্তববাদীরা ভোট, ক্ষমতা এবং চাকরির জন্য দক্ষিণাঞ্চলকে মুঠোর মধ্যে রাখতে চেয়েছিল। ফলে নিগ্রোদের অবস্থার অবনতি ঘটেছিল এবং সমগ্র দক্ষিণাঞ্চল ডেমক্র্যাটিক দলের হাতে চ'লে গিয়েছিল।

যখন আমরা ১৮৫০ থেকে ১৮৭৭-এর সেই গৃহযুদ্ধ ও বিক্ষোভের দিনগুলির দিকে ফিরে তাকাই, সেটিকে মনে হয় অমিশ্রভাবে একটি বিয়োগান্ত কাল। লিঙ্কন যেভাবে দাস-মালিকদের ক্ষতিপূরণ দিয়ে ধীরে ধীরে দাসপ্রথা উচ্ছেদ ক'রে দিতে চেয়েছিলেন ব্যাপারটি সেভাবে সংঘটিত হ'লে দেশে এত দুঃখকষ্ট হয়ত আসত না তাহলে, নিগ্রোদেরও সমাজে তাদের নতুন স্থানের জন্য ঠিক ভাবে তৈরি করা যেত তাহলে, তিন কোটি দশ লক্ষ জনসংখ্যার মধ্যে যে ছ'লক্ষ উৎসাহী যুবক এই যুদ্ধে প্রাণদান করেছে এবং তারা যে লক্ষ লক্ষ শিশুদের জন্মদান করতে পারত, তাদের আর হারাতে হ'ত না। তাহলে, আজও পর্যন্ত যে ধ্বংসস্তূপ দক্ষিণাঞ্চলকে পঙ্গু ক'রে রেখেছে তা থেকে সেটিকে বাঁচান যেত। তাহলে, যুদ্ধের পর টাকা রোজকারের যেসব নোংরামি দু'টি দিকেই এসে পড়েছিল, তা হয়ত আর আসত না।

তবু, এসব সত্ত্বেও হিসাবের ক্ষতিয়ানে লাভের অংকও ছিল। এই প্রবল ঝঞ্জা সমগ্র জাতিকে এমন সুদৃঢ় একতাবন্ধনে বেঁধে দিয়েছিল, যা হয়ত ধীরে ধীরে গ'ড়ে উঠত না। সামাজিক ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থার দিক দিয়ে উত্তর আর দক্ষিণের মধ্যে আর কোনও তফাৎ রইল না। যুদ্ধের ভিতর দিয়ে জাতীয় চরিত্র আরও পরিণতি লাভ করল; বন্ধুভাবে সাহিত্য এবং শিক্ষার বয়োবৃদ্ধি ঘটল। আর এই যুদ্ধ দেশকে দিয়ে গেল এমন কতকগুলি স্মৃতি যা নাটকীয় আবেদনে তার হৃদয়কে উচ্ছ্বসিত এবং কল্পনাকে উদ্দীপ্ত করত। বহু শতাব্দী ধ'রে প্রবল উত্তেজনার সঙ্গে সকলে স্মরণ করবে—সামটার দুর্গের উপর গোলাবর্ষণ; মেরিম্যাক এবং মনিটর যুদ্ধ-জাহাজ দু'টির দ্বৈরথ যুদ্ধ; পিছনে যুক্তরাষ্ট্রের অগণিত পরাজিত ফেলে রেখে সেনানডোয়া উপত্যকা দিয়ে প্রস্তরপ্রাচীর জ্যাকসনের

অগ্রগমন; ভিকসবার্গের অজস্র গোলাবৃষ্টির সামনে মিসিসিপি নদীপথে ক্ষুদ্র যুদ্ধ-জাহাজগুলির দুঃসাহসিকতা; সিমেটারি রিজ-এ পিকেট-এর খাঁকি সৈনিকদের আর হ্যানকের নীলপোশাক সৈন্যদলের মরণ-আলিঙ্গন; গ্র্যান্ট-এর আদেশ অগ্রাহ্য ক'রে তাঁর সৈন্যদলের চ্যাটানুগার পর্বতশৃঙ্গ আক্রমণ, যে-কৃতিত্ব 'বালাক্লাভা'-কে অতিক্রম করে; ফ্র্যাঙ্কলিন-এ যুক্তরাষ্ট্রীয় সৈন্যদলকে আক্রমণ করায় হুড-এর ছিন্ন-পোশাক সমরাভিজ্ঞ সৈন্যদলের অপরিসীম বীরত্ব, যখন দু'ঘণ্টার মধ্যে ছ'হাজার লোক হতাহত হয়েছিল; জলতলে সমাধি লাভের পূর্বে গিয়ারসার্জ জাহাজের "এ্যালাবামার" চতুর্দিক পরিক্রমণ; মণিরত্নখচিত তরোয়াল সমেত লি-র সঙ্গে সাধারণ সৈনিকের পোশাকে সজ্জিত গ্র্যান্ট-এর এ্যাপোম্যাটকস-এ করকম্পন; রিচমণ্ড-এর অগ্নিবিধ্বস্ত পথগুলি দিয়ে লিঙ্কন-এর পদচারণ; শহিদ প্রেসিডেন্টের শবদেহের সঙ্গে এক হাজার মাইল দীর্ঘ শোকযাত্রা; যুদ্ধের অবসানে পেনসিলভ্যানিয়া এ্যাভিনিউ দিয়ে পূর্বাঞ্চলীয় এবং পশ্চিমাঞ্চলীয় সৈন্যদলের সংখ্যাতীত শ্রেণীর কুচকাওয়াজ। এ-সমস্তই জাতির মহাকাব্য। এই সব ঘটনাগুলির কথা ভবিষ্যতে বহুবার বলা হবে।

দ্বাদশ অধ্যায়

আধুনিক আমেরিকার অভ্যুত্থান

যুদ্ধের প্রতিক্রিয়া। আমেরিকার উত্তর এবং দক্ষিণাঞ্চলের অর্থনৈতিক ও সামাজিক জগতে এই গৃহযুদ্ধ বিপ্লব এনেছিল। যদিও নব্য আমেরিকার শিকড়-গুলি যুদ্ধোত্তর কালে প্রোথিত, তবু যুদ্ধের পরই নবযুগের প্রারম্ভ আমরা ধ'রে নিতে পারি। এই সংঘর্ষ ব্যবসা বিস্তারে প্রচুর উৎসাহ দিয়েছিল, প্রাকৃতিক সম্পদকে কাজে লাগান ত্বরান্বিত করেছিল, বৃহৎ উৎপাদনশিল্পের ক্রমোন্নতি ঘটিয়েছিল, ব্যাঙ্ক ব্যবস্থার এবং বৈদেশিক বাণিজ্যের প্রসার এনেছিল এবং নতুন একদল 'শিল্পপতি' এবং 'মূলধনপতি'দের সামনে দাঁড় করিয়েছিল। এই যুদ্ধ রেলপথ নির্মান ও টেলিগ্রাফ-ব্যবস্থার বিস্তার প্রচুর ভাবে এগিয়ে এনেছিল এবং 'রেলপথ যুগ'কে প্রতিষ্ঠিত করেছিল। মূলধন নিয়োগ এবং শ্রমহ্রাস ব্যবস্থায় মুনাফার ব্যবস্থা ক'রে কৃষিতে এবং শিল্পে এদু'টির ব্যাপক প্রয়োগ এনেছিল। ক্ষেতখামার ও পশুচারণের জন্য প্রচুর জমির ব্যবস্থা করেছিল, ক্ষেতে উৎপন্ন দ্রব্যাদির জন্য নতুন নতুন বাজার খুলেছিল এবং কৃষিবিপ্লব ও ক্ষেত্রসমস্যাকে এগিয়ে এনেছিল। বড় বড় শহর প্রতিষ্ঠার অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি করেছিল এবং এই নব ভূখণ্ডে যে হাজার হাজার ঔপনিবেশিক এসে হাজির হচ্ছিল তাদের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করেছিল। দক্ষিণে, পরাজয়ের ফলে, জমিদারবংশ লোপ করেছিল, নিগ্রোদের স্বাধীন করেছিল, অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় বিপ্লব এনেছিল, মধ্যবিত্ত শ্রেণীর সৃষ্টি করেছিল এবং পরবর্তী যুগে যে 'নতুন দক্ষিণাঞ্চলের' অভ্যুত্থান হবে, তার ভিত্তিস্থাপন করেছিল। উত্তরে মূলধননিয়োগের এবং ব্যবসায়ের নতুন নতুন ক্ষেত্র খুলে গিয়েছিল, যুদ্ধকালীন বহু লক্ষপতি সৃষ্ট হয়েছিল, শহরাঞ্চলে মূলধন আর ব্যবসা কেন্দ্রীকরণ ব্যবস্থা ত্বরান্বিত হয়েছিল, দক্ষিণের উপর পশ্চিম ও উত্তরপূর্ব অঞ্চলের প্রাধান্য এসেছিল এবং পুরাতনের স্থলে নূতন শ্রেণীবিভাগ সৃষ্টি হয়েছিল।

এ্যাপোম্যাটকসের পর এক পুরুষের মধ্যেই আমাদের অর্থনৈতিক ও সামাজিক জীবনের আধুনিক কাঠামোটি রূপ পেয়েছিল। একমাত্র লক্ষণীয় বিষয় ছিল—

উন্নতি—বসতি বিস্তারে, লোকসংখ্যায়, সম্পদে, সামর্থ্যে, সামাজিক জটিলতায় এবং অর্থনৈতিক পরিণতিতে। সাধারণতন্ত্রের রাজনৈতিক বিভাগ সম্পূর্ণ রূপ পেয়েছিল, যুক্তরাষ্ট্রে বারটি নতুন রাষ্ট্র যোগ দিয়েছিল এবং একটি আমেরিকান সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। চল্লিশ বছরের মধ্যে লোকসংখ্যা দাঁড়াল তিনকোটি দশলক্ষ থেকে সাতকোটি ষাট লক্ষ। তার মধ্যে দেড়কোটি এসেছিল দক্ষিণ আর পূর্ব ইউরোপ থেকে। নিউ ইয়র্ক, শিকাগো, পিটসবার্গ, ক্লেভল্যান্ড, ডেট্রয়েট প্রভৃতি বড় বড় শহরগুলির আয়তন প্রথমে দ্বিগুণ, পরে চতুর্গুণ হয়ে গেল। দ্রুত ঘটনা পরম্পরায় ইন্ডিয়ানদের তাড়া দিয়ে বের ক'রে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল উচ্চভূমিতে পর্বতে এবং উপত্যকায় তাদের প্রাচীন বাসস্থান থেকে এবং তাদের জন্য নির্দিষ্ট ভূখণ্ডে তাদের আটকে ফেলা হয়েছিল। খনি আর পশুপালনের সাম্রাজ্যগুলির কোনটির উন্নতি, কোনটির পতন হ'ল; পশ্চিম অঞ্চলে বসতি বিস্তার আর চাষবাস আরম্ভ হ'ল এবং শতাব্দীর শেষের দিকে সেই দুর্গম সীমান্ত আর রইল না। লোহা, তামা এবং পেট্রোলের বড় বড় খনি আবিস্কৃত হয়ে ছোট ছোট ব্যবসা বিরাট আকার ধারণ করল; কর্পোরেশন, হোল্ডিং কম্প্যানি এবং ট্রাস্ট-এর আকারে নূতন ব্যবসাগুলি চলতে লাগল। জাতীয় আর্থিক ব্যবস্থায় মর্গানের মতো বড় বড় ব্যাঙ্ক বিরাট প্রতিপত্তির স্থান অধিকার ক'রে বসল। রেলপথের জাল রচনা প্রায় সমাপ্ত হয়েছিল, তিরিশ হাজার মাইল থেকে তার দৈর্ঘ্য গিয়ে দাঁড়াল দু'লক্ষ মাইলে—যা পৃথিবীর মধ্যে দীর্ঘতম রেলপথ। শ্রমিক সংগঠনগুলির সদস্যসংখ্যা বাড়তে লাগল; ক্রমে সেগুলি অর্থনৈতিক পরিবেশে নিজেদের সুপ্রতিষ্ঠিত করল; ব্যবসায়িক বিরোধগুলি ক্রমে বিস্তৃত ও বিপজ্জনক আকার ধারণ করতে লাগল। সেই ছোট সাধারণতন্ত্রটি হয়ে দাঁড়াল জগতের একটি শ্রেষ্ঠ শক্তি; ক্যারিবিয়ান উপসাগর এবং প্রশান্ত মহাসাগরে সেটি বিস্তার লাভ করতে লাগল; নতুন বাজারের সন্ধানে এর ব্যবসায়ীগণ এবং টাকা খাটাবার নতুন ক্ষেত্রের সন্ধানে এর ব্যাঙ্কের মালিকরা অর্থনৈতিক সাম্রাজ্য বিস্তারের নতুন পন্থা আবিস্কার করলেন। আমেরিকার ইতিহাসের আর কোন যুগই এমন দ্রুত এবং বৈপ্লবিক পরিবর্তন দেখেনি, যখন লি আর লিঙ্কনের গ্রাম্য সাধারণতন্ত্র ম্যাকিনলে এবং রুজভেল্টের ব্যবসায়িক শহুরে সাম্রাজ্যে পরিণতি লাভ করেছিল।

জটিল এবং বিভ্রান্তিকর কতকগুলি সমস্যা আমেরিকানদের সামনে এসেছিল; সেগুলিকে বোঝবার মতো অভিজ্ঞতা তাদের ছিল না, সেদিকে মাথা খাটাবার অবসরও তাদের ছিল না। এর মধ্যে সব চেয়ে জরুরী সমস্যাগুলি ছিল ধনবণ্টনের; এক একটি হাতে বিরাট ও শক্তিশালী মূলধনে গ'ড়ে ওঠায় এবং গণতন্ত্রবিরোধী অর্থনৈতিক ব্যবস্থায়, প্রচুর সংখ্যক লোকের বেকারত্বে ও শ্রমিক সংঘর্ষে, শহুরে

লোকসংখ্যা বাড়ায় এবং বিদেশীদের জাতীয়করণে, ক্ষেতের আয় ক'মে যাওয়ায়, অথচ ক্ষেতের প্রজাসংখ্যা বাড়ায়, যথেচ্ছ ব্যবহারে প্রাকৃতিক সম্পদের ক্ষয়প্রাপ্তিতে, বিশ্ব রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে বৈদেশিক শাসন চালিয়ে যাওয়ার দায়িত্বে, এবং যে শাসনব্যবস্থা ছোট গ্রাম্য সাধারণতন্ত্রের জন্য তৈরি হয়েছিল সেটিকে বিরাট ব্যবসায়-কেন্দ্রিক জাতির দাবিদাওয়ার সঙ্গে খাপ খাওয়ানতে—যে জটিল পরিস্থিতির উদ্ভব হয়েছিল তার মধ্যে রাজনৈতিক গণতন্ত্রকে বাঁচিয়ে রাখার সমস্যা।

দক্ষিণের রূপান্তর। যুদ্ধ এবং পরাজয়ের প্রতিক্রিয়া দক্ষিণাঞ্চলে সর্বনাশের অবতারণা করেছিল। এ্যাপোম্যাটকস ও ন্যাসভিল-এর পর যখন ধূসর পোশাক পরিহিত অভিজ্ঞ সৈনিকরা ক্লান্তপদে বাড়ি ফিরছিল, ইতিহাসে অদৃষ্টপূর্ব ধ্বংসস্তূপে পরিণত স্থানগুলির বিস্তৃতি তাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল। ভার্জিনিয়া এবং টেনেসি-র বহুস্থানই উভয়দেশের সৈন্যরা নষ্ট ক'রে দিয়েছিল। শারম্যান জর্জিয়া এবং দক্ষিণ ক্যারোলাইনার ভিতর দিয়ে যাবার সময় ষাট মাইল জায়গা যেন কাস্তে দিয়ে কেটে নির্মূল করে দিয়ে গিয়েছিলেন। হাণ্টার আর সেরিডন ভার্জিনিয়ার উর্বর উপত্যকাকে বিধ্বস্ত করেছিলেন; উত্তর এ্যালাবামা, মিসিসিপি আর আরকানসাসের বিস্তৃত অঞ্চল ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়েছিল। রিচমণ্ড, চার্লসটন, কলাম্বিয়া এবং এ্যাটলাণ্টার মত বিরাট শহরগুলি হয় আগুনে ভস্মীভূত, নয়ত কামানের গোলায় বিধ্বস্ত হয়েছিল। সাঁকোগুলি ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল, রাস্তাগুলি অব্যবহার্য হয়ে প'ড়ে ছিল, শত শত মাইল রেলপথ তুলে নেওয়া হয়েছিল, রেলগাড়িগুলি ভেঙ্গে গিয়েছিল, বন্দরের জেটিগুলি প'চে নষ্ট হয়ে গিয়েছিল। স্বাভাবিক অর্থনৈতিক জীবন পক্ষাঘাতগ্রস্ত হয়ে গিয়েছিল। রাষ্ট্র-গোষ্ঠীর টাকার কোন মূল্যই ছিল না, যেসব মুদ্রা লোকে জমিয়ে রেখেছিল বা যেগুলি যুক্তরাষ্ট্রের সৈনিকেরা পরাজিত অঞ্চলে খরচ করেছিল, সেগুলিই ছিল একমাত্র সম্বল। ব্যাঙ্কগুলি বন্ধ হয়ে গিয়েছিল, বীমাকোম্পানিগুলি দেউলিয়া হয়ে গিয়েছিল, ব্যবসা-বাণিজ্য নষ্ট হয়ে গিয়েছিল এবং বিভিন্ন গুদামে যেসব তুলো সঞ্চিত ছিল, তার কিছু অংশে আগুন ধরিয়ে দেওয়া হয়েছিল, কিছু অংশ সামরিক কর্তৃপক্ষ বাজেয়াপ্ত করেছিল।

অসামরিক শাসনব্যবস্থা প্রায় ছিল না বললেই চ'লে এবং কর আদায়, বিদ্যালয় পরিচালনা, রাস্তাঘাট বজায় রাখা, এবং লুণ্ঠনকারী দলের বিরুদ্ধে দেশকে রক্ষা করবার জন্য কোন কর্তৃপক্ষ ছিল না। গির্জাগুলি পুড়িয়ে ফেলা হয়েছিল, কলেজ-গুলি চালাবার অর্থভাণ্ডার নষ্ট হয়ে গিয়েছিল, সেগুলির গ্রন্থাগার ও বীক্ষণাগার-গুলি ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল; কেবল এ্যালাবামা বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থগারাধ্যক্ষ একটি

পুস্তক রক্ষা করতে সমর্থ হয়েছিলেন, সেটি কোরাণ। বেশির ভাগ বিদ্যালয়ই বন্ধ হয়ে গিয়েছিল, কোথাও বিদ্যাশিক্ষার ব্যবস্থা ছিল না।

কৃষিব্যবস্থারও নাভিশ্বাস উঠেছিল—হাজার হাজার ক্ষেতখামার পরিত্যক্ত হয়েছিল, বেড়াগুলি ভেঙ্গে পড়েছিল, খালগুলি আগাছায় আকীর্ণ হয়ে গিয়েছিল, বাঁধগুলি ভেঙ্গে গিয়েছিল, ঘোড়া আর গরুগুলি হয় ম'রে গিয়েছিল, নয়ত চুরি হয়ে গিয়েছিল, লাঙ্গলগুলি ক্ষেতে প'ড়ে পচছিল, চাষীরা ছত্রভঙ্গ হয়ে গিয়েছিল। ক্যারোলাইনায় চালের ব্যবসা বরাবরের জন্য নষ্ট হয়ে গিয়েছিল, লোনা জলে ক্ষেত-গুলি ডুবে গিয়েছিল; লুইজিয়ানার চিনির ব্যবসা ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল। ১৮৬০-এর তুলনায় ভার্জিনিয়ার ১৮৭০-এ তামাকের চাষ হচ্ছিল কুড়ি লক্ষ একর কম জমিতে। ১৮৭৯-র আগে আর দক্ষিণাঞ্চল বিচ্ছেদের বছরের সমান পরিমাণ তুলো উৎপাদন করতে পারেনি। ১৮৬৫-র শীতকালে দক্ষিণের বহু অংশে দুর্ভিক্ষ আসন্ন হয়ে উঠেছিল এবং কৃষ্ণাঙ্গ শ্বেতাঙ্গ উভয়ের প্রাণরক্ষা হয়েছিল যুক্তরাষ্ট্রীয় সৈন্যদলের কিংবা নবপ্রবর্তিত "মুক্তিমানবদের সংস্থা"র কৃপায়। দক্ষিণের কবি সিডনি ল্যানিয়ার লিখেছিলেন, "জীবনের একমাত্র লক্ষণ দেখা যাচ্ছিল—মৃত না হওয়ার।"

পুনর্গঠন, যুদ্ধের মতোই, বহু দুঃখ এবং বহু গুরুভার সকলের স্কন্ধে চাপিয়েছিল। রাষ্ট্রগোষ্ঠীর দেনাগুলি যেমন ছিল না, দক্ষিণের দেশপ্রাণ ব্যক্তিদের আঞ্চলিক সংকটে অর্থবিনিয়োগও নষ্ট হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু সমগ্র জাতির দেনা এবং জাতীয় সরকারের সাম্প্রতিক খরচের অংশ দক্ষিণকে বহন করতেই হ'ল; অধিকন্তু তুলোর শুল্কের গুরুভার তাদের স্কন্ধে চাপল। এই শুল্কের পরিমাণ হয়ত এমন কিছু অন্যায় ভাবে করা হয়নি, কিন্তু রাষ্ট্রীয় ও জাতীয় সরকারের ঋণ ও কর সম্বন্ধে সেকথা বলা যায় না। কংগ্রেসে চরমপন্থীরা যখন দক্ষিণের ঘাড়ে ভাগ্যান্বেষীদের শাসনব্যবস্থা চাপিয়ে দিয়েছিল, তখন অজস্র অর্থের অপব্যয় হয়েছিল বিলাসে, গন্ধদ্রব্যে, হুইস্কিতে, আইনসভায় সদস্যদের জন্য সোনার পানপাত্রে। লক্ষ লক্ষ টাকা চুরি হয়েছিল; যেসব সন্দেহজনক ব্যবসায়ে শতকরা দশভাগও মুনাফা পাওয়া যায়নি তাতে এবং রেলপথে লক্ষ লক্ষ টাকা ঢালা হয়েছিল। দেশের কয়েক-স্থানে সম্পদ অর্ধেক ক'মে গিয়েছিল, কিন্তু কর আর দেনা অত্যধিক মাত্রায় বেড়েছিল ভাগ্যান্বেষী ও চরমপন্থীদের আমলে দক্ষিণ কারোলাইনার সরকারী দেনা বেড়েছিল পঞ্চাশ লক্ষ থেকে দুকোটি নব্বুই লক্ষ ডলারে, আরকানসাসের তিরিশ লক্ষ থেকে দেরকোটিতে, লুইজিয়ানার এককোটি দশলক্ষ থেকে পাঁচকোটিতে। কর যা বেড়েছিল তাতে মাথা ঘোরে—লুইজিয়ানায় আটগুণ, মিসিসিপিতে চৌদ্দগুণ—অবশেষে শত-শত চাষীরা কর-সংগ্রাহকদের হাতে তাদের ক্ষেতখামার ছেড়ে দিয়ে চলে গিয়েছিল।

তবু অত্যাশ্চর্য উদ্যমের সঙ্গে পরাজিত দক্ষিণাঞ্চল পুনর্গঠনের দায়িত্বভার

গ্রহণ করেছিল, চেষ্টা করেছিল কৃষিব্যবস্থাকে এবং সভ্য সমাজব্যবস্থাকে ফিরিয়ে আনবার। কিছুদিন পরে জার্জিয়ায় এক সম্পাদক হেনরি গ্রেডি লিখেছিলেন, "এমন সাংঘাতিক সর্বনাশও যেমন আগে হয়নি, এমন দ্রুত পুনর্বাসনও আগে দেখা যায়নি।" রিচমন্ড, চার্লসটন এবং কলাম্বিয়া ধ্বংসস্তূপ থেকে উঠে দাঁড়াল এবং যুদ্ধের ছ'মাস পরে এ্যাটলাণ্টা থেকে একজন ভ্রমণকারী ফিরে এসে বলেছিলেন, যে আশ্চর্য ক্ষিপ্রতার সঙ্গে একটি নতুন শহর দাঁড়িয়ে উঠেছে। নতুন ক'রে রেলপথ পাতা হয়েছিল, সাঁকোগুলি তৈরি হয়েছিল, দক্ষিণপশ্চিমের দিকে নতুন পথ তৈরি হয়েছিল বাঁধগুলির সংস্কার হয়েছিল, নর্ফোক, চার্লসটন এবং মোবাইল বন্দরে আবার জাহাজ গুলিকে দেখা গিয়েছিল, গ্রাম এবং ক্ষুদ্র গ্রাম্য ব্যবসায়ীরা এবং পরে ব্যাঙ্ক ও বীমা কম্প্যানিগুলি কাজ শুরু করেছিল।

কোন উপায়ে পুরনো কারখানাগুলি আবার খোলা হয়েছিল, নতুন নতুন কারবারে মূলধন এসে জুটতে লাগল—যদিও সুদের হার ছিল সাংঘাতিক। সাদা আর হলদে পাইন বৃক্ষশ্রেণী থেকে কাঠের ব্যবসা শুরু হ'ল। যুক্তরাষ্ট্রের যেসব সৈন্য উত্তর ক্যারোলাইনার ডারহামের ভিতর দিয়ে যাবার সময় ওয়াশিংটন ডিউক কম্প্যানির যে তামাকের আস্বাদ পেয়েছিল, তারা ঐ তামাক পাঠাবার জন্য লিখল এবং এই ভাবে উত্তর ক্যারোলাইনার বিরাট তামাক ব্যবসার ভিত্তিস্থাপন হ'ল। ১৮৮৮-তে ডারহামের তামাক কারখানাটি হয়েছিল পৃথিবীতে বৃহত্তম এবং তারা প্রতি বৎসর এক কোটি পাউন্ড তামাক দেশের বাইরে রপ্তানি করছিল। স্থানীয় চাহিদা মেটাবার জন্য অনেক ময়দাকল তৈরি হয়েছিল, তুলোর চাষের জন্য অতি প্রয়োজনীয় সারের কারবার আবার শুরু হয়েছিল। টেনেসি ও উত্তর এ্যালাবামাতে কয়লা আর লোহার খনি আবিষ্কৃত হয়েছিল। ১৮৭০-এর তুলোর কেন্দ্র বার্মিংহাম কুড়ি বছরের মধ্যে এমন একটি শহরে পরিণত হ'ল, যার লোকসংখ্যা পঞ্চাশ হাজার, যেটি ছ'টি রেলপথের সাহায্যে একটি বিরাট উন্নতিশীল লৌহব্যবসায়ের কেন্দ্র হয়ে দাঁড়াল। ১৮৯০-এ দক্ষিণাঞ্চল সমগ্র জাতির একপঞ্চমাংশ লোহা সরবরাহ করছিল। চ্যাটানুগা, উইনষ্টন-স্যালেম, ডারহাম, ড্যানভিলের মত শহরগুলি উন্নতিশীল শিল্প-কেন্দ্র হয়ে দাঁড়াল।

১৮৪৬-এ দক্ষিণ ক্যারোলাইনার গ্র্যানাইটভিল-এ উইলিয়াম ক্রেগ তাঁর কাপড়ের মিল খোলার পর থেকে সমুদ্রতীরবর্তী দক্ষিণাঞ্চলে কাপড়ের ব্যবসা ভালই চলছিল। অন্যান্য ব্যবসার মতো এটিও যুদ্ধে বিপর্যস্ত হয়ে গিয়েছিল। ১৮৭০-এর পর দশবছরে শস্তা কারিগর, জলের সামীপ্য এবং তুলোর অনায়াস প্রাপ্তির সুযোগ নিয়ে ব্যবসাটি আবার উন্নতি করতে লাগল। স্থানীয় মূলধনের সাহায্য নিয়ে অনেকগুলি ছোট ছোট কারখানা ক্যারোলাইনা ও জর্জিয়ার উচ্চভূমিতে গজিয়ে উঠল। ১৮৯০-এ দক্ষিণ ক্যারোলাইনায় চলছিল পাঁচলক্ষ মাকু, এবং সমগ্র দক্ষিণ

উপকূলে তার চারগুণ সংখ্যা। নিউ ইংল্যাণ্ডের ব্যবসায়ীরা ওদিককার প্রতিযোগিতায় চিন্তান্বিত হয়ে উঠেছিল। ১৮৯০-এ এমন কতকগুলি শ্রমসমস্যা মাথা চাড়া দিয়েছিল যেগুলি সময়ের অগ্রগতির সঙ্গে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছিল।

দক্ষিণের কাপড়ের ব্যবসা অবশ্য স্থানীয় ব্যাপারই রয়ে গিয়েছিল এবং প্রয়োজনের খাতিরে তার মধ্যে একটা অদ্ভুত জমিদারী ধরন এসেছিল। বেশী পারিশ্রমিক এবং নিয়মিত কাজের আকর্ষণে অনেকগুলি সম্পূর্ণ পরিবার পরিত্যক্ত ক্ষেতখামার থেকে তাদের পুরনো শ্রমের অভ্যাস নিয়ে নিকটবর্তী মিল-গ্রামগুলিতে চ'লে এসেছিল। স্ত্রীপুরুষ এবং শিশুনির্বিশেষে পরিবারের সকলেই যে কাজ করবে এবং অনেক ঘণ্টা ধ'রে কাজ করবে—একথা তারা ধ'রেই নিয়েছিল। শহরের পাশেই এই মিলের গ্রামগুলির মালিক ছিলেন তাঁরাই যাঁরা মিলগুলি তৈরি করেছিলেন। এই সব শ্রমিকরা কম্প্যানির বাড়িতেই বাস করত, কম্প্যানির গির্জা আর স্কুলে যেত, কম্প্যানির দোকান থেকে তাদের খাদ্যদ্রব্য আর পোশাক আনত কম্প্যানির ডাক্তারের সাহায্যে জন্মগ্রহণ করত, কম্প্যানির পাদরির দ্বারা কম্প্যানির সমাধিস্থলে সমাধিস্থ হ'ত। এটা হয়ে দাঁড়িয়েছিল একটা নতুন ধরনের জমিদারি-প্রথা এবং গোড়ার দিকে এটি ভালই চলেছিল। তবে এর অন্তর্নিহিত ছিল ভবিষ্যৎ হাঙ্গামার বীজ।

তবু এইসব লোহা, কাঠ, তামাক আর কাপড়ের ব্যবসা সত্ত্বেও, দক্ষিণাঞ্চল প্রধানতঃ গ্রাম্য আর কৃষিপ্রধান রয়ে গেল। ১৯০০-র আগে এর ছিল গর্ব করবার মত শহর কেবলমাত্র নিউ অর্লিন্স, যার লোকসংখ্যা একলক্ষ। এর ব্যবসাগুলির ছিল কৃষির সঙ্গে ঘনিষ্ট সম্পর্ক; তামাক আর কাপড় প্রচুর সংখ্যায় প্রস্তুত হ'ত, কিন্তু শ্রমশিল্পের সাহায্যে সেগুলির মূল্যবৃদ্ধি হ'ত যৎসামান্য। দক্ষিণের বেশির ভাগ লোকই শস্য উৎপাদনে ব্যস্ত হয়ে তাদের ক্ষেতখামারেই রয়ে গেল। কিন্তু কৃষিও যুদ্ধের সময় বিপর্যস্ত হয়েছিল—যে-বিপর্যয়ের মূলে ছিল ক্রীতদাসপ্রথার উপর প্রতিষ্ঠিত শ্রমব্যবস্থার পতন। পুনর্ব্যবস্থার ভিতর দিয়ে কৃষিকেও যেতে হয়েছিল।

যুদ্ধ এবং পুনর্গঠন ব্যবস্থার জন্য জমিদাররা অত্যন্ত দরিদ্র হয়ে পড়েছিল। তাদের মূলধন ক্রীতদাসদের হারিয়ে, শ্রমব্যবস্থা বিপর্যস্ত হওয়ায়, খাজনা আর খরচ বেড়ে যাওয়ায় তাদের বেশির ভাগই হয় জমিদারি ভেঙ্গে দিয়েছিল, নয়ত দেনা আর খাজনার দায়ে জমিদারি নিলামে তুলেছিল। ফলে জমিব্যবস্থায় একটা বিরাট বিপ্লব এসেছিল। ভাল ভাল জমি একরপিছু তিন চার ডলারে বিক্রি হওয়ায়, হাজার হাজার ছোটখাট চাষী তাদের জমির সংখ্যা বাড়িয়ে ফেলল, লক্ষলক্ষ দরিদ্র শ্বেতাঙ্গ, মুক্ত নিগ্রো, ভূমিহীন শ্রমিক এবং দোকানদার তাদের জমির ক্ষুধা

মিটিয়ে জমির মালিক হয়ে বসল। ১৮৬০-এ দক্ষিণ ক্যারোলাইনায় হ'ল ৩৩,০০০ খামার; কুড়ি বছর পরে সেই সংখ্যা দাঁড়াল ৯৪,০০০। ১৮৬০-এ মিসিসিপিতে দশ একরের কম জমির ৬০০ খামার ছিল, দশ বছরের মধ্যে তাদের সংখ্যা দাঁড়াল ১১,০০০। সমগ্র দক্ষিণে সমধিক এক হাজার একরের জমিদারির সংখ্যা অর্ধেক ক'মে গিয়েছিল এবং কুড়ি বছরের মধ্যে সেগুলির জমির পরিমাণ ৩৩৫ একর থেকে ১৫৩ একরে দাঁড়িয়েছিল। ঠিক এই সময়েই আরকানসাস ও টেক্সাসে নতুন উর্বর জমি পাওয়া গিয়েছিল এবং শীঘ্রই ওক্লাহামাতে বসতিবিস্তারের জন্য স্থান উন্মুক্ত হয়েছিল। কিছুদিন সিংহাসনচ্যুত হলেও, তুলো আবার সাম্রাজ্যবৃদ্ধি করতে লাগল।

ক্রীতদাসপ্রথা চ'লে যাওয়ায় একটা বিকল্প শ্রমব্যবস্থা অবলম্বনের প্রয়োজন হয়ে পড়ল। জমিদারদের টাকা ছিল না মাইনে দেবার; নিগ্রোদের টাকা ছিল না খামারের খাজনা দেবার। সুতরাং প্রয়োজনের খাতিরে এক তৃতীয় ব্যবস্থার উদ্ভব হ'ল; অগুন্তি আত্মজীবনী থেকে এই ব্যবস্থার উৎপত্তির বিবরণ আমরা পাই। যুদ্ধ শেষ হয়ে যাবার পর জমিদাররা তাদের ক্রীতদাসদের ডেকে বললেন যে তারা তখন থেকে মুক্ত, কিন্তু তারা পুরনো জায়গায় থেকে কাজ করুক। মাইনে দেওয়া অবশ্য অসম্ভব, কিন্তু শস্য উঠলে তা ভাগ ক'রে নেওয়া হবে। এই হ'ল ভাগ চাষের উৎপত্তি। ক্রমে এব্যবস্থা সুনিয়ন্ত্রিত হ'ল। জোতদাররা তাদের প্রজাদের দিত বসতবাড়ি, জমি, যন্ত্রপাতি, সার আর ঘোড়া এবং শস্য না ওঠা পর্যন্ত তাদের খরচ চালাত। ভাগ-চাষী তার মেহনত দিত আর তার বদলে পেত এক তৃতীয়াংশ শস্য। ব্যবস্থাটা এমনি ভালভাবে চলছিল ব'লে মনে হয়েছিল যে এটা শ্বেতাঙ্গ চাষীদের উপরও প্রযোজ্য হয়েছিল।

আসলে এই ভাগচাষ প্রথা একটা বিপজ্জনক অবস্থা থেকে পরিত্রাণ করলেও, অনেক অশুভ ব্যবস্থাকে জন্ম দিয়েছিল। ছোট ছোট জোতদাররা, শস্যের উপর সম্পূর্ণ নির্ভর ক'রে, অনেক সময় দেনার দায়ে প'ড়ে জমিদার বা মহাজনের কাছে বাঁধা পড়ত। বন্ধক দেবার মতো সম্পত্তি না থাকায় তারা তাদের শস্য বাঁধা রাখত এবং এইভাবেই সেই ঘৃণ্য "শস্য বন্ধকী" ব্যবস্থার উৎপত্তি হয়েছিল। এই ব্যবস্থায় জোতদারের আর জমির উৎপাদন সম্বন্ধে বিশেষ ঝোঁক থাকত না, আলস্যের সঙ্গে এবং অবৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে চাষ হ'ত। জোতদারেরা জমিদার ও মহাজনদের ক্রীড়নকে পরিণত হ'ত এবং তাদের মনে বিদ্বেষের সৃষ্টি হ'ত। যেহেতু তুলোর চাষে টাকা মারা যাবার ভয় ছিল না, উত্তমর্ণেরা চাইত অন্য শস্যের বদলে তুলোরই চাষ হ'ক এবং এইভাবে বহু শস্যের চাষ বন্ধ ক'রে দক্ষিণাঞ্চল বাধ্য হয়েছিল একটি শস্যের চাষ নিয়ে থাকতে, যা অত্যন্ত ক্ষতিকারক। এক পুরুষের মধ্যেই বহুজনের

মধ্যে জমি বিতরণ এবং বহু কর্মঠ চাষীর আবির্ভাবের সম্ভাবনা একেবারে দূরে হয়ে গিয়েছিল। দক্ষিণের কিছুকিছু অংশে শতকরা সত্তর আশিজন চাষী ছিল প্রজা এবং প্রতি খামারের উপর অন্তত একটা বন্ধকী দখল ছিলই। ১৮৬০-এর চেয়ে ১৯০০-তে দক্ষিণাঞ্চল কম স্বয়ংসম্পূর্ণ ছিল এবং অনেক স্থানে ক্ষেতের সম্পদ বহুলাংশে ক'মে গিয়েছিল। রকফেলার ফাউণ্ডেসন এবং স্মিথ-লেভার আইনের মাধ্যমে কৃষিবিষয়ক শিক্ষা এবং উন্নততর স্বাস্থ্য-ব্যবস্থা প্রবর্তনের পরই কেবল কৃষিপ্রধান দক্ষিণাঞ্চল উন্নতির পথে পা বাড়িয়েছিল।

নিগ্রোরাও দেখেছিল যে আইনের দিক থেকে তারা মুক্তি পেলেও, আসল মুক্তি তাদের সীমাবদ্ধ হয়েছিল। কংগ্রেস তাদের মুক্তির ব্যবস্থা করলেও, তাদের অর্থনৈতিক ব্যবস্থা কিছুই করেনি, কেবল তাদের রাজনৈতিক অধিকার দেওয়াতেই তার সমস্ত শক্তি ব্যয় করেছে। কয়েক বছর ধ'রে যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশে এই কালো লোকগুলি বাস্তুহারার মতো বাস করল। তাদের মধ্যে অনেকে হাজারে হাজারে পথে বেরিয়ে দেশেদেশে ঘুরে বেড়াল। একথা নির্বিঘ্নে বলা যেতে পারে যে ক্রীতদাসপ্রথার যেকোন বছরের চেয়ে মুক্তিপ্রাপ্তির পর প্রথম বছরে তাদের মধ্যে অনেক বেশী পরিবার ভেঙেগ গিয়েছিল। তাদের মধ্যে কয়েক সহস্র রোগে, অনাহারে কিংবা অন্যের আক্রমণে প্রাণ দিয়েছিল। অবশেষে কিছু সংখ্যক দায়িত্বশীল দাক্ষিণাত্যবাসীর চেষ্টায় এবং যুক্তরাষ্ট্রীয় কর্তৃপক্ষের সহযোগিতায় একটা ব্যবস্থা হয়েছিল। নিগ্রোরা যখন দেখল যে তারা তাদের আশানুরূপ "চল্লিশ একর জমি আর একটা ঘোড়া" পাবে, তখন তারা যে-কাজটা জানত, তাতেই ফিরে গেল অর্থাৎ চাষ করায়।

তাদের মধ্যে বেশী উৎসাহীরা গেল উত্তরাঞ্চলে কিংবা দক্ষিণেরই বড় বড় ব্যবসার কেন্দ্র শহরগুলিতে, কিন্তু তাদের বেশির ভাগই হয়ে পড়ল ভাগ-চাষী এবং ফলে তারা দেখল তাদের জীবনযুদ্ধ আগের মতোই চলেছে। শ্বেতাঙ্গদের জমিতেই তারা লাঙ্গল চালিয়ে তুলো জন্মাত, ঠিক আগের মতোই ঝরঝরে কুটিরে বাস করত, সেই সামান্য নগণ্য আহার পেত, সেই ছেঁড়া ময়লা পোশাক পরত। তারা ভোট দেবার চেষ্টা করত না, ছেলেদের শ্বেতাঙ্গদের স্কুলে পাঠাত না এবং সামাজিক জীবনে নিজেদের অবস্থার উপরে উঠতেও চাইত না।

যুদ্ধোত্তর দক্ষিণে একমাত্র আশাজনক ব্যবস্থা হয়েছিল স্বাধীন জোতদার, দোকানদার, ব্যবসায়ী, সওদাগর, ব্যাঙ্কার ও পেশাদার ব্যক্তিদের নিয়ে এক মধ্যবিত্ত শ্রেণীর আবির্ভাব। তারা ছিল দাসপ্রথার প্রতিক্রিয়া থেকে মুক্ত এবং ব্যর্থ উদ্যমের প্রতিক্রিয়াও তাদের উপর ছিল না। চন্দ্রালোকিত এবং পুষ্পশোভিত দক্ষিণাঞ্চলের কথা ভুলে গিয়ে গেটিসবার্গের কথা গর্বের সঙ্গে স্মরণ করতে তারা রাজী ছিল।

জাতীয় অর্থনৈতিক ব্যবস্থার সংগে সামঞ্জস্যবিধান ক'রে দক্ষিণের সামাজিক ব্যবস্থাগুলির পুনরুজ্জীবনের কাজে তারা উৎসাহের সংগে লেগে গেল। কলেজ-গুলি আবার খুলল, ভার্জিনিয়ায় ওয়াশিংটন কলেজের কর্তৃত্ব নিয়ে রবার্ট ই. লি দক্ষিণাঞ্চলের সামনে এক দৃষ্টান্ত স্থাপন করলেন। বিনা বেতনে সকলের জন্য প্রাথমিক শিক্ষার ব্যবস্থা ক'রে রাষ্ট্রগুলি তাদের শিক্ষাব্যবস্থাকে গণতন্ত্রমূলক ক'রে তুলল। গির্জাগুলি আবার খোলা হ'ল এবং নিগ্রোরা যোগ দেওয়ায় যুদ্ধের আগের চেয়ে বেশী সদস্যসংখ্যার গৌরব লাভ করল। সামাজিক আইন প্রবর্তনের, দরিদ্র ও অসমর্থদের জন্য ব্যবস্থা গ্রহণের এবং শ্রমিক আইন প্রচলনের চেষ্টা হ'তে লাগল। অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক এবং রাজনৈতিক দিক থেকে দক্ষিণাঞ্চল আবার সমগ্র জাতির সংগে নিজেকে খাপ খাইয়ে নিতে পারল।

উত্তরাঞ্চলে বিপ্লব। দক্ষিণাঞ্চল যখন এমনি দুঃখকষ্টের মধ্যে তার অর্থনৈতিক অবস্থাকে আবার গ'ড়ে তুলছিল এবং নতুন কৃষি ও ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানগুলির সংগে নিজেকে খাপ খাইয়ে নিচ্ছিল, উত্তরাঞ্চল তখন উদ্যমের সংগে এগিয়ে যাচ্ছিল। উত্তরের ব্যবসায়ী আর অর্থশালী লোকেরা, অন্য যেকোন দলের চেয়ে বেশী ভাবে জয়লাভের ফলভোগ করেছিল। গোড়াতেই রিপাব্লিকান দল প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল যে তারা উচ্চ হারে আমদানি-শুল্কের ব্যবস্থা করবে, দেশের অভ্যন্তরে নানা উন্নতিমূলক ব্যবস্থা অবলম্বন করবে, রেলপথের জমি দেবে এবং বিনামূল্যে ক্ষেত-খামারের ব্যবস্থা ক'রে দেবে। সামটার দুর্গে ঘটনার আগে তারা তাদের কোন প্রতিশ্রুতিই বাস্তবে পরিণত করতে পারেনি। দক্ষিণের রাষ্ট্রগুলি বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবার পর কংগ্রেসে বিরুদ্ধ দল ব'লে আর কিছুই ছিল না এবং যুদ্ধের জন্য সমগ্র পরিকল্পনাটিকে আইনে পরিণত করার প্রয়োজন হয়ে পড়ল। ১৮৬১-র মোরিল শুল্ক আইন, এযাবৎ যে শুল্কের হার নিচের দিকে নামছিল, তা বন্ধ ক'রে দিয়ে সত্যই দেশীয় ব্যবস্থাগুলির রক্ষামূলক বেশী শুল্কের ব্যবস্থা করল, পরবর্তী আইনগুলিতে তা আরও বেশী করা হ'ল এবং যুদ্ধের শেষে দেখা গেল যে শুল্ক শতকরা আঠার থেকে বেড়ে সাতচল্লিশ ধার্য করা হয়েছে। উত্তরের শ্রমশিল্প উৎপাদনকারীদের অবস্থা সম্পূর্ণ নিরাপদ হয়েছিল, ১৯১৩-র আগে কোন সরকার এই হারকে কমাতে পারেনি। শুধু তাই নয়, ব্যবসার দিকে ঝোঁক বাড়াবার জন্য কংগ্রেস শীঘ্রই আয়কর তুলে দিয়েছিল এবং কয়লা ও লোহা প্রতিষ্ঠানগুলির উপর থেকে যুদ্ধকালীন ট্যাক্স তুলে দিয়েছিল। কতকগুলি রেল-আইনের মাধ্যমে কংগ্রেস ছ'কোটি ডলার ঋণ এবং দশকোটি একর জমি দিয়ে মহাদেশীয় রেলপথ স্থাপনে সাহায্য করল—রাষ্ট্রীয় ও স্থানীয় কমিটিগুলি অতিরিক্ত সাহায্য দিয়েছিল।

এই সব শুভারম্ভের পর যুদ্ধের অশ্রান্ত প্রয়োজনে এবং ক্রমবর্ধমান জন-সংখ্যার অতৃপ্ত প্রয়োজনে, ব্যবসা ও উৎপাদনশিল্প অভূতপূর্ব গতিতে এগিয়ে চলল। জন শারম্যান তাঁর ভাই জেনারেল শারম্যানকে লিখেছিলেন, "ব্যাপার হচ্ছে এই; আমরা যে আমাদের সম্পদ অক্ষুন্ন রেখে জয়লাভ করতে পেরেছি তাতে সকলের মনে উৎসাহ সঞ্চার করেছে, এমন সুযোগের সম্ভাবনা দিয়েছে সব মূলধনের মালিকদের, যা ইতিপূর্বে এদেশে আর কখনও সম্ভব হয়নি। আগে যেমন হাজার হাজারের কথা বলত, এখন তারা লক্ষ লক্ষের কথা বলে।" তাদের চিন্তাশক্তি উন্নত না হলেও, তা যে প্রকাশের সুযোগ পেয়েছিল সেবিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। সৈন্যদলের এবং যুদ্ধের প্রয়োজনের সঙ্গে তাল রেখে শ্রমশিল্পের উৎপাদন ফুলে ফেঁপে উঠল। দশবছরের মধ্যে বিশহাজার মাইল রেলপথ বসান হ'ল, বেশির ভাগই পশ্চিমে, এবং পার্বত্য ও সমতলভূমির উপর দিয়ে আন্তর্মহাদেশীয় রেল-পথকে প্রচণ্ড দ্রুততার সঙ্গে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া হ'ল। শহরগুলির মাঝেমাঝে টেলিগ্রাফের তার খাটান হ'ল। তারপরে খাটান হ'ল সমগ্র মহাদেশের মধ্যে দিয়ে। আটলাণ্টিক মহাসাগরের ভিতর দিয়ে তার পাতা হ'ল। পনের বছরের মধ্যে টেলিফোন এসে দ্রুততম যোগাযোগের ব্যবস্থা ক'রে দিল। মধ্যপশ্চিমের উর্বর জমির জন্য যত চাষের যন্ত্রের প্রয়োজন হ'তে লাগল, শিকাগোর হার্ভেস্টার কারখানা সেই প্রয়োজনের সঙ্গে তাল রাখতে পেরে উঠছিল না। ওহায়োর এ্যাকরণ এবং ক্যানটনের কারখানাগুলি হাজার হাজার ধানকাটার যন্ত্র তৈরি করতে লাগল। ১৮৭৫ নাগাদ মধ্যসীমান্তের কারখানাগুলি উচ্চ সমতল ভূমির ক্ষেতগুলির জন্য অজস্র কাঁটাতারের বেড়া তৈরি করতে লাগল। ম্যাককে বুট আর সু কারখানা, শিকাগো আর সিনসিনাটির বৃহৎ প্যাক করার কারখানা, যমজ শহরদুটির ময়দার কলগুলি, মিলওয়াকি আর সেন্ট লুই-এর মদের কারখানাগুলি, পিটসবার্গ অঞ্চলের লোহা আর ইস্পাত কারখানাগুলি, ওহায়ো আর পেনসিলভ্যানিয়ার তৈল সংশোধ-গারগুলি এবং আরও শতশত কারখানা অজস্র অর্ডার সরবরাহের জন্য দিবারাত্র কাজ করতে লাগল।

যুদ্ধের পরেও এই কারখানাগুলির কর্মোদ্যম কিছুমাত্র কমল না। এ্যাপোম্যাট-কসের পর পাঁচবছরের মধ্যে শ্রম উৎপাদনের সমস্ত রেকর্ড ভঙ্গ হয়ে গেল। আরো অনেক বেশী কয়লা, লোহা, রূপা আর তামা খনি থেকে তোলা হ'ল, আরো ইস্পাত তৈরি হ'ল, আরো রেলপথ বসানো হ'ল, গাছ কাটা হ'ল, বাড়ি তৈরি হ'ল, অনেক কাপড় তৈরি হ'ল, ময়দা তৈরি হ'ল, পেট্রোল শোধন করা হ'ল—আমাদের ইতিহাসে ইতিপূর্বে পাঁচ বছরে এত কাজ কখনো হয়নি। ১৮৬০ থেকে ১৮৭০-এর মধ্যে কারখানার সংখ্যা বাড়ল শতকরা আশি এবং কারখানাজাত দ্রব্যের সংখ্যা বাড়ল

শতকরা একশ'। ব্যবসায়িক বিপ্লব সম্পূর্ণ হ'ল।

ব্যবসায়ীদের সঙ্গে সঙ্গে ব্যাঙ্কগুলি ও মূলধন নিয়োগকারীরাও লাভ করছিল। ১৮৬৩ ও ১৮৬৪-র জাতীয় ব্যাঙ্কিং আইনগুলির দ্বারা কংগ্রেস জ্যাকসনের ডেমক্র্যাটদের প্রিয় স্বাধীন ব্যাঙ্কপ্রথা বাতিল ক'রে দিয়ে জনসাধারণের ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠার পক্ষে সুবিধাজনক ব্যবস্থা অবলম্বন করল। জাতীয় ব্যাঙ্কের নোট-গুলিকে সুবিধা দেবার জন্য, রাষ্ট্রীয় ব্যাঙ্কের নোটগুলির উপর এত বেশী ট্যাকস ধরা হ'ল যে সেগুলি উঠে গেল। যুদ্ধের সময় সরকার কোটি কোটি ডলার মূল্যের কাগজের টাকা ছড়িয়েছিল, যার মূল্যের ভিত্তি ছিল একমাত্র সরকারী প্রতিশ্রুতি; এখন সেগুলির দাম খুব কমতে লাগল। আপাততঃ নোট ছাপা বন্ধ ক'রে, কিছু নোটকে বাজার থেকে টেনে নিয়ে কংগ্রেস ডলারকে স্থায়িত্ব দেবার যে-চেষ্টা করল, তাতে দেনদাররা আর পশ্চিমের চাষীরাই সবচেয়ে বেশী কষ্ট পেয়েছিল।

সরকারের টাকা আর বন্ডের উপর ব্যবসা ক'রে অনেকে দু'পয়সা কামিয়ে নিল. যুদ্ধের সময় ডলার-নোটের দাম হয়েছিল চল্লিশ সেন্ট, কিন্তু তখনও সেগুলি দিয়ে সরকারী বন্ড কেনা যেত না। যখন কংগ্রেস প্রতিশ্রুতি দিল যে এইসব বন্ডের সুদ সমেত আসল টাকা তারা সোনা দিয়ে পরিশোধ করবে, তখন স্পষ্ট বোঝা গেল যে যেসব কূটবুদ্ধি লোক—এবং হয়ত বা দেশপ্রেমিক লোক—এইসব বন্ডে টাকা ঢেলেছিল তারা বেশ ভালো লাভ করল। অবশ্য, প্রতিশ্রুতি পূরণের সবচেয়ে সৎ পন্থা সোনা দিয়ে, কিন্তু এই সরকারী মতলব শ্রেণীবিভাগকে অনেক বাড়িয়ে তুলল, কেননা সৈন্যদের মাইনে দেওয়া হ'ত ডলার-নোটে, যার মূল্য পঞ্চাশ কি ষাট সেন্ট; ওদিক বন্ডের মালিকেরা পাবেন ডলার পিছু একশ' সেন্টই; যখন চাষীরা ধার করেছিল তখন তারা ডলার পিছু পেয়েছিল পঞ্চাশ কি ষাট সেন্ট কিন্তু ফেরত দেবার সময় তাদের দিতে হয়েছিল একশ' সেন্টই। এর মানে সমগ্র জাতিকে যে জাতীয় ঋণ শোধ করতে হ'ল, তার পরিমাণ ইতিমধ্যে দ্বিগুণ হয়ে গেছে।

অবশ্য, লোকেদের সবচেয়েও বড় সৌভাগ্য সৃষ্টি হয়েছিল রেলপথ, খনি, কাঠের ব্যবসা, মাংস, লোহা, ইস্পাত, পেট্রোল প্রভৃতি কারবারে মূলধন খাটাবার, যে কারবার-গুলি যুদ্ধ কিংবা পশ্চিমাঞ্চলের অগ্রগমনের সঙ্গে সংযুক্ত ছিল। শীঘ্রই রাজনীতিজ্ঞ এবং পণ্ডিতদের নামের বদলে জনসমাজে কতগুলি শিল্পপতির নাম সুপ্রতিষ্ঠিত হয়ে গেল—যেমন রেলপথ নির্মাণে ভ্যান্ডারবিল্ড, স্ট্যানফোর্ড এবং ভিলার্ড মোড়ক হিসাবে আর্মার এবং সুইফ্‌ট; কাঠের কারবারে ওয়েয়ারহসের; লোহার কারবারে এ্যান্ড্রু কার্ণেগি এবং এব্রাম এস. হেউইট; এবং পেট্রোল কারবারে জন ডি রকফেলার। যুদ্ধ জাতীয় সম্পদকে ছড়িয়ে দিয়েছিল যথেচ্ছ ভাবে, তৈরি করেছিল কতকগুলি শ্রদ্ধেয় এবং কতকগুলি নিন্দনীয় সৌভাগ্য। রাষ্ট্রীয় এবং জাতী

সরকারগুলির উপর টাকার প্রভাব পড়তে আরম্ভ করেছিল; সামাজিক পদমর্যাদার সূচনা করেছিল টাকা, এবং অনতিবিলম্বে পুরনো নিকারবোকার পরিবারের মত-নই ভ্যান্ডারবিল্ড প্রভৃতি পরিবারগুলিকে লোকে সাদরে অভ্যর্থনা ক'রে নিল। নিউ ইয়র্ক-এর ফিফ্‌থ এ্যাভিনিউতে এবং শিকাগোর মিশিগান এ্যাভিনিউতে বড় বড় সুন্দর বাড়িগুলি তৈরি হয়েছিল টাকার সাহায্যে; টাকাই সাহায্য করেছিল মহাবিদ্যালয়গুলিকে, বিশ্ববিদ্যালয়গুলিকে, গির্জাগুলিকে, বড় বড় সংগীতের আসরগুলিকে এবং আর্টের মিউজিয়ামগুলিকে। শিল্পপ্রধান অঞ্চলগুলিতে অর্থ সর্বাপেক্ষা কেন্দ্রীভূত হয়েছিল; ১৮৬৪-র সমগ্র আয়করের শতকরা ষাট অংশ দিয়েছিল তিনটি রাষ্ট্র—নিউ ইয়র্ক, পেনসিলভ্যানিয়া এবং ম্যাসাচুসেটস। সর্বত্র, পূর্বে পশ্চিমে, এমন কি দক্ষিণেরও বহু অংশ—জীবনযাপনের মান অনেক উঁচুতে উঠে গেল।

যুদ্ধোত্তর কালের এই উন্নতির কিছু অংশ কৃষকেরাও ভোগ করেছিল, যদিও তারা যতটা ভেবেছিল ততটা নয়। "ভোট দিয়ে নিজের একটা ক্ষেতখামার ক'রে নাও" এই ব'লে চীৎকার ক'রে রিপাব্লিকান দল ভোটযুদ্ধে জয়লাভ করল এবং সরকারী ক্ষমতা পাবার পর যে গৃহসংক্রান্ত আইন পূর্বে ডেমক্র্যাট দলের প্রেসিডেন্ট জোর ক'রে আটকে রেখেছিল, সেটিকে আবার চালু করল। এই আইনানুসারে পাঁচ বছর চাষ করবার প্রতিশ্রুতি দিলেই যে-কোনও লোক একশ' একর জমি পেত। এই আইনের সাহায্যে কয়েক লক্ষ চাষী পশ্চিমের উর্বর জমিতে বসতি স্থাপন করেছিল এবং এইভাবে অর্থনৈতিক গণতন্ত্রের অগ্রগমনে সাহায্য করেছিল। তবু, বড় বড় অঞ্চল রেলপথের জন্য কিংবা অন্যান্য কারবারকে দিয়ে দেওয়া হয়েছিল কিংবা জমি-ব্যবসায়ীদের বিক্রি করা হয়েছিল। এগুলিও অবশেষে চাষীদের হাতেই গিয়েছিল—কিন্তু কিছু মূল্যের পরিবর্তে। এই সময়েই কংগ্রেসের আর একটি আইন অনুসারে কয়েক লক্ষ একর জমি কৃষি এবং ব্যবসা সংক্রান্ত কলেজগুলিকে দান করা হয়েছিল।

কিন্তু, যুদ্ধের সময় এবং তার পরবর্তীকালে কৃষির যে উন্নতি হয়েছিল তা সরকারী সাহায্যের মুখাপেক্ষী থাকেনি। সৈন্যদলের, শহরগুলির ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার এবং বৃহত্তর পৃথিবীর লক্ষ লক্ষ ক্ষুধার্ত মানবের চাহিদা, যারা ধান এবং গম উৎপাদন করত, পশু পালন করত এবং দুধের ব্যবসা করত তাদের উৎ-সাহিত করত। রেলপথের সাহায্যে বহু অকর্ষিত জমিতে পৌঁছান সম্ভব হয়েছিল এবং নব আবিষ্কৃত কৃষিসংক্রান্ত যন্ত্রপাতির সহায়তায় একজন লোক, এমন কি একজন বালক, আগেকার দু'জন লোকের কাজ করতে লাগল। লিংকন প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হবার বিশ বছরের মধ্যে ধান, গম, যব এবং বার্লি দ্বিগুন উৎপাদিত হ'তে লাগল; গরু বাছুর, ভেড়া এবং শুয়োর সম্পর্কেও সেকথা বলা চলে। যখন নিউ ইংল্যান্ড এবং দক্ষিণাঞ্চলে কৃষির অবনতি ঘটেছিল, কৃষির এই অত্যাশ্চর্য

উন্নতি দেখা গিয়েছিল উত্তরপশ্চিম অঞ্চলে এবং মিসিসিপি নদীর পশ্চিমে। যুদ্ধের সময় দশ বছরে মিজুরির জনসংখ্যা শতকরা পঞ্চাশ ভাগ বেড়ে দাঁড়াল কুড়ি লক্ষে। ১৮৬৭-তে প্রথম রাষ্ট্র হিসাবে গণ্য হবার পর ১৮৮০-তে নেব্রাস্কার জন-সংখ্যা দাঁড়াল পাঁচ লক্ষ। যুদ্ধের পনের বছরের মধ্যে ডাকোটাতে পাঁচ লক্ষের বেশী কৃষিজীবি বাস করতে লাগল। পশম তৈরির কারবার ভার্মন্ট থেকে ওহায়ো-তে স'রে গিয়েছিল, এবং শীঘ্রই পশ্চিমের পার্বত্য রাষ্ট্রগুলি এ বিষয়ে প্রাধান্য নেবার চেষ্টা করতে লাগল। আদমসুমার-এ দেখা গেল যে আয়ওয়া, ক্যানসাস, নেব্রাস্কা এবং মিনেসোটা প্রধানতঃ ধান ও গম উৎপাদন করত। কৃষি উৎপাদনের প্রচেষ্টা-গুলি ক্রমশঃ পশ্চিমে স'রে যেতে লাগল।

যেন আমাদের অর্থনৈতিক ভবিষ্যতের প্রভাবেই শ্রমিক ভিন্ন অন্যান্য দলের চেয়েও কৃষকরা এই উন্নতির যুগে সবচেয়ে কম লাভ উপভোগ করেছিল, এবং মন্দ সময়ের প্রথম ধাক্কা অনুভব করেছিল তারাই। দ্রুত উৎপাদন ব্যবস্থা বাড়ানর ফলে উৎপাদিত দ্রব্য খুব বেশী হয়ে গিয়েছিল; বড় বড় ক্ষেতখামার এবং চাষের যন্ত্রপাতি কেনা মানেই প্রচুর দেনার দায়, যা বহন করা সম্ভব কেবলমাত্র যদি কৃষিজাত দ্রব্যের বাজারদর বেশী থাকে। আগেকার পূর্বাঞ্চলের কৃষকেরা নতুন উর্বর পশ্চিমাঞ্চলের প্রতিযোগিতায় অস্থির হয়ে উঠেছিল এবং পশ্চিমাঞ্চলের কৃষকদের উর্বর জমি থাকলেও তারা বাজার থেকে থাকত অনেক দূরে এবং তাদের নির্ভর ক'রে থাকতে হ'ত রেলপথের উপর। ঠিক আগেকার যুগের মতই চাষীদের অনেক ঘন্টা ধ'রে রোদেতে কাজ করতে হ'ত, সামাজিক জীবনের কোনও সুখসুবিধা তারা পেত না, অবশেষে তাদের পরিশ্রমের ফল এমন কিছুই দেখাতে পারত না।

বড় বড় দলের মধ্যে শ্রমিকরা যুদ্ধ থেকে কোনও সুবিধা লাভ করতে পারেনি। কয়লার খনিতে ইস্পাতের কারখানাতে, জুতো তৈরির যন্ত্রে ও জাহাজের কারখানায় তারা প্রতিদিন দশ বার ঘন্টা ক'রে খেটে যুক্তরাষ্ট্রের জয়লাভে যথেষ্ট সাহায্য করে-ছিল; তাদের ভিতর থেকেই এসেছিল বেশির ভাগ সৈনিকেরা যারা সত্যিকারের যুদ্ধ করেছিল। যুদ্ধ ও উচ্চমূল্যের প্রতিক্রিয়ার ফলে যেসব শ্রমিকদলগুলি ১৮৫৭-র বিপদসঙ্কুল অবস্থায় ছত্রভঙ্গ হয়েছিল তাদের পুনরায় একত্রিত করা হ'ল। শ্রমিকদের সংগঠনের প্রয়োজন ছিল; একথা সত্য যে বেতন বেড়ে গিয়েছিল কিন্তু সেই পরিমাণে জিনিসের দামও বেড়ে গিয়েছিল এবং খুব সাবধানে হিসাব করলেও ১৮৬০-এর চেয়েও ১৮৬৫-তে শ্রমজীবিদের অবস্থা আরও বেশী খারাপ হয়ে পড়েছিল। দশ লক্ষ সৈন্য সামাজিক জীবনে ফিরে আসায় এবং বহু ঔপনিবেশিকের আগমনের ফলে কাজের জন্য প্রতিযোগিতা খুব বেড়ে গিয়েছিল, এবং কুশলী শ্রম-জীবিরা তাদের আত্মরক্ষার জন্য সংগঠিত হবার চেষ্টা করেছিল। মুচিদের এইরূপ

এক ক্ষণজীবি সংগঠনের নাম ছিল 'নাইটস্ অব সেন্ট ক্রিসফিল্ড।' এইটির অকাল-মৃত্যু প্রমাণ করেছিল যে যন্ত্রপাতি ও কারখানার সামনে দাঁড়াতে যাওয়া অসম্ভব। আরও দু'টি বড় শ্রমিক সমিতির নাম ছিল : ন্যাশানাল্ লেবার ইউনিয়ন এবং নাইটস অব লেবার; দু'টিরই আরম্ভ ১৮৬০-এর পর থেকে এবং এই দু'টি অনেক ধরনের শ্রমজীবিদের ও কৃষিজীবিদের সংগঠিত করতে চেষ্টা করেছিল।

তবু বেশির ভাগ শ্রমজীবিরা এইসব সমিতির বাইরে ছিল এবং ক্রমপরিবর্তনশীল অর্থনৈতিক পরিবেশে অনেক দুঃখ কষ্ট এবং শীঘ্রই অনেক ভয় ও হতাশা ভাগ করেছিল। সরকার ব্যবসায়ী মহলের জন্য অনেক আইন তৈরি করলেও, শ্রমজীবিদের জন্য কিছুই করলেন না। একথা সত্য যে ১৮৬৮-তে সরকার নির্দেশ দিয়েছিল যে কারখানাগুলিতে আট ঘন্টার বেশী কেউ কাজ করতে পারবে না, কিন্তু বেশির ভাগ কারখানাতে এ-নিয়ম চালু হয়নি। আবার এরও বিরুদ্ধে ১৮৬৪-র আইনে বিদেশ থেকে চুক্তি ক'রে শ্রমিক আনা আইনসঙ্গত করা হ'ল। এই আইনটি অবশ্য শীঘ্রই উঠে গিয়েছিল কিন্তু ব্যবস্থাটি কুড়ি বছর ধ'রে চলেছিল।

রাজনীতি। যুদ্ধোত্তর কালের রাজনীতির সবচেয়ে লক্ষণীয় জিনিস হচ্ছে তার তুচ্ছতা। ইতিপূর্বে অন্যান্য শাসনব্যবস্থা—যেমন পিয়ার্সের এবং বুকানানের—হয়েছিল বৈচিত্র্যহীন এবং অপদার্থ; কিন্তু গ্র্যাণ্টের শাসনব্যবস্থা হয়ে দাঁড়াল অপদার্থ এবং বিকৃত। জাতির সংগঠনের সময় রাষ্ট্রনৈতিক সুবুদ্ধির সবচেয়ে বেশী প্রয়োজন, অথচ এই সময়ে রাজনীতি এমন পরিণতি পেল, যাতে দলাদলি, সুযোগ সুবিধা জোগাড় আর ঘুষ নেওয়া ভিড় ক'রে ছিল।

পুনর্গঠন রাজনীতির প্রধান লক্ষ্য অবশ্য রিপাব্লিকান দলকে ক্ষমতায় প্রতিষ্ঠিত করা। একথা স্মরণ করা ভাল যে এই দলটি দেশের একটি অংশবিশেষের এবং যথেষ্ট নতুন। যুদ্ধের সময় সবকিছু এই দলের ইচ্ছানুযায়ী চলেছিল এবং এরা নিজেদের দৃঢ়ভাবে ক্ষমতায় প্রতিষ্ঠিত করেছিল। কিন্তু যুদ্ধ শেষ হয়ে যাবার পর কিছুদিন এবং ১৮৭১-এ সমস্ত দক্ষিণাঞ্চলীয় রাষ্ট্রগুলির যুক্তরাষ্ট্রে ফিরে আসার পর, শাসনব্যবস্থার সর্ববিভাগে রিপাব্লিকান দলের কর্তৃত্বের সম্ভাবনা ক'মে গেল। কারণ এই সমগ্র কাল ধ'রে ডেমক্র্যাটিক দল উত্তরেও সংখ্যাবহুল ও শক্তিশালী ছিল, এবং যুদ্ধ ও পুনর্গঠন কালে দক্ষিণে ডেমক্র্যাটরা সম্পূর্ণভাবে শক্তিশালী হয়ে উঠেছিল। প্রতিনিধি এবং রীতিনীতি সম্বন্ধে উত্তর ও দক্ষিণের ডেমক্র্যাটরা যদি একমত হ'তে পারত, রিপাব্লিকানদের বিতাড়িত ক'রে তারা যে শাসনক্ষমতা অধিকার করতে পারত, তার যথেষ্ট সম্ভাবনা ছিল।

তখন যা রক্ষণীয় ছিল তা শুধু দলীয় প্রাধান্য নয়, দলগুলি যেসব প্রতিশ্রুতি

দিয়েছিল এবং যে-প্রতিশ্রুতি এযাবৎ সাহসিকতার সঙ্গে পালন ক'রে এসেছে, সেই প্রতিশ্রুতিগুলি। তখন যা রক্ষণীয় ছিল তা হচ্ছে শুল্কের সেই উঁচু পাঁচিল, জাতীয় ব্যাঙ্ক ব্যবস্থা, রেলপথ পরিকল্পনা এবং, যা হয়ত সব চেয়ে প্রয়োজনীয়, মুদ্রামূল্যের স্থায়িত্ব ও সরকারী দেনা সোনা দিয়ে পরিশোধ। এই সব অর্থনৈতিক প্রশ্নগুলি নিগ্রোদের অবস্থা প্রভৃতি সামাজিক প্রশ্ন এবং দুষ্টের দমন ও শিষ্টের পালন প্রভৃতি নৈতিক প্রশ্নের সঙ্গে জড়িয়ে গিয়েছিল।

যে চমৎকার মতলব রিপাব্লিকান দলকে তখন গ্রহণ করতে হয়েছিল তা খুবই প্রাঞ্জল। যেসব অর্থনৈতিক পরিকল্পনা ইতিমধ্যে আরম্ভ করা হয়েছে সেগুলিকে বজায় রাখতে হ'লে রিপাব্লিকান দলকে ততদিন শাসনকাজ পরিচালনা করতে হবে যতদিন না সেই ব্যবস্থাগুলি এমনভাবে সুপ্রতিষ্ঠিত হয় যাতে আর সেগুলি বদলাবার সম্ভাবনা থাকে না। এই ব্যবস্থার কতকগুলি অস্থায়ী উপায় ইতিপূর্বে গ্রহণ করা হয়েছিল, যেমন রাষ্ট্রগোষ্ঠীর পূর্বতন নেতাদের ভোট দেওয়া ও সরকারী কাজ থেকে বঞ্চিত করবার এবং দক্ষিণের অবাধ্য রাষ্ট্রগুলির সদস্যদের কংগ্রেসভবনে প্রবেশাধিকার না দেওয়ার। অবশ্য, এই ব্যবস্থা বরাবর চলতে পারে না। মনে হয়েছিল যে আরও স্থায়ী ব্যবস্থা হচ্ছে দক্ষিণে রিপাব্লিকান দল গঠন করা। এই পরিকল্পনার ভিত্তি হবে সেই সব দরিদ্র শ্বেতাঙ্গরা যারা এযাবৎ দক্ষিণের কর্তৃস্থানীয়দের বিরোধিতা ক'রে এসেছে এবং যারা এখন সামনে আসবার সুযোগ পাবে। কিন্তু, এরা সংখ্যায় এমন কিছু বেশী ছিল না যাতে সাফল্য সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়া যায়। এই নিশ্চিন্ততা আসে যদি নিগ্রোদের ভোটাধিকার দেওয়া হয় এবং তারা ঠিক ভাবে ভোট দিচ্ছে কিনা লক্ষ্য রাখা হয়। কতকগুলি আইন এবং সাংবিধানিক সংশোধনের দ্বারা এটি সম্ভব হয়েছিল।

পরিকল্পনা ঠিকই ছিল কিন্তু তা কাজ করল না; সামরিক পুনর্গঠন দক্ষিণের মনোভাবকে বিরোধী ক'রে তুলেছিল; রাজনীতির ক্ষেত্রে নিগ্রোদের কাজে লাগাবার প্রচেষ্টা তাদের আরও বিরোধী করেছিল। রিপাব্লিকান দল মানেই তখন হয়ে দাঁড়াল জাতিতে জাতিতে কোনও প্রভেদ না থাকা এবং এ-ধারণা তখনকার দক্ষিণের লোকেদের কাছে ছিল অসহ্য। কাজেই এই সমস্ত হ্রস্ব দৃষ্টি এবং ভ্রান্ত রাজনীতি রিপাব্লিকান দলকে দক্ষিণে শক্তিশালী করার বদলে আরও দুর্বল ক'রে দিল। যে-মুহূর্তে সেখান থেকে যুক্তরাষ্ট্রীয় সৈন্যদল তুলে নেওয়া হ'ল, রিপাব্লিকান সংস্থাগুলিও অবিলম্বে বন্ধ হয়ে গেল এবং দক্ষিণের ডেমক্র্যাটরা নিগ্রোদের ভোট থেকে বঞ্চিত করবার উপায় বের ক'রে ফেলল। তারপর দক্ষিণের ডেমক্র্যাটরা সবই নিজেদের ইচ্ছানুসারে চালাতে লাগল। ১৮৮০ থেকে ১৯২৮ পর্যন্ত রাষ্ট্রগোষ্ঠীর কোনও রাষ্ট্র রিপাব্লিকান দলের কোনও প্রেসিডেন্ট পদপ্রার্থীর জন্য ভোট দেয়নি।

যদিও রিপাব্লিকান দলের অর্থনৈতিক পরিকল্পনা সামরিক পুনর্গঠন কিংবা নিগ্রোদের ভোটাধিকারের দ্বারা সফল হয়নি; সেটি সুরক্ষিত হয়েছিল সংবিধানে একটি নবলিখিত বিধানের দ্বারা। পুনর্গঠনের গোড়ার দিকে, যখন র‍্যাডিক্যালরা প্রেসিডেন্ট জনসনের সঙ্গে কলহে ব্যস্ত ছিল, কংগ্রেসের একটি যুক্তকমিটি নাগরিকত্বের সংজ্ঞা দিতে, অ-সামরিক লোকেদের অধিকার বজায় রাখতে, রাষ্ট্র-গোষ্ঠীর পূর্বতন নেতাদের ভোটাধিকারে বঞ্চিত করতে, রাষ্ট্রগোষ্ঠীর দেনা বাতিল করতে এবং যুক্তরাষ্ট্রীয় দেনার পরিশোধ করার প্রতিশ্রুতি দিতে একটি সাংবিধানিক সংশোধন তৈরি করেছিল। সেই চতুর্দশ সংশোধনের প্রথম সূত্র :

> কোনও রাষ্ট্র এমন কোনও আইন করবে না বা সেই আইন চালাবে না যার দ্বারা যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিকদের অধিকার ক্ষুণ্ণ হ'তে পারে; কোনও রাষ্ট্র আইনের সাহায্য ব্যতিত কোনও ব্যক্তিকে জীবন, স্বাধীনতা কিংবা সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত করবে না; নিজের এলাকায় কোন ব্যক্তিকে আইনের সাহায্যে রক্ষার সুযোগ দিতে অস্বীকার করবে না।

রিপাব্লিকান দলের পরিকল্পনা যেগুলি করতে পারেনি, এই অবিস্মরণীয় কথাগুলি তা করেছিল : বড় বড় ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানগুলির সম্পত্তি এবং কাজকর্মের রক্ষাকবচ হিসাবে এটি ব্যবহার করা হয়েছিল; কারণ যথাসময়ে আদালতগুলি এই সূত্রের এই মানেও করেছিল যে, কোনও রাষ্ট্র তার অধীনস্থ কোনও প্রতিষ্ঠানকে তার সম্পত্তি বা সম্পত্তি লাভ থেকে বঞ্চিত করবার জন্য আইন করতে পারবে না। এই ব্যাখ্যা অবশ্য সম্পূর্ণ ভাবে প্রয়োগ করা হয়েছিল উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে যখন এটিকে পপুলিজমের জোয়ার আটকাবার কাজে ব্যবহার করা হয়েছিল।

গ্র্যান্ট-এর শাসনব্যবস্থা প্রধানতঃ সেই পুনর্গঠন পরিকল্পনা বজায় রাখতেই ব্যস্ত রইল যার দ্বারা দক্ষিণকে উত্তরের এবং ডেমক্র্যাটদের রিপাব্লিকানদের অধীনে রাখা যায়। একাজে এই সরকার যথেষ্ট সফল হয়েছিল, কারণ এর পিছনে ছিল জয়লাভের ও স্বয়ং গ্র্যান্ট-এর খ্যাতি এবং এর স্থায়িত্ব বিলম্বিত হয়েছিল এই কারণে যে দাসপ্রথার এবং বিচ্ছিন্ন হবার সঙ্গে সংযুক্ত অন্য দলের উপর লোকের অবিশ্বাস এসে গিয়েছিল। এই সরকারের ক্ষমতা সুপ্রতিষ্ঠিত হয়েছিল সেই সমস্ত ব্যবসায়ের সানন্দ সহযোগিতায়, যেগুলি এই সরকারের দ্বারা উপকৃত হয়েছিল। তবু, এইসব সুবিধাগুলি কালক্রমে নষ্ট হয়ে গিয়েছিল। গ্র্যান্ট একজন বিরাট যোদ্ধা ছিলেন, কিন্তু রাষ্ট্রপ্রধান হিসাবে তিনি কোনও কৃতিত্ব দাবি করতে পারেন না এবং পররাষ্ট্র বিষয় ভিন্ন তাঁর শাসনব্যবস্থা গুরুতরভাবে বিফল হয়েছিল।

ওয়াশিংটন থেকে গ্র্যান্ট পর্যন্ত আমেরিকার ইতিবৃত্ত লিখতে গিয়ে হেনরি এ্যাডাম লিখেছিলেন যে, গ্র্যান্ট ক্রমবিবর্তনকে হাস্যজনক ক'রে তুলেছিলেন।

তিনি ক্ষমতায় প্রতিষ্ঠিত হবার পরই উচ্চপদস্থ রাজকর্মচারীরা যে ঘুষ নিতে আরম্ভ করেছেন একথা চারদিকে রটতে আরম্ভ করল এবং এ-গুজব সম্পূর্ণ ভিত্তি-হীন ছিল না। জাতির গৌরব ইউনিয়ন প্যাসিফিকের মূলধন যোগাচ্ছিল কয়েকজন কুটিল ব্যক্তি, যারা কংগ্রেসের সদস্যদের তাদের ইচ্ছা অনুযায়ী কাজে লাগাচ্ছিল; নৌ-বহর বিভাগ খোলাখুলিভাবে ঠিকাদারদের কাজ দিচ্ছিল টাকার পরিবর্তে। স্বরাষ্ট্র বিভাগ কতকগুলি জমিচোর-এর আড্ডা হয়েছিল; ইণ্ডিয়ান ব্যুরো ইণ্ডিয়ানদের শুভাশুভ অগ্রাহ্য ক'রে যে সবচেয়ে বেশী টাকা দিত তার কাছেই সুযোগ সুবিধাগুলি বিক্রয় করত; রাজস্ব বিভাগ যেসব কর আদায় হয়নি সেগুলি আদায় করবার ভার দিয়েছিল কয়েকজনকে এবং তারা এতে বেশ কিছু লাভ ক'রে নিয়েছিল। নিউ ইয়র্ক ও নিউ অর্লিন্সের শুল্ক অফিসগুলি ঘুষে ভর্তি হয়ে গেছল; সেন্ট লুই-এর এক "হুইস্কি দল" সরকারকে বহু লক্ষ ডলার আবগারী শুল্ক থেকে বঞ্চিত করেছিল এবং দক্ষিণের ভাগ্যান্বেষীদের মতো জাতীয় রাজ-ধানীতে একদল ব্যক্তি অযথা অর্থব্যয়ের বান ডাকিয়ে দিয়েছিল। সেনেটের কোন রিপাব্লিকান সদস্য লিখেছিলেন, "মনে হচ্ছে, রিপাব্লিকান দল সর্বনাশের পথে পা দিয়েছে। আমার মনে হয় এটি এখন সবচেয়ে বিকৃত দল।"

শাসনব্যবস্থার বিকৃতির সঙ্গে যুদ্ধকালীন অব্যবস্থা এবং এ্যাপোম্যাটকসের পর মুদ্রাস্ফীতি ও উদ্দাম ব্যবসায়িক পরিকল্পনার সম্পর্ক ছিল। এরই ফলে গ্র্যান্ট কালক্রমে উত্তরের লোকেদের আস্থা হারালেন, যদিও ভালবাসা হারাননি। যে-সুনাম নিয়ে গ্র্যান্ট প্রেসিডেন্ট হন, জ্যাকসনের পর সেরূপ সুনাম নিয়ে আর কেউ এই পদে আসেন নি; ১৭৮৯-র পর যেকোন দলের চেয়ে রিপাব্লিকান দল গঠনমূলক কাজের সব চেয়ে বেশী সুযোগ পেয়েছিল। চার বছরের মধ্যে দলটি বিভক্ত হয়ে পড়েছিল এবং একটি লিবারল রিপাব্লিকান সংস্থা, বিরোধ নিষ্পত্তি এবং সংগঠনের পরিকল্পনা নিয়ে, আবির্ভূত হয়েছিল। ডেমক্রাটরা এই লিবারল রিপাব্লিকানদের সঙ্গে যোগ দিয়েও, গ্র্যান্টকে তাঁর আসন থেকে টলাবার মতো শক্তি সংগ্রহ করতে পারেনি, কিন্তু দু'বছর পরে ডেমক্র্যাটরা হাউস অব রিপ্রেজেন-টেটিভস্-এ ক্ষমতা লাভ করল এবং ১৮৭৬-এ প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে তাদের প্রতি-নিধি রিপাব্লিকান প্রতিনিধির চেয়ে আড়াই লক্ষ বেশী ভোট পেলেন। লাভের রাজনীতি তখনও শেষ হয়নি, কিন্তু এরপর অর্ধশতাব্দী ধ'রে কংগ্রেসে এবং সরকারী কর্ম-চারীদের মধ্যে দুর্নীতির জন্য জাতিকে আর লজ্জাবোধ করতে হবে না।

ত্রয়োদশ অধ্যায়

বৃহৎ ব্যবসায়ের অভ্যুত্থান

শিল্পকেন্দ্রিক সাম্রাজ্যের ভিত্তি। জেফারসন স্বপ্ন দেখেছিলেন এক কৃষিপ্রধান সাধারণতন্ত্রের, যেখানে থাকবে স্বাধীন কৃষকেরা, জাতি মুক্ত থাকবে ইংল্যাণ্ডে দেখা বড় বড় শহরের বিকৃতি এবং খনি ও কারখানাগুলির দাসত্ব থেকে কিংবা ফ্রান্স ও ইটালিতে যে সার্ফপ্রথা দেখে তিনি শিহরিত হয়েছিলেন, তা থেকে। তিনি লিখেছিলেন, "যতক্ষণ আমাদের শ্রম করবার মতো জমি আছে, আমাদের নাগরিকরা যেন কারখানায় কাজ করতে না যায়।" তিনি বিশ্বাস করতেন যে তিনি একটি কৃষিপ্রধান গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করেছিলেন এবং লুইজিয়ানা ক্রয়ের সাহায্যে সেটির প্রসারে সাহায্য করেছিলেন। তিনি বলেছিলেন, এই ত জমি রইল "হাজার হাজার পুরুষের জন্য।" তিনি হ্যামিল্টনকে ভোটে হারিয়ে ভেবেছিলেন যে যুক্তরাষ্ট্রকে তৎকালীন ইংল্যাণ্ডে পরিণত করার হ্যামিল্টনীয় মতলবকেও নষ্ট ক'রে দিয়েছেন। জাতিকে যেতে হবে পশ্চিম দিকে, পর্বত ডিঙিয়ে তৃণাচ্ছাদিত প্রান্তর ও সমতল-ভূমিতে, সমুদ্র পার হয়ে পূর্ব দিকে নয়; দেশটি হবে না ব্যবসায়ী ব্যাঙ্কারের কিংবা সওদাগরের জন্য সংরক্ষিত ভূমি, সেটিকে হ'তে হবে চাষীদের স্বর্গ। জেফারসনের অনুবর্তীরা যখন হোয়াইট হাউসে ঢুকল এবং কংগ্রেস অধিকার করল, মনে হ'ল তাঁর স্বপ্ন সফল হ'তে চলেছে। যখন জাতির সীমান্ত পশ্চিমে প্রশান্ত মহাসাগর পর্যন্ত এবং দক্ষিণে রিও গ্র্যাণ্ড পর্যন্ত ঠেলে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল, তখন শিল্পের চেয়ে কৃষি দ্রুততরভাবে উন্নতি লাভ করেছিল। এমন কি ১৮৬০-এও জাতি ছিল বেশীভাবে কৃষিপ্রধান এবং অনেকে গৃহযুদ্ধকে উৎপাদনশিল্প এবং বর্ধমান কৃষিব্যবস্থার মধ্যে যুদ্ধ হিসাবে ধ'রে নেয়নি, রাজা তুলো এবং রাজা গম-এর মধ্যে যুদ্ধ হিসাবে নিয়েছিল।

তবু শেষে হ্যামিল্টন-ই জয়লাভ করেছিলেন, অন্ততঃ অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে। ব্যাঙ্ক সম্পর্কে তাঁর মতামত গ্রাহ্য হয়েছিল, বহির্বাণিজ্য সম্বন্ধে তাঁর প্রস্তাব গৃহিত হয়েছিল এবং শিল্পোৎপাদন সম্পর্কে তাঁর বর্ণনা আমেরিকানদের কাছে

বাইবেল-এর মতনই মূল্যবান হয়ে উঠেছিল। উইহকেন-এর দ্বৈরথ যুদ্ধক্ষেত্রে হ্যামিল্টন-এর পতনের এক শতাব্দী পরে যুক্তরাষ্ট্র হয়ে উঠেছিল বিশ্বের শ্রেষ্ঠতম শিল্পকেন্দ্রিক জাতি। সেটি ইতিমধ্যে আবিষ্কার করেছিল আরও লোহার খনি, তৈরি করেছিল আরও অনেক ইস্পাত, তুলেছিল এবং শোধন করেছিল অনেক পেট্রোল, পেতেছিল অনেক রেলপথ, তৈরি করেছিল অনেক কারখানা, যা পৃথিবীর যেকোনও জাতির চেয়ে অনেক বেশী। মনটিসেলোর সেই জ্ঞানী ব্যক্তিটি তাঁর চিরবিশ্রামে যাবার এক শতাব্দী পরে, কৃষিজাত উৎপন্নের চেয়ে কারখানায় প্রস্তুত দ্রব্যাদির মূল্য ছিল পাঁচগুণ। মূলধন ও ব্যবসায় জগতে 'ব্যারনরা' ওয়াশিংটনের পরিকল্পনা ঠিক ক'রে দিতেন এবং জোতদারের একজন কৃষকে পরিণত হবার বিপদ দেখা দিল। আমেরিকার অর্থনৈতিক অবস্থার এই দ্রুত পরিবর্তন হয়েছিল খুবই স্বাভাবিক, যদিও সরকারী পরিকল্পনা থেকে এটি যথেষ্ট সাহায্য পেয়েছিল আমেরিকার শিল্পকেন্দ্রিক উন্নয়নের ভিত্তি ছিল ছ'টি : ভিন্ন ধরনের এবং বৃহৎ পরিমাণে কাঁচামাল, যা সম্ভবতঃ রাশিয়া ছাড়া আর কোনও জাতি পায়নি; এই কাঁচামালকে শিল্পজাত দ্রব্যে পরিণত করবার জন্য নানা আবিষ্কার; ক্রমবর্ধমান অর্থনৈতিক অবস্থার চাহিদার সঙ্গে তাল রেখে জলপথে এবং রেলপথে পরিবহণ ব্যবস্থা; জনসংখ্যার স্ফীতি এবং বৈদেশিক বাজারে উন্নতির সঙ্গে তাল রেখে স্থানীয় বাজারে উন্নতি; উপনিবেশের মাধ্যমে ক্রমবর্ধমান শ্রমিকসংখ্যা; রাষ্ট্রগুলির মধ্যে শুল্ক-প্রাচীরের অভাব, বিদেশী প্রতিযোগিতায় আত্মরক্ষার ব্যবস্থা, এবং প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ সরকারী সাহায্য। এই মূল কারণগুলির সঙ্গে যোগ দেওয়া যেতে পারে যে, নবোদ্যম এবং আশাবাদ জাতিকে উজ্জীবিত করেছিল

শিল্পবিপ্লব-এর ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত ছিল কয়লা, পেট্রোল, লোহা এবং বৈদ্যুতিক শক্তির উপর। পেনসিলভ্যানিয়া এবং পশ্চিম ভার্জিনিয়ার পাহাড়গুলিতে ইলিনয়ের তৃণাচ্ছাদিত প্রান্তরের নিচে, গ্রেট স্মোকিজ পর্বতের ঢালু গায়ে, ক্যানসাস কলোর্যাডো এবং টেক্সাস-এর লক্ষ লক্ষ একর জমির নিচে কয়লার সীমাহীন খনি ছিল; কেবলমাত্র নিউ মেক্সিকোতে যা কয়লা ছিল তাতে আমেরিকার কারখানাগুলি এক শতাব্দী ধ'রে চলতে পারত। ১৯১০-এ খনি থেকে তোলা হচ্ছিল বছরে পঞ্চাশ কোটি টন, কিন্তু সম্ভাব্য কয়লার এক শতাংশেরও কম তোলা হয়েছিল। শক্তি উৎপাদনের দ্বিতীয় বস্তু পেট্রোলের দিক থেকেও যুক্তরাষ্ট্র সমান সম্পদশালী ছিল ১৯০০-র পর থেকে প্রতি বছর আমেরিকায় যত পেট্রোল হয়েছে তা পৃথিবীর বাকী অংশের পেট্রোলের সমান। টেক্সাস, ওকলাহোমা, ক্যানসাস, ইলিনয় এবং ক্যালিফোর্নিয়ায় নতুন তৈলখনি আবিষ্কৃত হওয়ায় এই প্রয়োজনীয় বস্তুটির ফুরিয়ে যাবার ভয় আর রইল না; লোহার খনিও ছিল অপর্যাপ্ত—লেক সুপি-

রিয়ারের চারপাশে; দক্ষিণে, যেখানে গড়ে উঠেছিল 'কোল এ্যান্ড আয়রন কম্প্যানি'; পশ্চিমে, যেখানে 'কলোর্যাডো ফুয়েল এন্ড আয়রন কম্প্যানি' শক্তিশালী হয়ে উঠেছিল। কাজ আরম্ভ হয়ে যাবার অর্ধশতাব্দী পরে হিসাব ক'রে দেখা গিয়েছিল যে সেই স্থানগুলি থেকে এখনও দু'শতাব্দী ধ'রে পেট্রোল পাওয়া যাবে। তাছাড়া, প্রকৃতি যুক্তরাষ্ট্রকে অন্য যেকোনও জাতির চেয়ে বেশী জনশক্তি দিয়েছিল, যে-শক্তি ত্রিশ কোটি লোকের শ্রমশিল্পের প্রয়োজনের পক্ষে যথেষ্ট।

যুক্তরাষ্ট্রে প্রাকৃতিক সম্পদের ইতিহাসে একটি লক্ষনীয় বিষয় এই যে সেগুলি বেশী পরিমাণে পাওয়া গিয়েছিল কেবলমাত্র ১৮৫০-এর পরে। উপনিবেশ যুগের প্রথম দিকেই অবশ্য লোহা তোলা হয়েছিল কিন্তু উত্তর মিশিগান এবং সুপিরিয়ার হ্রদ-এর খনিগুলি খোঁড়ার পর থেকেই লোহা ও ইস্পাতে যুক্তরাষ্ট্র আধিপত্য লাভ করল। ১৮৫৯-এ পশ্চিম পেনসিলভ্যানিয়ায় কর্নেল ড্রেক পেট্রোলের খনি খুঁজে পেলেন। পাঁচ বছরের মধ্যেই বছরে কুড়ি লক্ষ পিপে ক'রে তেল উঠতে লাগল, হাজার হাজার গর্ত খোঁড়ার যন্ত্র এবং কোটি কোটি ডলার সেখানে মাটির নিচে বসান হয়েছিল। দশ বছর আগে ক্যালিফোর্নিয়ায় সোনার সন্ধানে যেভাবে লোক ছুটেছিল, এই পেট্রোলের জায়গাতেও জনসমাগম হ'তে লাগল তারই অনুরূপ। মিশিগানে বসতি স্থাপনের পরই সেখানকার তামার খনিতে কাজ হয়েছিল, কিন্তু ১৮৮০-র পরেই মণ্টানা এবং এ্যারিজোনার খনিজ সম্পদ পূর্ণভাবে কাজে লাগান হয়েছিল; ১৮৮২-তে এ্যানাকোণ্ডা খনিটি খোলা হয়েছিল, সমগ্র মণ্টানা প্রদেশটি 'তামার রাজাদের যুদ্ধক্ষেত্র'-এ পরিণত হয়েছিল, উদ্দেশ্য ছিল কেবলমাত্র ব্যবসায়ের ক্ষেত্রে একচেটিয়া অধিকার নয়, রাজনীতিক্ষেত্রেও আধিপত্য লাভ। ১৮৫৯-এ কলোর্যাডো-তে স্বর্ণখনি এবং তার দশ বছরের মধ্যেই নেভাডা ও মণ্টানা-তে আরও স্বর্ণখনি আবিষ্কার হওয়ায় দেশের অর্থনৈতিক এবং রাজস্ব পরিকল্পনার উপর প্রচুর আধিপত্য বিস্তার করেছিল। মিজুরি এবং ইলিনয়ের গ্যালেনায় সিসের খনি গৃহযুদ্ধের আগেই প্রসিদ্ধ হয়েছিল; কিন্তু ১৮৭০-এর পরেই পাইপ তৈরি করায় এবং ছাপাখানায় এর ব্যাপক ব্যবহার হ'তে লাগল। বাজারে পোর্টল্যাণ্ড সিমেণ্ট এল ১৮৭০-এর পর। ১৮৮৭-তে বৈদ্যুতিক উপায়ে এ্যালুমিনিয়াম প্রচুরভাবে পাওয়া যেতে লাগল এবং ১৯০০-তে এর উৎপাদন সত্তর লক্ষ পাউণ্ডের চেয়েও বেশী হয়েছিল। যখন ১৮৯৩-তে হেনরি এ্যাডামস কলাম্বিয়ার প্রদর্শনী দেখতে গিয়েছিলেন তখন তিনি ডায়নামো দেখে এই মত প্রকাশ করেছিলেন যে এটির আবিষ্কারই বর্তমান যুগের ইতিবৃত্তে সর্বাপেক্ষা স্মরণীয় ঘটনা। নতুন শতাব্দী আরম্ভ হ'তে না হ'তেই আমেরিকার এঞ্জিনিয়ারবৃন্দ ডায়নামোগুলি বড় বড় নদীর বাঁধে লাগিয়ে বাষ্পের বদলে বৈদ্যুতিক শক্তিকে কাজে লাগাবার ব্যবস্থা করছিল।

অন্য যেকোন জাতির চেয়েও আমেরিকানরা বেশী আবিষ্কারের পেটেণ্ট নিয়েছে। ১৮৬০ থেকে ১৯০০-র মধ্যে যুক্তরাষ্ট্রীয় পেটেণ্ট অফিস থেকে ৬,৭৬,০০০ পেটেণ্ট দেওয়া হয়েছিল; তারপর থেকেই এই সংখ্যা প্রায় গণনার অতীত হয়ে গেছে। উল্লেখযোগ্য আবিষ্কার আরম্ভ হয়েছিল অষ্টাদশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে—এলি হুইটনির তুলো থেকে বীচি বাছবার যন্ত্র, রবার্ট ফালটনের বাষ্পীয় পোত, এলায়াস হাউই-এর সেলাইয়ের কল, চার্লস গুডইয়ার-এর তাপে মিশ্রিত রবার এবং সিরিল ম্যাক্‌করমিক ও ওবেড হাসের দ্বারা একযোগে আবিষ্কৃত ধানকাটার যন্ত্র। কিন্তু, নবাবিষ্কৃত দ্রব্যাদির ব্যাপক উৎপাদন ইস্পাতশিল্পের উন্নতি এবং শিল্পে বিদ্যুতের ব্যবহারের পূর্বে ব্যবহৃত হয়নি।

আধুনিক আমেরিকা গঠনে এই আবিষ্কারগুলি যে কিরূপ কার্যকরী হয়েছিল তা তাদের সম্পর্কে একটা সংক্ষিপ্ত আলোচনাতেই বোধগম্য হবে। মেক্সিকোর যুদ্ধের পূর্বেই আমেরিকার লিওনার্দো, স্যামুয়েল এফ. বি. মর্স, যিনি চিত্রাঙ্কন ছেড়ে বিজ্ঞানে হাত দেন, তিনি ইলেকট্রিকের সাহায্যে টেলিগ্রাফ পাঠাবার উপায় বের ক'রে ওয়াশিংটন থেকে বাল্টিমোর পর্যন্ত তার খাটাবার খরচ দিতে কংগ্রেসকে রাজী করিয়েছিলেন; ১৮৫৬-তে ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন কম্প্যানি সংগঠিত হয়েছিল এই আবিষ্কারকে কাজে লাগাবার জন্য এবং অনতিবিলম্বে এটি ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠান গোটা মহাদেশটিকে খুঁটিতে আর তারে ছেয়ে ফেলছিল। ১৮৫০-এর পরই আটলান্টিক মহাসাগর দিয়ে তার নিয়ে যাবার চেষ্টা করা হয়েছিল, তবে ১৮৬৬-তেই গ্রেট ইস্টার্ন সফলভাবে এবং স্থায়ীভাবে নিউফাউণ্ডল্যাণ্ড থেকে আয়ারল্যাণ্ড পর্যন্ত তার নিয়ে গিয়েছিল। এ্যাসোসিয়েটেড প্রেস প্রাসিয়ার রাজা উইলিয়ামের সমগ্র বক্তৃতাটি তৎক্ষণাৎ তাঁর পার্লামেণ্টের কাছে পৌঁছে দিয়ে ছ'হাজার ডলার উপার্জন করেছিল; যাতে আমেরিকানরা ফলিত বিজ্ঞানের সুযোগ সুবিধা বুঝতে পেরেছিল। ১৮৭৬-এ আলেকজাণ্ডার গ্র্যাহাম বেল নামে এক স্কটল্যাণ্ড থেকে আগত ঔপনিবেশিক তাঁর উদ্ভাবিত টেলিফোন যন্ত্রটি দেখিয়েছিলেন, আর তার কয়েক বছরের মধ্যেই প্রত্যেকটি কারবারের অফিসে একটি ক'রে টেলিফোনের বাক্স দেখা গেল, বড় বড় শহরের রাস্তাগুলি উপরে খাটানো তারে তারে অন্ধকার হয়ে গেল। এর সিকি শতাব্দী পরে কয়েককোটি ডলার মূলধন নিয়ে আমেরিকান টেলিফোন এ্যাণ্ড টেলিগ্রাফ কম্প্যানি প্রতিষ্ঠিত হ'ল।

পরিবহণের উন্নতিও জাতির লোকসংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে তাল রেখে চলেছিল। স্বয়ংক্রিয় সিগনাল, হাওয়ার ব্রেক, গাড়ির কপলার এবং ১৯০০-র পরে ইস্পাতের গাড়ি ব্যবহার রেলভ্রমণকে অনেক নিরাপদ ক'রে তুলেছিল। ১৮৮০-র পর দশ-বছর ধ'রে আমেরিকানরা বৈদ্যুতিক রেল নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করছিল এবং সেই

সময়ের পর ব্যাল্টিমোর, রিচমন্ড ও বস্টন সমেত কুড়িটি শহরে ইলেকট্রিক ট্রামের প্রবর্তন হয়েছিল। পেট্রোলচালিত মোটরকার আবিষ্কৃত হয়েছিল ১৮৯০-এর পর। যে হেনরি ফোর্ডের এঞ্জিনিয়ারিং দক্ষতা এবং ব্যবসায়িক বুদ্ধি এ জিনিসটিকে সকলের পক্ষে প্রয়োজনীয় ক'রে তুলেছিল, তাঁর মনে পড়ে যে প্রথমে

> এটিকে লোকে একটি ঝঞ্ঝাটের জিনিস বলেই ধ'রে নিয়েছিল, কেননা এটিতে খুব শব্দ হ'ত এবং তাতে ঘোড়ারা ভয় পেয়ে যেত। তাছাড়া এটি পথে অন্যগাড়ির যাতায়াতে বাধা সৃষ্টি করত। কেননা শহরের কোন অঞ্চলে আমি যদি আমার গাড়ি থামাতাম, আবার স্টার্ট দেবার আগেই চারপাশে ভিড় জ'মে যেত। এক মিনিটের জন্যেও যদি সেটিকে রেখে যেতাম, কোন অনুসন্ধিৎসু ব্যক্তি সবসময়েই সেটি চালাবার চেষ্টা ক'রে দেখত। শেষ পর্যন্ত আমাকে সঙ্গে সঙ্গে একটি শিকল নিয়ে বেরুতে হ'ত, যখনি কোথাও সেটিকে রেখে যেতে হ'ত, কাছের ল্যাম্প পোস্টের সঙ্গে গাড়িটিকে শিকল দিয়ে আটকে রেখে যেতাম।

এই দশকের মধ্যেই এস. পি. ল্যাঙ্গলেকে উড়ন্ত যন্ত্র নিয়ে বিপজ্জনক পরীক্ষা করতে দেখা গেল, যেটি, যেসব লোক এব্যাপার নিয়ে উপহাস করেছিল তাদের জীবদ্দশাতেই, বহু জাতির ভাগ্যকে পরিবর্তিত করেছিল।

আবিষ্কার ব্যবসায়ের গতিকে দ্রুততর ক'রে তুলেছিল, অফিসগুলিতে অনেক মেয়ে আর 'সুবেশ শ্রমিক' সরবরাহ করেছিল এবং যোগাযোগ স্থাপনের গুরুত্ব বাড়িয়ে দিয়েছিল। প্রত্যেকটি অফিস আর গুদোমের জন্য টেলিফোন একটি অতি প্রয়োজনীয় বস্তু হয়ে দাঁড়াল। সোলস এবং গ্লাইডেন নামে মিলকি'র দুজন আবিষ্কারকের তৈরী টাইপরাইটার মেশিন ১৮৭৩-তে বাজারে ছাড়া হ'ল, এবং পর বৎসর মার্ক টোয়েন তার সাহায্যে একটি চিঠিতে লিখলেন, "যেকোন লোক চেয়ারে আরাম ক'রে ঠেসান দিয়ে এটিতে কাজ করতে পারে। এটির সাহায্যে একটি পাতায় অনেক কথা জমা করা যায়। কোন গন্ডগোল বা কালি ছড়ানো-এর কোনটিই এটি করে না।" সময়ে যন্ত্রটি সর্বত্র প্রচলিত হ'ল এবং প্রত্যেকটি ব্যবসায় অফিসে কমবয়সী মেয়ে টাইপিস্টদের দেখা যেতে লাগল। টাকা জমা নেবার এবং যোগ করবার যন্ত্রগুলি হিসাবে নির্ভুলতা নিয়ে এল। এ্যাড্রেসোগ্রাফ যন্ত্রগুলি জনসাধারণের মধ্যে বিজ্ঞাপনকে কার্যকরী ক'রে তুলল। কার্ড তালিকার সাহায্যে আমেরিকার গ্রন্থাগারগুলি হয়ে উঠল পৃথিবীর মধ্যে শ্রেষ্ঠ ও সবচেয়ে সহজে ব্যবহারক্ষম। কম্পোজ করার লাইনোটাইপ যন্ত্র, হো রোটারি ছাপার যন্ত্র

এবং ইলেক্ট্রোটাইপ ব্লক করার প্রণালী পত্রিকা পুস্তকাদি ছাপার জগতে বিপ্লব এনে দিল।

ব্যবসা, পরিবহণ ও যোগাযোগ ব্যবস্থার পক্ষে যা অত্যন্ত প্রয়োজনীয় সেই বিদ্যুৎশক্তি জাতির সামাজিক জীবনের উপর গভীর প্রভাব বিস্তার করেছিল। ১৮৭৮-এ ওহায়োর চার্লস ব্রাস নামে এক যুবক এঞ্জিনিয়ার আর্ক ল্যাম্প আবিষ্কার ক'রে পেটেন্ট নিল এবং কয়েকটি শহর অবিলম্বে সেগুলিকে রাস্তায় আলো দেবার জন্যে ব্যবহার করতে লাগল। আরো বাস্তব হয়েছিল উজ্জ্বল ল্যাম্পগুলি যেগুলিকে গারফিল্ড প্রেসিডেণ্ট নির্বাচিত হ'লে নিজের বাড়ি সাজাবার জন্যে ঠিক সময়ে টমাস এ. এডিসন তৈরি করেছিলেন। বৈদ্যুতিক আলোর ব্যবসায়িক সম্ভাবনা ছিল প্রচুর। ১৮৮২-তে এডিসন নিউ ইয়র্কে একটি বিদ্যুৎ উৎপাদন ও বিতরণের কেন্দ্র তৈরি করলেন এবং তার কয়েক বছরের মধ্যেই বুদ্ধিমান ব্যবসায়ীরা বিভিন্ন শহরে বিদ্যুৎ সরবরাহের সম্পূর্ণ ভার নিতে আরম্ভ করল—এবং বিদ্যুৎশক্তি নিয়ে প্রতিযোগিতা আরম্ভ হয়ে গেল। ১৮৯০-এর পর এডিসন একটি চলচ্চিত্রের যন্ত্র নিয়ে গবেষণামূলক পরীক্ষা করলেন এবং তার এক দশক পরে সিনেমার ব্যবসায়িক জীবন আরম্ভ হয়ে গেল, এবং এই শক্তিশালী পরিবেশকের জয়যাত্রার ভিতর দিয়ে আমেরিকার কথাবার্তা, রীতিনীতি এবং আরো অনেক কিছু পৃথিবীর দূরতম প্রান্তে ছড়িয়ে পড়ল। সামাজিক প্রতিক্রিয়ায় সমভাবে গুরুত্বপূর্ণ রেডিওর আবির্ভাব হ'ল প্রথম মহাযুদ্ধের পর; বিশবছর পরে প্রত্যেক বাড়িতে একটি ক'রে রেডিও সেট দেখা গেল। টেলিফোন, বৈদ্যুতিক আলো, সিনেমা আর রেডিও জীবনের আনন্দ এবং সুযোগসুবিধা অনেক বাড়িয়ে দিয়েছিল, মানুষে মানুষে বিচ্ছিন্নতা নষ্ট ক'রে দিয়েছিল এবং সামাজিক অভ্যাসের একটা মান এনে দিয়েছিল। যেহেতু সেগুলির বাস্তব ব্যবহারের জন্য প্রচুর অর্থ এবং বৃহৎ সংগঠনের প্রয়োজন ছিল, সেজন্য সেগুলি বৃহৎ ব্যবসায়ের উন্নতিকে ত্বরান্বিত করেছিল।

প্রথম আন্তর্মহাদেশীয় রেলপথ তৈরি শেষ হয়ে যাবার পর, রেলপথের জালবিস্তার প্রায় সমাপ্ত হয়েছিল এবং তা প্রতি বছর লক্ষলক্ষ টন মাল বহন করছিল। বহুদিন দ'মে থাকার পর বাণিজ্যপোতগুলি সাত সাগরের উপর আমেরিকার পতাকাকে আবার সর্বদা সকলের সামনে তুলে রাখল।। পাঁচ কোটি টন লোহা আর শস্য সল্ট সেণ্ট মেরী খাল দিয়ে যাতায়াত করতে লাগল এবং পানামা খালটি অবিলম্বে আটলান্টিক ও প্রশান্ত মহাসাগরের মধ্যে বিবাহবন্ধন আনবার উপক্রম করল। আমেরিকার তাঁতগুলি আমেরিকার তুলো এবং সেগুলির শ্রমশিল্পীরা আমেরিকার গম আর শুয়োরের মাংস চাইতে লাগল। এ্যাপোম্যাটক্সের পর অর্ধশতাব্দীর মধ্যে বাণিজ্য মারফৎ বাইরের কাছ থেকে আমেরিকার প্রাপ্য দাঁড়াল আড়াই

বিলিয়ন ডলারের বেশী এবং ১৯১০ সালে আমেরিকার রপ্তানির মূল্য দু'বিলিয়ন ডলারকে ছাড়িয়ে গেল।

শ্রমিকদের নিয়মিত সরবরাহ বাইরের এইসব চাহিদা মিটিয়ে যেতে লাগল আর এই শ্রমিকদের পিছনে খরচও বেশী হ'ত না। ক্ষেতখামার থেকে, গ্রাম থেকে, মেয়েদের আর বালকদের মধ্যে থেকে, ইটালি, অস্ট্রিয়া আর পোল্যাণ্ডের জনবহুল শহরগুলি থেকে লক্ষ লক্ষ শ্রমিকরা শিল্পকেন্দ্রগুলিতে এসে পড়তে লাগল। ১৮৭০-এর পর ত্রিশ বছরে যারা মাইনে পেয়ে শ্রম করত তাদের সংখ্যা এককোটি বিশলক্ষ থেকে বেড়ে গিয়ে দাঁড়াল দু'কোটি নব্বই লক্ষতে; কিন্তু যারা কেবল উৎপাদনশিল্পের শ্রমিক তাদের সংখ্যা ত্রিশ লক্ষ থেকে সত্তর লক্ষে গিয়ে দাঁড়াল। এর চেয়ে লক্ষণীয় তথ্য হ'ল উৎপাদশিল্পে স্ত্রীলোকদের অনুপাত এক-অষ্টমাংশ থেকে এক-পঞ্চমাংশে গিয়ে দাঁড়াল। এবং সেই সময়েই দশ থেকে পনের বছরের বালক শ্রমিকের সংখ্যা দাঁড়াল সাড়ে সতের লক্ষ। দক্ষিণ এবং পূর্ব ইউরোপ থেকে আরও বেশী গরীব এবং কম কর্মদক্ষ লোকেরা বেশীসংখ্যায় আসতে লাগল। নতুন শতাব্দীর প্রথম দশকে দু'রাজার কুড়ি লক্ষ অসুখী প্রজা, ইটালি থেকে আরও কুড়ি লক্ষ এবং রাশিয়া থেকে পনেরো লক্ষ লোক এল। তাদের বেশির ভাগ রাজী ছিল যে যা মাইনে পাবে তাতেই কাজ করতে। ১৯০৯-এ উৎপাদনশিল্পে মাথাপিছু বার্ষিক আয় ছিল পাঁচশ' ডলার। যদিও তখন এক ডলারে ছ' পাউণ্ড মাংস পাওয়া যেত, তবুও এই মাইনে ছিল খুবই কম।

এই ক্রমোন্নতিশীল শিল্পায়নের আর একটি দিক বিবেচনা ক'রে দেখা দরকার : এটির সংগে সরকারের সম্পর্ক। গৃহযুদ্ধের পর এক পুরুষ ধ'রে ব্যবসায়িক স্বার্থের ভার ছিল কেবলমাত্র জাতীয় সরকারের উপর নয়, রাষ্ট্রীয় সরকারগুলির উপরেও। সংরক্ষণমূলক শুল্কপ্রাচীরের ব্যবস্থা, জরুরী ব্যবস্থা হিসাবে যুদ্ধের সময় গৃহীত হ'লেও, এখনও চালিয়ে নিয়ে যাওয়া হ'ল এবং তার অনুগ্রহে লোহা, ইস্পাত, তামা, মার্বল, পশম, কাপড় এবং চীনামাটির বাসনের ব্যবসাগুলি লাভবান হয়েছিল। কংগ্রেস যে রেলপথ নির্মাণে অর্থসাহায্য করেছিল, রাষ্ট্রীয় ও স্থানীয় কর্তৃপক্ষরা তার অনুকরণ করাতে, জমি, মালপত্র, ট্যাক্স ছাড় প্রভৃতি নিয়ে রেলপথ সর্বসমেত পেয়েছিল পৌনে এক বিলিয়ন ডলার। জমির জবরদখল, গাছ কাটা, সরকারী জমিতে গোচারণ প্রভৃতি অন্যায়ের দিকে সরকার সহিষ্ণু দৃষ্টিতে চেয়ে দেখত, ফলে জাতীয় সম্পত্তি থেকে অনেকে ভাগ্য ফিরিয়ে নিল। সাধারণ নাগরিকদের প্রচেষ্টা নিয়ন্ত্রণ করবার কোন ঝোঁক সরকারের ছিল না এবং এবিষয়ে রাষ্ট্রগুলির নিবারণমূলক আইনগুলি থেকে আদালত প্রচুরভাবে অব্যাহতি দিত। এই মনোভাবের বিপক্ষতা এসেছিল নব শতাব্দীর শুরুতে।

লোহা আর ইস্পাত। আমেরিকার শিল্পোন্নতির ইতিহাসে যে দু'টি বস্তু সবচে গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করেছিল, সেই লোহা আর ইস্পাতের মধ্যেই আমরা এইসব ঘটনার পারস্পরিক সম্পর্ক খুঁজে পাব। ১৬১৯-এ ভার্জিনিয়ার ফলিং ক্রিক-এ জন বার্কলে একটি লোহার কারখানা তৈরি করেছিলেন; এক শতাব্দী পরে উইলিয়াম বায়ার্ড তাঁর "পশ্চিমের খনিগুলিতে ভ্রমণ"-এর চিত্তাকর্ষক বিবরণ লেখেন। যে উপনিবেশে এক উৎসাহী দল বিনামূল্যে জমি, ট্যাক্স থেকে অব্যাহতি এবং একটি কারখানা করবার একচেটিয়া অধিকার জোগাড় করল। কনেটিকাট-এ লিচফিল্ড হিল্স-এ গ্রিন মাউণ্টেন বয়েজদের দলপতি ইথান এ্যালেন একটি ব্লাস্ট ফার্নেস তৈরি করল। ওয়াশিংটনের বিপন্ন মহাদেশীয় সৈন্যদলের জন্য কামানের গোলা করতে লাগল পূর্ব পেনসিলভ্যানিয়ার কয়েকটি কারখানা এবং ওয়েস্টপয়েন্টের কাছে স্টার্লিং কারখানা সবচেয়ে বড় শিকল তৈরি ক'রে দিল যা ব্রিটিশ নৌবহরকে আটকাবার জন্য হাডসনের উপর আটকে দেওয়া হ'ল। আগেকার কারখানাগুলির মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণটি তৈরি হয়েছিল উত্তর জার্সির র্যাম্পোজ-এ, যে-রাষ্ট্রে পরে পিটার কুপার গ'ড়ে তুলেছিলেন একটি বিরাট উৎপাদনশিল্প এবং এব্রাম হেউইট ইস্পাত তৈরির খোলা উনুন ব্যবহার প্রথম প্রবর্তন করেছিলেন। ১৮০০-র পরে সকল লোহার কারখানা গ'ড়ে উঠেছিল এ্যালেঘেনি পর্বতমালার পশ্চিমে পিটসবার্গ-এ, যেখানে ভাগ্যক্রমে লোহা, কয়লা, চুনাপাথর এবং কাঠকয়লার জন্য কাঠও পাওয়া যেত। কমোডোর পেরি এবং জেনারল জ্যাকসনের জন্য সেখানে কামানের ঢালাই করা গোলা তৈরি করবার জন্য অনেকগুলি কারখানা তৈরি হয়েছিল

যাই হ'ক, তবু এইসব প্রথম যুগের কারখানাগুলি ছিল খুব ছোট। এমনকি ১৮৫০-এও সমগ্র দেশে মাত্র পাঁচলক্ষ টন লোহা তৈরি হ'ত এবং ইস্পাত তৈরি ছিল নগণ্য। তৈরি বেশী হবারও সম্ভাবনা দেখা যায়নি, কারণ খনি থেকে বেশী লোহা উঠত না এবং ইস্পাত তৈরির খরচ ছিল খুব বেশী। তারপর এল শিল্পের ইতিহাসে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিপ্লব। ১৮৪৪-এ জরিপকারেরা উইসকনসিন এবং উত্তর মিশিগানের সীমান্ত বরাবর যেতে যেতে লক্ষ্য করল যে তাদের কম্পাসের কাঁটা এদিক-ওদিকে দুলছে। সেখানে যে প্রচুর লোহার খনি আছে তারা এ-বিবরণ দিল। বহুপুরুষ ধ'রে ইন্ডিয়ানরা লোহাভর্তি এক পাহাড়ের বিষয় গল্প ক'রে এসেছে। ১৮৪৫-এ মাজিগিজিক নামে এক চিপেওয়া-প্রধান, সুপিরিয়ার হ্রদের ধারে একজন তামা অনুসন্ধানকারীকে মার্কেট শৃঙ্গে পথ দেখিয়ে নিয়ে গিয়েছিল। অনতিবিলম্বে শতশত ভাগ্যান্বেষী, লোহা আর তামার উপর দাবি করবার জন্য, জঙ্গলে এসে জমতে লাগল। রেলপথে এই ভারী জিনিস পাঠান খুব কঠিন ও ব্যয়সাধ্য ছিল, কাজেই একটি জলপথের প্রয়োজন হয়ে পড়ল। মিশিগান প্রস্তাব করল যে সেন্ট

মেরী নদীর খরস্রোত অংশের আশেপাশে, সুপিরিয়ার হ্রদ এবং হিউরণকে যোগ ক'রে একটি খাল কাটা হ'ক; কিন্তু এমনকি আমেরিকান ব্যবস্থার জন্মদাতা হেনরি ক্লে-ও প্রস্তাবটিকে উড়িয়ে দিলেন। তিনি বললেন, "চাঁদের না হলেও, এটি হবে যুক্তরাষ্ট্রের শেষ বসতিকেও ছাড়িয়ে।" বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের উৎসাহ এবং চার্লস হার্ভের ব্যক্তিগত উদ্যমে খালটি কাটা হয়েছিল। ১৮৫৫-তে এটি জাহাজের জন্য খুলে দেওয়া হ'ল এবং শীঘ্রই পৃথিবীর যেকোন খালের চেয়ে বেশী সংখ্যক জাহাজ ও নৌকা এর ভিতর দিয়ে যাতায়াত করতে লাগল। মার্কেট, এ্যাসল্যান্ড ও এসক্যানাবাতে ডক স্থাপন করা হ'ল এবং তারপর মিশিগান হ্রদের পশ্চিম তীরে মেনোমিনি খনিগুলি ও মিশিগান-উইসকনসিন সীমান্তে সমৃদ্ধিশালী গজেবিক খনিগুলি খোলার পর, লাল রঙের জাহাজগুলি লক্ষলক্ষ টন লোহা নিয়ে দূরবর্তী কারখানাগুলির অভিসারে যাত্রা করত।

শীঘ্রই খনিসম্পদের দিক থেকে সুপিরিয়ার হ্রদ উত্তর উপদেশকে ছাড়িয়ে গেল। বস্তুতঃ সেই বিশাল হ্রদটি ছিল যেন লোহা দিয়ে বাঁধান। ১৮৭০-এ একজন জরিপকার সিঁদুর শৃঙ্গের খনিগুলি আবিষ্কার ক'রে ফেলল; ১৮৮৪-তে পূর্বদেশীয় মূলধনে সেখান থেকে হ্রদ পর্যন্ত এক রেলপথ খোলা হ'ল এবং পঁচিশ বছরের ভিতর এখান থেকে তিন কোটি টন লোহা জাহাজে চাপতে লাগল। ইতিমধ্যে ডালাথের মেরিট পরিবারের পাঁচভাই হ্রদের পশ্চিমের বনের ধারে ঘুরে বেড়াচ্ছিল। ডালাথের পঁচাত্তর মাইল উত্তরপশ্চিমে তীরভূমিতে তারা পৃথিবীর মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ লোহার খনি মেসাবি আবিস্কার করল। তখন ১৮৯০; এর দুবছর পরে জলার উপর কাঠ পাতা নড়বড়ে এক রেলপথ দিয়ে দশলক্ষ টন লোহা আসতে লাগল। দশবছরের মধ্যে পিটসবার্গ আর শিকাগোর কারখানায় শুধু মেসাবি থেকে লোহা গেল চার কোটি টন।

উত্তর মিনেসোটায় এইসব লোহার খনিগুলির এমন কতকগুলি সুযোগ সুবিধা ছিল যা পৃথিবীর আর কোন খনির ছিল না এবং সেগুলিই ছিল লোহা ও ইস্পাত তৈরি করায় আমেরিকার প্রাধান্যের জন্য দায়ী। আসলে এগুঁলিতে লোহার শেষ ছিল না। এগুলিতে মাটির নিচে খুব গভীরে পাথরের মধ্যে লোহা থাকত না, থাকত ভূপৃষ্ঠের ঠিক নিচেই, আল্গাভাবে। মেরিটের একজন এগুলি সম্পর্কে বলেছিল, "পাইন গাছের শেকড়গুলো উপড়ে ফেলার মতো জোরে যদি মাটিতে লাথি মারতে পারতাম, তাহলেই বেরিয়ে আসত ওখানকার শতকরা চৌষট্টি ভাগ লোহা।" ধাতুটি থাকত সাধারণতঃ অমিশ্র; বাষ্পচালিত লম্বা হাতা কোদালের সাহায্যেই তোলা যেত এবং শস্তায় জাহাজে ক'রে ব্যবসায়ের এবং কয়লার কেন্দ্রগুলিতে পাঠাবার জন্য গ্রেট লেকস-এর যথেষ্ট কাছেই সেগুলি অবস্থিত ছিল।

কিন্তু কিভাবে লাল লোহাকে সাদা ইস্পাতে পরিণত করা হ'ত? গৃহযুদ্ধের কয়েক বছর আগে কেণ্টাকির এডিভিলের এক লোহার কারবারী উইলিয়ম কেলির মাথায় এক অদ্ভুত ধারণা এল যে তিনি লোহার মধ্যে দিয়ে ঠান্ডা বাতাস চালিয়ে সেটিকে ইস্পাতে পরিণত করতে পারেন; তিনি প্রমাণ করেছিলেন যে তাঁর ধারণা এমন কিছু অদ্ভুত ছিল না। এর পরেই ইংরেজ এঞ্জিনিয়ার হেনরি বেসেমার-এর মাথাতেও অনুরূপ ধারণা এল। তিনি একথা শুধু যে প্রমাণ করলেন তা নয়, বাস্তব ক্ষেত্রে তা দেখিয়ে দিলেন। পূর্ণ পরিণত অবস্থায় বেসেমার-এর পদ্ধতি ছিল অতি সরল। একটি পাত্রে গলানো লোহা ঢেলে দিয়ে তার মধ্যে দিয়ে হাওয়া চালনা করা হ'ত। হাওয়ায় অক্সিজেন এবং লোহার কার্বন ও সিলিকন সগর্জনে পরস্পরের সঙ্গে সংঘর্ষে লিপ্ত হ'ত; প্রবাদপ্রসিদ্ধ ড্র্যাগনের মতো পাত্রটির মুখ দিয়ে আগুনের হল্কা বেরুত এবং তা চল্লিশ-পঞ্চাশ ফুট পর্যন্ত শূন্যে উঠে যেত; সেই শিখার রঙ বদলাতো লাল থেকে বেগুনেতে, বেগুনে থেকে সাদায়। দশ মিনিটের মধ্যে মূল পদার্থগুলির এই সংগ্রাম শেষ হয়ে যেত; লোহার খাদ সব পুড়ে যেত এবং তারপর সেই পাত্রটি কাৎ ক'রে ছাঁচের মধ্যে সেই গলিত ইস্পাত ঢেলে দেওয়া হ'ত। কালক্রমে ইস্পাত তৈরির "খোলা উনুন" নামে আর একটি পদ্ধতি বেসেমার পদ্ধতির স্থানাভিষিক্ত করা হ'ল। কিন্তু শতাব্দীর শেষের দিকে পঁচিশ বছর ধ'রে বেসেমার পদ্ধতি ছিল সর্বতোভাবে সর্বেসর্বা।

লোহা, কয়লা, এবং বৈজ্ঞানিক তথ্যের জন্যই ইস্পাতের ব্যবসা চলে এসেছিল। এটির সাফল্য সম্পর্কে নিশ্চিত হবার জন্য প্রয়োজন ছিল উদ্যম, পারদর্শিতা এবং মূলধনের। স্কটল্যান্ডের ডানফার্মলাইন থেকে বার বছর বয়সে এ্যান্ড্রু কার্নেগি এদেশে আসেন। তাঁর বাবা ছিলেন পাকা তাঁতি, কিন্তু কাপড়ের মিল এসে তাঁর সর্বনাশ সাধন করে। পিটসবার্গে তাঁদের আত্মীয়েরা থাকতেন, এ্যালেঘেনি এবং মননগাহেলার সংযোগস্থলে সেই সমৃদ্ধ শহরের দিকেই ওই পরিবার যাত্রা করলেন। এ্যান্ড্রু প্রথমে কাঠিম ধরার কাজ পেলেন এবং তারপর বাষ্পীয় বয়লারের কাজ ভাল ভাবে শিখে নিলেন। তারপর তিনি টেলিগ্রাফ অফিসে কাজ করতে গেলেন এবং তার পরে পেনসিলভ্যানিয়া রেলপথে। তিনি ছিলেন সৎ, বুদ্ধিমান, খাটিয়ে এবং সদাসতর্ক। তাঁর ব্যবহারের এমন একটা মাধুর্য ছিল যা তাঁর চেয়ে বেশি বয়সের লোকদেরও আকর্ষণ করতে পারত, এবং এ্যান্ড্রু তাঁদের বিশ্বাস এবং বন্ধুত্ব লাভ করেছিলেন। তাঁর ত্রিশ বছর বয়েস হবার আগেই পেট্রোল, লোহা আর রেল কম্প্যানিতে বুদ্ধির সঙ্গে মূলধন খাটিয়ে বছরে চল্লিশ থেকে পঞ্চাশ হাজার ডলার তাঁর আয় দাঁড়িয়েছিল। তিনি যে ১৮৬৫-তে ঠিক করেছিলেন যে অন্য সব দিক ছেড়ে দিয়ে শুধু লোহাতেই মন দেবেন, তাতে তাঁর দূরদৃষ্টি ও সাহসের

যথেষ্ট পরিমাণে প্রমাণ পাওয়া যায়।

কয়েক বছরেই তিনি লোহার সেতু, রেল ও ইঞ্জিন তৈরির কতকগুলি কম্প্যানি দাঁড় করিয়ে ফেললেন। যখন তাঁর বয়স ত্রিশ তিনি নিউ ইয়র্ক-এ গেলেন; তখন নিজের কম্প্যানিগুলি এবং অন্যান্য লোহার কারবারের প্রতিনিধি এবং দালাল হিসাবে কাজ করতে লাগলেন। পরে তিনি জানিয়েছিলেন যে তিনি আমেরিকার তিন কোটি বন্ধকী কাগজ লণ্ডনে বিক্রি করেছিলেন; এসব টাকা ফেরৎ দেবার ব্যাপারেও তাঁকে প্রধান অংশ নিতে হয়েছিল।

যদিও, কার্নেগি বেসেমার প্রক্রিয়া গ্রহণ করতে সহজে রাজি হননি, সেটিকে দেখে কিন্তু তাঁর মত পরিবর্তন হয়ে গেল এবং ১৮৭৫-এ মননগাহেলা নদীর তীরে ব্র্যাদক যুদ্ধক্ষেত্রে তিনি যে কারখানাটি তৈরি করেছিলেন সেটি ছিল দেশের মধ্যে সবচেয়ে বড়। এক বছরের মধ্যেই এখানে যত বেসেমার ইস্পাত তৈরি হ'তে লাগল, সমগ্র আমেরিকার আর সব ইস্পাত এক করলেও তার সমান হয় না। নতুন কিছু উন্নতির সম্ভাবনা দেখলেই তিনি উৎসুক হয়ে উঠতেন, তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বীদের অবস্থা খারাপ হ'লে হয় তাদের ব্যবসা কিনে নিতেন নয়ত তাদের সর্বনাশ করতেন, পেনসিলভ্যানিয়া প্রভৃতি বহুস্থানের রেলপথের সঙ্গে তিনি সংশ্লিষ্ট ছিলেন; এইচ্. সি. ফ্রিক এবং চার্লস সোয়াব-এর মতো তাঁর তীক্ষ্ণবুদ্ধি সহকারীরা ছিল—এইসব কারণে কার্নেগি ইস্পাত ব্যবসায়ে নিজের নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠিত করতে পেরেছিলেন। বছরের পর বছর তাঁর রাজত্ব বেড়ে চলল—নতুন নতুন কারখানা তৈরি হ'ল, কয়লার খনি সব হাতে আসতে লাগল, সুপিরিয়ার হ্রদ থেকে আসতে লাগল প্রচুর লোহা, গ্রেট লেকস-এ তাঁর অনেকগুলি স্টিমার ঘুরে বেড়াতে লাগল, ঈরি হ্রদে একটি বন্দর শহরের তিনি হলেন মালিক এবং তাঁরই সম্পত্তি হ'ল একটি রেলপথ। এটি হ'ল আসলে কারবারের একটি লম্ব যোগাযোগ। তাঁর লোহা আর ইস্পাত কারবারের সঙ্গে ঐসব আরো বারটি কারবারের সঙ্গে ঘনিষ্ট সম্পর্ক ছিল; কাজেই তিনি রেলকম্প্যানি আর জাহাজ তৈরির কম্প্যানিদের কাছ থেকে ভাল দামই আদায় করতে পারতেন। তাঁর কারবারের উন্নতির জন্য যথেষ্ট মূলধন ছিল, ভাল কর্মীদল ছিল, বিচক্ষণ সব ম্যানেজার ছিল। এর আগে আমেরিকায় এই ধরনের কোন জিনিস কেউ দেখেনি, যদিও রকফেলার যে-সাম্রাজ্য গ'ড়ে তুলে-ছিলেন তা এরই অনুরূপ ছিল। ১৮৭৮-এ কারবারের মূলধন ছিল সাড়ে বার লক্ষ ডলার, শীঘ্রই মুনাফা দাঁড়াল বছরে বিশলক্ষ ডলার, এবং তারপর পঞ্চাশ লক্ষ ডলার। যখন ১৯০০-তে কারবারের সম্পত্তির হিসাব ক'রে দেখা গেল তার মূল্য বত্রিশ কোটি ডলার, তখন সেখানে বছরে ত্রিশ লক্ষ টন ইস্পাত তৈরি হচ্ছে এবং বাৎসরিক মুনাফা চারকোটি ডলার।

একটি বড় প্রশ্ন ছিল—শ্রমিকের। এবিষয়েও লোহার কারবারের এবং কার্নেগি কম্প্যানির অভিজ্ঞতা উল্লেখযোগ্য। লোহার খনির শ্রমিকরা গোড়ার দিকে প্রধানতঃ আসত কর্নওয়াল আর ওয়েলস থেকে। তারপর এল সুইডেন আর ফিনল্যাণ্ডের লোকেরা—তারপর এল বন্যাস্রোতের মতো স্লাভরা আর মাগিয়াররা। যারা আগুন জ্বালিয়ে রাখত এবং যারা গলানো লোহা ছাঁচে ঢালত, তাদের আগমনের বিষয়েও অনুরূপ কথা বলা চলে। ১৯০৭-এ দেখা গেল যে কার্নেগি কারখানার তিনভাগের দুভাগ শ্রমিক বিদেশ থেকে আমদানি এবং তাদের মধ্যেও বেশির ভাগ এসেছিল দক্ষিণ ও পূর্ব ইউরোপ থেকে। তারা ছিল খুব মজবুত এবং তা হওয়ার তাদের প্রয়োজনও ছিল, কারণ তাদের কাজ করতে হ'ত প্রচুর গরম আর গণ্ডগোলের মধ্যে সপ্তাহে সাতদিন এবং দিনে বার ঘন্টা ক'রে। অদক্ষ শ্রমিকদের প্রচুর সরবরাহ থাকায়, এই কারবারে শ্রমিক ইউনিয়নগুলি তেমন সুবিধা করতে পারেনি; আর যদি কোথাও কিছু সফলতা পেয়েছে, কঠোর ভাবে তাদের দমন করা হয়েছে। শ্রমিকদের সম্পর্কে কার্নেগির নীতি ছিল খুব খারাপ।

পৃথিবীতে প্রাধান্য পাবার জন্য এই কারবারের একটি ছাড়া সবকিছু প্রয়োজনীয় জিনিসই ছিল,—ছিল কাঁচা মাল, পরিবহণ ব্যবস্থা, বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার, ব্যবস্থাপনার বিচক্ষণতা আর উদ্যম, অল্প বেতনের শ্রমিক এবং রেলপথের প্রসার ও বাড়ি তৈরিতে লোহার কড়িবরগার প্রচলনের বৃদ্ধিতে সুনিশ্চিত বিক্রয়ব্যবস্থা। একমাত্র প্রয়োজন ছিল বিদেশের প্রতিযোগিতা থেকে আত্মরক্ষা। লোহার শিল্পপতিদের প্রভাবে শুল্কব্যবস্থাও সেই ধরনের হয়েছিল; ইস্পাতের রেল আমদানির উপর যে টনপিছু আটাশ ডলার ধরা হয়েছিল তাতে বিদেশ থেকে আমদানির বিপক্ষতা করাই হয় এবং এমনকি কার্নেগি স্বয়ং পরে স্বীকার করেছিলেন যে এই শুল্কের হার কমান যেতে পারত।

এইসব সুযোগ সুবিধা নিয়ে আমেরিকায় লোহা আর ইস্পাতের কারবার এগিয়ে যেতে লাগল। ১৮৯০-এ সেখানকার উৎপাদন ব্রিটেনের উৎপাদনকে ছাড়িয়ে গেল; ১৯০০-তে ব্রিটেনে আর জার্মানিতে যত ইস্পাত তৈরি হচ্ছিল, আমেরিকা তার চেয়ে বেশী ইস্পাত তৈরি করছিল। ১৯০২-তে আমেরিকার ব্লাস্ট ফার্নেসগুলি দুকোটি সত্তর লক্ষ টন লোহা এবং চারকোটি টন ইস্পাত তৈরি করছিল এবং দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় দেখা গিয়েছিল যে প্রয়োজনবোধে উৎপাদনকে আটকোটি পঞ্চাশ লক্ষ টনে দাঁড় করান যায়।

আর একটা দিক থেকে কার্নেগি কম্প্যানির ইতিহাস যুক্তরাষ্ট্রের বৃহৎ শিল্পের ক্রমোন্নতির প্রতীক। স্কটল্যাণ্ডের এই উৎসাহী ব্যক্তিটি এই ব্যবসার উপর সম্পূর্ণ প্রাধান্য বিস্তার করেছিলেন কিন্তু কাঁচামাল, পরিবহণ, এবং ইস্পাত উৎপাদনের

শিল্প-পরিকল্পনার উপর তাঁর একচেটিয়া অধিকার ছিল না। রকফেলার মালিক ছিলেন মেসাবির সব চেয়ে সমৃদ্ধ খনিগুলির এবং গ্রেট লেক-এ অনেকগুলি স্টিমারের; টেনেসি কয়লা এবং লোহা কম্প্যানির দক্ষিণে অনেক খনি ছিল। ফেডারল, পেনসিলভ্যানিয়া, আমেরিকান স্টিল এ্যান্ড ওএ্যার প্রভৃতি ইস্পাতের নতুন কারখানাগুলি কার্নেগির প্রাধান্যের বিরুদ্ধে দাঁড়াল। এই প্রতিযোগিতায় ক্ষিপ্ত হয়ে কার্নেগি ঠিক করলেন নতুন সব খনি নেবেন, স্টিমারগুলির সংখ্যা বাড়াবেন এবং নল, কাঁটাতার, টিনের চাদর প্রভৃতি অনেক জিনিস তৈরির কাজ আরম্ভ করবেন। এই কারবারের পক্ষে ক্ষতিকারক পরস্পরের মধ্যে সংঘর্ষ রয়ে গেল এবং অনন্যোপায় ইস্পাতশিল্পপতিরা পরস্পরের সঙ্গে যুক্ত হবার বিষয় চিন্তা করতে লাগলেন। পরস্পরের সঙ্গে যুদ্ধ করার বদলে ভাল দামে বিক্রি ক'রে দেওয়াই কার্নেগি উচিত বিবেচনা করলেন। কারণ তখন তিনি বৃদ্ধ, অনেক দিন থেকেই ভাবছিলেন অবসর নিয়ে সঞ্চিত টাকাগুলো বিলিয়ে দেবেন। যখন তাঁর কাছে প্রস্তাব করা হ'ল যে সমস্ত লোহা আর ইস্পাত শিল্পগুলির মূলধন নিয়ে যে নতুন প্রতিষ্ঠানটি খোলা হচ্ছে, তাঁর কর্তব্য তাতে নিজের কারবারটি অন্তর্ভুক্ত করা, তখন তিনি সানন্দ স্বীকৃতির সঙ্গে সেকথা শুনলেন। এক শতাব্দী আগে সমগ্র জাতির যে-সম্পত্তি ছিল তার চেয়ে বেশী একশ চল্লিশ কোটি ডলার মূলধন নিয়ে ১৯০১-এ ইউনাইটেড স্টেটস স্টিল কর্পোরেশন জন্মলাভ করল। এটা খুবই উপযুক্ত কাজ হয়েছিল যে জে. পি. মর্গানের ব্যাঙ্ক এই একত্রীকরণে সহযোগিতা করেছিল এবং মেসাবি খনিগুলির আরো উন্নতি ক'রে জন ডি. রকফেলার প্রচুর মুনাফা কামিয়েছিলেন।

যুক্ত করবার এবং একচেটিয়া কারবার। ইউনাইটেড স্টেটস স্টিল কর্পোরেশন এমন একটি ব্যবস্থার দৃষ্টান্ত যে-ব্যবস্থার কথা ত্রিশ বছর ভাবা হচ্ছিল এবং যেটি আজ পর্যন্ত চ'লে এসেছে। সেই ব্যবস্থা ছিল স্বাধীন শিল্পগুলিকে একত্রিত ক'রে একটি কেন্দ্রীয় সাম্রাজ্যে পরিণত করা। খুব সমৃদ্ধির সময়েও কার্নেগি কম্প্যানি আরো ছ'শ' লোহা আর ইস্পাত কম্প্যানির অন্যতম ছিল মাত্র। ইউনাইটেড স্টেটস স্টিল কর্পোরেশনের উদ্দেশ্য ছিল এগুলির অন্তত বেশির ভাগকে অন্তর্ভুক্ত ক'রে নিয়ে এবং বাকীগুলোকে তুলে দিয়ে, সমগ্র দেশে যত ইস্পাত উৎপাদন হয় তার তিনভাগের দু'ভাগ উৎপাদন করা। আর এক পুরুষের মধ্যে এই ধরনের আরো দু'শ সুবৃহৎ কর্পোরেশন সমগ্র জাতির অর্ধেক ব্যবসা চালাতে লাগল, আর বাকী ব্যবস্থা চালাল তিন লক্ষ ছোট ছোট কম্প্যানিগুলি।

লিঙ্কনের দিনের যুক্তরাষ্ট্রে ছিল ছোট ছোট শিল্পোদ্যম। একচেটিয়া কারবারের বিষয় কেউ-ই জানত না; ঔপনিবেশিক কালের দুর্বল রাজকীয় একচেটিয়া

ব্যাপারগুলির পর এ্যাস্টর ফার কম্প্যানি এবং নবপ্রবর্তিত ওয়েস্টার্ন ইউনিয়নই একচেটিয়া কারবারের কাছাকাছি গিয়েছিল। অনেক উপনিবেশই, বিশেষ ক'রে উত্তরাঞ্চলের উপনিবেশগুলি ছিল স্বয়ংসম্পূর্ণ। স্থানীয় ছুতোর আসবাবপত্র তৈরি করত, স্থানীয় মুচি সব জুতো তৈরি করত, ছোট ছোট কসাই মাংস জোগাত, সেখানকার লোকেরাই গাড়ি তৈরি ক'রে দিত। খনি আর শিল্পপ্রচেষ্টা বেশী দূর বিস্তৃত হয়নি; দু'হাজারের বেশী কারখানায় চাষ আবাদের যন্ত্রাদি তৈরি হ'ত; কেবল পেনসিলভ্যানিয়াতে দু'শ পেট্রোল শোধনাগার ছিল এবং একশত মালিকের ছিল কমস্টকের কারবার। চল্লিশ বছরের মধ্যে এসমস্তই পরিবর্তিত হয়ে গেল। ইন্টারন্যাশনাল হার্ভেস্টার কম্প্যানি চাষের সমস্ত যন্ত্রপাতি তৈরি করতে লাগল; পেট্রোল শোধনে স্ট্যাণ্ডার্ড অয়েল কম্প্যানি একচেটিয়া কারবার করতে লাগল এবং পূর্বাঞ্চলের দু'টি কি তিনটি কর্পোরেশন কমস্টকের খনিগুলির মালিক হ'ল

এইসব পরিবর্তন শুরু হয়েছিল গৃহযুদ্ধের সময় এবং ১৮৭০ থেকে দশ বছরে বৈপ্লবিক গতিবেগে এগিয়ে চলেছিল। তীক্ষ্ণধী ব্যবসায়ীরা বুঝতে পারল যে তারা যদি প্রতিদ্বন্দ্বী কারবারগুলিকে একত্রিত করতে পারে তাহলে খরচও কমবে, দামও নিয়ন্ত্রিত করা যাবে। এই উদ্দেশ্য সাধনের উপায় প্রথমে কর্পোরেশন, তারপর পুল এবং শেষে ট্রাস্ট। কর্পোরেশনের উদ্দেশ্য হ'ল একজন নকল ব্যক্তি সৃষ্টি করা যে আইনের সব সুখসুবিধা ভোগ করবে, অথচ যার আসল ব্যক্তি বিশেষের নৈতিক দায়িত্বগুলি থাকবে না। এর জীবনকাল চিরস্থায়ী, ঋণপত্র ছাড়বার প্রচুর ক্ষমতা, ঋণের দায়িত্ব সীমাবদ্ধ, অবশ্য চার্টারের বিধিনিষেধের গণ্ডির মধ্যে, এবং দেশের মধ্যে যত্রতত্র ব্যবসা করবার অবাধ অধিকার। এই কর্পোরেশনগুলি একত্রিত হয়েই ট্রাস্ট; যাতে প্রত্যেকটির মালিকরা তাদের সম্পত্তি ট্রাস্টিদের, অর্থাৎ অছিদের, হাতে তুলে দেয় এবং তারা সকলের হয়ে ব্যবসা চালায়। কালক্রমে ট্রাস্ট মানেই বড় কারবার বোঝাতে লাগল। এর সুবিধাগুলিও ছিল খুব প্রাঞ্জল। এই ব্যবস্থার সাহায্যে বৃহৎ পরিমাণে ব্যবসায়িক সংযুক্তি হ'তে পারত, নিয়ন্ত্রণ ও পরিচালনা হ'ত কেন্দ্রীভূত, অপদার্থ ব্যবসাগুলিকে তুলে দেওয়া যেত, পেটেন্টগুলি সব পাওয়া যেত, ব্যবসা বাড়ান যেত, বিদেশী প্রতিষ্ঠানগুলির সঙ্গে প্রতিযোগিতা করা সম্ভব হ'ত, শ্রমিকদের সঙ্গে দরকষাকষি করা চলত, রেলপথে সুবিধা পাওয়া যেত এবং রাষ্ট্রীয় ও জাতীয় সরকারের প্রভাব বিস্তার করা যেত।

এই ব্যবসায়িক সংযুক্তি পৃথিবীর সর্বত্রই চলছিল, তবে জার্মানি ছাড়া যুক্তরাষ্ট্রের মতো এত বেশী আর কোথাও হয়নি। তার একটা কারণ ছিল—প্রচুর কাঁচা মাল। কিন্তু অন্যান্য কারণও ছিল। রেলপথগুলি সব তৈরি হয়ে যাবার

পরে উৎপাদিত দ্রব্য বিক্রির জন্য জাতীয় বাজার সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত হওয়া গিয়েছিল। পেটেন্ট আইনের সাহায্যে খুব গুরুত্বপূর্ণ উপায়গুলির উপর একচেটিয়া অধিকার পাওয়া যেত। জমি বিতরণে বদান্যতা এবং ভূমিআইনের উদার ব্যাখ্যা কাঠ, কয়লা এবং তামা তৈরির বৃহৎ প্রতিষ্ঠানগুলিকে সাহায্য করতে লাগল। যুক্তরাষ্ট্র ব্যবস্থার জন্য কোন কম্প্যানি যে-রাষ্ট্রে আইন-কানুন উদার সেখানে প্রতিষ্ঠিত হয়ে অন্য রাষ্ট্রে ব্যবসা চালাতে পারত এবং রক্ষাকবচ শুল্কগুলি বিদেশী প্রতিযোগিতা থেকে তাদের আড়াল ক'রে রাখত।

স্ট্যান্ডার্ড অয়েল কম্প্যানি পথপ্রদর্শক হ'ল। যখন পশ্চিম পেনসিলভ্যানিয়ার পেট্রোল উৎপাদকরা পরস্পরের সঙ্গে খেয়োখেয়ি করছিল, ওহায়ো-তে ক্লেভল্যান্ডের একজন নির্বাক সুকঠোর চরিত্র তরুণ ব্যবসায়ী নিঃশব্দে স্থানীয় তৈলশোধনাগার-গুলিকে কিনে কিনে সেগুলিকে একটি কম্প্যানিতে পরিণত করতে লাগল। তার ছেলে পরে বলেছিল, "রূপে ও গন্ধে আমেরিকার সবচেয়ে সুন্দর গোলাপ তৈরি করতে হ'লে, প্রথমে ছোট ছোট কুঁড়িগুলিকে কেটে ফেলতে হয়।" নিউ ইয়র্ক সেন্ট্রাল এবং ঈরি রেলপথে মাশুল হ্রাসের সুবিধা পেয়ে এবং স্বল্পায়ু সাউথ ইম্প্রুভমেন্ট কম্প্যানির সুযোগ নিয়ে ১৮৭২-এ রকফেলার ক্লেভল্যান্ড-এ পেট্রোল শোধনে সর্বময় কর্তা হয়ে বসলেন। তারপর তিনি নিউ ইয়র্ক, ফিলাডেলফিয়া এবং পিট্‌সবার্গ-এ তৈল শোধনের সম্পূর্ণ ভার নিলেন। একটি সুনিয়ন্ত্রিত বিক্রয়-ব্যবস্থাও দাঁড় করান হ'ল। তারপর এল পাইপগুলির নিয়ন্ত্রণ এবং দশ বছরের মধ্যে পেট্রোল শোধন এবং সরবরাহ রকফেলার-এর একচেটিয়া হয়ে উঠল। ১৮৮২-তে স্ট্যান্ডার্ড অয়েল কম্প্যানি সর্বপ্রথম সুবৃহৎ ট্রাস্ট হয়ে দাঁড়াল। ওহায়ো আদালত এটিকে ভেঙ্গে দেওয়ায় নিউ জার্সির উদারতর আইনের প্রশ্রয় ছায়ায় এটি আবার হোল্ডিং কম্প্যানি হিসাবে প্রতিষ্ঠিত হয়ে নিরুপদ্রবে কাজ করতে লাগল। ১৯০০-র আগে পেট্রোল ব্যবসায়িদের সমস্ত হাঙ্গামা দূর ক'রে রকফেলার সেখানে সুব্যবস্থা এনেছিলেন, সমস্ত প্রতিযোগীদের উৎখাত করে-ছিলেন, দাম কমিয়েও অবিশ্বাস্য পরিমাণে অর্থ উপার্জন করেছিলেন এবং দেশের সবচেয়ে বড় একচেটে কারবার প্রতিষ্ঠা করেছিলেন।

এরপর, দ্রুতগতিতে আরও অনেকগুলি সংযুক্ত ও একচেটিয়া কারবার দাঁড়িয়ে উঠল; ১৮৮৪-তে তুলোর বীজে তেলের কারবার, ১৮৮৫-তে মসিনার তেলের কারবার, ১৮৮৭-তে সীসা, হুইস্কি এবং চিনির যৌথ কারবার, ১৮৮৯-তে দেশ-লাইয়ের যুক্ত কারবার, ১৮৯০-এ তামাকের যুক্ত কারবার এবং ১৮৯২-এ রবারের যুক্ত কারবার। জবরদস্ত ব্যবসায়ীরা, রকফেলার ও কার্নেগির পদাঙ্ক অনুসরণ ক'রে, নিজেদের জন্য রাজকীয় সম্পত্তির ব্যবস্থা ক'রে নিলেন। চারজন প্রধান

প্যাক করার কারবারী, বিশেষ ক'রে ফিলিপ ডি. আর্মার এবং গাস্টেভাস এফ. সুইফ্‌ট, একটি মাংসের যুক্তকারবার শুরু করলেন। মন্টানার বাট নামে যে-স্থানটিকে বলা হ'ত "পৃথিবীর সবচেয়ে সমৃদ্ধিশালী পাহাড়" এবং যেখানে ত্রিশ বছরে দুই বিলিয়ন ডলার মূল্যের তামা উঠেছিল, সেখানের এবং এ্যারিজোনার তামার নিয়ন্ত্রণের ভার নিল গাগেনহিম ব্যবসা। ধানকাটার ব্যাপারে প্রাধান্য পেলেন ম্যাক্‌কর্মিকরা এবং যখন সে-প্রাধান্য বজায় রাখা সম্পর্কে আশঙ্কা দেখা গেল তাঁরা একজোট হয়ে ইন্টারন্যাশনাল হার্ভেস্টার কম্প্যানি প্রতিষ্ঠিত ক'রে ওই কারবারে একচেটে অধিকার লাভ করলেন। ডিউক পরিবার তামাকের এক যৌথ কারবার দাঁড় করালেন। রূপো, দিস্তে, নিকেল, রবার, চামড়া, কাচ, নুন, বিস্কুট, সিগার, হুইস্কি, মিঠাই, পেট্রোল, গ্যাস, বিদ্যুৎশক্তি প্রভৃতি ব্যাপারে একই কাহিনীর পুনরাবৃত্তি। ১৯০৪-এ হিসাব নিয়ে দেখা গেল যে ৩১৯টি যৌথ-ব্যবসা, যাদের যুক্ত মূলধনের পরিমাণ সাত বিলিয়ান ডলারের বেশী, সেগুলি আগেকার পাঁচ হাজার তিনশ স্বাধীন ব্যবসাকে গ্রাস করেছে এবং রেলপথ সমেত ১২৭টি জনকল্যানমূলক প্রতিষ্ঠান, যাদের যুক্ত মূলধন তের বিলিয়ন ডলারের বেশী সেগুলি দুহাজার চারশ' ছোটখাট প্রতিষ্ঠানকে অন্তর্ভুক্ত করে নিয়েছে।

এই সব পরিবর্তনের প্রভাব প্রচুরভাবে পড়েছিল সাধারণ ব্যক্তিদের, বিশেষ ক'রে শহরবাসীদের উপর। তারা যাকিছু খেত বা পড়ত, যাকিছু দিয়ে বাড়ি সাজাত, যেসব যন্ত্রপাতি ব্যবহার করত, যেসব পরিবহন ব্যবস্থায় যাতায়াত করত—সমস্তই—কোন না কোন ট্রাস্টের সম্পত্তি। যখন কোন ব্যক্তি প্রাতরাশ করতে বসত সে মাংস খেত বিফ ট্রাস্টের, ডিমসিদ্ধতে যে নুন দিত তা আসত মিশিগান সল্ট ট্রাস্ট থেকে, কফিতে যে চিনি দিত তা আমেরিকান সুগার ট্রাস্টের। খাওয়ার শেষে সে আমেরিকান টোব্যাকো কম্প্যানির সিগার ধরাত ডায়মণ্ড ম্যাচ কম্প্যানির দেশলাই দিয়ে। তারপর সে কাজে বেরুত বাইসিকল ট্রাস্টের বাইসিকল চ'ড়ে, কিংবা একচেটে ট্রাম কম্প্যানির ট্রামে চড়ে, যা ইউনাইটেড স্টেট্‌স স্টিলের রেলপথে গড়িয়ে যাচ্ছে। এটা খুবেই সম্ভব যে একপুরুষ আগের চেয়ে তার খাদ্য আরো ভাল, তার সময়ের পরিবহণ ব্যাবস্থা প্রকৃষ্ঠতর ছিল। সাধারণ ব্যক্তিটি যা বিশেষভাবে লক্ষ্য করত তা ছিল তার গোষ্ঠীর ব্যবসায়িক জীবনের উপর এইসব ট্রাস্টের প্রভাব। স্থানীয় ব্যবসা সব বন্ধ হয়ে গিয়েছিল, কারখানাগুলি হয় বন্ধ হয়ে গিয়েছিল কিংবা কোন বড় কারখানার অন্তর্ভুক্ত হয়েছিল, বন্ধকী দলিলগুলি পূর্বাঞ্চলের ব্যাঙ্ক কিংবা বীমা কম্প্যানিগুলির হাতে দেওয়া হয়েছিল, এবং যেসব প্রতিবেশীরা পরস্পরের জন্য না ক'রে দূরের কোন বড় কম্প্যানির জন্য শ্রম করত, যে পরিকল্পনার উপর তাদের কোন হাত ছিল না তার তারই নিয়ন্ত্রণাধীণ হয়ে থাকত।

কেবলমাত্র খনি ও উৎপাদন শিল্পেই এই সংযুক্তিকরণ সীমাবদ্ধ থাকেনি। বৃহৎ সংযুক্তির নমুনা 'ওয়েস্টার্ন ইউনিয়নে'র পরেই এসেছিল 'বেল্ টেলিফোন সিস্টেম' এবং তারপরেই বিরাট 'আমেরিকান টেলিফোন এ্যান্ড টেলিগ্রাফ'। বৃদ্ধ কমোডোর ভ্যান্ডারবিল্ট অনেক আগেই বুঝতে পেরেছিলেন যে ভালভাবে রেল চালাতে হ'লে রেলপথগুলির একত্রীকরণ প্রয়োজন এবং ১৮৬০-এর পর নিউ ইয়র্ক থেকে বাফেলো পর্যন্ত তের-চোদ্দটি রেলপথকে এক নিয়ন্ত্রণাধীনে এনেছিলেন। এরপর দশবছরে তিনি শিকাগো ও ডেট্রয়েট যাবার রেলপথগুলি আয়ত্ব করেছিলেন এবং এইভাবে 'নিউ ইয়র্ক সেন্ট্রাল সিস্টেম'-এর জন্ম হয়েছিল। আরও অনেক সংযুক্তিকরণ আরম্ভ হয়ে গিয়েছিল এবং অনতিবিলম্বে জাতির সমস্ত রেলপথগুলি 'ট্রাঙ্ক লাইন' কিংবা 'সিস্টেম'-এ পরিণত হয়েছিল যেগুলিকে নিয়ন্ত্রণ করতেন ভ্যান্ডারবিল্ট, গুল্ড, হ্যারিম্যান, হিল এবং দুই ব্যাঙ্ক মালিক মর্গ্যান ও বেলমন্ট। ই. এইচ. হ্যারিম্যান 'ইলিয়ন সেন্ট্রাল,' 'ইউনিয়ন প্যাসিফিক' এবং "সাদার্ন প্যাসিফিক' ও আরো আধডজন রেলপথকে একত্রিত ক'রে সমগ্র দেশের সব রেল-পথগুলিকে একই নিয়ন্ত্রণের অধীনে আনবার স্বপ্ন দেখেছিলেন। জে. পি. মর্গান নামে ব্যাঙ্ক-মালিকই সে-স্বপ্নকে প্রায় সফল করেছিলেন।

সংযুক্তিকরণ প্রক্রিয়ার চরম এবং বোধহয় সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ পরিণতির দৃষ্টান্ত মর্গান ব্যাঙ্ক-এর অভ্যুত্থান—অর্থাৎ "মানি ট্রাস্ট" বা অর্থ-সংযুক্তি। জুনিয়াস স্পেনসার মর্গান অনেকদিন ধরেই ইংল্যান্ডের অর্থনিয়োগকারীদের কাছে ঋণপত্র বিক্রি করছিলেন, ১৮৬৪-তে তিনি তাঁর ব্যাঙ্কের আমেরিকা শাখায় তাঁর ছেলে জে. পিয়ারপন্ট মর্গানকে বসালেন। কয়েক বছর পরে ছোট মর্গান ফিলাডেলফিয়ায় পুরণো ড্রেক্সেল ব্যাঙ্কের অংশীদার হলেন এবং ১৮৭৩-এ ড্রেক্সেল মর্গান এ্যান্ড কম্প্যানি জে. কুক-এর সহযোগিতায় প্রায় এক বিলিয়ন জাতীয় ঋণপত্র কিনে নিতে সমর্থ হলেন। সেই বছরেই জে কুক-এর পতন হওয়ায় মর্গান ব্যাঙ্ক হ'ল একচ্ছত্র এবং কয়েক বছর পরে সেটি নিউ ইয়র্ক সেন্ট্রালের প্রচুর শেয়ার বিদেশে বিক্রি ক'রে সুনাম অর্জন করল। নিউ ইয়র্ক সেন্ট্রালের সঙ্গে এই যোগাযোগ পরবর্তী বিশ বছর ধ'রে ব্যাঙ্কের প্রচুর কাজকর্মের সূচনা করল।

১৮৮০-র পর দশবছর ধ'রে মর্গান রেলপথগুলিকে নতুন ভাবে সংগঠিত করলেন এবং এই গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রে নিজের প্রভাব বিস্তৃত করলেন। ১৮৯৩-এর লোকদের অমূলক আশঙ্কার ফলে এইসব রেলপথের অর্ধেক রিসিভারদের হাতে চ'লে গিয়েছিল এবং রেলের লোকেরা বিপন্মুক্তির জন্য 'জুপিটার' মর্গানের কাছে ধর্ণা দিয়েছিল। ব্যাপারটা লাভজনক হবে এবং তাতে বিদেশে বিক্রি করা শেয়ার-গুলির গুরুত্ব বাড়বে ভেবে মর্গান রাজী হলেন। ত্রাসের মেঘ কেটে গেলে দেখা

গেল যে মর্গানের হাতে বারটি বড় বড় রেলপথ—নিউ ইয়র্ক সেন্ট্রাল, দি সাদার্ন, দি চেসাপিক এ্যান্ড ওহায়ো, দি স্যান্টা ফে, দি রক আইল্যান্ড এবং আরো অনেকগুলি।

ইতিমধ্যে অন্যান্য ক্ষেত্রেও মর্গানের প্রভাব ছড়িয়ে পড়েছে এবং বিংশ শতাব্দীর প্রথম দশকে এমন একটি বড় ব্যবসা ছিল না বললেই চলে যা মর্গানের প্রভাব-প্রতিপত্তির বাইরে ছিল। মর্গান 'ফেডারল স্টিল কম্প্যানির' সব মূলধন দিয়েছিলেন এবং তাঁরই বৃহৎ প্রচেষ্টায় 'ইউনাইটেড স্টেট স্টিল' জন্মগ্রহণ করেছিল। পরস্পরের সঙ্গে বিবদমান চাষের যন্ত্র উৎপাদকদের তিনি একত্রিত ক'রে 'ইনটারন্যাশনাল হার্ভেস্টার কম্প্যানি'কে জন্ম দিয়েছিলেন। ভাগ্যহীন 'ইনটারন্যাশনাল মার্কান্টাইল মেরিন কম্প্যানি'র মারফৎ তিনি আমেরিকায় জাহাজী কারবার সংগঠিত করে-ছিলেন এবং 'জেনারল ইলেকট্রিক', 'আমেরিকান টেলিফোন এ্যান্ড টেলিগ্রাফ', 'নিউ ইয়র্ক র‍্যাপিড ট্র্যান্জিট কম্প্যানি' এবং আরো এক ডজন জনকল্যানমূলক প্রতিষ্ঠানে অর্থ নিয়োগ করেছিলেন। ১৯১২-তে কংগ্রেসের এক কমিটি অনুসন্ধান ক'রে দেখল যে মর্গানের অধীনস্থ ব্যাঙ্কগুলির ও উইলিয়াম রকফেলারের হাতে রেলপথ, জলপথ, জনকল্যান প্রতিষ্ঠান, ব্যাঙ্ক, এক্সপ্রেস কম্প্যানি, কয়লা, তামা, লোহা, ইস্পাত, বীমা প্রভৃতি তিনশ একচল্লিশটি ব্যাপারের সম্পূর্ণ কর্তৃত্ব রয়েছে, যেগুলির সম্মিলিত মূলধনের পরিমান বাইশ বিলিয়ন ডলার। উড্রো উইলসন বলেছিলেন, "এদেশের সবচেয়ে বড় একচেটে কারবার হচ্ছে টাকার একচেটে কারবার।"

এইসব সংযুক্তি আর ট্রাস্টের আসল তাৎপর্য কি ছিল? এর ভিতর দিয়ে এমন একদল অদৃশ্য মালিকের সৃষ্টি হয়েছিল যার দৃষ্টান্ত এযাবৎ ইতিহাসে বিরল ছিল—কয়লা, তামা, লোহা, কাঠ, রেলপথ প্রভৃতির বিরাট সব সম্পত্তি যেগুলির মালিকানা এবং নিয়ন্ত্রণ ছিল নিউ ইয়র্কের কয়েকটি কর্পোরেশনের হাতে। লক্ষ লক্ষ লোকের ভাগ্য নিয়ন্ত্রণের যে-ক্ষমতা মাত্র কয়েকজনের হাতে এসে পড়ল, তা আগেকার অনেক রাজার হাতেও ছিল না। সমগ্র জাতির অর্থনৈতিক অবস্থায় নিয়ন্ত্রণ এল একটি স্বল্পায়তন শ্রেণীর হাতে এবং তার দ্বারা পুরাতনের স্থানে নূতন এক শ্রেণীবিভাগ হ'ল। পরিচালনা এবং মালিকানা ভিন্ন হয়ে গেল, মালিকানা রইল হাজার হাজার শেয়ার-মালিকের হাতে, যাদের দায়িত্বজ্ঞান ছিল খুবই কম এবং যারা তাদের কম্প্যানির অর্থ এবং শ্রম সংক্রান্ত মতলবের বিশেষ কিছুই জানত না। এক এক হাতে এত বেশী মূলধন জমল যে তারা রাষ্ট্রের কেন্দ্রের আইন সভাগুলিকে নির্দেশ দেবার মতো এবং স্বরাষ্ট্র ও পররাষ্ট্রবিষয়ক মতলব নিয়ন্ত্রণ করাবার মতো ক্ষমতা অর্জন করল। একথা নিশ্চয় যে এতে হিংস্র প্রতিযোগিতা দূর হয়েছিল, কার্যদক্ষতা বেড়েছিল, উন্নতির এবং নানা পরীক্ষানিরীক্ষার জন্য আর্থিক সুবিধা পাওয়া গেছল এবং প্রচুর উৎপাদন ও মূল্যহ্রাসের ব্যবস্থা হয়েছিল—

কিন্তু সমাজ এর জন্য যথেষ্ট পরিমাণে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল।

রঙ্গমঞ্চে সরকারের প্রবেশ। এ্যান্ড্রু কার্নেগি এসমস্তের নামকরণ করেছিলেন, "গণতন্ত্রের জয়যাত্রা;" অন্য সকলে এব্যবস্থাকে জয়যাত্রা বলতে রাজী ছিল, কিন্তু এর মধ্যে গণতন্ত্রের অবস্থিতি সম্পর্কে সন্দেহ প্রকাশ করল। বস্তুতঃ যখন তারা চারপাশে তাকিয়ে দেখল যে ব্যবসা, প্রকৃতির সম্পদ, রেলপথ এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় প্রতিষ্ঠান সমাজের পরিবর্তে মাত্র কয়েকজনের সুবিধার জন্য নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে তখন গণতন্ত্রের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে তারা সন্দিহান হয়ে উঠল। যখন দেখা গেল রেল কম্প্যানিগুলি সব বিস্তৃত জমি দখল ক'রে নিচ্ছে অথচ সাংঘাতিক ভাড়া বাড়াচ্ছে, প্রতিযোগীদের উৎখাত করবার জন্য রকফেলার ও কার্নেগি অবৈধ উপায় অবলম্বন করছেন, বড় বড় কম্প্যানিগুলি হিংস্র শক্তি দিয়ে শ্রমিকদের দমন করছে, বিজ্ঞান ও আবিষ্কারের মারফৎ যাকিছু লাভ তা ট্রাস্টগুলি আত্মসাৎ করছে, কম্প্যানি-গুলির প্রতিনিধিরা আড়ালে-আবডালে থেকে রাষ্ট্র আইনসভাগুলিকে দিয়ে সুবিধাজনক আইন পাশ করিয়ে নিচ্ছে, এবং ট্যাক্স আর আইন ফাঁকি দেবার ব্যবস্থা করছে কম্প্যানিগুলির উকিলেরা, তখন চারপাশে আতঙ্ক ও তিক্ততার সৃষ্টি হ'ল।

সাধারণ আইনে অনেক দিন থেকেই একচেটিয়া কারবার বেআইনী ছিল এবং বহু রাষ্ট্রের সংবিধানে একচেটিয়া কারবার চালান নিষিদ্ধ ছিল। কিন্তু এইসব বিধিনিষেধ প্রায় একেবারেই কাজে লাগেনি। ১৮৮০-র পর অনেক রাষ্ট্র এই বিষয়ে আরো কড়া আইন তৈরি করেছিল এবং কয়েকটি রাষ্ট্র কুখ্যাত ট্রাস্টগুলিকে ভেঙে দিতেও দ্বিধাবোধ করেনি। কিন্তু এক রাষ্ট্রে ভেঙে দিলেও একটি ট্রাস্ট অন্যরাষ্ট্রে গিয়ে সংগঠিত হ'তে পারত, যেখানে আইন বেশী সদয় এবং আইনের নিয়োগে শৈথিল্য রয়েছে এবং সেখানে তারা আগের মতোই ব্যবসা চালাতে পারত। বোঝা গেল রাষ্ট্রের দ্বারা হবে না, এ ব্যাপারটিকে সামলাতে হবে কেন্দ্রীয় সরকারকে।

১৮৭৬-এ প্রেসিডেন্ট পদপ্রার্থী লক্ষপতি দার্শনিক পিটার কুপার সাবধান-বাণী উচ্চারণ করেছিলেন, "আমাদের স্বাধীন প্রতিষ্ঠানে যে বিপদ ঘনিয়ে এসেছে তা বিদ্রোহের সময়ের চেয়ে সামান্য কিছু কম, এই যা। এই দেশে দ্রুত গ'ড়ে উঠছে এমন একটা টাকার আভিজাত্য, দেশের সমৃদ্ধির পক্ষে যা একটা অভিশাপ।" ১৮৮০-র কাছাকাছি দেশের সমৃদ্ধি ফিরে আসাতে উত্তেজনা প্রশমিত হ'ল কিন্তু ১৮৮০-র পর থেকে দেশ আবার ট্রাস্ট সম্পর্কে সচেতন হয়ে উঠল। ১৮৮৪-তে একটি একচেটিয়া-বিরোধী দলকে দেখা গেল, কিন্তু ডেমক্র্যাটদের ক্ষমতায় ফিরে আসার সম্ভাবনায়, এই দল সামান্যই ভোট পেল। আর চার বছরে আধ ডজন বড় বড় ট্রাস্ট গঠিত হওয়ায় দেশ বিপদাশঙ্কায় চকিত হয়ে উঠল। প্রেসিডেন্ট

ক্লেভল্যান্ড কংগ্রেসে বললেন, "যে-সব ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানের সুসংযতভাবে আইনানুবর্তী হয়ে জনগণের সেবক হওয়া উচিত, তারা ক্রমশঃ জনসাধারণের প্রভু হয়ে উঠছে।" দুটি প্রধান দলই প্রচার করল যে তারা যেকোন প্রকার একচেটে কারবারের বিপক্ষে।

এই আন্দোলনের প্রথম প্রত্যক্ষ ফল হ'ল রেলপথগুলির নিয়ন্ত্রণ। ১৮৭০-এ বিক্ষুব্ধ চাষীরা রেলপথের একচেটে কারবারের বিরুদ্ধে এই বলে অভিযোগ করল যে সেটি তাদের কাছ থেকে অতিরিক্ত ভাড়া নিচ্ছে, ঠিক মতো কাজ দিচ্ছেনা, অথচ নিজেদের লাভের জন্য লক্ষ লক্ষ একর জমি দখল ক'রে ব'সে আছে। গ্র্যাঞ্জের মতো কৃষি-প্রতিষ্ঠানের অনুরোধে মধ্য পশ্চিমের রাষ্ট্রগুলি কতকগুলি আইন ক'রে রেলের ভাড়া বেঁধে দিল, অনুগৃহীত মালপ্রেরকদের জন্য ভাড়া কমান বন্ধ ক'রে দিল, আর বন্ধ করল বিনামাশুলের পাস। রেলপথগুলি এইসব আইনের প্রতিবাদ করল এই কারণ দেখিয়ে যে আদালতের বাইরে এগুলি তাদের সম্পত্তি থেকে তাঁদের বঞ্চিত করছে এবং আন্তঃরাষ্ট্র কারবারের নিয়ন্ত্রণের যে-ভার কংগ্রেসের, এই আইনগুলি তা ভঙ্গ করছে।

১৮৭৬-এ কতকগুলি উল্লেখযোগ্য রায়ের দ্বারা, বিশেষ ক'রে 'মান বনাম ইলিনয়' মামলার রায়ে, আদালতগুলি রাষ্ট্র আইনগুলিকে প্রতিষ্ঠিত করল এই যুক্তিতে যে যেসব সম্পত্তির সঙ্গে 'জনসাধারণের স্বার্থ সংশ্লিষ্ট' কিংবা যা জনসাধারণের কাজে লাগে, সেগুলি সরকারী নিয়ন্ত্রণাধীন। কিন্তু রাষ্ট্র কর্তৃক কেন্দ্রের ব্যাপারে হস্তক্ষেপ সম্পর্কে আদালতের রায় খুব প্রাঞ্জল হয়নি। পরবর্তী রায়গুলি অবশ্য পরিস্কার ভাবে বুঝিয়ে দিয়েছিল যে রাষ্ট্রগুলি স্থানীয় ব্যবসার নিয়ন্ত্রণ করতে পারলেও আন্তঃরাষ্ট্র ব্যাপারে তাদের হস্তক্ষেপের অধিকার নেই। তার সম্পূর্ণ ভার জাতীয় সরকারের উপর। বেশির ভাগ ব্যবসা রাষ্ট্রগুলির পরস্পরের মধ্যে হওয়ায় এইসব রায় অনুসারে এই ব্যাপারটা সম্পূর্ণভাবে কংগ্রেসের হাতেই চ'লে গেল।

ফলে ১৮৮৭-তে কংগ্রেস আন্তঃরাষ্ট্র ব্যবসা আইন তৈরি করল। রেলপথগুলিকে ভাড়া নিয়ে পরস্পরের সঙ্গে প্রতিযোগিতা থেকে বাঁচবার জন্য এবং জনসাধারণকে রক্ষা করবার জন্য যৌথ অর্থনিয়োগ, বিশেষ ক্ষেত্রে ভাড়া কমান এবং বিশেষ সুবিধার ব্যবস্থা করা এই আইন বারণ করল এবং চাইল যে সমস্ত ভাড়াই হবে ন্যায় ও যুক্তিসঙ্গত। এই সব অস্পষ্ট বিধি-নিষেধের চেয়ে আরো বাস্তব পন্থা হ'ল একটি আন্তঃরাষ্ট্র ব্যবসায় কমিসন নিয়োগ, যেটি এই আইনের প্রয়োগের প্রতি দৃষ্টি রাখবে। এইটিই হ'ল কতকগুলি প্রশাসনিক সমিতির প্রথম, যা গুরুত্বে সরকারের চতুর্থ বিভাগ হয়ে উঠবে। এই আইনটি অনেক দিন ভাল-

ভাবে কার্যকরী হ'তে পারেনি, কিন্তু আদালত ও কমিসনের দ্বারা বিশেষভাবে প্রযুক্ত হয়ে ১৯০৩-এর এলকিন এ্যাক্ট ও ১৯০৬-এর হেপ্‌বার্ণ এ্যাক্ট যথাসময়ে রেলপথের দুর্নীতি দূর করতে এবং ভাড়া ও কাজ সুনিয়ন্ত্রিত করতে সমর্থ হয়েছিল।

রেলের চেয়ে ট্রাস্টগুলিকে নিয়ন্ত্রণ করা আরো কঠিন কাজ ছিল। তা ব্যবসার ক্ষেত্র বিস্তৃত ও জটিল ব'লে নয়, তার আসল কারণ আমেরিকানদের নিজেদের মনেই বিভ্রান্তি। বড় ব্যবসাকে আমেরিকানরা ভয় করত, কিন্তু শ্রদ্ধাও করত। একচেটে ব্যবসার বিপদ থেকে নিজেদের রক্ষা করতেও যেমন চাইত, প্রচুর উৎপাদনের সুযোগ নিতেও চাইত। ব্যবসার সরকারী নিয়ন্ত্রণেও যেমন বিশ্বাসী ছিল, কিন্তু ব্যক্তিগত প্রচেষ্টাকে মূল্য দিতেও সমান ভাবে উৎসাহী ছিল। তারা ট্রাস্টগুলিকে তুলে দিতে চায়নি, সেগুলির সংশোধন চেয়েছিল। ট্রাস্ট সম্পর্কে তাঁর বাণীতে প্রেসিডেন্ট থিয়োডোর রুজভেল্ট যেমন বলেছিলেন,

> "এই সব ব্যবসা প্রতিষ্ঠানগুলিকে তুলে দেওয়া আমাদের উদ্দেশ্য নয়; এই সংযুক্তিগুলি আধুনিক উৎপাদনশিল্পের অত্যাবশ্যক অংশ......আমরা প্রতিষ্ঠানগুলিকে আক্রমণ করছি না, বরং সেগুলির মধ্যে যেসব দোষত্রুটি পড়েছে, সেগুলির সংশোধন করতে চেষ্টা করছি।"

তাঁর এই উভয় সংকটে জাতীয় হাস্যরসিক ফিনলে পিটার ডান ঠাট্টা ক'রে বলেছিল, "যেসব ব্যক্তি আমাদের প্রিয় দেশটির অগ্রগমনে উৎসাহী হয়ে এতদূর সাহায্য করেছিল, ট্রাস্টগুলি তাদেরই তৈরী বীভৎস দৈত্যবিশেষ। একদিকে যেমন আমি তাদের পায়ের তলায় নিস্পেষিত করতে চাই, অন্যদিকে তেমনি একথা ভাবতে চাই যে কাজটা অত তাড়াহুড়ো ক'রে না করলেও চলে।"

এইটাই ছিল তখন জাতির ভাবভঙ্গি—অত দ্রুত নয়। একথা নিশ্চিত যে কংগ্রেস দ্রুত অগ্রসর হয়নি। যখন দেখা গেল ট্রাস্টের ব্যাপারে রাষ্ট্রদের করবার বিশেষ কিছু নেই, কংগ্রেসকে তখন বাধ্য হয়ে এগিয়ে আসতে হ'ল। ১৮৯০-এর শারম্যান ট্রাস্ট বিরোধী এ্যাক্ট অনুযায়ী সমস্ত কন্ট্রাক্ট, সংযুক্তি, ব্যবসা নিয়ন্ত্রণ করার যা কিছু মতলব, এবং সমস্ত একচেটে কারবার বেআইনী বলে ঘোষণা করা হ'ল। এটা প্রায় সকলেই ধ'রে নিয়েছিল যে যে এই আইন 'স্ট্যাণ্ডার্ড অয়েলের' এবং হুইস্কি ও চিনি ট্রাস্টের বিরুদ্ধে সরকারকে সাহায্য করবে। কিন্তু দুর্বল ভাবে হলেও, সরকার যখনই কোন একচেটে কারবার বন্ধ করবার চেষ্টা করেছে, তখনই আদালতগুলি এইসব কারবারকে রক্ষা করেছে এবং তারা তারপর ভালো ভাবেই

ব্যবসা চালিয়ে নিয়ে গেছে। ডান লিখেছিলেন, "সাধারণ মানুষের কাছে যা পাথরের পাঁচিল, একজন উকিলের পক্ষে তা-ই বিজয়-তোরণ।" এই পরাজয় এমনিই লক্ষনীয় হয়েছিল যে শারম্যান আইনের দশবছর পরে কতকগুলি শ্রেষ্ঠতম ও নিকৃষ্টতম ট্রাস্ট জন্মগ্রহণ করেছে।

'ইউনাইটেড স্টেট্স স্টিল' সংগঠিত হবার পর বিরক্ত জনসাধারণ ক্ষেপে উঠল। কাগজে, কাগজে তীব্র সমালোচনা বেরুতে লাগল। আইডা টারবেলের "হিস্ট্রি অব স্ট্যাণ্ডার্ড অয়েল কোম্পানি" এবং রাসেলের "ডি গ্রেটেস্ট ট্রাস্ট ইন দি ওয়ালর্ড" (মাংসের ট্রাস্ট) বইগুলির বহু সহস্র কপি বিক্রি হয়ে গেল। বৃহৎ ব্যবসায়ের অন্যায় অবিচারগুলির বিরুদ্ধে লেখায় ম্যাক্‌ক্লুরে, এভারিবডিজ, এবং কলিয়ার প্রভৃতি নতুন জনপ্রিয় পত্রিকাগুলির পাতা ভর্তি হয়ে গেল; পরে সেসব কাহিনী পুরনো কাগজগুলিতেও প্রকাশিত হ'তে লাগল। সমালোচনা এত তীব্র ও বিস্তৃত হয়েছিল যে শতাব্দীর প্রথম দশককে 'ঝগড়ার যুগ' বলা হয়েছে।

ট্রাস্টগুলির বিরুদ্ধে আইন আরো কঠোরভাবে প্রয়োগের জন্য গণদাবি আর উপেক্ষা করার উপায় রইল না এবং থিয়োডোর রুজভেল্ট খুব আগ্রহের সঙ্গে সেকাজে ঝাঁপিয়ে পড়লেন। তিনি বললেন, "ট্রাস্টগুলির বিরুদ্ধে আইনগুলি অবশ্যই নিয়োগ করা হবে এবং যখন কোন মামলা আরম্ভ করা হবে, সরকারী জয়লাভ ছাড়া আর অন্য কোন ভিত্তিতে তা মেটান হবে না।' ব্যবসায়ী মহলকে স্তম্ভিত ক'রে দিয়ে প্রেসিডেন্ট তাঁর এ্যাটর্নি জেনারলকে আদেশ দিলেন মিসিসিপির রেলপথটির সংযুক্তিকরণ ভেঙে দিতে; এই যৌথ কারবারের পিছনে ছিলেন রেলপথের তিন সর্বশ্রেষ্ঠ ব্যক্তি—মার্গান, হ্যারিম্যান আর হিল। নর্দার্ন সিকিওরিটিজ কম্প্যানি মামলায় প্রেসিডেন্ট জয়যুক্ত হলেন। মাংস প্যাক করার ট্রাস্টের বিরুদ্ধেও অবিলম্বে ব্যবস্থা অবলম্বন করা হ'ল; তারপর তামাক আর পেট্রোল ট্রাস্টের বিরুদ্ধে। প্রত্যেকটাতেই সরকার জয়লাভ করল।

এই জয়লাভগুলি চমকের সৃষ্টি করলেও খুব বাস্তব ভাবে কার্যকরী হয়নি। এই ট্রাস্টগুলি ভেঙে যাবার পর অংশগুলি নিজেদের সংযুক্ত স্বার্থ রক্ষা করবার অন্য পন্থা খুঁজে বের করেছিল। প্রতিষ্ঠানগুলির বেআইনী কার্যকলাপ জনসমাজে প্রচারের ব্যবস্থা করবার জন্য 'ব্যুরো অব কর্পোরেশন' প্রতিষ্ঠিত করা ছাড়া রুজভেল্ট আর বিশেষ কিছু করবার সুযোগ পাননি। আদালতে সাফল্য লাভ করা এবং প্রচুর অর্থের ক্ষতিকারক মালিকদের প্রকাশ্যে গালাগাল দেওয়া সত্ত্বেও, তাঁর কার্যভার গ্রহণ করার সময়ের চেয়ে তাঁর কার্যভার ত্যাগ করবার সময় ট্রাস্টগুলি বেশী শক্তিশালী ছিল। মনে হয় রকফেলার সত্য কথাই বলেছিলেন, "ব্যবসায়িক সংযুক্তি এখন থাকবে, ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য চিরকালের জন্য চলে গেছে।"

চতুর্দশ অধ্যায়

শ্রমিক এবং দেশান্তর গমন

শ্রমিক এবং তার নিয়োগ। প্রাকৃতিক সম্পদকে কাজে লাগান, উৎপাদন-শিল্পে যন্ত্রের আধিপত্য, একচেটিয়া ব্যবস্থার প্রসার প্রভৃতির জন্য মাত্র কয়েকজন ভাগ্যবান এবং বেশ কিছু সংখ্যক বুদ্ধিমান অর্থনিয়োগকারীদের হাতে নিয়মিতভাবে প্রচুর অর্থ এসেছিল। কিন্তু যে-শ্রমিকেরা নিয়মিত একঘেয়ে কাজ ক'রে যেত তারা সেই লাভের বিশেষ কিছুই পায়নি। বৃহৎ কারবারের ক্রমোন্নতিতে শ্রমিকরা গুরুত্বপূর্ণ অংশই গ্রহণ করেছিল, কিন্তু লাভের অংশ ভাগ-বাঁটোয়ারার সময় তাদের বাদ দেওয়া হয়েছিল। যখন সামাজিক পুরস্কারগুলি বিতরণ করা হচ্ছিল, তখনও তাদের বাদ দেওয়া হয়েছিল। পথের 'সর্বজনব্যবহৃত দিকটায়' শ্রমিকদের কদাচিৎ দেখা যেত। গ্রামের ক্লাবগুলিতে সদস্য হবার জন্য কখনই তাদের ডাকা হ'ত না; কলেজ আর বিশ্ববিদ্যালয়গুলির কর্তৃপক্ষ প্রতিবছর যে মূলধনওয়ালাদের সম্মানসূচক ডিগ্রিগুলো দিতেন, শ্রমিক-নেতারা তা থেকে বাদ পড়তেন। সম্পদের নব সূত্র আবিষ্কারের ফলে তার বিস্তৃত বিতরণের প্রয়োজন ছিল; কিন্তু সে-পন্থা এসেছিল অনেক পরে। শ্রম লাঘবের যন্ত্রপাতির নিয়োগের ফলে শ্রমের সময় কম হওয়া উচিত ছিল, কিন্তু তা বহুদিন কল্পনার স্বর্গ হয়েই রইল। বিজ্ঞানের উচিত ছিল শ্রমিকদের জন্য নিরাপদ এবং সুখকর পরিবেশ সৃষ্টি করা। কিন্তু তাদের বেশির ভাগই কাজ ক'রে যেতে লাগল গরম, কোলাহলপূর্ণ এবং আলোবাতাসহীন কারখানাগুলোতে, কিংবা বিপদের দ্বারা পরিবেষ্টিত হয়ে খনিগুলিতে; আকস্মিক দুর্ঘটনা এবং অসুখের জন্য অর্থ সাহায্যের পরিমাণ প্রতি বছর সাংঘাতিক রকম বেড়ে যেতে লাগল। বড় বড় শহরের বস্তিতে ভিড় ক'রে থেকে, সর্বদা দুশ্চিন্তা ও বেকারত্বের সম্মুখীন হয়ে, বিদেশ থেকে বা দাক্ষিণাঞ্চল থেকে যেসব আনাড়ীরা আসত, তাদের সঙ্গে প্রতিনিয়ত প্রতিযোগিতা ক'রে ক'রে তাদের যা অবস্থা দাঁড়িয়েছিল তা ঈর্ষা করবার মতো কিছু নয়। এ-অবস্থার উন্নতিবিধান করাও তাদের পক্ষে সহজ হয়নি। শ্রমিক প্রতিষ্ঠান এবং

ধর্মঘটকে সকলে সন্দেহের চোখে দেখত এবং রাষ্ট্রীয় ও কেন্দ্রীয় আইনসভাগুলিতে তাদের প্রতিনিধি ছিল অতি অল্পসংখ্যক।

আসলে যেসব উন্নয়নমূলক ব্যবস্থা শিল্পকেন্দ্রিক আমেরিকার অগ্রগতিতে সাহায্য করেছে, সেগুলি শ্রমিকদের পক্ষে ক্ষতিকারকই হয়েছে। সেগুলির মধ্যে দুটির বিষয় আমরা সংক্ষেপে বলতে পারি : একটি হ'ল শ্রমশিল্পকে যান্ত্রিক ক'রে তোলা; অপরটি যৌথ কারবার প্রতিষ্ঠানের অভ্যুত্থান। মোটের উপর উৎপাদন-শিল্প যন্ত্রচালিত হওয়ায় শ্রমিকদের মান অনেক ক'মে গেল। বহু দুঃখকষ্টে শ্রমিকরা যে-দক্ষতা অর্জন করেছিল, তখন আর তার সেই আগেকার মূল্য রইল না, কারণ সুনিপুণ কারিগর যেসব দ্রব্য তৈরি করত, তখন যন্ত্র সেগুলি আরো ভাল ভাবে, আরো কম খরচে এবং আরো দ্রুতভাবে তৈরি করতে পারত। শিল্পের সৃষ্টিমূলক প্রেরণা লোপ পাওয়ায় শ্রমিকরা হয়ে দাঁড়াল যান্ত্রিক প্রক্রিয়ার অংশ-বিশেষ—সব কিছুই স্বয়ংক্রিয়ভাবে প্রতি মিনিটে এমন একঘেয়ে কাজ ক'রে যাচ্ছিল যা নির্জীব আর নিস্তেজ ক'রে দেয়। 'দি জাঙ্গল' পুস্তকে আপটন সিনক্লেয়ার এই অবস্থাটির এইভাবে বর্ণনা দিয়েছেন :

> শস্য কাটবার যন্ত্রটির একশ অংশের প্রত্যেকটি অংশ আলাদা ভাবে তৈরি এব কখনো কখনো সেগুলিকে চালাত শতশত লোক। জার্গিস যেখানে কাজ করা সেখানে একটি যন্ত্র ছিল যা দুই বর্গইঞ্চি মাপের ইস্পাতের টুকরো কেটে সেগুলিতে ছাপ দিয়ে দিত; সেগুলি দ্রুত এসে জমা হ'ত একটি ট্রের উপর মানুষের হাতের কাজ ছিল এগুলিকে সারিবদ্ধ ক'রে সাজিয়ে রাখা এবং মাঝে মাঝে ট্রেগুলি বদলে দেওয়া। একাজ করত একজন বালক, যে দুই চক্ষু এব মন এই প্রক্রিয়ার উপর একত্র ক'রে দাঁড়িয়ে থাকত, তার আঙ্গুল এত ক্ষিপ্র গতিতে চলত যে ইস্পাতের খন্ডগুলি পরস্পরের গায়ে আঘাত ক'রে যে-শব্দ করত তা রাত্রে চলন্ত এক্সপ্রেস ট্রেনে শুয়ে চাকার যে-সঙ্গীত শুনতে পাওয়া যায় তার মতো.........প্রতি দিন হাত দিয়ে এইরকম টুকরো সরাত সে তিরি হাজার, প্রতি বছর নব্বই লক্ষ থেকে এক কোটি—সারা জীবনে যে কত তা ঈশ্বর বলতে পারেন। তার পাশে ব'সে লোকেরা ঘূর্ণায়মান পাথরের চাকির উপর ঝুঁকে প'ড়ে কাটবার যন্ত্রের ইস্পাতের ফলাগুলোতে ধার দিত; ডান হাত দিয়ে সেগুলোকে একটা ঝুড়ি থেকে একটার পর একটা তুলে নিত এবং তারপর ক্রমান্বয়ে এক একটা দিক পাথরের উপর চেপে ধরত; অবশেষে বাঁ হাত দিয়ে সেগুলোকে আর একটা ঝুড়িতে ফেলে দিত। জার্গিসকে ওদেরই একজন বলেছিল যে তের বছর সে তিন হাজার ইস্পাতের ফলায় শান দিয়েছে প্রতিদিন

ব্যবসার জগতে যন্ত্র শ্রমিকদের স্থান অধিকার করবার চেষ্টা করছিল। যন্ত্রের পিছনে প্রচুর অর্থ নিয়োগ করা হ'ত, সেগুলি সপ্তাহে সাতদিনই চব্বিশ ঘণ্টা ধ'রে খাটতে পারত; কাজেই শ্রম-ব্যবস্থায় যন্ত্রের এল আধিপত্য। চুল্লিকে সবসময় জ্বালিয়ে রাখার প্রয়োজনেই আধ শতাব্দী ধ'রে লোহা আর ইস্পাত-শিল্পে দিনে বার ঘণ্টা কাজ করার মেয়াদ বহাল ছিল। তাছাড়া বহু ব্যক্তির বেকারত্বের জন্য যন্ত্রই ছিল মূলতঃ দায়ী। একথা যদিও সত্য যে যন্ত্র যত লোকের কাজ হরণ করেছিল, পরে তার চেয়ে বেশী লোককে কাজ দিয়েছিল, কিন্তু সেই পুরনো লোকগুলিই ত সবসময় এই নতুন কাজগুলি পায়নি এবং কর্মচ্যুত লোকেদের নতুন কাজ খুঁজে নেবার আগে অনেক যন্ত্রণা ভোগ করতে হয়েছে। যন্ত্র-যুগের প্রধান অবদান হয়েছিল বহুলাংশে বেকারত্ব।

নিয়োগকারী হিসাবে বড় বড় ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের অভ্যুত্থানও শ্রমিকদের ক্ষতিকারক হয়েছিল। ছোট ছোট ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে শ্রমিকদের ব্যক্তিগত ঘনিষ্ট সম্পর্ক ছিল। দূরে অবস্থিত নৈর্ব্যক্তিক প্রতিষ্ঠানের চেয়ে স্থানীয় নিয়োগ-কারীদের সঙ্গে শ্রমিকরা সহজেই বেতন প্রভৃতি নিয়ে দরদস্তুর করতে পারত। এই অবস্থাটিকে থিয়োডোর রুজভেল্ট চমৎকার ভাবে প্রকাশ করেছেন :

> "আগেকার সেই সুপরিচিত মালিক-শ্রমিক সম্পর্ক শেষ হয়ে যাচ্ছিল। কয়েক পুরুষ আগে মালিক তাঁর দোকানের প্রত্যেকটি কর্মচারীকে জানতেন; তাদের বিল, টম, ডিক, জন ব'লে ডাকতেন; তাদের স্ত্রী আর পুত্রকন্যাদের খোঁজ খবর নিতেন; তাদের সঙ্গে গল্পগুজব, ঠাট্টাইয়ার্কি চলত। ছোট ছোট প্রতিষ্ঠানে মালিকদের সঙ্গে শ্রমিকদের একটা সৌখ্যপূর্ণ মানবিক সম্পর্ক গ'ড়ে উঠেছিল।
>
> যেসব বড় বড় রেলপথের মালিকরা খনিশিল্পের অধিপতি ছিলেন, তাঁদের খনিতে যে দেড়লক্ষ শ্রমিক কাজ করত এবং তাদের যে পাঁচলক্ষ স্ত্রী ও পুত্রকন্যা তাদের দৈনিক আহারের জন্য এই মালিকদের উপর নির্ভর ক'রে থাকত, তাদের সঙ্গে তাঁদের সেরূপ কোন সম্পর্ক ছিল না।"

সেনেটের এক কমিটির কাছে নিউ ইংল্যাণ্ডের এক মিলের মালিক বলেছিলেন, যারা কাজ করে তাদের সঙ্গে আমি কথা বলি না। তাদের যারা খাটায় তাদের সঙ্গেই যাকিছু কথা বলি।"

যুক্তরাষ্ট্রের পক্ষে বিশেষ আরও কতকগুলি ব্যাপার শ্রমিকদের শুভাশুভের উপর প্রভাব বিস্তার করেছিল। প্রথমটি হ'ল, গৃহযুদ্ধের পর প্রায় এক পুরুষ

কালের মধ্যে সস্তায় ভাল জমি পাওয়া বন্ধ হয়ে যাওয়া। হয়ত একথা বললে অতিশয়োক্তি হবে যে পশ্চিমাঞ্চলে বহু শ্রমিক গিয়ে আশ্রয় পেয়েছে এবং পশ্চিম অঞ্চল অনেক শ্রমিক-বিরোধের অবসান ঘটিয়েছে। কিন্তু একথা দিবালোকের মতোই স্পষ্ট যে দু'তিন পুরুষ ধ'রে গ্রামের, শহরের এবং বিদেশের অতিরিক্ত জনসংখ্যাকে টেনে নিয়ে গেছে এইসব উন্মুক্ত প্রান্তরগুলি। ১৮৫০ থেকে ১৮৭০-এর মধ্যে যে পঞ্চাশ লক্ষ ঔপনিবেশিক এসেছিল তারা যদি দেশের সর্বত্র ছড়িয়ে না প'ড়ে পূর্বাঞ্চলের শহরগুলিতে থাকত, তাহলে শ্রমিকদের অবস্থা আরও বেশী মন্দ হ'ত। চাষের খরচ বাড়ায় এবং ভাল ভাল জমি আর সস্তায় পাওয়া না যাওয়ায় বাড়তি জনসংখ্যা শিল্পাঞ্চলগুলিতেই থেকে গেল। ক্ষেতখামার আর কারখানার কার্যকরী বিকল্প হিসাবে রইল না। শ্রমিকদের আর উপায় থাকল না শিল্প-কেন্দ্রিক সমাজের সমস্যাগুলিকে এড়িয়ে যাবার, সেগুলির সম্মুখীন হ'তে তারা বাধ্য হ'ল।

শিল্পপ্রধান দেশগুলির মধ্যে যুক্তরাষ্ট্রের দ্বিতীয় বিশেষ অবস্থা হয়েছিল স্বনিয়ন্ত্রিত ভাবে ক্রমাগত ঔপনিবেশিকদের সংখ্যাবৃদ্ধি। ১৮৭০ থেকে ১৮১০ এই চল্লিশ বছরে দুকোটির উপর বিদেশী এই দেশে হাজির হয়েছিল। স্ত্রীলোক ও বালক-বালিকাদের মধ্যে অনেকে শ্রম করলেও, তাদের বাদ দিয়ে ব্যাপারটা দাঁড়িয়েছিল এই যে প্রতি বৎসর কয়েকলক্ষ ক'রে নবাগত শ্রমিকদলে যোগ দিয়েছিল; তারা যেকোন বেতনে এবং যেকোন ব্যবস্থায় কারখানা বা খনিতে কাজ করবার জন্য উৎসুক ছিল। উত্তরাঞ্চলের শ্রমিকদের কেবল এই একটিমাত্র প্রতিযোগিতার সম্মুখীন হ'তে হয়নি; শতাব্দীর শেষের দিকে পোল, ইটালীয় ও হাঙ্গেরীয় শ্রমিকদের পাশে দাঁড়িয়ে কাজ করবার জন্য দক্ষিণাঞ্চল থেকে হাজার হাজার কষ্ট-সহিষ্ণু নিগ্রোরা এসে হাজির হ'তে লাগল। বিদেশ থেকে বা দক্ষিণাঞ্চল থেকে আগত প্রত্যেকটি লোকই যে একজন শ্রমিককে তাড়িয়ে তার স্থান অধিকার করেছিল, এমন কথা বলা যায় না। চাহিদার সময় সকলের জন্যই যথেষ্ট পরিমাণ কাজ থাকত এবং নবাগতেরা যত শ্রমিকের কাজ খেয়েছিল, তার সমান সংখ্যক শ্রমিককে উপরে ঠেলে তুলে দিয়েছিল। তবু এই বসতি বিস্তারের ফলে বেতনের হার ক'মে গিয়েছিল, কর্মদক্ষতা ক'মে গিয়েছিল এবং শ্রমিক-সংস্থাগুলি ভেঙ্গে গিয়েছিল

তৃতীয় ব্যবস্থা—যেটিও যুক্তরাষ্ট্রের পক্ষে বিশেষ ভাবে নিজস্ব ছিল—তা হ'ল পাশাপাশি একটি জাতীয় অর্থনীতি এবং একটি যুক্তরাষ্ট্রীয় রাজনীতির অবস্থান কয়লা এবং সুতিশিল্পে, লোহা এবং ইস্পাতের কারখানায়—সমগ্র দেশের সর্বত্রই শ্রমিকসমস্যা ছিল একই প্রকারের; কিন্তু কিছুদিন আগে পর্যন্ত শ্রমের সময় বেতন নির্ধারণের পূর্ণ ক্ষমতা ছিল রাষ্ট্রগুলির হাতে। কাজেই শ্রমিকরা নিজ

ইংল্যাণ্ডের সুতিশিল্পে কিংবা নিউ ইয়র্কের পোশাকের দোকানে সুযোগসুবিধা লাভ করলেও, যে-রাষ্ট্রে আইনের কঠোরতা নেই প্রতিষ্ঠানগুলি সেখানে গেলে, তারা সে সুবিধাগুলি হারাত। নিউ ডিল বা নব-ব্যবস্থা প্রবর্তনের পর অবশ্য এ-সবই অন্য রকম হয়ে যায়। শ্রমশিল্পের সমগ্র ক্ষেত্রে জাতির অধিকার বিস্তার করবার পন্থা যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকার আবিষ্কার করতে পেরেছিল।

সবশেষ আর একটি বিষয় আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণের দাবি রাখে : শ্রম-সংস্থাগুলি সম্পর্কে বহু আমেরিকানের মনে গভীর সন্দেহ এবং শ্রমশিল্পের অন্যান্য ক্ষেত্রের মতো সহানুভূতি নিয়ে শ্রমিকসমস্যার সম্মুখীন হ'তে তাদের অনিচ্ছা। নিউ ইয়র্কের কোন প্রসিদ্ধ বসতিসংস্থার প্রধান লিলিয়ান ওয়াল্ড স্মরণ করেছিলেন যে তাঁর বাল্যকালে শহরের পূর্ব অঞ্চলে শ্রমিক-সংস্থাগুলিকে লোকে তেমনি ভয় করত, যেমন তারা "পরে সোস্যালিষ্টদের অর্থাৎ সমাজতন্ত্রবাদীদের এবং এখন কমিউনিষ্টদের ভয় করে।"

শারম্যানের ব্যবসাতে সংযুক্তিবিরোধী আইনের সবপ্রথম কার্যকরী ভাবে প্রয়োগ করা হয় শ্রমিকদের উপর : এ থেকেই অবস্থাটি স্পষ্ট বুঝতে পারা যায়। কিছুদিন আগে পর্যন্ত বহু আমেরিকান বিশ্বাস করত যে ব্যবসাতে সংযুক্তির মধ্যে যথেষ্ট যুক্তি আছে, কিন্তু তারা শ্রমিকদের দলবদ্ধ হওয়া সুনজরে দেখত না। ব্যবসায়ীদের রাজনীতিক্ষেত্রে নাক গলানটা তারা সহজেই স্বীকার ক'রে নিত, কিন্তু শ্রমিকরা তা করতে গেলেই তাদের মতে সেটা হ'ত আমেরিকানদের জাতীয় চরিত্র-বিরোধী কাজ; তারা শ্রমশিল্পে সরকারী সাহায্য অনুমোদন করত, কিন্তু শ্রমিকদের সাহায্য-দান সরকারের পক্ষে সমাজতান্ত্রিক কাজ কিংবা প্রবল দলের কাছে নতি স্বীকার; মূলধন নিয়োগকারীদের যে একটা স্বাভাবিক আয়ের উপর দাবি আছে একথা তারা স্বীকার ক'রে নিত কিন্তু অনিচ্ছুক মালিকের কাছ থেকে যা আদায় ক'রে নিতে পারত তা ছাড়া যে আর কিছুর উপর শ্রমিকদের অধিকার আছে তা তারা স্বীকার করত না এবং তাদের মতে বেকারত্ব ঘটত ঈশ্বরের অভিরুচিতে। জাতি যখন শ্রমশিল্পের আধুনিক সমস্যাগুলি বুঝতে শিখল, তখন অবশ্য এইসব মতবাদ বদলে গেল, কিন্তু সংগঠনশীল শ্রমিকদের পথ কণ্টকাকীর্ণ করবার জন্য তারা অনেক-দিনই চেষ্টা করেছিল।

তবু শিল্পকেন্দ্রিক যুগের শ্রমিকদের অবস্থা সম্পর্কে একটা অন্ধকার চিত্র আঁকা আমাদের উচিত হবে না। কারণ যারা কাজ করতে চাইত তাদের জন্য সব সময়েই কাজ থাকত এবং তাদের বেতন খুব উপযুক্ত না হ'লেও তাদের পরিবার-গুলির গ্রাসাচ্ছাদনের এবং আশ্রয়ের পক্ষে যথেষ্ট হ'ত। ইউরোপের বহু দেশের মতো আমেরিকাতে শ্রমিকশ্রেণী ব'লে কিছু ছিল না এবং এক কাজ থেকে অন্য

কাজে, এক বেতনভুক দল থেকে অন্য বেতনভুক দলে যাবার সবসময়েই সুযোগ-সুবিধা থাকত। গৃহযুদ্ধের ঠিক পরেই আমেরিকায় একজন ইংরেজ ভ্রমণকারী এবিষয়ে লিখেছিলেন :

> "ইংল্যাণ্ডে তার নিজের শ্রেণীর তুলনায় এদেশের শ্রমিকদের অবস্থা ভিন্ন প্রকৃতির; সঙ্গতি থাকলে সে নিজের চরিত্র সম্পর্কে কারুর সার্টিফিকেট পকেটে না নিয়েও যেখানে ইচ্ছে যেতে পারে। এখানকার সামাজিক নীতিতে এটা খুবই সম্ভব যে কেউ চাকরির দরখাস্ত ক'রে তার নিয়োগকারীর চরিত্রের সার্টিফিকেট দেখতে চাইতে পারে, যেমন তিনিও তা পারেন। এদিক দিয়ে জ্যাক তার প্রভুর সমকক্ষ......। জমিদারিপ্রথার হাঙ্গামা এবং শ্রেণীবিভাগের বাধার মধ্য দিয়ে না গিয়েই এদেশ বিরাট জাতীয় সাফল্যলাভের দুর্লভ সুযোগ পেয়েছে।"

অতি অবশ্যই এ-অবস্থার পরিবর্তন হয়েছিল : কালক্রমে শ্রমিকদের চরিত্রের সার্টিফিকেট পকেটে নিয়েই ঘোরাফেরা করতে হ'ত এবং দুস্কৃতিকারীদের তালিকায় নাম থাকার দরুণ অনেক আন্দোলনকারীই চাকরি লাভ করা থেকে বঞ্চিত হয়েছে। কিন্তু বিংশ শতাব্দীতেও কোন ভ্রমনকারী যুক্তরাষ্ট্রে সুস্পষ্ট শ্রেণীবিভাগ দেখতে পাবেন না। অবৈতনিক শিক্ষার সাহায্যে শ্রমিকদের সন্তানেরা ব্যবসাতে এবং বিভিন্ন পেশায় নিজেদের উন্নতি সাধন করতে পেরেছে এবং উপযুক্ত পরিমাণে উত্তেজিত হ'লে ভোটাধিকারের বলে শ্রমিকরা আইনসভার সদস্যদের বাধ্য করতে পেরেছে সদয় শ্রম-আইন প্রস্তুত করতে।

দলবদ্ধতাতেই শক্তি। ব্যবসা জগতের সংগঠনের তাৎপর্য শ্রমিকরা বুঝতে ভুল করেনি। সাধারণতন্ত্রের গোড়া থেকেই এক প্রকারের শ্রমিকসংস্থা বা ইউনিয়ন কতকগুলি ছিল, কিন্তু সেগুলি প্রধানতঃ স্থানীয় এবং দুর্বল। ১৮৫০-এর পর দশবছরে পেশা অনুসারে কতকগুলি শক্তিশালী সংস্থা স্থাপিত হয়েছিল— সেগুলির মধ্যে সবচেয়ে প্রাচীন ও প্রধান ছিল ছাপাখানার শ্রমিকদের—কিন্তু শ্রমিকদের শতকরা খুব কম সংখ্যাই সেগুলির সদস্য ছিল এবং পুনর্গঠনের সময় ও ১৮৭৩-এর সঙ্কটের পর যে মন্দা এসেছিল সেসময় সেগুলি অন্তর্ধান করেছিল।

যুদ্ধোত্তর কালে তিন শ্রেণীর শ্রমিকসংস্থার আবির্ভাব ঘটেছিল। প্রথমটি শ্রমশিল্পের, সেগুলির শ্রেষ্ঠ নিদর্শন ছিল নাইটস অব লেবার। দ্বিতীয়টি পেশা অনুসারে এবং এইধরণের সংস্থাগুলি একত্রিত হয়েই পরে আমেরিকান ফেডারেসন অব লেবার-এ পরিণতি লাভ করে। তৃতীয় শ্রেণী হচ্ছে চরম সমাজপন্থী বা

বিপ্লবী শ্রমিক দলগুলি, সংখ্যায় অধর্তব্য হলেও, অত্যন্ত একগুঁয়ে। ১৯৩০-এর শেষের দিক ছাড়া এই সংস্থাগুলি বা তার কোনটিই আমেরিকার সংখ্যাধিক শ্রমিক-দের প্রতিনিধি হয়ে উঠতে পারেনি; শ্রমিকদের অনেকগুলি শ্রেণীই—যেমন চাষীরা, ভ্রাম্যমান শ্রমিকরা, চাকররা এবং কর্মচারীরা—এইসব সংগঠনের বাইরে ছিল।

প্রথম দিকের শ্রম-প্রতিষ্ঠানগুলির মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ এবং লক্ষণীয় ছিল নাইটস অব লেবার-এর নোবল অর্ডার, ১৮৬৯-এ প্রতিষ্ঠিত হ'লেও সেটির আসল কার্যকাল আরম্ভ হয় ১৮৭৯ থেকে, যখন টেরেন্স পাউডার্লি সেটির কর্নধার গ্র্যান্ড মাষ্টার হন। এই 'নাইট'দের সবচেয়ে লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য ছিল এদের গণতান্ত্রিকতা এবং উদার সামাজিক ও অর্থনৈতিক মনোভাব। কুশলী এবং অকুশলী, ক্ষেত-খামারের, কারখানার ও খনির শ্রমিকরা এবং কারিগররা সকলের জন্যই এদের দরজা খোলা ছিল; প্রবেশ বারণ ছিল কেবল জুয়ারীদের, শুঁড়িদের, ব্যাঙ্কের লোকদের, উকিলদের এবং শেয়ার বাজারের দালালদের। এটির উদ্দেশ্য ছিল, "যে-সম্পদ শ্রমিকরা গ'ড়ে তুলছে, তার একটা উপযুক্ত পরিমাণ অংশ তাদের জন্য সংগ্রহ করা; যে-বিশ্রামের উপর তাদের দাবি আছে তা তাদের জন্য ব্যবস্থা করা; সংগ্রহ করা সেইসব সামাজিক সুযোগ সুবিধা, সেইসব অধিকার ও দাবি যার জন্য তারা ভাল শাসনব্যবস্থাকে উপভোগ করতে পারে, তার মূল্য বুঝতে পারে, সেটিকে রক্ষা করতে এবং স্থায়ী করতে পারে।" এইসব উজ্জ্বল উদ্দেশ্যগুলিকে সফল করা হবে হিংসামূলক কাজকর্ম বা ধর্মঘটের দ্বারা নয়, রাজনৈতিক আন্দোলন, শিক্ষা এবং সমবায় সমিতির সাহায্যে। নাইটদের কর্মসূচি ছিল চরম কিন্তু বিক্ষিপ্ত : দৈনিক আটঘণ্টা কাজের প্রবর্তন, বালকবালিকাদের শ্রম বাতিল করা, জনকল্যাণমূলক প্রতিষ্ঠানগুলিকে সাধারণের সম্পত্তি করা, আয়কর এবং উত্তরাধিকার কর; তাছাড়া ভূমিব্যবস্থার সংস্কার। এইসব গগনচুম্বী উচ্চাশা এবং ভদ্র অনুরোধ উপরোধে তখন অর্থনৈতিক ব্যবস্থার বিশেষ পরিবর্তন আনা সম্ভব হ'ল না, কিন্তু ১৮৮৫-র পর যখন নাইটরা ধর্মঘট শুরু করল, তখন কিছু ফল পাওয়া গেল। তখন সদস্য-সংখ্যা প্রচুর বাড়তে লাগল। এক বছরে সদস্যসংখ্যা দাঁড়াল সাত লক্ষ এবং এই সাফল্যে অন্ধ হয়ে তারা দিনে আটঘণ্টা শ্রমের জন্য একটি দুর্ভাগ্যজনক সাধারণ ধর্মঘটের আয়োজন করল। শিকাগোতে হে মার্কেট স্কোয়ারে এই উপলক্ষে এক বিরাট জনসভায় কোন অজ্ঞাত নৈরাশ্যবাদী একটি বোমা ছোড়ায় পুলিশের অনেকেই নিহত হ'ল। নাইটদের সংগে এ-ঘটনার কোন সংশ্রব না থাকলেও, লোকে তাদের এর জন্য দায়ী করতে লাগল। এর জন্য, বহু ধর্মঘট নিষ্ফল হওয়ায় এবং এই সংগঠনের মধ্যে দুর্বলতা থাকায় সেটির পতন হ'তে থাকল। ১৮৯২-তে যখন তারা পপুলিস্ট দলে যোগ দিল, তখন নাইট সংগঠনের অবসান হ'ল।

ইতিমধ্যে আর একটি প্রতিষ্ঠান শক্তিশালী হয়ে উঠছিল : সেটি আমেরিকান ফেডারেসন অব লেবার। ১৮৬৩-তে সলোমন গম্পার্স নামে এক ডাচ ইহুদি ঠিক করলেন লণ্ডনে তাঁর সিগারেট তামাক প্রভৃতির দোকানটি বন্ধ ক'রে দিয়ে আমেরিকায় গিয়ে ভাগ্য পরীক্ষা করবেন। তিনি তাঁর সঙ্গে নিয়ে এলেন তের বছর বয়সের ছেলে স্যামুয়েলকে, যে অবিলম্বে চুরুট প্যাকতে শুরু ক'রে দিল। পর বৎসরই ছেলেটি সিগার প্রস্তুতকারকদের ইউনিয়নে যোগদান করল এবং তার পর থেকে যুক্তরাষ্ট্রে শ্রমিকসংঘ এবং স্যামুয়েল গম্পার্স অঙ্গাঙ্গী ভাবে সংযুক্ত হয়ে রইল। তার কোন শিক্ষা ছিল না, কিন্তু সিগার তৈরির দোকানটি তাকে শ্রমিকদের ইতিহাস ও অর্থনীতিতে জ্ঞান দিয়েছিল। সে পরে স্মরণ ক'রে বলেছিল

"আমাদের কাজের ধরনে দোকানের সব কর্মচারীদের মধ্যে এমন একটা বন্ধুভাব এসেছিল যা খুব কম শ্রমিকদের মধ্যেই দেখতে পাওয়া যায়। সেটা ছিল যেন একটা স্বয়ংসম্পূর্ণ পৃথিবী—বিভিন্ন জাতি সংমিশ্রণের পৃথিবী। দোকানের বন্ধুরা এসেছিল সব জায়গা থেকে—কয়েকজন যেন সর্বত্র ছড়িয়ে ছিল......

দোকানে পড়বারও সুযোগ ছিল। যারা সিগার তৈরি করত তাদের মধ্যে একটা নিয়ম ছিল কিছু কিছু টুকরো সরিয়ে রেখে দেওয়া, তার থেকেই টাকা জমিয়ে বই আর সাময়িকপত্র কেনা হ'ত। তারপর যখন সকলে কাজ ক'রে যেত, আমাদের মধ্যে একজন প'ড়ে শোনাত, হয়ত এক ঘণ্টা কখনো বেশী। যে পড়ছে তার যাতে লোকসান না হয়, তার জন্য প্রত্যেকে তাকে কতকগুলো ক'রে সিগার দিত।

এইভাবে গম্পার্সের সঙ্গে ব্রিটিশ সংস্কারকদের এবং জার্মান ও রাশিয়ান [illegible] পরিচয় ঘটে। সেখানে হাতে-কলমে শিক্ষার ব্যবস্থাও ছিল ধর্মঘট, দারিদ্র্য এবং তৎকালীন শ্রমিকসংঘের অনুপযুক্ততার তিক্ত অভিজ্ঞতার ফলে গম্পার্স বুঝতে পেরেছিল যে একটা বাস্তব ও যুক্তিপূর্ণ শ্রমিকনীতির প্রয়োজন ছিল। সে প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেছিল নিয়মানুবর্তিতার, ধর্মঘট ও দুর্যোগের দিনের জন্য যথেষ্ট পরিমাণ অর্থের এবং, চরমপন্থীই হ'ক আর মতবাদপন্থীই হ'ক, সমস্ত [illegible] সঙ্গে সম্পর্ক না রাখার। ১৮৮১-তে সমস্ত ট্রেড ইউনিয়নগুলি একত্রিত ক'রে সে প্রতিষ্ঠা করেছিল, "ফেডারেসন অব অর্গানাইজড ট্রেড এ্যাণ্ড লেবার ইউনিয়নস অব ইউনাইটেড স্টেটস এ্যাণ্ড ক্যানাডা।" পাঁচবছর পরে এটিরই রূপান্তরে জন্মাল আমেরিকান ফেডারেসন অব লেবার।"

এটির আমেরিকান 'নাইট'দের চেয়ে তৎকালীন ব্রিটিশ শ্রমিকসংঘগুলির সঙ্গে বেশী সাদৃশ্য ছিল। নাইটদের বিপরীতক্রমে এটি ছিল পেশানুযায়ী সংগঠন, সেরা

শ্রমিকরাই কেবল এর সদস্য হ'তে পারত, কতকগুলি স্বাধীন ট্রেড ইউনিয়নের সমষ্টিতে এটি তৈরি হয়েছিল এবং আমেরিকার রাষ্ট্রগুলির মতো সংঘবদ্ধ হয়েছিল। নাইটদের বিপরীতক্রমে নীতির দিক থেকে এটি ছিল প্রধানতঃ বাস্তবধর্মী এবং রীতির দিক থেকে সুবিধাবাদী। তাদের সদস্যদের মধ্যে একজন বলেছিল, "আমাদের কোন লক্ষ্যবস্তু নেই, আমরা দৈনিক প্রয়োজন মিটিয়ে এগিয়ে চলেছি; নিত্য প্রয়োজনের ব্যাপার নিয়েই আমাদের সংগ্রাম।" কম সময় কাজ আর বেশী বেতনই ছিল প্রধানতঃ এটির উদ্দেশ্য, যদিও বালক বালিকাদের শ্রম, পরিচ্ছন্নতা ও স্বাস্থ্যরক্ষার ব্যবস্থা, চুক্তিবদ্ধ এবং কয়েদী শ্রমিক ব্যবস্থার বিরোধিতা এবং চীনা শ্রমিক আমদানির প্রতিরোধ প্রভৃতি সংশ্লিষ্ট সমস্যাও এটির দৃষ্টিপ্রসাদ থেকে বঞ্চিত হ'ত না। এটির সফলতাপূর্ণ দীর্ঘ ইতিহাসের মধ্যে এটিকে হ'তে হয়েছিল সংরক্ষণপন্থী ও সুবিধাবাদী, সদস্য নেওয়া সম্পর্কে এটি ছিল যথেষ্ট পরিমাণে সাবধানী। রাজনীতি পরিহার ক'রে, সম্ভবপক্ষে মূলধনের মালিকদের সঙ্গে সহযোগিতা ক'রে, সদস্যদের কাছ থেকে বেশী চাঁদা আদায় ক'রে তা দিয়ে অত্যাবশ্যক ধর্মঘটগুলিকে সাহায্য ক'রে, কঠোরভাবে নিয়মানুবর্তিতা রক্ষা ক'রে এবং গুরুত্বপূর্ণ নীতির জন্য জনসাধারণের বিশ্বাস অর্জন ক'রে এই আমেরিকান ফেডারেসন অব লেবার দুঃসময়, প্রতিযোগিতা এবং শত্রুতা কাটিয়ে উঠেছিল। ১৯২৪-এ যখন গম্পার্স শেষবারের মতো এটির সভাপতি নির্বাচিত হ'ল, এটির তিরিশ লক্ষ সদস্যসংখ্যার জন্য সে সন্তোষ অনুভব করতে পেরেছিল।

তৃতীয় ধরনের শ্রমিক সংগঠনটি ছিল খুবই দুর্বল। আমেরিকার ইতিহাসে সমাজতন্ত্রবাদ ও সাম্যবাদের পটভূমিকা দীর্ঘকালব্যাপী, কিন্তু সেগুলির প্রথম প্রকাশ হয়েছিল ব্রুক ফার্মের মতো অবাস্তব পরিকল্পনায়; ইউটার মর্মন সাধারণতন্ত্রই বোধহয় আমেরিকায় সমাজতন্ত্রবাদের শ্রেষ্ঠ নমুনা, কিন্তু শ্রমিকরা তাতে বিশেষ অংশ গ্রহণ করেনি। ১৮৭০ থেকে দশবছর ধ'রে 'মলি ম্যাগয়ার্স' নামে একটি গোপন দল পেনসিলভ্যানিয়ার যেসব কয়লার খনিতে শ্রমিকরা অত্যন্ত অস্বাচ্ছন্দ্যের মধ্যে কাজ করত সেগুলিতে ত্রাসের সঞ্চার করেছিল, কিন্তু শেষপর্যন্ত তাদের বলপ্রয়োগে নিশ্চিহ্ন করা হয়। এই সময়েই যেসব জার্মান বুদ্ধিজীবিদের আমেরিকায় শ্রমিকদের অবস্থার চেয়ে কার্ল মার্কস ও ফার্ডিনাণ্ড লাসালের লেখার সঙ্গে বেশী পরিচয় ছিল, তারা আমেরিকায় সমাজতন্ত্রবাদ প্রতিষ্ঠার ব্যর্থ চেষ্টা করেছিল। ১৮৮২-তে জোহান মোস্ট-এর আবির্ভাবে বামপন্থী শ্রমিকদের মধ্যে একটা বৈপ্লবিক ভাব এসে পড়েছিল। মোস্টকে জার্মানি আর ইংল্যাণ্ড থেকে তাড়িয়ে দেওয়া হয়েছিল, তিনি তখন চেষ্টা করেছিলেন আমেরিকায় শ্রমিকদের হিংসাতন্ত্রে দীক্ষিত করতে।

ক্রমে চরমপন্থী শ্রমিকদলগুলি নিজেদের বিদেশীদের কবল থেকে মুক্ত করেছিল। ১৯০৫-এ সংগঠিত ইণ্ডাস্ট্রিয়াল ওয়ার্কার্স অব দি ওয়ার্ল্ড'টি (জগতের উৎপাদন-শিল্পের শ্রমিকেরা) ছিল সম্পূর্ণভাবে স্বদেশী, যদিও ফোরেলের মতবাদ থেকে অনেককিছু তারা ধার করেছিল। পশ্চিমাঞ্চলের কাঠ ও কয়লা উৎপাদন এবং পূর্বাঞ্চলের সুতাশিল্পের কেন্দ্রগুলিতে যদিও তারা কিছু সাফল্য পেয়েছিল, এটির সদস্যসংখ্যা কখনই উল্লেখযোগ্য হয়নি এবং ১৯১৭-১৮-র প্রথম বিশ্বযুদ্ধের প্রতি বিরোধিতার জন্য, উত্তরপশ্চিম অঞ্চলের কয়েকটি স্থানে কাঠুরদের মধ্যে এবং যাযাবর কিছু শ্রমিকদের মধ্যে ছাড়া, এদের কাজকর্ম বন্ধ হয়ে গেল।

শ্রম-বিরোধ। আমেরিকায় শ্রমিকদের ইতিহাস ধর্মঘট আর হিংসাত্মক ঘটনায় পূর্ণ। প্রথম থেকেই সামান্যতম সুযোগ সুবিধার জন্য শ্রমিকদের যুদ্ধ করতে হয়েছে—সংগঠন ধর্মঘটের ও অপরকে ধর্মঘটে যোগ দেওয়াবার অধিকারের জন্য; কম সময় আর বেশী বেতনের জন্য; নিরাপদ কাজ আর দুর্ঘটনার ক্ষতিপূরণের জন্য; বালক বালিকাদের শ্রম, নিষেধাজ্ঞা, গুপ্তচর নিয়োগ, মেয়াদবৃদ্ধি, গুদম থেকে অসাধু উপার্জন, দেশান্তর গমনে বাধা ও দোকান বন্ধ রাখার বিরুদ্ধে। বেশির ভাগ ক্ষেত্রে এই সংঘর্ষ শ্রমশিল্পেই সীমাবদ্ধ থাকত, কখনো কখনো তা রাজনীতিতে ছড়িয়ে পড়ত। এই দীর্ঘদিনের তিক্ত বিসম্বাদে শ্রমিকদের কেউ সহায় ছিল না, কিন্তু ব্যবসায়ীরা সাহায্য পেয়েছিল জনমতের, পুলিশের এবং আদালতগুলির। এই অসহায় অবস্থার জন্য শ্রমিকরা যতগুলি ধর্মঘটে সফল হয়েছে, তার চেয়ে বেশী সংখ্যক ধর্মঘটে মিটমাট করতে বাধ্য হয়েছে, কিন্তু যেগুলিতে জয়লাভ করেছে তার জন্য ধর্মঘট একটি অস্ত্র হিসাবে বিবেচিত হ'তে পেরেছে। তবে একথা ভুললে চলবে না যে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রের মতোই শ্রমবিরোধের ক্ষেত্রেও হিংসার আশ্রয় নেওয়া মানেই বুদ্ধিবৃত্তির পরাজয় ও ব্যর্থতা।

১৮৮১ থেকে ১৯০৫-এর মধ্যে সাঁইত্রিশ হাজার ধর্মঘট হয়েছিল; তার মধ্যে কয়েকটি স্থানীয় এবং অল্পকালব্যাপী, অপরগুলি দীর্ঘকাল এবং সমগ্র দেশব্যাপী। এই যুগের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ধর্মঘটগুলি ছিল ১৮৭৭-এর রেলপথের ধর্মঘট, যাতে সর্বপ্রথম আমেরিকায় শ্রমশিল্পের ক্ষেত্রে বৃহৎ ভাবে হিংসাত্মক কাজের আবির্ভাব ঘটে; ১৮৮৬-তে ম্যাককর্মিক কৃষিযন্ত্রের কারখানায় ধর্মঘট, যা শেষপর্যন্ত হে মার্কেট দাঙ্গায় মর্মান্তিক ঘটনায় পরিণতি লাভ করে; ১৮৯২-এর হোমস্টেড ধর্মঘট, যাতে মননগাহেলার তীরে রীতিমত যুদ্ধ হয়ে গেছল; ১৮৯৪-এর সুপ্রসিদ্ধ পুলম্যান ধর্মঘট, যাতে সমগ্র দেশের অর্ধেক রেলপথের কাজ বন্ধ হয়ে ছিল; কলোর‍্যাডো কয়লার খনিতে ক্রিপল ক্রিকের সাংঘাতিক সংগ্রাম; এবং ১৯০২-এর কয়লা

ধর্মঘট, যা সমগ্র দেশের উৎপাদনশিল্পকে পঙ্গু ক'রে দেবার উপক্রম করেছিল এবং শেষপর্যন্ত প্রেসিডেন্ট থিয়োডোর রুজভেল্টের প্রচেষ্টাতেই যার অবসান ঘটে। এইগুলির বিশদ বিবরণ খুঁটিয়ে আলোচনা করা সম্ভবও নয়, তাতে কোন লাভও নেই; কিন্তু এদের প্রতিনিধি হিসাবে ১৮৯৪-এর পুলম্যান ধর্মঘটকে আমরা আলোচনার জন্য বেছে নিলাম।

এটি আরম্ভ হয় ইলিনয়ে পুলম্যান নামে মডেল শহরে, যেখানে শ্রমিকরা কম্প্যানির আরামদায়ক বাড়িগুলিতে বাস করত (অন্যান্য স্থানের এই ধরনের বাড়ির চেয়ে তারা সিকি অংশ বেশী ভাড়া দিত), কম্প্যানির গ্যাস আর জলের জন্য টাকা দিত এবং জর্জ পুলম্যান ও তাঁর অংশীদারদের প্রচুর লাভ দিয়ে কম্প্যানির দোকানে জিনিসপত্র কিনত। ১৮৯০-এর পর মন্দার সময়ে ভাল লাভের অংশ রাখবার জন্য বেতন খুব কমিয়ে দেওয়া হয় এবং বেতনের প্রশ্নটি মীমাংসা করবার জন্য যখন শ্রমিকদের প্রতিনিধিরা পুলম্যানের কাছে আবেদন করে, তাদের হাঁকিয়ে দেওয়া হয়। শ্রমিকরা তৎক্ষনাৎ তাদের কাজ বন্ধ ক'রে দিল। তরুণ ইউজিন ভি. ডেব্স-এর নেতৃত্বে নবসংগঠিত আমেরিকান রেলপথ ইউনিয়ন পুলম্যান শ্রমিকদের ব্যাপারটির ভার নিল এবং শ্রমিকদের নির্দেশ দিল পুলম্যানের কোন গাড়ির কাজ না করতে। এই থেকেই রেল কম্প্যানির সঙ্গে শ্রমিকদের যুদ্ধ শুরু হয়ে গেল—এবং এতে জড়িয়ে পড়ল জাতির অর্ধেক লোক। কয়েক সপ্তাহের মধ্যেই উত্তর ও পশ্চিমাঞ্চলের রেলপথগুলি পঙ্গু হয়ে গেল এবং ধর্মঘট অবসানের জন্য ব্যবস্থা অবলম্বন কামনা ক'রে শহরের কোন দৈনিকপত্র লিখল যে ধর্মঘটটি "সমাজ ও সরকারের বিরুদ্ধে যুদ্ধ", ধর্মঘটের সাফল্যে শঙ্কিত হয়ে এবং আরো হাঙ্গামা বাধবার পূর্বেই রেলপথ শ্রমিকদের ইউনিয়নটিকে ভেঙে দেবার জন্য মালিকদের সংস্থা জেনারল ম্যানেজার্স এ্যাসোসিয়েসন প্রস্তাব করল যে রেলপথ পরিবহণ অব্যাহত রাখার জন্য যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকার এই ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করুক।

এ্যাসোসিয়েসনের এই আবেদন সফল হয়েছিল। প্রেসিডেন্ট ক্লেভল্যান্ডের এ্যাটর্নি-জেনারল ছিলেন রিচার্ড অলনে; তিনি আগে রেলপথের এ্যাটর্নি ছিলেন ব'লে এটির মালিকদের প্রতি সহানুভূতিসম্পন্ন ছিলেন। তিনি সমস্ত ধর্মঘটের বিরুদ্ধে এক ঢালাও নিষেধাজ্ঞা জারী করলেন। দাঙ্গা হাঙ্গামা শুরু হয়ে গেল, কিন্তু শ্রমিকেরা, না উস্কানিদাতারা, না গুণ্ডারা, কারা যে এর জন্য দায়ী ছিল, তা আজও বোঝা যায়নি। ইলিনয়ের গভার্নর এ্যালজেল্ড সৈন্যদলের সাহায্যে শান্তিরক্ষার জন্য প্রস্তুত ছিলেন, কিন্তু তাঁকে তা করবার সুযোগ না দিয়েই প্রেসিডেন্ট ক্লেভল্যান্ড যুক্তরাষ্ট্রীয় সৈন্যদের আদেশ করলেন শিকাগোর যেতে। নিষেধাজ্ঞা ধর্মঘট ভেঙে দিল এবং সৈন্যেরা শ্রমিক আন্দোলনের শিরদাঁড়াও প্রায় ভেঙে দিল। ডেব্স

নিষেধাজ্ঞা মানতে অস্বীকার করায় আদালতকে অবমাননার দায়ে জেলে গেল। এ্যালজেল্ড বললেন রাষ্ট্রের মধ্যে যুক্তরাষ্ট্রীয় সৈন্য পাঠানর জন্য সংবিধানের বিপক্ষতা করা হয়েছে; কিন্তু ক্লেভল্যান্ড তাঁকে ধমকালেন এবং আদালত তাঁর কথা অস্বীকার করল। কাজেই সব দিক দিয়ে রেলপথগুলি জয়লাভ করেছে ব'লে মনে হ'ল।

কিন্তু পরে কংগ্রেসের দ্বারা নিযুক্ত কমিটিগুলি এবং পরিদর্শকেরা ধর্মঘট-কারীদেরই এবং এ্যালজেল্ডের পক্ষ সমর্থন করেছিল সর্ববিষয়ে। পুলম্যান শহরের ব্যবসার ক্ষেত্রে সামন্তপ্রথার বিরুদ্ধে তারা প্রতিবাদ করেছিল, হাঙ্গামার অভিযোগ থেকে ধর্মঘটকারীদের মুক্ত করেছিল, জেনারল ম্যানেজার্স এ্যাসোসিয়েসনকে তারা বলেছিল দাম্ভিক ও আইনবিরোধী, অলনের রীতি অন্যায়, তাঁর নিষেধাজ্ঞা জারী বেআইনী এবং যুক্তরাষ্ট্রের সৈন্যদলকে ব্যবহার করা অনাবশ্যক ও অসমীচীন কাজ। যেসব শক্তি এই ক'বছর ধ'রে শ্রমিকদের অবস্থা নিয়ন্ত্রিত করছিল, এই বিশ্রী ঘটনাটি সেগুলিকে প্রকট ক'রে তুলেছিল; সেগুলি হচ্ছে: ব্যবসায়-সংযুক্তির দাম্ভিকতা, সহানুভূতি প্রদর্শনকারীদের ধর্মঘটে যোগদান, ধর্মঘট ভাঙবার জন্য ট্রাস্টবিরোধী আইন ও নিষেধাজ্ঞা ব্যবহার, আদালতগুলির বিপক্ষতা, এবং শ্রমিক-দের বিরুদ্ধে মালিকদের পক্ষে যোগদানে সরকারী প্রবণতা।

১৯০০-তে শ্রমিকরা তাদের প্রধান অধিকারগুলি সবই প্রায় পেয়ে গিয়েছিল—সেগুলি হচ্ছে: সঙ্ঘবদ্ধ হবার, ধর্মঘট করবার, দলবদ্ধভাবে দরকষাকষি করবার, উন্নততর অবস্থায় কাজ করবার ও বাস করবার দিকে তারা অনেকদূর অগ্রসর হয়েছিল। তবে এটাও ঠিক যে অল্পসংখ্যক শ্রমিকরাই এইসব সুবিধা লাভ করেছিল এবং সমস্ত শ্রমিকদের নিরাপত্তা এবং সমগ্র সমাজের কল্যাণ এতে সূচিত হয়নি। ক্রমে এধারণা পরিস্কার হ'তে লাগল যে অন্যান্য সামাজিক ও অর্থনৈতিক সমস্যাগুলি থেকে শ্রমিকসমস্যা বিচ্ছিন্ন নয় এবং শ্রমিকদের কল্যাণ ও নিরাপত্তা সম্পর্কে সমাজের যথেষ্ট অধিকারগত দায়িত্ব আছে। ব্যবসা যখন বাঁচবার উপযুক্ত মাইনে দিতে পারবে না, সমাজকে যেক'রেই হ'ক বাকী টাকার ব্যবস্থা ক'রে দিতে হবে। যখন ব্যবসা-প্রতিষ্ঠানগুলি সকলকে কাজ দিতে পারবে না, সমাজকে বেকারদের ভার নিতে হবে। যখন তারা তাদের শ্রমিকদের পঙ্গু করে দেবে বা অসময়ে তাদের শরীর ক্ষয় ক'রে দেবে, সমাজকে তাদের ভার বহন করতে হবে। নারী ও বালক-বালিকা শ্রমিকদের প্রশ্নটি কেবলমাত্র তাদের ও মালিকদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়, জাতির ভবিষ্যৎ তার সঙ্গে জড়িত। তাছাড়া কতদিন সমাজ এইসব ব্যবসায়িক সংঘর্ষের বিলাসিতা ভোগ করবে সে-প্রশ্নও এর সঙ্গে জড়িত, কারণ যে-ই জিতুক না কেন, এইসব বিরোধে সমাজ সব সময়েই ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

সামাজিক সংস্কার প্রচেষ্টায় শ্রমিকদের সাহায্যকারী ছিল সমাজসেবীরা,

প্রোটেস্ট্যান্ট ধর্মযাজকরা এবং বুদ্ধিজীবিরা। শ্রমশিল্পে অন্যায়-অবিচার এবং বস্তিজীবনের বিরুদ্ধে আন্দোলনের যেকোন ইতিহাসে দৈনিকপত্রের বিশেষ সংবাদ-দাতা জ্যাকব রিজ, শিকাগোর হাল হাউস-এর জেন এ্যাডামস, ইউনিটেরিয়ান ধর্ম-যাজক ওয়াশিংটন গ্ল্যাডেন, উইসকনসিন বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক জন আর. কমন্স-এর নাম বিশেষভাবে লিখিত থাকবে। তাঁরা অবিরত চেষ্টা করেছেন বালশ্রমের ও বস্তিজীবনের সামাজিক ক্ষতি সম্পর্কে জনসাধারণকে অবহিত করতে এবং সেবিষয়ে অলস আইনসভাকে কার্যোন্মুখ করতে। ম্যাসাচুসেটস, নিউ ইয়র্ক, উইসকনসিন প্রভৃতি কয়েকটি রাষ্ট্রে সংস্কারকরা প্রচুর পরিমাণে সাফল্য পেয়েছিলেন, কিন্তু সমস্যাটি খুবই কঠিন ছিল। কারণ যেসব রাষ্ট্র জীবনযাত্রার মান খুব উচ্চস্তরে স্থাপিত করেছিল, তারা ব্যবসাগুলিকে সেই সব অনুন্নত রাষ্ট্রে চ'লে যেতে বলত, যেখানে কঠোর নিয়মকানুন নেই।

তবু, সত্যই অগ্রগতি ঘটছিল। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময়—অন্তত নীতিগত ভাবে রাষ্ট্রগুলি অল্পবয়স্ক বালক-বালিকাদের শ্রম নিষিদ্ধ করেছিল; অনেক রাষ্ট্র মেয়েদের কাজের সময় আটঘণ্টা নির্দিষ্ট করেছিল, কারখানা এবং খনিগুলির পরিদর্শনের ব্যবস্থা করেছিল, শ্রমবিরোধে গুপ্তচর শ্রমিক, প্রাইভেট ডিটেকটিভ এবং ছদ্মবেশী পুলিশ নিয়োগ বারণ করেছিল এবং বিভিন্ন প্রকারে সামাজিক সচেতনতা প্রকাশ করেছিল। এবিষয়ে আইনগুলির বিশদ আলোচনা অসম্ভব, কিন্তু বালক-বালিকাদের সম্পর্কে আইনের ইতিহাসের মধ্যে তার একটা সুস্পষ্ট আভাষ পাওয়া যায়।

১৯০০-তে বাল-শ্রম জনসাধারণের একটি কুৎসার ব্যাপার হয়ে উঠল। দশ থেকে পনের বছর বয়েসের সাড়ে সতের লক্ষ বালক-বালিকাদের তখন কাজে লাগান হয়েছিল। তাদের কিছুসংখ্যক কাজ করছিল কারখানা আর খনিতে, কিছুসংখ্যক টিনবন্দীর প্রতিষ্ঠানে এবং কিছুসংখ্যক ক্র্যানবেরি গাছের জলাতে। একজন অনুসন্ধানকারী দেখেছিলেন বার বছর বয়েসের কম পাঁচশ' ছাপ্পান্ন জন বালক-বালিকা আটটি সুতিশিল্প কারখানায় কাজ করছিল, আর একজন দেখেছিলেন ছ'সাত বছর বয়েসের ছেলেমেয়েরা রাত দুটোর সময় তরিতরকারি বোঝাই করছে। যাঁর 'বিটার ক্রাই অব দি চিল্ড্রেন (শিশুদের আর্ত চিৎকার) পুস্তকটি জাতিকে স্তম্ভিত করেছিল, সেই জন স্পার্গো শতাব্দীর গোড়ার দিকে পেনসিলভ্যানিয়া এবং পশ্চিম ভার্জিনিয়ায় কয়লার খনিগুলিতে যা দেখেছিলেন তার এইভাবে বর্ণনা দিয়েছেন :

কয়লা ঢেলে দেবার গড়ানে জমির উপর গুঁড়ি মেরে ব'সে ছেলেরা ঘণ্টার পর ঘণ্টা

পাশ দিয়ে ধাবমান কয়লা থেকে কয়লা তুলে নেয়। এইভাবে ব'সে থাকার জন্য তারা বিকৃতদেহ কিংবা বৃদ্ধদের মতো পিঠ-বেঁকা হয়ে যায়।...কয়লা শক্ত জিনিস, তাই আঙুল কেটে যাওয়া, ভেঙে যাওয়া বা চূর্ণ হয়ে যাওয়ার মতো দুর্ঘটনা প্রায়ই ঘটে। অনেক সময় একটা আর্ত চিৎকার শোনা যায়—হয় কোন বালক যন্ত্রে ছিন্নভিন্ন হয়ে যায়, কিংবা গড়ানে স্থান দিয়ে অদৃশ্য হয়ে যায়, পরে তার মৃতদেহটি আবিষ্কৃত হয়। কয়লা ভাঙবার স্থানগুলি গুঁড়োতে আচ্ছন্ন থাকে এবং ছেলেরা তা অনবরত শ্বাস প্রশ্বাসে গ্রহণ করে, এই ভাবে হাঁপানি আর যক্ষার ভিত তৈরি হয়। আমি একবার কয়লা কাটার জায়গায় গিয়ে সেখানে এক বার বছরের ছেলে দিনের পর দিন যেকাজ করে তাই করবার চেষ্টা করেছিলাম......সেকাজ ক'রে বেঁচে থাকা আমার পক্ষে অসম্ভব মনে হয়েছিল, কিন্তু দশ-বার বছরের ছেলেরা দৈনিক পঞ্চাশ-ষাট সেণ্ট মাইনেতে একাজ ক'রে যাচ্ছিল। তাদের মধ্যে অনেকেই স্কুলের মুখ দেখেনি; তাদের মধ্যে মাত্র কয়েকজনই ছোটদের প্রাথমিক শিক্ষার বই পড়তে পারে।

অতি অবশ্যই এই অন্যায়ের বিরুদ্ধে রাষ্ট্রীয় আইন ছিল, কিন্তু সেগুলি ঠিক উপযুক্ত ধরনের ছিল না এবং সেগুলিকে প্রায় সহজেই এড়িয়ে যাওয়া হ'ত। দক্ষিণ ক্যারোলাইনা শেষ পর্যন্ত কারখানায় কাজের বয়েস বার বছর স্থির করেছিল; কেবল যেখানে পরিবার ক্ষতিগ্রস্ত হ'ত, সেখানে এর ব্যতিক্রম হ'ত। যখন মেরীল্যাণ্ড চাইল যে ষোল বছর বয়েসের নিচে কেউ কাজ করতে চাইলে তাকে অনুমতি-পত্রের জন্য আবেদন করতে হবে, আগেকার আদমসুমার-এ উল্লিখিত ষোল বছরের কম বয়স্কদের দ্বিগুণ সংখ্যক আবেদনপত্র দাখিল করেছিল। তাছাড়া কারখানার শ্রমিকদের উপর ছাড়া কোন আইনই প্রযোজ্য হ'ত না, তাই যেসব ছেলেরা পত্রবাহক হিসাবে কাজ করত, বা জুতো পালিশ করত, কিংবা বেরিফলের ক্ষেতে কিংবা টিনবোঝাই করার কাজ করত, আইন তাদের রক্ষার কোন ব্যবস্থা করতে পারত না, কারণ ওগুলিকে কারখানা বলা যেত না। ১৯০৯-এ ডেলাওয়ার যে আইন করেছিল যে "কোন লাভজনক প্রতিষ্ঠানে চোদ্দ বছরের কম বয়স্ক বালক-বালিকাকে কাজে লাগান চলবে না," তার আগে আমেরিকার আর কোন রাষ্ট্রই সেধরনের আইন করেনি।

রাষ্ট্রগুলিতে এধরনের আইন না থাকাতে সকলে চাইতে লাগল যে কংগ্রেস এবিষয়ে হস্তক্ষেপ করুক। ১৯১৬-তে কংগ্রেস নির্দেশ দিল যে বালশ্রমে প্রস্তুত দ্রব্যাদি একরাষ্ট্র থেকে অন্যরাষ্ট্রে পাঠান চলবে না। মনে হল সমস্যার সমাধান হয়েছে, কিন্তু আদালতগুলি স্পষ্ট জানিয়ে দিল যে এই আইন করার ক্ষমতা

কংগ্রেসের নেই, সুতরাং সেটি বাতিল। তিন বছর পরে কংগ্রেস আর একবার চেষ্টা করল, যাতে বেশী করের চাপে বালশ্রমে দ্রব্যাদি প্রস্তুত বন্ধ করা যায়। আর একবার আদালতগুলি তাদের ভেটো প্রয়োগ করল : কংগ্রেস যা প্রত্যক্ষ ভাবে করতে পারে না, পরোক্ষ ভাবে তা করাও তার সাধ্যাতীত। অবশ্য, বিশ বছর পরে সুপ্রিম আদালত স্বীকার করেছিল যে আদালতের এইসব মতামত দেওয়া ভুল হয়েছিল, কিন্তু ততক্ষণে ক্ষতি যা হবার তা হয়ে গেছে। ১৯২০ থেকে দশ বছর সমৃদ্ধির সময়ে বালশ্রমের ব্যবস্থা চলতে লাগল এবং ১৯৩০-এর আদমসুমার-এ দেখা গেল আঠার বছরের কম বয়স্ক বিশ লক্ষ বালক-বালিকাকে লাভজনক কারবারে খাটান হচ্ছে। তারপর নিউ ডিল এইসব সাংবিধানিক যুক্তিতর্ক উড়িয়ে দিয়ে এই বিশ্রী ব্যবস্থাটিকে কার্যকরী ভাবে বন্ধ ক'রে দিল।

দলবদ্ধ ভাবে দরকষাকষি এবং আইন, এই দুটি পন্থাতেই শ্রমিকরা নিজেদের অবস্থার প্রচুর উন্নতি করেছিল। ব্যবসাগুলিও এই ব্যাপারে আরো উন্নত মনোভাব দেখিয়ে নিজেদের ঘর সামলেছিল। রেলপথের জে গুল্ডের মতো তখন আর কোন ব্যবসায়ী বলতেন না : "শ্রম এমন একটি বস্তু যা শেষপর্যন্ত চাহিদা ও তা মেটানর আইনের উপর নির্ভর করবে।" ইতিপূর্বে এই চাহিদা ও সরবরাহের নিয়মটি উৎপাদনশিল্পের, ব্যাঙ্কের ও কৃষির ক্ষেত্রে সংশোধিত হয়েছিল, এখন তা শ্রমের ক্ষেত্রেও হ'ল।

ভাঙা-গড়া। বেশির ভাগ আমেরিকানই তাদের ইতিহাসে উপনিবেশ স্থাপনের যথার্থ মূল্য নির্ধারণ করতে পারেনি। তারা সেটিকে নিয়েছিল একটি সমস্যা হিসাবে, যা প্রায় আধ শতাব্দী আগে সকলের সামনে প্রকট হয়ে উঠেছিল। আর যখন তারা ঔপনিবেশিকদের কথা চিন্তা করে, তারা কল্পনা ক'রে নেয় জলপাই-রঙের চামড়ার ইটালিয়ানরা কিংবা দাড়িসমেত ইহুদিরা কিংবা রঙচঙে শাল গায়ে পোল্যান্ডের চাষী মেয়েরা জাহাজ থেকে এলিশ দ্বীপে নেমে আসছে। তারা তীর্থ-যাত্রী ধর্মযাজকদের, ফরাসী হুগনতদের (প্রোটেস্ট্যাণ্টদের) কিংবা স্কচ-আইরিশদের কথা ভাবে না, এমনকি মধ্যাঞ্চলে যেসব কালো আদমিরা নরক-যন্ত্রণা ভোগ করে, তাদের কথাও তারা ভাবে না।

অথচ ইণ্ডিয়ানদের বাদ দিলে সমস্ত আমেরিকানই ঔপনিবেশিক বা তাদের বংশধর : তা সে ঔপনিবেশিক 'ডেম'রাই হ'ক, অর্ডার অব সিনসিনাটির সদস্যেরাই হ'ক, গ্যারিতে ইস্পাত-কারখানায় পোল্যাণ্ডদেশীয় শ্রমিকরাই হ'ক, কিংবা হার্লেমের নিগ্রোরাই হ'ক। একথা সত্য যে ঔপনিবেশিকেরা বিভিন্ন সময়ে, বিভিন্ন অবস্থায় পৃথিবীর বিভিন্ন অংশ থেকে এসেছিল, কিন্তু সকলের অদৃষ্টেই ঘটেছিল এক মাটি

থেকে উৎপাটিত হয়ে ভিন্ন মাটিতে রোপন। সকলেই, এমনকি অশিক্ষিত নিম্ন-শ্রেণীর লোকেরাও, তাদের যাকিছু শক্তিসামর্থ্য, জ্ঞান এবং বিশ্বাস সঙ্গে ক'রে এনেছিল। আমেরিকার মিশ্রণের বিরাট কড়ায় তারা ছিল বিভিন্ন বস্তু মাত্র।

বিভিন্ন লোকেদের কত বিচিত্র ধারা যে ঔপনিবেশিক আমেরিকার লোকসংখ্যা গ'ড়ে তুলেছিল, তা আমরা ইতিপূর্বে দেখেছি। সাধারণতন্ত্রের গোড়ার দিকে সব সময়েই পুরনো পৃথিবী থেকে নতুন পৃথিবীতে বসতি বিস্তার চ'লে এসেছে, এবং তার বেশির ভাগই স্বইচ্ছায়। যখন থেকে হিসাব রাখা হয়েছে, সেই ১৮২০ থেকে গৃহযুদ্ধের আরম্ভ পর্যন্ত আয়ার্ল্যান্ড, ইংল্যান্ড এবং জার্মানি থেকে প্রায় পঞ্চাশ লক্ষ ঔপনিবেশিক এসে আমেরিকানদের সঙ্গে বসবাস শুরু করেছিল। এমন কি যুদ্ধের সময়েও ঔপনিবেশিক স্রোত কমেনি এবং এ্যাপোম্যাটক্সের পর তা খরস্রোতে পরিণত হয়েছিল। ১৮৭০-এ আমেরিকার লোকসংখ্যা তাই দাঁড়াল পাঁচমিশেলী হয়ে। সেবছর এক হাজার আমেরিকানদের মধ্যে চারশ' পঁয়ত্রিশ জন ছিল শ্বেতাঙ্গ যাদের আমেরিকায় জন্ম এবং বাপ-মা আমেরিকান, দুশ' নিরানব্বই জন ছিল শ্বেতাঙ্গ, যাদের আমেরিকায় জন্ম, কিন্তু বাপ-মা আমেরিকান ও বিদেশী মিশ্রিত, একশ' চুয়াল্লিশ জন বিদেশী শ্বেতাঙ্গ, একশ' সাতাশ জন নিগ্রো, একজন ইণ্ডিয়ান এবং একজন চীনা। ১৮৭০ থেকে ১৮৯০-র মধ্যে প্রায় দুকোটি ঔপনিবেশিক যুক্তরাষ্ট্রে এসেছিল, তবু জনসংখ্যার মধ্যে যারা দেশে জন্মেছিল এবং বিদেশে জন্মেছিল তাদের অনুপাত একই রয়ে গিয়েছিল। সবচেয়ে লক্ষণীয় বিষয় ছিল আনুপাতিক ভাবে নিগ্রোদের হ্রাস এবং মেক্সিকানদের সংখ্যাবৃদ্ধি।

কিন্তু আমেরিকার জনসংখ্যার পরিবর্তনশীল প্রকৃতি সম্পর্কে একটি গুরুত্ব-পূর্ণ তথ্য সকলেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল। সেটি হচ্ছে এই যে যাদের আদি বাসস্থান বা যাদের বাপেদের আদি বাসস্থান ছিল দক্ষিণ বা পূর্ব ইউরোপে তাদের প্রবল সংখ্যাবৃদ্ধি। ১৮৭০ থেকে ১৮৯০ পর্যন্ত বেশিরভাগ ঔপনিবেশিক এসেছিল গ্রেট বৃটেন, জার্মানি এবং স্ক্যাণ্ডিনেভিয়া থেকে—যেসব দেশ থেকে আগেও সবচেয়ে বেশী ঔপনিবেশিকরা আসত। কিন্তু এই সময়েও, কিছু সংখ্যক 'নতুন' ঔপনিবেশিক এসেছিল। উৎসাহী জাহাজ-কম্প্যানিরা নেপল্‌স, ড্যানজিক, মেমেল, ফিউম এবং এথেন্সের সঙ্গে সোজাসুজি যোগাযোগ রেখে এবং ইটালি, পোল্যান্ড ও দ্বৈত রাজতন্ত্রে প্রচুর সংখ্যক দালাল রেখে অগণিত যাত্রী জোগাড় করত। উৎসাহী ব্যবসা-প্রতিষ্ঠানগুলি এলিশ দ্বীপে এইসব ঔপনিবেশিকদের সঙ্গে দেখা ক'রে তাদের খনিঅঞ্চলে কিংবা কারখানার শহরগুলিতে নিয়ে যেত। গ্রেট ব্রিটেন, জার্মানি ও স্ক্যাণ্ডিনেভিয়ায় যখন জনসংখ্যার চাপ ক'মে গেল, তখন সেইসব দেশ-গুলি থেকে নতুন পৃথিবীর দিকে যাত্রীর সংখ্যাও ক'মে গেল। কিন্তু নতুন

দেশগুলি থেকে ঔপনিবেশিকদের সংখ্যা প্রচণ্ড ভাবে বাড়তে লাগল। দৃষ্টান্ত-স্বরূপ, নতুন শতাব্দীর প্রথম দশ বছরে তিনলক্ষ চল্লিশ হাজার ঔপনিবেশিক এল আয়ার্ল্যাণ্ড থেকে, সমসংখ্যক জার্মানী থেকে, বিশলক্ষ ইটালি থেকে এবং সমসংখ্যক অস্ট্রিয়া-হাঙ্গারি থেকে। দরজা বন্ধ হয়ে যাবার আগে ইটালি এদেশে পাঠিয়েছিল চল্লিশ লক্ষের বেশী নর-নারী, অস্ট্রিয়া-হাঙ্গারি চল্লিশ লক্ষ, রাশিয়া ও পোল্যাণ্ড সাড়ে বত্রিশ লক্ষ।

এই নবাগতদের মধ্যে অনেকে ধর্মের অত্যাচার থেকে পালিয়ে এসেছিল স্বাধীনভাবে ধর্মচর্চা করবার জন্য, অনেকে পালিয়ে এসেছিল যুদ্ধ এবং বাধ্যতা-মূলক সৈনিকগিরি থেকে, অনেকে এসেছিল আরো বেশী গণতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থার লোভে, অনেকে এসেছিল দারিদ্র্যের পীড়ন থেকে উদ্ধার পেয়ে নতুন পৃথিবীর সমৃদ্ধির অংশ নিতে—এদের সকলের কাছেই আমেরিকা ছিল—কামনার স্বর্গরাজ্য। তাদের আসবার যে-কারণই থাকুক না কেন, সকলেই একটা বিরাট দুঃসাহসিক প্রচেষ্টার মধ্যে জড়িয়ে পড়েছিল, সকলেই স্বপ্ন দেখছিল মহত্তর জীবনের এবং তাদের মধ্যে বেশির ভাগই সাহায্য করেছিল সে-জীবন নিজেদের জন্য এবং বংশ-ধরদের জন্য গ'ড়ে তুলতে।

প্রথম দিকের যেসব ঔপনিবেশিক সমান ভাবে উত্তর এবং পশ্চিম অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়েছিল তাদের সমান সমান অংশ কৃষিতে এবং শ্রমশিল্পে নিযুক্ত হয়েছিল। কিন্তু যেহেতু ক্ষেতখামারে টাকা লাগত, যেহেতু ভাল জমিগুলি সব বিলি হয়ে গেছল এবং যেহেতু শহরে চাকরি পাওয়া যেত, এক এক জাতির লোকেরা দলবদ্ধ হয়ে বাস করত; আর তাছাড়া ক্যাথলিক গির্জা ছিল, তাই নতুন ঔপনিবেশিকেরা পূর্বাঞ্চলের এবং মধ্য পশ্চিমাঞ্চলের শিল্পকেন্দ্রগুলিতে জমায়েত হয়েছিল। ১৯০০-তে বিদেশীদের দুই-তৃতীয়াংশ শহরগুলিতে বাস করছিল এবং ১৯২০-তে এই অনুপাত দাঁড়িয়েছিল তিন-চতুর্থাংশ। নিউ ইয়র্ক শহরে জমেছিল লক্ষলক্ষ ইটালিয়ান, পোল, রাশিয়ান আর ইহুদি; শান্তশিষ্ট বস্টনে থাকত বহুসংখ্যক ইটালিয়ান ও ফরাসী-ক্যানাডিয়ান; কোয়েকারপন্থী ফিলাডেলফিয়ায় অনেক রাশিয়ান; ক্লেভল্যাণ্ডে রাশিয়ান আর পোলরা; সেণ্ট পল আর মিনেপলিশ-এ স্ক্যাণ্ডিনেভিয়ার লোকেরা এবং শিকাগোয় পাঁচমিশেলী জাত। বড় শহরের চেয়ে ফল রিভার, স্ক্র্যাণ্টন কিংবা হ্যামট্রাম্ক-এর মতো ছোট ছোট শহরেই বিদেশীদের ছিল সংখ্যাধিক্য। তার মানে দক্ষিণ এবং পূর্ব ইউরোপ থেকে নবাগতেরা এসে খনি আর কারখানাগুলিতে কাজ পাচ্ছিল। দৃষ্টান্ত স্বরূপ ১৯১০-এ পেনসিলভ্যানিয়ার কয়লার খনিগুলির তিন চতুর্থাংশ শ্রমিক ছিল বিদেশী এবং তাদের মধ্যে খুব বেশী অংশে ছিল ইটালিয়ান, পোল আর স্লোভাকরা। ১৯২০-তে বিদেশীরা
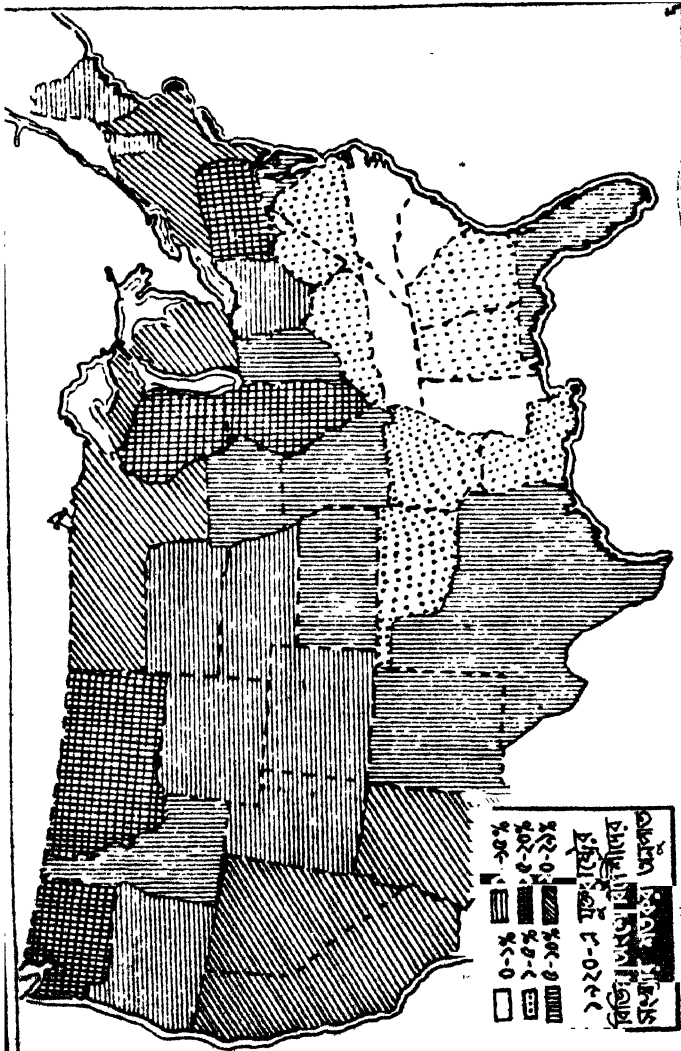
ছিল সমগ্র জনসংখ্যার এক-অষ্টমাংশ এবং এদের এক-তৃতীয়াংশ কাজ করত কারখানাগুলিতে এবং অর্ধেকের বেশী কাজ করত খনিতে।

এই ঔপনিবেশিকেরা কি দিয়েছিল? এরা দিয়েছিল নিজেদের—দিয়েছিল তাদের সামর্থ্য, তাদের কাজ, তাদের বিশ্বাস। নতুন দেশের কাছে তারা অনেককিছুর জন্য ঋণী ছিল, কিন্তু দেশটিও যথেষ্ট ঋণী ছিল তাদের কাছে। দেশের প্রাকৃতিক সম্পদ অল্প খরচে এবং অল্প সময়ে বাড়াবার জন্য যে কঠোর পরিশ্রমের প্রয়োজন ছিল, তা তারা করত। তারা সমতল তৃণভূমির মাটি কেটে হাল চালিয়েছিল; তারা সমগ্র দেশটির বুকের উপর দিয়ে রেলপথ বসিয়েছিল; তারা লোহা, কয়লা আর তামার খনিগুলি খুঁড়েছিল; উত্তর-পশ্চিম অঞ্চলের জঙ্গলের কাঠ তারা কেটেছিল। কিন্তু তাদের শ্রম অকুশলী ছিল না। তাঁরা আমেরিকার জীবনে প্রাচুর্য আর বর্ণাঢ্যতা এনেছিল এবং তার কৃষ্টিমূলক ঐতিহ্য বাড়িয়েছিল; সঙ্গীতে এবং শিল্পকলায় তারা এনেছিল সৃষ্টির প্রেরণা। ১৯৩০-এ এমন একটিও ঐকতানদল ছিল না যার নেতা ছিল এ্যাংলো-স্যাকসন।

তবু ঔপনিবেশিকতা তার নিজের সমস্যাও সৃষ্টি করেছিল। শ্রমিকরা তার স্বাদ পেয়েছিল চাকরির জন্য প্রতিযোগিতায়। একজন শ্রমিকনেতা বলেছিলেন, "আমাদের জীবনযাত্রা, আমাদের মাইনে এবং আমাদের পরিবারের অবস্থা নির্ভর করত উপনিবেশ স্থাপনের উপর।" নগর-শাসকেরা তার আভাষ পেতেন বাসস্থান, স্বাস্থ্য সম্পর্কিত ব্যবস্থা ও পুলিশ সংক্রান্ত সমস্যায়। বিদ্যাশিক্ষা ব্যবস্থা একথা টের পেত শিক্ষার অভাব এবং সমাজের সঙ্গে খাপ খাইয়ে নেবার সমস্যায়। যদিও অনেক প্রতিনিধি 'দেশের পক্ষে অভূতপূর্ব বিপদে' শঙ্কায় কম্পিত হচ্ছিল, তবু এইসব বিদেশীদের দেশে আত্মসাৎ করা এমনকিছু কঠিন কাজ ছিল না। গড় ঔপনিবেশিকেরা করুণভাবে চেষ্টা করত আমেরিকান ব'নে যাবার। মেরী এ্যান্টিন তাঁর 'প্রমিসড ল্যান্ড'-এ যে-অভিজ্ঞতার কথা লিখেছিলেন, লক্ষলক্ষ লোকেদের ক্ষেত্রে তা সমানভাবে প্রযোজ্য ছিল :

> সেপ্টেম্বরের এক উজ্জ্বল সকালে যখন প্রথম বিদ্যালয়ে গেলাম, তখন আমার নাগরিক গর্ব এবং ব্যক্তিগত পরিতৃপ্তি শ্রেষ্ঠ অবস্থা প্রাপ্ত হয়েছিল। যদি এমন দিনও আসে যখন বৃদ্ধত্বের জন্য নিজের নামও মনে না পড়ে, তবু এই দিনটিকে আমি ভুলব না। বেশির ভাগ লোকের পক্ষেই বিদ্যালয়ে প্রথম দিন একটি স্মরণীয় ঘটনা। আমার কাছে দিনটির মূল্য ছিল একশ'গুণ বেশী, তার কারণ আমি বহু বৎসর অপেক্ষা করেছি, দীর্ঘ পথ অতিক্রম ক'রে এসেছি এবং ব্যক্তিগতভাবে যেসব উচ্চাশা পোষণ করেছি...বাবা নিজে আমাদের বিদ্যালয়ে

নিয়ে গেছলেন। এ-ভার যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্টের উপর দিতেও তিনি রাজী ছিলেন না। আমার সমান আগ্রহ নিয়েই তিনি এই দিনটির প্রতীক্ষা করেছিলেন এবং সূর্যালোকিত পথ দিয়ে যেতে যেতে তিনি আমার চেয়ে বড় স্বপ্ন দেখেছিলেন......অবশেষে আমরা চারজনে শিক্ষিকার টেবিলের চারপাশে ঘিরে দাঁড়িয়েছিলাম, এবং বাবা তাঁর ভাঙা ভাঙা ভুল ইংরেজি ভাষায় শিক্ষিকার উপর আমাদের ভার দিলেন এবং আমাদের সম্পর্কে থেমে থেমে এমন কতকগুলি আশার বাণী বললেন, যা তাঁর উদ্বেলিত হৃদয় আর চেপে রাখতে পারল না।

লোকসংখ্যার অন্তর্ভুক্ত ক'রে নেবার সমস্যা ঔপনিবেশিকদের চেয়ে তাদের পুত্রকন্যাদের ক্ষেত্রে বেশী হয়ে দাঁড়িয়েছিল। যারা স্থানত্যাগের প্রতিক্রিয়ায় ভারসাম্য হারিয়েছিল, তাদের সংখ্যা ছিল প্রচুর। দেশে তারা এক ধরনের জীবন যাপন করত, বিদেশে জীবন হ'ল অন্য ধরনের। পুরনো পৃথিবীর সঙ্গে তখনও তাদের একটা সম্পর্কের বন্ধনসূত্র ছিল—তাদের পিতামাতা এবং প্রায়ই গির্জার মধ্যে দিয়ে—কিন্তু সে-সম্পর্ক ছিল পরোক্ষ এবং অবাস্তব। তাদের ভিন্ন আকৃতি এবং উচ্চারণের জন্য তাদের আমেরিকান সঙ্গীরা তাদের খোলা মনে গ্রহণ করতে পারত না। নতুন জীবনকে গ্রহণ করবার আগে এরা অনেক সময় তাদের পুরনো ঐতিহ্যকে অস্বীকার করত। বিদ্যালয়গুলিতেই ছিল এসমস্যার শ্রেষ্ঠ সমাধান, কিন্তু সেগুলিও কখনো কখনো পার্থক্যকে মুছে না ফেলে, বাঁচিয়ে রাখত। অসামঞ্জস্য, হিংসাত্মক কাজ ও অপরাধের দৃষ্টান্ত বেশী দেখা যেতে লাগল।

১৯০০-তে সকলের মধ্যেই এই ধারণা এল যে এইবার এই ঔপনিবেশিকদের স্রোত বন্ধ করার সময় এসেছে। শ্রমিকরা প্রতিযোগিতায় ক্রুদ্ধ হয়ে উঠতে লাগল। আগেকার যুগের আমেরিকানরা ভয় পেতে লাগল যে স্লাভরা এবং ভূমধ্যসাগর থেকে আগত লোকেরা জাতির মান নষ্ট করবে; সর্বসাধারণ ভাবতে লাগল যে আমেরিকায় লোকসংখ্যা এবং তাদের সমস্যা প্রচুর পরিমানে রয়েছে, বিদেশ থেকে আর আনবার প্রয়োজন নেই। ১৮৮২-তে কংগ্রেস চীন থেকে উপনিবেশিক আসা বন্ধ ক'রে দিয়েছিল এবং সেই বছরেই সেটি রোগীদের, মনোবিকারগ্রস্তদের, দুর্নীতিপরায়ণ লোকদের, এবং নৈরাজ্যবাদী প্রভৃতিদের অবাঞ্ছিত ব'লে ঘোষণা করেছিল। এতে মান-এর দিক থেকে কিছু ফল হলেও, সংখ্যার দিক থেকে বিশেষ কিছু লাভ হয়নি। যার প্রয়োজন ছিল তা হচ্ছে এমন একটা পর্দা যা থেকে এই দুদিক দিয়েই ফললাভ করা যাবে। একটা উপায় প্রস্তাবিত হ'ল—নবাগতরা শিক্ষিত কিনা তার পরীক্ষা করা। যেহেতু ব্রিটিশ দ্বীপপুঞ্জে, জার্মানিতে এবং স্ক্যান্ডিনেভিয়ায় অশিক্ষিত লোক প্রায় ছিল

না এবং ইটালি, পোল্যাণ্ড, রাশিয়া এবং পূব ও দক্ষিণ ইউরোপের অন্যান্য দেশে অশিক্ষিতের হার ছিল খুব উচ্চ, এই ব্যবস্থায় 'পুরনো' ঔপনিবেশিকদের আগমনে বিশেষ বাধা সৃষ্টি না হয়ে 'নতুন'দের আসা অনেক পরিমাণে ক'মে গেল।

তিনজন প্রেসিডেন্ট—ক্লেভল্যাণ্ড, ট্যাফ্‌ট আর উইলসন—যুক্তরাষ্ট্রে প্রবেশের যোগ্যতার জন্য শিক্ষার প্রয়োজন সম্পর্কিত আইন ভেটো প্রয়োগে বাতিল ক'রে দিলেন এই যুক্তিতে যে এ-পরীক্ষা যোগ্যতার নয়, সুযোগসুবিধার। অবশেষে ১৯১৭-তে কংগ্রেস তার ইচ্ছানুযায়ী কাজ করতে পারল। বিশ্বযুদ্ধ শেষ হবার পর এবং ইউরোপের বিধ্বস্ত অঞ্চলগুলি থেকে প্রচুরভাবে লোক সমাগমের সম্ভাবনা হওয়ায় তখন আর ঔপনিবেশিকদের আসার উপর বিধিনিষেধের প্রশ্ন নয়, তাদের আগমন একেবারে বন্ধ ক'রে দেবার প্রশ্ন উঠল। ১৯২১, ১৯২৪ এবং ১৯২৯-এ কংগ্রেস একটা সংখ্যামূলক সীমা নির্দেশ ক'রে দিল—বিদেশ থেকে মাত্র দেড়লক্ষ লোক আসতে পারবে। এই বিধিনিষেধ ক্যানাডা, মেক্সিকো কিংবা দক্ষিণ আমেরিকার রাষ্ট্রগুলি থেকে আগত লোকদের উপর প্রযোজ্য ছিল না, কিন্তু যেসব ব্যক্তি সরকারের ভারস্বরূপ হবে তাদের প্রবেশ সম্পর্কে নিষেধ থাকায়, এই দেশগুলি থেকে লোক আসাও ক'মে গেল।

এইভাবে ১৯৩০-এ আমেরিকার ইতিহাসে একটি যুগের অবসান হ'ল। যুক্তরাষ্ট্র তখনও ছিল একটি জাতিমিশ্রণের কড়া, কিন্তু বহুস্থানে প্রচুরভাবে জনসংখ্যা বেড়ে যাওয়ায় সেদেশ আর অন্যান্য দেশের রিক্ত ও নির্যাতিত লোকেদের পরিত্রাণের স্বর্গ ব'লে বিবেচিত হ'তে পারল না।

পঞ্চদশ অধ্যায়

পশ্চিমাঞ্চলের সাবালকত্ব প্রাপ্তি

সুদূর পশ্চিমকে আয়ত্বাধীনে আনা। যখন দক্ষিণাঞ্চল যুদ্ধের দুঃখদুর্গতি এবং পুনর্গঠনের বিশৃংখলতা থেকে ক্রমে মুক্ত হচ্ছিল এবং উত্তরাঞ্চল নিজের অর্থনৈতিক অবস্থাকে কারখানা ও যন্ত্রপাতির সংগে খাপ খাইয়ে নিচ্ছিল, তখন মিজৌরির ওপারে পশ্চিমাঞ্চলে আরও লক্ষণীয় পরিবর্তনগুলি সংঘটিত হচ্ছিল। সমগ্র যুক্তরাষ্ট্রের অর্ধেক এই অঞ্চলটির বেশির ভাগ ১৮৬০-এ জংগলে আকীর্ণ ছিল। একথা ঠিক যে নতুন রাষ্ট্র ক্যালিফোর্নিয়া প্রায় চারলক্ষ অধিবাসীদের জন্য গর্ব অনুভব করছিল; উইলামেট উপত্যকায় ছিল অরিগণের পঞ্চাশ হাজার নতুন বসতি-স্থাপনকারীরা; গ্রেট সল্ট লেকের আশে পাশে মর্মনদের সাধারণতন্ত্র গ'ড়ে উঠেছিল; রিও গ্র্যান্ড নদীর উত্তরাংশের তীরগুলির আশেপাশে নব্বই হাজার পুয়েব্লো ইণ্ডিয়ান, মেক্সিকান এবং শ্বেতাংগ দুঃসাহসিক লোকেরা বাস করত। আমেরিকার লোকগাথায় যেসব ইণ্ডিয়ান উপজাতিগুলির নাম কীর্তিত হয়েছে, যথা—উত্তরের সমতল অঞ্চলের সিও, ব্ল্যাকফুট আর ক্রো; মধ্য অঞ্চলের উটে, চেনি এবং কায়োআ এবং দক্ষিণের নির্দয় কমাচে ও এ্যাপাচে—মহিষ থেকে নিজেদের খাদ্য ও জ্বালানি পর্যন্ত সবকিছু সংগ্রহ ক'রে, দ্রুতগামী ছোট ছোট ঘোড়ায় চ'ড়ে, নিজেদের মধ্যে এবং বন্যজন্তুদের সংগে যুদ্ধ ক'রে, এরা পর্বত, প্রান্তর এবং মরুভূমিতে ঘুরে বেড়াত।

ত্রিশ বছর পরে এ-সমস্তই পরিবর্তিত হয়ে গেল। ইণ্ডিয়ানরা তখন পরাজিত হয়ে সভ্যতার সন্দেহজনক প্রক্রিয়ার অধীনে এসে গেছে। মহিষের দল লোপ পেয়েছে। পার্বত্য অঞ্চলের সর্বত্র খনির মালিকরা ভিড় করেছিল; খনি-সম্পদের গতিপথ অনুসরণ ক'রে এমন কতকগুলি কেন্দ্রস্থান গ'ড়ে তুলেছিল যেগুলোর নামে কবিত্ব ছিল—সান জোয়াকিন, বিভারহেড, বেল ফোর্স, বিটার রুট, সুইট ওয়াটার। সেসব স্থানে তারা মাটির গভীর অন্দরে চ'লে গিয়ে নেভাডা, মণ্টানা, কলোর্যাডো এবং এমনকি ডাকোটার ব্ল্যাক হিলস-এ ছোটছোট উত্তেজিত দলকে

প্রতিষ্ঠিত করেছিল। বিস্তীর্ণ তৃণাচ্ছাদিত প্রান্তর পার হয়ে, সমুন্নতশির রকি পর্বতমালার গিরিবর্ত্মের মধ্য দিয়ে গিয়ে আটলাণ্টিক ও প্রশান্ত মহাসমুদ্রের মধ্যে যোগাযোগ স্থাপন করেছে রেলপথগুলি। গোপালকেরা বিনামূল্যের ঘাস, রেলপথ এবং নতুন বাজারের সুবিধা নিয়ে টেক্সাস থেকে মিজুরি পর্যন্ত বিস্তীর্ণ সব প্রান্তর অধিকার ক'রে বসল এবং তাদের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করতে লাগল মেষপালকেরা—পর্বতগাত্রে এবং উপত্যকায়। তারপর চাষীরা গিয়ে ভিড় করল উপত্যকায় আর সমতল প্রান্তরে এবং এইভাবে পূর্ব আর পশ্চিমের মধ্যে জনবিরল বসতি আর রইল না। ১৮৯০ সালে সীমান্তপ্রদেশ ব'লে আর কিছুই রইল না, মহাদেশের একপ্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্যন্ত রইল কেবল একটার পর একটা রাষ্ট্র, এবং যেসব স্থানে হরিণ ঘুরে বেড়াত, সেখানে পঞ্চাশ ষাট লক্ষ নরনারী চাষ-আবাদ আরম্ভ ক'রে দিল।

এই বিস্তৃত অঞ্চল অধিকার করতে এত বিলম্ব হয়েছিল কেন, আর যখন অধিকার করা আরম্ভ হ'ল, তখনই তা এত দ্রুত গতিতে অগ্রসর হ'ল কেন? দু' শতাব্দী ধ'রে আমেরিকানরা আটলাণ্টিকের তীর থেকে পশ্চিম দিকে এগিয়েছে —ঔপনিবেশিক দিনের সেই 'প্রাচীন পশ্চিম'-এর দিকে, এ্যাপালেসিয়ান পর্বত পার হয়ে, ওহায়ো নদীপথে, মিসিসিপি উপত্যকার ভিতর দিয়ে। ১৮৫০-এ জনবসতির সীমান্ত এসে থামল ৯৫° মধ্যরেখায় এবং আমাদের ইতিহাসে এই প্রথম এই অগ্রগমনে বাধা পড়ল। নিয়মিত অগ্রগমন না ক'রে, এই বসতিবিস্তার সমতলভূমি এবং রকি পর্বতমালা এক লাফে পার হয়ে একেবারে প্রশান্ত মহাসাগরের উপকূলে গিয়ে হাজির হ'ল। এর ব্যাখ্যা একমাত্র ভূগোল এবং আবহাওয়ার মধ্যেই পাওয়া যাবে। ইউরোপীয় লোকেরা এই জঙ্গল আর নদীর দেশগুলি থেকেই এসেছিল এবং তারা 'নতুন জগৎ'-এও জঙ্গল আর নদী পেয়েছিল, আর পেয়েছিল চাষের জন্য প্রচুর বৃষ্টি। দুই শতাব্দীর অভিজ্ঞতার পর এই প্রথম তারা বিরাট প্রান্তরের সম্মুখীন হ'ল। এখানে জল ছিল সামান্যই। বৃষ্টি সামান্যই হ'ত, বহুদিন ধ'রে অনাবৃষ্টি চলত, নদীগুলি ছিল অগভীর এবং বাড়ি আর বেড়ার জন্য কাঠ পাওয়া ছিল দুঃসাধ্য। কাজেই ঔপনিবেশিকরা যে এই স্থানটির পাশ কাটিয়ে, যেখানে প্রচুর কাঠ আর জল পাওয়া যায়, সেই প্রশান্ত মহাসাগরের তীরে হাজির হয়েছিল এতে বিস্মিত হবার কি আছে!

নতুন পরিবেশে নিজেদের খাপ খাইয়ে নেবার জন্য উপযুক্ত যন্ত্রপাতি যতদিন না চাষীরা পেয়েছিল, ততদিন তারা ওই বিস্তৃত প্রান্তর জয় করবার আশা করতে পারেনি। তারা নিজেদের খাপ খাইয়েছিল পরে। পরিবহণের কাজ করেছিল রেলপথ; বেড়ার জন্য কাঁটাতার পাওয়া গিয়েছিল; গভীর ভাবে খনন করা কুয়ো

থেকে আর উইণ্ডমিলের সাহায্যে জল পাওয়া গিয়েছিল; জলহীন চাষ এবং খাল-কাটার সাহায্যে কম বৃষ্টির জন্য চাষের অসুবিধা দূর হয়েছিল। এইসব সুবিধার জন্য প্রথম উপনিবেশ স্থাপনকারীরা বাঁচতে পারত, চাষ করতে পারত এবং সমতল-ভূমিতে বসতি স্থাপন করতে পারত। এই অভিজ্ঞতার ভিতর দিয়ে শুধু যে নতুন ধরনের চাষের পদ্ধতি এল তাই নয়, নতুন জীবন যাপন প্রণালী এল—নতুন সামাজিক, অর্থনৈতিক আর সাংস্কৃতিক ব্যবস্থা এল।

মিজুরির ওপারে বিস্তৃত পশ্চিমাঞ্চলে বসতি স্থাপন বেশী না হ'লেও, স্থানটি অজ্ঞাত ছিল না। লিউইস, ক্লার্ক এবং জন সি. ফ্রেমণ্টের মতো দুরন্ত আবিষ্কার-কেরা এ স্থানটির সন্ধান পেয়েছিলেন, ফার ব্যবসায়ীরা উত্তরপশ্চিমের কিংবা এ্যাসটরের ফার কম্প্যানিগুলির প্রতিনিধি হিসাবে, কিংবা নিজেদের খেয়ালে, স্থান-টিকে ঘনিষ্ট ভাবে চিনেছিল; স্যাণ্টা ফে পথের ব্যবসায়ীরা দক্ষিণপশ্চিমে স্পেনের অধিকৃত অঞ্চলে যাবার সময় এই স্থানটির সঙ্গে ঘনিষ্ট পরিচয় ক'রে নিয়েছিল; প্রোটেসট্যাণ্ট এবং ক্যাথলিক ধর্মযাজকেরা ইণ্ডিয়ানদের মধ্যে গিয়ে কাজ করেছেন; অরিগণের পথে প্রথম বসতিস্থাপনকারীরা, মর্মনদের যাত্রাপথে সাধুসন্ন্যাসীরা, ক্যালিফোর্নিয়ার পথে ভাগ্যান্বেষীরা সগৌরবে এই অঞ্চলটির ভিতর দিয়ে রাজপথ তৈরি করেছিল; ঔপনিবেশিক ও ব্যবসায়ীদের রক্ষা করবার উদ্দেশে সৈন্যবাহিনী এখানে অনেকগুলি দুর্গ তৈরি করেছিল; রেলপথের জন্য জরিপকারীরা স্থানটির জরিপ করেছিল এবং নতুন যুগের প্রারম্ভে প্রথম মহাদেশীয় রেলপথ নির্মাণের জন্য প্রেসিডেণ্ট লিঙ্কন একটি আইনে দস্তখত করেছিলেন।

১৮৪০-এর পর থেকেই কল্পনাবিলাসীরা মহাদেশের মধ্যে দিয়ে একটি রেল-পথ নিয়ে যাবার স্বপ্ন দেখছিল, কিন্তু ক্যালিফোর্নিয়ায় যাবার ভীড় বাড়বার আগে, প্রশ্নটা এত জরুরী হয়ে ওঠেনি। তার পরেই পথটি কোন দিক দিয়ে যাবে তাই নিয়ে বিতর্ক উঠেছিল। দক্ষিণের লোকেরা চেয়েছিল যে পথটি দক্ষিণ ক্যালি-ফোর্নিয়া এবং টেক্সাসের সঙ্গে নিউ অর্লিন্স কিংবা মেম্ফিস-এর যোগাযোগ স্থাপন করবে; উত্তরের লোকেরা চেয়েছিল পথটি উত্তরপশ্চিমের সঙ্গে সেণ্ট লুই কিংবা শিকাগোর যোগাযোগ স্থাপন করবে। জমি জরিপ করা হয়ে গিয়েছিল, কিন্তু রাষ্ট্রগোষ্ঠীর রাষ্ট্রগুলি বিচ্ছিন্ন হবার আগে পর্যন্ত কোন মীমাংসা হয়নি; দক্ষিণের বিচ্ছিন্ন হবার পরই উত্তরের লোকেদের স্বাধীনভাবে মনস্থির করবার অধিকার এসেছিল। ১৮৬০-র প্যাসিফিক রেলওয়ে বিল ইউনিয়ন প্যাসিফিক আর সেণ্ট্রাল প্যাসিফিক এই দুই রেলপথকে একত্রিত করেছিল। ইউনিয়ন প্যাসি-ফিকের পথ তৈরি করবার কথা আয়ওয়ার কাউনসিল ব্লাফ্স থেকে পশ্চিম দিকে, আর সেণ্ট্রাল প্যাসিফিকের কথা ছিল ক্যালিফোর্নিয়া থেকে পূব দিকে অগ্রসর

হবে—যতক্ষণ না দুটি পথ একত্রিত হয়। এই বিরাট প্রচেষ্টাকে সফল করবার জন্য কেন্দ্রীয় সরকার এই দুই রেলপথকে দু'লক্ষ চল্লিশ হাজার একর জমি দিল এবং যা অর্থসাহায্য দিল তার মূল্য দাঁড়াল সাড়ে ছ'কোটি ডলার।

এইসব সাহায্য এবং রাষ্ট্রীয় আইনসভাগুলির কাছ থেকে অতিরিক্ত দান পেয়ে এই কম্প্যানি দুটির পরিচালকেরা তাঁদের পরিকল্পনা নিয়ে এগিয়ে চললেন। তাঁরা একটা বিরাট কাজের সম্মুখীন হয়েছিলেন। সমতল অঞ্চলের জঙ্গল, পাহাড় এবং যেসব মরুভূমিতে কেবল শত্রুভাবাপন্ন ইণ্ডিয়ানদের বাস, সেগুলির ভিতর দিয়ে সতেরশ' মাইল রেলপথ নিয়ে যেতে হবে। সেণ্ট্রাল প্যাসিফিকের সমস্যা ছিল আরো গুরুতর। শ্রমিক পাওয়া যাচ্ছিল না; শেষে সুদূর চীন থেকে দশ হাজার কুলি আমদানি করতে হয়েছিল।. প্রতিটি রেলের টুকরো, প্রত্যেকটি কামরা, প্রত্যেকটি ইঞ্জিন, সব যন্ত্রপাতি হয় হর্ন অন্তরীপ কিংবা পানামা যোজকের আশ-পাশ থেকে পাঠাতে হ'ত; এই কারণে কম্প্যানির হাতে প্রায় পঞ্চাশটা জাহাজ রাখতে হয়েছিল। সিয়েরা পর্বতমালার উপর দিয়ে কোন রাস্তা না থাকায় ইঞ্জিন সমেত হাজার হাজার টন মালপত্র বরফের উপর দিয়ে স্লেজগাড়িতে ক'রে টেনে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। খাদ্য ও অন্যান্য জিনিসও ওই পথ ধ'রেই যেত। পাহাড় উড়িয়ে রেলপথ তৈরি করতে হয়েছিল, গভীর গহ্বরের উপর সাঁকো তৈরি করতে হয়েছিল, এবং ষাট মাইলে সিয়েরা পর্বতমালায় পনেরটি টানেল খুঁড়তে হয়েছিল। যখন বরফ প'ড়ে কাজ বন্ধ হবার জোগাড় হয়েছিল, তীক্ষ্ণধী এঞ্জিনিয়াররা সাঁইত্রিশ মাইল দীর্ঘ টিনের চালা তৈরি ক'রে তার তলায় কাজ চালিয়ে গেছেন।

অন্তত অংশতঃ ইউনিয়ন প্যাসিফিকের কাজটা এর চেয়ে সহজ ছিল, কারণ জীবিত এঞ্জিনিয়ারদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠদের অন্যতম ছিলেন জেনারল গ্রেনভিল ডজ। তাঁর শ্রমিকরা ছিল আইরিশ কিংবা যুক্তরাষ্ট্রের বা রাষ্ট্রগোষ্ঠীর প্রাক্তন সৈন্য; ইণ্ডিয়ানরা এলেই এরা শাবল ফেলে রাইফেল ধরতে পারত। জেনারল ডজ-এর উৎসাহপূর্ণ নেতৃত্বে রেলপথ নির্মাণ দিনে দুই, তিন, এমনকি চার মাইল পর্যন্ত এগিয়ে যেত; একদল ফিসপ্লেট বসাত, আর একদল রেলগুলিকে স্বস্থানে বসিয়ে পেরেক ঠুকে দিত।

১৮৬৯-এর ১০ই এপ্রিল ইউটার প্রোমনটরি পয়েণ্টে পথদুটি একত্রিত হ'ল এবং এই মিলনের উৎসবে রুপোর ও সোনার পেরেক ঠুকে আটকে দেওয়া হ'ল। এটি ছিল একটি নির্মাণকৌশলের বিরাট দৃষ্টান্ত, তীক্ষ্ণবুদ্ধি, সাহস এবং একাগ্রতার শ্রেষ্ঠ কীর্তি। রবার্ট লুই স্টিভেনসন লিখেছিলেন :

যখনি আমার মনে হয় কি ভাবে এই রেলপথকে হিংস্র উপজাতিদের আবাস ঘন জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছে......কিভাবে এর প্রস্তুতির সময়ে মাঝে মাঝে লোভ ঐশ্বর্য আর মৃত্যু পরিপূর্ণ জনমুখর শহরগুলি গ'ড়ে উঠেছে আবার মিলিয়ে গেছে; কি ভাবে সব বিশ্রী জায়গায় প্রান্তদেশীয় বদমাইস লোকেদের আর ভগ্নমনোরথ ইউরোপীয়দের সঙ্গে মাথায় লম্বা বেণী নিয়ে চীনে দস্যুরা একসঙ্গে দুষ্কার্য চালিয়েছে, মিশ্র ভাষায় কথা বলেছে, মদ খেয়েছে, জুয়ো খেলেছে, গালাগাল দিয়েছে, ঝগড়া করেছে, প্রাণ নেবার জন্য নেকড়ে বাঘের মত ঘাড়ের উপর পড়েছে.........আর তার সঙ্গে যখন মনে হয় রেলপথ নির্মাণের এই দুঃসাধ্য কাজ চালিয়েছিলেন কয়েকজন সুবেশ ভদ্রলোক, এবং কিছু সম্পদলাভ ও একবার প্যারী শহরে ঘুরে আসার বেশী লোভ করেননি, তখন আমার মনে হয় আমাদের এই যুগের এটিই সর্বশ্রেষ্ঠ কীর্তি। যদি বীরত্ব আর রোমান্সের কথা বলেন, এর পাশে ট্রয় শহরের কান্ড কি দাঁড়াতে পারে?

এ কাজে রোমান্স আর বীরত্ব ছিল নিশ্চয়ই, তাছাড়া এতে "সম্পদ আর প্যারী-ভ্রমণও" ছিল। আসলে যে-কীর্তি এত গৌরবময় ছিল, তার সঙ্গে একটা লজ্জিত হবার মতো কাজও জড়িয়ে ছিল। সরকার যে লাভের অঙ্কের অনুমতি দিয়েছিল, তা ছাড়াও ইউনিয়ন প্যাসিফিকের পরিচালকরা একটি জাল কম্প্যানি তৈরি ক'রে তার নামে কতকগুলি মিথ্যা কন্ট্রাক্টের মাধ্যমে লক্ষ লক্ষ ডলার উপার্জন করেছিলেন। সেন্ট্রাল প্যাসিফিকের চার প্রধান—হান্টিংডন, স্ট্যানফোর্ড, ক্রকার এবং হপকিনস—তাঁদের নিজেদের একটি কম্প্যানি তৈরি ক'রে ছ'কোটি ডলার লাভ করেছিলেন; এ'দের প্রত্যেকেই নিজের মৃত্যুর সময় চার কোটি ডলার রেখে গেছলেন। এই দু'দল পরিচালকই প্রবল ভাবে ঘুষ চালিয়েছিলেন; দু'টি দলই রেলপথগুলির ঘাড়ে এমনি ঋণের বোঝা চাপিয়ে গিয়েছিলেন যে সরকারকে তার জন্য বিব্রত হ'তে হয়েছিল এবং বহু পুরুষ ধ'রে জনসাধারণকে তার জন্য অত্যন্ত বেশী ভাড়া দিতে হয়েছিল।

ইতিমধ্যে মহাদেশের ভিতর দিয়ে আরও অনেক রেলপথের পরিকল্পনা হয়েছিল, এবং তার মধ্যে চারটি তৈরি হয়েছিল। কংগ্রেসের কাছ থেকে চার কোটি একর জমি বিনামূল্যে পেয়ে জে কুক নর্দার্ন প্যাসিফিকের কাজ শুরু করেছিলেন এবং ফ্রেডারিক বিলিংস ও হেনরি ভিলার্ড ১৮৮৩-তে শেষ করেছিলেন, যে-রেলপথটি পাজেট সাউন্ডের সঙ্গে লেক সুপিরিয়ারকে যুক্ত করেছিল। জমি পাওয়ার দিক থেকে আর দুটি আন্তর্মহাদেশীয় রেলপথও কম সৌভাগ্যশালী ছিল না। একটি হ'ল স্যান্টা ফে, যেটি ক্যানসাস থেকে পুরনো পথেই নিউ মেক্সিকোতে এসে

তারপর মরুভূমির মধ্য দিয়ে নিম্ন ক্যালিফোর্নিয়ায় উপস্থিত হয়েছিল। অপরটি সাদার্ন প্যাসিফিক, যেটি অর্লিন্স থেকে লস এঞ্জেলস এবং স্যান ফ্র্যানসিস্কো পর্যন্ত প্রসারিত হয়েছিল। এই যে সব পথগুলি পশ্চিম দিকে গিয়েছিল, সেগুলি যুক্ত-রাষ্ট্রীয় সরকার ছাড়াও রাষ্ট্রীয় এবং প্রাদেশিক কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে সাহায্য পেয়েছিল। কেবল একটি বৃহৎ রেলপথ সরকারী সাহায্য ছাড়াই তৈরি হয়েছিল, সেটি হচ্ছে—গ্রেট নর্দার্ন। এই রেলপথটির নির্মাতা ক্যানাডার জে. জে. হিল; এটি সেণ্ট পল থেকে সিটল পর্যন্ত নর্দান প্যাসিফিকের সমান্তরাল গেছল। আর্থিক দিক থেকে এটিই ছিল সব রেলপথগুলির মধ্যে দৃঢ়ভিত্তি, এবং অর্থনৈতিক ও সামাজিক দিক থেকে সবচেয়ে জনকল্যাণমূলক।

খনি এবং পশুপালন সাম্রাজ্যগুলি। সুদূর পশ্চিমের সবচেয়ে দূরবর্তী ঘাঁটিগুলি অবশ্য প্রথম বসিয়েছিল খনিগুলি। ক্যালিফোর্নিয়ায় সোনার খনি আবিষ্কার হওয়ার পর নিউ স্পেনের একটি পশুপালন-কেন্দ্র থেকে স্থানটি একটি উন্নতিশীল রাষ্ট্রে পরিণত হয়েছিল এবং সেই কারণেই বহু অর্থনৈতিক প্রচেষ্টা শুরু হয়ে গেছল—যেমন চাষ আবাদ, জাহাজ চালান, রেলপথ নির্মাণ এবং কারখানায় উৎপাদন। খনির ইতিহাসে এ-অভিজ্ঞতা বরাবর ঘটেছে। ঘটেছে ১৮৫৯-এ পাইকস পিক প্রদেশে ছুটে যাওয়ায়, ১৮৬৫ নাগাদ এ্যালডার গালচ, মণ্টানার লাস্ট চান্স এবং উওমিং-এ সুইটওয়াটার নদীর তীরের অভিযানে; ১৮৭০-এর পর ডাকোটার ব্ল্যাক হিলস প্রচেষ্টায়। সর্বত্রই খনির লোকেরা স্থানটিকে বাসযোগ্য করে, রাজনৈতিক দলগুলিকে প্রতিষ্ঠিত করে এবং স্থায়ী বসতির ব্যবস্থা করে। যখন সব সোনা-রূপা পূর্বাঞ্চলের কম্প্যানিগুলির হাতে জমা হয়ে খনি খোঁড়বার উৎসাহ ক'মে গেছল, বসতির লোকেরা তখন সেখানে চাষবাসের বা গরু-ছাগল পোষবার দিকে নজর দিয়েছিল; কিংবা যে রেলপথগুলি পূব বা পশ্চিম দিকে গেছে সেগুলিতে চাকরি নেবার চেষ্টা করেছিল। কয়েকটি দল অবশ্য খনির কাজ নিয়েই রয়ে গিয়েছিল, কিন্তু মণ্টানা আর কলোর্যাডোর, উওমিং আর আইডাহোর, ক্যালিফোর্নিয়ার মতোই আসল সম্পদ ছিল ঘাসে আর মাটিতে। তাছাড়া খনিজ সম্পদের দিক থেকে বিচার করলেও যে মূল্যবান ধাতুর সন্ধানে সকলে ছুটে গিয়েছিল, শীঘ্রই তার চেয়ে তামা, কয়লা আর পেট্রোল অনেক বেশী পরিমাণে পাওয়া যাচ্ছিল।

খনি-সাম্রাজ্যের পতন, তার উত্থানের মতোই, হয়েছিল অকস্মাৎ; কিন্তু তার প্রতিক্রিয়া রয়ে গিয়েছিল আমেরিকান মনোবৃত্তিতে। খনির লোকদের তাঁবুগুলি ছিল চমৎকার। কোন স্থানে নতুন সন্ধান পেলেই হাজার হাজার ভাগ্যান্বেষী বন্য আস্তানায় গিয়ে হাজির হ'ত। কয়েক দিনের মধ্যেই শতশত তাঁবু কিংবা ঝরঝরে

কুঁড়ে গ'ড়ে উঠত, হয় কোন নদীর ধারে, কিংবা যে-পাহাড়ের ভিতর খনি তারই গায়ে। এখানে-ওখানে থাকত কয়েকটা সেলুন কিংবা নাচের হল, যেখানে পঞ্চাশ সেন্টে মদ পাওয়া যেত, এবং মেয়েরা গোঁফঅলা লোকদের তুষ্টিবিধান করত। রোমান্টিক লেখকরা যেরকম কল্পনা করত, বেআইনী কাজকর্ম নিশ্চয়ই সেরকম চলত না, কিন্তু সেখানে সভ্যতার সুযোগ-সুবিধা খুব কমই ছিল এবং শিবির-জীবনে সভ্যতার বালাই ছিল না। কিন্তু ক্রমে যখন বাড়িগুলি, বিদ্যালয়গুলি, চার্চগুলি এবং আইন গ'ড়ে উঠেছিল, তখন খনির দলগুলি যথেষ্ট পরিমাণে সুসংযত হয়ে উঠেছিল।

পশ্চিমাঞ্চলের উর্বর কৃষিক্ষেত্রগুলির প্রচার ক'রে উপনিবেশিকদের টেনে আনা আর পরবর্তী যুগের ঔপন্যাসিক আর ফিল্মপ্রযোজকদের বিষয়বস্তু দেওয়া ছাড়াও এইসব খনি-রাজ্য আরও অনেক কিছু করেছিল। ইন্ডিয়ানদের সমস্যাটিকে সেটি সামনে তুলে ধরেছিল, দেশের অভ্যন্তরে রেলপথগুলিকে টেনে নিয়ে গিয়েছিল, পূর্বাঞ্চলের মূলধন নিয়োগকারীদের পকেটে প্রচুর অর্থ ঢেলে দিয়েছিল, মূল্যবান ধাতুর দিক দিয়ে প্রায় দু' বিলিয়ন ডলার জাতীয় সম্পদ বাড়িয়ে দিয়েছিল যাতে কাগজের নোটের একটা দৃঢ়তর ভিত্তি তৈরি হয়েছিল এবং আমেরিকার রাজনীতিতে 'অর্থের প্রশ্ন'টা ঢুকিয়ে দিয়েছিল।

যখন নেভাডা আর মন্টানার পাহাড়ে খনির লোকেরা দুহাতে সম্পদ তুলছে পশ্চিমাঞ্চলের ইতিহাসে তখন একটি নতুন এবং গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় লেখা হচ্ছিল। সেটা গরু-ছাগলের রাজত্ব নিয়ে। সে-রাজ্যের সীমানা ছিল রিও গ্র্যান্ড থেকে উত্তর সীমান্ত পর্যন্ত এবং ক্যানসাস ও নেব্রাস্কা থেকে রকি পর্বতের উপত্যকা পর্যন্ত বিস্তৃত অখন্ড তৃণভূমি। এখানে লক্ষলক্ষ মহিষ যথেচ্ছ বিচরণ করেছে; কিন্তু অবিলম্বে তারা নিশ্চিহ্ন হয়ে গিয়ে তাদের স্থান অধিকার করেছে টেক্সাসের গাভি আর উওমিং ও মন্টানার ষাঁড়ের দল।

এক শতাব্দী ধ'রে স্পেনদেশীয় ভদ্রলোক আর ধর্মযাজকেরা উত্তর মেক্সিকোয় গোপালন করেছে—রিও গ্র্যান্ড বরাবর এবং দক্ষিণ ক্যালিফোর্নিয়ার উপত্যকাগুলিতে; কিন্তু সেগুলির মাত্র স্থানীয় মূল্য ছিল, আর মূল্য ছিল তাদের চামড়ার আর চর্বির জন্য। রেলপথ হওয়ার পর সেন্ট লুই, ক্যানসাস, ওমাহা এবং শিকাগোতে মাংস সরবরাহের কারবার গ'ড়ে উঠেছিল এবং রেলগাড়িতে ঠান্ডাঘরের ব্যবস্থা প্রবর্তিত হওয়ার পর গরু ষাঁড়গুলির উৎকর্ষ সাধন এবং তাদের উত্তরের বাজারগুলিতে তাড়িয়ে নিয়ে যাওয়া সম্ভব হয়েছিল। গৃহযুদ্ধ আরম্ভ হওয়ার ঠিক পরেই এই সব দীর্ঘ ভ্রমণ বাৎসরিক হয়ে ওঠে। হাজার হাজার গরুর খুরের আঘাতে পথ তৈরি হয়ে গিয়েছিল, নতুন রেলপথগুলিতে এ্যাবিলিন ও চেন-এর

মতো গরুষাঁড়ের শহরগুলি তৈরি হয়ে উঠেছিল। ইতিমধ্যে এই গোপালকরা দেখল যে শীতকালে তারা উত্তরের ঘাসে পূর্ণ স্থানগুলিতে এই প্রাণীগুলিকে রাখতে পারে এবং এইভাবে কলোর‍্যাডো, উওমিং এবং মণ্টানাতে এই রাজ্য বিস্তার লাভ করল। সবচেয়ে এই পশু বেশী ছিল টেক্সাসে কিন্তু উওমিং ছিল গোপালক সাধারণতন্ত্রের শ্রেষ্ঠ স্থান। বহু বৎসর ধ'রে এখানে গরুর চেয়ে দামী আর কিছু ছিল না এবং উওমিং-এর স্টক গ্রোয়ার্স এ্যাসোসিয়েসনের শাসন ছিল অপ্রতিহত।

গোড়ার দিকে যে-কোন লোক গোপালক হ'তে পারত, কয়েকটি গরু আর বাছুর নিয়ে তাদের সরকারী জমিতে চরতে দিলেই হ'ত। কিন্তু অনতিবিলম্বেই গোপালক বা কম্প্যানিগুলি, যেগুলি পূর্বাঞ্চলে কিংবা ব্রিটেনে সংগঠিত হয়েছিল, এই কারবারটিকে সম্পূর্ণ আয়ত্ব ক'রে নিল। তারা সরকারী জমিগুলি দখল করতে লাগল এবং বাঁধ দিয়ে জলের ব্যবস্থা করল। এইরকম একটি কম্প্যানি কলোর‍্যাডোতে দশলক্ষ একর সরকারী জমি বেড়া দিয়ে দখল ক'রে নিয়েছিল। আর একটি কম্প্যানি টেক্সাসে সম্পূর্ণ জোন্স প্রদেশটি দখল ক'রে নিয়েছিল। চেনরা তাদের দশলক্ষ একর জমি একদল গোপালক কম্প্যানিকে ইজারা দিয়েছিল এবং ইণ্ডিয়ানদের কয়েকটি সুসভ্য উপজাতি একটি কম্প্যানিকে ষাট লক্ষ একর জমি দিয়েছিল। ছোট ছোট প্রতিযোগীদের হটিয়ে দিয়ে গোপালক জমিদারেরা মেষপালকদের সঙ্গে নির্মমভাবে যুদ্ধ চালিয়েছিল, কারণ তাদের মেষের দল এমন নির্মূল ভাবে ঘাস খেত যে তৃণভূমির আর কিছুই থাকত না।

খনির মতোই এই সব গোপালন রাজ্যের এমন একটা রোমাণ্টিক দিক ছিল, যার স্মৃতি আমেরিকানদের মনে রেখাপাত ক'রে গেছে। সমতলভূমির নিঃসঙ্গ জীবন, দলবদ্ধ হওয়া, গোপন চিহ্ন, বহুদূর যাত্রা, দলবদ্ধ পলায়ন, হরণকারীদের সঙ্গে সংঘর্ষ, অপূর্ব অশ্বারোহণ কৌশল, প্রয়োজনের খাতিরে সুদৃশ্য বেশভুষা এ্যাবিলিন ও চেন শহরের গোপালকদের উদ্দাম জীবনযাত্রা—এসমস্তই আমেরিকান লোকসাহিত্য এবং গ্রাম্যসঙ্গীতে স্থান পেয়েছে। এযুগের শিশুরা গোপালকদের পোশাক পরে, সিনেমা ফিল্মে গোপালরা গরুহরণকারীদের অব্যর্থ লক্ষ্যে ভূতল-শায়ী করে, এবং রাস্তার বালকেরা টেক্সাসের ঘুমপাড়ানী গান গায় :

"হুপ হুপ ইয়ে, ছুটে চল এগিয়ে
তাঁবু খুব কাছে নয়, কুকুরের দল,
চল বসি উওমিং-এ নতুন বাড়ি নিয়ে—
হুপ হুপ ইয়ে, ছুটে চল চল।"

কৃষকদের আগমন। এই সব উচ্চ ভূমিতে গোপালন এবং মেষ পালনই ছিল স্বাভাবিক কাজ। বহু গোপালক বিশ্বাস করত যে সেদেশে চাষীরা বসবাস করতে এলে ভুল করবে। শতাব্দীর গোড়ার দিকে জেবুলন পাইক মত প্রকাশ করেছিলেন যে, "আমার মনে হয় ক্যানসাস, প্ল্যাট, আরকানসাস নদীগুলির এবং তাদের বিভিন্ন শাখাপ্রশাখাগুলির আশেপাশে খুব কমসংখ্যক লোকেরই বসতি হ'তে পারে...সেই লোকেরা দেখতে পাবে যে গরু, ঘোড়া, ছাগল এবং ভেড়া পালন করাই সবচেয়েও লাভজনক," এবং তার অর্ধশতাব্দী পরে যুক্তরাষ্ট্রের একজন সেনেটর ক্যানসাস্-এর যুক্তরাষ্ট্রে প্রবেশে বাধা দিতে গিয়ে বলেছিলেন যে, "মিজুরী নদী পার হবার পর, কয়েকটি ছোটখাট নদীর আশেপাশে ছাড়া বসতিস্থাপনের উপযুক্ত জায়গা বিশেষ নেই।" এইসব উপর উপর মতবাদ মিথ্যা ব'লে প্রমাণিত হয়েছে, তবু পরবর্তী ঘটনাগুলিতে দেখা গেছে যে অনুর্বর পশ্চিমাঞ্চলের বেশির ভাগ অংশেই চাষবাস লাভজনক ছিল না। পশুপালকেরা অন্তত এবিষয়ে নিশ্চিন্ত ছিল যে স্বয়ং প্রকৃতি ঠাকুরাণীর কাছ থেকে তারা পশ্চিমাঞ্চলের তৃণভূমিগুলি দখল করবার দলিল পেয়েছে। তাই তারা ভালো বা মন্দ উপায়ে দেশের ভূমি-আইনকে অমান্য করেছে, বড় বড় জমি বেড়া দিয়ে ঘিরে দখল করেছে, জনপদগুলির উপর একচেটিয়া অধিকার স্থাপন করেছে এবং কৃষকদের আগমনে বাধা দেবার চেষ্টা করেছে।

কিন্তু এ-যুদ্ধে জয়ের আশা ছিল না। যেসব চাষীরা বাসা বাঁধতে আসছিল তাদের কয়েকজনকে পশুপালকরা তাড়িয়ে দিতে পারে, কিন্তু তারা চিরকাল যুক্তরাষ্ট্রের সরকারের বিপক্ষে দাঁড়াতে পারেনা। যখন প্রেসিডেন্ট আর্থার এবং প্রেসিডেন্ট ক্লেভল্যান্ড কাঁটাতারের বেড়াগুলিকে কেটে ফেলতে এবং সমস্ত তৃণভূমি ঔপনিবেশিকদের জন্য উন্মুক্ত ক'রে দিতে আদেশ দিলেন, তখনি পশুপালকদের লীলাখেলা ফুরল। ১৮৭০ থেকে ১৮৯০-এর মধ্যে রেলপথগুলির বিস্তারে সমগ্র সমতল অঞ্চলে বৃহৎভাবে ঔপনিবেশিক তৎপরতা বৃদ্ধি পেয়েছিল। নর্দার্ন প্যাসিফিক রেলপথের হাতে যে বাড়তি চার কোটি একর জমি ছিল সেগুলি বিক্রি করবার জন্য পশ্চিমাঞ্চলের জমি যে গ্রীষ্মপ্রধান অঞ্চলের মতই উর্বর তার বিজ্ঞাপনে তারা ইউরোপকে প্লাবিত ক'রে দিল (এই থেকেই জে কুক-এর "কদলী বেষ্টনী") এবং কুক-এর উত্তরাধিকারী ভিলার্ড একসময় জমি বিক্রির জন্য বিদেশে আটশো দালাল রেখেছিলেন। স্যান্টা ফে রেলপথ হাজার হাজার রাশিয়ানদের এবং সাদার্ণ প্যাসিফিক রেলপথ বহু জার্মান এবং স্ক্যান্ডিনেভিয়ানকে লোভ দেখিয়ে এনেছিল। হিল্ তাঁর সাম্রাজ্য গ'ড়ে তুলেছিলেন গরীব চাষীদের টাকা ধার দিয়ে, বিজ্ঞানসম্মত চাষ আবাদে অর্থসাহায্য ক'রে, বহু গির্জা আর বিদ্যালয় তৈরি ক'রে। ইন্ডিয়ানদের প্রতিরোধ ভেঙে দেওয়া হয়েছিল এবং তাদের হয় দেশ থেকে তাড়িয়ে দেওয়া

হয়েছিল কিংবা কোন নির্দিষ্ট স্থানে আটকে রাখা হয়েছিল। সমতলভূমির আশে-পাশে বহু কারখানা লক্ষ লক্ষ মাইল কাঁটাতারের বেড়া তৈরি করতে লাগল এবং হাজার হাজার বায়ুচালিত কল এবং মাটি কাটার কল সেই অনুর্বর দেশে কৃষিকর্ম সম্ভব ক'রে তুলেছিল। আশি লক্ষ ঔপনিবেশিক এসে বসতিস্থাপন করল, লোকসংখ্যা বাড়ল দু'কোটি বিশ লক্ষ; আগেকার বসতিগুলিতে লোকসংখ্যার চাপ এই-ভাবে বাড়লেও কৃষিজাত দ্রব্যের বিক্রির সম্ভাবনাও সেই অনুপাতে বেড়ে গিয়েছিল।

এইসব শুভ সম্ভাবনার আওতায় ১৮৭০ থেকে কুড়ি বছর ধ'রে বহু লোক ছুটতে লাগল পশ্চিমের এই সমভূমির দিকে। হ্যাম্‌লিন গার্ল্যাণ্ড যখন নিজের একটা জমির উপর একটি দাবি প্রতিষ্ঠা করতে ডাকোটায় গিয়েছিলেন, তখনকার যে দৃশ্য তাঁর চোখে পড়ে তা হচ্ছে এই :

> পৃথিবীর সব দেশ থেকে ঔপনিবেশিকে ভর্তি হ'য়ে ট্রেনগুলি সমতলভূমির উপর দিয়ে থামতে থামতে অগ্রসর হচ্ছিল। নরওয়ে, সুইডেন, ডেনমার্ক, স্কটল্যাণ্ড এবং রাশিয়া থেকে জমির উমেদারেরা সূর্যাস্ত অঞ্চলের সমতলের দিকে ছুটে চলেছিল, যেখানে তাদের প্রত্যেকটি লোকের সুবিধার জন্য স্যাম্ কাকা একটি উপত্যকাকে আলাদা ক'রে রেখেছিলেন........রাস্তাগুলি দালালে ভ'রে গেছল, সকলের মনেই জমি বিক্রির কথা। সূর্যাস্তকালে যেসব জমি বিক্রি হয়নি সেখান থেকে জমি-কারবারীরা ফিরে আসতে লাগল, অত্যন্ত ক্ষুধার্ত এবং ক্লান্ত হলেও তাদের মনে ছিল খুশির আমেজ।

সমতলের সর্বত্র এই দৃশ্য। বিশ বছরে মিনেসোটার লোকসংখ্যা বাড়ল তিন গুণ, ক্যানসাস-এর চারগুণ, নেব্রাস্কার আট গুণ, ডাকোটার লোকসংখ্যা চৌদ্দ হাজার থেকে দাঁড়াল পাঁচ লক্ষে, টেক্সাস তার পঁচিশ লক্ষ অধিবাসী নিয়ে ম্যাসাচুসেট্‌স-কে লোকসংখ্যার তালিকায় ষষ্ঠ স্থান থেকে ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে দিল। এই কুড়ি বছরে মিনেসোটা, ক্যানসাস, নেব্রাস্কা, ডাকোটা, কলোর‍্যাডো এবং মণ্টানার কৃষিপ্রধান অঞ্চলে লোকসংখ্যা বেড়েছিল দশ লক্ষ থেকে পঞ্চাশ লক্ষে—সমগ্র দেশের লোকসংখ্যার বৃদ্ধির অনুপাতে এ ছিল আট গুণ। অর্ধ-শতাব্দী আগে ফরাসী ভ্রমণকারী দ্য তকেভিল বলেছিলেন "রকি পর্বতমালার দিকে ইউরোপের জাতি-গুলির এই ক্রমাগত অগ্রগমন যেন ভাগ্যনির্দিষ্ট। ঈশ্বরের হাত যেন এই জন-প্লাবনকে অসংবরনীয় ভাবে চালিয়ে নিয়ে যাচ্ছে।"

১৮৯০-এর পর সমতলভূমির দিকে এই ঔপনিবেশিক জোয়ার ক'মে গিয়ে অনেক জায়গায় ভাটা সুরু হয়ে গিয়েছিল। দুঃখে কষ্টে প'ড়ে এবং অনাবৃষ্টির

প্রধান রেলপথগুলি, ১৯১০
হ্যারিম্যান
গোল্ড
মর্গ্যান
হিল
ভ্যাণ্ডারবিল্ট
স্যাণ্টা ফে
পেনসিলভ্যানিয়া
সিয়্যাটল
ট্যাকোমা
স্পোক্যান
পোর্টল্যাণ্ড
স্যান ডিয়েগো
ডেনভার
এল প্যাসো
ক্যানসাস সিটি
সেণ্ট লুই
ডালুথ
শিকাগো
বস্টন
নিউ ইয়র্ক
ফিলাডেলফিয়া
ওয়াশিংটন
সিনসিনাটি
অ্যাটল্যাণ্টা
মোবাইল
জ্যাকসনভিল
নিউ অর্লিন্স

ঝঞ্ঝাটে পশ্চিম ক্যানসাস, নেব্রাস্‌কা এবং ডাকোটার অনুর্বর জমি ছেড়ে বহু চাষী পূর্বাঞ্চলের দিকে পালিয়ে গেল। জনসংখ্যা বৃদ্ধি লক্ষনীয়ভাবে মন্দগতি হয়ে গেল : দৃষ্টান্তস্বরূপ, ১৮৯০-এর পর দশ বছরে নেব্রাস্কার লোকসংখ্যা বাড়ল মোটে চার হাজার, ক্যানসাস-এর বাড়ল মাত্র চল্লিশ হাজার—অন্যান্য স্থানে স্বাভাবিক জনসংখ্যাবৃদ্ধির বেশি কিছুই হয়নি।

কিন্তু, পশ্চিমাঞ্চল সংগঠনের ইতিহাসে সবচেয়ে চমকপ্রদ অধ্যায়টি তখনও লেখা হয়নি। অর্ধ-শতাব্দী ধ'রে উন্নয়নের পুরোবর্তীরা ক্ষুধার্ত দৃষ্টিতে তাকিয়ে ছিল টেক্সাস ও ক্যানসাস-এর উর্বর জমিগুলির দিকে, যেগুলিকে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তে পাঁচটি সু-সভ্য ইণ্ডিয়ান জাতিগুলিকে দিয়ে দেওয়া হয়েছিল। ১৮৮৫ নাগাদ এই জমিগুলির জন্য আন্দোলন এত প্রবল হয়ে উঠল যে সরকার আর প্রতিরোধ করতে পারল না। ইণ্ডিয়ানদের স্বত্বগুলি কিনে নিয়ে ১৮৮৯-এর এপ্রিল মাসে সমগ্র অঞ্চলটি উপনিবেশ স্থাপনের জন্য ছেড়ে দেওয়া হ'ল। এই নতুন অঞ্চলে লোকেরা ছুটে চলল পাগলের মত। এর কয়েক বছর পরে, লোকেরা ঠিক এমনি ভাবেই ছুটে চলেছিল যখন উত্তর ওক্‌লাহামা-র চিরোকি অঞ্চলটি বসতি স্থাপনের জন্য খুলে দেওয়া হয়েছিল। ১৯০০-তে এই নতুন অঞ্চলের লোকসংখ্যা হয়েছিল আট লক্ষ।

খনির রাজত্ব এবং পশুপালকদের রাজত্ব শেষ হয়ে গিয়েছিল, এখন সীমান্ত অঞ্চলও অন্তর্হিত হ'ল। তখনও পশ্চিমাঞ্চলে খনি ছিল, কিন্তু সেগুলি সুনিয়ন্ত্রিত কারবার, মালিকানা স্বত্বে সেগুলি চালাচ্ছিল পূর্বাঞ্চলের ব্যবসা-প্রতিষ্ঠানগুলি। টেক্সাস ও নিউ মেক্সিকো থেকে মণ্টানা এবং ডাকোটা পর্যন্ত বিস্তৃত তৃণভূমিতে তখনও বহু গো-মহিষাদি ঘুরে বেড়াচ্ছিল, কিন্তু পশুপালনের সেই বিরাট উন্মুক্ত প্রান্তর আর ছিল না এবং পশুপালন তৎকালীন অনেকগুলি অর্থনৈতিক স্বার্থের অন্যতম হয়ে দাঁড়িয়েছিল। পশ্চিমাঞ্চলে তখনও চাষের জমি ছিল, কিন্তু সেগুলি ছিল বেশির ভাগ পার্বত্য অঞ্চলে কিংবা এমন অনুর্বর স্থানে যে ভাল সেচনের সুব্যবস্থা ছাড়া সেখানে চাষ করা লাভজনক হ'ত না। এইভাবে ক্রমশঃ, অর্থনৈতিক দিক থেকে, পশ্চিমাঞ্চল দেশের অবশিষ্ট অংশের সঙ্গে একীভূত হয়ে গেল।

রাজনৈতিক দিক থেকেও এই একীভূত করণ দ্রুত গতিতে অগ্রসর হচ্ছিল। ১৮৬৪-তে নেভাডাকে রাষ্ট্র হিসাবে স্বীকার ক'রে নেওয়া হয়েছিল প্রধানতঃ এই কারণে যে লিঙ্কন ভেবেছিলেন এই স্থানটির ভোটগুলির তাঁর প্রয়োজন হ'তে পারে। কলোর্যাডো রাষ্ট্র হিসাবে স্বীকৃতি পেল ১৮৭৬-এ। তার পর অবশ্য বহুদিন আর নতুন রাষ্ট্র হয়নি, ইতিমধ্যে পশ্চিমাঞ্চলটি ভর্তি হয়ে গিয়েছিল এবং রাজ-

নৈতিক দলগুলি ক্ষমতা দখলের চেষ্টায় ব্যস্ত ছিল সেখানে। অবশেষে ১৮৮৯-৯০-এ বাধা সরিয়ে নেওয়া হ'ল, এবং একটি বিলের মাধ্যমে ছ'টি রাষ্ট্রকে যুক্তরাষ্ট্রে নেওয়া হ'ল, সেগুলি হচ্ছে—ডাকোটার দুটি অঞ্চল, উওমিং, মণ্টানা, আইডাহো এবং ওয়াশিংটন। যদিও ইউটা অনেকদিন ধ'রেই রাষ্ট্র হিসাবে স্বীকৃতি পাবার যোগ্যতা অর্জন করেছিল, তবু সেখানে মর্মনদের আধিপত্যের জন্য স্থানটিকে সন্দেহের চোখে দেখা হ'ত; কিন্তু সেটি কয়েক বছর পরে অন্তর্ভুক্ত হয়েছিল। ওক্লাহামা এল ১৯০৭-এ এবং দক্ষিণ-পশ্চিমের দু'টি রাষ্ট্র এ্যারিজোনা ও নিউ মেক্সিকো ১৯১২-তে। এইবার জাতির রাজনৈতিক সীমান্ত স্থায়ী রূপ পেল এবং ১৭৮৭-র নর্থওয়েস্ট অর্ডন্যান্স দিয়ে যে-পদ্ধতির শুভ সূচনা হয়েছিল, এতদিনে তার সমাপ্তি ঘটল।

রাজনৈতিক কাঠামোর দিক দিয়ে পশ্চিমের এই সব প্রজাতন্ত্রী রাষ্ট্রগুলির পূর্বের রাষ্ট্রগুলির সঙ্গে মিল ছিল। সেই পরিচিত শাসনব্যবস্থা—শক্তির তিন বিভাগ, আইনসভার দুটি কক্ষ, নাগরিক ও গ্রাম্য পরিচালনা—তাই সর্বত্র দেখা গেল। কতকগুলি ব্যাপারে অবশ্য এইসব নতুন রাষ্ট্রের সংবিধানের সংগে আগেকার রাষ্ট্রগুলির সংবিধানের পার্থক্য ছিল। সেগুলি ছিল আরও বিস্তারিত আরও ভাল ভাবে তৈরী, আরও উদার। তাদের বেশির ভাগই মেয়েদের ভোটাধিকার দিয়েছিল, ট্রাষ্ট আর একচেটে কারবার বারণ করেছিল, রেলপথ নিয়ন্ত্রিত করেছিল এবং শ্রমমূল্যের ক্রমবর্ধমান হার নির্ধারিত করেছিল; কিন্তু যে-মনোবৃত্তি ও প্রচেষ্টা ছিল তাদের ভিত্তি তা মূলতঃ সমগ্র যুক্তরাষ্ট্র থেকে পৃথক কিছু নয়।

সর্বশেষ সীমান্তে জীবনযাত্রা। সীমান্ত অঞ্চলে বসবাসের মানেই ছিল দুঃখকষ্ট ও বিপদ এবং সর্বশেষ সীমান্তেও তার ব্যতিক্রম ছিল না। যেসমস্ত নরনারী শহর বা পূর্বাঞ্চলের ক্ষেত খামার ছেড়ে এই উচ্চ সমতলভূমিতে ভাগ্য পরীক্ষা করতে এসেছিল তাদের জীবনযাত্রা হয়ে উঠেছিল সুকঠোর এবং প্রায়ই তিক্তভাবে হতাশার। ওহায়ো কিংবা মিসিসিপি উপত্যকার চেয়ে এখানে শ্রম করতে হ'ত বেশী, পারিশ্রমিক পাওয়া যেত অনেক কম। কতকগুলি দিগন্তবিস্তৃত তৃণভূমিতে তরঙ্গায়িত মেঘ কিংবা সূর্যাস্তের দৃশ্য ছিল মনোরম, তবে বেশির ভাগ স্থানই ছিল অতি সাধারণ আর একঘেয়ে। গ্রীষ্মকালে যারা লাঙ্গল চালাত কিংবা ধান কাটত, তাদের মাথার উপর বর্ষিত হ'ত প্রখর সূর্যরশ্মি এবং দক্ষিণ থেকে উত্তপ্ত বায়ু ছুটে এসে তাদের রাত্রিগুলিকে দুর্বিসহ করে তুলত। নির্মম শীতের আবির্ভাব হ'ত অতর্কিতে, উত্তাপ নেমে যেত শূন্যের নিচে কুড়ি বা ত্রিশ ডিগ্রিতে,

দিনের পর দিন ধ'রে চলত তুষার-ঝড়, চারপাশে ছড়িয়ে প'ড়ে থাকত গরু মোষ-দের মৃতদেহ। যেসব নরনারী এই তুষার-ঝড়ের মধ্যে প'ড়ে যেত, তারা হয় মৃত্যুমুখে পড়ত, নয়ত সারাজীবন পঙ্গু হয়ে থাকত। অনেক সময় বাড়ি থেকে খামারে যাবার সময় এই প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের অস্পষ্ট পরিবেশে অনেকে পথ হারিয়ে ফেলত।

তবু পুরুষদের ছিল কাজ আর উচ্চাকাঙ্খা, নিঃসঙ্গতা আর একঘেয়েমির গুরুভার বেশী চেপে বসত মেয়েদের কাঁধে। মেয়েদের মধ্যে অনেকেই পূর্বাঞ্চলে আরামে মানুষ হয়েছিল; এখানে তাদের ছোট ছোট কাঠের কুটিরে আলো বাতাস ছিল না, দরজা জানলায় টাঙিয়ে রাখতে হ'ত কম্বল কিংবা পশুচর্ম, বৃষ্টির পর খালি মেঝেতে জল জ'মে যেত। এর পরবর্তী যুগের বাড়িগুলি অবশ্য এগুলির চেয়ে বেশী আরামদায়ক হয়েছিল এবং বেশী কুশ্রী হয়নি। বৃক্ষহীন প্রান্তরে তাড়াহুড়ো ক'রে তৈরী এইসব ছোট ছোট কুটিরগুলির রঙ ছিল সিসের মতো; সেগুলি গ্রীষ্মকালে গরম আর শীতকালে ঠাণ্ডা থাকত; তাছাড়া কোন সময়েই সেগুলিতে আনন্দের লেশমাত্র থাকত না। পূর্বাঞ্চলের সবচেয়ে বিত্তহীন খামারেও যেসব গাছপালা ঝোপঝাড় আর ফুল দেখা যেত, এখানে যেসব ছিল অনুপস্থিত, যদিও পরে কোথাও কোথাও সেগুলি রোপন করা হয়েছিল এবং জল পাওয়া গেলে তাদের যত্ন করাও হ'ত। জল অবশ্য গাছপালার জন্য খুব কমই পাওয়া যেত, বাড়ি ঘর এবং জামাকাপড় পরিস্কারের জন্যও তাই। অনাবৃষ্টির সময় যখন মাঠে ধান আর আঙুরের লতা শুকিয়ে যেত, কুয়োগুলোতে জল থাকত না, দক্ষিণ হাওয়া বাড়ির সর্বত্র ধুলো ছড়িয়ে যেত এবং উত্তাপ দিবারাত্র নব্বই-এর কোঠায় দাঁড়িয়ে থাকত, তখন সবচেয়ে সাহসী ব্যক্তিরও বুক দ'মে যেত।

এই উত্তাপ, ধুলো আর একঘেয়েমির চাইতে আরও সাংঘাতিক ছিল নিঃসঙ্গতা। সামাজিক মেলামেশা, গির্জার শান্ত্বনা ও ডাক্তারের সাহায্য থেকে বঞ্চিত হয়ে, ওল বোলভাজ লিখিত "জায়াণ্টস্ ইন দি আর্থ" পুস্তকের বেরেট-এর মতো সীমান্তের বহু গৃহিনী চিত্তের ভারসাম্য হারিয়ে ফেলত। ছেলেমেয়ে জন্মাত দয়াল, প্রতিবেশীদের কৃপায়, কখনো তাও পাওয়া যেত না; ছোট ছোট কবরগুলি দেখেই মালুম হতো যে শিশুমৃত্যুর সংখ্যা ছিল নিষ্ঠুর ভাবে প্রচুর। অসুখের ভয়ে সকলে সশঙ্কিত হয়ে থাকত, কারণ ডাক্তার প্রায়ই পাওয়া যেত না, আর পেলেও ডাক্তারির খরচ ছিল খুব বেশী। জল আর পচা ডোবায় যে অসংখ্য মশা জন্মাত তাদের দ্বারা বাহিত পালা জ্বরে প্রায় সকলেই ভুগত; দূষিত জলের জন্য হ'ত টাইফয়েড; কলেরা, নিউমোনিয়া আর হাম সকলেরই হ'ত; তাছাড়া দুর্ঘটনায় অনেকেই মারা যেত। বিব্রত গ্রাম্য ডাক্তার সাহসের সঙ্গে কাটাকুটি করতেন, কোন

অবেদনিক ব্যবস্থা ছাড়াই এবং একেবারে সেকেলে যন্ত্রপাতি দিয়ে। এভারেট ডিক একজন তরুণ ডাক্তারের কথা বলেছেন যে অবেদনিক ব্যবস্থা ছাড়াই কেরোসিনের আলোয় এ্যাপেণ্ডিসাইটিস-এর অপারেসন করেছিল; যখন লণ্ঠনটি ভেঙ্গে গিয়েছিল, তখন সে ধূমায়িত পলতের ক্ষীণ আলোতেই কাটার কাজ চালিয়ে গিয়েছিল।

শহরের জীবনে অবশ্য আরো বেশী বৈচিত্র্য আর সামাজিকতা ছিল, কিন্তু তাও ছিল মোটের উপর নিঃসংগ আর বর্ণহীন। এই যুগের সমতলের শহর ছিল খুব ছোট আর অস্থায়ী; অধিবাসীরা উজ্জ্বলতর ভবিষ্যতের স্বপ্ন দেখত এবং আরো সুবিধাজনক স্থানের সন্ধান পেলে তৎক্ষণাৎ মালপত্র নিয়ে সেখানে উঠে যেতে প্রস্তুত ছিল। কল্পনা করুন কাদায় ভর্তি একটি সরু গলি, কাঠের ফুটপাথ তৃণভূমিতে পৌঁছেই সহসা শেষ হয়ে গেছে, দুধারে সার সার ঝকঝকে বাড়ি, সেগুলির রঙ প্রখর রৌদ্রতাপে ফেটে ফেটে পড়ছে। নজরে পড়বার মতো বাড়িগুলি ছিল মদের আড্ডাখানা, মনিহারি দোকান, সাধারণ আস্তাবল, হোটেল, আর রেল স্টেশন—যেখানে কখন ট্রেনগুলি খবরের কাগজ আর সাময়িক পত্রিকা, দোকানের দ্রব্যতালিকা এবং পূর্বাঞ্চলের বন্ধু বান্ধব আত্মীয়স্বজন ঋণের দালাল কিংবা ধানের খরিদ্দারের কাছ থেকে চিঠি পত্র নিয়ে আসবে তারই প্রতীক্ষায় সকলে প্রতিদিন জমায়েৎ হ'ত। গলির এক প্রান্তে ছিল একটি গির্জা—মেথডিস্ট, ব্যাপটিস্ট কিংবা প্রেস্‌বিটেরিয়ান যাই হ'ক না কেন, সেখানে মাসে একদিন অর্থকষ্টে জর্জরিত ধর্মযাজক তারস্বরে বক্তৃতা দিত। এটির থেকে কিছু দূরে একটি অপরিচ্ছন্ন চৌকো প্রাঙ্গনের মাঝখানে বিদ্যালয়টি; দুটি মাত্র ঘর, ছেলেদের জন্য বেঞ্চি আর শিক্ষকের জন্যে টেব্‌ল-চেয়ার। শিক্ষকতার কাজ করত এমন কোন যুবক, যে-একবছর নর্মাল স্কুলে প'ড়ে ফিরে এসেছে, কিংবা কোন বিধবা, যাঁর একটি কাজের বিশেষ প্রয়োজন। কয়েকজন আধুনিক এখানে-ওখানে কয়েকটা গাছ পুঁতেছিল এবং এখানে ওখানে কয়েকটা সুদৃশ্য ফুলের দেখা পাওয়া যেত; বোঝা যেত কোন গৃহিণী সৌন্দর্যসৃষ্টির দুঃসাহসী চেষ্টা করেছেন। ছিটের জামা প'ড়ে শিশুরা হয় পিছনের উঠনে খেলা করত, কিংবা কামারের কাজের দিকে উৎসুক চোখে চেয়ে থাকত। চাপ-দাড়িওয়ালা ভদ্রলোকেরা হয় দোকানে নয়ত আস্তাবলে একত্রিত হয়ে সেবছরে ফসলের সম্ভাবনা কিংবা তার দাম নিয়ে আলোচনা চালাত, কিংবা রাজনীতির চর্বিতচর্বন করত।

অপরাধের অনুষ্ঠান সামান্যই ছিল, কিন্তু মদ খেয়ে মাতলামি ছিল সাধারণ ঘটনা—শনিবার রাত্রে যখন খামারের যুবকেরা এক সপ্তাহ পরিশ্রমের পর ফিরে আসত, তখন বেশ হৈচৈ হ'ত। মাঝে মাঝে বহুব্যক্তি একত্রিত হ'ত—হয় ৪ঠা

জুলাই কিংবা কোন পিকনিক উপলক্ষে, যখন বহুদূরের সব চাষীরা আর নগরবাসীরা ঘোড়ার গাড়ি চালিয়ে সবচেয়ে কাছের নদীটির ধারে হাজির হ'ত সারাদিন আনন্দ-উৎসব করবার জন্য। নেব্রাস্কার ব্লু স্প্রিংস-এ এইরকম একটি ৪ঠা জুলাই-এর অনুষ্ঠানের বর্ণনা দিয়েছেন এভারেট ডিক :

> তিনজনের এক কমিটি তৈরি হয়েছিল মাছ ধরবার জন্য। উৎসবের দিনের মধ্যে তারা কাছাকাছি নদীর মোহানার কাছে এক হাজার পাউন্ড ওজনের মাছ আটকে ফেলেছিল।......আর একটি তিনজনের কমিটি একটি চাঁদোয়া সংগ্রহ করেছিল, তারপর কাছের এক কাঠের কারখানা থেকে তক্তা এনে একটা টেব্‌ল আর নাচের প্ল্যাটফর্ম তৈরি করেছিল। আর এনেছিল একগাদা কাঠ আগুন জ্বালাবার জন্য। কর্মকর্তারা ব্রাউনস ডিল-এ লোক পাঠিয়ে একটা তিনমণ ওজনের শুয়োর আনিয়েছিল, যেটা থেকে মাছ ভাজবার জন্য যথেষ্ট চর্বি পাওয়া গিয়েছিল। একটা লোহার গম ভাঙবার জাঁতাও আনা হয়েছিল এবং সব আটা মিহি না হ'লেও রুটি মন্দ হয়নি। মৎস্য সহযোগে আহারের আয়োজনটা ভালই হয়েছিল, এবং শেষের দিকে ফলও ছিল। তেসরা তারিখের বিকেল থেকেই লোকেরা আসতে আরম্ভ করেছিল। পরের দিন লোকসংখ্যা দাঁড়াল দেড়শ'। তারা হেঁটে, গরুর গাড়িতে চ'ড়ে কিংবা যেকোন উপায়ে সেখানে পৌঁছেছিল। মেয়েরা সাদাসিধে পোশাক আর রোদের জন্য টুপি পড়েছিল। এতবড় দলের মধ্যে একজন শুধু সিল্কের পোশাক পড়েছিল। কয়েকজন পুরুষ এসেছিল খালি পায়ে। সত্তর ফুট উঁচু একটা খুঁটির উপর পতাকাটা ওড়ান হয়েছিল। 'স্বাধীনতার ঘোষণা' প'ড়ে শোনান হয়েছিল। তারপর সুখাদ্য পরিবেশন করা হ'লে, আশি মাইল দূর থেকে যে-বেহালাটা আনা হয়েছিল সেটার সুর মেলান হ'লে নাচ আরম্ভ হয়েছিল।

এইরকম ছোটখাট শহরের কয়েকটি উন্নতি হয়েছিল। রাস্তা আর ফুটপাথগুলি বাঁধান হয়েছিল, কাঠের বদলে ইট আর পাথর দিয়ে বাড়ি তৈরি হয়েছিল। একটি নতুন হোটেল, একটি নাট্যালয়, কতকগুলি ব্যাঙ্ক আর মনিহারি দোকান, একটি উচ্চ বিদ্যালয়—এ সমস্তই সাফল্য আর নাগরিক গৌরবের সাক্ষ্য দিচ্ছিল। বাকী শহরগুলি কালক্রমে ক্ষয়প্রাপ্ত হয়ে শেষে পঞ্চত্ব পেল; এক ক্যানসাসেই দুহাজার ভৌগলিক নাম লোপ পেয়েছিল। একটি সীমান্ত শহরের সাফল্য অসাফল্যের প্রশ্ন নির্ধারিত হ'ত রেলপথের দ্বারা—এবং অবশ্য রাজনীতির দ্বারা; তাছাড়া সমতলভূমির প্রাদেশিক সদস্যপদ নিয়ে সংঘর্ষ কুখ্যাত হয়েছিল।

এই সর্বশেষ সীমান্ত, আগেকার সীমান্ত অঞ্চলগুলির মতোই, ছিল গণ-তান্ত্রিত, বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই কোন না কোন ভাবে মেয়েদের ভোটাধিকার দিয়েছিল। এ বিষয়ে ১৮৬৯-এ উওমিং পথ দেখিয়েছিল। কয়েকটি সংবিধানে জনসাধারণের বড় বড় প্রশ্নে সাধারণের ভোটসংগ্রহের ব্যবস্থা ছিল। জজ সমেত বেশির ভাগ কর্মচারীই নির্বাচনের মাধ্যমে নিয়োগ পেত। তবে রাজনৈতিকের চেয়ে সামাজিক ক্ষেত্রেই গণতন্ত্র বেশী পরিস্ফুট হ'ত। যে-ব্যক্তি তার প্রতিবেশীর চেয়ে আরও ভাল পোশাক পড়ত, যে চাল দেখাত, যে পরিবারে সাহায্যকারীর আড়ম্বর দেখাত, তাকে সন্দেহের চোখে দেখা হ'ত। ব্যাঙ্কার, দোকানদার, উকিল ও চাষী শহরের পার্কে একসঙ্গে বসত, গির্জায় একই বেঞ্চিতে বসত, সমস্ত ছেলেমেয়েরা বিদ্যালয়ে যেত আর যেসব নরনারীর মধ্যে উচ্চাকাঙ্খা ছিল, তারা নর্মাল স্কুলে, কলেজে কিংবা রাষ্ট্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে যেত, যেগুলির ব্যবস্থা প্রত্যেক পশ্চিমাঞ্চলের প্রত্যেকটি সাধারণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে করা হয়েছিল। এই সব সীমান্তের দলগুলিতে অনেক জাতি মিশে গিয়েছিল—ব্রিটিশ, জার্মান, নরউইজিয়ান, বোহেমিয়ান, কিছু ইহুদি, এবং আশেপাশের রাষ্ট্র থেকে কিছু আমেরিকান। সেখানে বিভিন্ন জাতি, ভাষা এবং নীতি সম্পর্কে সমদৃষ্টি ছিল। আসলে এই শেষ সীমান্তটি ছিল সব চেয়ে বেশী গণতান্ত্রিক, বেশী আমেরিকান।

ষোড়শ অধ্যায়

চাষী ও তার সমস্যা

কৃষিবিপ্লব। বহুদিন যাবৎ শিল্পবিপ্লবকে আধুনিক ইতিহাসের ভিত্তি হিসাবে গ্রহণ করা হয়ে আসছে। কৃষিবিপ্লবও সমান ভাবে গুরুত্বপূর্ণ ছিল। লোহার কারবারী, রেলপথ নির্মাতা, এঞ্জিনিয়ার, শিল্পপতি এবং মহাজনদের সাফল্য দু'পুরুষ ধ'রে আমেরিকানদের কল্পনায় আগুন ধরিয়ে দিয়ে এসেছে; কিন্তু ক্ষেত খামারের মালিক এবং "ক্ষুধার বিরুদ্ধে সংগ্রামকারীদের" সাফল্য কম দর্শনীয় হ'লেও কম উল্লেখযোগ্য ছিল না। অবশ্য শিল্প ও কৃষিবিপ্লব দুটিই পরস্পরের উপর নির্ভরশীল ছিল। যন্ত্রপাতি এবং রেলপথ ছাড়া কৃষিবিপ্লব হয়ত সম্ভবই হ'ত না; বড় বড় শহরের গুদামগুলিতে বন্যার মতো শস্য না এসে পড়লে, শিল্পবিপ্লব ঘটত না। শতাব্দীর পর শতাব্দী মানুষ জীবন ধারণের জন্য প্রয়োজনীয় শস্য উৎপন্ন করবার চেষ্টা ক'রে এসেছে; আবার জনসংখ্যার বৃদ্ধি উৎপন্ন শস্যের উপর নির্ভর করেছে। কয়েক শতাব্দী ধ'রে দুর্ভিক্ষ পরিচিত অতিথির মত এসেছে, এবং লক্ষ লক্ষ লোকের জীবন নিয়েছে। এটি ছিল 'এ্যাপোক্যালিপ্সের চার অশ্বারোহীর' অন্যতম এবং সবচেয়ে ভীতিজনক। উপযুক্ত আহারের অভাব এবং তার জন্য দুশ্চিন্তা থেকে ঊনবিংশ শতাব্দী মানুষকে উদ্ধার করেছে এবং এই মুক্তির জন্য আমেরিকার খামারগুলি বিশেষভাবে দায়ী।

১৮৬০ থেকে ১৯০০-র মধ্যে খামারগুলির জমির পরিমাণ দ্বিগুণ এবং চাষকরা জমির পরিমাণ তিনগুণ হয়। অর্থাৎ আমাদের ইতিহাসে দু'শ' বছরে যত জমিতে চাষ হয়েছিল এই একপুরুষে তার তিনগুণ জমিতে চাষ হয়েছে। জমির উৎপন্ন শস্যও এর সঙ্গে তাল রেখে চলেছে। ১৮৬০-এর কুড়ি লক্ষ খামারের জমিতে কুড়ি কোটি বুশেল গম, প্রায় এক বিলিয়ন বুশেল ধান, এবং প্রায় চল্লিশ লক্ষ গাঁট তুলো হয়; ১৯০০-র ষাট লক্ষ খামার উৎপাদন করে সাড়ে পঁইষট্টি কোটি বুশেল গম, আড়াই বিলিয়নের কিছু বেশী ধান এবং প্রায় এককোটি গাঁট তুলো। এই সময়ে লোকসংখ্যা দ্বিগুণ হয়—বেশির ভাগ বাড়ে শহরগুলিতে—কিন্তু আমেরিকান চাষী এত ধান,

আর তুলো তৈরি করে এবং পশম ও মাংশের ব্যবস্থা করে যে তারা শুধু আমেরিকার শ্রমিকদেরই নয়, ইউরোপের অধিবাসীদের খাওয়াতে পরাতে সমর্থ হয়েছিল।

দু'টি মূল কারণ থেকে এই অপূর্ব কৃতিত্বের ব্যাখ্যা পাওয়া যায়। প্রথমটি হ'ল পশ্চিমের দিকে কৃষিকার্যের সম্প্রসারণ; দ্বিতীয়টি হ'ল কৃষিকার্যে বিজ্ঞান ও যন্ত্রপাতির প্রয়োগ। প্রথমটির ব্যাপার আমরা ইতিপূর্বে আলোচনা করেছি। নতুন অধিকৃত পশ্চিমের সমতলভূমি এবং উপত্যকাগুলিতে প্রধানতঃ কৃষিকার্য হ'ত এবং আশ্চর্যজনক কম সময়ের মধ্যে এই অঞ্চলটি সমগ্র দেশে শস্য উৎপাদনে নেতৃত্ব গ্রহণ করল। গম উৎপাদন প্রচেষ্টা ওহায়ো নদী ধ'রে মিজুরি উপত্যকার দিকে এগিয়ে গিয়েছিল। ১৮৬০-এ ইলিয়ন, ইন্ডিয়ানা, উইস্‌কনসিন, ওহায়ো, ভার্জিনিয়া এবং পেনসিলভ্যানিয়া ছিল গম উৎপাদক রাষ্ট্রগুলির মধ্যে প্রধান; ১৯০০-তে কেবলমাত্র ওহায়ো অনিশ্চিতভাবে অবশিষ্ট ছিল এবং দশ বছর পরে সেটিও তালিকা থেকে স'রে পড়েছিল। ধান উৎপাদনে স্থান বদল এতটা লক্ষণীয় না হ'লেও তার ক্ষেত্র ক্রমশঃ ওহায়ো থেকে মিসিসিপি উপত্যকার দিকে স'রে গিয়েছিল। তুলোর কাহিনীও অনুরূপ: গত শতাব্দীর গোড়ার দিকে এ-বিষয়ে রাষ্ট্রগুলির মধ্যে প্রধান ছিল টেক্সাস, এবং সমগ্র দেশের প্রায় অর্ধেক তুলোর উৎপাদন হ'ত মিসিসিপির পশ্চিম অঞ্চলে। এই সময়ের মধ্যেই গরু, মোষ এবং ছাগল, ভেড়ার বাহিনী ক্রমশঃ পশ্চিমের তৃণ-ভূমির দিকে চলে গিয়েছিল।

ক্ষেতখামারগুলির এই পশ্চিমাভিমুখে যাত্রায় পূর্বাঞ্চলের এবং সমুদ্রতীরবর্তী দক্ষিণাঞ্চলের চাষীদের যথেষ্ট অসুবিধা ভোগ করতে হয়েছিল। এইসব অঞ্চলগুলি প্রথমতঃ পশ্চিমের অকর্ষিত জমির উৎপাদনের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করতে পারেনি দ্বিতীয়তঃ তারা করভারে এত কাহিল হয়েছিল যে তার থেকে আর উদ্ধার লাভ করেনি। ভার্জিনিয়া সেই বন্ধ্যাজমিতে পরিণত হ'ল, যার কথা এলেন গ্ল্যাসগো তাঁর উপন্যাসে লিখেছেন। পেনসিলভ্যানিয়া ও নিউ ইয়র্ক-এ বিস্তৃত অঞ্চল হয় অরণ্যে নয়ত ছুটি উপভোগকারীদের খেলার মাঠে পরিণত হ'ল। নিউ ইংল্যান্ড-এর লক্ষ লক্ষ একর জমি অরণ্যের অধিকারে সমর্পন করা হ'ল। গৃহযুদ্ধের পর অর্ধ শতাব্দীর মধ্যে এই সব অঞ্চলে কৃষিকার্যের শতকরা পঞ্চাশ ভাগ অবনতি ঘটেছিল। এই সময় নিউ ইংল্যান্ড-এ এক ভ্রমণকারী লিখেছিলেন :

> ম্যাসাচুসেটস-এর উইলিয়ামস টাউন এবং ভারমন্ট-এর ব্র্যাটলবরোর মাঝামাঝি জায়গায় এক পাহাড়ের চূড়ায় সন্ধ্যাকাশের পটভূমিকায় আমি একটি সুবৃহৎ গির্জা দেখতে পেয়েছিলাম। মোটরগাড়ি চালিয়ে গিয়ে দেখলাম সেখানে একটি দ্বিতল গির্জা ও একটি প্রকান্ড বিদ্যালয় সমেত একটি গ্রাম রয়েছে যার পথগুলি

প্রায় একশো পঞ্চাশ ফিট চওড়া। সেই পথ দিয়ে অগ্রসর হয়ে আমি দেখলাম গির্জাটি জনশূন্য, বিদ্যালয়-ভবনটি ভেঙে পড়ে আছে, গ্রামটি পরিত্যক্ত।

গ্রামের উত্তরে যে খামারটি ছিল তার মালিক ওই চওড়া রাজপথের একদিকে থাকত; গ্রামের দক্ষিণের খামারের মালিক থাকত রাস্তার অপরদিকে এবং দুটি লোকই মাত্র সেখানে পড়েছিল। বাকী আর সবাই চলে গেছে—কারখানার গ্রামগুলিতে, বড় বড় শহরে, পশ্চিমাঞ্চলে। একদা এখানে ছিল শ্রমশিল্প, শিক্ষা, ধর্মীয় অনুষ্ঠান, আরাম এবং শান্তি; তখন সেখানে বিরাজ করছিল পরিত্যক্ত গৃহগুলির নিঃসঙ্গতা।

আঞ্চলিক বিস্তৃতি দিয়েই এই অসামান্য শস্য উৎপাদনের ব্যাখ্যা করা যায় না। কারণ, এই উৎপাদন ছিল জমি ও চাষীর সংখ্যা বৃদ্ধির তুলনায় অনেক বেশী। ব্যাখ্যা পাওয়া যায় কৃষিব্যবস্থার উৎকর্ষের উন্নয়নে। এটা একটি অদ্ভুত ঘটনা যে কৃষিকার্যে যন্ত্রনিয়োগ শিল্পকার্যে যন্ত্রনিয়োগ-এর অনেক পিছনে প'ড়ে ছিল। কারখানার এবং খনির শ্রমিকেরা ১৮০০-তে যেসব যন্ত্রপাতি ব্যবহার করছিল সেগুলি তাদের বাপ-পিতামহের অজ্ঞাত ছিল, কিন্তু ১৮০০-র চাষী জমি চাষ করছিল এক হাজার বছর পূর্বের তার পূর্বপুরুষের মতোই। তার লাঙ্গল ছিল মোটা কাঠের কিংবা লোহার তৈরী, সেটি টানত একটি ঘোড়া কিংবা একটি ষাড়, সে গম, ধান কিংবা আলু রোপন করত হাত দিয়ে, সে ঝোপ পরিস্কার করত কোদাল দিয়ে, ধান কাটত কাস্তে দিয়ে, ধান ভানত খামারের মেজেতে হাত দিয়ে। একটি পরিবারে, মেয়েদের এবং ছোট ছেলেদের সাহায্য নিয়েও, আট দশ একরের বেশী জমি সামলাতে পারত না।

তুলো থেকে বীজ ছাড়াবার যে-যন্ত্রটি ব্যবহার হ'ত সেটি তুলো উৎপাদনের কাজে লাগত না। আসলে লাঙ্গল দেওয়া, ছাড়ান প্রভৃতি কয়েকটি কাজ ছাড়া তুলোর ব্যাপারে যন্ত্রের ব্যবহার এক-প্রকার ছিলনা বল্লেই চলে। অন্যান্য শস্য সেবিষয়ে বেশী ভাগ্যবান ছিল, কিন্তু তাদের বেশির ভাগের পক্ষেই যন্ত্রের ব্যবহার অনেক বিলম্বে আরম্ভ হয়েছিল। তবু ক্রমাগত পরীক্ষা-নিরীক্ষা চলেছিল। লাঙ্গলের ব্যাপারটাই বিশেষভাবে লক্ষ্যণীয়। ১৭৯৭-এ লাঙ্গলের পেটেন্ট নেওয়া হয়, তারপর থেকে বার হাজার নতুন পেটেন্ট নেওয়া হয়েছে। প্রথমে সমস্যা ছিল এমন একটি লাঙ্গল বার করা যেটি পরিচ্ছন্নভাবে মাটি কেটে তা উল্টে দিতে পারবে। অথচ তাতে মাটি জ'মে যাবে না কিংবা পাথর বা শেকড় আটকালে সেটি ভেঙে যাবে না। জেফারসন পরীক্ষা চালিয়েছিলেন, তাঁর যন্ত্রটি এমনভাবে তৈরি হয়েছিল যাতে সেটি চলার সময়ে খুবই কম বাধার সম্মুখীন হয়। তাই সেটি প্যারীর রয়াল এগ্রিকালচার সোসাইটির

স্বর্ণপদক লাভ করে। ১৮৩৭-এ ইলিনয়-এর তৃণভূমিতে জন ডিয়ার তাঁর কাঠের লাঙ্গলকে ইস্পাত দিয়ে মুড়ে এমন শক্তিশালী করলেন যাতে সেটি নতুন মাটিকে সহজে ভাঙ্গতে পারে। শীঘ্রই তাঁর লাঙ্গলের জন্য চারদিকে চাহিদা বেড়ে গেল। ১৮৭০-এর কাছাকাছি যে অলিভার লাঙ্গলগুলি বাজারে দেখা গেল তার মুখটা মসৃন ইস্পাতে মোড়া এবং মূলটা ভারী লোহার তৈরি। এই লাঙ্গলটি তৃণভূমির চাষীদের সকল অসুবিধা দূর করেছিল। এরপর অবশ্য লাঙ্গলের আরও প্রচুর উন্নতি হয়েছিল।

শস্যকাটার ব্যাপারটি আরও উল্লেখযোগ্য। ১৮০০-র চাষী কাস্তে ব্যবহার ক'রে সারাদিনের কঠোর পরিশ্রমে আধ একর জমির গম কাটতে পারত। তিরিশ বছর পরে কাস্তের সঙ্গে একটি কাঠামো আটকানো ব্র্যাডল যন্ত্রটি দিয়ে সে দিনে দুএকর সামলাতে পারত। কিন্তু এইসব সেকেলে যন্ত্রপাতি নিয়ে তার পক্ষে বেশী পরিমাণে শস্য উৎপাদন অসম্ভব ছিল। তেমনি পশ্চিমের সমতলভূমিতে যাবার কথাও সে ভাবতে পারত না। ১৮৩০-এর গোড়ার দিকে দুজন কৃষক শস্য কাটার একটি যান্ত্রিক ব্যবস্থা নিয়ে পরীক্ষা চালাতে লাগল তাদের নাম ওবেড হাসি এবং সাইরাশ ম্যাককর্মিক। ১৮৪০-এ তারা তাদের সেই অদ্ভুত যন্ত্র দিয়ে দিনে পাঁচ ছয় একর জমির গম কেটে লোককে চমৎকৃত ক'রে দিল। হাসি বাল্টিমোর-এ গেল তার যন্ত্রটি তৈরি ক'রে বাজারে বিক্রি করতে; ম্যাককর্মিক-এর ছিল আরও দূরদৃষ্টি। সে গেল পশ্চিমদিকে তৃণভূমির নতুন শহর শিকাগোয়। এখানে ১৮৪৭-এ সে একটি কারখানা স্থাপন ক'রে তার এই শস্য কাটার যন্ত্রটি তৈরি করতে লাগল। গৃহযুদ্ধের সময়ে ম্যাককর্মিক-এর কারখানা আড়াই লক্ষ যন্ত্র বিক্রি করেছিল। এই যন্ত্রটি ব্যবহারে কৃষি-কার্যে কম লোক লাগায় বেশী লোক যুদ্ধে যোগ দিতে পেরেছিল; সুতরাং যুক্তরাষ্ট্রের বিজয়গৌরবের অংশের উপর যেকোন জেনারলের মতই ভার্জিনিয়ার এই ম্যাককর্মিকও দাবি করতে পারত।

প্রতি বছরই এই কাটবার যন্ত্রের উন্নতি হ'তে লাগল। শস্য সংগ্রহ ক'রে আঁটি বাঁধার কষ্ট দূর হয়ে গেল যখন একটি ভ্রাম্যমান প্লাটফর্ম আবিষ্কৃত হল, যার পাদানিতে যে-লোকেরা দাঁড়িয়ে থাকত, তারা চাষীদের হাত থেকে কাটা শস্য গ্রহণ করত এবং সেগুলির আঁটি বেঁধে ফেলত। তারপর ১৮৭২-এ এল তাদের স্বয়ংক্রিয় বাঁধবার যন্ত্র এবং তার কয়েক বছর পরে এ্যাপলবি'র বাঁধবার যন্ত্র। ইতিমধ্যে ভানবার যন্ত্রেরও উন্নতি হয়েছিল এবং ১৮৬০ থেকে ১৮৮০-র মধ্যে ভানবার সেই বিরাট যন্ত্রগুলি, ভানবার দলবল সমেত, মধ্যাঞ্চলীয় সীমান্ত বরাবর খামার থেকে খামারে ঘুরে বেড়াতে লাগল। আয়ওয়ার কোন খামারের বর্ণনা দিয়েছেন হার্বার্ট কুইক :

ভানবার সময়ে সব নিয়মকানুন বাতিল হয়ে যেত। যে-সকালে ম্যাককিঙ্করা শস্য ভানতে সুরু করত, রাত তিনটের সময় পরিবারের সকলে উঠে পড়ত। ভানবার যে-যন্ত্র আগের দিন সারারাত কোন প্রতিবেশীর খামারে কাজ করেছিল, সেটির আগমনে সকলে উত্তেজিতভাবে তৎপর হয়ে উঠত।...সেই বিরাট লাল যন্ত্রটি এসে দাঁড়াল গাদা করা শস্যের পাশে। পাঁচটি জোয়াল লাগানো দশটি ঘোড়া তাতে জোড়া, লম্বা চাবুক নিয়ে কোচমান প্ল্যাটফর্মের মাঝখানে দাঁড়িয়ে। লম্বা লম্বা চকচকে লোহার কাঁটা দেওয়া যন্ত্র বসিয়ে লোকেরা শস্যের গাদায় উঠল।...তারপর যখন রোলারগুলো ঘুরতে আরম্ভ করল, বুগডগের চিৎকারের বহুগুণ একটা শব্দ উঠে চারপাশ পরিপূর্ণ ক'রে দিল। জোগানদার চেয়ে দেখল ফ্র্যাঙ্ক তার কাটবার ছুরিটি নিয়ে বাঁধবার দড়ি কাটবার জন্য তৈরি হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। সে তখন কিছু শস্য যন্ত্রটির খোলা মুখের মধ্যে ঢুকিয়ে দিল গোড়ার দিকগুলো উপরে তুলে। তার পরেই কাজ শুরু হয়ে গেল।

১৮৮০-র পর এল কাটবার এবং ভানবার যুগান্তকারী যুগ্ম যন্ত্রটি যা একযোগে শস্য কাটত, ভানত, পরিস্কার করত এবং থলেতে বোঝাই করত। কুড়িটি বা চল্লিশটি ঘোড়ার দ্বারা চালিত হয়ে—এবং পরে বাষ্পের ও পেট্রোলের দ্বারা চালিত হয়ে—এই যন্ত্রটি একদিনে সত্তর আশি একর জমির ধান তোলার কাজ শেষ করতে পারত।

কেবলমাত্র তুলো ছাড়া কৃষিকর্মের সকল ক্ষেত্রেই যন্ত্র কৃষককে সাহায্য করেছিল। শস্য রোপন করবার, কাটবার ও ভানবার যন্ত্র; দ্য লাভাল-এর মাখন তোলবার যন্ত্র; সার ছড়াবার, আলু বোনবার এবং খড় শুকোবার যন্ত্র; ডিমে তা দেবার যন্ত্র প্রভৃতি একশত আবিষ্কার কৃষকের শ্রম কমিয়ে দিয়েছিল এবং তার দক্ষতা বাড়িয়ে দিয়েছিল। যুক্ত যন্ত্রগুলি দিয়ে চারজন মাত্র লোক আগেকার তিনশ' লোকের কাজ করতে পারত; এবং আরো ভাল ভাবে পারত। ধান থেকে চাল করবার যন্ত্রটি নিয়ে একজন লোক আটজনের কাজ করতে পারত, ঝাড়াই যন্ত্রটি নিয়ে একজন পঞ্চাশ জনের কাজ করত। একটন খড় কাটবার সময় পাঁচভাগের চার ভাগ ক'মে গিয়েছিল। তারপর বিংশ শতাব্দীতে বাষ্প, পেট্রোল এবং বিদ্যুৎশক্তির কৃষিকার্যে ব্যবহার দ্বারা লক্ষ লক্ষ একর গো-মহিষাদি চরবার জমিতে কৃষিকার্য করা হয়েছিল; তার ফলে মানুষের শ্রম অনেক কমিয়ে দিয়ে কৃষিকার্যে তার দক্ষতা বাড়িয়ে দিয়েছিল।

যত বেশী তৈরি করা সম্ভব তত শস্য ভানবার আর কাটবার যন্ত্র মধ্যপশ্চিম আর সুদূর পশ্চিমাঞ্চল গ্রহণ করেছিল। পূর্বাঞ্চলে খামারগুলি ছিল খুব ছোট,

কৃষিব্যবস্থা বৈচিত্র্যময় ছিল—সুতরাং দামী যন্ত্রপাতি আনবার কোন যুক্তি পাওয়া যায়নি। দক্ষিণে যন্ত্র দিয়ে তুলো এবং তামাক চাষ সম্ভব ছিল না, এবং শ্রমিকদের জন্য অল্প খরচ হ'ত। কৃষিকার্যের যন্ত্রপাতির দাম ১৮৬০-এ সিকি বিলিয়ন ডলার থেকে ১৯২০-এ সাড়ে তিন বিলিয়ন পর্যন্ত উঠেছিল; কিন্তু এই মূল্যবৃদ্ধি মিসিসিপির পশ্চিমের অঞ্চলগুলিতে বেশী পরিমাণে হয়েছিল। ১৯২০-তে আয়ওয়ার কৃষকেরা নিউ ইংল্যান্ড এবং মধ্য আটলাণ্টিক রাষ্ট্রগুলির সমস্ত কৃষক-দের চেয়ে বেশী টাকা যন্ত্রে বিনিয়োগ করেছিল। দক্ষিণ ডাকোটার কোন খামারের যন্ত্রপাতির গড় দাম ছিল দেড় হাজার ডলার, তুলো চাষের জায়গায় এই মূল্য ছিল মাত্র ২১৫ ডলার।

কৃষিকাজে যন্ত্র নিয়োগের ফলে চাষীর পক্ষে সম্ভব হয়েছিল ক্রমবর্ধমান সংখ্যক শহরবাসীদের আহার জোগান এবং বাকীটা বিদেশে পাঠান, যা আবার শ্রমশিল্পের এবং রেলপথের প্রসারে সহায়তা করেছিল। কৃষকদের নিজেদের পক্ষে এর সবটাই নিছক সৌভাগ্যের ছিল না। এর জন্য অনেককে সাধ্যের অতিরিক্ত ব্যয় করতে হয়েছে এবং এই অর্থনিয়োগ অনুযায়ী অতিরিক্ত চাষ করতে হয়েছে ও প্রধান শস্য উৎপাদনেই মনোযোগী হ'তে হয়েছে। এই ব্যবস্থায় ছোট খামারের মালিকের চেয়ে বড় খামারের মালিক বেশী সুযোগসুবিধা পেয়েছিল এবং তার ফলে 'বনানজা' কৃষিব্যবস্থা এবং প্রজাব্যবস্থার জন্ম ত্বরান্বিত হয়েছিল। ১৮৫০-এর ছোট ছোট স্বয়ংসম্পূর্ণ খামারগুলি, তাদের ধান, গম আর যবের ক্ষেতগুলি, তাদের সবজির বাগান, মুরগী আর পায়রার খোপ, তাদের আটদশটি গরু সমেত লোপ পেয়ে বিংশ শতাব্দীর বড় বড় গম বা তুলোর খামারকে স্থান ছেড়ে দিয়েছিল; এগুলিকে খাদ্যের জন্যও মুদির দোকানের উপর নির্ভর করতে হ'ত।

যন্ত্রের চেয়ে বিজ্ঞানের কম গুরুত্ব ছিল না। গোড়া থেকেই আমেরিকার কৃষিব্যবস্থা কেন্দ্রীভূত না হয়ে বিস্তৃত হয়েছিল। কারণ পুরনো ক্ষেতগুলিকে রক্ষা করার হাঙ্গামার চেয়ে নতুন নতুন জমি নেওয়া অনেক সহজ কাজ ছিল। কিন্তু দক্ষিণের জোয়ারে ডুবে যাওয়া জমিগুলিকে শীঘ্রই বন্ধ্যা হয়ে যেতে দেখে জমির মালিকরা শঙ্কিত হয়ে উঠেছিল। দক্ষিণের যে-ব্যক্তিরা নতুন খামার, একই জমিতে বিভিন্ন শস্যের চাষ এবং গরুমোষের উন্নতির দ্বারা এই বিপদ দূর করবার চেষ্টা করেছিলেন, ওয়াশিংটন এবং জেফারসন ছিলেন তাঁদের মধ্যে দুজন। "নতুন নতুন কৃষিব্যবস্থায় প্রবর্তন একটি দেশের পক্ষে প্রভূতভাবে উপকারী," জেফারসন লিখেছিলেন। কিন্তু গোড়ার দিকের এই সব সংস্কার মূলতঃ ব্যর্থ হয়েছিল; কারণ এ্যাপালেসিয়ানের ওপারে প্রচুর জমি পাওয়ার পর এবং তুলোর বিচি পরিষ্কার করবার যন্ত্র আবিষ্কারের পর সযত্নে পুরনো জমি রক্ষা করার চেয়ে নতুন

উর্বর জমিতে উঠে যাওয়া চাষীদের কাছে বেশী লাভজনক ব'লে মনে হয়েছিল। পরিবর্তনশীল সীমান্তের পরিবেশে নতুন জমির দিকে প্রবণতা সীমান্ত অর্থনীতির একটি অপরিহার্য অংগ।

যুক্তরাষ্ট্র সরকার কৃষিকার্যের প্রয়োজনে সর্বপ্রথম জমি দখল করে ১৮৩৯-এ; কিন্তু এদিকে সরকারী ঝোঁকের প্রথম নিদর্শন ১৮৬২-তে মরিল ল্যান্ড-গ্র্যান্ট কলেজ আইন তৈরি করা। এতে কৃষি ও শিল্প শিক্ষায়তনগুলির জন্য সাহায্যের নির্দেশ ছিল সরকারী জমি থেকে। প্রতি কংগ্রেসসদস্য পিছু প্রত্যেক রাষ্ট্র তিরিশ হাজার একর জমি পাবার অধিকারী ছিল। এই আইন অনুযায়ী রাষ্ট্রের পর রাষ্ট্র কৃষিকলেজ প্রতিষ্ঠা করেছিল, হয় স্বাধীন ভাবে, নয়ত রাষ্ট্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের সহযোগিতায় এবং এই কলেজগুলি বিজ্ঞানসম্মত কৃষিকার্যের পরীক্ষা চালিয়েছিল। সমান গুরুত্বপূর্ণ ছিল ১৮৮৭-র হ্যাচ আইন, যা যুক্তরাষ্ট্রের সর্বত্র কৃষিবিষয়ক গবেষণা কেন্দ্রের জন্য প্রচুর অর্থের ব্যবস্থা করেছিল। সেই সংগে সরকারী কৃষিবিভাগের প্রত্যক্ষ গবেষণার জন্য লক্ষ লক্ষ ডলার ব্যয় করা হয়েছিল। ১৯৩০-এ সাত আট হাজার বৈজ্ঞানিক এইসব বিভিন্ন সরকারী কেন্দ্রে বিভিন্ন বিষয়ে বৈজ্ঞানিক গবেষণা চালিয়েছিলেন এবং তাঁদের পরীক্ষামূলক খামার ও বীক্ষণাগার-গুলি থেকে সুদূরপ্রসারী ফলাফলগুলির উদ্ভব হয়েছিল।

ক্ষুধার বিরুদ্ধে সংগ্রামকারী এঁদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন মার্ক এ্যালফ্রেড কার্লটন, যিনি কুবাঙ্কা এবং খার্কভের গম পশ্চিম আমেরিকায় এনেছিলেন। ক্যান-সাসে কৃষিকার্য ও কৃষিবিষয়ে শিক্ষা দিতে দিতে তিনি লক্ষ্য করেছিলেন যে বছরের পর বছর সমতলের কৃষকরা যে গমের চাষ করছিল সেগুলির বেশির ভাগকে অনাবৃষ্টি এবং ব্ল্যাকরাস্টে নষ্ট ক'রে দিচ্ছিল, কিন্তু যেসব রাশিয়ান মেননাইট স্যান্টা ফে রেলপথে সেখানে বসতিস্থাপন করতে এসেছিল, তাদের গমের এ-দুর্দশা হচ্ছিল না। তিনি এটাও লক্ষ্য করেছিলেন যে, তারা তাদের দেশ থেকে যে বীজ এনেছিল, তা থেকেই এইসব গম জন্মাচ্ছিল। সব গমই অবশ্য দেশের বাইরে থেকে আনা। কার্লটনের দৃঢ় বিশ্বাস হয়েছিল যে কষ্টসহিষ্ণু, অনাবৃষ্টি ও রোগপ্রতিরোধকারী গম পাওয়া যায় উক্রেনে, কিংবা ইউরেশিয়ার স্টেপি অঞ্চলে।

১৮৯৮-এ কৃষিবিভাগের শুভেচ্ছা নিয়ে তিনি সেই দেশ খুঁজতে বেরুলেন। অবশেষে উরাল নদীর পশ্চিমে তুর্গাই স্টেপিতে, যেখানকার জলবায়ু এবং প্রাকৃতিক দৃশ্য পশ্চিম ক্যানসাসের অনুরূপ, তিনি খুঁজে পেলেন সেই বস্তু যার জন্য তিনি ঘুরে বেড়াচ্ছিলেন—কুবাঙ্কা গম। সমতল ভূমিতে এই গম অন্য গমের চেয়ে একরপিছু বেশী ফলে এবং ব্ল্যাকরাস্ট রোগে আক্রান্ত হয় না। কিন্তু উত্তর মিনেসোটা থেকে সাস্কাচিওয়ান পর্যন্ত স্থানে এই গম ভাল উৎপন্ন হ'ত;

আমেরিকার দক্ষিণের সমতল ভূমিকে এটির পছন্দ হ'ল না। কাজেই কার্লটন আবার রাশিয়ায় গেলেন এবং যে-খারকভে চল্লিশ বছর পরে রাশিয়ান আর জার্মানরা পরস্পরকে হাজারে হাজারে হত্যা করেছিল, তার কাছেই উক্রেনে তিনি দেখা পেলেন খারকভ গমের। ১৮১৪-র শীতকালে দেশের অর্ধেক গম উৎপন্ন হয়েছিল কুবাঙ্কা কিংবা খারকভ মার্কা। ক্ষুধার বিরুদ্ধে অন্যান্য যোদ্ধার দানও বড় কম ছিল না। মেরিয়ন ডর্সেট কলেরা জয় করলেন এবং জর্জ মোলার দূর করলেন সেই রহস্য-জনক 'খুর আর মুখ'-এর রোগ যা গরু-মোষের মধ্যে ব্যাপক ভাবে দেখা দিয়েছিল। জে. এইচ. ওয়াটকিন্স উত্তর আফ্রিকা থেকে নিয়ে এলেন কার্ফির ধান এবং নিল হ্যান-সেন তুর্কীস্তান থেকে আনলেন হলদে-ফুল আলফালফা। লুথার বারব্যাঙ্ক তাঁর কালিফোর্নিয়ার বীক্ষণাগারে তৈরি করলেন অনেক নতুন ধরনের ফল আর শাক-সবজি। ডেভিড আর. ককার তাঁর দক্ষিণ ক্যারোলাইনার ক্ষেতে প্রমাণ করলেন যে উচ্চভূমিতেও তুলো জন্মাতে পারে। উইসকনসিন বিশ্ববিদ্যালয়ে স্টিফেন বারকক দুধ পরীক্ষার এমন এক উপায় আবিষ্কার করলেন যার সাহায্যে বলতে পারা যায় দুধে কতটা মাখন আছে। টাস্‌কেগি ইন্‌স্টিটিউটে কাজ ক'রে নিগ্রো বৈজ্ঞানিক জর্জ ওয়াশিংটন কার্ভার লাল আলু, সয়াবিন এবং মটরসুঁটির অনেক রকম নতুন ব্যবহার খুঁজে বার করলেন। সীম্যান ন্যাপ প্রাচ্য দেশ থেকে নতুন ধান এনে যুদ্ধোত্তর কালের অবনতি থেকে চালকে রক্ষা করলেন এবং বিস্তৃতভাবে কতকগুলি এমন ক্ষেতের ব্যবস্থা করলেন যেখানে দেখান হবে দক্ষিণাঞ্চলে চাষ করবার শ্রেষ্ঠ উপায়।

ক্ষেতখামারের দুর্দিন। প্রতি বছরই আমেরিকার চাষী উন্নততর ভাবে জমি চাষ ক'রে বেশী পরিমাণ শস্য উৎপাদন করতে লাগল। সে নিজে পরিশ্রমী এবং বুদ্ধিমান, তার জমি উর্বর, যন্ত্রপাতিগুলি কাজের, তার উৎপন্ন দ্রব্যের জন্য সবসময় বাজার খোলা—সুতরাং তার সুখী আর সমৃদ্ধশালী হওয়াই উচিত ছিল। কিন্তু তার ভাগ্য ছিল কঠোর এবং তা কঠোরতর হয়ে উঠতে লাগল। কৃষিউন্নয়নের দিক থেকে এক আশ্চর্যজনক শতাব্দীর শেষে, জেফারসনের ভাষায়, "ঈশ্বরের নির্বাচিত ব্যক্তিরা" না হয়ে চাষীরা হয়ে দাঁড়াল দেশের একটি অর্থনৈতিক সমস্যা। এই দুর্বোধ্য ব্যতিক্রমের ব্যাখ্যা কি?

ক্ষেতখামার-এর সমস্যাটি ছিল জটিল। দক্ষিণাঞ্চলের জমিদার, বিভিন্ন শস্য উৎপাদক, শূকরপালক, গরু-মোষপালক, গয়লা এবং শাক-সবজি উৎপাদক—এই সকল ব্যক্তির কাছেই এই সমস্যা বিভিন্ন রূপেই দেখা দেয়। এক সময়ে সেটি এসেছিল রেলপথের সমস্যা হয়ে, আর এক সময়ে আর্থিক প্রশ্ন হয়ে, আরও

একবার ভূমিসংক্রান্ত নীতির আকারে; এই সমস্যার সঙ্গে জড়িয়ে ছিল আঞ্চলিক স্বার্থ, দলগত কার্যসূচি এবং আন্তর্জাতিক সম্পর্ক। তবু কৃষিসমস্যার কতকগুলি মূলে প্রশ্ন ছিল অপরিবর্তনীয় ভাবে সর্বদা উপস্থিত। তার মধ্যে প্রধানতম হচ্ছে জমির ক্রমশঃ উর্বরতালোপ, প্রকৃতির খেয়াল-খুশি, প্রধান শস্যের অতিরিক্ত উৎপাদন, স্বয়ংসম্পূর্ণতা লোপ এবং আইনের কাছ থেকে উপযুক্ত সাহায্য ও রক্ষা না পাওয়া।

দক্ষিণের জমির উৎপাদনক্ষমতা অনেকদিন যাবৎই নষ্ট হয়ে গিয়েছিল তামা ও তুলোর চাষে এবং নির্বোধ চাষীদের যথেচ্ছ ব্যবহারে। সেখানকার প্রাচীন স্থানগুলিতে লক্ষ লক্ষ একর ঝোপঝাড়ে পরিণত হয়েছিল, ওদিকে নদীর বাঁধ না থাকায় লক্ষ লক্ষ টন উপরের উর্বর মাটি ধুয়ে ভেসে চ'লে যেত। দক্ষিণের মাটি যে ক্রমশঃ কিরূপ বন্ধ্যা হয়ে গিয়েছিল তার প্রমাণ সমগ্র দেশে যত সার বিক্রি হ'ত তার শতকরা সত্তর ভাগ দক্ষিণাঞ্চল কিনত এবং দক্ষিণ কারোলাইনায় উৎপন্ন তুলোর বাজারদামের একচতুর্থাংশ খরচ হ'ত সার কেনায়। পশ্চিমেও ঝড়ের দাপটে এবং ক্ষ'য়ে গিয়ে জমিগুলি নষ্ট হয়ে যাচ্ছিল। উচ্চ সমতলভূমির বেশির ভাগ অঞ্চল চাষ কিংবা গোচারণের পক্ষে অনুপযুক্ত হয়েছিল এবং যেসমস্ত স্থানে বেশীমাত্রায় চাষ বা গোচারণ হয়েছে, সেই স্থানগুলি "ধুলোর রাজ্য" হয়ে গিয়েছিল।

ক্রমাগত অনাবৃষ্টিও কৃষকদের সর্বনাশের কারণ হয়েছিল। ১৮৫৯-৬০-এ ষোল মাস ধ'রে ক্যানসাস এবং নেব্রাস্কার কৃষকদের দুঃখহরণ করবার জন্য একপশলাও ভাল বৃষ্টি হয়নি এবং যেসব লোকেরা উচ্চ আশা নিয়ে এই অঞ্চলে চাষ করতে এসেছিল, সর্বস্বান্ত হয়ে তাদের পূর্বাঞ্চলের দানের ওপর নির্ভর ক'রে থাকতে হয়েছিল। এত সাংঘাতিক মাত্রায় না হ'লেও, এই ধরনের অভিজ্ঞতা সমতলভূমিতে প্রায়ই ঘটত, এবং কখনো কখনো অনাবৃষ্টি চলত কয়েক বছর ধ'রে।

পতঙ্গের উপদ্রব এবং উদ্ভিদের রোগও কম বিপজ্জনক ছিল না। পতঙ্গের মধ্যে 'বোল উইভিল' ছিল সব চেয়ে সাংঘাতিক, এরা মেক্সিকো থেকে ১৮৮৯-এ রিওগ্র্যান্ড পার হয়ে এসেছিল, তারপর বছরে পঞ্চাশ মাইল ক'রে অগ্রসর হয়ে ক্রমশঃ তুলো চাষের সমগ্র অঞ্চলটি জুড়ে বসেছিল। এরা যে চাষীদের বিভিন্ন শস্য চাষ করতে বাধ্য করেছিল তারই জন্য এ্যালাবামায় এন্টারপ্রাইজের চাষীরা এদের উদ্দেশ্যে একটি স্মৃতিস্তম্ভ নির্মান করেছিল; কিন্তু একথাও ঠিক যে, যে-বৎসর এরা সবচেয়ে অত্যাচার করেছিল, সে-বৎসর তুলোর উৎপাদন শতকরা পঞ্চাশ ভাগ ক'মে গিয়েছিল। উইভিল বিতাড়নের সমস্ত চেষ্টা ব্যর্থ হয়েছিল, কেবলমাত্র তাড়াতাড়ি শস্য বপন ক'রে এবং প্রচুর পরিমাণে বিষ প্রয়োগ ক'রে চাষীরা তাদের হাত থেকে পরিত্রাণ পেত।

সমতলভূমির আর একটি সর্বনেশে পতঙ্গ ছিল ফড়িং। এদের সম্বন্ধে চাষীদের

প্রথম অভিজ্ঞতা হ'ল ১৮৭৪-এ, যে-অভিজ্ঞতা তারপর বছর বছর তাদের লাভ করতে হয়েছে। স্টুয়ার্ট হেনরি বিবরণ দিয়েছেন কি ভাবে ফড়িংগুলি

> রকিপর্বত থেকে মিজুরি নদী ছাড়িয়ে বহু দূর পর্যন্ত এলাকায় যাকিছু সবুজ উদ্ভিদ থাকত তা খেয়ে ফেলত। আমার মনে পড়ে, আমি একদিন বেশী রাত্রে বাড়ি ফিরছিলাম, খাবার দেরি হয়ে গিয়েছিল, আমি হঠাৎ বিস্ময়ে স্তম্ভিত হয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম; দেখলাম, যেগুলিকে রকিপর্বতের পঙ্গপাল বলা হ'ত, সেগুলি আমার বাড়ির একটা দিক ছেয়ে আছে, ইতিমধ্যে বাড়ির মধ্যে ঢুকে অনেকগুলি পর্দা ঢেকে ফেলেছে। মেঘের মত তারা গোটা দেশের ওপর নেমে এসেছে—সর্বত্র; তাদের হাত থেকে পরিত্রাণ নেই। নিজেদের বাগান রক্ষা করবার জন্য লোকেরা তাদের মারতে শুরু করল, কিন্তু তাদের চেষ্টা হয়ে উঠল হাস্যজনক। ঘোড়ায় টানা বিশেষ সব যন্ত্র পিপে ভর্তি ক'রে এদের সব ধ'রে এনে পুড়িয়ে ফেলতে লাগল; এটাও নির্বোধের মত কাজ হয়েছিল। সেগুলি ছিল সংখ্যায় অগুন্তি। এক সপ্তাহের মধ্যে শস্য, বাগানের গাছপালা, ঝোপঝাড় এবং আঙুরের লতার আর কিছুই অবশিষ্ট রইল না। কিছুই করবার ছিল না, ব'সে ব'সে চোখ মেলে শুধু দেখতে হ'ত সব শেষ হয়ে গেছে।

কিন্তু ছারপোকা, শস্য-ঠোক্‌রা এবং আলফালফা উইভিলও সমান বিপজ্জনক ছিল।

চাষী তার উৎপাদন বিক্রি করছিল পৃথিবীর বাজারে—রাশিয়া, আর্জেনটিনা, ক্যানাডা এবং অস্ট্রেলিয়ার চাষীদের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় এবং কিনছিল স্বদেশের সুরক্ষিত বাজারে। সে তার গম, তুলো কিংবা মাংসের জন্য যা দাম পাচ্ছিল তা ঠিক হ'ত লিভারপুলে; সে তার সার, ধান কাটার যন্ত্র, বেড়ার কাঁটাতার, তার জুতো আর জামা, তার বাড়ির জন্য কাঠ এবং আসবাবপত্র কিনত যে দামে তা ঠিক করত ট্রাস্টগুলি, রক্ষাকারী বাণিজ্যশুল্কের অন্তরালে থেকে। কাজেই, তার খরচ যাচ্ছিল ক্রমশঃ বেড়ে—সে তার খামারে যাকিছু ব্যবহার করত তার খরচ, যে-টাকা সে ধার করত তার সুদের খরচ, সরকারকে যে-খাজনা দিতে হ'ত তার খরচ। নতুন নতুন জমি এবং নতুন যন্ত্র তাকে বেশী শস্য উৎপাদনে সহায়তা করত, কিন্তু তার আয় লক্ষণীয় ভাবে কিছুই বাড়েনি। ১৮৭০ থেকে ১৮৯০-এর মধ্যে কৃষির যে বিরাট উন্নয়ন হয়েছিল, তাতে আমেরিকার ক্ষেতগুলির দাম বেড়েছিল মাত্র আধ বিলিয়ন ডলার; সেই সময়ে শিল্পজাত দ্রব্যের জন্য বেশি পাওয়া গিয়েছিল ছ' বিলিয়ন ডলার। বেশির ভাগ ক্ষেতের উৎপাদিত দ্রব্যের দাম এলোমেলো ভাবে নিচের দিকে নামছিল। ১৮৭০ থেকে ১৮৮০-এর মধ্যে এক বুশেল গমের দাম ছিল এক ডলার,

১৮৯৫-এ তার দাম দাঁড়াল পঞ্চাশ সেন্ট। ১৮৭৩-এ এক পাউন্ড তুলোর দাম ছিল সতের সেন্ট, বিশ বছর পরে তার দাম হ'ল ন' সেন্ট, এবং তারপর ছ' সেন্ট। মোটের উপর অনুরূপ কাহিনী বলা যায় ধান, যব, বার্লি, তামাক এবং ক্ষেতের অন্যান্য উৎপাদন সম্পর্কে; ১৮৭০-এর পর দশটি প্রধান শস্যের একরপিছু উৎপাদনের দাম ছিল চোদ্দ ডলার, ১৮৯০-এর পর তার দাম হ'ল মাত্র ন' ডলার।

যেসব অর্থনৈতিক অসুবিধার মধ্যে চাষীকে কাজ করতে হ'ত, তার মধ্যে সব চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হ'ল টাকার মূল্য। সে যখন স্থানীয় ব্যাঙ্ক কিংবা বন্ধকী কারবারীর কাছে টাকা ধার করতে যেত, সে দেখত সে যত নিচ্ছে তার উপর শতকরা আট থেকে কুড়ি পর্যন্ত তাকে বেশী ফেরৎ দিতে হ'ত। দাম যখন কমছে, তখন আরো ভাল ভাবে এবং ক্ষতিকারকভাবে ব্যাপারটি তার উপলব্ধি হ'ত। যদি আমরা উৎপাদিত শস্যের বদলে ডলারের দামের কথা ধরি, তাহলেই ব্যাপারটি স্পষ্ট হৃদয়ঙ্গম হবে। ১৮৭০-এ চাষী এক বুশেল গম, দু'বুশেল ধান কিংবা দশ পাউন্ড তুলো দিয়ে একটা ডলার কিনত। ১৮৯০-এ তাকে এক ডলার পেতে দু' বুশেল গম, চার বুশেল ধান কিংবা পনের পাউন্ড তুলো দিতে হ'ত। ১৮৭০-এ যে-চাষী এক হাজার ডলার ধার নিত, সে এক হাজার বুশেল গম দিয়ে তা শোধ দিতে পারত। সে যদি বন্ধকটিকে ১৮৯০ পর্যন্ত থাকতে দিত তাহলে তার দেনা শোধ করতে তাকে দু'হাজার বুশেল গম দিতে হ'ত।

এই সব অসুবিধাজনক অবস্থার মধ্যে আমেরিকার চাষীর ঋণ যে লাফিয়ে লাফিয়ে বাড়ছিল, তাতে আর আশ্চর্য হবার কিছু ছিল না। ১৮৯০-এ ইলিনয়ে নব্বই হাজারের বেশী ক্ষেতখামার বন্ধক দেওয়া ছিল, নেব্রাস্কায় একলক্ষ এবং ক্যানসাসে তার চেয়ে বেশী। বেশির ভাগ টাকা ধার দিয়েছিল পূর্বাঞ্চলের লোকেরা, কেবলমাত্র নিউ হ্যাম্পসায়ারের লোকেরাই পশ্চিমাঞ্চলে বন্ধক বাবদ আড়াই কোটি ডলার পেত। প্রজা-ব্যবস্থাও বেড়ে চলেছিল; সমগ্র দেশের অধিবাসীদের শতকরা আটাশ জন ছিল প্রজা। দক্ষিণে আর পশ্চিমে এই অনুপাত ছিল আরও বেশী।

ক্ষেতখামারের সমস্যার এইগুলিই ছিল প্রধান উপকরণ। সরকারকে নিজের স্বার্থরক্ষায় ব্যবহার করতে চাষীর অপরাগতা ছিল তার রোগের কারণ ও ফলাফল দুই-ই। যদিও কৃষকরা ছিল জনসংখ্যার অর্ধেক, তারা কদাচিৎ তাদের মধ্যে কাউকে কংগ্রেস বা রাষ্ট্র আইনসভায় পাঠাত এবং যখন ১৮৯০-এর পর চাষী পেফার সেনেট-সদস্য এবং চাষী সিমসন কংগ্রেসসদস্য হয়ে ওয়াশিংটনে গেছল, সকলে তাদের দ্রষ্টব্য কিছু হিসাবে গ্রহণ করেছিল। যারা আইন তৈরি করত, তারা কৃষকদের চেয়ে শিল্পোৎপাদন, ব্যাঙ্ক আর রেলপথগুলির মালিকদের স্বার্থরক্ষা করাতেই ব্যস্ত ছিল এবং আইনেও তাদের এই মনোভাব প্রতিফলিত হ'ত। রক্ষা-শুল্কে হয়ত

ব্যবসায় সুবিধা হ'ত, কিন্তু তার জন্য চাষী যা কিছু কিনত, তার জন্য বেশী দাম দিতে হ'ত। ব্যাঙ্ক এবং টাকা সম্পর্কে যেসব আইন তৈরি হয়েছিল, তাতে ব্যাঙ্ক-মালিক আর অর্থ-নিয়োগকারীদের সুবিধা হয়েছিল, কিন্তু চাষীর কাঁধে তার জন্য গুরুভার চেপেছিল। ট্রাস্ট আর রেলপথগুলি সম্পর্কে যেসব আইন ছিল, সেগুলি এমনভাবে তৈরি হয়েছিল, কিংবা সেগুলির এমন ব্যাখ্যা দেওয়া হ'ত, যাতে সেগুলির কোন অসুবিধা না হয়। যখন কৃষিপ্রধান রাষ্ট্রগুলি কঠোরতর আইনের জন্য চেষ্টা করেছিল, আদালতগুলি তাদের প্রস্তাব অগ্রাহ্য করেছিল। এমন কি 'গৃহ-আইন' প্রভৃতি যেসব আইন কৃষকদের স্বার্থরক্ষার জন্যই তৈার হয়েছিল, সেগুলিও হতাশার কারণ হয়ে দাঁড়াল। ১৮৯০ পর্যন্ত গৃহের মালিক-এর চেয়ে অনেক বেশী জমি সোজাসুজি কিংবা রেলপথের মাধ্যমে বিক্রি করা হয়েছিল।

এ্যাপোম্যাটক্স-এর পর তিরিশ বছরের মধ্যে আমেরিকার খামারের মালিক প্রায় দেশের সর্বত্র তার প্রভাব বিস্তার করেছিল এবং আধুনিকতম যন্ত্রপাতি ও বিজ্ঞানের সাহায্য নিয়ে সে এমন অবস্থায় উপনীত হ'ল যে পশ্চিম জগতকে খাওয়াবার জন্য সে প্রস্তুত থাকত।

ক্ষেতখামারের সংগঠন। ব্যবসা, ব্যাঙ্ক, এমনকি শ্রমিকরাও, নিজেদের সংগঠিত করেছিল। তখন চাষীর উচিত ছিল এঁদের পদাঙ্ক অনুসরণ করা। অথচ তার চেয়ে কঠিন কাজ আর কিছু ছিল না। কৃষিকার্য লক্ষলক্ষ খামারে বিভক্ত ছিল এবং সেগুলির প্রত্যেকটি পৃথক ভাবে কাজ করত, একদিক দিয়ে প্রত্যেকে প্রত্যেকের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করত। ক্ষেতের মালিক মোটের উপর খানিকটা আত্মকেন্দ্রিক ছিল এবং বাইরের কোন লোকের দ্বারা নিয়ন্ত্রণ পছন্দ করত না। তাছাড়া জমি এবং আবহাওয়াকে নিয়ন্ত্রণ করাও কঠিন কাজ ছিল। কেন্দ্রীয় সরকার ভার নেওয়ার আগে পর্যন্ত কৃষি উৎপাদনের নিয়ন্ত্রণ সম্ভব হয়নি। তার আগে ক্ষেতের মালিককে যদি রেলপথ, ট্রাস্ট, বন্ধকী কারবার কিংবা দালালদের হাত থেকে আত্মরক্ষা করতে হ'ত, তাহলে তাকে নিজে তার প্রতিবিধান করতে হ'ত।

সর্বপ্রথম কৃষক সংগঠন হ'ল গ্র্যাঞ্জ, কিংবা পেট্রনস অব্ হাসব্যান্ড্রি। ১৮৬৬-তে একজন সরকারী কর্মচারী যুদ্ধবিধ্বস্ত দক্ষিণাঞ্চলে ভ্রমণ ক'রে এসে-ছিল। সে যা দেখেছিল তাতে তার এই ধারণা হয়েছিল যে কৃষকদের দারিদ্র্য, পিছিয়ে থাকা এবং নিঃসঙ্গতা দূর করবার একমাত্র উপায় হ'ল তাদের সংগঠিত করা। কয়েক-জন বন্ধুকে নিয়ে সে পেট্রনস অব্ হাস্‌ব্যান্ড্রির উদ্বোধন করল। সামাজিক ও শিক্ষামূলক প্রতিষ্ঠান হিসাবে সেটির উদ্দেশ্য হ'ল, 'আমাদের নিজেদের মধ্যে পৌরুষ ও নারীত্বের বিকাশ, আমাদের গৃহগুলির আরামের ব্যবস্থা এবং আমাদের কাজের

প্রতি অনুরাগ বাড়ান.........আমাদের ক্ষেতখামারগুলিকে স্বয়ংসম্পূর্ণ করা।" স্থানীয় বিভাগ গ্র্যাঞ্জগুলি নিউ ইয়র্ক ও পেনসিলভ্যানিয়ায় প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল কিন্তু যত-দিন পূর্বাঞ্চলে শান্তি ছিল, এই প্রতিষ্ঠান বিশেষ কিছুই করতে পারেনি। ১৮৬৯-এ এর প্রধান কেন্দ্রটিকে মধ্য পশ্চিমাঞ্চলে সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল এবং ১৮৭০-এর পর দুর্গতির দিনে, এই প্রতিষ্ঠানটি দ্রুত ছড়িয়ে পড়েছিল। ১৮৭৩-এ প্রত্যেক রাষ্ট্রে গ্র্যাঞ্জ ছিল এবং এর সদস্যসংখ্যা দাঁড়িয়েছিল আড়াই লক্ষ। মধ্য পশ্চিমাঞ্চলেই এই প্রতিষ্ঠান সবচেয়ে শক্তিশালী ছিল, কিন্তু দক্ষিণে ও প্রশান্ত মহাসাগরের উপকূল অঞ্চলেও এটি ভালভাবে চলেছিল।

কেলির মতে গ্র্যাঞ্জের প্রধানতঃ সামাজিক প্রতিষ্ঠান হওয়াই উচিত। পুরুষ ও নারী উভয়কেই সদস্য হিসাবে গ্রহণ করা হ'ত এবং আনুষ্ঠানিক ব্যাপারে ফ্রীম্যাসনিক সম্প্রদায়ের অনুষ্ঠান অংশতঃ গ্রহণ করা হয়েছিল। শিক্ষা, দেশপ্রেমমূলক অনুষ্ঠান এবং আমোদ-প্রমোদের জন্য মাসে মাসে অধিবেশত হ'ত। উদ্দেশ্য ছিল কৃষকদের নিঃসঙ্গতা দূর করা, তার জীবনে অনুরাগ ও রঙ ধরান, পরস্পরের মধ্যে ভাবের আদান-প্রদান এবং তাদের স্বার্থকে দৃঢ় ভিত্তিতে গ'ড়ে তোলা। এই সব উদ্দেশ্য সাধনে গ্র্যাঞ্জ প্রচুরভাবে সফল হয়েছিল। গ্র্যাঞ্জের পত্রিকাগুলির যথেষ্ট প্রচার ছিল। গ্র্যাঞ্জের পুস্তকাগারগুলি কৃষিসংক্রান্ত পুস্তক বিতরণ করত, গ্র্যাঞ্জের বক্তারা গ্রাম্য বিদ্যালয়গুলিতে সভায় বক্তৃতা দিত এবং গ্র্যাঞ্জের বনভোজনোৎসবগুলি নিয়মিত অনুষ্ঠান হয়ে দাঁড়িয়েছিল। এই রকম একটি বনভোজনের কথা স্মরণ ক'রে হ্যামলিন গার্ল্যাণ্ড লিখেছিলেন :

> আমাদের কাছে ব্যাপারটি ছিল ভারী চমৎকার; ভারী উৎসাহবর্ধক—যখন দেখা গিয়েছিল গলির ভিতর দিয়ে সারবন্দী গাড়িগুলি আসছে, মোড়গুলিতে এলে প্রায় গায়ে গায়ে লেগে যাচ্ছে, যাতে অবশেষে দেশের উত্তর সীমান্তের সমস্ত গ্র্যাঞ্জগুলি একত্রিত হয়ে একটি বিরাট বাহিনীর আকারে বনভোজন ক্ষেত্রের দিকে অগ্রসর হচ্ছিল। সেখানে সব বাগ্মীরা স্থির সম্ভ্রম ও দৃঢ় প্রতিজ্ঞা নিয়ে অপেক্ষা করছিল। আমেরিকার গ্রাম্য জীবনে এর চেয়ে বেশী দর্শনযোগ্য ও আনন্দদায়ক আর কিছুই দেখা যায়নি।

কিন্তু এটা অবধারিত ছিল যে আনন্দ করবার জন্য একত্রিত হলেও, কৃষকরা ব্যবসা আর রাজনীতি নিয়ে আলোচনা করবেই। কথা কাজে পরিণত হয় এবং অনতি-বিলম্বে অনেক রাষ্ট্রের গ্র্যাঞ্জে সমবায় বাজার সংগঠন, দোকান, ঋণ সমিতি, এমনকি কারখানাও প্রতিষ্ঠিত করল। এগুলিকে সবসময় ভাল ভাবে চালান হ'ত না এবং

এগুলি গোড়া থেকেই প্রচলিত ব্যবসার হিংস্র প্রতিযোগিতার সম্মুখীন হ'ল। তবু এরা এদের সদস্যদের অনেক টাকা বাঁচিয়ে দিয়েছিল। দৃষ্টান্ত স্বরূপ আয়ওয়া গ্র্যাঞ্জ শতকরা দশ থেকে চল্লিশ ডলার কম খরচে পঞ্চাশলক্ষ বুশেল শস্য সিকাগোয় পাঠাল এবং তারপর সমবায় প্রথায় কিনে প্রত্যেকটি ধান বোনা যন্ত্রে একশ ডলার করে বাঁচিয়ে দিল। অন্যান্য ব্যবসায়ীর প্রতিযোগিতা সামলাবার জন্য এবং গ্র্যাঞ্জের কাজের সুবিধার জন্য মণ্টগোমারি ওয়ার্ড প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল।

যদিও গ্র্যাঞ্জগুলির সংবিধানে গ্র্যাঞ্জগুলিকে কোন রাজনৈতিক আলোচনা বা কাজে যোগ দিতে বারণ করা হয়েছিল, তবু তারা রাজনীতি নিয়ে মাথা ঘামাত। কতকগুলি মধ্যপশ্চিম অঞ্চলে তারা আইনসভায় তাদের নিজেদের সদস্যদের নির্বাচিত করিয়েছিল এবং রেলপথ ও গুদম নিয়ন্ত্রণের কতকগুলি "গ্র্যাঞ্জার আইন" তৈরি করিয়েছিল। কিন্তু কোথাও গ্র্যাঞ্জাররা একটি রাজনৈতিক দল প্রতিষ্ঠিত করেনি, কিংবা পরবর্তী কালের কংগ্রেসে "খামার মণ্ডলী" ধরনের কোনকিছু তৈরি করেনি।

তাদের বহু ব্যবসা নষ্ট হয়ে যাওয়ায়, তাদের তৈরি আইনগুলি ব্যর্থ হওয়ায় এবং ১৮৭০-এর পর দেশের সুদিন কিছু অংশে ফিরে আসায় গ্র্যাঞ্জগুলি লোপ পেল। পরে আবার এগুলির পুনরভ্যুদয় হয়েছিল, কিন্তু তা সম্পূর্ণ সামাজিক আর শিক্ষাসংক্রান্ত প্রতিষ্ঠান হিসাবে। ইতিমধ্যে কয়েকজন অসন্তুষ্ট চাষী গ্রিনব্যাক দলে গিয়ে যোগ দিল। এলোপাথারি কয়েকজন চাষী, শ্রমিক এবং কল্পনাপ্রবণ সংস্কারককে নিয়ে এই দল তৈরি হয়েছিল এবং এরা ১৮৮০-তে প্রেসিডেণ্ট পদের প্রার্থী হিসাবে পুরনো এক গ্র্যাঞ্জনেতা আয়ওয়ার জেমস বি. উইভারকে মনোনীত করেছিল।

আসলে গ্র্যাঞ্জের স্থান দখল করেছিল "ফার্মার্স এ্যালায়ান্স"গুলি, যেগুলি ছিল আমেরিকার ইতিহাসে সব চেয়ে উল্লেখযোগ্য কৃষক সংগঠন। ১৮৯০-এর আগে-পিছু যে অর্থনৈতিক দুর্গতির সময় এসেছিল, সেই সময়েই এই সব এ্যালায়ান্সের উৎপত্তি। সময় তখন খুব খারাপ। বহু বৎসর ধ'রে অনাবৃষ্টি চলেছিল, ভাগচাষ ব্যবস্থায় আর ঋণভারে দক্ষিণাঞ্চলের দুর্দশায় আর অবধি রইল না। এক বুশেল গমের দাম হ'ল পঞ্চাশ সেণ্ট, এক পাউণ্ড তুলোর দাম ছ' সেণ্ট। দেখা গেল বিক্রির জন্যে বাজারে পাঠানর চেয়ে শস্যকে জ্বালানি হিসাবে ব্যবহার করা অনেক লাভজনক। ওয়াশিংটনে বিচলিত কংগ্রেস সদস্যেরা বৃহৎ ব্যবসায়ীদের স্বার্থসম্পর্কেই সচেতন হয়ে ১৮৯০-এ দেশের ঘাড়ে ম্যাক্‌কিনলে শুল্কব্যবস্থা চাপিয়ে দিলেন যার হার এদেশের ইতিহাসে সব চেয়ে বেশী। তাছাড়া তাঁরা ব্যাংক আর ঋণদান-ব্যবস্থা নির্মম কঠোরতার সঙ্গে চালাতে লাগলেন, অথচ পেনসন প্রভৃতিতে খরচ মঞ্জুর করলেন লক্ষ লক্ষ ডলার। এই সরকারী অন্যায়ের ফলে এ্যালায়ান্স আন্দোলন

লন মহামারীর মতো ছড়িয়ে পড়ল এবং ১৮৯০-তে সেগুলির সদস্য সংখ্যা প্রায় বিশলক্ষ হয়েছিল।

উত্তরপশ্চিমের ও দক্ষিণের এ্যালায়ান্সগুলি ছিল অনেকটা আগেকার গ্র্যাঞ্জের মতো। তারা বিষদভাবে শিক্ষা বিস্তারের ব্যবস্থা করত, হেনরি জর্জের 'প্রোগ্রেস এ্যাণ্ড পভার্টি' এবং এডওয়ার্ড বেলামির 'লুকিং ব্যাক্‌ওয়ার্ড'-এর মতো পুস্তকের প্রচার করত, নিজেদের দৈনিক পত্রিকা বের করত—ক্যানসাসেরই ছিল একশ দৈনিকের উপর—আধুনিক বিজ্ঞানসম্মত কৃষিকাজ সম্পর্কে কৃষকদের শিক্ষাদানের জন্য এবং কৃষিআইনের জন্য আন্দোলন করতে চারিদিকে বক্তা পাঠিয়ে দিত, কৃষক সংস্থা ও পড়াশুনার ক্লাব প্রতিষ্ঠা করত। টেক্সাসের এ্যালায়ান্স সমবায় পদ্ধতিতে কেনা, বেচা ও গুদমের ব্যবস্থা করেছিল; ডাকোটায় এ্যালায়ান্সগুলি শস্যবীমার ব্যবস্থা করেছিল ; ইলিনয়ে কৃষকদের পরস্পরের শস্য আদান-প্রদানের ব্যবস্থা করেছিল। এদের কতকগুলি ব্যবস্থা সফলতা লাভ করেছিল এবং দালালের খরচ বাঁচিয়ে দিয়েছিল। অপরগুলি রেলপথ ও ব্যাংকগুলির প্রতিযোগিতার সম্মুখীন হয়ে ব্যর্থ হয়েছিল।

শীঘ্রই এ্যালায়ান্সগুলি একটি যুদ্ধমান রাজনৈতিক দলের জন্ম দিয়েছিল। প্রথম থেকেই তারা কিছু কিছু রাজনৈতিক সংস্কারের দাবি জানিয়েছিল; যেমন রেলপথগুলির সরকারী মালিকানা, শস্তা মুদ্রা, জাতীয় ব্যাঙ্ক বাতিল করা, বিদেশীর পক্ষে জমির মালিকানা বন্ধ করা, শুল্ক কমিয়ে দেওয়া, এবং 'উপতহবিল' ব্যবস্থার প্রবর্তন করা যাতে কৃষকরা সহজেই ঋণ পায়। এই শেষেরটি বিশেষভাবে লক্ষণীয়। এতে দাবি জানান হয় যে সরকার কৃষিপ্রধান অঞ্চলে কতকগুলি গুদম করুক যাতে চাষীরা তাদের শস্য জমা রাখবে এবং পরিবর্তে একটি ক'রে স্বীকারপত্র পাবে যার অর্থমূল্য মজুত মালের বাজারদামের শতকরা আশি ভাগ। এতে চাষীরা কম সুদে ঋণ পাবে, দর না পড়া পর্যন্ত শস্য বাজার থেকে সরিয়ে রাখতে পারবে এবং মুদ্রার সংখ্যা বাড়িয়ে তাদের শস্যেরও দাম বাড়াতে পারবে। প্রথম প্রস্তাবের পর এটিকে সমাজতান্ত্রিক কৌশল হিসাবে গালাগাল দেওয়া হয়েছিল, এক পুরুষের মধ্যেই এর প্রধান অংশগুলি কেন্দ্রীয় সরকার গ্রহণ করেছিল।

১৮৯০ থেকে ৯২-এর মধ্যে এ্যালায়ান্সকে পপুলিষ্ট দলের অন্তর্ভুক্ত ক'রে নেওয়া হয়েছিল। এই পপুলিষ্টদল ছিল আমেরিকার দলগুলির মধ্যে সবচেয়ে বর্ণাঢ্য। সদস্য হ'ত দক্ষিণ ও পশ্চিমের সাধারণ কৃষকদের মধ্যে থেকে; তবে তাছাড়া অন্য ছোটখাট দলের লোকও ছিল; যেমন, নাইটস অব লেবার, গ্রিনব্যাক এবং ইউনিয়ন শ্রমিক দলগুলি, নারীর ভোটাধিকারের প্রস্তাবকেরা এবং পেশাদার সংস্কারকেরা। এই দলের শক্তি কেন্দ্রীভূত হয়েছিল মধ্যসীমান্তে এবং সেই অঞ্চল থেকেই এর

নেতারা এসেছিল। তাদের মধ্যে প্রধান ছিল মিনেসোটার আইরিশম্যান ইগ্‌নেসিয়াস ডনেলি, কৃষক, বক্তা, আন্দোলনকারী, হারানো মহাদেশ এ্যাট্‌-লাণ্টিসের আবিষ্কার, বেকনের মতবাদের সমর্থক, জনপ্রিয় উপন্যাস "সিজারের সৈন্যদল"-এর লেখক, যিনি বিশবছর ধ'রে আমেরিকার রাজনৈতিক গগনে ঝড় তুলে-ছিলেন। পপুলিজমের প্রধান উৎসস্থান ক্যানসাস থেকে এসেছিলেন সেনেট-সদস্য উই-লিয়াম পেফার, যাঁর লম্বা দাড়ি দেখে অনেকের হিব্রু সাধুর কথা মনে পড়ত এবং যাঁকে থিয়োডোর রুজভেল্ট গালাগাল দিয়ে বলতেন, "তাঁর উদ্দেশ্য সৎ হলেও তিনি এক-জন বুদ্ধিহীন, নৈরাজ্যবাদী পাগল।" তাছাড়া ক্যানসাস থেকে এসেছিলেন সর্বশ্রেষ্ঠ মহিলা পুনরুদ্ভববাদী মেরী এলেন লিজ, যিনি সমতলের কৃষকদের অনুরোধ করেছিলেন "কম শস্য এবং বেশী নারকীয় অবস্থা সৃষ্টি করতে।" জর্জিয়াতে একমাথা লাল চুল কদাকার টম ওয়াটসন, হিকরি হিলের জ্ঞানী ব্যক্তি, এবং টমাস জেফারসনের স্বয়ংনির্বাচিত উত্তরাধিকারী, প্রজাচাষী আর মিলের শ্রমিকদের পপু-লিস্ট পতাকার তলায় তাড়িয়ে নিয়ে এসেছিলেন এবং দক্ষিণাঞ্চলের বোর্বোঁদের মেরুদণ্ড দিয়ে শীতপ্রবাহ বইয়ে দিয়েছিলেন। নেব্রাস্কাতে ডেমক্র্যাটদলের তরুণ সদস্য উইলিয়াম জেনিংস ব্রায়ান তাঁর পার্টিকে বার বার অনুরোধ করেছিলেন পপুলিস্ট দলের সঙ্গে মিশে যেতে।

১৮৯০-এর পর যে পপুলিস্ট দল সমতলভূমি এবং তুলোর ক্ষেতগুলি প্লাবিত ক'রে দিয়েছিল, আমেরিকার রাজনৈতিক ইতিহাসে তার আর জুড়ি ছিল না। "এটা ছিল একটা ধর্মীয় পুনরভ্যুদয়, একটা ধর্মযুদ্ধ, রাজনীতির একটা পবিত্র অনুষ্ঠান, যাতে সকলেরই জিহ্বা ছিল অগ্নিবর্ষী এবং সকলেই আত্মার বাণী বলছিল।" একথা লিখেছিল একজন সাক্ষী। "এটা ছিল সেই ক্রুসেডের মতোই একটা ধর্মীয় পাগলামি," আর একজন লিখেছিল। সারাদিন মাঠে কঠোর পরিশ্রমের পর স্ত্রীপুত্র নিয়ে চাষীরা হয় গ্র্যাঞ্জে কিংবা স্থানীয় বিদ্যালয়ে গিয়ে তাদের নেতাদের বক্তৃতা শুনে বাহবা দিত। মেরী লিজ বলেছিলেন, "ওয়াল স্ট্রীট দেশটাকে কিনে ব'সে আছে। এখন আর জনসাধারণের জন্য ও তাদের কল্যাণের জন্য তাদের নিজেদের শাসন নয়, এটা এখন ওয়াল স্ট্রীটের জন্য ওয়াল স্ট্রীটের সুবিধার জন্য ওয়াল স্ট্রীটের শাসন।" বিক্ষুব্দ চাষীরা নতুন "স্বাধীনতার ঘোষণা"র জন্য দাবি জানাল। তাদের মধ্যে একজন লিজের লেখা প'ড়ে বলল, "গত আটাশ বছরে যুক্তরাষ্ট্রের ইতিহাস কেবল জগতে অতুলনীয় ক্ষতি, অত্যাচার এবং বাজেয়াপ্ত করার ইতিহাস এবং সমস্ত আইনের প্রত্যক্ষ উদ্দেশ্য হচ্ছে—একদা স্বাধীন আমেরিকার ধ্বংসস্তূপের উপর অর্থশালী অভিজাত ব্যক্তিদের প্রতিষ্ঠিত করা।"

১৮৯০-এর নির্বাচন এক ডজন দক্ষিণের ও পশ্চিমের রাষ্ট্রে নতুন দলটিকে

ক্ষমতায় প্রতিষ্ঠিত করল এবং কংগ্রেস-শিবিরে চাঞ্চল্য আনবার জন্য এক ডজন হাউস আর সেনেট সদস্যকে পাঠিয়ে দিল। সাফল্যে উত্তেজিত হয়ে দলটি আরও সাফল্যের পরিকল্পনা করতে লাগল। ১৮৯২-এর স্বাধীনতা-দিবসে এক হাজার উত্তেজিত এবং ঘর্মাক্ত প্রতিনিধি সমবেত হ'ল একজন প্রেসিডেণ্ট পদপ্রার্থী নির্বাচন করতে এবং ডনেলির দুঃসাহসিক প্রস্তাবগুলি সমর্থন করতে।

> যে-জাতি নৈতিক, রাজনৈতিক এবং বাস্তব ক্ষেত্রে মুমূর্ষু, তারই বুকে আমরা সমবেত হয়েছি—কয়েকজনের আকাশচুম্বী ভাগ্য গ'ড়ে তোলবার জন্য লক্ষলক্ষ লোকের শ্রমের ফল চুরি করা হয়েছে। এই কয়েকজন ভাগ্যবান ব্যক্তি সাধারণ-তন্ত্রকে ঘৃণা করে এবং ব্যক্তিস্বাধীনতাকে বিপদগ্রস্ত ক'রে তোলে। সরকারী অন্যায়ের অকৃপণ জঠর থেকে দুটি দলের জন্ম হয়েছে—ভবঘুরেরা আর লক্ষপতিরা।

পপুলিষ্টরা পেল দশলক্ষ ভোট, কিন্তু ভাগ্যহীন জেমস বি. উইভারের বদলে গ্রোভার ক্লেভল্যাণ্ডই হোয়াইট হাউসে যাবার যোগ্যতা অর্জন করলেন। উইভার এরকম অনেকবারই ব্যর্থ হয়েছিলেন। দক্ষিণের সূর্যদগ্ধ তুলোর ক্ষেত এবং পশ্চিমের উত্তপ্ত ধূলিধূসর তৃণভূমি থেকে বিদ্রোহের হাওয়া বইতে লাগল, কিন্তু পুরনো দলগুলি নির্বিঘ্নে নিজেদের পথে চলতে লাগল। ভূমিকম্প ছাড়া তাদের নিশ্চেষ্ট শ্লথভাব দূর হওয়া সম্ভব ছিল না। সে-ভূমিকম্প অবশ্য আসন্ন হয়ে উঠেছিল।

১৮৯৬। ১৮৯২-এ সময় খুব খারাপ ছিল, এবং ক্রমে তা আরো খারাপ হয়ে দাঁড়াল। গ্রোভার ক্লেভল্যাণ্ড দ্বিতীয় বার কার্যভার নেবার পরই আবার একটা অর্থনৈতিক আতঙ্ক দেশে ছড়িয়ে পড়ল। ব্যবস্যা প্রতিষ্ঠানগুলি ভেঙে পড়ল, ব্যাঙ্কগুলি বন্ধ হয়ে গেল, রেলপথগুলি রিসিভারের হাতে গেল, কারখানাগুলি বন্ধ হয়ে গেল, বাণিজ্য ক'মে গেল, পাওনাদারেরা বন্ধকী সম্পত্তি বিক্রি ক'রে দিল। শহরে খাবার জায়গার বাইরে বেকারেরা সার বেঁধে দাঁড়াতে লাগল, ক্রমে এই বেকার দলে বহু লোক যোগ দিতে লাগল। ১৮৭৩-এর চেয়ে অবস্থা আরো মন্দ, আরো ব্যাপক এবং আরো ক্ষতিকর হয়ে দাঁড়াল।

এই বিপন্ন দিনগুলিতে অর্থনৈতিক সংঘর্ষগুলিতে সরকার আগেকার নির্বিকার ভাব দেখিয়ে চলল। ক্লেভল্যাণ্ড একজন দক্ষ নেতা ছিলেন, তাঁর উদ্দেশ্য ভাল ছিল, তাঁর মধ্যে ছিল সাহস ও সততা। অসাধুতা এবং বিশেষ সুযোগ দেওয়ার বিরুদ্ধে তাঁর মনোভাবে ছিল ম্যাঞ্চেস্টারের উদারতা। ১৮৮৫ থেকে ১৮৮৯ পর্যন্ত তাঁর

প্রথম সরকারী কাজকর্ম ভাল ভাবেই চলছিল। কিন্তু তাঁর ঝোঁক ছিল অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে স্থিতাবস্থা বজায় রাখার। তাঁর কর্মসূচিতে ছিল শুল্কহার আরো কমিয়ে দেওয়া এবং শাসন সংস্কার। অর্থনৈতিক আইনের প্রস্তাব তিনি অগ্রাহ্য করেছিলেন। তাঁর বিশ্বাস ছিল, ঝড় শেষ হয়ে আসছে, অর্থনৈতিক দুর্গতি আপনিই শেষ হয়ে যাবে। দুবছর ধ'রে অবস্থা আরো খারাপের দিকে গেল। ১৮৯৪-তে হ'ল সেই বিরাট পুলম্যান ধর্মঘট, কক্সের বেকার-বাহিনীর ওয়াশিংটন অভিমুখে যাত্রা এবং শস্য-মূল্যের আরো অবনতি। তুলো, ধান আর গমের মাঠগুলি বিদ্রোহীতে ভ'রে গেল। দক্ষিণ ও পশ্চিমের ডেমক্র্যাটদের শাখা পুরনো দল থেকে স'রে পড়বার ভয় দেখাতে লাগল। ১৮৯৪-তে যখন মুদ্রা বাড়াবার একটি প্রস্তাব তিনি বাতিল ক'রে দিলেন মিজুরীয় পুরনো যোদ্ধা রিচার্ড ব্ল্যান্ড বললেন, "রাস্তার মোড়ে এসে হাজির হয়েছি।" সেই শীতে একদল অসন্তুষ্ট ডেমক্র্যাট পপুলিষ্টদের সংগে হাত মেলাল। পপুলিষ্টরা ভোট পেল প্রায় পনের লক্ষ।

যখন জরাগ্রস্ত হুইগ দল ভেঙ্গে গেছে আর তরুণ উদ্যমশীল রিপাব্লিকান দল কার্যভার গ্রহণ করেছে, অনেকেই সেই ১৮৫৪-৫৬-র দুরবস্থার পুনরনুষ্ঠানের আশংকা করেছিল। কিন্তু পশ্চিমের বৃদ্ধিমান ডেমক্র্যাটরা তখনো স'রে পড়তে রাজী ছিল না; আর দক্ষিণের ডেমক্র্যাটরা শ্বেতাংগদের প্রভুত্বের ধারণার সংগে এমন অংগাংগিভাবে জড়িয়ে পড়েছিল যে তৃতীয় দলের আর কোন আশা ছিল না। পপুলিষ্টদেব দলে যোগ না দিয়ে দক্ষিণ ও পশ্চিমের চরমপন্থী ডেমক্র্যাটরা দল-টাকেই হাত করতে চেষ্টা করতে লাগল। ব্রায়ান পরে বর্ণনায় বলেছেন, "তার পরেই আরম্ভ হ'ল সংঘর্ষ। ক্রুসেডারদের উৎসাহ নিয়ে আমাদের রৌপ্যপন্থী ডেমক্র্যাটরা পর পর জয়লাভ করতে লাগল।"

কৃষিব্যাপারে আগ্রহশীল ডেমক্র্যাটরা টাকার প্রশ্ন নিয়েই সংগ্রাম করা স্থির করল। এ-সিদ্ধান্ত অনেক সময় ভুল ব'লে ধ'রে নেওয়া হয়েছে, তবে অন্য কোন সিদ্ধান্ত অত নাটকীয় ভাবে ভোটদাতাদের কাছে আবেদন করতে পারত কিনা সেবিষয়ে সন্দেহ আছে। টাকার প্রশ্নটি ছিল জটিল, কিন্তু শেষপর্যন্ত সেটি একটি সমস্যায় দাঁড়ালঃ সংখ্যা বাড়ান হবে না কমান হবে। অনেক বছর ধ'রে যখন ব্যবসা-বাণিজ্য এবং জনসংখ্যা বাড়ছিল, তখন সরকার নিয়মিত ভাবে মুদ্রার সঙ্কোচন নীতি অনুসরণ করছিল। ১৮৭৩-এ পশ্চিমের রূপার খনিগুলি টাকার দাম কমিয়ে দেবার আগেই সরকার রূপাকে টাকা তৈরি থেকে বাদ দিল, অর্থাৎ তা কিনতে বা তা দিয়ে টাকা তৈরি করতে চাইল না। তারপর ১৮৭৮ ও ১৮৯০-এ সরকার এত রূপা কিনতে বাধ্য হ'ল যে টাকার সুবর্ণভিত্তি রাখা কঠিন হয়ে উঠল। কিন্তু এ-ভিত্তি রাখবার জন্য প্রেসিডেন্টের পর প্রেসিডেন্ট, জাতির সংরক্ষণশীল মনোভাবের প্ররোচনায়, দৃঢ়-

সঙ্কল্প হয়েছিলেন। বিশেষ ক'রে ক্লেভল্যাণ্ড এর জন্য এক বিরাট ও সফল সংগ্রাম চালিয়েছিলেন। বহু কৃষকের ধারণা ছিল যে অর্থ সম্পর্কে এই নীতি দ্রব্যের অল্প মূল্যের জন্য দায়ী ছিল। রৌপ্যপন্থীরা বলল, রূপাকে ফিরিয়ে আন, যত রূপা আসবে খনি থেকে তার মুদ্রা তৈরি কর; সব দামী ধাতু দিয়ে মুদ্রা তৈরি হ'ক, তাহলে মুদ্রামূল্য স্বাভাবিকে আসবে, জিনিসের দাম বাড়বে, সুসময় ফিরে আসবে।

প্রাচীন মনোভাবসম্পন্ন কঠিনধাতু মুদ্রাপন্থীদের মতে এ-নীতি অনুসৃত হ'লে সর্বনাশ আসবে। মুদ্রা বাড়াতে আরম্ভ করলে তা আটকান কঠিন হয়ে পড়ে এবং সরকার দেউলে হয়ে যায়। আলাপ আলোচনায় তারা একমত হ'ল যে সোনার ভিত যে দৃঢ় শুধু তাই নয়, সোনার একটা নৈতিক ভিত্তিও আছে এবং তারা অন্যায় ভাবেই রূপার ডলারের নাম দিল "অসাধু ডলার"। কম মূল্যের ধাতু দিয়ে মুদ্রা তৈরির প্রশ্নটি চিরপুরাতন এবং চিরনূতন।

অবশ্য রীতিকৌশলের দিক দিয়ে রূপাকে নিয়ে সংগ্রামের সপক্ষে অনেক কিছু ছিল। দেউলে হবার ভয়ে রূপার খনির মালিকরা এই সংগ্রামের খরচ বহন করতে যে আগ্রহশীল হবে তা স্বাভাবিক। পশ্চিমের ছ'টি জনবিরল রাষ্ট্রই রূপার স্বার্থের সঙ্গে জড়িত ছিল; ঐসব স্থানে রিপাব্লিকানদের সংখ্যাধিক্য ছিল এবং তারা নির্বাচনী কলেজে অন্যায় সংখ্যক ভোটের অধিকারী ছিল। এদের যদি ডেমক্র্যাটদের পক্ষে টেনে আনা যায় ত নির্বাচনে জয়লাভ সুনিশ্চিত। সহজলভ্য অর্থ সমগ্র দেশের ঋণপীড়িত ব্যক্তি, কৃষক ও শ্রমিক সকলের কাছেই প্রবলভাবে আবেদন করতে বাধ্য। তাছাড়া রূপার পক্ষে একটা আবেগের দিকও ছিল। সোনা হচ্ছে বড়লোকদের; রূপা গরিবের বন্ধু। সোনার টাকা ওয়াল ষ্ট্রীট আর লম্বার্ড ষ্ট্রীটের, তৃণভূমি আর ছোট ছোট শহরের টাকা রূপার।

কিন্তু সংগ্রামের জন্য কোন একটা প্রশ্ন থাকলেই যথেষ্ট। রৌপ্যপন্থীদেরও একজন পদপ্রার্থী থাকা প্রয়োজন। নিউ ইয়র্ক ওয়ার্ল্ড লিখল, রৌপ্যপন্থীদের প্রয়োজন একজন মোজেস-এর। তাদের নীতি আছে, সঙ্কল্প আছে, তাদের বাজাবার ব্যাণ্ড আছে, পতাকা আছে, চিৎকার করবার লোক আছে, ভোট আছে এবং তথাকথিত নেতারাও আছে। কিন্তু তারা হারিয়ে যাওয়া মেয়েদের মতো ঘুরে বেড়াচ্ছে কারণ সাহস, ব্যক্তিগত আকর্ষণ এবং জ্ঞান সম্পন্ন কোন সত্যিকারের নেতার আবির্ভাব এখনও তাদের মধ্যে হয়নি।"

নেব্রাস্কায় উইলিয়াম জেনিংস ব্রায়ানের মধ্যে তারা সেই নেতাকে খুঁজে পেল। ১৮৯৬-এ শিকাগো সম্মেলনে তাঁকে এই টাকার প্রশ্ন সম্পর্কে বলতে বলা হ'ল। এবং সেই ৮ই জুনের ঘর্মাক্ত রাত্রে তিনি যখন প্লাটফর্মের উপর উঠেছিলেন, জাতীয় খ্যাতির সোপানেও তিনি পদক্ষেপ করেছিলেন।

আমরা আক্রমণকারী হিসাবে আসিনি। আমাদের এ-সংগ্রাম রাজ্যজয়ের নয়; আমরা আমাদের গৃহ, পরিবার ও সম্পত্তি রক্ষার জন্য সংগ্রাম করছি। আমরা আবেদন করেছি, তা অগ্রাহ্য হয়েছে; আমরা অনুরোধ করেছি, তা প্রত্যাখ্যাত হয়েছে; আমরা ভিক্ষা চেয়েছি এবং আমাদের দুর্দশার মধ্যে আমাদের উপহাস করা হয়েছে। আর আমরা ভিক্ষা চাইব না, অনুরোধ করব না, আবেদন করব না। আমরা ওদের অগ্রাহ্য করব!

এই ভাবে বক্তৃতা দিলেন "প্লাটের তরুণ বক্তা।" তাঁর প্রত্যেকটি কথার সঙ্গে সঙ্গেই সকলে সহর্ষে চীৎকার ক'রে উঠতে লাগল এবং যখন তিনি তার ভাষণ উচ্চারিত করলেন তখন সভাগৃহটিটিতে একটি হর্ষধ্বনির নায়গ্রা-প্রপাত শুরু হ'ল, যা আমেরিকায় সভার ইতিহাসে অভূতপূর্ব।

তারা যদি সামনে এগিয়ে এসে মুদ্রার স্বর্ণ-ভিত্তিকে ভাল ব'লে প্রশংসা করে, আমরা তাদের সঙ্গে আমাদের সমস্ত শক্তি দিয়ে যুদ্ধ করব। আমাদের পিছনে আছে স্বদেশের এবং পৃথিবীর উৎপাদনশীল শ্রমিকরা, আমাদের পিছনে আছে সমস্ত ব্যবসায়িক স্বার্থ, সমস্ত শ্রমিক স্বার্থ, সর্বত্র সব শ্রমিকরা। মুদ্রার স্বর্ণ-ভিত্তির জন্য তাদের দাবির উত্তরে আমরা বলব তাদের: তোমরা শ্রমিকের মাথায় এই কাঁটার মুকুট পরিয়ে দিতে পারবে না, তোমরা মানবজাতিকে এই সোনার ক্রুশে বিদ্ধ করতে পারবে না।

এই ভাষণ না দিলেও তিনি মনোনীত হ'তে পারতেন, কারণ নির্বাচনী অভিযান তিনি ভালই চালিয়েছিলেন এবং প্রার্থী হিসাবে তাঁর দাবির পিছনে যুক্তি ছিল। এই বক্তৃতার পর তাঁর মনোনয়ন অবধারিত হয়ে পড়ল; ডেমক্র্যাটদের রৌপ্য-শাখার জয়লাভ সম্পূর্ণ হ'ল। তাদের উদ্দেশ্য-সূচি তারা তৈরি ক'রে ফেলল, তাদের মনোনীত প্রার্থীর নাম প্রকাশ করল এবং তারা পপুলিষ্টদের তাদের দলে যোগ দিতে বাধ্য করল।

এই অভিযানে ব্রায়েনের দৃষ্টিআকর্ষণকারী চেহারাটি জাতির রঙ্গমঞ্চের সামনে এসে দাঁড়াল এবং পরবর্তী বিশ বছর ধ'রে বরাবর পাদপ্রদীপের সামনে ঘোরাফেরা করতে লাগল। বহু বিষয়ে হেনরি ক্লের পর তাঁকেই সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য রাজনৈতিক নেতা বলা চলে। তাঁর ছিল অপূর্ব চেহারা, মাথায় ছিল কাকরুক্ষ কেশ, উজ্জ্বল কালো দুই চোখ আর সুন্দর কন্ঠস্বর। তিনি ছিলেন অত্যন্ত তীক্ষ্ণবুদ্ধি আর সাহসী; তিনি লক্ষলক্ষ সাধারণ লোকের শ্রদ্ধার পাত্র হয়ে উঠেছিলেন। তিনি মানুষ

হয়েছিলেন এক খামারে, এক গ্রাম্য কলেজে পড়াশুনা করেছিলেন এবং তারপর সমতল অঞ্চলে গিয়ে আইন আর রাজনীতির চর্চা করেছিলেন। তিনি ছিলেন প্রেসবিটেরিয়ান খৃষ্টান ধর্মে গভীরভাবে বিশ্বাসী এবং তাঁর রাজনৈতিক বক্তৃতায় মাঝেমাঝে বাইবেল থেকে উদ্ধৃত অংশ থাকত। তিনি ছিলেন একজন সাদাসিধে ডেমক্র্যাট; সাফল্যে তাঁর মাথা খারাপ হয়ে যায়নি। যা-কিছু তিনি জনস্বার্থের অনুকুল ব'লে মনে করতেন, তার পিছনে আন্তরিক আগ্রহে লেগে থাকতেন এবং একথা তিনি বিশ্বাস করতেন যে জনসাধারণের কন্ঠে ঈশ্বরের বাণীই ধ্বনিত হচ্ছে। তিনি খুব বেশী বা গভীরভাবে কিছু পড়েননি, তাই তাঁর অক্ষমতাও অনেককিছু ছিল, এবং নতুনভাবে ও গভীরভাবে চিন্তা করতেও তিনি পারতেন না; তবু তিনি ছিলেন আমেরিকার জনগণের একজন যোগ্য প্রতিনিধি।

১৮৯৬-এর নির্বাচন অভিযানে যে-তিক্ততা এসেছিল, জ্যাকসনের সময়ের পর থেকে এমন আর কখনো আসেনি। প্রথমটা মনে হয়েছিল জ্যাকসনের সাফল্য অসাধ্য। তাঁর দল বিভক্ত হয়ে গিয়েছিল, দলপতি ক্লেভল্যান্ড বিপক্ষে এবং পূর্বাঞ্চলের নেতারা রিপাব্লিকান দলে গিয়ে ভিড়ছে। তাছাড়া তিন বছরের মন্দা যাওয়ার সমস্ত অপরাধ ডেমক্র্যাটদের ঘাড়ে অন্যায় ভাবে চাপান হয়েছিল। ব্রায়ানের বিরুদ্ধে ছিল দেশের শ্রদ্ধাস্পদ যাকিছু : ব্যবসা, বিশ্ববিদ্যালয়, সংবাদপত্র, ধনবল। রিপাব্লিকান দলের নেতা মার্ক হ্যানা এমন এক নির্বাচনী ধনভান্ডার গ'ড়ে তুলেছিলেন যার পরিমাণ তিরিশ থেকে সত্তর লক্ষ ডলার। সে জায়গায় ডেমক্র্যাটদের হাতে ছিল মাত্র পাঁচ লক্ষ। কেবল একটা বিষয়ে ডেমক্র্যাটদের প্রাধান্য ছিল—তা হচ্ছে স্বয়ং ব্রায়ান। ধূলিমলিন উত্তপ্ত গাড়িতে চেপে নিউ ইংল্যান্ড থেকে পশ্চিমাঞ্চল পর্যন্ত দিনে আট দশবার বক্তৃতায় শ্রমিক, কৃষক, উদারপন্থী এবং প্রগতিবাদীদের কাছে আবেদন জানিয়ে তিনি আমেরিকার ইতিহাসে সবচেয়ে চমকপ্রদ অভিযান চালিয়েছিলেন।

তাঁর কীর্তি ছিল অপূর্ব, কিন্তু তা সাফল্যের জন্য যথেষ্ট ছিল না। অবশেষে উইলিয়াম ম্যাক্‌কিনলে পাঁচলক্ষেরও অধিক ভোটে জয়লাভ করলেন। যে দক্ষিণের ও পশ্চিমের যোগাযোগ জেফারসনকে ক্ষমতায় প্রতিষ্ঠিত করেছিল এবং জ্যাকসন ও ডগলাসকে সাহায্য করেছিল, এক্ষেত্রে তা ব্যর্থ হ'ল। রিপাব্লিকানদের পিছনে ছিল ইলিনয়, আয়ওয়া এবং উইসকনসিনের মতো মধ্যপশ্চিম অঞ্চলগুলি এবং ক্যালি-ফোর্নিয়া ও অরিগনের মতো দূর পশ্চিমের অঞ্চলগুলি। কিন্তু ব্রায়ানের এই নির্বাচনী অভিযান জনশ্রুতিতে পরিণত হয়েছিল এবং পপুলিষ্ট ও কৃষক ডেমক্র্যাটদের সমস্ত মতামতগুলিই পরে আইনে রূপান্তরিত হয়েছিল। সেগুলি পরে আমেরিকার ইতিহাসে দিকপরিবর্তন এনেছিল।

সপ্তদশ অধ্যায়

সংস্কারের যুগ

গণতন্ত্র বিপন্ন। ব্রায়ান যখন ১৮৯৬-এর নির্বাচন অভিযানের বিবরণ লিখলেন, তিনি সেটির নাম দিলেন, "প্রথম যুদ্ধ।" নামটি অনুপ্রেরণাপূর্ণ। কারণ, যদিও সে-যুদ্ধে কৃষিপ্রধান গণতন্ত্রের দলবল পরাজিত হয়েছিল, তবু সেটি ছিল উন্নয়ন অভিযানের আরম্ভ মাত্র। সে-অভিযান শেষ হবার আগেই চাষীরা আর শ্রমিকরা সাফল্যের সঙ্গে রাষ্ট্রের পর রাষ্ট্র জয় করতে করতে, প্রতিক্রিয়াশীলদের বন্দীশালা ভাঙতে ভাঙতে জয়গৌরবে নিজেদের পতাকা হোয়াইট হাউসে গিয়ে উড়িয়ে দিল এবং জাতীয় শাসনব্যবস্থাকে চিরাচরিত ডেমক্র্যাট ঐতিহ্যের আওতায় নিয়ে এল।

কারণ, ব্রায়ানের প্রথম যুদ্ধ থেকে আরম্ভ ক'রে উড্রো উইলসনের দ্বিতীয় যুদ্ধ পর্যন্ত কুড়ি বছর—এটি ছিল উন্নয়নের যুগ। এই যুগে আমেরিকানদের জীবনে সর্ববিষয়ে বিদ্রোহ এবং সংস্কার এসেছিল। পুরনো নেতাদের বাতিল ক'রে দিয়ে তাদের জায়গায় নতুন নাম তালিকাভুক্ত করা হয়েছিল, রাজনৈতিক যন্ত্রটিকে সারিয়ে আধুনিক করা হয়েছিল; রাজনৈতিক ক্রিয়াকলাপগুলিকে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে বিচার বিবেচনা ক'রে দেখা হয়েছিল এবং যেগুলির সঙ্গে গণতান্ত্রিক আদর্শের মিল ছিল না, সেগুলির ত্যাগ করা হয়েছিল। ব্যক্তিগত সম্পত্তি, লিমিটেড কম্পানি, ট্রাস্ট এবং বিরাট সম্পদ—এগুলিকে হয় যুক্তির আদালতে নিজেদের পক্ষ সমর্থন করতে, কিংবা তাদের রীতিনীতি পরিবর্ত্তন করতে বলা হয়েছিল। সামাজিক সম্পর্কগুলির বিষয় আবার বিবেচনা করা হয়েছিল—শহরের প্রতিক্রিয়া, উপনিবেশ স্থাপন, ধন সাম্যের অভাব, বিভিন্ন শ্রেণীর উন্নয়ন—এসমস্তকেই সমালোচকের দৃষ্টিতে ভালভাবে বিচার ক'রে দেখা হয়েছিল। রাজনীতিতে, দর্শনে, শিক্ষায়, সাহিত্যে এই সময়কার সমস্ত উল্লেখযোগ্য ব্যক্তি এই সংস্কার-আন্দোলনের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট থেকেই খ্যাতি অর্জন করেছিলেন : রাজনীতিক্ষেত্রে উইভার, ব্রায়ান, লা ফলেট, রুজভেল্ট এবং উইলসন; দর্শনের ক্ষেত্রে উইলিয়াম জেমস, জসিয়া রয়েস এবং জন ডিউই; শিক্ষার ক্ষেত্রে থর্নস্টাইন ভেবলেন, রিচার্ড এলাই এবং ফ্রেডারিক জে. টার্নার; সাহিত্যের

ক্ষেত্রে উইলিয়াম ডিন হাওএলস, ফ্র্যাঙ্ক নরিশ, হ্যামলিন গার্ল্যাণ্ড এবং থিয়োডোর ড্রেসার। সেযুগের মহারথীরা সকলেই, সংস্কারক ছিলেন। সাহসের সঙ্গে যুদ্ধের আহ্বান জানিয়ে তাঁরা গণতন্ত্রের দুর্গপ্রাকারে দাঁড়িয়েছিলেন এবং এমনকি দুর্গ থেকে বেরিয়ে এসেও নবনব জয়লাভ করেছিলেন। ১৮৫০-এর পর থেকে চিন্তার জগতে এত উত্তেজনা আর হয়নি; সেই সময়ের পর থেকে উন্নয়নও এমন জয়যাত্রায় বের হয়নি।

কিন্তু, কিসের জন্য এত সংস্কারের আগ্রহ? কি এমন জিনিস আমেরিকার জীবনকে অমন বিক্ষুব্ধ করেছিল? আমরা ইতিমধ্যেই কৃষক আর শ্রমিকদের সমস্যার কিছু কিছু জেনেছি, কিন্তু সেগুলি কষ্টদায়ক হলেও, রোগের লক্ষণ মাত্র, কারণ নয়। সমস্যা কেবলমাত্র অর্থনৈতিক ছিল না, এবং তা কেবল কৃষি ও শ্রমে সীমাবদ্ধ ছিল না, আমেরিকার জীবনের সবকিছুর সঙ্গে তার সম্পর্ক ছিল।

আসল কথা আমেরিকান জীবনের সম্ভাবনা পরিপূর্ণতা পায়নি। এই নতুন পৃথিবীতে এমন এক সমাজ গ'ড়ে তোলবার কথা যেখানে সকলেই যে সমান তার প্রতিশ্রুতি থাকবে, এমন এক রাষ্ট্র হবে যেখানে সকলের জন্যই ব্যক্তিস্বাধীনতা সুরক্ষিত থাকবে। এটা নিশ্চয় ছিল একটা স্বপ্ন, কিন্তু তা দিবাস্বপ্ন ছিল না; আর যাঁরা আমেরিকার সাধারণতন্ত্র গ'ড়ে তুলেছিলেন, তাঁরা এমন কল্পনাবিলাসী ছিলেন না, যাঁরা মিথ্যা আশার অহিফেন সেবন করতেন। পৃথিবীর ইতিহাসে ইতিপূর্বে আর কখনও প্রকৃতি মানুষের সামনে এমন উজ্জ্বল সম্ভাবনা এনে দেয়নি, মানুষ যে পৃথিবীতে নিজের জন্য স্বর্গ রচনা করতে সক্ষম সেকথা ভাববার যুক্তিপূর্ণ ভিত্তিও আর কখনো আসেনি। টার্গটের ভাষায়, গোড়ার দিকে আমেরিকানদের মধ্যে দেখা গিয়েছিল "মানবজাতির ভবিষ্যতের আশা।"

এই আশা ফলবতী হয়নি। সমুদ্রপারের সমসাময়িক লোকেদের চেয়ে আমেরিকানদের অবস্থা নিশ্চয়ই অনেক ভাল ছিল, কিন্তু তাদের নিজেদের সম্ভাবনার তুলনায় তা কিছু নয়। বাস্তবক্ষেত্রে জাতির সাফল্য নিশ্চয়ই উল্লেখ-যোগ্য হয়েছিল, কিন্তু তাদের সমাজ আর সংস্কৃতির কথা ভাবলে হতাশ হ'তে হয়। অভিষেক-ভাষণে প্রেসিডেণ্ট উইলসন যেমন বলেছিলেন :

> ভালর সঙ্গে এসেছে মন্দ, বিশুদ্ধ স্বর্ণ নষ্ট হয়ে গেছে। প্রচুর সম্পদের সঙ্গে এসেছে অপব্যয়। আমরা প্রকৃতির দান সঞ্চয় ক'রে রাখিনি, যাকিছু আমরা ভালভাবে ব্যবহার করতে পারতাম তা আমরা হেলায় নষ্ট করেছি—অসাবধানী হয়ে, প্রশংসনীয় দক্ষতা সত্ত্বেও লজ্জাকরভাবে অপব্যয়ী হয়ে। আমরা আমাদের ব্যবসায়িক সাফল্যে গর্ববোধ করেছি, কিন্তু একবারও ভেবে দেখিনি মানুষের দিক থেকে তার জন্য কি মূল্য দিতে হয়েছে, কত জীবন অকালে নষ্ট হয়েছে,

কত উদ্যম অতিমাত্রায় অযথা ব্যয় হয়েছে; বছরের পর বছর ধ'রে এই সাফল্যের জন্য যে-গুরুভার নির্মমভাবে নারী, পুরুষ আর শিশুদের উপর চেপে বসেছে, কি সর্বনাশা দৈহিক আর আত্মিক মূল্য তাদের দিতে হয়েছে।...আমাদের মহান শাসনব্যবস্থার মধ্যে যেসব ক্লেদ গোপন হয়ে ছিল, নির্ভীক স্পষ্ট দৃষ্টিতে তা অবলোকন করতে অনেক বিলম্ব হয়ে গেছে। যে-শাসনব্যবস্থাকে আমরা ভালবেসেছি, তা অনেকবার ব্যক্তিগত স্বার্থে ব্যবহৃত হয়েছে এবং যারা এটিকে সেভাবে ব্যবহার করেছে তারা জনসাধারণের কথা মনে রাখেনি।

বদলোকেরা যে মন্দ কাজ করেছে সেটাই এর জন্য দায়ী নয়; শক্তিশালী লোকেরা যে গণতন্ত্রকে ত্যাগ ক'রে সেটিকে নষ্ট করবার চেষ্টা করেছে, সেটাই এর কারণ নয়; ব্যক্তি-স্বাধীনতার জায়গায় যে স্বৈরতান্ত্রিক শাসন স্থাপিত হয়েছে, সেটাই এর কারণ নয়। না, এর কারণ এসবের চেয়ে আরও বেশী সূক্ষ্ম। যা ছিল মূল অসুবিধা তা সমগ্র পাশ্চাত্যজগতের পক্ষে ছিল সমানভাবে প্রযোজ্য। বিজ্ঞান ও যন্ত্রপাতি, সমাজ ও রাজনৈতিক ব্যবস্থাকে পিছনে ফেলে, এগিয়ে গিয়েছিল। বিংশ শতাব্দীর শহরকেন্দ্রিক রাষ্ট্রের প্রয়োজনের পক্ষে অষ্টাদশ শতাব্দীর গ্রাম্য গণতন্ত্রের রীতিনীতিগুলি অকিঞ্চিৎকর ছিল। একথা প্রযোজ্য ছিল সেই রাজনীতির ক্ষেত্রে যেখানে লোকে সরকারকে ভয় করত, কারণ যন্ত্র যে-দৈত্যগুলিকে সমাজের মধ্যে ছেড়ে দিয়েছিল সেগুলিকে একমাত্র সরকারই আয়ত্বে রাখতে পারত। একথা সত্য ছিল নৈতিক ক্ষেত্রে, যেখানে নৈর্ব্যক্তিক ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানগুলির অভ্যুত্থান ব্যক্তিগত দায়িত্বের ধারণাকে অপ্রাসঙ্গিক ক'রে তুলেছিল। একথা সত্য ছিল সমাজের ক্ষেত্রে, যেখানে মিলিত গ্রাম্য জীবনের রীতিনীতি শহরের পাঁচমিশেলী জীবনে প্রযোজ্য হবার কোনও সম্ভাবনা ছিল না।

উন্নয়নই বহু সমস্যার সৃষ্টি করেছিল। প্রকৃতির গণ্ডি ছাড়িয়ে ক্ষেতখামার-গুলি আকারে বেড়ে গিয়েছিল; এত বেশী ঔপনিবেশিকেরা আসছিল যে তাদের খাপ খাইয়ে নেওয়া অসম্ভব ছিল; শহরগুলি এত দ্রুত বেড়ে উঠছিল যে সেগুলি তাদের অসংখ্য জনগণকে বাসস্থান দেবার বা উপযুক্তভাবে নিয়ন্ত্রণ করার কোন ব্যবস্থাই করতে পারছিল না; কারখানাগুলিতে প্রস্তুত হচ্ছিল প্রয়োজনের অতিরিক্ত দ্রব্য; ব্যবসাগুলি এত বড় হয়ে উঠেছিল যে কেউ সেগুলিকে ভালভাবে বুঝতে বা চালাতে পারছিল না; কয়েকজন লোক এত ধনী হয়ে উঠেছিল যে তারা জানত না যে তারা টাকা নিয়ে কি করবে—এবং সমাজও তখনও শেখেনি কি ক'রে তাদের সম্পদের ভার হরণ করতে হয়।

এগুলি ছিল মূল অসুবিধা, কিন্তু খুব কম লোকই সেগুলি সম্যকভাবে

উপলব্ধি করতে পেরেছিল। সংস্কারকেরা যা দেখেছিল তা হচ্ছে দারিদ্র্য, অন্যায়, এবং অসাধুতা। তাদের সামনে ছিল ভূমিসমস্যা, শ্রমসমস্যা, নারীসমস্যা, অর্থ-সমস্যা। কাজেই তারা বস্তিগুলি নিয়েই ব্যস্ত হয়ে পড়ল, তারা রাজনীতি পরিচ্ছন্ন করল, তারা ট্রাস্টগুলি ভাঙল, 'ধনী বদমাইস'দের সঙ্গে লড়তে লাগল, যুদ্ধ চালাল অতিরিক্ত পরিশ্রম করান এবং শিশুদের শ্রম করানর বিরুদ্ধে। তারা আন্দোলন চালাল নিগ্রো আর ইণ্ডিয়ানদের সপক্ষে, তারা শাসনব্যবস্থার নবনব পন্থা আবিষ্কার করল, যথা—গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নে জনমত, নারীদের ভোটাধিকার প্রাথমিক নির্বাচন, নিন্দনীয় আচরণ সম্পর্কে আইন। তারা জল ও বন সংরক্ষণের ব্যবস্থা করল এবং শহরগুলিকে সুন্দর ক'রে তুলল। জনকল্যাণমূলক বহু প্রতিষ্ঠান সংগঠিত হয়ে ভাল ভাবে চলতে লাগল। তৎকালীন যুগের নিন্দা ক'রে এবং শ্রেষ্ঠতর আগামী কালের বাণী বহন ক'রে এত বই ছাপা হ'তে লাগল যে সেগুলির চাপে ছাপাখানাগুলি আর্তনাদ করতে লাগল। পত্রিকাগুলির সম্পাদকেরা সবকিছু মন্দের মুখোস খুলে দিতে লাগলেন। ঔপন্যাসিকেরা স্থানীয় ঘটনা আর প্রেমকাহিনী ছেড়ে সমস্যামূলক উপন্যাস লিখতে এবং উপদেশের বন্যা বহাতে লাগলেন। কবিরা তাঁদের চিরাচরিত ছন্দময় রসরচনার নিদর্শনগুলি ত্যাগ ক'রে 'কাস্তের মানুষ'কে আবিষ্কার করলেন, পড়ুয়ারা তাঁদের পাঠগৃহের নিরাপদ আশ্রয় ত্যাগ ক'রে সামাজিক সমস্যা নিয়ে উঠেপ'ড়ে লাগলেন; ধর্মযাজকেরা বাইবেলের সামাজিক অনুশাসনগুলি নতুন ভাবে আবিষ্কার ক'রে শ্রদ্ধেয় ব্যক্তিদের 'নতুন নিয়ম' শুনিয়ে শুনিয়ে তাঁদের জীবন অতিষ্ঠ ক'রে তুললেন।

আমেরিকার ঐতিহ্যের সঙ্গে এ-সমস্তেরই মিল ছিল। পুরনো ইংল্যাণ্ডের রীতি-নীতির উপর বিদ্রোহ ঘোষণা ক'রেই পিলগ্রিম আর পিউরিটানরা নিউ ইংল্যাণ্ডে এসেছিল। রজার্স উইলিয়াম, ন্যাথানিয়েল বেকন এবং জাকব লিস্টার প্রভৃতি ঔপনিবেশিক নেতারা যথাক্রমে এখানে বসতি স্থাপন করবার পর অত্যা-চারের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছেন। জাতি জন্ম নিয়েছে একটি বিপ্লব থেকেই এবং জেফারসন, ফ্র্যাঙ্কলিন, স্যাম এ্যাডামস এবং টমাস পেন প্রভৃতি জাতীয় নেতারা বিদ্রোহী ছিলেন, কেবলমাত্র পূর্বতন মাতৃভূমির বিরুদ্ধেই নয়, এখানকার শাসক-দের বিরুদ্ধেও; এমার্সন, হুইটিয়ার, গ্যারিসন এবং পার্কার প্রভৃতি ১৮৪০ থেকে বিশবছরের মধ্যে নিউ ইংল্যাণ্ডে যাঁরা লেখক, দার্শনিক এবং ধর্মযাজক হিসাবে নাম করেছিলেন, তাঁরা সকলেই সাম্য ও স্বাধীনতার জন্য যুদ্ধে সৈনিকদলে নাম লিখিয়েছিলেন। অনুসন্ধান করা, প্রতিবাদ করা, প্রতিদ্বন্দ্বিতায় আহ্বান করা, প্রমাণ করা এবং যাকিছু শুভ তা আঁকড়ে ধ'রে থাকা—এ-সবই হ'ল আমেরিকাবাসীদের চরিত্রের বৈশিষ্ট্য।

এই নতুন প্রগতিমূলক বিদ্রোহের চিন্তাধারা ও কার্যসূচি আগের চেয়ে এমন কিছু ভিন্ন ছিল না। চিন্তাধারা ছিল গণতন্ত্রের উপর সম্পূর্ণ আস্থাশীল : সমস্ত সামাজিক ব্যাধির কারণ গণতন্ত্রের অভাব এবং আরো গণতন্ত্রের ওষুধ খাইয়ে তবে সে-ব্যাধি দূরে হবার কথা। তাই নারীর ভোট, জনমতের কাছে আর্জি পেশ ও সেনেট-সদস্যদের গণ-নির্বাচনের উপর সকলের আস্থা এসেছিল। কার্যসূচি ছিল সাধারণতঃ রাজনৈতিক এবং তা কার্যকরী হ'ত পুরনো দলগুলির ভিতর দিয়েই, নতুন দল গঠন ক'রে নয়; কিন্তু যেহেতু বড়বড় দলগুলির ভিতরে প্রচুর মাত্রায় সেকেলে ভাব আর জড়তা ছিল, তাই এইসব আন্দোলনের গতি মন্থর হয়েছিল।

এই বছরগুলিতে সংস্কারের দুটি প্রধান ধারা পরস্পরের সঙ্গে মিলিত হয়েছিল। যেটির কৃষিপ্রধান পশ্চিমাঞ্চলে উৎস, সেটি প্রধানতঃ অর্থনৈতিক সমস্যা নিয়ে ব্যস্ত থাকত এবং কদাচিৎ চরম পরিবর্তনের পক্ষপাতী ছিল। পশ্চিম থেকে যেসব দার্শনিক বিদ্রোহ করেছিলেন তাঁরা হচ্ছেন—'প্রোগ্রেস এ্যান্ড পভার্টি'র লেখক হেনরি জর্জ এবং অবাস্তব অর্থনৈতিক স্বপ্ন 'লুকিং ব্যাকওয়ার্ড'-এর লেখক এডওয়ার্ড বেলামি। এই বিপ্লবের রাজনৈতিক মতবাদের মুখপাত্ররা ছিলেন—এ্যালগেল্ট, ডনেলি, ব্রায়ান এবং লা ফলেট। বিদ্রোহের অপর ধারাটি এসেছিল পূর্বাঞ্চল থেকে, এমনকি ইংল্যান্ড থেকে এবং শুল্ক-সংস্কার, সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ প্রভৃতি নিয়ে এটি ব্যস্ত থাকত। চিন্তাধারার দিক থেকে এ-দলের মুখপাত্র ছিলেন শক্তিশালী 'নিউ ইয়র্ক নেশন'-এর সম্পাদক ই. এল. গডকিন্স, উইলিয়াম কার্টিস এবং হার্বার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রধান অধ্যক্ষ চার্লস ডব্লিউ. এলিয়ট; এটির রাজনৈতিক প্রতিনিধি ছিলেন—কার্ল সুর্জ, এব্রাম এস. হেউইট, গ্রোভার ক্লেভল্যান্ড এবং উড্রো উইলসন।

সামাজিক সুবিচারের জন্য আন্দোলন। জ্যাকব রিজ নামে ডেনমার্কের এক ঔপনিবেশিক 'নিউ ইয়র্ক সান' পত্রিকায় রিপোর্টার-এর কাজ করছিলেন। তিনি "হাউ দি আদার হাফ লিভস" নামে একটি বই লিখলেন। নিউ ইয়র্কে বস্তিগুলির অগণিত নরনারীর সেটি একটি বাস্তব চিত্র এবং তিনি তাতে দেখালেন গণতন্ত্রের অগ্রগতির সঙ্গে যারা তাল রাখতে পারেনি সেই সব লোকেদের বস্তিজীবনে কত ভিড়, নোংরামি, রোগ, অপরাধ, পাপ আর কত দুঃখ! অনতিবিলম্বে অন্যসব শহরের কাগজগুলিও এইসব খবর ছাপতে লাগল এবং তখন জাতি জাগরিত হয়ে অবহিত হ'ল যে ক্ষেতখামারের সমস্যার চেয়ে শহরের সমস্যা বড় কম নয়।

"আমেরিকান কমনওয়েলথ"এ লর্ড ব্রাইস বলেছেন, আমেরিকায় শহরগুলিতেই গণতন্ত্রের ব্যর্থতার শ্রেষ্ঠ নিদর্শন। সেখানে যত অর্থ, তত দারিদ্র্য, ধনীর মার্বল

প্রাসাদের চারপাশে বস্তি, বড় বড় রেস্তরাঁর সামনে অজস্র ভিখারির ভিড়। সেখানে অসাধুতা নির্লজ্জভাবে ঘুরে বেড়ায়। যেখানে মুষ্টিযুদ্ধের আখড়া আর নাচের আড্ডাগুলি জনসাধারণের অর্থ লোটে, ভোট বিক্রি করে, কাজে লাগায় পাপ আর অপরাধকে। সেখানে সুরাপানের স্থান আর গণিকাগারগুলিকে প্রশ্রয় দেয় রাষ্ট্র-বিদরা আর সেইসব ব্যক্তিরা যারা এগুলি থেকে বেশ দু'পয়সা কামায়। ওদিকে নিউ ইয়র্কে মালবেরি বেন্ডের হোয়াইও, কিংবা ক্লেভল্যান্ডের লেক সোর পুশ গুণ্ডার দল পুলিশের দৃষ্টি আকর্ষণ না ক'রে নির্বিঘ্নে যথেচ্ছ বিচরণ করে। সেখানে অতিরিক্ত পরিশ্রমের স্থানগুলি নারীদের কাজে লাগায়, আর মুচি বালকেরা আর কাগজের হকার বালকেরা প্রমাণ করে যে ছোট ছোট ছেলেদের দিকে উপযুক্ত লক্ষ্য রাখা হয় না। সেখানে জনস্বাস্থ্য, স্থানসংকুলান, শিক্ষা এবং শাসনের সমস্যা চরম অবস্থা প্রাপ্ত হয়েছে।

গৃহসমস্যাই প্রথমে সংস্কারকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল, কারণ এর সঙ্গে শুধু বস্তিবাসীদের নয়, শহরের সমস্ত অধিবাসীদের স্বার্থ জড়িত ছিল। গৃহ-যুদ্ধের পর কয়েকদশকে শহরগুলিতে স্থান সংকুলানের তুলনায় জনসংখ্যা অনেক বেড়ে গিয়েছিল। ফলে দাঁড়িয়ে উঠেছিল বড় বড় আবাসগৃহগুলি—কাঠের ঝর-ঝরে পাঁচ ছ'তলা বাড়িগুলি—যেখানে আলো-বাতাস ছিল না, ছিল শুধু জঞ্জাল, রোগ আর নানারকম পাপ। ১৮৯০-এ এক নিউ ইয়র্ক শহরেই বোধহয় দশলক্ষ লোক এই ধরনের বস্তিগুলিতে বাস করত যেখানে শহরের অন্যান্য স্থানের তুলনায় মৃত্যুর সংখ্যা চারগুণ বেশী ছিল। ইস্ট-সাইডের শেষের দিকে এইরকম কয়েকটি বাড়িতে দু'হাজার সাতশ' একাশি জন বাস করত—কিন্তু একটিও স্নানের ঘর ছিল না। এক হাজার পাঁচশ' অষ্টআশিটি ঘরের এক-তৃতীয়াংশে আলো বাতাস ছিল না। রিজের দেওয়া ম্যানহ্যাটানের এইরকম একটি বস্তির বর্ণনা নিম্নরূপ:

—নম্বর চেরি স্ট্রীটে একটি বস্তিতে উঁকি মেরে দেখা যাক। সাবধান হবেন, কারণ হলঘরটি অন্ধকার, যেসব ছেলেরা ভিক্ষেকরা পেনি গুনছে তাদের মারিয়ে দিতে পারেন। যদিও তাতে তাদের কিছু যাবে আসবে না, কারণ লাথি আর গুঁতো খাওয়া তাদের নিত্যকার অভ্যাস। তাছাড়া তাদের জীবনে আর কি বা আছে! হলঘরের শেষে যেখানে বেঁকে একেবারে অন্ধকারের মধ্যে পড়তে হচ্ছে, এখানে সিঁড়ি আছে। এখানে চোখে কিছুই দেখতে না পেলেও দেওয়াল ধ'রে ধ'রে উঠতে হবে। গুমট লাগছে? লাগুক, এখানে আর কি আশা করতে পারেন? এখানে যতটুকু টাটকা হাওয়া ঢোকে তা সদর দরজা দিয়ে যেটি সব সময় কেউ খুলছে আর বন্ধ করছে; আর আসে অন্ধকার শোবার

ঘরগুলির জানলা দিয়ে। সেগুলিও অনেক সময় যাকিছু হাওয়া পায় তা এই সিঁড়ি থেকে। এইমাত্র যে-স্ত্রীলোকটির সঙ্গে আপনার ধাক্কা লাগল, সে রাস্তার ময়লা জলের হাইড্র্যাণ্ট থেকে বালতি ভর্তি ক'রে নিয়ে ফিরছিল। পায়খানাগুলি সব হলঘরের দুপাশে, যাতে সবাই সেগুলিতে যেতে পারে—যাতে দুঃসহ গ্রীষ্মে সবাই সেগুলির বিষাক্ত দুর্গন্ধে আক্রান্ত হ'তে পারে। জলের পাম্পটার বিশ্রী শব্দ হচ্ছে? এবাড়ির বাচ্ছাদের ওই ত একমাত্র ঘুমপাড়ানী গান!

বস্তি উন্নয়নের সংগ্রাম বহুদিন ধ'রে বহুস্থানে চলেছিল। অগ্নিকাণ্ড আর মাহামারির ভয় দেখিয়ে রিচার্ড ওয়াটসন গিল্ডার আইনসৃষ্টিকর্তাদের দিয়ে কতকগুলি এই ধরনের বাড়ি রাখা বেআইনী করিয়েছিলেন; আর কতকগুলির উপর নির্দেশ গিয়েছিল আলো-হাওয়ার ব্যবস্থা করবার জন্য। লণ্ডনের টয়েনবি হলের দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে জেন এ্যাডামস আর লিলিয়ান ওয়াল্ডের মতো অদম্য সমাজকর্মীরা বড় বড় শহরে বস্তিগুলির মাঝখানে কতকগুলি বাড়ি তৈরির ব্যবস্থা করলেন। শিকাগোর হাল হাউস এবং নিউ ইয়র্ক-এর হেনরি স্ট্রীট সেটলমেণ্ট-এর এইরকম কতকগুলি বাড়ি বিশ্ববিখ্যাত হয়ে গেল; ওই দশক শেষ হবার আগেই—এই ধরনের একশ'টি বাড়ি তৈরি হয়ে সেখানে আর্তত্রাণ শিক্ষা এবং জনস্বাস্থ্যের অনেক কাজ হ'তে লাগল। শিশুদের রাস্তা থেকে টেনে এনে তাদের দল ছাড়া ক'রে তাদের স্বাস্থ্য এবং সহবত শিক্ষার উপর নজর দেওয়া হ'ল। শহরের সবচেয়ে ঘনবসতি অঞ্চলে খেলার মাঠের ব্যবস্থা হ'ল, মাঝেমাঝে গ্রামাঞ্চলে সকলকে ঘুরিয়ে আনার জন্য টাকা তোলা হ'ল, যারা দুধ কিনতে পারে না তাদের জন্য বিনা মূল্যে বিতরণের জন্য অনেকগুলি দুগ্ধকেন্দ্র খোলা হ'ল, যেসব মায়েরা কাজ করে, তাদের ছেলেমেয়েদের দেখবার জন্য অনেকগুলি কেন্দ্র খোলা হ'ল, ভ্রমণকারী নার্সদের সংস্থাগুলি বিনামূল্যে চিকিৎসার ভার নিল এবং বালকবালিকাদের অতিরিক্ত উদ্যমকে স্বাভাবিক ও সুস্থ পরিণতি দেবার দিকে লক্ষ্য রাখল ওয়াই. এম. সি. এ এবং বয়েজ স্কাউট প্রতিষ্ঠানগুলি।

জরুরী সমস্যাগুলির মধ্যে অপরাধ, বিশেষ ক'রে শিশুদের অপরাধের সমস্যাটি সংস্কারকদের বেশী দৃষ্টি আকর্ষণ করল। ১৮৮০ থেকে দশ বছরে জেলখানায় অপরাধীর সংখ্যা শতকরা পঞ্চাশ জন বেড়েছিল এবং শিশু অপরাধীর সংখ্যা ছিল তার এক-পঞ্চমাংশ। যদিও যুক্তরাষ্ট্র ফৌজদারি আইন ও জেলখানার বিষয়ে বহু সংস্কারের চেষ্টা ক'রে এসেছে, তবু এডোয়ার্ড লিভিংস্টোন, ডরোথিয়া ডিকস্ এবং ফ্রেডারিকস্ ওয়াইনস-এর মত বিদগ্ধ সমালোচকদের বহু চেষ্টা সত্ত্বেও বহু

রাষ্ট্রে ফৌজদারী আইন ছিল বন্য এবং জেলখানাগুলির বহু পরিদর্শককে 'কলিকাতার অন্ধকূপ"-কে মনে পড়িয়ে দিত। অবশ্য অপরাধীদের স্বভাব পরিবর্তনের বদলে তাদের শাস্তি দেওয়া, পুলিসদের বর্বরতা, তৃতীয় পর্যায়ের অত্যাচার এবং ধনী ও অসহায় দরিদ্রের জন্য বিভিন্ন আইন প্রয়োগের ব্যবস্থা দ্রুত ক'মে আসছিল। হে মার্কেটের "নৈরাজ্যবাদী"-দের যিনি ক্ষমা করেছিলেন ইলিনয়-এর সেই এ্যালগেল্ড তর্ক তুলেছিলেন যে কোনও অপরাধ অনুষ্ঠিত হ'লে তার জন্য ব্যক্তিবিশেষের চেয়ে সমাজ-ই বেশী দায়ী এবং তিনি তাঁর রাষ্ট্রের ফৌজদারী আইনের সংস্কারের জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করেছিলেন। তাঁর একজন শিষ্য টলেডো-র মেয়র "সুবর্ণ-শাসক" জোন্স এই মতবাদ অবলম্বন ক'রে সেটিকে একটি নাটকীয় রূপ দিয়েছিলেন :

> ব্র্যান্ড হুইটলক লিখেছেন যে তিনি প্রায়ই শহরের জেলখানাগুলিতে কিংবা কারখানাগুলিতে গিয়ে সেইসব হতভাগ্যদের সঙ্গে এমনভাবে কথা বলতেন যেন তিনি তাদেরই একজন।...এবং তিনি সর্বদাই চেষ্টা করতেন তাদের জেলখানা থেকে বার ক'রে আনবার। শেষ পর্যন্ত তিনি আমার সঙ্গে এক চুক্তি করলেন : আমি যদি তাদের মামলাগুলির ভার নিতে রাজী হই তিনি মামলার সমস্ত খরচ দেবেন।......অর্থাৎ যদি কোনও দরিদ্র বালিকা গ্রেপ্তার হয় এবং যদি তার জন্য জুরীদের দ্বারা বিচার দাবি করা হয় ও ধনী ব্যক্তির মতই তার মামলার তদ্বিরের ব্যবস্থা হয়, তাহলে পুলিশ যখন দেখবে যে তাকে সহজে জেলে পাঠান সম্ভব নয় তখন তারা এইসব সাধারণ লোকেদের ব্যক্তি-স্বাধীনতার এবং অধিকার সম্পর্কে আরও বেশী সচেতন হবে।

কিন্তু, এসব ব্যবস্থা সাময়িকভাবে কষ্টের লাঘব করলেও, এতে রোগ নিরাময় হয় না। এরচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ছিল শতাব্দীর শেষে অস্থায়ী রায় এবং অপরাধীদের শিক্ষানিবিস থাকার ব্যবস্থা গ্রহণ। টমাস মট অসবর্ন-এর দৃষ্টান্তে অনুপ্রাণিত হয়ে কতগুলি জেলখানাকে পরিচ্ছন্ন করা হ'ল, কয়েদিদের শৃঙ্খলাবদ্ধ অবস্থায় কঠোর শ্রম করানর এবং দক্ষিণাঞ্চলে প্রচলিত শ্রমকরার জন্য কয়েদি ভাড়া দেবার প্রথার বিরুদ্ধে আন্দোলন শুরু হ'ল। শিশু অপরাধীদের জন্য বিশেষ আদালত প্রতিষ্ঠা হ'ল। বিচারক ছিলেন জর্জ বেন লিন্ডসে যিনি কলোর্যাডোর ডেনভার-এর শিশুআদালতে পঁচিশ বছর শিশুদের মধ্যে অপরাধপ্রবণতা কমাতে প্রচুর সাফল্য দেখিয়ে সমগ্র জাতির দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন।

একথা সকলে মনে করেছিলেন যে এই দারিদ্র্য ও অপরাধপ্রবণতার জন্য দায়ী

ছিল মদ্যপানের স্থানগুলি, সেজন্য কয়েক বছর ধ'রে সেগুলির বিরুদ্ধে আন্দোলন চলার পর এদেশে মদ্যপান নিষিদ্ধ হয়ে গেল। সাধারণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার গোড়ার দিক থেকেই পানদোষ নিবারণী প্রচেষ্টা চ'লে আসছিল এবং গৃহযুদ্ধের পূর্বে হাজার হাজার লোক মদ্যপান ত্যাগের প্রতিজ্ঞাপত্রে স্বাক্ষর করেছিল। নিউ ইংল্যান্ডে-এর কতকগুলি রাষ্ট্র মদ্যপান বে-আইন করার পরীক্ষাও চালিয়েছিল। যুদ্ধের পরের বছরগুলিতে অবশ্য বিয়ার ও উগ্রতর মদের ব্যবহার ও পানাগারের সংখ্যা বেড়ে গিয়েছিল, বিশেষ ক'রে শহরগুলিতে। ১৯০০-তে নিউ ইয়র্ক, বাফেলো এবং সানফ্রানসিস্কোর মত স্থানগুলিতে দু'শ লোক পিছু একটি করে পানাগার ছিল। এদের মধ্যে অনেকগুলি অবশ্য "দরিদ্রলোকেদের ক্লাব" হিসাবে চলছিল। কিন্তু, এদের বেশিরভাগগুলিতে মদ্যপান নিবারণের, এমন কি ভদ্রভাবে মদ্যপানের, কোন চেষ্টা ছিল না। রবিবারে এগুলিকে বন্ধ রাখার নিয়ম কেউ মানত না, মদের জন্য উচ্চ শুল্ক ফাঁকি দিত এবং রাজনীতিক্ষেত্রে মন্দ প্রকৃতির লোকেদের সঙ্গে মদ্যব্যবসায়ীদের একটা অসৎ যোগাযোগ ছিল।

এই অবস্থার পরিবর্তনের জন্য একটি মদ্যপান নিবারক দল ১৮৬৯-এ তাদের প্রচেষ্টা শুরু করেছিল, কিন্তু কিছুই ফল হয়নি। তার চেয়েও সফল হয়েছিল মহিলা খৃষ্টানদের মদ্যপান নিবারণী সংস্থা, পানাগার বিরোধী দল এবং ইভানজেলিক্যান গির্জাগুলি। রাজনৈতিক আন্দোলনে সন্তুষ্ট না হয়ে এই দলগুলি দৈনিকপত্রে, গির্জায়, বক্তৃতার হলে এবং বিদ্যালয়গুলিতে অবিরাম আন্দোলন চালিয়ে গিয়েছিল। পানদোষ নিবারক সৈন্যদলের সবচেয়ে যুধ্যমান নায়ক ফ্রান্সেস উইলার্ড একেবারে শত্রুদের দুর্গে গিয়ে প্রবেশ করেছিলেন। তিনি কয়েকটি মহিলাকে একেবারে পানাগারগুলির ভিতরে নিয়ে গিয়েছিলেন এবং সেখানে তারা নতজানু হ'য়ে সমবেতভাবে প্রার্থনাসঙ্গীত চালিয়েছিল।

শতাব্দীর শেষে এইসব উপায়ে সাতটি রাষ্ট্রে মদ্যপান বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। সেগুলির মধ্যে বেশির ভাগ ছিল গ্রামপ্রধান। কতকগুলি রাষ্ট্রে মদ্যপান নিবারণের ব্যবস্থা অবলম্বনের প্রশ্ন স্থানীয় শাসকদের হাতে ছেড়ে দেওয়া হয়েছিল। নতুন শতাব্দীর প্রথম ক'বছরে মদ্যপান নিবারণ আন্দোলন অনেক সাফল্য লাভ করেছিল এবং বিশ্বযুদ্ধের সময়ে এদেশের জনসংখ্যার দুই-তৃতীয়াংশ আইনের দ্বারা মদ্যপান ত্যাগ করতে বাধ্য হয়েছিল। কেবল শহরগুলি কিছুতেই রাজী হচ্ছিল না। স্বাভাবিক সময়ে আন্দোলনকারীরা এই স্থানগুলি অধিকার করতে পারত কিনা বলা যায় না। কিন্তু বিশ্বযুদ্ধ তাদের সহায় হয়েছিল; যুদ্ধের গোড়াতেই ব্যয়সঙ্কোচ, কার্যক্ষমতা এবং নৈতিক চরিত্র রক্ষার অজুহাতে কংগ্রেস মদ তৈরি করা এবং বিক্রি করা বন্ধ ক'রে দিল এবং এই সাময়িক আইনের মেয়াদ শেষ হবার

মদ্যপানের নিষেধাজ্ঞা যুক্তরাষ্ট্রের সংবিধানে লিপিবদ্ধ হয়ে গেল। সেখানে এই নিষেধের স্থান হয়েছিল মাত্র দশ বছর; এটি ছিল একটি মহতী প্রচেষ্টা, কিন্তু তা ফলবতী হয়নি। ১৯৩৩-এ সংবিধানের এই অংশ বাতিল করা হয়েছিল এবং সমস্যাটি আবার রাষ্ট্রগুলিতে দেখা দিল।

রাষ্ট্রগুলি পথ দেখাল। এইসব সংস্কার-প্রচেষ্টাগুলি থেকে একটি মাত্র শিক্ষালাভ করা যায় : আইনের সাহায্য ছাড়া সাধারণ ব্যক্তিরা বা প্রতিষ্ঠানগুলি বিশেষ কিছুই করতে পারে না। নিউ ইয়র্ক-এর সাহায্য সংগঠন সমিতির প্রতিষ্ঠাতা এবং বহু সৎ কার্যে অংশগ্রহণকারিনী জোসেফিন শ লাওয়েল ব্যক্তিগত সাহায্য দান সম্পর্কে হতাশ হয়ে সমস্ত সংগঠন থেকে অবসর গ্রহণ করা মনস্থ করলেন। তিনি বললেন, "আমার মনে হয় শ্রমিকদের জন্য আরও অনেক বেশী কিছু করবার আছে। শহরের পাঁচ লক্ষ শ্রমিকদের মধ্যে দুলক্ষ মেয়ে এবং তাদের মধ্যে পঁচাত্তর হাজার অনাহারের পর্যায়ে বেতন পেয়ে সাংঘাতিক অবস্থায় কাজ করছে। পঁচিশ হাজার লোককে অর্থসাহায্য দেওয়ার চেয়ে এদের সমস্যা আরও গুরুত্বপূর্ণ।...যদি শ্রমজীবিরা তাদের প্রয়োজনের সবকিছু পেত, তাহলে ভিখারী আর অপরাধী থাকত না। অর্ধ জলমগ্ন অবস্থা থেকে তাদের উদ্ধার করার চেয়ে তাদের ডুবতে না দেবার চেষ্টা করাই ভাল।"

একথা স্পষ্ট হয়েছিল যে অর্থসাহায্য একটা সাময়িক ঔষধ মাত্র এবং যেসব জনহিতার্থীরা রাজনৈতিক ব্যক্তিদের বিশ্বাস করত না তারাও শেষপর্যন্ত সাহায্যের জন্য আইন সভাগুলির দরজায় গিয়ে দাঁড়িয়েছিল। বস্তি পরিষ্কার, জেলখানা সংস্কার, শিশু রক্ষা এবং মদ্যপান নিবারণের জন্য আইনের প্রয়োজন; এবং যদি কোনও স্থায়ী সুফল আশা করতে হয় তা রাষ্ট্রের মাধ্যমেই আসবে।

সংস্কার আন্দোলনের প্রথম বৃহৎ সংগ্রামগুলি রাষ্ট্রগুলিতেই সংঘটিত হয়েছিল এবং বহুতর সমস্যা যুক্তরাষ্ট্রের হাতে চ'লে যাবার পরেও রাষ্ট্রগুলি সংস্কার-সমরের প্রধান ক্ষেত্র হয়ে রইল। একথা বারবার মনে পাড়িয়ে দেবার প্রয়োজন নেই যে আমেরিকার সংবিধান অনুসারে সবকিছু সামাজিক ব্যাপারে হস্তক্ষেপের অধিকার রাষ্ট্রগুলির ছিল। শ্রমিকদের সময় ও বেতন, কারখানাগুলিতে কাজের ব্যবস্থা, নারী ও শিশুদের সুব্যবস্থা, চরিত্র সংশোধন বিদ্যালয় এবং সাহায্য প্রতিষ্ঠানগুলি, শিক্ষা, ভোটের অধিকার এবং নাগরিক শাসন—এ সমস্তগুলি যুক্তরাষ্ট্রের নয়, রাষ্ট্রগুলির অধিকারে ছিল। "নতুন ব্যবস্থা"-য় অবশ্য এসবই পরিবর্তন হয়েছিল। কিন্তু, দুঃসাহসী শাসনব্যবস্থাকে এই কাজে সাফল্য দেবার জন্য একটি জাতীয় বিপদের প্রয়োজন ছিল এবং এ-পরিবর্তন আনতে হয়েছিল

সুপ্রিম কোর্টের দৃঢ়প্রতিজ্ঞ বিপক্ষতার সামনে দাঁড়িয়ে।

রাষ্ট্রগুলিই তাহলে ছিল সংস্কারের পরীক্ষাস্থান। এইখানেই পরবর্তী সমস্ত জাতীয় সংস্কারের পরীক্ষা হয়েছিল। এখানেই সেগুলির নীতির সত্যতা এবং প্রচলনের সক্ষমতা প্রমাণিত হয়েছে। এখানেই প্রথমে সংস্কারকেরা শিক্ষা গ্রহণ ক'রে পরে জাতীয় রঙ্গমঞ্চে তাঁদের কৃতিত্ব প্রদর্শন করেন। ওয়াশিংটনে আসবার আগে থিয়োডোর রুজভেল্ট নিউ ইয়র্কে আর এ্যালবানিতে শিক্ষা গ্রহণ করেছিলেন। লা ফলেট প্রথমে উইসকনসিনে রেল ও ট্রাস্টের নিয়মকানুন শিক্ষা ক'রে তারপর জাতীয় ক্ষেত্রে সেগুলি প্রয়োগ করেছিলেন। নিউ জার্সির গভর্নর হিসাবে প্রথমে উদারতার শিক্ষা লাভ ক'রে উইলসন পরে যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেণ্ট হিসাবে সে-উদারতা প্রদর্শন করেছিলেন। এ্যালবার্ট বি. কামিন্‌স, জর্জ নরিস এবং ফ্র্যাঙ্কলিন ডি. রুজভেল্ট সকলেই নিজ নিজ রাষ্ট্রে শিক্ষানবিসি করেছিলেন।

রাষ্ট্রগুলিতে যেসব সংস্কার হয়েছিল সেগুলি কি ধরনের? শাসনব্যবস্থাকে গণতান্ত্রিক করা হয়েছিল, গণভোট নেবার ব্যবস্থা করা হয়েছিল, গোপন ব্যালট ও সেনেটসদস্যদের গণ-নির্বাচনের ব্যবস্থা হয়েছিল, অসাধুতার বিরুদ্ধে আইন তৈরি হয়েছিল, স্থানীয় নাগরিক শাসনের ব্যবস্থা হয়েছিল এবং মেয়েদের ভোটাধিকার দেওয়া হয়েছিল। অন্যগুলির উদ্দেশ্য ছিল অর্থনৈতিক: যথা, রেলপথ আর ট্রাস্ট সম্পর্কে নিয়ম, জনকল্যানমূলক ব্যবস্থা, কর সংস্কার, শ্রমের সময় নির্দেশ এবং শ্রমিকদের কার্যক্রম সম্পর্কে ব্যবস্থা, তাদের ক্ষতিপূরণের ব্যবস্থা এবং শিশুদের শ্রম নিবারণ। আর কতকগুলি ছিল সামাজিক যেমন, শিক্ষা সংস্কার, জনস্বাস্থের কর্মসূচি, প্রাকৃতিক সম্পদ রক্ষা।

প্রথম জরুরী সমস্যা ছিল সরকারীগুলির উপর প্রভাব বিস্তার। রাষ্ট্রীয় না স্থানীয় সরকারগুলি বেশী অসাধু, সেইটাই প্রশ্ন দাঁড়াল। সর্বত্রই অসাধুতার সুযোগ এবং পুরস্কার প্রচুর পরিমাণে ছিল। রাষ্ট্র ও নগরগুলির কর্তৃপক্ষের হাতে ছিল জনকল্যাণমূলক কাজ দেবার অধিকার, রেলপথ ও অন্যান্য জনকল্যাণ ব্যবস্থায় মাশুল ঠিক ক'রে দেওয়া, বীমা নিয়ন্ত্রণ করা, ট্যাকস স্থির করা এবং তা সংগ্রহ করা, রাজপথ তৈরির লাভজনক কন্ট্র্যাক্ট দেওয়া, পানাগারগুলিকে রক্ষা বা নষ্ট করার ক্ষমতা। এইসব ক্ষেত্রে কোটি কোটি অর্থ নিযুক্ত হয়েছিল, কাজেই সুযোগ সুবিধার জন্য লোক বেশীকিছু খরচ করতে রাজী ছিল। সবসময় সোজাসুজি উৎকোচ দেওয়া হ'ত না। তা আসত রাজনৈতিক ব্যাপারে সহযোগিতা দেওয়ার, ভোটের অভিযান ভাণ্ডারে অর্থ-সাহায্য দেওয়ার এবং সরকারপক্ষীয় উকিলদের ভাল ভাল মামলা দেওয়ার মাধ্যমে। যেভাবেই আসুক না কেন, এইসব উৎকোচ যে কার্যকরী হ'ত, তা সংস্কারকরা হতাশার সঙ্গে লক্ষ্য করেছিলেন।

শতাব্দীর শেষে মিজুরির অবস্থা অনুসন্ধান ক'রে এসে এক জুরীদল মত দেয় যে,"বার বছর ধ'রে সেখানে আইনসংক্রান্ত ব্যাপারে অবাধে প্রচুর ভাবে অসাধুতা চলছে।" কোন না কোন সময়ে সমান সত্যতার সঙ্গে এই রায় যুক্তরাষ্ট্রের সমস্ত রাষ্ট্রগুলির সম্পর্কেই দেওয়া চলত। নিউ হ্যাম্পসায়ার থেকে ক্যালিফোর্নিয়া, নিউ মেক্সিকো থেকে মণ্টানা পর্যন্ত সর্বত্রই আইনসভার সদস্যদের কেনা যেত। সর্বত্রই বড় বড় ব্যবসার দালাল ছিল যারা লজ্জাজনক ভাবে উৎকোচ দিত এবং যেখানে তাতে কাজ হ'ত না, ভয় দেখিয়ে কাজ আদায় করত। উইনস্টন চার্চিল তাঁর 'কনিস্টন' এবং 'মিস্টার ক্রুজ কেরিয়ার' পুস্তকদ্বয়ে বলেছেন যে নিউ হ্যাম্পসায়ারের ইয়াঙ্কি রাষ্ট্রে রেলপথ কম্প্যানিগুলিই ছিল সর্বেসর্বা; ফ্র্যাঙ্ক নরিশ-এর ক্যালিফোর্নিয়ার উপর প্রসিদ্ধ উপন্যাসে সার্দান প্যাসিফিক রেলকম্প্যানিটি ছিল অক্টোপাসের মত সর্বগ্রাসী। তাম্র ব্যবসায়ীরা মণ্টনায় অসাধুতা ছড়িয়েছিল; রেলপথ আর বীমা কম্প্যানিগুলি নিউ ইয়র্কের আইনসভাকে কিনে নিয়েছিল। মেক্সিকোর মতো সীমান্ত রাষ্ট্রেতে দুটি তিনটি রেলপথ সংযুক্তভাবে, কয়লা ও তামার খনির মালিকেরা, কাঠ আর জমির ব্যবসায়ীরা এবং বড় বড় জমিদারেরা রাষ্ট্রের উপর সম্পূর্ণ অধিকার বিস্তার ক'রে ছিল। কয়লার কম্প্যানিগুলি হাজার হাজার একর খনির জমি অধিকার ক'রে ছিল, কাঠের কম্প্যানিগুলি জাতীয় বনসম্পদ লুট করছিল, সরকারী জমিতে জমিদারেরা হাজার হাজার গরু-ভেড়া চরাচ্ছিল, রেলপথ আর খনিগুলি শ্রম-আইন অগ্রাহ্য করছিল এবং কেউই কর দিচ্ছিল না।

কিভাবে এইসব অসাধুতার বিরুদ্ধে অভিযান চালান হয়েছিল এবং কি উপায়ে বিভিন্ন রাষ্ট্রে রাজনৈতিক সংস্কার আনা হয়েছিল তার বিবৃতি দেওয়ায় পুনরাবৃত্তির দোষ হবে। একটি সাধারণতন্ত্রের দৃষ্টান্ত নিলেই যথেষ্ট হবে, কিন্তু উচ্চাশা হ'লেও তাতেই সমগ্র যুক্তরাষ্ট্রের অবস্থা বোঝা যাবে। ১৮৮০-তে উইসকনসিন একটি আলোকপ্রাপ্ত এবং সমৃদ্ধিশালী রাষ্ট্র ছিল কিন্তু লক্ষপতি কাঠব্যবসায়ী বস কেইস, ফিলেটাস সইয়ার এবং রেলপথের এ্যাটর্নি জন স্পুনার এই তিনজন মিলেই আসলে সেখানে সরকারী শাসন চালাচ্ছিলেন। ফ্রেডারিক সি হাউই-এর মতে সেই রাষ্ট্রের অবস্থা ছিল

"রাষ্ট্রটি রেলপথ, কাঠ এবং ভোটসংগ্রহকারীদের জমিদারি হ'য়ে উঠেছিল; তাদের সঙ্গে যুক্ত ছিল যুক্তরাষ্ট্রীয় কর্মচারীরা, মনোনীত ও নির্বাচিত গভার্নরেরা, যুক্ত-রাষ্ট্রীয় কংগ্রেস ও সেনেট সদস্যারা। এই শেষাক্তেরা তাদের নির্বাচনকারীদের পকেট ভর্তি করতে নিজেদের ক্ষমতা খাটাতেন। সেই কাজেই রাষ্ট্রগুলির ও যুক্তরাষ্ট্রের অনুগ্রহ বিতরণ চলত। আইনসভার অধিবেশন মাত্র কয়েকজনের জন্য খুবে লাভ-জনক হ'ত। রাজনীতি ছিল একটা লাভজনক ব্যবসা এবং রাষ্ট্রীয় শাসনযন্ত্রের

সম্মতি সাপেক্ষে তাতে উচ্চাভিলাষী লোকেরা যোগ দিত। এছাড়া আর কোন উপায় থাকতে পারে তা কারুরেই মাথায় আসত না এবং কয়েকজন শক্তিশালী ব্যক্তি তাদের রাজনৈতিক ও ব্যবসায়িক ক্ষমতা বজায় রাখবার জন্য নির্বাচন ও কর্মে নিয়োগ ব্যাপারে অনুগ্রহ বিতরণ করতেন, তাদের বিরুদ্ধেও কেউ কোন কথা বলত না। দলবদ্ধ প্রতিবাদ ছিল না, দৈনিকপত্রগুলি হয় নির্বিকার থাকত, নয়ত তাদের মুখ বন্ধ করা হ'ত।"

১৮৮০-র পর সমতলের তৃণভূমির রাষ্ট্রগুলির উপর দিয়ে যে সংস্কারের বন্যা বয়ে চলেছিল তার দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে সবে মাত্র বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বেরিয়ে এসে রবার্ট এম. লা ফলেট এবিষয়ে কিছু করা মনস্থ করলেন। শাসনযন্ত্রের সাহায্য ছাড়াই তিনি কংগ্রেসে ঢুকলেন এবং সাধারণ ব্যক্তিরা তাঁর উপর যে-আস্থা স্থাপন করেছিল তিনি যে তার উপযুক্ত তা চারবার পর পর কংগ্রেসে নির্বাচিত হয়ে প্রমাণ করলেন। ১৮৯০-এ ডেমক্র্যাটদের ভাগ্যবিপর্যয়ে নিজেও ভোটে পারাজিত হয়ে, লা ফলেট রাষ্ট্রের রাজনীতিতে প্রবেশ করলেন। জনসাধারণ তাঁর পিছন ছিল কিন্তু নির্বাচন ব্যবস্থাগুলি তাঁকে সাহায্য করতে রাজী হ'ল না এবং তিনবার কর্তাভজা সম্মেলন ব্যবস্থায় তাঁর চেয়ে অধিকতর বাধ্য ব্যক্তিরাই নির্বাচিত হ'ল। এই অভিজ্ঞতা থেকে লা ফলেট বুঝতে পারলেন যে ভোটের বিকল্প ব্যবস্থার চেয়ে সোজাসুজি নির্বাচনই ভাল।

শেষে ১৯০০-তে 'যোদ্ধা বব' জোর ক'রে নির্বাচনী ব্যবস্থার ভিতর দিয়েই নিজের মনোনয়ন আদায় ক'রে সগৌরবে গভার্নর নির্বাচিত হলেন। যুদ্ধের সময়টা বাদ দিয়ে পরবর্তী পঁচিশ বছরে তিনি ও তাঁর লোকেরা রাষ্ট্রের উপর প্রভাব বিস্তার ক'রে রইলেন এবং সেটিকে যুক্তরাষ্ট্রে সবচেয়ে গণতান্ত্রিক, সবচেয়ে প্রগতিশীল এবং সবচেয়ে সুশাসিত রাজ্য ক'রে তুললেন। শতাব্দীর প্রথম দশবছরে লা ফলেট যে "উইসকনসিন মতবাদ"-এর উদ্ভাবন ও প্রয়োগ করেছিলেন, তা একটা ফাঁপা মতবাদ ছিল না, তা ছিল একটি বাস্তব কার্যসূচি। তাঁর প্রস্তাব ছিল সোজাসুজি গণনির্বাচন, জরুরী প্রশ্নে গণভোট গ্রহণ, বিচার বিভাগীয় ছাড়া সমস্ত কর্মচারীদের ছাড়িয়ে দেওয়া, নির্বাচনকালীন অসাধু কাজকর্ম বন্ধ করা, স্থানীয় স্বায়ত্বশাসন বেসামরিক পদগুলির সংস্কার এবং সরকারকে পরামর্শ দেবার জন্য বিশেষজ্ঞ নিয়োগ এইগুলির মধ্য দিয়েই গণতন্ত্রের বিস্তার লাভ করবার কথা। ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানগুলির হাত থেকে জনসাধারণকে বাঁচাবার জন্য তিনি রেলপথ ও অন্যান্য জনকল্যাণমূলক প্রতিষ্ঠানের মাশুল নিয়মিত করবার জন্য কমিটি নিয়োগ করলেন, রেলপথ ও কাঠের কারবারগুলিকে বাধ্য করলেন উপযুক্ত কর দিতে এবং আগেকার অনাদায়ী কর দিয়ে দিতে এবং সেভিং ব্যাংকে জমা দেওয়া টাকার উপর রাষ্ট্রীয় আয়কর এবং রাষ্ট্রীয় বীমার

ব্যবস্থা করলেন। শ্রমিকদের রক্ষা করবার জন্য হ'ল শ্রমজীবীদের ক্ষতিপূরণ দেবার আইন, শিশুদের দিয়ে শ্রম করান নিষিদ্ধ করা এবং মেয়েদের শ্রমের সময় নির্ধারণ। কৃষিকে উৎসাহ দেওয়া হ'ল রেলের মাশুল কমিয়ে, জল-সংরক্ষণের সুদূরপ্রসারী ব্যবস্থা ক'রে এবং রাষ্ট্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট কৃষিগবেষণা কেন্দ্র ও কৃষিপ্রদর্শন ক্ষেত্রগুলিকে সাহায্য ক'রে।

যেভাবে লা ফলেট বিশ্ববিদ্যালয়কে রাষ্ট্রের স্নায়ুকেন্দ্র ক'রে তুলেছিলেন, তার চেয়ে উল্লেখযোগ্য আর কিছুই ছিল না। মেনডোটা হ্রদের তীরে বিদ্যায়তনে প্রসিদ্ধ বৈজ্ঞানিক অধ্যক্ষ ভ্যান হাইজ সর্বোচ্চ শিক্ষাদানের জন্য শ্রেষ্ঠতম শিক্ষকদের নিযুক্ত করেছিলেন। তার চেয়ে বড় কথা হচ্ছে, তিনিই এ-ধারণা নিয়ে এলেন যে বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তব্য রাষ্ট্রের জনগণের সেবা করা। রাষ্ট্রের অর্থনীতিবিদরা রেলপথে কিংবা করসংক্রান্ত দলে কাজ করেছেন, রাজনীতিবিদরা আইনের খসড়া তৈরি করেছেন, ঐতিহাসিকেরা স্থানীয় ঐতিহ্য খুঁজে বের করেছেন, এঞ্জিনিয়াররা রাস্তা তৈরির কার্যসূচি তৈরি করেছেন, কৃষি-শিক্ষায়তন চাষীদের গোমহিষাদি পালন করা সম্পর্কে উপদেশ দিয়েছে এবং এমন অনেক গবেষণা করেছে যা চাষীদের এবং দেশবাসীদের কোটি কোটি টাকা বাঁচিয়ে দিয়ে এবং উইসকনসিনকে 'নতুন পৃথিবী'র ডেনমার্ক' বানিয়ে তুলেছে।

বাস্তব প্রগতির এই দৃষ্টান্ত সমগ্র জাতির দৃষ্টি আকর্ষণ করল। লা ফলেট প্রমাণ করলেন যে সংস্কার তাত্ত্বিক না হলেও চলে এবং পড়ুয়া ও বৈজ্ঞানিকরাও রাজনীতির বাস্তব ক্ষেত্রে সাহায্য করতে পারে। তিনি দেখিয়েছিলেন কি ভাবে সমাজতান্ত্রিক না হয়েও রাষ্ট্র জনকল্যাণমূলক কার্যসূচি নিয়ন্ত্রণ করতে পারে এবং কিভাবে তার আইনকানুন প্রতিষ্ঠানগুলির এবং জনসাধারণের পক্ষে লাভজনক হ'তে পারে। তিনি দেখিয়ে দিলেন যে রাষ্ট্র রাজনৈতিক গবেষণার বীক্ষণাগার হ'তে পারে এবং কেবলমাত্র অন্যান্য রাষ্ট্রের নয়, সমগ্র জাতির পন্থা নির্দেশ করলেন।

থিয়োডোর রুজভেল্ট এবং ন্যায্য ব্যবস্থা। উইনকনসিনের মতো রাষ্ট্রের এই অবদান প্রশংসার যোগ্য হ'লেও, এটা বোঝা গিয়েছিল যে সংস্কারকদের সমস্ত সমস্যাগুলিরই যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার পৃথক কামরাগুলিতে সমাধান হবে না। সমগ্র জাতির বৃহৎ পটভূমিকাতেই সেগুলির সাফল্যের সম্ভাবনা এবং একমাত্র জাতীয় সরকারই সাফল্য আনবার শক্তি রাখে। ইতিমধ্যেই অবশ্য কংগ্রেস ক'একটি ছোটখাট সংস্কারমূলক আইন তৈরি করেছিল। সেগুলি হচ্ছে ১৮৮৩-র পেন্ডলটন বেসামরিক কর্মচারী আইন, ১৮৮৭-র আন্তঃরাষ্ট্র বাণিজ্য আইন, ১৮৯০-এর ট্রাস্ট বিরোধী আইন এবং ১৮৯৮-এর রেলপথে শ্রমিকদের সঙ্গে বিরোধ সালিসির জন্য

আর্ডম্যান আইন। কিন্তু এইসব এবং এই ধরনের আইনগুলি দুটি কারণে কার্যকরী হয়নি—সেগুলির কার্যকারিতার পরিধি ছিল কম এবং সেগুলিকে জোর ক'রে কার্যকরী করাও হয়নি। সংক্ষেপে সেগুলি ছিল কতকটা শুভ প্রচেষ্টা মাত্র, জনমতকে সন্তুষ্ট করবার জন্য কিছু খাদ্যকণিকা ছুড়ে দেওয়া।

একপুরুষ ধ'রে যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকার ছিল সেইসব রিপাব্লিকান নেতাদের হাতে যাঁরা তৎকালীন "স্বাধীন ব্যবসা"র নীতিতে বিশ্বাসী হয়ে নবতর সামাজিক এবং অর্থনৈতিক দাবিগুলি সম্পর্কে উদাসীন ছিলেন। ব্যতিক্রম ব্যতিরেকে তাঁরা বৃহৎ ব্যবসায়গুলির প্রতি বন্ধুভাবাপন্ন ছিলেন এবং তাঁরা গৃহযুদ্ধের সৈনিকদের পেনসনের জন্য উদার আইন করেছিলেন। বিশেষ দল আর স্বার্থগুলির প্রতিপত্তি অক্ষত ছিল। গ্র্যাণ্ট, হেজ, গার্ফিল্ড, আর্থার, হ্যারিসন, মাক্‌কিনলে প্রভৃতি রিপাব্লিকান প্রেসিডেণ্টরা সুদক্ষ এবং শ্রদ্ধাস্পদ ছিলেন; হেজ এবং গার্ফিল্ড-এর প্রবলভাবে উদার মনোভাব ছিল; কিন্তু তাঁদের কারুরই কল্পনা এবং গঠনমূলক উদ্যম ছিল না। ডেমক্র্যাট দলের একমাত্র প্রেসিডেণ্ট ক্লেভল্যাণ্ডের ছিল প্রবল ব্যক্তিত্ব, অদম্য সাহস এবং জনগণের কল্যাণমূলক সংস্কারের কর্মসূচি। তিনি যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকারের বিভাগগুলির সংস্কারসাধন করলেন, ব্যবসা প্রতিষ্ঠানগুলির হাত থেকে বিস্তৃত জমিগুলি উদ্ধার করলেন, মোটাসোটা পেনসন দেবার নিয়ম ও বিশেষ আইনগুলি রদ করবার চেষ্টা করলেন, বেসামরিক কর্মচারীদের কার্যক্ষম ক'রে তুললেন এবং বাণিজ্যশুল্ক কমাতে ও আয়কর সম্পর্কে আইন করতে কংগ্রেসকে বাধ্য করলেন—যদিও এই আয়কর আইনটি সুপ্রিম কোর্ট তৎক্ষণাৎ নাকচ ক'রে দিয়েছিল। কিন্তু ক্লেভল্যাণ্ডের কার্যকাল প্রচুরভাবে হাঙ্গামাবহুল হয়েছিল। বড় বড় ব্যবসায়িক রাষ্ট্রে, এবং কিছু অংশে ওয়াশিংটনেও, নিউ ইয়র্কের প্ল্যাট, পেনসিলভ্যানিয়ার কোয়ে এবং ওহায়োর হ্যানা'র মতো লোকেরাই ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত ছিল। তাঁদের রাষ্ট্রজ্ঞান বা আর কিছুর উপরেই নজর ছিল না, তাঁরা শুধু তাঁদের ব্যবসায়ের প্রভুদের সন্তুষ্ট করতে এবং দালালদের পুরস্কার দিতে চাইতেন। বেশির ভাগ কংগ্রেসসদস্য ছিল দলের ভাড়া করা লোক, তারা কংগ্রেসের নথিপত্র বক্তৃতায় ভ'রে তুলত এবং ফ্রককোট আর উঁচু হ্যাট প'রে বহু বক্তৃতামঞ্চ অলঙ্কৃত করত; কিন্তু তারা যে এমন একটিও আইন তৈরি করেছিল যাতে জাতির ইতিহাস ভিন্ন খাদে প্রবাহিত হয়েছিল তা আমেরিকায় কারুরই মনে পড়ে না।

প্রথমে উইভার-এর অধীনে এবং পরে ব্রায়ান-এর অধীনে কৃষি-আন্দোলনের সৈন্যদল দুটি দলেরই প্রাচীন সদস্যদের চিন্তিত ক'রে তুলেছিল এবং বহু রাষ্ট্রে যেভাবে বিপ্লবের অগ্নিবাষ্প ফুলে ফেঁপে উঠছিল তার থেকে বোঝা গিয়েছিল যে সংস্কারকে আর বেশী দিন ঠেকিয়ে রাখা যাবে না। তারপরে এল স্পেনের

সঙ্গে যুদ্ধ এবং সংস্কারের কথা সাময়িকভাবে সকলে ভুলে গেল। ১৯০০ সালের আন্দোলনটি করা হয়েছিল সাম্রাজ্যবাদের অবাস্তব প্রশ্ন নিয়ে এবং যে ম্যাককিনলে দু'দলেই ছিলেন, তিনি সগৌরবে পুনর্নির্বাচিত হলেন এবং ব্রায়ান দ্বিতীয়বার পরাজিত হলেন। সমৃদ্ধির প্রত্যাবর্তনে মনে হয়েছিল দেশ আবার বহুকাল প্রচলিত ব্যবস্থা নিয়েই সন্তুষ্ট থাকবে।

তারপর, ১৯০১-এর ৬ই সেপ্টেম্বর একজন নৈরাজ্যবাদী ম্যাককিনলে-কে গুলি করল এবং তাঁর মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে আমেরিকান রাজনীতির পরিস্থিতি সম্পূর্ণ বদলে গেল; কারণ, নব উন্নীত তরুণ প্রেসিডেন্ট থিয়োডোর রুজভেল্ট-এর মধ্যে দেশ এবং প্রগতি-আন্দোলন পেল একজন শক্তিশালী এবং উৎসাহদাতা নেতাকে। রুজভেল্ট রুপোর চামচে মুখে ক'রে জন্মেছিলেন, ধনী পূর্বাঞ্চল-বাসীদের মধ্যে মানুষ হয়েছিলেন এবং হার্বার্ড-এ শিক্ষা পেয়েছিলেন। তবু তিনি ছিলেন সম্পূর্ণরূপে গণতান্ত্রিক এবং তাঁর সংস্কারের নেশা ছিল অদম্য। এছাড়াও তিনি ছিলেন রাজনীতিতে বাস্তববাদী, প্রবল জাতীয়তাবোধসম্পন্ন এবং একজন নিষ্ঠাবান রিপাব্লিকান। আমেরিকার প্রেসিডেন্টদের মধ্যে জেফারসনের পর তিনিই ছিলেন সবচেয়ে বেশী গুণে অলঙ্কৃত, যদিও তাঁর মধ্যে জেফারসন-এর মতো চিন্তাশক্তির গভীরতা ও সূক্ষ্মতা এবং দার্শনিক আদর্শবাদ ও স্বপ্ন দেখার ক্ষমতা ছিল না। তিনি পশুপালন করেছেন, বড় বড় জন্তু শিকার করেছেল, প্রচুর বই লিখেছেন, নিউ ইয়র্ক আইনসভায় কাজ করেছেন, নিউ ইয়র্ক শহরের পুলিসদের শাসন করেছেন, যুক্তরাষ্ট্রীয় বেসামরিক কর্মচারীদের নিয়ন্ত্রণে সাহায্য করেছেন, কিউবা-তে যুদ্ধ করেছেন এবং একজন প্রথম শ্রেণীর গভার্নর ছিলেন। তিনি যে-বই পেতেন তাই গোগ্রাসে গিলতেন, প্রত্যেকটি লোক সম্পর্কে আগ্রহশীল ছিলেন এবং সমস্ত বিষয়ে তাঁর মতামত ছিল। অবিস্মরণীয় কতকগুলি বাক্য রচনা করবার তাঁর ক্ষমতা ছিল এবং তাঁর উৎসাহ, শ্রমশীলতা এবং চমৎকারিতা নিয়ে তিনি বেসামরিক সৎপথচারিতার একজন অতুলনীয় প্রচারক ছিলেন। সাধারণ লোকদের বিশ্বাস অর্জন করবার এবং সমগ্র প্রচেষ্টাকে নাটকীয় রূপ দেবার ক্ষমতা তাঁর ছিল এ্যান্ড্রু জ্যাকসন-এর মতো। জ্যাকসন-এর মতোই তিনি বিশ্বাস করতেন যে কংগ্রেসের চেয়ে প্রেসিডেন্ট জনসাধারণের ঘনিষ্ঠতর এবং কাজ সফল করবার জন্য কর্মকর্তার নেতৃত্ব একান্তভাবে প্রয়োজন। কিন্তু জ্যাকসন-এর মতো তিনি বেসামরিক কর্মচারীদের মধ্যে অভিজ্ঞ ব্যক্তিদের সন্দেহ করতেন না।

এক বছরের মধ্যেই রুজভেল্ট প্রমাণ করলেন যে আমেরিকার উপর দিয়ে যে পরিবর্তনের ঝড় বয়ে যাচ্ছিল সেটিকে তিনি উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন, এবং সে সম্পর্কে রাষ্ট্রনীতিজ্ঞের মত ব্যবহার করেছিলেন। তিনি চরম সংস্কারপন্থী

ছিলেন না, ছিলেন আলোকপ্রাপ্ত রক্ষনশীল; তিনি প্রচলিত অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় বিপ্লব আনতে চাননি, তার মধ্যে যেসব ত্রুটির আগাছা জন্মেছিল সেগুলিকে উপড়ে ফেলতে চেয়েছিলেন। সরকার যে ব্যবসার চেয়ে বৃহত্তর একথা প্রমাণ করতে এবং সাধারণ ব্যক্তিদের জন্য আরও বেশীমাত্রায় "ন্যায্য ব্যবস্থা" প্রচলন করতে তিনি দৃঢ়সংকল্প ছিলেন।

পপুলিষ্ট আন্দোলনের দ্বারা যেসব জনমত জন্মলাভ করেছিল, রাষ্ট্র ও শহরগুলিতে যেসব সংস্কারের উৎসাহ উদ্বেলিত হয়ে উঠেছিল এবং যেসমস্ত সাহসী লেখকদের পুস্তক ও পত্রিকায় প্রকাশিত রচনাগুলি সরকারী দুর্নীতি, ব্যবসায়িক অসাধুতা, সামাজিক দোষ, ছোট ছোট উপজাতিগুলির উপর অত্যাচার এবং আমেরিকানদের জীবনে অন্যান্য বহু অন্যায় অবিচারের বিরুদ্ধে প্রচারকার্য চালিয়েছিল, রুজভেল্ট সেগুলিকে নিজের কাজে লাগাবার ব্যবস্থা করলেন। এইসব লেখকেরা শুধু যে সংস্কারের যন্ত্রস্বরূপ ছিলেন তা নয়, তাদের আশ্চর্যজনক জনপ্রিয়তা থেকে বোঝা যাচ্ছিল যে জনসাধারণ তাঁদের বাণী গ্রহণ করবার জন্য তৈরী হ'য়ে উঠেছিল।

রুজভেল্ট বললেন, "চরম শিল্প উন্নয়নের মানেই এই যে ব্যবসায়িক প্রচেষ্টার উপর সরকার আরও বেশীভাবে লক্ষ্য রাখবে।" এই লক্ষ্য রাখার একটি উৎকৃষ্ট দৃষ্টান্ত তাঁর ট্রাষ্টবিরোধী আইন। উত্তরাঞ্চলের ব্যবসায়িক সংযুক্তি এবং পেট্রোল ও তামাকের ট্রাষ্টগুলির উপরে তাঁর পূর্বলিখিত আক্রমণ এবং গোয়েন্দাগিরি করবার জন্য একটি ব্যবসায়িক ব্যুরো সৃষ্টি করার জন্য—বড় বড় ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানগুলি সরকারের প্রতি বেশী শ্রদ্ধা দেখাতে শিখল।

কিন্তু, একমাত্র ট্রাষ্টগুলিই শুধু তাঁর "বৃহৎ ডাণ্ডা"র আস্বাদন পায়নি। রেলপথগুলির উপর সরকারী তত্ত্বাবধানের সম্প্রসারণ রুজভেল্ট শাসন-ব্যবস্থার একটি উল্লেখযোগ্য কৃতিত্ব। রেলপথ পরিচালনা নিয়মিত করার প্রশ্ন যে অত্যন্ত প্রয়োজনীয় সেকথা রুজভেল্ট নিজেই বলেছিলেন; এবং ক্রমাগত চাপ দিয়ে দিয়ে তিনি দু'টি পরিচালনা সংক্রান্ত আইন পাস করিয়ে নিতে সমর্থ হয়েছিলেন। ১৯০৩-এর এল্‌কিন্স আইন আইনসম্মত মাশুলের হার বেঁধে দিল এবং রেলপথগুলির সঙ্গে জাহাজের কম্প্যানিগুলিকেও মাশুল কমাতে বাধ্য করল। এই আইনানুসারে শিকাগো-র মাংস-কারবারীদের এবং ষ্টাণ্ডার্ড পেট্রোল কম্প্যানির বিরুদ্ধে সরকার সফলভাবে মামলা চালিয়েছিল। আরও বেশী গুরুত্বপূর্ণ ছিল ১৯০৬-এর হেপবার্ন আইন; যেটি মাশুল নিয়ন্ত্রণে আন্তঃরাষ্ট্র বাণিজ্য কমিশন-কে আসল ক্ষমতা দিয়েছিল, গুদাম সংক্রান্ত ব্যাপারে, নিদ্রার কামরা সংক্রান্ত ব্যাপারে, এক্‌প্রেস কম্প্যানিগুলি এবং দীর্ঘ রেলপথ লাইন-এর ব্যাপারে এই কমিশন-এর এলাকা

সম্প্রসারিত করেছিল এবং রেলপথগুলিকে জাহাজের ও কয়লার কারবার থেকে নিজেদের স্বত্বকে প্রত্যাহার করতে বাধ্য করেছিল। রুজভেল্ট শাসনের শেষের দিকে পরিবহণ ব্যবস্থায় অযথা সুযোগসুবিধা দেবার প্রথা প্রায় লোপ পেয়েছিল এবং রেলের মাশুল আর জরুরী সমস্যা ছিল না।

শ্রমের ব্যাপারে তাঁর এই "বৃহৎ ডান্ডা" প্রয়োগ আরও নাটকীয়ভাবে তাৎপর্য-পূর্ণ ছিল। প্রেসিডেন্ট-এর প্ররোচনায় কংগ্রেস সরকারী কর্মচারীদের জন্য শ্রমিকদের ক্ষতিপূরণ আইন, কলাম্বিয়া জেলার জন্য শিশুশ্রম আইন এবং রেলপথ-গুলিতে নিরাপত্তামূলক আইন প্রণয়ন করল। সরকারী কাজে যে আট ঘণ্টা কাজ করবার রীতি এযাবৎ উপেক্ষিত হ'য়ে এসেছে, সেটিকে যাতে মেনে চলা হয় সেদিকে প্রেসিডেন্ট স্বয়ং দৃষ্টি রাখলেন। আরও চমকপ্রদ হয়েছিল ১৯০২-এর কয়লা ধর্মঘটে রুজভেল্ট-এর হস্তক্ষেপ। তরুণ জন মিচেল-এর নেতৃত্বে দীর্ঘ আন্দোলনের পর সংযুক্ত খনি-শ্রমিকরা বহু গুরুত্বপূর্ণ সুযোগ সুবিধা আদায় ক'রে নিয়েছিল; যখন খনির মালিকরা সেগুলি অস্বীকার করল তখন শ্রমিকেরা ধর্মঘট করল। জর্জ বেয়ার নামে আমেরিকান ব্যবসায়ের মান্ধাতা আমলের এক নেতা ছিলেন; তিনি ঘোষণা করলেন যে, "শ্রমিকদের স্বার্থ সুনিশ্চিতভাবে সুরক্ষিত হবে, কিন্তু তা আন্দোলনকারীদের দ্বারা নয়, হবে সেই সব খৃষ্টান ব্যক্তিদের দ্বারা যাঁদের উপর ঈশ্বর তাঁর অসীম জ্ঞান প্রকাশ ক'রে দেশের সমস্ত সম্পত্তির ভার দিয়েছেন।" যখন মালিকেরা সালিসি মানতে অস্বীকার করতে লাগল তখন মনে হ'ল, সেই শীতকালে কেউ আর আগুন জ্বালাবার কয়লা পাবে না। ঠিক এই সময়ে রুজভেল্ট রঙ্গমঞ্চে অবতীর্ণ হলেন এবং এই ব'লে ভয় দেখালেন যে যদি মালিকরা বোঝাপড়া না করতে রাজী হ'ন, তাহলে তিনি সমস্ত খনি কেড়ে নিয়ে সৈন্যদের দ্বারা সেগুলিকে চালাবেন। এতে সঙ্গে সঙ্গে কাজ হ'ল; এবং খনি-শ্রমিকদের লাভ হ'ল বেশী মাইনেতে এবং কম সময়ে কাজ করা।

১৯০৬-এ প্রবর্তিত বিশুদ্ধ খাদ্য ও ঔষধ আইনটি সাধারণ আমেরিকানদের পক্ষে স্থায়ীভাবে উপকারী হয়েছিল। বহুবৎসর ধ'রে মাংসব্যবসায়ীরা এবং খাদ্য ও ঔষধ উৎপাদকরা দূষিত খাদ্য এবং বিপজ্জনক ঔষধ জনসাধারণকে সরবরাহ করছিল। কৃষিবিভাগের প্রধান রসায়নবিদ ডক্টর হার্ভে ওয়াইলি যেসব তথ্য প্রকাশ করেছিলেন এবং আপ্টন সিনক্লেয়ারের "জঙ্গল" পুস্তকে শিকাগোর গুদামগুলির যেসব চমকপ্রদ অবস্থার বিষয় প্রকাশ পেয়েছিল তাতে জনসাধারণ বিশেষ উত্তেজিত হয়ে উঠেছিল। অবিলম্বে কংগ্রেস "মাংস পরিদর্শন আইন" ও "বিশুদ্ধ খাদ্য ও ঔষধ আইন" তৈরি ক'রে এই সব ব্যাপারে চরম অপরাধগুলি দূর করতে সমর্থ হয়েছিল।

কিন্তু দেশে রুজভেল্টের শ্রেষ্ঠ কীর্তি প্রাকৃতিক সম্পদ রক্ষার ব্যবস্থা করায়। বহুদিন ধ'রে এদেশের লোকেদের মনে জমি ও জঙ্গলের অসীমত্ব সম্পর্কে একটা ভ্রান্ত ধারণা কায়েমী হয়ে বাসা বেঁধেছিল; শতাব্দীর শেষের দিকে তারা জেগে উঠে উপলব্ধি করল যে জঙ্গলের বারো আনা নেই, বেশির ভাগ খনিজ সম্পদ নষ্ট করা হয়েছে, ব্যক্তিগত লাভের জন্য জল নষ্ট করা হয়েছে এবং জমি ঝড়জলে নষ্ট হয়ে গেছে। রুজভেল্টের প্রাকৃতিক দ্রব্যাদির উপর আকর্ষণ এবং পশ্চিমাঞ্চল সম্পর্কে তাঁর জ্ঞান এইসব সম্পদ রক্ষার দিকে তাঁর ব্যক্তিগত আকর্ষণ এনে দিল। কংগ্রেসের প্রতি তাঁর প্রথম বাণীতেই তিনি ঘোষণা করলেন যে, "জল এবং জঙ্গল সংরক্ষণের প্রশ্নই যুক্তরাষ্ট্রের সবচেয়ে বড় সমস্যা" এবং তিনি সংরক্ষণের এক সুদূরপ্রসারী কার্যসূচির সুপারিশ করলেন। ১৮৯১-এর "বনসংরক্ষণ আইনে"র সুযোগ নিয়ে তিনি সংরক্ষিত জঙ্গল হিসাবে পনের কোটি একর জমি সরিয়ে রাখলেন এবং খনি-বৃক্ষাদি সম্পদ সম্পর্কে অনুসন্ধানের অজুহাতে এ্যালাস্কা ও উত্তরপশ্চিম অঞ্চলে সাড়ে আটকোটি একর জমির হিসাব সরকারী খতিয়ানে তুললেন না। এই সঙ্গেই তিনি বন সংরক্ষণের ব্যাপারটি উদ্যমশীল ও জ্ঞানী গিফোর্ড পিঞ্চটের হাতে দিয়ে দিলেন। ১৯০২-এর জমি উন্নয়ন আইন অনুসারে জাতীয় সরকারের খরচে এবং সরকারী তত্ত্বাবধানে একটি বৃহৎ কৃষিপরিকল্পনা করা হ'ল এবং এ্যারিজোনায় বিরাট রুজভেল্ট বাঁধ, আইডাহোতে এ্যারোরক বাঁধ এবং রিয়ো গ্র্যান্ড নদীতে এলিফ্যান্ট বাট বাঁধের কাজ অবিলম্বে শুরু হয়ে গেল। তবে এগুলি শুধু ভূমিকা মাত্র, কিন্তু দৃষ্টান্ত স্থাপিত হওয়ায় এবং জনসাধারণের আগ্রহ বর্ধিত হওয়ায় পরবর্তী শাসনব্যবস্থাগুলির পক্ষে আরো বিস্তারিত কর্ম-সূচি অবলম্বন করা সহজ হয়েছিল।

১৯০৮-এর মধ্যে রুজভেল্ট একবার ম্যাক্কিনলের মৃত্যুর পর বাকী সময় এবং একবার নিজেই নির্বাচিত হয়ে প্রেসিডেন্ট হয়েছিলেন। তখন তিনি জনপ্রিয়তার সর্বোচ্চ শিখরে এবং তিনি ইচ্ছা করলেই আর একবার নির্বাচিত হ'তে পারতেন। কিন্তু তৃতীয়বার নির্বাচনের বিরুদ্ধে ঐতিহ্যের সম্মুখীন হ'তে তিনি দ্বিধাগ্রস্ত হলেন, বরং তাঁর বদলে এমন একজন উত্তরাধিকারী খুঁজে বের করা স্থির করলেন যিনি তাঁর পরিকল্পনাগুলি সফল করতে পারবেন। তিনি মনোনীত করলেন সুশিক্ষিত এবং সুদক্ষ উইলিয়াম হাওয়ার্ড ট্যাফ্ট-কে এবং তাঁর পছন্দ প্রথমে রিপাব্লিকান দলের মনোনয়ন অধিবেশনের দ্বারা এবং ব্রায়ানের সঙ্গে বৈচিত্র্যহীন প্রতিযোগিতার পরে জনসাধারণের ভোটের দ্বারা অনুমোদিত হ'ল।

ট্যাফ্ট ছিলেন ভ্রাম্যমান আদালতের বিচারক, ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জের গভার্নর জেনারল এবং যুক্তরাষ্ট্রের সমর-সচিব। এই সমস্ত কাজগুলিই তিনি ভালভাবে

চালিয়েছিলেন কিন্তু তার কোনটিতেই তিনি রাজনৈতিক প্রতিভা বা প্রকৃত উদার ভাব প্রকাশ করেননি। তিনি সত্যই রুজভেল্টের কার্যসূচি চালিয়ে নিয়ে যেতে চেয়েছিলেন এবং তাঁর সাফল্য বিবেচনা না করবার মতো নয়। তিনি ট্রাস্টগুলির বিরুদ্ধে বেশী ক'রে লাগলেন, আন্তঃরাষ্ট্র বাণিজ্য-কমিসনকে আরো শক্তিশালী করলেন; পোষ্ট অফিসে সেভিংব্যাংকের ব্যবস্থা এবং ডাকে পার্সেল পাঠাবার ব্যবস্থার প্রচলন করলেন; বেসামরিক কর্মচারীদের দক্ষতা অনুযায়ী উন্নতির ব্যবস্থা বিস্তৃততর করলেন; যুক্তরাষ্ট্রের সংবিধানে দুটি সংশোধন প্রস্তাব পাশ করালেন—একটিতে সেনেট-সদস্যদের গণভোগে নির্বাচনের ব্যবস্থা হ'ল এবং অপরটিতে আয়করের ব্যবস্থা হ'ল। কিন্তু এগুলির পাশাপাশি ছিল অনেক প্রাচীনপন্থী ভাবভঙ্গি আর মনোভাব। সেগুলি প্রকাশ পেল এমন সংরক্ষণ বাণিজশুল্কে যার জন্য উদার জনমত ক্ষুব্ধ হয়েছিল, প্রকাশ পেল বনসংরক্ষণ থেকে পিঞ্চটকে সরিয়ে দেওয়ায়, এ্যারিজোনার সংবিধানে জনসাধারণের বিচারকদের তাড়াবার অধিকার থাকায় সেই রাষ্ট্রটিকে যুক্তরাষ্ট্রে প্রবেশে বাধা দেওয়ায় এবং দলের অতিমাত্রায় রক্ষণশীল মনোভাবসম্পন্ন বিভাগটির উপরেই অতিমাত্রায় নির্ভর করায়।

১৯১০-এ ট্যাফ্‌ট তাঁর দলকে দ্বিধাবিভক্ত করতে সক্ষম হয়েছিলেন এবং ফলে ডেমক্র্যাটরা কংগ্রেসে সংখ্যাধিক্য লাভ করল। তাঁর উত্তরাধিকারীকে অবাধে কাজ করবার সুযোগ দেবার জন্য রুজভেল্ট আফ্রিকায় সিংহ শিকার করতে গিয়েছিলেন। নিচের জনপ্রিয় কবিতাটিতে তাঁর দলবলের আশা প্রকাশ পেয়েছে :

> এস ফিরে টেডি, বাজাও ভেরী তোমার।
> মেষেরা সব মাঠে আর গরুরা ধানের ক্ষেতে,
> ভার দিয়েছিলে যাকে তোমার মেষের পাল দেখার
> ঘুমুচ্ছে সে অচৈতন্য খড়ের শয্যা পেতে।

রুজভেল্ট সত্যই ফিরে এসেছিলেন সগৌরবে ইউরোপভ্রমণ শেষ ক'রে এবং রিপাব্লিকান নেতাদ্বয় লা ফলেট ও পিঞ্চট এসে তাঁর কানে অভিযোগ বর্ষণ করেছিলেন। রুজভেল্ট তখনো কোন ব্যবস্থা অবলম্বন করার জন্য প্রস্তুত হননি, কিন্তু লা ফলেট তা হয়েছিলেন এবং ১৯১১-তে তিনি তাঁর দলের মনোনয়ন পাবার জন্য অভিযান শুরু করলেন। এই অভিযান জনসাধারণের এমনি প্রশ্রয় পেল যে রুজভেল্ট তার সুযোগ নিতে চাইলেন; ১৯১২-র গোড়ার দিকে তিনি প্রতিযোগিতায় নামলেন।

প্রতিদ্বন্দ্বিতা চলল রুজভেল্ট আর ট্যাফ্‌টের মধ্যে; প্রথমোক্ত ব্যক্তি সহযোগিতা পেলেন জনসাধারণের এবং দ্বিতীয়োক্ত ডেলিগেটদের। শিকাগো সম্মেলনে

রিপাব্লিকান দল রুজভেল্টের বন্ধু সমর্থকদের থামিয়ে দিয়ে ট্যাফ্‌টকে মনোনয়ন দিল। রুজভেল্ট এই কাজের প্রতিবাদ ক'রে স্বাধীনভাবে দাঁড়ান স্থির করলেন। কয়েক সপ্তাহ পরে তাঁর বিশ হাজার হিস্টিরিয়াগ্রস্ত অনুচর শিকাগোয় মিলিত হয়ে প্রোগ্রেসিভ দলের পত্তন ক'রে তাদের প্রিয় নেতাকে প্রেসিডেণ্ট পদপ্রার্থী হিসাবে মনোনীত করল।

ডেমক্র্যাটরা সমস্ত ব্যাপারটা সানন্দে লক্ষ্য করছিল। বহু বৎসর তারা ব্রায়ানের সঙ্গে রাজনীতির অরণ্যে বিচরণ করেছে, এখন তারা আশার আলো দেখতে পেল। প্রেসিডেণ্ট পদপ্রার্থী মনোনয়নে প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বিতা হয়েছিল। রক্ষণশীলেরা প্রাচীন যোদ্ধা, হাউস অব রিপ্রেজেন্‌টেটিভসের স্পিকার মিজুরির চ্যাম্প ক্লার্কের পিছনে দাঁড়িয়েছিল; উদারপন্থীরা নিউ জার্সির গভার্নর নবাগত উড্রো উইলসনের পক্ষে ভোট দিয়েছিল। যে হতভাগ্য ব্রায়ান কখনো নিজে প্রেসিডেণ্ট হতে পারেননি, তাঁকেই শেষপর্যন্ত দুজনের মধ্যে একজনকে বেছে দিতে হ'ল, তাঁর জীবনের সব চেয়ে স্মরণীয় মুহূর্তে তিনি যুক্তরাষ্ট্রের পরবর্তী প্রেসিডেণ্ট হিসাবে উড্রো উইলসনকে মনোনীত করলেন।

অষ্টাদশ অধ্যায়

বিশ্বশক্তি হিসাবে গণ্য

নব নব শক্তি, নব নব দিগন্ত। গৃহযুদ্ধের একপুরুষ পরে আমেরিকার রাজনৈতিক ইতিহাস পর্যালোচনা করলে আমরা কতকগুলি নাটকীয় ঘটনার সম্মুখীন হই : যথা, পুনর্গঠন, গ্র্যাঞ্জার আন্দোলন, লুটের ব্যবস্থা বন্ধ, বাণিজ্য-শুল্কের সংগ্রাম, পপুলিস্ট বিদ্রোহ, প্রোগ্রেসিভিজম বা প্রগতিবাদের উত্থান। ব্যবসায়িক :াসের দিকে লক্ষ্য দিলে আমরা ঘটনার অনুরূপ ভিড় দেখতে পাই; দেশের রেলপথগুলির নির্মাণ, ট্রাস্টগুলির সংগঠন, বড় বড় নতুন উৎপাদন-শিল্পের ম, রকফেলার, কার্নেগি, মর্গান এবং হিল প্রমুখ শিল্পপতিদের কীর্তিকলাপ। এদের সঙ্গে তুলনায় বৈদেশিক সম্পর্কের কাহিনী বর্ণহীন। ১৮৬৭-তে আমেরিকার াপে মেক্সিকো থেকে ফরাসীদের অপসারণ থেকে ১৮৯৮-এ হাভানার কাছে মেইন জাহাজডুবির মাঝে বছরগুলিকে মাত্র কয়েকটি ঘটনা বর্ণোজ্জ্বল করতে সমর্থ । এই সময়ের কোন অনুদার-চিত্ত কংগ্রেস-সদস্য নাকি ব'লেছিলেন, "বিদেশ সম্পর্কে আমাদের কি করবার আছে?"

তবু যা মনে হয়েছিল তার চেয়ে এই ক্ষেত্রটির যথেষ্ট গুরুত্ব ছিল; কারণ প্রত্যেক আমেরিকানের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কিত কতকগুলি তথ্য অমোঘভাবে সামনে এসে দাঁড়িয়েছিল। যুক্তরাষ্ট্র সত্যই একটি বিশ্বশক্তিতে পরিণত হচ্ছিল, স্বাধীন জাতিদের শান্তি, শৃঙ্খলা ও সমৃদ্ধির দিকে ক্রমবর্ধমান মনোযোগ দিচ্ছিল। ব্রিটেনের সঙ্গেও একটা নতুন সম্পর্ক সে অনুভব করছিল। মনরো মতবাদের ্য, বাণিজ্যিক প্রসার এবং ১৮৯৯-এর পর প্রাচ্য দেশে 'খোলা দরজা' নীতির জন্য একটি মহাসাগরের প্রয়োজন হয়ে পড়েছিল যেখানে স্বাধীনতা-প্রিয় শক্তিদের আমেরিকার মালের শ্রেষ্ঠ খরিদ্দারের সঙ্গে স্বাভাবিক ব্যবসায়িক সম্পর্কে স্থাপনের জন্য এবং গণতন্ত্রের উন্নতির দিকে উভয় দেশের সমান অনুরক্তির ্য, যুক্তরাষ্ট্র ক্রমশঃ ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের সঙ্গে ঘনিষ্টতর সম্পর্কে আসতে লাগল। সেইসঙ্গেই যুক্তরাষ্ট্র লাটিন আমেরিকার জন্য রক্ষামূলক আরও কঠোর ব্যবস্থা অবলম্বন করতে লাগল। শিল্পজাত ও প্রকৃতিজাত দ্রব্য বাইরে পাঠাবার তাগিদে যুক্তরাষ্ট্র বাইরের বাজার উন্নয়নের দিকে বেশী নজর দিল। অংশতঃ বাণিজ্যিক এবং

কূটনৈতিক কারণে, অংশতঃ আদর্শবাদমূলক মনোভাবে এবং অংশতঃ ক্ষমতার মোহে যুক্তরাষ্ট্র বেশীভাবে বহির্বিশ্বে কর্মপ্রেরণা ছড়িয়ে দিতে লাগল।

স্পেনীয়-আমেরিকান যুদ্ধের অনেক আগে থেকেই যুক্তরাষ্ট্র বিশ্বশক্তি হিসাবে নিজের প্রতিষ্ঠা সম্বন্ধে সচেতন হচ্ছিল। প্রেসিডেন্ট আর্থার এবং প্রেসিডেন্ট ক্লেভল্যাণ্ডের অধীনে যুক্তরাষ্ট্র একটি শক্তিশালী আধুনিক নৌবাহিনী গ'ড়ে তুলতে আরম্ভ করেছিল। ১৮৯০-এ 'শুভ্র নৌবহর' জাতির পক্ষে একটা গৌরবের বস্তু হয়ে উঠেছিল। ১৮৮০-তে যুক্তরাষ্ট্রের রপ্তানি হয়েছিল সাড়ে তিরাশি কোটি ডলারের চেয়ে বেশী মূল্যের এবং তার বিশ বছর পরে তা দাঁড়িয়েছিল মোটামুটি একশ চল্লিশ কোটি ডলার মূল্যের। কোন দেশই পররাষ্ট্র বিষয়ে আগ্রহ না দেখিয়ে এত বেশী মাল জাহাজে ক'রে বাইরে পাঠাতে পারে না। গৃহযুদ্ধের পর কিছুদিন মনে হয়েছিল যেন এই বহির্বিশ্বের দিকে আগ্রহ একেবারে চ'লে গেছে। ১৮৬৭-তে অ্যালাস্কা কিনে নেবার পর বেশির ভাগ আমেরিকাবাসীর মনে হয়েছিল যে খুব বেশী বিস্তৃত অঞ্চলের উপরেই যুক্তরাষ্ট্রের পতাকা উড়ছে, তাই গ্র্যাণ্ট যখন স্যাণ্টো ডমিংগো অধিকার করবার চেষ্টা করছিলেন, তখন সেনেট তাঁর প্রস্তাব সম্পূর্ণভাবে অগ্রাহ্য করেছিল। কিন্তু ক্রমে ক্রমে সম্প্রসারণের মনোভাব আবার বাড়তে লাগল। যখন জার্মানি সামোয়ার উপর তার ক্ষুধার্ত থাবা বাড়িয়েছিল তখন এর অধিকার বজায় রাখবার জন্য যুক্তরাষ্ট্র ব্রিটেনের সংগে দৃঢ় প্রতিজ্ঞার সংগে দাঁড়িয়েছিল। তখন ঐ তিনশক্তির একটি মিলিত শাসনব্যবস্থা প্রচলন হয়েছিল এবং শতাব্দীর শেষে যখন স্থানটির ভাগ-বাঁটোয়ারা হয়েছিল, তখন সবচেয়ে বড় দুটি ছাড়া যুক্ত-রাষ্ট্র আর সব দ্বীপগুলিই আত্মসাৎ করেছিল, বিশেষ ক'রে প্যাগোপ্যাগো বন্দরটি যেটির উপর তার অনেক দিনের লোভ ছিল। হাওয়াই দ্বীপে আমেরিকানরা যেখানে চিনির কারবারের নিয়ন্ত্রণ পেয়েছিল, ১৮৮৭-তে সেখানে তারা অমূল্য পার্ল বন্দরটিকে নৌবহরের ঘাঁটি হিসাবে ব্যবহার করবার সম্পূর্ণ অধিকার পেল। ছ'বছর পরে হাওয়াই দ্বীপটি সম্পূর্ণভাবে আত্মসাৎ করবার চেষ্টা সফল হ'তে যাচ্ছিল, এমন সময় ক্লেভল্যাণ্ডের পুনর্নির্বাচন তা স্থগিত রেখেছিল—কারণ, তিনি ঠিকভাবেই বুঝেছিলেন যে উপযুক্ত ভাবে কাজটি করা হচ্ছে না। তার পরে অবশ্য অধিবাসী আমেরিকানরা হাওয়াই দ্বীপপুঞ্জের উপর সম্পূর্ণ অধিকার বজায় রেখে চলেছিল এবং ১৮৯৮-তে সেগুলি আমেরিকার অধীনে চ'লে গিয়েছিল। ইতিমধ্যে ১৮৮৯-এ ওয়াশিংটনে নিখিল আমেরিকা সম্মেলনে কুড়িটি দক্ষিণী প্রজাতন্ত্রের প্রতিনিধিরা একত্রিত হয়েছিল। গৃহ থেকে দূর দূরান্তরে ক্রমশঃ আমেরিকার প্রভাব বিশাল বিশ্বের সবদিকে ছড়িয়ে পড়ছিল।

গৃহযুদ্ধের পর ত্রিশ বছরে যুক্তরাষ্ট্রের যাকিছু আন্তর্জাতিক সমস্যা উঠেছি

তা পশ্চিম ভূখণ্ডের সর্বশ্রেষ্ঠ শক্তি গ্রেট ব্রিটেনকে কেন্দ্র ক'রেই। কতকগুলি সমস্যা ছিল গুরুত্বপূর্ণ; কিন্তু সবচেয়ে লক্ষণীয় বিষয় এই যে সেগুলির বেশির ভাগের নিষ্পত্তি হয়েছিল মধ্যস্থতা কিংবা আদালতের বিচারে; এবং নিষ্পত্তি এমন ভাবে হয়েছিল যাতে দুই দেশের মধ্যে সম্পর্কের উন্নতি হয়।

বন্ধুত্বপূর্ণ ভাবে যত সমস্যার সমাধান হয়েছিল তা দেখলে আশ্চর্য হয়ে যেতে হয়। গৃহযুদ্ধের সময় ব্রিটেনের বিরুদ্ধে উত্তরাঞ্চলে বিরুদ্ধ মনোভাবের সৃষ্টি হয়েছিল। তার মধ্যে বেশির ভাগই ছিল ভিত্তিহীন; রাষ্ট্রগোষ্ঠীর যুদ্ধাবস্থা স্বীকার ক'রে নিয়ে ব্রিটেন কিছু ভুল করেনি, ব্রিটিশ নৌবহর যে-নীতি অবলম্বন করেছিল তাতে উত্তরাঞ্চল লাভবানই হয়েছিল এবং আমেরিকার গৃহযুদ্ধের ফলে সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত ল্যাংকাসায়ারের জনগণ লিঙ্কনের সপক্ষে দাঁড়িয়েছিল। কিন্তু টোরিদের বন্ধুত্বহীন ব্যবহার এবং ব্রিটিশদের তৈরি বা ব্রিটিশদের দ্বারা সজ্জিত রাষ্ট্রগোষ্ঠীর রণতরীগুলির দ্বারা ক্ষতিসাধন উত্তরের লোকেরা ক্রোধের সঙ্গে মনে রেখেছিল। কিছুসময়, যখন উত্তপ্তমস্তিষ্ক চার্লস সামনারের মতো নেতারা ক্ষতিপূরণের জন্য জিদ ধরেছিল, তখন একটা সংঘর্ষ আসন্ন ব'লে মনে হয়েছিল। সৌভাগ্যক্রমে তখন হ্যামিল্টন ফিস ছিলেন রাষ্ট্রসচিব, যিনি ছিলেন রাষ্ট্র-সচিবদের মধ্যে বিজ্ঞতম। তাঁর নেতৃত্বে স্থির হ'ল যে এ্যালাবামা ও অন্যান্য রণ-তরীদের দ্বারা ক্ষতিসাধনের জন্য ক্ষতিপূরণের দাবি সালিসির জন্য পেশ করা হবে। এযুগে প্রথম আন্তর্জাতিক আদালত জেনিভাতে বসল। সেটি সমস্ত বিরোধের অবসান ক'রে দিল আমেরিকার প্রাপ্য হিসাবে এক কোটি পঞ্চান্ন লক্ষ ডলার ক্ষতিপূরণ দেবার নির্দেশ দিয়ে এবং ব্রিটিশরা এ-টাকা তৎক্ষণাৎ দিয়ে দিল। উত্তর পশ্চিম সমুদ্রতীরে কয়েকটি দ্বীপ নিয়ে কিছুদিন যাবৎ ক্যানাডার সঙ্গে যুক্তরাষ্ট্রের যে গণ্ডগোল চলছিল, সেই সময় ওই আদালতে সেটিরও নিষ্পত্তি হয়ে গেল। কয়েক বছর পরে উত্তর আটলাণ্টিকে মাছ ধরা নিয়ে একটি ঝগড়ার নিষ্পত্তি হয়েছিল একটি যুক্ত কমিসনের দ্বারা। ১৮৯০-এর কাছাকাছি সময়ে আর একটি বিতর্ক উঠেছিল বেরিং সাগরে ক্যানাডিয়ানদের সিল মাছ ধরার অধিকার আছে কিনা এই প্রশ্ন নিয়ে। রাষ্ট্র দপ্তর সোজাসুজি জানিয়ে দিল যে ওখানকার জলপথ সম্পূর্ণভাবে যুক্ত-রাষ্ট্রের এলাকার মধ্যে পড়ে। আর একবার আন্তর্জাতিক সালিসি বোর্ডের সামনে এই বিরোধটিকে আনা হ'ল এবং তাঁরা ব্রিটিশদের সপক্ষে রায় দিলেন।

১৮৯৫-এর শেষের দিকে ভেনেজুয়েলার সীমান্ত নিয়ে বিরোধটি নাটকীয় ও বিপজ্জনকভাবে জ'মে উঠেছিল, সেটিরও বন্ধুত্বপূর্ণ সমাধান সবচেয়ে বেশী । এই বিবাদটি ঘটেছিল বিস্ময়কর আকস্মিকতার সঙ্গে। ১৮৯৫-এর ১৭ই ডিসেম্বর আমেরিকার বা ব্রিটেনে খুব কম লোকই স্বপ্নেও ভাবতে পেরেছিল

যে এই দুটি দেশের মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ বিবাদ বাধতে পারে। ১৮৯৫-এর ১৭ই ডিসেম্বর দুটি দেশের জনসাধারণ বিস্ময়বিমূঢ় হয়ে গেল যখন তারা জানতে পারল যে প্রেসিডেন্ট ক্লেভল্যান্ড কংগ্রেসের কাছে যে বাণী পাঠিয়েছেন তাতে গূঢ় ইঙ্গিত আছে যে ব্রিটেনের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করা হ'তে পারে। এ-বাণী কি ক'রে সম্ভব হ'ল

অনেকদিন ধ'রেই ব্রিটিশ গায়না এবং ভেনেজুয়েলার মধ্যে সীমান্তরেখাটি অনির্দিষ্ট ছিল। এ-বিষয়ে একটা নিষ্পত্তি করবার জন্য হাঙ্গামা পোহাতে রাজী হয়ে যুক্তরাষ্ট্র বরাবর ব্রিটেনের কাছে জানিয়েছিল। কিন্তু ভেনেজুয়েলার দাবি ছিল অসঙ্গত; অর্ধশতাব্দী পূর্বে জরিপ করা সোমবার্গ লাইনের পশ্চিমে ছাড়া এই রেখা মেনে নিতে ব্রিটিশরা অসম্মতি জানায়। অনেক আমেরিকান সন্দেহ করে যে তাদের দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে ব্রিটেনের কিছু জমি হাতাবার এ একটা মতলব ছাড়া আর কিছু নয়। ১৮৯৫-এর গ্রীষ্মকালে রাষ্ট্র দপ্তর ব্রিটেনের কাছে পাঠাল এমন একটি পত্র, যাকে ক্লেভল্যান্ড বলেছিলেন, "কুড়ি ইঞ্চি কামানের চিঠি"; এই পত্রে 'মনরো নীতি' ভাঙ্গার অপরাধে ব্রিটেনকে অভিযুক্ত করা হয় এবং তাকে সালিশি সম্পর্কে অবিলম্বে তার মতামত জানাতে বলা হয়। এই চিঠিতে একথাও মনে পড়িয়ে দেওয়া হয়েছিল, "আজ এই মহাদেশে যুক্তরাষ্ট্র সার্বভৌম ক্ষমতা।" বহুদিন পরে ব্রিটেনের উত্তর এসেছিল। এই ব্যাপারের সঙ্গে যে "মনরো নীতি"র কোন সম্পর্ক আছে চিঠিতে তা অস্বীকার করা হয়েছিল; আমেরিকার পত্রে কতকগুলি ঐতিহাসিক ভুল দেখিয়ে দেওয়া হয়েছিল এবং সালিসির প্রশ্ন পুনর্বার অস্বীকার করা হয়েছিল। ক্লেভল্যান্ড ক্ষেপে গেলেন। তিনি কংগ্রেসকে একটি বাণীতে নির্দেশ দিলেন আসল সীমান্তরেখা সম্পর্কে অনুসন্ধান করবার জন্য একটি দলকে ভেনেজুয়েলাতে পাঠিয়ে দিতে এবং সেই অনুসন্ধানের কাজ শেষ হয়ে গেলে, ভেনেজুয়েলার জমিতে যেকোন অনধিকার প্রবেশ "সর্ব শক্তি দিয়ে প্রতিরোধ করতে।"

একটা সাংঘাতিক কিছুর জন্য সকলে কিছুদিন প্রস্তুত হয়ে রইল, হাঙ্গামাপ্রিয় দেশপ্রেমিকরা দিনকতক খুব হৈ চৈ ক'রে নিল, কিন্তু ব্যাপারটির পরিণতি হ'ল ভালই। ব্রিটিশ জনমত এবং সরকার অপূর্ব সংযম দেখাল; ইতিমধ্যে ১৮৯৬-এ বুয়োর নেতা ক্রুগারের কাছে কাইজারের চিঠি এসে পড়াতে তারা এসব দিকে মনোযোগও দিতে পারল না। "নিউ ইয়র্ক ওয়ার্ল্ড"-এর নেতৃত্বে আমেরিকার শক্তিশালী দৈনিক পত্রগুলি ক্লেভল্যান্ডের হঠকারিতার নিন্দা করল। ব্যবসায়িক এবং ধর্মসংক্রান্ত দলগুলি তাঁর বিরুদ্ধে দাঁড়াল। পেশা-সংক্রান্ত দলগুলি গভীর ক্রোধ ও দুঃখ প্রকাশ করল। আটলান্টিকের দুপাশের জনসাধারণ একবাক্যে মত প্রকাশ করল যে যুদ্ধের কথা চিন্তা করা যায় না। পরস্পরের উপর বন্ধুতা এবং বিশ্বাস জ্ঞাপন ক'রে দুপক্ষের মধ্যে পত্রের আদানপ্রদান হ'ল। তেরশ' ব্রিটিশ লেখক আমেরিকার বন্ধুদের

জন্য আবেদন করল, পার্লামেণ্টের সাড়ে তিনশ'র বেশী সদস্য সমস্ত বিবাদ সালিসির দ্বারা নিষ্পত্তির দাবি জানাল। অবশেষে যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যস্থতায় ব্রিটেন ও ভেনেজুয়েলা সালিসি নিষ্পত্তি স্বীকার ক'রে নিল এই সর্তে যে পঞ্চাশ বছর বা তার অধিক কাল ধ'রে উভয় জাতি যেসব জমি ভোগ দখল করছে, সেগুলি সালিসির আওতার বাইরে থাকবে। গোটা ব্যাপারটা ইংল্যাণ্ড ও আমেরিকার মধ্যে আবহাওয়াটা পরিস্কার ক'রে দিল, তাদের পরস্পরের উপর শ্রদ্ধা বাড়িয়ে দিল এবং প্রমাণ করল যে রাজনীতির নিচে প্রবাহিত বন্ধুত্বের ফল্গুধারা অত্যন্ত বেশী শক্তিশালী।

ব্যাপারটা এইভাবে শেষ হয়েই ভাল হয়েছিল। যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্র নীতি ক্রমশঃ স্পস্টভাবে নতুন খাদে প্রবাহিত হচ্ছিল। এই সাধারণতন্ত্র বৃহত্তর রঙ্গমঞ্চে ভূমিকা গ্রহণের জন্য প্রস্তুত হচ্ছিল, তখন ইংল্যান্ডের সঙ্গে শত্রুতার চেয়ে বন্ধুতাই বেশী কাম্য ছিল।

স্পেন-আমেরিকা যুদ্ধ। ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ দশবছরে দেখা গেল যে বড় বড় জাতিগুলির বেশির ভাগের মধ্যেই সাম্রাজ্যবাদী মনোভাব প্রবল হয়ে উঠেছে। আফ্রিকা তাদের মধ্যে ভাগাভাগি হয়ে গেছে; তাদের সুবিধার জন্য চীনও প্রায় টুকরো টুকরো হবার সামিল। এই সাম্রাজ্যবাদের কতকগুলি মূল ছিল অর্থনৈতিক, কারণ ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যা এবং উৎপাদনের জন্য নতুন নতুন বাজারের প্রয়োজন। কতকগুলি মূল ছিল রাজনৈতিক, কারণ প্রতিদ্বন্দ্বী জাতিগুলি অধীনস্থ বিদেশ থেকে শক্তিসংগ্রহ করতে চাইছিল। কতকগুলি মূল ছিল নৌবাহিনী সংক্রান্ত; অ্যালফ্রেড টি. ম্যাহানের পুস্তকগুলিতে নৌ-ঘাঁটি শৃঙ্খলের গুরুত্বের উপর জোর দেওয়া হয়েছে। কতকগুলি মূল ছিল নৈতিক ও ধর্মসংক্রান্ত, কারণ অন্ধকারাচ্ছন্ন স্থানগুলিতে আলোক সম্পাত করা তাঁদের একটা খৃীস্টান কর্তব্য ব'লেই ধর্মযাজকরা মনে করতেন, যারা সভ্যতার পথে পিছিয়ে আছে তাদের উন্নত করা সম্পর্কে শ্বেতাঙ্গ-দের দায়িত্বের কথা বলতেন সংস্কারকেরা। আর কতকগুলি মূল ছিল মনোবৃত্তির, সংবাদপত্রগুলি সকলের মধ্যে ভিন্ন দেশে নবতর জীবনের স্বাদ সম্পর্কে উদ্দীপনা এনে দিয়েছিল। যুক্তরাষ্ট্রে ১৮৯৩-এর সন্ত্রাশ এবং সাম্রাজ্যবিরোধী ক্লেভল্যাণ্ডের পুনর্নির্বাচন যুদ্ধবাদ ও সম্প্রসারণের মনোভাবকে দমিয়ে দিয়েছিল। কিন্তু ১৮৯৭-এ অর্থনৈতিক দুরবস্থা দূর হওয়ায় ও ক্লেভল্যাণ্ডের প্রতিপত্তি নষ্ট হওয়ায়, এ-মনোভাব আবার মাথা চাড়া দিয়ে উঠল। এটির শ্রেষ্ঠ সুযোগ এল যখন কিউবায় একটি রক্তক্ষয়ী বিদ্রোহ প্রবল ভাব ধারণ করল।

কিউবাতে স্পেনীয় সরকার অনেকদিন ধ'রেই খুব অসৎ ও অত্যাচারী হয়ে উঠেছিল। বছরের পর বছর ধ'রে সেটি দেশের আয়ের পাঁচ ভাগের দু'ভাগ আত্মসাৎ

করেছে, লোকদের উৎপাদন-ক্ষমতা কমিয়ে দিয়েছে এবং তাদের অভাবগ্রস্ত করেছে। স্পেনের লোকরাই বেশির ভাগ সরকারী পদগুলি অধিকার ক'রে ছিল, নিজেদের জন্য প্রচুর মাইনে স্থির করেছিল এবং সমানে টাকা চুরি ক'রে যাচ্ছিল। উৎপাদন এবং বাণিজ্যের উপর প্রবল করভার চাপান হয়েছিল, কৃষি ও খনিজাত দ্রব্যের খাজনা ছিল অত্যন্ত বেশী, বাণিজ্যশুল্ক স্পেনদেশীয় উৎপাদকদেরই বাজারে একচেটিয়া অধিকার দিত, যার জন্য তারা জিনিসপত্রের যাখুশি তাই দাম চাইত। জীবন আর নিরাপদ ছিল না। কিউবার যে কোন লোককে সরাসরি গ্রেফতার করা চলত এবং যে পালাবার চেষ্টা করত তাকে তৎক্ষণাৎ গুলি ক'রে মারা হ'ত। আদালতগুলি ছিল স্পেনীয় শাসকদের হাতের মুঠোয় এবং বিচারের নামে লোকের কাছ থেকে টাকা লুট করা হ'ত। সংবাদপত্রগুলির মুখ বন্ধ ক'রে দেওয়া হয়েছিল। গির্জাগুলি স্পেন-দেশীয় ধর্মযাজকদের হাতে ছিল, সেগুলি অসৎ ও অকর্মন্য হয়ে উঠেছিল এবং ব্যক্তিদের উপর তাদের কোন সহানুভূতি ছিল না। এখানকার প্রাচীনপন্থী মাতব্বরেরা শিক্ষাব্যবস্থার উপর এমন শ্বাসরুদ্ধকর থাবা গেড়ে বসেছিল যে শিক্ষার অভাব হয়েছিল সর্বত্র। বিরাট সৈন্যদলের খরচ জোগাতে হ'ত জনসাধারণকে। অলক্ষ্যে বিদ্রোহের একটা ফল্গুধারা বইছিল; চিনির উপর আমেরিকায় উচ্চ শুল্কহারের ফলে যখন দুর্গতি শুরু হ'ল, তখন আর লোকেদের সামলে রাখা গেল না। দেশ-প্রেমিক জোসি মার্তি ১৮৯৫-এ বিদ্রোহের পতাকা তুলে ধরল এবং অবিলম্বে সমগ্র দ্বীপে আগুন জ্ব'লে উঠল।

যদিও ক্লেভল্যান্ড এবং ম্যাক্‌কিনলের সরকার নিরপেক্ষ থাকবার চেষ্টা করেছিল, তবু একথা স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল যে যুদ্ধ যদি বেশীদিন চলে আমেরিকাকে হস্তক্ষেপ করতেই হবে। যুক্তরাষ্ট্রের উপর অর্থনৈতিক প্রতিক্রিয়া হয়েছিল গুরুত্বপূর্ণ; আমেরিকার প্রায় পাঁচকোটি ডলারের মূলধন কিউবায় খাটছিল, বিদ্রোহের আগে দুই দেশের মধ্যে ব্যবসার পরিমাণ ছিল বছরে দশকোটি ডলারের। স্পেনের সঙ্গে কূটনৈতিক খিটিমিটি বিরক্তিকর হয়ে উঠল। যখন কিউবান বিদ্রোহীরা যুক্তরাষ্ট্রকে সামরিক অভিযানের ঘাঁটি হিসাবে ব্যবহার করতে লাগল, মাদ্রিদ আপত্তি জানাল; কিন্তু ব্যাপারটিকে সামলান খুব কঠিন হয়ে উঠল, স্পেনীয় অবরোধের অসাফল্য ব্যাপারটিকে ঘোরাল ক'রে তুলল। কিউবায় আমেরিকান অধিবাসীরা সম্পত্তি, ব্যক্তি স্বাধীনতা, এমনকি জীবন পর্যন্ত হারাল এবং তাদের উপর এই ব্যবহারের জন্য ওয়াশিংটন প্রবল প্রতিবাদ জানাল। সর্বোপরি, স্পেনীয় সরকারের নির্মম নীতি এবং দুই পক্ষেরই যুদ্ধ পরিচালনার বর্বর পদ্ধতি আমেরিকানদের উত্তেজিত ক'রে তুলল। সুদক্ষ কিন্তু নির্দয় সেনাপতি ভালেরিয়ানো উইলারকে বিদ্রোহ দমন করতে পাঠাবার পর সংঘর্ষটি পৃথিবীর ইতিহাসে ভীষণতমদের অন্যতম হয়ে উঠল। দক্ষ

তারাই দেশটিকে শ্মাশানে পরিণত করল এবং সমস্ত বন্দীদের হত্যা করল। বেসামরিক অধিবাসীদের উপর যথেচ্ছ অত্যাচার চলতে লাগল। ১৮৯৬-এর শীতকালে উইলার কতকগুলি শহরকে বন্দীশিবিরে পরিণত ক'রে আবালবৃদ্ধবনিতাকে সেই সব স্থানে আটক করল, সেখানে পতঙ্গের মতো তাদের জীবনদীপ নির্বাপিত হ'ল। ১৮৯৭-এর শেষের দিকে হাভানা প্রদেশের একলক্ষ একহাজার অধিবাসীদের অর্ধেক নরনারী বন্দীঅঞ্চলে মারা গিয়েছিল; এবং আমেরিকার রাষ্ট্রদূতের বিবরণ অনুযায়ী সমগ্র দ্বীপের চার লক্ষ নিরপরাধ নারী ও শিশু ভিক্ষুকে ও বন্য পশুতে পরিণত হয়েছিল—প্রতিদিন তাদের মধ্যে একশ জন ক'রে অনাহারে কিংবা জ্বরে মৃত্যুমুখে পতিত হ'ত।

স্পেনীয় সরকার অনবরত কিউবাতে সৈন্য পাঠাতে লাগল; ১৮৯৮-এর গোড়ার দিকে সেখানে তাদের দুলক্ষ সৈন্য জমায়েত হয়েছিল। তাদের পররাষ্ট্র দপ্তর ইউরোপের অন্যান্য জাতির সঙ্গে জোট বেঁধে চেষ্টা করতে লাগল যাতে যুক্তরাষ্ট্রকে হস্তক্ষেপ করা থেকে আটকে রাখা যায়। রাশিয়া এবং গ্রেট ব্রিটেনের দ্বারা প্রত্যাখ্যাত হলেও, তারা জার্মানি, অস্ট্রিয়া-হাঙ্গারি এবং ফ্রান্সের কাছ থেকে উৎসাহ পেয়েছিল। কিন্তু ১৮৯৮-এ হাতে আর সময় ছিল না, অবিলম্বে ব্যবস্থা অবলম্বনের জন্য কংগ্রেস ব্যস্ত হয়ে উঠেছিল। ঘটনার নগ্ন বিবরণ এবং উইলিয়াম র‍্যান্ডল্ফ হার্স্টের নিউইয়র্ক জার্নাল প্রমুখ দৈনিকপত্রগুলির লেখার দ্বারা উত্তেজিত হয়ে জনমত যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হয়েছিল। প্রেসিডেণ্ট ম্যাক্‌কিনলের এবং তাঁর অন্তরঙ্গ পরিবেশের কয়েকজন শিল্পপতি সেনেটার সংঘর্ষ চাইছিলেন না; কিন্তু রাজনৈতিক প্রশ্ন এবং জনমতের প্রাধান্যে বিশ্বাস ম্যাক্‌কিনলের মনের বাধা দূর ক'রে দিল। ওয়াশিংটনে স্পেনের নির্বোধ রাষ্ট্রদূত দুপুই দ্য লোম অবস্থার আরো অবনতি ঘটালেন; হার্স্ট সংবাদপত্র ফেব্রুয়ারি মাসে তাঁর একটি চিঠি ছাপিয়ে দিল যাতে তিনি ম্যাক্‌কিনলেকে বলেছেন, "এখনও রাজনীতিতে অপরিপক্ক", "জনগণের খোসামোদপ্রিয়" এবং যিনি স্পেনের সঙ্গে বিশ্বাসভঙ্গের অপরাধ করেছেন। এক সপ্তাহ পরে মেইন যুদ্ধজাহাজটি হাভানা বন্দরে ধ্বংশ করা হ'ল এবং তাতে লোকক্ষয় হ'ল দু'শ ষাট। একাজটা স্পেনীয়দের দ্বারাই হ'ক, কিংবা ঝগড়া বাধাবার জন্য কিউবানরাই ক'রে থাকুক, যুদ্ধ অপরিহার্য হয়ে উঠল। শেষ মুহূর্তে স্পেনীয় সরকার কতকগুলি সুযোগ-সুবিধা দিতে রাজী হয়েছিল। সেগুলিকে ঠিকমতো গ্রহণ করতে পারলে হয়ত শান্তিপূর্ণ ভাবেই কিউবার উদ্ধারসাধন হ'ত; কিন্তু আর দেরি করা অসঙ্গত ব'লেই ম্যাক্‌কিনলে ১১ই এপ্রিল কংগ্রেসের কাছে যুদ্ধের নির্দেশ পাঠালোন। তাঁর এই সিদ্ধান্ত নিঃসংশয়ে জনপ্রিয় হয়েছিল।

স্পেনীয় আমেরিকান যুদ্ধের মতো আর কোন যুদ্ধই এত দ্রুত গৌরবময়

সাফল্য অর্জন করতে পারেনি। ১৯৯৮-এর ১লা মে যুদ্ধ আরম্ভ হয়ে আড়াই মাসে সব শেষ হয়ে গিয়েছিল। একটি সংঘর্ষেও উল্লেখযোগ্য পরাজয় ঘটেনি। ম্যানিলা উপসাগরে মাইন পাতা ছিল না, মে ডে-র ভোরবেলা ডিউই সেখানে জাহাজ চালিয়ে স্পেনীয় রণতরীদের সম্মুখীন হলেন, তারপর তাদের কামানের পাল্লার বাইরে গিয়ে বললেন, "সম্পূর্ণ প্রস্তুত হয়ে তারপর কামান ছোড়া শুরু ক'রো, গ্রিড্‌লে।" একটি লোকও ক্ষয় না ক'রে শত্রুপক্ষেকে পরাস্ত করা হ'ল। ক্যানসাসের কোনও কবি ব্যাপারটির যথাযথ বর্ণনা দিয়েছেন :

প্রভাতটি ছিল কুয়াসা-আকুল
পয়লা মে,
রণতরী নিয়ে ডিউই হাজির
ম্যানিলা বে।
নীল কালো চোখ স্পেনীয়দের
আধার অশ্রু-উচ্ছ্বাসের,
আমরা কিন্তু হতাশ হইনি
একটু যে।

একটি ছোটখাট সৈন্যদল কিউবার স্যানটিয়াগোতে নামান হয়েছিল। ত'রা পর-পর কতকগুলি সংঘর্ষে জয়লাভ ক'রে বন্দরটির উপর গোলাবর্ষণ করতে লাগল। এ্যাডমিরাল সার্ভেরার চারটি রণতরী স্যানটিয়াগো উপসাগর থেকে পালিয়ে গেলেও কয়েক ঘণ্টা পরে দেখা গেল সমুদ্রতীরে তাদের দগ্ধাবশিষ্ট খোলগুলি প'ড়ে আছে। আমেরিকানদের মাত্র একজন নাবিক মারা গিয়েছিল। জেনারল মাইলস-এর বাহিনী পুয়ের্টো রিকোতে নেমে ছুটির দিনে প্যারেড করার মতো তার ভিতর দিয়ে মার্চ ক'রে গেল। ঐ দ্বীপটি জয় করা সম্পর্কে মিস্টার ডুলে লিখেছিলেন, "জেনারল মাইল্‌স-এর পুয়ের্টো রিকোতে চমৎকার পিকনিক এবং চন্দ্রালোকে পরিভ্রমণ।"

আমেরিকার লোকেরা যুদ্ধটিকে গ্রহণ করেছিল হাল্কা দেশপ্রেমের সঙ্গে। প্রত্যেকটি ব্যান্ডপার্টি বাজিয়েছিল সশা'র নতুন সুর—"আমাদের চিরকালের স্টারস আর স্ট্রাইপ্‌স"। সব পিয়ানোয় বাজছিল কুচকাওয়াজের সংগীত—"আজ রাতে পুরনো শহরে হবে ভারী মজা।" সকলে দলাদলি ভুলে গিয়েছিল, কারণ নেব্রাস্কার এক সৈন্যদলের কর্নেল হয়েছিলেন ব্রায়ান। জাতীয়তা অনুভবের অগ্নুত্তাপে উত্তরাঞ্চল ও দক্ষিণাঞ্চলের মধ্যে স্থানীয় প্রতিদ্বন্দ্বিতা গ'লে মিলিয়ে গিয়েছিল এবং রাষ্ট্রগোষ্ঠীর অশ্বারোহী দলের প্রসিদ্ধ নেতা জো হুইলারকে বলতে শোনা গিয়েছিল যে যুক্তরাষ্ট্রের পতাকার জন্য একটি যুদ্ধ করা পনের বছর পরমায়ু লাভের সমান। যখন খবর এল স্যানটিয়াগোর পতন হয়েছে তখন জুলাই মাসের

সেই গরমের দিনেও বস্টন থেকে স্যানফ্রানসিস্কো পর্যন্ত সর্বত্র পতাকা উড়তে লাগল আর বাঁশি বাজতে লাগল। দৈনিক পত্রিকাগুলি তাদের সংবাদদাতাদের মজা দেখবার জন্য কিউবা আর ফিলিপাইনে পাঠিয়ে দিল এবং তারা এক ডজন জাতীয় বীরের গুণগাণ করল। তাঁদের মধ্যে কয়েকজন হচ্ছেন আয়ওয়া'র 'যোদ্ধা বব' ইভান্স, যিনি পরাজয়ের পর সার্ভেরাকে বন্দী ক'রে জাহাজে তুলে নিয়েছিলেন; 'টেক্সাস'-এর ক্যাপ্টেন ফিলিপ, যিনি, যখন একটি স্পেনীয় জাহাজ ডুবছিল, বলেছিলেন, "তোমরা হর্ষধ্বনি ক'রো না, বেচারারা মারা যাচ্ছে;" লেফটন্যান্ট ভিক্টর ব্লু, যিনি স্পেনীয় সৈন্যদলের খবর নেবার জন্য কিউবার জঙ্গলের মধ্যে গিয়ে ঢুকেছিলেন এবং ক্যাপ্টেন আর. পি. হবসন, যিনি স্যানটিয়াগো উপসাগরের মোহানা বন্ধ করতে মেরীম্যাক জাহাজটি ডুবিয়ে দিয়েছিলেন। কিন্তু এ'দের সকলের মধ্যে মাথা উ'চু ক'রে দাঁড়িয়েছিলেন জর্জ ডিউই, যাঁকে জাতি ওয়াশিংটনে একটি বাড়ি তৈরি ক'রে দিয়েছিল; এবং 'রাফ রাইডার'দের নেতা থিয়োডোর রুজভেল্টের যুদ্ধের কীর্তি তাঁকে ওয়াশিংটনে আর একটি প্রসিদ্ধ বাড়িতে প্রবেশাধিকার দিয়েছিল। সর্বদিক দিয়ে এটি হয়েছিল একটি আদর্শ যুদ্ধ। সামান্যই লোক মরেছিল, বিশেষ কিছুই খরচ হয়নি, বাইরে এটি আমেরিকার সম্মান বাড়িয়ে দিয়েছিল এবং দুপকেট ভর্তি লাভ নিয়ে জাতি এই যুদ্ধ থেকে বেরিয়ে এসেছিল।

কিন্তু ভাল ভাবে পরীক্ষা করলে এই যুদ্ধের কম প্রশংসনীয় দিকও ছিল। অসহায় শত্রুকে জয় ক'রে এই গৌরব লাভ করা হয়েছিল, কারণ বিপক্ষের প্রতিরোধ ক্ষমতা ছিল না বললেই চলে। স্পেনীয় রণতরীগুলিতে অস্ত্রশস্ত্রের এবং দক্ষতার এমনি অভাব ছিল যে আমেরিকানদের কামানের টিপ যা-তা হওয়া সত্ত্বেও তাদের রণতরীগুলির গায়ে একটা আঁচড় পর্যন্ত লাগেনি। কিউবার দুলক্ষ সৈন্যের নেতৃত্ব এমনি অপদার্থ ছিল এবং তাদের পরিবহণ ব্যবস্থা এমনি বাজে ছিল যে তারা মাত্র বার হাজার সৈন্য স্যানটিয়াগোতে রাখতে পেরেছিল যখন আমেরিকানরা সেখানে হাজির হয়েছিল। এই যুদ্ধজয়ের জন্য আমাদের লোকদের সাহস অংশতঃ দায়ী আর এর পটভূমিকায় ছিল আমলাতান্ত্রিক অসাধুতা, অকর্মন্যতা এবং সেইসব ভুল কাজ চিন্তাশীল লোকমাত্রই যার নিন্দা করবে। যুদ্ধবিভাগ এমন বাজে ভাবে চালান হচ্ছিল যে এর প্রধানকে ম্যাক্‌কিনলে শাসনব্যবস্থা থেকে সরিয়ে দিয়ে তাঁর জায়গায় এলিহু রুট নামে এক যোগ্যতর ব্যক্তিকে বসান হয়েছিল, যিনি বিভাগটিতে এবং সেনাদলে অনেক উৎকর্ষ এনেছিলেন। সাধারণতঃ সেনাদলের যে মৃত্যুহার ছিল তাতে শুধু তার ডাক্তারি-বিভাগই নয়, আমেরিকার জনস্বাস্থ্য সম্পর্কিত ব্যবস্থাই নিন্দার্হ। রণতরীগুলির কামানবিভাগের দিকেও তীক্ষ্ন দৃষ্টির প্রয়োজন ছিল। আরো একবার বোঝা গিয়েছিল যুদ্ধবিভাগের উপর রাজনীতির চাপ কিরকম

ক্ষতিকারক হয়ে ওঠে। থিয়োডোর রুজভেল্ট ঠিকই বলেছিলেন, "এটি অপ্রস্তুত আমেরিকার যুদ্ধ।" শীঘ্রই সৈন্যদলের সংখ্যা করা হয়েছিল একলক্ষ, স্থায়ী কর্ম-চারীদল তৈরি হয়েছিল, নৌবহরকে বড় করা হয়েছিল এবং এই দুই দলেই পেশা-দারদের সংখ্যা বাড়ান হয়েছিল। এই যুদ্ধের শিক্ষা হৃদয়ঙ্গম ক'রে যুক্তরাষ্ট্র ১৯১৭-১৮-র সাংঘাতিক পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হ'তে সমর্থ হয়েছিল।

পারীতে মিলিত হয়ে প্রতিনিধিরা স্পেনের সঙ্গে শান্তিচুক্তির একটা ব্যবস্থা ক'রে ফেলল। বিতর্কের শুধু দুটি বিষয় উঠল। স্পেনের প্রতিনিধি জোর করতে লাগল যে স্পেনের যে ঋণ হয়েছে, কিউবাকে তার রাজস্ব থেকে তা শোধ করবার দায়িত্ব নিতে হবে। তাদের দ্বিতীয় প্রস্তাব ছিল, সমগ্র ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জ কিংবা তার কিছু অংশ স্পেন রাখবে। কিন্তু এই দুটি প্রস্তাবের বিরুদ্ধেই আমেরিকার প্রতিনিধিরা দৃঢ়ভাবে দাঁড়িয়েছিল। কিউবা হবে ঋণভারমুক্ত সাধারণতন্ত্র। পুয়ের্টো রিকো সমেত সমগ্র ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জ যুক্তরাষ্ট্রের হাতে এল। ভিন্ন ভাষা, কৃষ্টি এবং রাজনৈতিক ঐতিহ্যের জাতিসমেত এইরূপ একটি বিদেশ হাতে নিয়ে আমেরিকা একটি নতুন পথে যাত্রা শুরু করল। যাঁরা সাম্রাজ্যবাদের বিপক্ষে তাঁরা ঘোরতর প্রতিবাদ করলেন, তাঁদের পুরোভাগে ছিলেন ব্রায়ান, কার্ল সুর্য, ই. এল. গডকিন, মার্ক টোয়েন এবং সেনেট-সদস্য জর্জ ফ্রিসবি হোর। তবে এই সন্ধিচুক্তি যে জনসাধারণ সমর্থন করেছিল তার প্রমাণ ১৯০০-র নির্বাচনে ম্যাক্-কিনলে বেশী ভোটে পুনর্নির্বাচিত হয়েছিলেন। সময় প্রমাণ করেছিল যে বিদেশের যে-দায়িত্ব যুক্তরাষ্ট্র গ্রহণ করেছিল তা ছিল সাময়িক এবং মনেপ্রাণে জাতি সাম্রাজ্য-বাদ-বিরোধীই ছিল। বছরের পর বছর তারা বৈদেশিক অঞ্চল কমিয়েই চলেছিল, বাড়ায়নি।

যাই হ'ক, স্পেন-আমেরিকা যুদ্ধ আমেরিকার ইতিহাসে একটি নতুন অধ্যায়ের সূচনা করে। অবশেষে জাতি নিজেকে বিশ্বশক্তি হিসাবে চিনতে পারে, ক্রমশঃ কম ক'রে নিজেকে বিচ্ছিন্ন ও আত্মকেন্দ্রিক ভাবে অনুভব করতে থাকে এবং বেশী ক'রে বৃহত্তর আন্তর্জাতিক ব্যবস্থাগুলিতে প্রধান অংশ গ্রহণ করতে থাকে। প্রত্যক্ষ ভাবে এদেশ সেই সব জাতির উন্নয়নের ভার নিতে থাকে যারা পিছনে প'ড়ে আছে। জেনারল লিওনার্ড উডের মত রাষ্ট্রদূতদের মাধ্যমে ফিলিপাইনস, কিউবা, পুয়েরিটো রিকো এবং পরে পানামায় প্রচুর সংগঠন, উন্নয়ন এবং সংস্কারের কাজ হয়েছিল। কিংপলিং-এর ভাষায় "নতুন ধ'রে আনা, বিরক্ত, আধা-বন্য আধা-শিশু" ইগরট আর মোরোদের আমরা শিক্ষার ভার নিয়েছিলাম। কিউবায় গবেষণা চালিয়ে ডাক্তার ওয়াল্টার রিড ও অন্যান্য অনেকে যে পীত জ্বরকে জয় করেছিলেন, তার মূল্য সমগ্র যুদ্ধের খরচের চেয়ে বেশী। বহু শতাব্দী ধ'রে এই "পীত জ্যাক" গ্রীষ্মপ্রধান

দেশগুলিতে বহু লোকের প্রাণহানি করেছিল এবং আমাদের দক্ষিণের বন্দরগুলির আতঙ্কের একটি কারণ হয়ে উঠেছিল। স্পেন-যুদ্ধের আগে মনরো নীতিকে চালু রাখবার জন্য যুক্তরাষ্ট্রকে ব্রিটিশ নৌবাহিনীর উপর নির্ভর ক'রে থাকতে হ'ত; এই যুদ্ধের পর সে নিজেই সেটিকে চালাতে পারবার উপযুক্ত নিজেদের একটি নৌবাহিনী দাবি করেছিল। এই যুদ্ধ, এবং বিশেষ ক'রে রণতরী অরিগণকে যে প্রশান্ত মহাসাগর থেকে হর্ণ অন্তরীপ ঘুরে আটষট্টি দিনে কিউবায় পৌঁছতে হয়েছিল, তাতে সকলেরই মনে হয়েছিল দুই দেশের যোগাযোগের জন্য একটি খাল কাটার বিশেষ প্রয়োজন। তাছাড়া এই যুদ্ধে ইংরাজ আর আমেরিকানদের মধ্যে হৃদ্যতা এবং জার্মান-আমেরিকান সম্পর্কে হৃদ্যতার অভাব আসে, কারণ নিজেদের জয়লাভের মতোই আমেরিকানদের বিজয় লাভে ব্রিটিশরা আনন্দ-উৎসব করেছিল; ওদিকে যে জার্মান রণতরীগুলি ম্যানিলায় অবস্থান ক'রে সমস্ত ব্যাপারটির উপর তীক্ষ্ন দৃষ্টি রেখেছিল, তারা ডিউই-এর অনেক দুর্ভাবনার ও বিরক্তির কারণ হয়েছিল।

খোলা দরজা : রুজভেল্টের কূটনীতি। যুদ্ধোত্তর কালে আন্তর্জাতিক ব্যাপারে নতুন মনোভাবের প্রথম চিহ্ন পাওয়া যায় মুক্তম্বার নীতির ঘোষণায়। ১৮৯৪-৯৫-এ জাপানের দ্বারা পরাজিত হয়ে চীন ইউরোপীয় জাতিগুলির শিকার হয়ে উঠেছিল; এরা জমি দখল এবং অর্থনৈতিক সুযোগসুবিধার জন্য তার উপরে গিয়ে পড়েছিল। রাশিয়া উত্তর ম্যাঞ্চুরিয়া দখল ক'রে নিয়েছিল; জার্মানি ভাড়া নিয়েছিল কিয়াওচাও বন্দরটি এবং তার মাধ্যমে সানটুং প্রদেশের উপর অর্থনৈতিক কর্তৃত্ব লাভ করেছিল। ফ্রান্সও অনেক সুযোগ সুবিধা লাভ করেছিল। যুক্তরাষ্ট্র আর ব্রিটেন এই সব লুটতরাজের দিকে শঙ্কিতভাবে তাকিয়ে ছিল। তারা চীনের সঙ্গে ব্যবসা-বাণিজ্য মূল্যবান মনে করত এবং ভয় করছিল ব্যবসার দিক থেকে উঁচু উঁচু পাঁচিল উঠে যেতে পারে। স্পেনযুদ্ধের ঠিক আগেই চীনে বাণিজ্যিক সুযোগ অব্যাহত রাখবার জন্য ব্রিটেন ব্রিটিশ-আমেরিকান যুক্ত প্রচেষ্টার প্রস্তাব করেছিল, কিন্তু রাষ্ট্র দপ্তর সেবিষয়ে খুব উৎসাহ দেখায়নি। তারপর ১৮৯৯-এ ওয়াশিংটন অন্যদিকে মুখ ঘোরাল। প্রাচ্য অঞ্চলে কঠোরতম নীতি গ্রহণ করবার জন্য শিল্প ও ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানগুলি সরকারের উপর চাপ দিতে লাগল; তারা মনে পড়িয়ে দিল যে বৈদেশিক বাণিজ্য দপ্তর একদিন বলেছিল যে "পৃথিবীর বাজার অধিকার করতে আমেরিকান অভিযানের শ্রেষ্ঠ স্থান চীন।" ধর্মযাজকরাও এর সঙ্গে গলা মেলাল। লর্ড চার্লস বেরেসফোর্ডের সময়োপযোগী পুস্তক "ছত্রভঙ্গ চীন" সকলকে উত্তেজিত ক'রে তুলল। অন্তরালে থেকে বহু ব্যক্তি ইন্ধন জোগাতে লাগল; অবশেষে সেপ্টেম্বর মাসে রাষ্ট্রসচিব জন হে চীনে বিদেশী শক্তিগুলিকে অনুরোধ করলেন প্রতিশ্রুতি দিতে যে তাঁদের এলাকায় বিশেষ শুল্ক, বন্দর-কর কিংবা

রেলশুল্ক চাইবেন না। কিছু কিছু সর্ত সমন্বিত হলেও, ১৯০০-তে হে ঘোষণা করলেন যে শক্তিগুলি স্পষ্ট ও চূড়ান্ত ভাবে এই প্রস্তাবের সপক্ষে মত দিয়েছেন।

১৯০১-এ যখন থিয়োডোর রুজভেল্ট প্রেসিডেন্ট হলেন এবং প্রথমে হে ও পরে রুট রাষ্ট্রসচিব হয়েছিলেন, আমেরিকার বৈদেশিক নীতি দুইভাগে বিভক্ত হয়েছিল। একটি অংশ মনোযোগ দিয়েছিল নতুন দ্বীপময় সম্পত্তিগুলি ও পানামা জলপথের উপর; এটির উৎপত্তি স্পেন-আমেরিকা যুদ্ধে এবং আটলান্টিক ও প্রশান্ত দুই মহাসাগরেই যুক্তরাষ্ট্রের বিপজ্জনক অবস্থার অনুভূতিতে। রুজভেল্টের বিশ্ব-কূটনীতিতে কতকগুলি ব্যক্তিগত দুঃসাহসিক কাজেই দ্বিতীয় অংশটির উৎপত্তি এবং যুক্তরাষ্ট্রের বিশ্বশক্তি হিসাবে অভ্যুত্থানের সেটি প্রতীক। এইসব কাজের মধ্যে একটি হ'ল ১৯০৫-এ রুশ-জাপান যুদ্ধের অবসানের জন্য রুজভেল্টের প্রচেষ্টা এবং অপরটি ১৯০৬ সালে এ্যালজেসিরাস অধিবেশনে রুজভেল্টের যোগদান। দুটিই সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল, রুজভেল্টের মতে দুটিই সফল হয়েছিল। আসলে এই দুটির কোনটিরই প্রয়োজন ছিল না; নিউ হ্যাম্পসায়ারের পোর্টমাউথ ছাড়া অন্যত্র কোথাও রাশিয়া ও জাপান নিজেদের বিবাদ নিজেরাই মিটিয়ে ফেলত এবং উত্তর আফ্রিকায় বন্দর এবং সুযোগসুবিধা নিয়ে জার্মানির সঙ্গে ফ্রান্সের বিবাদে ফ্রান্সের পক্ষ সমর্থন করবারও কোন প্রয়োজন ছিল না। ফিলিপাইনস, ক্যারিবিয়ান দ্বীপপুঞ্জ ও পানামা সম্পর্কে রুজভেল্টের নীতি আমেরিকানদের পক্ষে সত্যিকারের গুরুত্বপূর্ণ ছিল।

একথাও আমরা যোগ করতে পারি যে ইংল্যান্ড-আমেরিকা সম্পর্কেও তাঁর নীতির সমান গুরুত্ব ছিল; কারণ যদিও লোকে আগে বুঝতে পারেনি, পরবর্তী কালের দুটি সুবৃহৎ বিশ্বযুদ্ধে শুধু গণতন্ত্রের নয়, সভ্যতার ভবিষ্যৎ নির্ভর করছিল এই দুটি ইংরাজি-ভাষাভাষী দেশের পারস্পরিক সহযোগিতার উপর। ঝঞ্ঝাক্ষুব্ধ বিশ্বপরিস্থিতিতে নবাগত আমেরিকা পরিস্কার ভাবে দেখতে পেয়েছিল যে ব্রিটিশ নৌবাহিনীর সাহায্যের যথেষ্ট প্রয়োজন আছে। ওদিকে গ্রেট ব্রিটেনের চারপাশেও জার্মান শক্তি ওৎ পেতে ছিল—ছিল আন্তর্জাতিক ব্যবসাতে জার্মান প্রতিযোগিতা, আফ্রিকায় রাজস্বের অংশ দেবার জন্য জার্মান দাবি, এসিয়ায় মুক্তদ্বার নীতির জার্মান বিরুদ্ধতা, ইউরোপে জার্মানির তিন শক্তির চুক্তি এবং জার্মানির জলপথে শক্তিসঞ্চয়ের উচ্চাভিলাষ। ওয়েস্ট ইন্ডিজ ও লাটিন আমেরিকার দিকে যে জার্মানির সলোভ দৃষ্টি ছিল না একথা জোর ক'রে বলা যায় না—সেখানে একটি নৌঘাঁটি স্থাপন করা হ'লে তার অনেক নেতাই খুশী হ'ত। পরিস্কার কারণে দূর প্রাচ্যে, ক্যারিবিয়ান দ্বীপপুঞ্জে এবং জলপথে (যেখানে তারা পরে প্রসিদ্ধ "আটলান্টিক ব্যবস্থা" চালিয়েছিল) ইংল্যান্ড আর আমেরিকা ক্রমশঃ বেশী মাত্রায়

পরস্পরের সঙ্গে একমত হ'তে লাগল।

যখন স্পষ্ট বোঝা গেল যে যুক্তরাষ্ট্র একটি যোজক খাল কাটতে দৃঢ়সংকল্প হয়েছে, ব্রিটিশ সরকার তখন সেটির জন্য পথ পরিস্কার ক'রে দিতে সহযোগিতা করতে চাইল। ১৮৫০-এর ক্লেটন-বুলওয়ার সন্ধিচুক্তি অনুসারে ঠিক হয়েছিল যে কোন খাল কাটা হ'লে সেখানে দুটি জাতিরই সমান অধিকার থাকবে এবং কেউই সেটির রক্ষাব্যবস্থা করতে পারবে না। মন্ত্রী হে এবং ওয়াশিংটনে ব্রিটিশ রাষ্ট্রদূতের মধ্যে আলাপ আলোচনার ফলে হে-পনসফোট চুক্তি জন্মলাভ করল, যেটি ১৯০১-এ স্বাক্ষরিত হ'ল। যুক্তরাষ্ট্র যে সেখানে খালটিকে তৈরি করতে, রক্ষা করতে এবং নিয়ন্ত্রিত করতে পারবে (যদিও জলকরের ব্যাপারে পক্ষপাতিত্ব চলবে না), এটি মেনে নিয়ে ব্রিটিশরা সেই পুরনো সন্ধিসর্তের উপর নিজেদের সমস্ত দাবি প্রত্যাহার করল। প্রতিদানে কিছুই চাওয়া হয়নি এবং আমেরিকানরা এ-মনোভাবের মূল্য দিয়েছিল। কিছুদিন পরে ভেনেজুয়েলার ঋণ সম্পর্কে গ্রেট ব্রিটেন যে-ব্যবস্থা অবলম্বন করেছিল, তাতেও ওয়াশিংটন সন্তুষ্ট হয়েছিল। প্রেসিডেন্ট ক্যাস্ট্রোর নিন্দিত সরকারের কাছ থেকে ব্রিটেন, ইটালি এবং জার্মানি কিছু টাকা পেত। ১৯০২-এর শীতকালে, কোন উপায়ে টাকা না পেয়ে এই তিনশক্তি একত্রে চাপ দেবার এক নীতি গ্রহণ করল। এরা তিন শক্তিতে ভেনেজুয়েলার সমুদ্রতীর অবরোধ করল, কতকগুলি ছোট রণতরী দখল করল এবং দুটি দুর্গের উপর গোলাবর্ষণ করল। যুক্তরাষ্ট্র চেয়েছিল ভেনেজুয়েলাকে বেশ আচ্ছা ক'রে শাস্তি দেওয়া হ'ক, আর কিছু নয়। গ্রেট ব্রিটেন যখন লক্ষ্য করল যে তার কাজে আমেরিকা অসন্তুষ্ট হচ্ছে, সে স'রে গেল। হাউস অব কমন্সে জার্মানির সঙ্গে একযোগে কাজ করার প্রতিবাদ করা হ'ল এবং মন্ত্রীসভা ঘোষণা করল যে তাঁরা শক্তি ব্যবহার করতে চান না। আমেরিকার জনসাধারণ ব্রিটিশদের সঙ্গে জার্মানদের ভাবভঙ্গির তুলনামূলক আলোচনা করল এবং পরে রুজভেল্ট একটি গল্প বললেন (সর্বাংশে সত্য না হ'লেও, একেবারে ভিত্তিহীন নয়) কাইজারকে পিছিয়ে যেতে বাধ্য করবার জন্য তিনি কিভাবে ডিউইকে এবং নৌবাহিনীকে সংগ্রামের জন্য প্রস্তুত করেছিলেন।

শতাব্দীর গোড়ার দিকে ব্রিটিশ সরকার আবার ক্যানাডা ও আলাস্কার মধ্যে সীমারেখা নির্ধারণে যেভাবে সাহায্য করেছিল তাতে যুক্তরাষ্ট্র সন্তুষ্ট এবং ক্যানাডা অসন্তুষ্ট হয়েছিল। ১৮২৫-এর ইঙ্গ-রুশ চুক্তি অনুসারে আলাস্কার সীমারেখা "সমুদ্রতীরের সমান্তরাল পর্বতচূড়া ধ'রে" এমন ভাবে যাবে যাতে সমুদ্রতীরে রাশিয়ার ত্রিশ মাইল প্রস্থ জমি থাকে। উত্তরাধিকার সূত্রে যুক্তরাষ্ট্রে এই জমি পেয়েছিল। প্রশ্ন উঠল এই জমি সমুদ্রতীর অনুযায়ী এঁকে বেঁকে গেছে, না জলের যেসব অংশ ভিতর ঢুকেছে, সেগুলির মাথার উপর দিয়ে গেছে। এইরূপ

স্থানে ক্যানাডার লোকেরা কয়েকটি বন্দর করতে চাইছিল। কিছু আলোচনার পর স্থির হ'ল ব্যাপারটির মীমাংসার ভার ব্রিটেন, ক্যানাডা ও যুক্তরাষ্ট্রের কয়েকজন আইনজ্ঞের হাতে ছেড়ে দেওয়া হবে। জেতবার জন্য দৃঢ়সংকল্প হয়ে রুজভেল্ট ভয় দেখাতে লাগলেন। কিন্তু তার কোন প্রয়োজন ছিল না; আমেরিকানদের পক্ষে ন্যায়-সংগত যুক্তি ছিল এবং ব্রিটিশ আইনজ্ঞ লর্ড এ্যালভারস্টোন তাদের সপক্ষে রায় দিয়েছিলেন। যখন ১৯০৬-এ ব্রিটিশ নৌবহরকে ভূমধ্যসাগর, ব্রিটিশ চ্যানেল ও পূর্ব আটলান্টিকে ভাগ ক'রে দেওয়া হয়েছিল, তখন তাদের যে-রণতরীগুলি ওয়েস্ট ইন্ডিজকে রক্ষা করবার জন্য বার্মুডায় বহুদিন ছিল, সেগুলিকে ফিরিয়ে নেওয়া হ'ল। জার্মানদের জন্য আতঙ্কই অবশ্য এর জন্য দায়ী ছিল, কিন্তু এখন যুক্তরাষ্ট্র তার শক্তিশালী নৌবহর নিয়ে ক্যারিবিয়ানে স্বাধীনভাবে কাজ করবার সুযোগ পেয়ে সুখী হ'ল।

এখানে সেটি স্থানটির সম্পূর্ণ ভার নিতে পারেনি, কারণ তখন পানামা খালটি তৈরি হচ্ছিল। ১৯১২-তে পশ্চিমাঞ্চলের কোন সভায় রুজভেল্ট বলেছিলেন, "আমি পানামা নিলাম। এটি তৈরি করবার এই একমাত্র উপায় ছিল।" তাঁর বক্তব্যের প্রথম অংশটি আক্ষরিকভাবে সত্য। ১৯০২-এর একটি আইন অনুসারে কংগ্রেস প্রেসিডেন্টকে অধিকার দিয়েছিল পানামায় পুরনো ফরাসী খাল-কাটা দলের কাছ থেকে সমস্ত স্বত্ব কিনে নেবার, কলাম্বিয়ার কাছ থেকে সেই রাষ্ট্রে আটলান্টিক থেকে প্রশান্ত মহাসাগর পর্যন্ত সরু ফালি জমিটির বরাবরের নিয়ন্ত্রণভার নিয়ে নেবার এবং সেই বিরাট খালটি খুঁড়তে আরম্ভ করবার। কলাম্বিয়ার সংগে কথাবার্তা আরম্ভ করা হয়েছিল, কিন্তু পানামা যে একটি শ্রেষ্ঠ সম্পদ সেকথা বুঝে সেই রাষ্ট্র অল্পমূল্যে সেটি ছাড়তে চাইছিল না। ছ'মাইল ফালি জমি নিয়ন্ত্রণের জন্য এক সন্ধিচুক্তির খসড়া ওয়াশিংটনে তৈরি করা হয়েছিল, কিন্তু বোগোটার সেনেটে সেটি বাতিল ক'রে দেওয়া হ'ল। এই ধরনের বাতিল করা যুক্তরাষ্ট্রে নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপার ছিল, একাধিক গুরুত্বপূর্ণ চুক্তিকে সেনেট বাতিল ক'রে দিয়েছে। কিন্তু রুজভেল্ট এই বাতিল করায় বিরুদ্ধে প্রবল প্রতিবাদ করলেন, বললেন, কলাম্বিয়ার রাষ্ট্রবিদরা সব অসৎ। ডিসেম্বরে কংগ্রেসের আবার অধিবেশন বসবার আগেই তিনি খালের জন্য জমিটি দখল করতে চাইলেন, তাঁর মতে তা না করলে তাঁর পরিকল্পনার কিছু কিছু অংশ বানচাল হয়ে যেতে পারে। আর দুটি গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারে অবিলম্বে ব্যবস্থা অবলম্বনের প্রয়োজন হয়ে পড়ল। প্রথমটি হ'ল এক ফরাসী কম্প্যানির সমস্যা, যারা জমিটি অবিলম্বে বিক্রি হ'লে চার কোটি ডলার দাম দিয়েছিল; দ্বিতীয় সমস্যাটি পানামার লোকেদের নিয়ে, যারা ভয় করছিল যে যদি যুক্তরাষ্ট্র অবিলম্বে সেখানে খালটি আরম্ভ না করে, তাহলে তারা সেটি নিকারা-

গুয়াতে তৈরি করবে। ফলে পানামাতে একটি বিপ্লবের সম্ভাবনা অনেকের মনেই এসে গেল। রুজভেল্টের ঘনিষ্ঠ বন্ধুর দ্বারা সম্পাদিত "রিভিউ অব রিভিউজ" এক প্রবন্ধ প্রকাশ করল, "পানামা যদি বিদ্রোহ ঘোষণা করে, তাহলে কি হবে?" ওয়াশিংটনে চারদিকে বিপ্লবের গুজব চলতে লাগল এবং পানামার সমুদ্রতীরে রণতরী পাঠিয়ে দেওয়া হ'ল। যোজক অঞ্চলে ফরাসী প্রতিনিধিরা তৎপর হয়ে উঠল। ১৯০৩ সালের ৩রা নভেম্বর, কোলনে রণতরী 'ন্যাসভিল'-এর আসবার পরেই, রাষ্ট্রদপ্তর স্থানীয় রাষ্ট্রদূতের কাছে টেলিগ্রাম পাঠাল :

"শোনা গেল যোজক অঞ্চলে বিদ্রোহ শুরু হয়েছে। নিয়মিত ভাবে সব খবর পাঠাবেন। লুমিস, সাময়িক।"

পানামার রাষ্ট্রদূত নির্বোধ ছিলেন না। তিনি টেলিগ্রামে উত্তর দিলেন, "এখনো কোন বিদ্রোহ হয়নি। শোনা যাচ্ছে রাত্রে আরম্ভ হবে। অবস্থা বিপজ্জনক।" তারও দু'এক ঘণ্টা পরে তিনি আবার খবর পাঠালেন :

"আজ সন্ধ্যা ৬টায় বিদ্রোহ আরম্ভ হয়েছে। কোন রক্তপাত হয়নি। সৈন্যদল আর নৌবাহিনীর অধিনায়কদের গ্রেপ্তার করা হয়েছে। রাত্রেই সরকার উপযুক্ত ব্যবস্থা করবে।"

আমেরিকার নৌবাহিনীর লোকেদের নামিয়ে দেওয়া হ'ল এবং তারা কলাম্বিয়ার বিদ্রোহে কলাম্বিয়ার সৈন্যদের হস্তক্ষেপ করতে দিল না। পানামার এক মন্ত্রী ওয়াশিংটনে এসে অতি তৎপরতার সঙ্গে একটি চুক্তিতে সই ক'রে যুক্তরাষ্ট্রকে উপযুক্ত বার্ষিক খাজনায় এককোটি ডলার মূল্যে স্থানটি হস্তান্তর করল। পরে রুজভেল্ট বলেছিলেন, "আমি যদি চিরাচরিত পদ্ধতিতে চলতাম তাহলে আমি দু'শ' পাতার বিবরণী কংগ্রেসে দাখিল করতাম এবং তার উপর আজও বিতর্ক চলত। কাজেই আমি খালের অঞ্চলটি নিয়ে নিলাম। এখন কংগ্রেসে বিতর্কও চলতে থাকুক, খালটি কাটাও চলতে থাকুক।" খুব সত্য কথা। কর্নেল জর্জ ডব্লিউ. গোয়েটাল এবং উইলিয়াম সি. গর্গাসের দক্ষতার গুণে দশবছরের মধ্যে খালটি ব্যবহারের উপযুক্ত হয়ে উঠল। কিন্তু রুজভেল্টের এই নিয়মবিরুদ্ধ কাজে লাটিন আমেরিকার জনমত বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠেছিল।

লাটিন আমেরিকার সঙ্গে সম্পর্ক ভাল রাখার জন্য থিয়োডোর রুজভেল্টের সত্যই ইচ্ছা ছিল, কিন্তু তাঁর নীতি এবং তার ফলাফল ছিল মিশ্র। যখন রিও জেনিরোতে তৃতীয় নিখিল আমেরিকা সম্মেলনের আয়োজন হ'ল, তিনি মন্ত্রী রুটকে দক্ষিণ আমেরিকায় সহৃদয়তা প্রচারের জন্য সফরে পাঠিয়েছিলেন। তিনি পরিষ্কারভাবে বুঝিয়ে দিয়েছিলেন যে তিনি লাটিন আমেরিকার সঙ্গে বন্ধুত্বই করতে চান; দক্ষিণের সাধারণতন্ত্রগুলিকে রক্ষা করবার জন্য তিনি মনরো নীতি

প্রয়োগ করতে চান। কিন্তু তিনি যে এই নীতির সঙ্গে তাঁর একটি প্রসিদ্ধ অনুসিদ্ধান্তও যোগ করেছিলেন তাতেই তারা বিচলিত হয়ে উঠেছিল। ঋণ শোধ করতে অসমর্থ হ'লেই ইউরোপীয় শক্তিগুলি এসে যে ছোটছোট দেশগুলির উপর অত্যাচার করবে যুক্তরাষ্ট্র তা হ'তে দেবে না, একথা বলার পর তিনি বলেছিলেন যে এতে যুক্তরাষ্ট্রের ঘাড়ে গুরু দায়িত্বভারও চাপান হ'ল। এইসব ছোট রাষ্ট্রগুলি যাতে তাদের কর্তব্য কাজ ক'রে যায় সেদিকে স্যাম কাকাকে লক্ষ্য রাখতে হবে। স্যান্টো ডমিঙ্গোতে তিনি যা করেছিলেন, দৃষ্টান্তস্বরূপ তিনি সেটি তুলে ধরলেন। যখন ১৯০৪-এ সেই দেশটির উপর হামলা আসন্ন হয়ে উঠেছিল, টাকাকড়ির দিক থেকে আমেরিকাকে রিসিভার হিসাবে মেনে নিতে তিনি তাদের রাজী করিয়েছিলেন। এতে ক্যারিবিয়ান এলাকায় একটা 'আশ্রিত' ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। এতে শান্তি বজায় থাকার যেমন ব্যবস্থা হয়েছিল, লাটিন আমেরিকার লোকেদের মনে এ-ভয়ও ঢুকেছিল যে যুক্তরাষ্ট্রের বোধহয় লুটের মতলব আছে।

প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলেও রুজভেল্ট যে-নীতি অনুসরণ করেছিলেন তার মিশ্র ফলাফল হয়েছিল। জাপানের সঙ্গে আমেরিকার সম্পর্ক চিন্তার বিষয় হয়ে দাঁড়াচ্ছিল। বিদ্যালয়ে জাপানী ছাত্রদের সঙ্গে ভাল ব্যবহার না করার জন্য স্যানফ্রানসিস্কোর সঙ্গে জাপানের যে ঝগড়া উপস্থিত হয়েছিল প্রেসিডেন্ট তাতে মধ্যস্থতা করেন। চেষ্টা ক'রে তিনি জাপানীদের ঠান্ডা করেন, জাপানীরা যাতে আমেরিকায় সস্তা শ্রমিক না পাঠায় তার প্রতিশ্রুতি আদায় করেন এবং তারপর তিনি স্যানফ্রানসিস্কোর কর্তৃপক্ষের উপর চাপ দেন তারা যাতে সুবুদ্ধির পরিচয় দেন। কিন্তু কিছু ভয় দেখানও যে প্রয়োজন একথা বুঝে তিনি এক নৌবাহিনী পৃথিবী ভ্রমণে পাঠান এবং সেটি জাপানের বন্দরে হাজির হ'লে তারা সেটিকে ভদ্রতা দেখিয়ে অভ্যর্থনা করে। এটি হচ্ছে তাঁর বহুব্যবহৃত "সদয় ভাবে কথা ব'লো, কিন্তু হাতে যেন একটা মোটা লাঠি থাকে," উক্তির সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ।

যত দিন যাচ্ছিল একথা পরিস্কার হচ্ছিল যে যুক্তরাষ্ট্র শুধু বিশ্বশক্তি নয়, বিশ্বের তিনচারটি প্রধান শক্তির অন্যতম। বিশ্বশান্তির জন্য হেগ-এ যে দুটি সম্মেলন হয়েছিল যুক্তরাষ্ট্র তাতে প্রধান ভূমিকা অবলম্বন করেছিল। পৃথিবীর সর্বত্র গণতান্ত্রিক নীতি এবং বাণিজ্যিক স্বাধীনতা রক্ষার পিছনে যুক্তরাষ্ট্রের নৈতিক সমর্থন ছিল। এতে লাটিন আমেরিকার বিশ্বাস ফিরে এসেছিল। [illegible] মাঝেমাঝে অবিবেচক ভাবভঙ্গি এবং ট্যাফ্‌টের কূটনীতির সাহায্যে আমেরিকার ব্যবসা চালান বা "ডলার কূটনীতি" সত্ত্বেও, ছোটখাট মন-কষাকষি সত্ত্বেও, যুক্তরাষ্ট্র ক্রমশঃ ব্রিটেনের এবং বিরাট ব্রিটিশ কমনওয়েলথের সঙ্গে ঘনিষ্ট হয়ে উঠল। যখন প্রথম মহাযুদ্ধ আরম্ভ হয়েছিল, তখনও যুক্তরাষ্ট্র কিছু পরিমাণে বিচ্ছিন্ন ছিল, কিন্তু অনতিবিলম্বে সেটিকে সেই ভীষণ ঝঞ্ঝার সঙ্গে জড়িয়ে পড়তে হয়েছিল।

ঊনবিংশ অধ্যায়

উড্রো উইলসন এবং বিশ্বযুদ্ধ

উড্রো উইলসন। অনেক দিক থেকে বিচার করলে আমেরিকার রাজনীতিক্ষেত্রে জেফারসনের পর উড্রো উইলসনই সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ব্যক্তি। তিনি ছিলেন একজন পড়ুয়া চিন্তাশীল লোক, কিন্তু জনসাধারণের জীবনে হাঙ্গামার সম্পর্কে তাঁর অভিজ্ঞতা না থাকলেও, তিনি খুব বিচক্ষণ আর বুদ্ধিমান ছিলেন। কল্পনা-প্রবণ এবং আদর্শবাদী হ'লেও, লিঙ্কনের পর তিনিই বোধহয় সবচেয়ে বড় বাস্তব-পন্থী রাজনৈতিক নেতা। রাজনীতি এবং আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে তিনি ছিলেন নীতিবাদী এবং তাঁর মধ্যেই বোধহয় তাঁর বিধানদাতা পূর্বপুরুষদের মনোভাব নেমে এসেছিল। সেকেলে ভদ্রতাজ্ঞানের সঙ্গে তাঁর মধ্যে ছিল একটা বদমেজাজী যুদ্ধংদেহি ভাব, নীতির প্রতি একান্ত আনুগত্যের সঙ্গে ছিল সেই নীতি রক্ষা করবার জন্য একটা একগুঁয়ে হিংস্র ভাব। তাঁর বক্তৃতাগুলিতে হয়ত ব্রায়ানের সেই স্বাভাবিক গুণ ছিল না, কিংবা রুজভেল্টের স্পষ্ট দৃঢ়তা ছিল না, কিন্তু লিঙ্কনের পর তাঁর মতো আর কারুর বক্তৃতায় এত কাব্যিক সৌন্দর্য আর আকাশচুম্বী বাগ্মিতা দেখা যায়নি। তিনি ছিলেন রাজনীতির ছাত্র, শাসনব্যবস্থার উপর কতকগুলি চমৎকার বই লিখেছিলেন এবং প্রেসিডেণ্টের কাজ, দলীয় ব্যবস্থা ও বিশ্বে যুক্ত-রাষ্ট্রের স্থান সম্পর্কে তাঁর নিজস্ব কতকগুলি সুচিন্তিত মতামত ছিল এবং তিনি এই মতামতগুলিকে কাজে খাটাতে চেয়েছিলেন। মন্ত্রী লেন তাঁর সম্বন্ধে বলে-ছেন, "মনে কোন ময়লা নেই, উদার-হৃদয়, সুদৃঢ় ব্যক্তিত্বশালী কিন্তু নিরুত্তাপ।" তাছাড়াও তিনি ছিলেন চিন্তার দিক থেকে দাম্ভিক, অনমনীয়। বিরুদ্ধতায় ক্রুদ্ধ হয়ে উঠতেন। অপরের সঙ্গে সম্পর্কে তিনি ছিলেন নৈর্ব্যক্তিক, একটা নীতির মতোই তিনি লোককে নিজের দিকে আকর্ষণ করতেন, তাঁর অনুসৃত নীতিতে ব্যক্তিগত মনোভাবকে হস্তক্ষেপ করতে দিতেন না এবং কোন বন্ধু যদি তাঁর উচ্চ আদর্শের সঙ্গে খাপ না খেত, তাকে ক্ষমা করতেন না।

তাঁর জীবনের বেশির ভাগই কেটেছিল শিক্ষা-শিবিরে, প্রিন্‌স্‌টন বিশ্ব-

বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ এবং রাজনীতির অধ্যাপক হিসাবে। ১৯১০-এ নিউ জার্সি'র ডেমক্র্যাট দলের মাতব্বরেরা তাঁকে শিখণ্ডি হিসাবে গভার্নরের পদে দাঁড় করাল। দুবছরের মধ্যেই তিনি মাতব্বরদের হটিয়ে দিয়ে নিউ জার্সিকে রাজনৈতিক পঙ্ক-শয্যা থেকে উদ্ধার ক'রে সেটিকে একটি আদর্শ সাধারণতন্ত্র হিসাবে দাঁড় করালেন। পরবর্তী কালে তিনি তাঁর যে গুণগুলি ব্যবহার করেছিলেন, এই সময়েই তিনি সেগুলির উৎকর্ষ সাধন করেছিলেন; সেগুলি হচ্ছে—তাঁর দুর্ধর্ষ সাহসিকতা অকপট খোলাখুলি ব্যবহার, নিজের নেতৃত্ব সম্বন্ধে অবিচলিত দাবি, রাজনীতিজ্ঞ-দের মাথা ডিঙিয়ে জনসাধারণের কাছে আবেদন, এবং দ্রুত ও নির্মম আক্রমণের কৌশল। নিউ জার্সিতে উইলসনের উল্লেখযোগ্য সাফল্যই তাঁকে জাতীয় নেতৃত্বে প্রতিষ্ঠিত করেছিল, ব্রায়ানের মতো লোকের সহযোগিতা তাঁর সপক্ষে এনে দিয়েছিল, এবং তিনি প্রেসিডেন্ট পদের জন্য মনোনয়ন পেয়েছিলেন। তাঁর সুস্পষ্ট আন্তরিকতা এবং অতুলনীয় বাগ্মিতা রুজভেল্টকে পরাজিত করতে তাঁকে সাহায্য করেছিল।

তাঁর অভিষেক-বক্তৃতায় ছিল একযোগে প্রতিশ্রুতি এবং যুদ্ধংদেহি ভাব। তিনি বলেছিলেন, "জাতি যে ডেমক্র্যাটদের বেছে নিল তার অন্তর্নিহিত অর্থ বুঝতে কারুর ভুল হবার কিছু নেই। জাতির মধ্যে যে মনোভাবের ও পরিকল্পনার পরিবর্তন এসেছে, এই দলের মধ্য দিয়েই সেটি তা প্রকাশ করতে চায়।" তারপর 'নব স্বাধীনতা'র জন্য তিনি কতকগুলি সংস্কার-প্রস্তাব পেশ করলেন, যেগুলি ব্যাপক ও দুঃসাহসিক। তিনি বললেন, "আমরা যেসব পরিবর্তন আনতে চাই, তা তালিকাভুক্ত করা হয়েছে" এবং তিনি উল্লেখ করলেন এমন "এক শুল্কের যার সাহায্যে কয়েকজন লোক নিজেদের স্বার্থরক্ষায় সরকারকে সহজেই ব্যবহার করতে পারছে"; এমন এক ব্যাঙ্ক ও মুদ্রা ব্যবস্থার যাতে "ঋণ দেওয়া কমিয়ে টাকাকে কয়েকটি হাতে কেন্দ্রীভূত করছে"; এমন এক ব্যবসায়িক ব্যবস্থার যা "শ্রমিকদের স্বাধীনতা ও সুযোগকে সীমাবদ্ধ ক'রে রেখেছে" এবং এমন এক অকর্মন্য কৃষি-ব্যবস্থার যাতে প্রাকৃতিক সম্পদগুলি মাত্র কয়েকজনের কাজে লাগছে। প্রত্যক্ষভাবে সরকারকে "মানব সাধারণের কাজে লাগান হবে";—যাতে শিশু, নারী এবং বঞ্চিত-দের স্বার্থ সুরক্ষিত হয়।

সুনিশ্চিতভাবে এবং তৎপরতার সঙ্গে এইসব দিকে সংস্কার আনা হবে। এই সংস্কারকার্য একটি "বিজ্ঞানসম্মত নিরুত্তাপ প্রণালী" নয়।

"সমগ্র জাতি বিচলিত হয়ে রয়েছে, বিচলিত হয়েছে একটা গভীর ·দিয়েছে।সে যে অন্যায় তাদের সহ্য করতে হয়েছে, যে আদর্শ তাদের নষ্ট হয়ে গেছে,

যে সরকার বারবার অসাধু হয়েছে, মন্দ লোকেদের হাতের যন্ত্র হয়েছে তার জন্যে তাদের দুঃখ। যে মনোভাব নিয়ে আমরা এই ন্যায় ও সুযোগের নতুন যুগে প্রবেশ করতে যাচ্ছি তা আমাদের সকলের হৃদয়তন্ত্রীতে এসে আঘাত করবে এমন মধুর বাতাসের মতো, যা আসছে ঈশ্বরের কাছ থেকে, যেখানে বিচার ও করুণা ওতঃপ্রোতভাবে জড়িত এবং বিচারক আমাদের ভাই। আমরা জানি আমাদের কর্তব্য শুধু রাজনীতির নয়, সে-কর্তব্য আমাদের হৃদয়ের অন্তঃস্থল পর্যন্ত অনুসন্ধান ক'রে দেখবে......"

কাজের নতুন স্বাধীনতা। এগুলি বিরাট আদর্শ, বাগ্মিতার সঙ্গে উচ্চারিত; কলেজের যে-অধ্যাপককে অত্যাশ্চর্য ভাবে প্রেসিডেন্টের আসনে বসান হয়েছে তিনি কি এইসব আদর্শকে বাস্তব আইনে পরিণত করতে পারবেন? তিনি অবিলম্বেই প্রমাণ করলেন যে তিনি তা করতে চান। কংগ্রেসের বিশেষ অধিবেশন ডাকা হ'ল এবং একটি আধুনাবিস্মৃত রীতির পুনরুদ্ধার ক'রে উইলসন সেখানে স্বয়ং উপস্থিত হয়ে বক্তৃতা দিলেন। তিনি বললেন, "শুল্কহার বদলাতে হবে। বিশেষ সুযোগের গন্ধ আছে এমন সব ব্যবস্থাই আমরা বাতিল করব।" এটা ছিল একটা বিপজ্জনক প্রশ্ন। গৃহযুদ্ধের পর থেকে এই শুল্কের রক্ষাকবচ ব্যবস্থার কোন পরিবর্তন হয়নি। রক্ষামূলক মনোভাবসম্পন্নদের ক্লেভল্যান্ড যৎসামান্য পরিবর্তনে রাজী করিয়েছিলেন এবং বুদ্ধিমান রুজভেল্ট ব্যাপারটিকে সম্পূর্ণ ভাবে এড়িয়ে চলেছিলেন। এ্যালাবামার আন্ডারউড ও টেনেসির হাল আইনের খসড়া প্রস্তাব তৈরি ক'রে রেখেছিলেন এবং সরকারী সহযোগিতায় হাউস অব রিপ্রেজেনটেটিভস সহজেই সেটি গ্রহণ করল। বিলটি যখন এল তখন লবিতে হিংস্র গুঞ্জন শোনা যেতে লাগল এবং প্রত্যক্ষদর্শীরা ১৮৯৪-এর হাস্যোদ্দীপক অবস্থার পুনরাবৃত্তি আশঙ্কা করতে লাগল। তারপর একটি খোলা চিঠিতে উইলসন এই সব লবির লোকদের বিরুদ্ধে দৃঢ় ভাবে লিখলেন, "ব্যাপারটা দেশের পক্ষে গুরুতর। আইনসভার আশেপাশের ঘরগুলিতে ভীড় করবার প্রয়োজন নেই, সেখানে অনেক চতুর ব্যক্তি নিজেদের স্বার্থের জন্য জনস্বার্থকে চাপা দিয়ে একটা অপ্রাকৃত মতামত সৃষ্টি করবার চেষ্টা করে।" এই ধমকানিতে কাজ হয়েছিল এবং কার্যভার নেবার ছমাস পরে তিনি এমন একটি শুল্ক-বিলে সই করেছিলেন যাতে পঞ্চাশ বছরের মধ্যে শুল্কের প্রথম নিম্নগতির ব্যবস্থা ক'রে প্রাক-নির্বাচন প্রতিশ্রুতির মর্যাদা রক্ষা করা হয়েছিল।

এইবার দেশের লোক উঠে ব'সে ব্যাপারটা লক্ষ্য করল। এই এক কর্মকর্তা এসেছেন যিনি যা বলেন তা অন্তর থেকেই বলেন এবং যা প্রস্তাব করেন, কাজেও তাই করেন। উইলসন তাঁর দলকে বিশ্রামের অবসর দিলেন না। যখন কংগ্রেস

শুল্ক ব্যবস্থার কর্মসূচি নিয়ে ব্যস্ত ছিল তখনই তিনি সেটিকে মনে করিয়ে দিলেন তিনি অভিষেক-ভাষণে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন যে সংস্কার করা হবে সেই "ব্যাংক আর মুদ্রা প্রথার যা পঞ্চাশ বছর আগেকার তারিখে ঋণপত্র বিক্রয়ের প্রয়োজনীয়তার উপর প্রতিষ্ঠিত এবং যার কাজ ঋণদান ব্যাহত করা এবং টাকা কয়েকটি হাতে কেন্দ্রীভূত করা।" শুল্কের প্রশ্নের মতো এ-প্রশ্নেও যথেষ্ট বিস্ফোরণের সম্ভাবনা ছিল। অনমনীয় ঋণদান ও আর্থিক ব্যবস্থায় দেশ বহুদিন বহু দুঃখ ভোগ করেছে, সুতরাং তাঁর এই রোগনির্ণয় সকলেই মেনে নিল, কিন্তু তার দাওয়াই মানতে চাইল খুব কম ব্যক্তিই। রুজভেল্টের শাসনের সময় একটা কাজ-চালানো আইন তৈরি করা হয়েছিল যাতে জাতীয় ব্যাংকগুলিকে বিপদকালীন মুদ্রা প্রস্তুতের অধিকার দেওয়া হয়েছিল এবং একটি অর্থ-কমিশন অন্যান্য দেশের ব্যাংক প্রথা সম্পর্কে বিবরণ পেশ করেছিল। কিন্তু ব্যাংক-প্রথার আমূল পরিবর্তন অনেকদিন থেকেই প্রয়োজন হয়ে পড়েছিল। ব্যাংকের লোকেরা এমন একটা আইন বার করবার চেষ্টা করতে লাগল যাতে তাদের ক্ষমতা বজায় থাকে; ব্রায়ান অনেকদিন থেকে এই অর্থ সংক্রান্ত প্রশ্নকে গুরুত্ব দিয়ে আসছিলেন, ঋণের প্রশ্ন যে সরকারী নিয়ন্ত্রণাধীনে থাকবে এবিষয়ে তিনি স্থিরনিশ্চয় হলেন। যদিও উইলসন ব্যাংক ব্যবস্থার খুঁটিনাটি সম্পর্কে কিছুই জানতেন না, কিন্তু বৃথাই তিনি যুক্তরাষ্ট্রের প্রথম ও দ্বিতীয় ব্যাংকের ইতিহাস এবং পরবর্তী কালের স্বাধীন অর্থকোষ ব্যবস্থা সম্পর্কে পরীক্ষা-নিরীক্ষার বিষয় পড়াশুনা করেন নি; তিনি ব্রায়ানকে সমর্থন করলেন। তিনি বললেন, 'নিয়ন্ত্রণ হ'তে হবে সাধারণের ব্যক্তিগত নয়, তা সম্পূর্ণ-ভাবে সরকারের হাতে থাকবে, যাতে ব্যবসা-বাণিজ্যের এবং ব্যক্তিগত প্রচেষ্টার নিয়ন্ত্রণকর্তা না হয়ে, ব্যাংকগুলি সেগুলির সেবক হ'তে পারে।" বহু বিতর্কের পর যে "ফেডারাল রিজার্ভ এ্যাক্ট" গৃহীত হ'ল তা এইসব প্রয়োজন মিটিয়েছিল। এতে ব্যাংক ব্যবস্থাকে ছড়িয়ে দিয়েছিল, যাতে বহুদিনবঞ্চিত দক্ষিণ ও পশ্চিম অঞ্চল ব্যাংকের সুযোগ সুবিধা পেয়েছিল এবং ফেডারাল রিজার্ভ নোট-এর সাহায্যে সরকারী নিয়ন্ত্রণাধীনে নমনীয় অর্থব্যবস্থা হয়েছিল। ঠিক সময়েই এই ব্যবস্থার প্রবর্তন হয়েছিল, কারণ এটি না হ'লে সরকার বিশ্বযুদ্ধের বিপদ কাটিয়ে উঠতে পারত না।

নতুন শাসনব্যবস্থার তৃতীয় আইন সৃষ্টির সাফল্য হ'ল ট্রাস্টগুলির নিয়ন্ত্রণ শারম্যান আইন বড় বড় ব্যবসায়িক সংযুক্তির চেয়ে শ্রমিকদের উপরই বেশী হয়েছিল এবং তৎকালীন অনুসন্ধানের ফলে জানা গিয়েছিল যে ব্যবসা, এবং ব্যাঙ্কিং-এর ক্ষেত্রে নিয়ন্ত্রণ কেন্দ্রীভূত করবার প্রচেষ্টা প্রবল ভাবে চলছে। আর ব্যাঙ্ক সংক্রান্ত আইনের ব্যবস্থা হয়ে যাবার পরই উইলসন তাঁর নির্বাচনকালীন

অন্যান্য প্রতিশ্রুতিগুলি পালন করবার জন্য উন্মুখ হয়ে উঠলেন। ১৯১৪-র ক্লেটন এ্যান্টিট্রাস্ট আইন কতকগুলি অসৎ উপায়ের বিবরণ দিয়ে একচেটিয়া কারবার তৈরি হয় এমন ভাবে মূল্য নিয়ন্ত্রণ এবং সমপরিচালক ব্যবস্থায় ব্যবসাগুলির সংযুক্তিকরণ বারণ করল। ট্রাস্টসংক্রান্ত আইনভঙ্গের জন্য পরিচালকদের ব্যক্তিগতভাবে দায়ী করার নির্দেশ দেওয়া হ'ল। সেই সময়েই ব্যবসাগুলি কেমন চলছে সেসম্পর্কে অনুসন্ধান করবার জন্য, অসৎ উপায় অবলম্বন সম্পর্কে অভিযোগ শোনবার জন্য এবং জরুরী আদেশ পাঠিয়ে বিপজ্জনক ব্যবস্থা বন্ধ করবার জন্য একটি যুক্ত-রাষ্ট্রীয় ব্যবসা কমিসন নিযুক্ত করা হ'ল।

কৃষক ও শ্রমিকদের কথাও ভুলে যাওয়া হয়নি। একটি যুক্তরাষ্ট্রীয় ক্ষেতখামারকে ঋণদান আইনের সাহায্যে অল্পসুদে ঋণ পাওয়া কৃষকদের পক্ষে সহজ ক'রে তোলা হ'ল এবং একটি গুদম আইনের সাহায্যে প্রধান শস্যের মজুতের উপর ঋণ দানের নির্দেশের সাহায্যে পপুলিস্টদের পুরনো উপঅর্থকোষ কার্যকরী করা হয়েছিল। ক্লেটন এ্যান্টিট্রাস্ট আইনের একটি নির্দেশ অনুসারে এই আইনের আওতা থেকে শ্রমিকদের বাদ দেওয়া হয়েছিল এবং শ্রমিক-বিরোধে চরম পত্র দান বারণ করা হয়েছিল—যদিও আদালত এ-নির্দেশ মেনে নেয়নি। শিশুদের কাজে লাগান বারণ ক'রে কংগ্রেস দুটি আইন তৈরি করল, কিন্তু আদালত সেগুলিকে বাতিল ক'রে দিল। বহুদিন থেকে নাবিকরা যে অত্যাচার সহ্য ক'রে আসছিল ১৯১৫ সালের লা ফলেট নাবিক আইন তা থেকে তাদের পরিত্রাণ করল এবং পরবৎসর এ্যাডামসন আইন রেলপথ-শ্রমিকদের জন্য দিনে আটঘণ্টা শ্রমের নির্দেশ দিল।

এইভাবে তিন বছরে উইলসন যতগুলি প্রয়োজনীয় আইন পাশ করালেন, লিংকনের পর আর কোন প্রেসিডেণ্টের আমলে তত হয়নি। কংগ্রেসের উপর কর্ম-কর্তার এবং দলের উপর প্রেসিডেণ্টের কর্তৃত্বের প্রচুর সম্ভাবনা তিনি দেখিয়ে দিলেন। তিনি একথা প্রমাণ করলেন যে বিপদের সময়েও গণতন্ত্র দ্রুতভাবে এবং কার্যকরী ভাবে সফল হ'তে পারে।

ডেমক্র্যাটদের পররাষ্ট্রনীতি। স্বরাষ্ট্রের মতোই উইলসনের পররাষ্ট্রনীতিও তাঁর পূর্ববর্তীদের থেকে ভিন্ন ছিল। বৈদেশিক ব্যাপারে রুজভেল্ট হাসিমুখে মোটা লাটি নিয়ে ঘুরতেন, ট্যাফ্‌ট প্রশ্রয় দিয়েছিলেন "ডলার কূটনীতি"-কে। এই নীতি-গুলি অবশ্য বৃহৎ বিশ্বের ঘটনাবলীতে যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিপত্তি বাড়িয়ে দিয়েছিল, কিন্তু তার ফলে লাটিন আমেরিকার জাতিগুলিকে শত্রুভাবাপন্ন ক'রে তোলা হয়েছিল এবং যেসব কূটনৈতিক এবং ব্যবসায়িক ব্যাপারে আমাদের কোন স্বার্থ জড়িত ছিল না, অনর্থক সেগুলিতে আমাদের জড়িয়ে পড়তে হয়েছিল। এইদিকে উইলসনের

প্রথম কাজ হ'ল ব্যাঙ্ক থেকে চীনকে ধার দেবার প্রস্তাব বাতিল ক'রে দেওয়া। এর কারণ তিনি দেখালেন যে তিনি "এই ঋণের সর্তগুলি ও এই ঋণের দায়িত্ব নেওয়ার ব্যাপারটা অনুমোদন করেন না।" সেই সপ্তাহেই তিনি লাটিন আমেরিকার সাধারণ-তন্ত্রগুলির বন্ধুত্ব ও বিশ্বাস অর্জনের জন্য তাঁর শুভ উদ্দেশ্যের ঘোষণা করলেন এবং তার কিছুদিন পরেই মোবাইল-এ তাঁর বক্তৃতায় ডলার-কূটনীতির বিরুদ্ধে বললেন এবং প্রতিশ্রুতি দিলেন যে যুক্তরাষ্ট্র আর কখনই অপরের কোন অঞ্চল জয় করতে চাইবে না। অবস্থাচক্রে যুক্তরাষ্ট্রকে ক্যারিবিয়ান এবং মধ্য আমেরিকার কয়েকটি সাধারণতন্ত্রের ব্যাপারে জড়িয়ে পড়তে হয়েছিল, কিন্তু তাঁর সমগ্র রাজত্বকালের মধ্যে উইলসন সাহায্যের অজুহাতে কোথাও সুযোগ সুবিধা আদায় ক'রে নিতে অস্বীকার করেছিলেন।

মেক্সিকোর ব্যাপারে উইলসনের এই নীতি চালানর অসুবিধা প্রত্যক্ষ হয়ে উঠেছিল। প'য়ত্রিশ বছর ধ'রে সেই হতভাগ্য দেশ পোরফিরিয়ো দিয়াজ-এর স্বৈরশাসনের অধীনে আর্তনাদ করছিল। তিনি তাঁর দেশবাসীদের একপ্রকার দাসত্বের মধ্যে ফেলে দেশের সম্পদ বিদেশী খনি ও ব্যবসা প্রতিষ্ঠানগুলির কাছে বিক্রি করছিলেন। ১৯১১-তে মধ্যবিত্তশ্রেণী এবং এই দাসশ্রেণী বিদ্রোহ ঘোষণা করল, দিয়াজকে তাড়িয়ে দিল এবং ফ্রাঁসিস্কো মাদেরো নামে একজন উদারপন্থী ব্যক্তিকে প্রেসিডেন্টের আসনে বসাল। মনে হ'ল মেক্সিকোর গগনে নতুন প্রভাতের উদয় হ'ল বুঝি, কিন্তু দুবছরের মধ্যে ভিক্তোরিয়ানো হুয়ের্তার নেতৃত্বে আর একটি বিপ্লব মাদেরোকে স্থানচ্যুত ও হত্যা করল। পেট্রোল, রেলপথ, খনি এবং জমির বিদেশী মালিকেরা দিয়াজ-যুগের সুদিন ফিরে এসেছে মনে ক'রে হর্ষোৎফুল্ল হ'য়ে উঠল এবং বেশির ভাগ বিদেশী শক্তি নতুন প্রেসিডেন্টকে স্বাগত জানাতে ছুটে এল। কিন্তু উইলসন বিরত থাকলেন। তিনি একথা অনুভব করলেন যে হুয়ের্তাকে স্বীকার ক'রে নেওয়া মানেই হত্যাকে স্বীকার ক'রে নেওয়া এবং আমেরিকার স্বার্থান্বেষী ব্যবসায়ীদের অনুরোধেও তিনি কর্ণপাত করলেন না। পরে যে বৃহত্তর সংকটে তাঁকে অংশগ্রহণ করতে হবে তারই যেন উপলব্ধিতে তিনি বললেন, "আমাদের মনে হয় ন্যায়সঙ্গত শাসনব্যবস্থা শাসিতের সম্মতির উপরেই প্রতিষ্ঠিত এবং আইন ও জনগণের বিবেকের উপর শৃংখলা প্রতিষ্ঠিত না হ'লে ব্যক্তিস্বাধীনতা আসতে পারে না।" এইভাবে নৈতিক প্রশ্নের সমর্থনের প্রশ্নের উপর ভিত্তি স্থাপন করায় তা চিরা-চরিত রীতি-বহির্ভূত ব'লে বহু সমালোচনার সম্মুখীন হয়েছিল। জার্মানির সম্রাট যেমন বলেছিলেন, "নৈতিক প্রশ্ন খুব ভাল জিনিষ; কিন্তু লাভের অংশের কি হবে?" কিন্তু উইলসন বুঝতে পেরেছিলেন, যেমন পেরেছিলেন ফ্রাঙ্কলিন ডি. রুজভেল্ট এক পুরুষ পরে, অরাজকতাকে কিংবা হিংসাত্মক কাজকে প্রশ্রয় দিলে

কি সাংঘাতিক ভাবে বিপজ্জনক তার ফল হয়।

উইলসন শুধু যে এই হত্যাকারী হুয়ের্তাকে স্বীকার ক'রে নিলেন না তাই নয়, তিনি ব্রিটেনকে এবিষয়ে নিজের পক্ষে নিয়ে এলেন—সে-সহযোগিতা পাবার জন্য তাঁকে পানামা খালের শুল্কের প্রশ্নে কিছুটা সুবিধা দিতে হয়েছিল। মেক্সিকোর সঙ্গে সম্পর্ক অবশ্য ক্রমে আরও খারাপ হ'ল এবং হুয়ের্তা যখন তাম্পিকোতে কয়েকজন আমেরিকান নাবিককে গ্রেপ্তার করল, উইলসন অবিলম্বে ভেরা ক্রুজ-এ নাবিকসৈন্যদল নামিয়ে দিলেন। যুদ্ধ অবধারিত ব'লে মনে হ'ল, কিন্তু অবস্থাকে হাতের বাইরে যেতে দেবার ইচ্ছা উইলসনের ছিল না এবং তিনি যে মেক্সিকোর লোকেদের সঙ্গে বন্ধুত্ব করতে চাইছেন, কিন্তু মেক্সিকোর সরকারকে হটাতে চাইছেন—এই দুটি প্রশ্নের তফাৎ দেখিয়ে স্বদেশে জনসাধারণের যুদ্ধমনোভবকে ঠাণ্ডা করলেন এবং হুয়ের্তাকে একটা অসহনীয় অবস্থার মধ্যে নিয়ে গেলেন। তারপর তিনি লাটিন আমেরিকার লোকেদের সমকক্ষ মনে করার নীতি প্রমাণ করতে মেক্সিকোর সঙ্গে বিবাদের একটা নিস্পত্তির জন্য আর্জেন্টিনা, চিলি ও ব্রেজিলের সাহায্য চাইলেন। এরা যখন যুক্তরাষ্ট্রের সপক্ষে গেল, হুয়ের্তা দেশ থেকে পালিয়ে গেল, এবং সংবিধানপন্থীদের নেতা কারাঞ্জা ক্ষমতায় প্রতিষ্ঠিত হলেন। তার পরেও হাঙ্গামা চলতে লাগল এবং মেক্সিকোর ডাকাত দলের সর্দার প্যানচো ভিলা যখন নিউ মেক্সিকোতে কলাম্বাস আক্রমণ করল উইলসন জেনারল পার্সিং-এর অধীনে এক সৈন্যদল পাঠিয়ে দিলেন তাকে শাস্তি দিতে। কারাঞ্জা এই অভিযানে ক্রোধ প্রকাশ করলেন এবং আমেরিকার চণ্ডিনপন্থীরা যুদ্ধ চাইতে লাগল। কিন্তু শান্তি বজায় রইল এবং মেক্সিকোকে তার মুক্তির ব্যবস্থা করতে অনুমতি দেওয়া হ'ল। উইলসনের এই "চোখ খুলে রেখে অপেক্ষা করা'র নীতিকে গয়ংগচ্ছতা ব'লে অনেকেই আক্রমণ করেছে, কিন্তু তাঁর এই নীতির সাহায্যে তিনি একযোগে মেক্সিকোকে সাহায্য এবং লাটিন আমেরিকায় সাধারণতন্ত্রগুলির বিশ্বাস অর্জন করেছিলেন।

আরও দুটি ক্ষেত্রে উইলসনের শাসন প্রমাণ করেছিল যে সেটির শান্তিরক্ষার ও সন্ধিচুক্তির পবিত্রতা রক্ষার দিকে আগ্রহ ছিল। রাষ্ট্র দপ্তরের তৎকালীন প্রধান ব্রায়ান সমস্ত আন্তর্জাতিক বিবাদের সালিসি নিস্পত্তিতে বিশ্বাসী ছিলেন এবং উইলসনের অনুমোদন পেয়ে বিদেশী শক্তিগুলির সঙ্গে "ঠাণ্ডা থাকার" চুক্তি সম্পাদন করলেন। এই সব চুক্তি অনুসারে সমস্ত প্রশ্নের, এমনকি জাতীয় সম্মানের প্রশ্নগুলিরও শান্তিপূর্ণ সালিসির দ্বারা মীমাংশার ব্যবস্থা রইল এবং এক বছর সর্বপ্রকার যুদ্ধসজ্জা বর্জনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হ'ল। কথাবার্তা চলেছিল ত্রিশটি এই ধরনের চুক্তির, বাইশটি কার্যকরী হয়েছিল; জার্মানি একটিও মেনে নিতে রাজী

হ'ল না। জাপান ইতিমধ্যে নির্বিচারে সেই বর্বরতার নীতি চালিয়ে যাচ্ছিল যা তাকে শেষ পর্যন্ত যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে যুদ্ধে লিপ্ত করেছিল। ১৯১৫-তে জাপান যখন চীনের কাছে তার সেই নিন্দনীয় "একুশটি দাবি" পেশ করল, রাষ্ট্র বিভাগ তখন এই ব'লে তার প্রতিবাদ করল যে এতে 'মুক্ত দ্বার' নীতি এবং আন্তর্জাতিক নীতি ভঙ্গ করা হয়েছে।

বিশ্বযুদ্ধ ও নিরপেক্ষতা। কিন্তু আমেরিকার শান্তিভঙ্গের সবচেয়ে বেশী বিপদ এল ইউরোপের কাছ থেকে। ২৮শে জুন সার্বিয়ার এক দেশপ্রেমিক এমন এক বন্দুক ছুড়ল যার শব্দ পৃথিবীর সর্বত্র প্রতিধ্বনিত হ'তে লাগল; পাঁচ সপ্তাহের মধ্যে সমগ্র ইউরোপ আধুনিক যুগের বৃহত্তম যুদ্ধে লিপ্ত হয়ে পড়ল। আমেরিকা প্রথমে বিশ্বাস করতে পারল না এবং বিস্ময়ে বিমূঢ় হয়ে গেল। যখন শেষ পর্যন্ত প্রেসিডেন্ট উইলসন আমেরিকার নিরপেক্ষ নীতি ঘোষণা করলেন, তিনি একতাবদ্ধ জাতির প্রতিনিধি হিসাবেই কথা বলেছিলেন; তিনি যখন চিন্তায় ও কার্যক্ষেত্রে নিরপেক্ষ থাকবার উপদেশ দিয়েছিলেন, তিনি সংখ্যাধিক আমেরিকানদের মনোভাবকেই ব্যক্ত করেছিলেন।

তবু ১৯৩৯-এর মতোই আমেরিকানরা ১৯১৪-র যুদ্ধে চিন্তায় কিংবা সরকারী নীতিতে উদাসীন থাকতে পারেনি এবং শেষ পর্যন্ত নিরপেক্ষতা রক্ষা করা অসম্ভব হয়েছিল। গোড়া থেকে আমেরিকানদের বেশির ভাগ লোকের মনোভাব প্রবল ভাবে যুদ্ধের পক্ষ অবলম্বন করেছিল এবং বেশির ভাগ লোক চাইছিল যে ইংল্যান্ড, ফ্রান্স এবং বেলজিয়াম জিতুক। ব্রিটিশদের সঙ্গে ছিল সংস্কৃতি, ঐতিহ্য একই রীতিনীতি এবং মনোভাবের শতশত বন্ধন; আমেরিকার বিপ্লবের সময় ফরাসী সহায়তার স্মৃতি এবং ফ্রান্স ও বেলজিয়ামের লোকেদের বীরত্বপূর্ণ প্রতিরোধের জন্য শ্রদ্ধা তা থেকে এমন কিছু কম ছিল না। জনসংখ্যার সামান্য অংশ মধ্য ইউরোপের প্রতি সহানুভূতিশীল ছিল, যথা জার্মান-আমেরিকানরা রক্তের টানে এবং আইরিশ-আমেরিকানরা ব্রিটেনের প্রতি বিদ্বেষে। প্রশান্ত মহাসাগরে, চীনে এবং ক্যারিবিয়ানে জার্মানদের নীতি, জার্মান সামরিক দলের বর্বরতা এবং জার্মান রাজনীতিজ্ঞ ও চিন্তাশীল লোকেদের দাম্ভিকতা যুদ্ধের বহু পূর্ব থেকেই আমেরিকানদের মধ্যে জার্মানবিরোধী মনোভাব এনেছিল এবং অকারণে বেলজিয়ামকে আক্রমণের জন্য জার্মানদের সম্পর্কে তাদের সন্দেহ দৃঢ়তর হয়েছিল। একথাও স্পষ্ট বোঝা গিয়েছিল যে সমাজে ও রাষ্ট্রে জার্মানরা স্বৈরতন্ত্রে বিশ্বাসী এবং তারা যদি ইউরোপে প্রভুত্ব বিস্তার করতে পারে, অবিলম্বে বা বিলম্বে, গণতান্ত্রিক আমেরিকার সঙ্গে তাদের সংঘর্ষ অবশ্যম্ভাবী।

মিত্ররাষ্ট্রগুলির প্রতি এবং জার্মানরা জিতলে তার ফলাফল সম্পর্কে ভয়—এই দুটি কারণই শেষ পর্যন্ত আমেরিকার মতিগতি স্থির ক'রে দিল। তাছাড়া এইসব হৃদয়বৃত্তিক ও রাজনৈতিক কারণের সঙ্গে একটা অর্থনৈতিক দিকও ছিল। আমেরিকানরা ব্রিটেন আর ফ্রান্সকে অনেক টাকা ধার দিয়েছিল। এই দুটি দেশের যুদ্ধের প্রয়োজনের সঙ্গে আমেরিকার ব্যবসা নিজেকে খাপ খাইয়ে নিল; ব্যবসায়ীরা প্রচুর পরিমাণে কামান, বন্দুক, গুলি, গোলা এবং বোমা প্রভৃতিতে লাভ করতে লাগল। আমেরিকার ব্যাংকগুলিই মিত্রশক্তিগুলির জন্য এই-সব দ্রব্য কিনতে লাগল, মিত্রশক্তিদের জন্য ঋণপত্র ছাড়ল এবং মিত্রশক্তিগুলির জন্য আমেরিকার ঋণের ব্যবস্থা ক'রে দিল। মন্দা থেকে গা ঝাড়া দিয়ে উঠে আমেরিকার কৃষিজাত তুলো আর গম এবং মাংস সহজে লাভজনক বাজার পেল ইংল্যান্ড আর ফ্রান্সে। এই সময় মধ্য ইউরোপের শক্তিগুলির সঙ্গে কারবার এক প্রকার ছিল না বললেই চলে এবং ব্রিটেন দ্বারা জলপথ অবরোধের জন্য নিরপেক্ষ জাতিগুলির সঙ্গে বাণিজ্যও নিয়ন্ত্রিত হয়েছিল।

কিন্তু এই সব অর্থনৈতিক কারণই উইলসন এবং আমেরিকার লোকদের যুদ্ধে যোগ দেবার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করায়নি, তার আসল কারণ ছিল জার্মানদের "বিভীষিকা"র নীতি। সাবমেরিন দিয়ে বহু বেসামরিক জাহাজ তারা ডুবিয়েছিল এবং যাত্রী ও নাবিকদের প্রাণরক্ষা করেনি। যখন ১৯১৫-তে ব্রিটিশ জাহাজ লুসি-ট্যানিয়া-কে সমুদ্রগর্ভে তলিয়ে দেওয়া হ'ল এবং একশ আটাশ জন আমেরিকান সমেত এগার শ' লোক মরল, সমগ্র দেশের উপর দিয়ে একটা ভয় আর রাগের ঝড় বয়ে গেল। জার্মানি অবশ্য তার কাজকর্মে সাবধান হবার প্রতিশ্রুতি দিল এবং উইলসন তাঁর দেশকে সামলে রাখলেন কিন্তু আমেরিকার যে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হওয়া প্রয়োজন একথায় যারা বিশ্বাস করত, তাদের সংখ্যা ও দৃঢ় প্রতিজ্ঞা বাড়ছিল। ইতিমধ্যে উইলসন বুঝতে পারলেন যে আমেরিকাকে যুদ্ধ থেকে দূরে রাখার এক-মাত্র উপায় হ'ল যুদ্ধটিকেই শেষ ক'রে দেওয়া। সমগ্র ১৯১৬ খৃষ্টাব্দ ধ'রে তিনি যুদ্ধমান দুই পক্ষকেই বলাতে চেষ্টা করতে লাগলেন তাদের যুদ্ধের আসল উদ্দেশ্য কি, যাতে যুদ্ধোত্তর জগতের পুনর্গঠন সকল জাতির পক্ষেই সহজসাধ্য হয়ে উঠতে পারে।

১৯১৬-র প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে উইলসন সফল হলেন এই কারণে যে তিনি আমাদের যুদ্ধের বাইরে রেখেছিলেন। কিন্তু ভবিষ্যতের জন্য কোন প্রতি-শ্রুতি দেননি, বলেননি যে তিনি "যেকোন মূল্যে শান্তি" কিনবেন। বরং ১৯১৬-র জানুয়ারি মাসে তিনি যে সাবধানতার বাণী প্রচার করেছিলেন, তা জার্মানির সামরিক কর্তৃপক্ষের কানে গেলে ভাল হ'ত :

আমি জানি আমি যাতে আপনাদের যুদ্ধের বাইরে রাখতে পারি তার জন্য আপনারা আমার উপর নির্ভর ক'রে আছেন। এপর্যন্ত আমি তা করতে সমর্থ হয়েছি এবং কথা দিচ্ছি যে ঈশ্বর সহায় হ'লে সম্ভবতঃ ভবিষ্যতেও পারব। কিন্তু আপনারা আমার কাঁধে আর একটি দায়িত্ব চাপিয়েছেন, যাতে যুক্তরাষ্ট্রের সম্মানে কোন কলঙ্কের দাগ না পড়ে সেদিকেও আমাকে লক্ষ্য রাখতে বলা হয়েছে; কিন্তু সে-ব্যাপারটি আমার হাতের বাইরে, অপরে কি করছে তার উপরেই সেটি নির্ভর করে, যুক্তরাষ্ট্রের সরকার কি করছে তার উপর তা নির্ভর করে না।

ছমাসের মধ্যে ইংল্যাণ্ডকে শুকিয়ে মারতে পারবে এবং সেসময়ের মধ্যে আমেরিকার সাহায্য ইংল্যাণ্ডের কাছে পৌঁছতে পারবে না ভেবে ১৯১৭-র গোড়ার দিকে জার্মানি ঘোষণা করল যে এবার তারা নির্বিচারে সাবমেরিন যুদ্ধ চালাবে। এক সপ্তাহের মধ্যে আটটি আমেরিকান জাহাজ জলের তলায় তলিয়ে গেল এবং যুক্তরাষ্ট্রকে যে মেক্সিকো ও জাপানের সঙ্গে যুদ্ধে লিপ্ত করিয়ে দেবার ষড়যন্ত্র করা হচ্ছে এ-সংবাদে জাতি ক্ষিপ্ত হয়ে উঠল। সম্মান ও শান্তি রক্ষা করা অসম্ভব ও পরস্পরবিরোধী হয়ে উঠল এবং দোসরা এপ্রিল উইলসন কংগ্রেসের অধিবেশনে উপস্থিত হয়ে যুদ্ধ ঘোষণার জন্য অনুরোধ করলেন :

সবচেয়ে বিপজ্জনক এবং সর্বনেশে যুদ্ধের মধ্যে জাতিকে টেনে নিয়ে যাওয়া খুব ভয়ের কথা, সভ্যতা টিকবে কিনা সেবিষয়েই সন্দেহ উঠেছে। কিন্তু ন্যায় হচ্ছে শক্তির চেয়ে মূল্যবান এবং যে জিনিসগুলিকে আমরা এতদিন ভালবেসে এসেছি সেগুলির জন্য আমরা যুদ্ধ করব; যুদ্ধ করব যাতে গণতন্ত্র রক্ষা পায়, যারা কর্তৃত্ব মেনে নেয় শাসন ব্যাপারে তাদের যাতে অধিকার থাকে, ছোট ছোট জাতিগুলি যেন তাদের স্বাধীনতা আর অধিকার ভোগ করতে পারে, যাতে সমস্ত স্বাধীন জাতির সমবেত চেষ্টায় এমন এক ন্যায়ের রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হয় যা সকল দেশের জন্যই শান্তি ও নিরাপত্তা বহন ক'রে আনবে এবং সমগ্র বিশ্বকেই শেষ পর্যন্ত স্বাধীন করবে। সেই কাজে আমরা আমাদের ধন, প্রাণ, আমাদের সর্বস্ব নিয়োগ করব এই গর্ব নিয়ে যে সেই শুভলগ্ন এসেছে যখন যে-নীতিগুলি তাকে জন্ম দিয়েছিল এবং যে সুখ ও শান্তিকে সে এতদিন মূল্যবান মনে ক'রে এসেছে, সেগুলি রক্ষা করবার জন্য আমেরিকা তার শোনিত ও শক্তি ব্যয় করবার অধিকার লাভ করতে চলেছে। ঈশ্বর সহায় হ'লে, সে এ-কাজে সফল হবে।

১৯১৭-র ৬ই এপ্রিল গুডফ্রাইডের শুভদিনে আমেরিকা যুদ্ধে অবতীর্ণ হ'ল।

যুদ্ধ। "শক্তি, চরম শক্তি, অপরিমিত শক্তি।" প্রেসিডেন্ট উইলসন প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন এবং জাতি সে-প্রতিশ্রুতি পালন করবার জন্য দ্রুত অগ্রসর হয়েছিল। ইতিপূর্বে আর কোন যুদ্ধে সরকার এত বেশী দক্ষতা ও বুদ্ধিমত্তা দেখায়নি, ইতি-পূর্বে আর কখনও আমেরিকান জাতি এমন কার্যকরী ভাবে সেই উদ্যম, বুদ্ধি এবং উদ্ভাবনী প্রতিভা দেখায়নি, যার জন্য সেটি প্রসিদ্ধ। যুদ্ধ-প্রচেষ্টার সমস্ত দিক নিয়ন্ত্রিত ক'রে, দেশে ও বিদেশে সাহসকে জীবিত রেখে এবং যে-উদ্দেশ্যে যুদ্ধে নামা হয়েছে তা সর্বদা চিত্তে জাগরূক রেখে উড্রো উইলসন প্রমাণ করলেন যে তিনি সর্বশ্রেষ্ট যুদ্ধকালীন প্রেসিডেন্ট। সমরসচিব নিউটন ডি. বেকার, অর্থসচিব ম্যাক-এ্যাডু এবং যুদ্ধসংক্রান্ত ব্যবসায় সমিতির প্রধান বার্নার্ড বারুচ তাঁকে দক্ষতার সংগে সাহায্য করেছিলেন। আগেকার যেকোন যুদ্ধের চেয়ে সরকারকে বেশী চরম সব ব্যবস্থা অবলম্বন করতে হয়েছিল, এবং সেটি তা ক্ষীপ্রতা এবং উদ্যমের সংগে করেছিল। সেটি শিল্প, শ্রম এবং কৃষির উপর স্বৈরতান্ত্রিক ক্ষমতা প্রয়োগ করতে লাগল। সমস্ত রেলপথ আর টেলিগ্রামের তার নিজের অধীনে নিয়ে এল। খাদ্যের প্রয়োজনে ক্ষেত খামারগুলির উৎপাদন এক-চতুর্থাংশ বাড়িয়ে দেওয়া হ'ল, জ্বালা-নির প্রয়োজনে কয়লার উৎপাদন দুই-পঞ্চমাংশ বাড়িয়ে দেওয়া হ'ল। কর এবং ঋণের সাহায্যে সরকার ছত্রিশ বিলিয়ন ডলার তুলল, দশ বিলিয়ন ধার দিল মিত্র-পক্ষকে, বাকীটা খরচ করল নিজের সমরায়োজনে। সর্বোপরি সরকার চেষ্টা করল আটলান্টিকের যুদ্ধ জেতবার—যেটিকে ১৯১৭-র বসন্ত এবং গ্রীষ্মকালে মনে হয়েছিল হস্তচ্যুত হ'তে চলেছে। জার্মান জাহাজ বন্দী ক'রে, নিরপেক্ষ এবং সওদাগরী জাহাজ কাজে লাগিয়ে এবং একবছরে তিরিশ লক্ষ টন জাহাজ তৈরি করার মত বিরাট ব্যবস্থা ক'রে সেযুদ্ধে অবশেষে মিত্রশক্তির সম্পূর্ণ জয়লাভ হ'ল।

প্রথম দিকেই সৈন্যদলে নাম লেখান বাধ্যতামূলক হয়েছিল এবং যুদ্ধ শেষ হবার আগে যে আড়াই কোটি লোক সেনাবাহিনীতে যোগ দিয়েছিল তাতে এই পশ্চিমী গণতন্ত্রের জনবলের কিছুটা ধারণা করা যায়। কিন্তু ফ্রান্সে জার্মান অভি-যান প্রতিরোধ করবার জন্য শিক্ষা ও উপকরণ দিয়ে সৈন্যদলকে সেখানে যথাসময়ে কি পাঠাতে পারবে? এইটাই ছিল ১৯১৭ ও ১৯১৮-র সবচেয়ে বড় প্রশ্ন।

প্রথম আমেরিকান সৈন্যদল ফ্রান্স-এ নামল ১৯১৭-এর জুন মাসে। এটিকে সেখানে দ্রুত নিয়ে যাওয়া হয়েছিল যতটা সাহস দেবার জন্য, যুদ্ধ করবার জন্য ততটা নয়। ৪ঠা জুলাই এই ছোট সৈন্যদল তাদের লাল, সাদা এবং নীল রংয়ের পতাকা উড়িয়ে সাঁসিলিজে রাজপথ দিয়ে কুচকাওয়াজ ক'রে চ'লে গেল। ব্র্যান্ড হুইটলক বর্ণনা দিয়েছেন :

আমি শুনলাম ব্যান্ড-এ বাজছে, 'জার্জিয়ার ভিতর দিয়ে কুচকাওয়াজ ক'রে'। আমি এ-সুরের প্রভাব এড়াতে পারলাম না; খালি মাথায় সিঁড়ি দিয়ে দৌড়ে নেমে এসে রু দ্য রিভোলি-তে পড়লাম। সেখানে তুলেরিস্-এর রেলিং-এর পাস দিয়ে বিরাট জনতা এগিয়ে চলেছে, বিশৃংখলভাবে মোড়গুলি পার হচ্ছে, উগ্র উত্তেজনায় নরনারী এবং শিশুরা দ্রুত পদক্ষেপে এগিয়ে চলেছে আমাদের খাঁকি পরিহিত যে সৈন্যদল চলছিল তাদের সঙ্গে তাল রাখবার জন্য। সার্কাসওয়ালাদের পাশে পাশে বালকরা যেভাবে ছুটতে থাকে তেমনি বালসুলভ আগ্রহ নিয়ে এদের দিকে তাকাতে তাকাতে যতটা সম্ভব এদের কাছ ঘেঁষে হাঁটছিল নীল পোশাক পরিহিত ফরাসী সৈনিকেরা। আমাদের সৈন্যদের উপর পুষ্পবৃষ্টি হ'তে লাগল, চারদিকে জনতার কলরব চলতে লাগল এবং মাঝে মাঝে জয়ধ্বনি উঠতে লাগল "আমেরিকা বেঁচে থাকুক।"

কিন্তু, সেটি ছিল একটি—প্রতীক সৈন্যদল, আমেরিকার সৈন্যবাহিনী তখনও যুক্তরাষ্ট্রের শিক্ষা-শিবিরে বাস করছিল।

এই বাহিনীর অবিলম্বে প্রয়োজন হয়েছিল; কারণ ১৯১৭-তে যুদ্ধের অবস্থা খুব খারাপ দাঁড়িয়েছিল। অক্টোবর মাসে কাপোরেটো-তে ইটালিয়ান সৈন্যবাহিনী সম্পূর্ণভাবে নতি স্বীকার করেছিল এবং অষ্ট্রিয়ানদের অগ্রগমণে বাধা দেবার জন্য মিত্ররাষ্ট্রগুলিকে অবিলম্বে অতিরিক্ত সৈন্যদল পাঠাতে হয়েছিল। একমাস পরে অন্তর্বিপ্লবে ক্ষতবিক্ষত হ'য়ে রাশিয়ানরা শান্তি প্রার্থনা করল। রুশ এবং বলকান যুদ্ধক্ষেত্র থেকে সরিয়ে নিয়ে চল্লিশটি জার্মান সেনাদলকে পশ্চিমের দিকে পাঠিয়ে দেওয়া হ'ল। ১৯১৮ সালের বসন্তকালে জার্মানদের পশ্চিমে সৈন্যসংখ্যার দিক থেকে প্রচুরভাবে প্রাধান্যলাভ হয়েছিল এবং তারা ব্রিটেন এবং ফ্রান্স-এর ক্ষয়প্রাপ্ত এবং রণক্লান্ত সৈন্যদলের বিরুদ্ধে চরম বজ্রমুষ্ঠি প্রয়োগের জন্য তৈরি হচ্ছিল। ১৯১৮-র মার্চ মাসে আরম্ভ হ'ল প্রথম প্রধান আক্রমণ; এক সপ্তাহের মধ্যে ব্রিটিশ পঞ্চম বাহিনীকে পরাজিত ক'রে নব্বই হাজার বন্দী এবং প্রচুর সংখ্যক রসদ ও অস্ত্রসম্ভ্র সংগ্রহ ক'রে জার্মান-রা এগিয়ে চলল। এপ্রিল মাসে আরম্ভ হ'ল আর একটি আক্রমণ এবং জেনারল হেগ তাঁর সেই অবিস্মরণীয় আবেদন প্রচার করলেন : "দেওয়ালের দিক পিঠ রেখে এবং আমাদের মহান উদ্দেশ্যের উপর আস্থা রেখে আমরা প্রত্যেকে শেষ নিশ্বাস পর্যন্ত যুদ্ধ ক'রে যাব।" তৃতীয় আক্রমণ আরম্ভ হ'ল জুন মাসে এবং জার্মানরা মার্ন নদীর দক্ষিণ তীরে উপস্থিত হ'লে মিত্ররাষ্ট্রগুলি মার্শাল ফস-কে সর্বাধিনায়ক নির্বাচিত ক'রে প্রেসিডেন্ট উইলসনের কাছে খবর পাঠাল যে, "অবিলম্বে যদি আমেরিকান সৈন্যদল পাঠিয়ে আমাদের সংখ্যাল্পতা পূরণ না করা হয়, তাহলে যুদ্ধে পরাজয় স্বীকার করবার সমূহ সম্ভাবনা।"

সময়ের সঙ্গে প্রতিযোগিতা ইতিমধ্যে শুরু হয়ে গিয়েছিল; যুক্তরাষ্ট্রের সরকার প্রবল চেষ্টায় ব্রতী হয়েছিল। সব কিছুর উপর ছিল জাহাজ ছাড়া এবং খাঁকি পরিহিত লোকে ভর্তি হয়ে আমেরিকার বন্দরগুলি থেকে একটির পর একটি জাহাজ যাত্রা করতে লাগল। মার্চ মাসে আশি হাজার সৈন্য পাঠান হ'ল; এপ্রিল মাসে এক লক্ষ আঠার হাজার; মে মাসে প্রায় আড়াই লক্ষ। অক্টোবর মাসে ফ্রান্স-এ আমেরিকান সৈন্যদলের সংখ্যা দাঁড়াল সাড়ে সতের লক্ষের উপর। তারা প্রায় ঠিক সময়ে এসে পৌঁছেছিল। প্রথমে মঁদিয়ের এবং কাঁতিগ্নি-তে এবং তারপরে বেলো উড-এ তারা তাদের যোগ্যতা প্রতিপন্ন করল এবং যে জার্মান সামরিক কর্তৃপক্ষ প্রথমে আমেরিকানদের সাহায্যকে তুচ্ছ জ্ঞান করেছিল, তারা অনিচ্ছুকভাবে স্বীকার করল যে "আমেরিকার সৈনিক প্রমাণ করেছে যে সে সাহসী, শক্তিশালী এবং সুদক্ষ। হতাহতের সংখ্যা তাকে দমিয়ে দেয় না।" কিন্তু চরম বিপদ তখনও সামনে; মিত্রপক্ষের শেষ সৈন্যদলকে দ্বিধাবিভক্ত ক'রে পঞ্চাশ মাইল দূরবর্তী পারী নগরীর পথ উন্মুক্ত করবার জন্য চৌদ্দই জুলাই মধ্যরাত্রে জার্মানরা মার্ন নদীর উপর তাদের বহু-প্রতীক্ষিত আক্রমণ শুরু করল। তারা বজ্রনির্ঘোষে মার্ন নদী পার হ'ল এবং সর্বত্র জয়লাভ করতে লাগল; কেবল যেখানে তারা নতুন আমেরিকান সৈন্যদলের সম্মুখীন হ'ল সেখানেই সফল হ'তে পারল না। জার্মান সমরকর্তৃত্বের প্রধান ওয়াল-থার রাইনহার্ড লিখেছিলেন, "এখানে মার্ন-এ আমাদের সুশিক্ষিত সৈন্যদলের জন্য পূর্বনির্দিষ্ট লক্ষ্যস্থলে আমরা প্রায় পৌঁছে গিয়েছিলাম।......আমাদের দক্ষিণ দিকের একটি দল ছাড়া সপ্তম বাহিনীর সমস্ত দলগুলি অপূর্ব প্রাথমিক সাফল্য লাভ করেছিল। এই দক্ষিণ দিকের দলটি আমেরিকান দলের সম্মুখীন হয়েছিল। এখানেই আরম্ভ হয়েছিল সপ্তম বাহিনীর অসুবিধা। নতুন আমেরিকান সৈন্যদলের কাছ থেকে তারা অপ্রত্যাশিতভাবে অদম্য প্রতিরোধ পেয়েছিল। যখন অন্যান্যদলগুলি সামনে এগিয়ে গিয়ে প্রচুর রসদ এবং অস্ত্রসস্ত্র লাভ করেছিল, তখন আমাদের সৈন্য-দলের এই দক্ষিণাংশকে মার্ন নদী পার ক'রে নিয়ে গিয়ে পরবর্তী যুদ্ধের জন্য সুবিধাজনক স্থানে স্থাপন করার সুযোগ হয়নি। আমাদের সেনাবাহিনীর দশম দলের সঙ্গে আমেরিকান সৈন্যদলের যে প্রচণ্ড যুদ্ধ হয়েছিল, তারই ফলে আমরা বাধাপ্রাপ্ত হয়েছি।" তারপর তিনি দুঃখের সঙ্গে যোগ করেছিলেন, "মনে হচ্ছে, যেন আমেরিকান সৈন্যদলের শেষ নেই—।" আঠারই জুলাই জার্মান আক্রমণ প্রতিহত হয়েছিল এবং ফস্ আমেরিকানদের বললেন প্রতিআক্রমণ শুরু করতে। তারা তাই করল এবং অপূর্ব সাফল্য লাভ করল। জেনারল পার্সিন লিখেছিলেন, "যুদ্ধের গতি সুনিশ্চিত-ভাবে মিত্রপক্ষের অনুকূলে ফিরে এসেছিল।"

সেপ্টেম্বরে সাঁত-মিহিয়েল-এর উপর আক্রমণ শুরু হ'ল। জেনারল পার্সিন

লিখেছিলেন, "যেরূপ দ্রুতভাবে আমাদের সৈন্যদল অগ্রসর হয়েছিল তাতে শত্রুদল বিপর্যস্ত হয়েছিল।" সাত হাজার হতাহত হ'ল কিন্তু আমেরিকানরা স্থানটিকে শত্রুশূন্য ক'রে ষোল হাজার বন্দী পেল। পরের মাসে দশ লক্ষ আমেরিকান সৈন্য বিরাট মশেআরগন আক্রমণে প্রধান অংশ গ্রহণ করল, যা অবশেষে বহুপ্রচারিত হিণ্ডেনবার্গ সেনাদলে ফাটল ধরিয়ে জার্মানদের সাহস বিচূর্ণ ক'রে দিল।,

ইতিমধ্যে, গণতান্ত্রিক দেশগুলির যুদ্ধের উদ্দেশ্য প্রচুর বাগ্মিতার সঙ্গে প্রচার ক'রে উইলসন যুদ্ধজয়ের জন্য সেনাবাহিনীর চেয়েও কম চেষ্টা করছিলেন না। প্রথম থেকেই তিনি জার্মানদের নিজেদের মধ্যে বিভেদের বীজ বপন করেছিলেন এই ব'লে যে, "আমাদের যুদ্ধ জার্মান জনসাধারণের সঙ্গে নয়; তাদের অত্যাচারী এবং স্বৈরতান্ত্রিক সরকারের সঙ্গে।" একথাও তিনি জোর দিয়ে বলেছিলেন যে সন্ধির চুক্তিতে অনিচ্ছুক লোকেদের জোর ক'রে দখলে আনা হবে না এবং শাস্তির জন্য টাকা আদায় করা হবে না। ১৯১৮ সালের জানুয়ারিতে কংগ্রেসের কাছে এক বাণীতে তিনি ন্যায়সঙ্গত সন্ধি-চুক্তির জন্য তাঁর সুপ্রসিদ্ধ চৌদ্দ দফা প্রস্তাব পেশ করেছিলেন। সেগুলি হচ্ছে : খোলাখুলিভাবে সুস্পষ্ট চুক্তি তৈরি হবে; যুদ্ধের সময় এবং শান্তির সময় সমুদ্রগুলিতে সর্বদা শান্তি থাকবে; অস্ত্রসজ্জা কমিয়ে দেওয়া হবে; ঔপনিবেশিক দাবিগুলি ন্যায়সংগত ভাবে পূরণ করা হবে; নিজস্ব জাতীয় প্রতিষ্ঠান ও নীতি নির্বাচনে রাশিয়ার সঙ্গে সহযোগিতা করা হবে; জাতিগুলির স্বকীয় সত্বার উপর নজর রেখে ইউরোপের সীমানাগুলি পুনর্বিন্যাস করা হবে এবং 'পরস্পরের রাজনৈতিক স্বাধিকার ও আঞ্চলিক নিরাপত্তা রক্ষার জন্য 'জাতিসংঘ' প্রতিষ্ঠা করা হবে।

তাদের সৈন্যদল পরাজিত হওয়ায়, তাদের মিত্রপক্ষ ধ্বংসোন্মুখ হওয়ায় এবং প্রতিনিয়ত সমস্ত যুদ্ধক্ষেত্রে অগণিত সংখ্যায় নতুন আমেরিকান সৈন্য উপস্থিত হওয়ায় জার্মান সরকার দেখল জার্মানিকে আক্রমণ থেকে রক্ষা করবার একমাত্র উপায় অবিলম্বে সন্ধির জন্য আবেদন করা। তারা তখন উইলসন-কে অনুরোধ করল তাঁর চৌদ্দ দফা প্রস্তাবের ভিত্তিতে আলোচনা চালাতে। কূটনৈতিক অসিযুদ্ধ যখন চলছিল, জার্মানির অভ্যন্তরে বিপ্লব এবং সৈন্যদের বিদ্রোহ হওয়ায় রণক্ষেত্রে যুদ্ধ চালান অসম্ভব হয়ে উঠল। কাইজার সিংহাসন ত্যাগ ক'রে পালিয়ে গেলেন এবং এগারই নভেম্বর যুদ্ধের অবসান হ'ল।

জাতিসংঘ এবং দূরে থাকার নীতি। এপর্যন্ত উইলসন প্রমাণ করেছিলেন যে তিনি একজন সুদক্ষ নেতা, কিন্তু যুদ্ধ শেষ হবার পর তিনি পর পর কতকগুলি ভুল কাজ ক'রে বসলেন। কংগ্রেসের নির্বাচনে তিনি ডেমক্র্যাটদের ভোট দেবার জন্য

জনসাধারণকে অনুরোধ করলেন এবং এই দলীয় মনোভাবে ক্রুদ্ধ হয়ে তারা দুটি কক্ষেই বেশির ভাগ রিপাব্লিকান সদস্য নির্বাচিত করল। শান্তি সম্মেলনে স্বয়ং যোগ দেওয়া স্থির ক'রে তিনি বহু আমেরিকানকে ক্রুদ্ধ করলেন, কারণ তাদের মতে প্রেসিডেন্টের স্বদেশ ত্যাগ করা উচিত নয়; এবং সেখানে গিয়ে তিনি ইউরোপে নিজের প্রতিষ্ঠাও নষ্ট করলেন। তিনি তাঁর শান্তি-কমিশনে কোন রিপাব্লিকান বা কোন যোগ্য ব্যক্তিকে স্থান দিলেন না। যখন তিনি এই সব বুদ্ধির ভুল করছিলেন, দেশকে আচ্ছন্ন করছিল যুদ্ধক্লান্তি, ইউরোপ সম্পর্কে নবতর সন্দেহ, আশাভঙ্গের অনুভূতি এবং দলাদলির তিক্ততা। ফ্রান্স-যাত্রার পূর্বাহ্নে ভূতপূর্ব প্রেসিডেন্ট রুজভেল্ট তিক্ত ও উদ্ধতভাবে "মিত্রপক্ষ এবং শত্রুপক্ষ" উভয়কেই সাবধান ক'রে দিয়ে বললেন, "এ-সময়ে আমেরিকান জাতির হয়ে কথা বলবার কোন অধিকার মিস্টার উইলসনের নেই।"

উইলসন, লয়েড জর্জ, ক্লেমেনসো, অর্ল্যাণ্ডো এবং এঁদের চেয়ে নিম্নশ্রেণীর রাজনীতিজ্ঞ শান্তিচুক্তিকারীরা পারীতে মিলিত হলেন ঘৃণা, লোভ এবং ভয়ের আবহাওয়ায়—শত্রুর প্রতি ঘৃণা, ক্ষতিপূরণ এবং উপনিবেশের জন্য লোভ, বলসেভিকবাদের জন্য ভয়। যে-শান্তিচুক্তি হ'ল, আলোচনার দ্বারা হ'ল না, হ'ল নির্দেশক্রমে। ভার্সাই সন্ধি জার্মানীর ঘাড়ে যুদ্ধের অপরাধ চাপাল, তার কাছ থেকে তার সমস্ত উপনিবেশ কেড়ে নিল, তার চতুর্দিকের সীমানার পুনর্বিন্যাস করল এবং তার উপর প্রচুর ক্ষতিপূরণের ভার চাপাল। অন্যান্য চুক্তি তৈরি করল কিংবা স্বীকার ক'রে নিল কতকগুলি নতুন রাষ্ট্রকে যেগুলি উইলসনের আত্মপ্রতিষ্ঠার নীতির ভিত্তিতে জন্মগ্রহণ করেছিল, যথা, চেকোস্লোভাকিয়া, যুগোস্লাভিয়া, পোল্যাণ্ড, ফিনল্যাণ্ড প্রভৃতি। সন্ধি-চুক্তির সর্তগুলিতে মত দিয়ে উইলসন তাঁর চোদ্দটি সর্তের অনেকগুলিকে ত্যাগ করতে বাধ্য হয়েছিলেন। তিনি তা করতে রাজী ছিলেন এই কারণে যে তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে জাতিসংঘের যন্ত্রে প'ড়ে সব ত্রুটি-বিচ্যুতি সংশোধিত হয়ে যাবে।

কারণ প্রবল বিপক্ষতা সত্ত্বেও উইলসন জাতিসংঘকে সন্ধি-চুক্তির অন্তর্গত করতে সক্ষম হয়েছিলেন। কতকগুলি জাতির একত্রিত হওয়ার ধারণা এমন কিছু নূতন নয় এবং বহুস্থান থেকে বহু ব্যক্তি এই মতকে প্রাঞ্জল করায় সাহায্য করেছেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত যে-জাতিসংঘ প্রতিষ্ঠিত হ'ল তা উইলসনেরই সৃষ্টি। এটির কাজ ছিল, "আন্তর্জাতিক সহযোগিতা বর্ধন করা এবং আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠা করা।" সকল জাতিই এটির সদস্য হ'তে পারত, এটির নিয়ন্ত্রণের ভার ছিল একটি কাউন্সিলের উপর, যাতে বড় বড় শক্তিগুলির প্রভাব বেশী এবং একটি এ্যাসেম্ব্লির উপর, যাতে সমস্ত সদস্যের প্রতিনিধিরা ছিল। সদস্যেরা প্রতিজ্ঞা-

বন্ধ হয়েছিল, এটির সুপ্রসিদ্ধ দশম অনুচ্ছেদ অনুসারে "প্রত্যেক সদস্য রাষ্ট্রের আঞ্চলিক নিরাপত্তা এবং তদানীন্তন রাজনৈতিক স্বাধীনতাকে শ্রদ্ধা করতে এবং বহিশত্রুর আক্রমণ থেকে তা রক্ষা করতে," সমস্ত বিবাদ সালিসির দ্বারা নিষ্পত্তি করতে এবং জাতিসংঘকে অস্বীকার ক'রে যেসব জাতিরা যুদ্ধে লিপ্ত হবে তাদের বিরুদ্ধে সামরিক এবং অর্থনৈতিক ব্যবস্থা অবলম্বন করতে। এছাড়াও অস্ত্র-সংবরণের, উপনিবেশের ভারপ্রাপ্ত শাসনের, আন্তর্জাতিক বিচারের, স্থায়ী আদালত এবং আন্তর্জাতিক শ্রমিকসংস্থা স্থাপনের ব্যবস্থা হয়েছিল।

ভার্সাই সন্ধি এবং জাতিসংঘ নিয়ে দেশে ফিরে এসে উইলসন বিস্তৃত ও সুতীব্র বিরোধিতার সম্মুখীন হলেন। তিক্ত মনোভাবাপন্ন এবং দলগতপ্রাণ সেনেট-সদস্য লজের মতো বহু রিপাব্লিকান নেতা এই সুযোগের সুবিধা নিয়ে ডেমক্র্যাটদের জেতাবার এবং উইলসনকে লোকসমাজে হেয় করবার একটা সম্ভাবনা দেখতে পেলেন। প্রেসিডেণ্টের বিরুদ্ধে ব্যক্তিগত অসন্তুষ্টি অনেক সদস্যকে প্রভাবিত করল। জার্মান-আমেরিকান, ইটালিয়ান-আমেরিকান ও আইরিশ-আমেরিকানদের এই শান্তিচুক্তির বিরুদ্ধে দাঁড়াবার যথেষ্ট কারণ ছিল। প্রতিহিংসাপরায়ণ লোকে-দের মতে শান্তিচুক্তিটি জার্মানির পক্ষে অযথা সদয় হয়েছে, উদারপন্থীদের মতে সেটি খুবই কঠোর হয়েছে; রক্ষণশীল মনোভাবের আমেরিকানরা ইউরোপে ঝগড়ায় জড়িয়ে পড়বার আশঙ্কা করতে লাগলেন এবং মনে পড়িয়ে দিলেন যে এক শতাব্দীর বেশী সময় ধ'রে জাতি পুরনো পৃথিবীর সব ব্যাপার থেকে দূরে থেকে এসেছে।

তবু সংখ্যাধিক ব্যক্তিরা—বিশেষ ক'রে বেশির ভাগ শিক্ষিত ব্যক্তিদের দলগুলি—জাতিসংঘকে স্বীকার ক'রে নিল এবং সন্ধিপত্রটি সেনেটে অন্ততঃ কখনো সংখ্যা-ধিক্য থেকে বঞ্চিত হয়নি। দশম অনুচ্ছেদটি সম্পর্কে একটা আপস নিষ্পত্তি করতে রাজী হ'লে সন্ধিচুক্তিটির অনুমোদনের জন্য দুই-তৃতীয়াংশের সংখ্যাধিক্যও পাওয়া যেতে পারত। কিন্তু তিনি তা করতে রাজী হননি। তিনি সেনেটের কোন কমিটিসদস্যদের বলেছিলেন, "দশম অনুচ্ছেদটিকে আমি চুক্তিটির মেরুদণ্ড ব'লে মনে করি। এটির অভাবে জাতিসংঘ একটি ভাল বিতর্ক-সভায় পরিণত হবে।" কিন্তু বিপক্ষ রিপাব্লিকান দল একথা মেনে নিতে রাজী না হওয়ায় তিনি প্রশ্নটিকে জনসাধারণের সামনে তুলে ধরলেন। পশ্চিমাঞ্চলে তিনি যখন অভিযান চালাচ্ছিলেন, তাঁর স্বাস্থ্য ভেঙ্গে পড়ল এবং ২৫শে সেপ্টেম্বর এমন পক্ষাঘাতে তিনি আক্রান্ত হলেন যা থেকে আর সুস্থ হয়ে উঠতে পারলেন না। যে-প্রশ্নের তিনি প্রতিনিধিত্ব করছিলেন সেটি নষ্ট হয়ে গেল। ১৯২০-এর মার্চ মাসে সেনেট ভোটাধিক্যে সন্ধি ও জাতিসংঘের চুক্তিকে বাতিল ক'রে দিয়ে পরবর্তী বছরগুলিতে যুক্তরাষ্ট্রকে দূরে থাকার বন্ধ্যা এবং গৌরবহীন ভূমিকা অবলম্বন করতে বাধ্য করল।

১৯২০-এর নির্বাচনে রিপাব্লিকানরা প্রচুর সংখ্যাধিক্য নিয়ে ক্ষমতায় ফিরে এল এবং তারা দূরে থাকাকে দলীয় নীতির ভিত্তি করল। উইলসনের স্বাস্থ্য ভাঙলেও মন ভেঙে যায়নি, তিনি অবসর গ্রহণ ক'রে গভীর মোহভঙ্গের সঙ্গে লক্ষ্য করতে লাগলেন, যে যুক্তে নিরাপত্তা ভেঙে পড়বার তিনি আশঙ্কা করেছিলেন তা কেমন ভাবে ঘটতে চলেছিল। যে জেম্‌স পেটিগ্রুর সমাধিলিখন তিনি এত পছন্দ করে-ছিলেন সেটি অনুযায়ী তিনি জীবন যাপন করেছিলেন

অপরের মতের দ্বারা প্রভাবিত না হয়ে
খোসামোদের দ্বারা প্ররোচিত না হয়ে
সর্বনাশের দ্বারা বিচলিত না হয়ে

এবং পেটিগ্রুর মতোই

তিনি জীবনের সম্মুখীন হয়েছিলেন প্রাচীন যুগের সাহস নিয়ে,
এবং মৃত্যুর সামনে দাঁড়িয়েছিলেন খ্রীষ্টসুলভ আশা নিয়ে।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের চেয়ে বৃহত্তর দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ এসে আকাশের ভিত কাঁপিয়ে দেবার আগে পর্যন্ত যে-মতবাদের সপক্ষে তিনি এত যুদ্ধ করেছিলেন, তার সত্যতা লোকেরা উপলব্ধি করতে পারেনি।

বিংশ অধ্যায়

এক যুদ্ধ থেকে আর এক যুদ্ধে

স্বাভাবিক অবস্থা এবং দূরে থাকার নীতি। উইলসনের পরাজয়, নতুন স্বাধীনতা এবং আন্তর্জাতীয়তাকে অস্বীকার দূরে থাকা এবং স্বাধীন বাণিজ্যিক নীতির আবির্ভাব ঘটাল এবং পরবর্তী দশ বছরে দেশের উপর এই দুইটি আধিপত্য বিস্তার ক'রে রইল। একথা সত্য যে রিপাব্লিকান দল জাতিসংঘের বিরুদ্ধে স্পষ্ট ভাবে দাঁড়ায়নি, বরং খুব দক্ষতার সঙ্গে সে-প্রশ্ন এড়িয়ে গেছে। কিন্তু ১৯২০-তে প্রচুর ভোটাধিক্যে জয়লাভের ফলে দুর্বলচিত্ত প্রেসিডেণ্ট হার্ডিং-এর মতো বহু নেতার ধারণা হ'ল যে যাঁরা দূরে থাকার নীতির সমর্থন করছেন, তাঁরা জনমতেরই প্রতিনিধিত্ব করছেন। ফলে সেনেটসদস্য জনসন, বোরা এবং লজের মতো লোকেরা শক্তিশালী পদগুলি পেল এবং হিউজ, রুট, ট্যাফ্‌ট এবং বাটলারের মতো আন্তর্জাতিক মনোভাবসম্পন্ন রিপাব্লিকান নেতারা গৌরব হারালেন। ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয়ে রিপাব্লিকানরা অবিলম্বে দূরে থাকার নীতিকে সরকারীভাবে গ্রহণ করল।

রিপাব্লিকান দল ও জাতির ইতিহাসে এ একটি অভূতপূর্ব ঘটনা। ইতিপূর্বে আর কখনো যুক্তরাষ্ট্র এমন হাল্কাভাবে মানবজাতির আশা-আকাঙ্খার প্রতি এমন বিশ্বাসঘাতকতা করেনি; বরং আমেরিকানদের চিরাচরিত নীতি ছিল বিশ্বনেতৃত্ব নেবার প্রতিশ্রুতি পালন করা। তাছাড়া ইতিপূর্বে রিপাব্লিকান দল দূরে থাকার নীতিকে গ্রহণ করেনি। গ্র্যাণ্ট এবং সেওয়ার্ড ক্যারিবিয়ান ও প্রশান্ত মহাসাগরে রাজ্যবিস্তারের পরামর্শ দিয়েছিলেন; ব্লেন সমর্থন করেছিলেন বৃহত্তর আমেরিকার; ম্যাক্‌কিনলে কিউবানদের সপক্ষে জাতিকে যুদ্ধে নামিয়েছিলেন এবং প্রশান্ত মহাসাগরে নতুন নতুন উপনিবেশ হস্তগত করেছিলেন। থিয়োডোর রুজভেল্ট দাবি করতেন যে তিনি বিশ্বশক্তির রাজনীতিতে জাতিতে গুরুত্বপূর্ণ স্থানে দাঁড় করিয়েছিলেন। রিপাব্লিকান দলের ঐতিহ্য ছিল বরাবর সাম্রাজ্যবাদ এবং আন্তর্জাতীয়তা।

কিন্তু, তখন দলটি অনুদার ও সংকীর্ণ জাতীয়তাবাদকে স্বীকার ক'রে

রতে বাধ্য হয়েছিল এবং সেটি যে দায়িত্ব এড়িয়ে যাবার মনোভাব গ্রহণ করেছিল
ার সংগে উনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি ব্রিটেনের অবস্থার তুলনা হ'তে পারে।
কিন্তু দূরে থাকা ছিল অসম্ভব এবং যুক্তরাষ্ট্র পৃথিবীর অন্য অংশের ঘটনা থেকে
রে থাকতে পারেনি। আসলে এই ক'বছরে রিপাব্লিকান শাসনের মধ্যে যেসব
রক্তিকর সমস্যাগুলি আন্তর্জাতিক সম্পর্কে অসুবিধার সৃষ্টি করছিল, সেগুলির
মাধানে সরকার সক্রিয় অংশ গ্রহণ করেছিল। কিছু সাফল্যের সংগে প্রেসিডেন্ট
ার্ডিং নৌ-সেনা হ্রাসের সম্পর্কে একটি সম্মেলনের আয়োজন করেছিলেন। তাঁর
ত্তরাধিকারী কুলিজ পারী-চুক্তিতে আন্তর্জাতিক সম্পর্ক নিয়ন্ত্রণে যুদ্ধকে বর্জন
রার সিদ্ধান্তে বাষট্টিটি জাতির সমর্থন পেয়েছিলেন। সমর-ঋণ সম্পর্কে ইয়ং
রিকল্পনা এবং দয়েস্ পরিকল্পনার উৎস যুক্তরাষ্ট্রেই এবং সমর-ঋণ দেওয়া সম্পর্কে
বশ্বের জনমত নেওয়ার জন্য প্রেসিডেন্ট হুভার একটি প্রস্তাব করেছিলেন। বিশ্ব-
াদালতে আমেরিকার অংশ গ্রহণের জন্য সমস্ত রিপাব্লিকান প্রেসিডেন্টরা ব্যর্থ
ষ্টা করেছিলেন এবং তাঁরা সকলে জাতিসংঘের কিছু কিছু কাজে সহযোগিতা
রবার আগ্রহ দেখিয়েছিলেন।

কিন্তু অস্ত্রবর্জন ও শান্তিস্থাপনের দিকে চেষ্টাগুলি নষ্ট হয়ে গেল জাতি-
ংঘের কাছ থেকে আমেরিকা দূরে থাকায় এবং অর্থনৈতিক [illegible] ক্রম-
র্ধনে। অর্থনৈতিক ক্ষেত্রেই এই দূরে থাকার নীতির সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ
লাফল হয়েছিল। বিদেশীদের প্রতিযোগিতার ভয়ে, বিদেশের বাজার অধিকার
রবার আগ্রহে এবং অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে বিশৃংখলার আশংকায় জাতি এমন একটি
ব-বাণিজ্যিক নীতি গ্রহণ করল যাতে শুধু তার নিজেরই বিপদ ছিল না, সমগ্র
বশ্বের বিপদ ছিল।

১৯২০-তে রিপাব্লিকানগরিষ্ঠ কংগ্রেস তাড়াতাড়ি কতগুলি শুল্কআইন প্রণয়ন
রল, সেগুলির উদ্দেশ্য ছিল বিদেশী পণ্য ঢুকতে না দেবার জন্য উঁচু শুল্ক
াচীর তৈরি করা। সেগুলির বিরুদ্ধে ভেটো প্রয়োগ ক'রে উইলসন সকলকে
ধারণ বুদ্ধি প্রয়োগ করতে বললেন। তিনি বললেন, "সেসময় চ'লে গেছে, যখন
ামেরিকার বিদেশী প্রতিযোগিতা থেকে ভয় ছিল; যদি আমরা চাই যে ইউরোপ
র সরকারী কিংবা বাণিজ্যিক ঋণ শোধ করুক তাহলে আমাদের প্রস্তুত থাকতে
বে তাদের কাছ থেকে জিনিস কেনবার জন্য। স্পষ্টতঃই, এটা বাণিজ্যিক বাধা
ঠতর করবার সময় নয়।" কিন্তু, তাঁর এই জ্ঞানপূর্ণ উপদেশ রিপাব্লিকানরা
গ্রাহ্য করল এবং সম্পূর্ণ সরকারী ক্ষমতা আরম্ভ করবার পরই তারা ফর্ডনি-
ক্কাম্বার শুল্ক-আইন প্রবর্তন করল; তাতে, শুল্কের হার এমন অভূতপূর্ব-
বে বেশী করা হ'ল যে ইউরোপীয় [illegible] পক্ষে আমেরিকায় তাদের জিনিস

বিক্রি করা অসম্ভব হয়ে উঠল। আট বছর পরে, সংখ্যাগরিষ্ঠ রিপাব্লিকানরা স্মু
হলি শুল্ক-আইনে আমেরিকার ইতিবৃত্তে সবচেয়ে বেশী শুল্কের ব্যবস্থা কর
এবং দেশের বড় বড় অর্থনীতিজ্ঞদের প্রতিবাদ সত্ত্বেও হুভার তাতে স্বাক্ষ
করলেন। এইসব আইনগুলিতে ইউরোপের ক্ষেতখামার আর কারখানাগুলির প
আমেরিকার বাজার শুধু যে বন্ধ হ'য়ে গেল তাই নয়, আমেরিকার জিনিসও যা
ইউরোপ-এর বাজারে বিক্রি না হ'তে পারে তার জন্য তারা প্রতিশোধমূলক শুল্
ব্যবস্থা করল।

কিন্তু এটা ছিল অর্থনৈতিক প্রশ্নের একটা দিক মাত্র। যুদ্ধ এবং যুদ্ধ
পরবর্তী বছরগুলিতে যুক্তরাষ্ট্র অধমর্ণ থেকে উত্তমর্ণ জাতিতে পরিণত হয়েছি
যুদ্ধ এবং পুনর্গঠনের সময়ে সরকার মিত্রপক্ষীয় এবং সংযুক্ত জাতিগুলিকে দ
বিলিয়ন ডলার ধার দিয়েছিল; ১৯২০-র পর দশ বছরে, ব্যক্তিগত মহাজনেরা আর
দশ-বার বিলিয়ন ডলার ঢেলেছিল ইউরোপ, এশিয়া এবং লাটিন আমেরিকার বাজারে
ঋণ গ্রহণকারীদের যদি যুক্তরাষ্ট্রের বাজারে জিনিস বিক্রি করতে না দেওয়া হ
তাহলে তারা কি উপায়ে সুদ দিয়ে যাবে বা ধার শোধ করবে? রিপাব্লিক
রাষ্ট্রবিদরা এ-প্রশ্নের উত্তর দিতে পারেন নি।

১৯২০-র পর দশ বছর ধ'রে রিপাব্লিকান দলের নীতিতে এই দু'টি পরস্প
বিরোধী প্রশ্ন প্রধান হ'য়ে রইল। বিদেশী ঋণ সম্পর্কে সরকার পাথুরে এ
গঁয়েমি দেখাতে লাগল। সুদ সম্বন্ধে অবশ্য তারা সদয় বিবেচনা করতে রা
ছিল। কিন্তু, আসল পরিশোধ সম্পর্কে তা ছিল না। প্রেসিডেন্ট কুলিজ প্র
তুলেছিলেন, "তারা টাকাটা ধার নিয়েছিল, তাই নয় কি?" কিন্তু, আমেরিক
শুল্ক-প্রাচীর অভগ্ন থাকলে ঋণশোধ অসম্ভব ছিল। আসলে আরও ঋণগ্র
করেই জার্মানি তার সমর-ঋণ অংশতঃ পরিশোধ ক'রে দিতে পেরেছিল, এবং অ
দেশগুলি আমেরিকার জিনিস কিনতে পেরেছিল।

দেশের মধ্যেও হার্ডিং সরকার "স্বাভাবিক অবস্থা"র সূচনা করেছিল এ
হার্ডিং-এর ধারণায় "স্বাভাবিক অবস্থা" মানেই মার্ক হ্যানা এবং ম্যাক্‌কিন
পুরনো স্বর্ণযুগে ফিরে যাওয়া। এটার মানে অবশ্য স্বাধীন ব্যবসা ছিল
এর মধ্যে ছিল দু'টি নীতি—ব্যক্তিগত প্রচেষ্টাগুলির উপর থেকে সরকারী নিয়
তুলে নেওয়া এবং সেগুলিকে ভালোভাবে সরকারী সাহায্য দেওয়া। সরকার ব্য
ক্ষেত্র থেকে স'রে গেল; কিন্তু, ব্যবসা সরকারের ভিতরে ঢুকে তার বেশির ভ
নীতিগুলির উপর প্রভাব বিস্তার করতে লাগল।

প্রত্যক্ষ ভাবে কাজ ভাল ভাবেই চলেছিল। ১৯২২ এবং ১৯৩০-এ শু
আইনগুলি বিদেশী প্রতিযোগিতা দূরে সরিয়ে রাখবার প্রতিশ্রুতি দিয়েছি

অক্লান্ত হার্বার্ট হুভার-এর অধীনে বাণিজ্য বিভাগ বিদেশে নতুন নতুন বাজার অধিকার করবার জন্য প্রবলভাবে সক্রিয় হ'য়ে উঠেছিল এবং প্রমাণিত করেছিল তাদের সেই গর্বোক্তিকে যে, তারাই ছিল "বিদেশী বাণিজ্যজগতে দিগ্বিজয়ে পৃথিবীর সবচেয়েও বেশী কার্যকরী সংস্থা।" তাছাড়া, দেশে প্রায় দু'শ ব্যবসায়িক সংযুক্তিতে এই বিভাগ সক্রিয় অংশ গ্রহণ করেছিল, ঠিক যেভাবে পরে "জাতীয় পুনর্গঠন পরিচালনা"-র অধীনে কাজ হয়েছিল। হুভার সদম্ভে বলেছিলেন, "আমরা ব্যক্তিগত প্রচেষ্টা থেকে দলবদ্ধ প্রচেষ্টার যুগে চ'লে যাচ্ছি। যেসব সওদাগরী জাহাজ-কম্প্যানি এবং বিমান-কম্প্যানিগুলি যুক্তরাষ্ট্রের চিঠিপত্র বহন করত তাদের প্রচুরভাবে অর্থসাহায্য দেওয়া হয়েছিল। এ্যাণ্ড্রু মেলন-এর অধীনে অর্থবিভাগ অতিরিক্ত লাভের উপর কর তুলে দিল, অতিরিক্ত এবং স্বাভাবিক আয়-করকে ও ভূমি-রাজস্বকে প্রচুরভাবে কমিয়ে দিল। তাদের বক্তব্য ছিল এই যে, এতে ব্যবসায়ীরা উৎসাহিত হবে; কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে ১৯৩০-র কাছাকাছি দালালী তৎপরতাই বেড়ে গেল। সেই সময়ে স্বাধীন ব্যবসার প্রাচীন নীতিকে নিষ্ঠার সঙ্গে মেনে নেওয়া হয়েছিল। যুদ্ধের সময়ে সরকার যে রেলপথগুলিকে চালিয়েছিল, এখন খুব বদান্যতা দেখিয়ে সেগুলিকে আবার ব্যক্তিগত মালিকদের উপর ছেড়ে দেওয়া হ'ল। যুদ্ধের সময়ে তৈরি জাহাজগুলির বেশির ভাগ হাস্য-জনক কম দামে বে-সরকারী কম্প্যানিগুলিকে দিয়ে দেওয়া হ'ল। শারম্যান এবং ক্লেটন-এর ট্রাস্ট-বিরোধী আইনগুলিকে একপ্রকার চেপে দেওয়া হয়েছিল, কারণ বিচার এবং সরকারী বিভাগগুলি বলেছিল যে "অর্থনৈতিক আইনগুলি বাতিল করার অধিকার" তাদের আওতার মধ্যে পড়ে না। স্বাধীন ব্যবসা নীতির শ্রেষ্ঠত্ব প্রকাশ পেল সরকারের দ্বারা প্রস্তুত এবং পরিচালিত জল-বিদ্যুৎ কারখানাগুলি নিয়ে। ১৯১৬-তে যুদ্ধকালীন ব্যবস্থা হিসাবে প্রেসিডেণ্ট উইলসন টেনেসি নদীর উপর মাস্‌ল সোল্‌স-এ কতকগুলি বাঁধ তৈরি করতে বলেছিলেন, যাতে সেগুলি থেকে নাইট্রেট-এর কারখানাগুলিতে বিদ্যুত সরবরাহ করা যায়। যুদ্ধের পর এইসব বাঁধ আর কারখানাগুলি নিয়ে কি করা যায় সেই প্রশ্নে তিক্ত ও দীর্ঘকালব্যাপী বিতর্কের সৃষ্টি হ'ল। রক্ষণশীলেরা বলল যে সেগুলিকে ব্যক্তিগত মালিকদের দিয়ে দেওয়া উচিত; নেব্রাস্কার সাহসী সেনেট-সদস্য নরিস-এর নেতৃত্বে প্রগতি-বাদীরা বলল যে সেগুলির মালিকানা এবং পরিচালনা সরকারের হাতেই থাকতে হবে। ১৯২৮-এ এগুলির সরকারী পরিচালনার বিষয়ে একটি আইন কংগ্রেস প্রণয়ন ক'রে দিল। কিন্তু, প্রেসিডেণ্ট কুলিজ সেটিকে ভেটো দিয়ে আটকালেন। ১৯৩১-এ এই ধরনের একটি আইন প্রেসিডেণ্ট হুভার ভেটো প্রয়োগে আটকাবার সময় যে বাণী দিয়েছিলেন তাতে তাঁর এবং তাঁর দলের ব্যক্তিগত প্রচেষ্টা সম্পর্কে

নীতি প্রাঞ্জল ভাবে প্রকাশ পেয়েছিল ঃ

> জনসাধারণের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করবার জন্য কোনও ব্যবসায়ে সরকারের প্রত্যক্ষভাবে নামার আমি প্রবলভাবে বিরুদ্ধে। এতে জনসাধারণের সুযোগের সাম্য নষ্ট হয়; যেসব আদর্শের উপর আমাদের সভ্যতা প্রতিষ্ঠিত, এ-প্রথা তার বিরুদ্ধে।......আমাদের দেশের প্রতিষ্ঠানগুলির ভবিষ্যৎ সম্পর্কে আমি সন্দিহান হব, যদি আমাদের কর্মচারীদের উদ্দেশ্য সকলকে সমান সুযোগ এবং ন্যায় বিচার বণ্টন না হ'য়ে বাজারে ব'সে মাল বিক্রি করা হ'য়ে ওঠে। একে উদার মত বলে না, এটা হচ্ছে চরিত্র নষ্ট হ'য়ে যাওয়া।

এই সুযোগের সাম্য দেওয়াটা আরো ভাল দেখাত যদি হার্ডিং আর কুলিজের শাসনব্যবস্থা শ্রমিক আর কৃষকদের কল্যাণের উপর বরাবর আন্তরিকভাবে লক্ষ্য রেখে যেত। কিন্তু সরকারগুলির লক্ষ্যবস্তু ছিল একমাত্র "ব্যবসায়ী" এবং ব্যবসা সম্পর্কে সরকারী ধারণা ছিল খুবই সঙ্কীর্ণ। ১৯২০ থেকে দশ বছরে যে সমৃদ্ধি এসেছিল, কৃষক বা শ্রমিক কেউই তার সুযোগ পায়নি। ১৯২১-এ একবার সাময়িকভাবে কৃষিবস্তুগুলির বাজারদরে বেশ পরিবর্তন এসেছিল; কিন্তু ১৯২৫ নাগাদ দর ক্রমাগত কমতে লাগল "নতুন ব্যবস্থা"র সংস্কারের সময় পর্যন্ত। ১৯২০ থেকে ১৯৩০-এর মধ্যে কৃষি থেকে আয় সাড়ে পনের বিলিয়ন ডলার থেকে সাড়ে পাঁচ বিলিয়ন ডলারে নেমে গিয়েছিল। ১৯২০-তে আশি কোটি বুশেল গমে দাম ছিল আধ বিলিয়ন ডলার, ১৯৩২-এ এর চেয়ে সামান্য কম উৎপাদনে এল তিরিশ কোটি ডলারের কিছু কম। ১৯২০-তে এককোটি তিরিশ লক্ষ গাঁট তুলো বিক্রি হ'ল এক বিলিয়ন ডলারের কিছু বেশী দামে; বার বছর পরে সেই পরিমাণ তুলো আধ বিলিয়ন ডলারের কম দামে বিক্রি হ'ল। অন্যান্য উৎপাদন সম্পর্কে প্রায় এক কথাই বলা চলে। ফলে ভূমিহীন কৃষকের এবং বন্ধকী জমি কিনে নেওয়ার সংখ্যা বেড়ে গেল। ১৯৩০-এ শতকরা চল্লিশ ভাগ জমি চাষ করছিল প্রজাচাষীরা এবং বন্ধকী ঋণ দাঁড়িয়েছিল ন'বিলিয়ন ডলারের বেশী; এবং ১৯২৭ থেকে ১৯৩০-এর মধ্যে ক্ষেতখামারগুলির এক দশমাংশ নিলামে বিক্রি হয়েছিল।

অথচ এই অবস্থায় হার্ডিং এবং কুলিজের সরকার ব্যবসায়ীদের কাজে লাগাবার আগ্রহে কৃষিব্যবস্থা সম্পর্কে উদাসীন ছিল। কৃষি বিষয়ে রিপাব্লিকানদের প্রথম ব্যবস্থা হ'ল কৃষিজাত দ্রব্যের উপর বাণিজ্যশুল্ক বাড়িয়ে দেওয়ার কিন্তু যেহেতু যুক্তরাষ্ট্র কৃষিজাত দ্রব্য আমদানি না ক'রে রপ্তানি করত, এ-শুল্ক হয়ে উঠল অর্থহীন। কৃষকদের সহযোগিতায় উৎপাদনে সরকারী সাহায্য ও নিয়ন্ত্রণের বাস্তব

প্রস্তাবগুলি প্রেসিডেন্টের ভেটোতে অগ্রাহ্য হয়েছিল। পরে প্রেসিডেন্ট হুভার একটি "খামার সমিতি" তৈরি ক'রে সেটিকে টাকা ও ক্ষমতা দিলেন কৃষিজাত দ্রব্যের বিক্রিতে সাহায্য করতে; কিন্তু এতে সামান্য সুবিধা হলেও, বিশেষ কিছু লাভ হয়নি।

রাজনীতির দিক থেকে এই "স্বাভাবিক অবস্থা"র কালটি অত্যন্ত নিম্নশ্রেণীর এবং বৈচিত্র্যহীন, কেবল মাঝেমাঝে এসেছিল হার্ডিং সরকারের কতকগুলি কলঙ্ক-কাহিনী এবং হুভার সরকারী মহলে দলাদলির ব্যাপার। এর আগে যুক্তরাষ্ট্রের সরকার আর কখনো এত বেশীভাবে এবং নির্লজ্জভাবে অনুগ্রহপ্রাপ্ত দলের কবলে পড়েনি, আর কখনো রাষ্ট্রনীতি এমনভাবে ফিকিরফন্দির জালে জড়িয়ে পড়েনি। ওহায়োর ভদ্রস্বভাব কিন্তু দুর্বলপ্রকৃতি সেনেট-সদস্য ওয়ারেন জি. হার্ডিংকে প্রেসিডেন্ট পদের মনোনয়ন দেওয়া হয়েছিল এই কারণে যে কেউ তাঁর বিরুদ্ধে কিছু শোনেনি এবং তাঁকে নির্বাচিত করা হয়েছিল এই কারণে যে দেশ উইলসনের আদর্শ-বাদে ক্লান্ত হয়ে উঠেছিল। যারা আদর্শবাদের পতন চেয়েছিল তাদের উদ্দেশ্য সফল হয়েছিল যখন তাঁর আড়াই বছর কার্যকালে তিনি কর্মচারীদের অসাধুতা এবং ব্যবসায়ীদের দ্বারা সরকারের নিয়ন্ত্রণ সহজে সমর্থন করেছিলেন। তাঁর উত্তরাধি-কারী ক্যালভিন কুলিজ ছিলেন মাঝারী রাজনীতিজ্ঞ, তাঁর কল্পনাদৃষ্টি ছিল না, ধারণা এবং বাক্যে তিনি কৃপণ ছিলেন, যাকিছু চলছে তা বজায় রাখতে পারলেই তিনি সন্তুষ্ট থাকতেন এবং যেকোন প্রকার উদারতা দেখলেই সন্দিহান হয়ে উঠতেন। ১৯২৯-এ নির্বাচিত প্রেসিডেন্ট হার্বার্ট হুভার ছিলেন দক্ষতর ব্যক্তি; কার্যকরী শাসক হিসাবে তাঁর নাম ছিল, তিনি আন্তর্জাতিক মনোভাবাপন্ন রাজ-নীতিজ্ঞ ছিলেন এবং তাঁর মধ্যে মনুষ্যপ্রীতি ছিল। তাঁর অনেক গুণ ছিল, কিন্তু চার বছরে তিনি যত ভুল করেছিলেন, গ্র্যান্টের পর থেকে আর কোন প্রেসিডেন্ট তা করেননি।

যুদ্ধোত্তর কালে সমাজ। ব্যক্তিত্ব ও চরিত্রে বিভিন্ন এই তিনজন প্রেসিডেন্ট ছিলেন যুদ্ধোত্তর কালের আমেরিকান সমাজের প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলির প্রতীক। উইলসন যুগের আদর্শবাদ শেষ হয়ে গিয়েছিল; মানুষের উন্নতির জন্য রুজভেল্টের আগ্রহের যুগ পরে আসবে। ১৯২০ থেকে দশ বছর ছিল বৈচিত্র্যহীন, অতি সাধারণ এবং নির্মম। প্রেসিডেন্ট কুলিজ বলেছিলেন, "আমেরিকার কাজ ব্যবসা," এবং তাঁর কথায় গভীরতা না থাকলেও সত্যতা ছিল। উইলসনের আদর্শবাদে ক্লান্ত হয়ে, যুদ্ধ এবং তার পরবর্তী ঘটনাগুলিতে হতাশ হয়ে আমেরিকানরা নির্লজ্জ আগ্রহে টাকা রোজগারে এবং খরচ করায় মনোনিবেশ করল। আর কখনো,

এমনকি ম্যাককিনলে যুগেও আমেরিকার সমাজ এমন বস্তুতান্ত্রিক হয়নি, এমনভাবে হাটের আর যন্ত্রের আদর্শের দ্বারা প্রভাবিত হয়নি। সেটা ছিল বৃহৎ প্রচেষ্টা আর দক্ষতার যুগ এবং লোকেরা সেইগুলির উপরেই শ্রদ্ধাশীল ছিল; জনসাধারণের নমস্য ছিল এঞ্জিনিয়ার, দালাল, বিজ্ঞাপনদাতা এবং সিনেমার অভিনেতা-অভিনেত্রীরা। জনসংখ্যা বেড়েছিল এককোটি সত্তর লক্ষ, ধনসংখ্যা বেড়েছিল তার চেয়ে অনেক বেশী। ধন বিতরণের সাম্য না থাকলেও, সকলের হাতে কিছু না কিছু টাকা ছিলই এবং "নতুন যুগ" সম্বন্ধে লোকে আনন্দের সংগেই আলোচনা করত, যখন প্রত্যেকের হাঁড়িতেই একটি ক'রে মুরগি ফুটবে আর প্রত্যেকের গ্যারেজেই থাকবে দুটি ক'রে মোটরগাড়ি। শহরগুলি বৃহত্তর হয়েছিল, বাড়িগুলি হয়েছিল উচ্চতর, পথগুলি দীর্ঘতর, সৌভগ্য মহত্তর এবং মোটরগাড়ি দ্রুততর। কলেজগুলি আরো বড় হয়েছিল, নৈশক্লাবগুলিতে আরো আনন্দের স্রোত বইত, অপরাধের সংখ্যা বেড়ে গেছল। ব্যবসা-প্রতিষ্ঠানগুলি আরো শক্তিশালী হয়েছিল এবং এইসব ব্যাপারে উন্নতির বিবরণগুলি দেখে লোকের মনে নিশ্চিন্ততা এবং পরিতৃপ্তি আসত।

এটা ছিল মানিয়ে নেওয়ার যুগ এবং যে মানিয়ে নিতে পারত না তাকে সহ্য করা হ'ত না। বেশির ভাগ আমেরিকান সাহিত্যে বর্ণিত জর্জ ব্যাবিটকে স্বীকার ক'রে নিয়েছিল, কারণ সে যাকিছু শুনত বা পড়ত সবই বিশ্বাস করত। এটা একটা অদ্ভুত ঘটনা যে যখন লোকে হার্ডিং-এর সরকারী মহলে দুর্নীতির ব্যাপার জানতে পারল তাদের মধ্যে কোন প্রতিক্রিয়া দেখা গেল না এবং তারা অপরাধীদের শাস্তিও দাবি করল না, বরং যারা এগুলি প্রকাশ ক'রে দিয়েছিল বা আমেরিকার জীবনযাত্রার সমালোচনা করেছিল, তারা তাদের উপর বিরক্ত হয়ে উঠল। পরমতঅসহিষ্ণুতার জন্ম হয়েছিল যুদ্ধের সময়, যুদ্ধের পরে তা ভয়ংকরভাবে বিচিত্র রূপ পরিগ্রহ করল। জাতীয়তাবাদ ছিল আদর্শ; অন্য দেশের ব্যাপারে ঔদাসীন্যের পিছনে রইল নীতি, ধীশক্তি এবং রাষ্ট্রনীতির প্রশ্রয়। বিদেশীদের এবং বিদেশী ভাবধারার প্রতি সর্বত্র একটা বিরোধিতা দেখা যেতে লাগল। যেসব বিদেশীর মধ্যে উদার চিন্তা দেখা গেল তাদের দলেদলে ধ'রে দেশের বাইরে পাঠান হ'তে লাগল; আইনসভাগুলি থেকে সমাজবাদীদের তাড়িয়ে দেওয়া হ'ল এবং রাষ্ট্রগুলি আইনের সাহায্যে প্রচলিত রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠানগুলির প্রতি লোকের আনুগত্য আনতে লাগল। যে কু ক্লুক্স ক্ল্যান বহুলক্ষ সদস্যসংখ্যার গর্ব করত, তারা (উত্তরকালে ইউরোপের একনায়কদের দ্বারা গৃহীত) আর্যমহিমা প্রতিষ্ঠায় নিজেদের নিযুক্ত করেছিল এবং এই দলের মুখোশ পরা সদস্যরা ক্যাথলিক, নিগ্রো আর ইহুদিদের ভীতি উৎপাদন ক'রে বেড়াতে লাগল। শ্রমিকনেতা, উদারপন্থী অর্থনীতিক, সমাজতন্ত্রবাদী শান্তিবাদী কিংবা যেকোন [illegible]। আমেরিকার ব্যবসা পরিচালনা বিষয়ে

সমালোচনা করলেই তার সঙ্গে শত্রুতা করা হ'ত। ক্যালিফোর্নিয়ার মুনি আর বিলিংস এবং ম্যাসাচুসেটস-এ স্যাকো আর ভ্যানজেটির মামলায় শোচনীয়ভাবে ন্যায়বিচারের অভাব দেখা গেল, দুই ক্ষেত্রেই অপরাধীদের শাস্তি দেওয়া হ'ল তাদের বিরুদ্ধে অপরাধ প্রমাণিত হবার জন্য নয়, তাদের সংস্কারমূলক মনোভাব থাকার জন্য।

কিন্তু এই অসহিষ্ণুতার পরিমাণ ও গভীরতা বাড়িয়ে বলা এমন কিছু শক্ত কাজ ছিল না। একথা মনে রাখা ভাল যে এর উৎস গণতন্ত্রের প্রতি শত্রুতায় নয়, গণতন্ত্রের প্রতি আকর্ষণের বিপথগামিতায়। সমগ্র কালটি ধ'রে অমত আর প্রতিবাদের স্রোত প্রবলভাবে বইতে লাগল; প্রত্যেকটি অসহিষ্ণুতার প্রতিবাদ হ'ল, যার উপর অত্যাচার হ'ত সে যত নিম্নশ্রেণীর লোকই হ'ক না কেন, তার সমর্থক জুটত। পূর্বোল্লিখিত মামলাদুটির সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ব্যাপার ছিল এই যে সেগুলিতে রায়ের বিরুদ্ধে সাহসিকতার সঙ্গে প্রবলভাবে আপত্তি জানান হয়েছিল। একটিতে তাতে ফল হয়েছিল, অন্যটিতে হয়নি। 'দি নেসন' এবং 'দি নিউ রিপাব্লিক'-এর মতো উদার মতাবলম্বী কাগজগুলির প্রচার ও প্রভাব বেশী মাত্রাতেই ছিল; যেসব কবি ঔপন্যাসিকেরা বিদ্রোহের বাণী প্রচার করতেন তাঁরা প্রচুর জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিলেন, কলেজ আর বিশ্ববিদ্যালয়গুলি স্বাধীন চিন্তার কেন্দ্র হয়ে রইল এবং এই সমগ্র কালটি ধ'রে আদালতগুলি ছিল ব্যক্তিস্বাধীনতার ও অধিকার বিলের রক্ষাকর্তা। সেটা ছিল ব্র্যান্ডিস, কার্ডোজো আর হোম্‌সের যুগ।

এই যুগে সামাজিক উন্নতির নিয়ামক হয়েছিল শহরগুলির এবং বিশেষ জ্ঞানের উন্নতি। ১৯৩০-এ দেশের অর্ধেক লোক শহরগুলিতে বাস করত এবং তারও এক বৃহৎ অংশ মহানগরী অঞ্চলে। শহরগুলি ছিল শিল্প ও ব্যবসার, শাসনব্যবস্থার, আমোদ-প্রমোদের, শিক্ষার, সাহিত্যের ও আর্টের কেন্দ্র। শহুরে ধারণা এবং জীবনযাপনপ্রণালী গ্রামাঞ্চলে ছড়িয়ে পড়ত। সিনেমা, রেডিও, মোটরগাড়ি, দৈনিকের নিয়ন্ত্রিত বিভাগগুলি, জাতীয় বিজ্ঞাপন প্রভৃতি নানাবিধ প্রভাবের জন্য প্রাদেশিকতা পথ ছেড়ে দিল ব্যাপক মানকে। এমনকি যে হাস্যরস জাতীয় অভিব্যক্তির শ্রেষ্ঠতম উপায়, তার ক্ষেত্রেও সীমান্তের অতিশয়োক্তি "দি নিউ ইয়র্কার" এর বিদগ্ধ কাহিণী আর কার্টুনকে পথ ছেড়ে দিল।

ব্যাপক মান প্রতিষ্ঠার পিছনে যেসব বস্তু সবচেয়ে কার্যকরী হয়েছিল তার মধ্যে মোটরগাড়ি, সিনেমা আর রেডিও-ই প্রধান। এই দশকে সমাজজীবনের ক্ষেত্রেও সেগুলি ছিল অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। এই তিনটির মধ্যে মোটরগাড়ি ছিল প্রাচীনতম এবং সবচেয়ে প্রয়োজনীয়। ১৮৯৫ নাগাদ হেনরি ফোর্ড প্রথম তাঁর পেট্রোলের বগি গাড়ি তৈরি করেছিলেন, কিন্তু নতুন শতাব্দীর দ্বিতীয় দশকেই লক্ষলক্ষ তাঁর

সেই প্রসিদ্ধ 'টি মডেল' এবং অন্যান্য শস্তা গাড়িতে পথ ভ'রে গেল। ১৯২০-তে নব্বাই লক্ষ মোটরগাড়ি ব্যবহৃত হচ্ছিল, দশ বছর পরে এই সংখ্যা তিনগুণ হয়েছিল। মোটরগাড়ি বিচ্ছিন্ন ভাবে বসবাস বন্ধ করল, জীবনে ব্যস্ততা আনল, অবসর যাপনের নতুন উপায় আবিষ্কার করল, যুবক-যুবতীদের চলাফেরায় স্বাধীনতা দিল, প্রচুর শিল্প গ'ড়ে তুলল, লক্ষলক্ষ লোকের কর্মসংস্থান করল, দেশব্যাপী রাস্তা তৈরির পরিকল্পনা তৈরি করাল, রেলপথের সঙ্গে প্রতিযোগিতা চালাল এবং গৃহ-যুদ্ধের সমসংখ্যক প্রাণ ও হাতপা নষ্ট করল। কয়েকবছরের মধ্যেই মোটরগাড়ি আর বিলাসিতার বস্তু না থেকে প্রয়োজনীয় বস্তু হয়ে উঠল, হয়ত সবচেয়ে প্রয়োজনের জিনিস হ'ল।

তুলনায় নতুন হ'লেও সিনেমা এবং রেডিও মোটরগাড়ির চেয়ে এমন কিছু কম প্রয়োজনীয় ছিল না। যদিও শতাব্দীর গোড়ার দিকে ছায়াচিত্রের আরম্ভ, তবু প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময়ই সেটি বৃহৎ ব্যবসা হয়ে উঠল; এবং ১৯২৭-এ সবাক চিত্রের আবির্ভাব থেকেই প্রচুর প্রভাব বিস্তার করতে থাকল। তার দশ বছর পরে প্রতি সপ্তাহে আট থেকে দশ কোটি লোক চলচ্চিত্র দেখতে যেত এবং তার একটি বিশেষ অংশ ছিল শিশুরা। সিনেমা থেকেই নতুন যুগের লোকেরা জীবন সম্বন্ধে বেশির ভাগ ধারণা নিতে আরম্ভ করল; প্রধানতঃ সে-ধারণা ছিল অতিরঞ্জিত ও ভুল। অনেকের কাছেই ছায়াচিত্র বর্ণহীন এবং বাস্তব জীবন থেকে উদ্ধারের পথ দেখিয়ে দিত সেই রোমান্স-এর জগতে, যেখানে কখনও যাওয়া সম্ভব নয়, যেখানে অন্যায়ের জন্য সবসময়ে শাস্তি এবং গুণের জন্য সব সময়ে পুরস্কার পাওয়া যায়, যেখানে সব মেয়েরাই সুন্দরী এবং সব পুরুষরা সুন্দর ও লাফ-ঝাঁপে অভ্যস্ত, যেখানে অর্থ সুখ নিয়ে আসে এবং দারিদ্র্য আনে সন্তুষ্টি এবং যেখানে সকল কাহিনীর সুখকর পরিসমাপ্তি। প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষ ভাবে চলচ্চিত্র অপরিমিত প্রভাব বিস্তার করতে লাগল। সিনেমাই পোশাকের, চুল বাঁধার, আসবাবের এবং গৃহসজ্জার ধরন ঠিক ক'রে দিল, জনপ্রিয় গান তৈরি ক'রে দিল, আদবকায়দা শেখাল, নীতিজ্ঞান শিক্ষা দিল এবং জনপ্রিয় নায়ক-নায়িকাদের সৃষ্টি করল। তার প্রভাব পৃথিবীর সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ল এবং সেটি হ'য়ে উঠল বোধহয় আমেরিকার সাম্রাজ্যবাদের সবচেয়ে শক্তিশালী প্রতীক। ব্রিটেনে, রাশিয়ায়, মালয়ে এবং আর্জেন-টিনায় যারা সিনেমা দেখতে যেত তাদের কাছে এটি বহন ক'রে নিয়ে যেত আমে-রিকান জীবনের চিত্র—অনেক সময় বিকৃত চিত্র।

রেডিওটিও আমোদপ্রমোদ, শিক্ষা এবং ব্যাপক মানের জন্য একটি প্রভাবশীল যন্ত্র হয়ে উঠেছিল। প্রথম মহাযুদ্ধের সময়ই রেডিও দ্রুত উন্নতি করে এবং প্রথম ব্যবসায়িক বেতার প্রচারকেন্দ্র ১৯২০-তে কার্যারম্ভ করে। দশ বছরের মধ্যে এ্যামস

আর এ্যাণ্ডি কিংবা চার্লি ম্যাক্‌কার্থির গান, খবর বা সঙ্গীত শোনবার জন্য প্রায় সব বাড়িতেই রেডিও খুলতে লাগল। সিনেমার মতো রেডিও-ও হয়ে উঠল একটি বৃহৎ ব্যবসা এবং সিনেমার মতোই জনসাধারণের চাহিদার সঙ্গে সেটিকে খাপ খাওয়াতে হয়েছিল এবং জনপ্রিয় অনুষ্ঠানসূচি তৈরি করতে হয়েছিল। রেডিও প্রোগ্রামগুলি অনুধাবন করলে আরো অনেককিছু জানতে পারা যায়, অন্য যেকোন পাঠক্রমের চেয়ে জনতার মনোভাবকে বেশী ক'রে জানতে পারা যায়। দুটি ক্ষেত্রে রেডিও আনন্দ বিতরণের চেয়ে বেশী কিছুর দিকে লক্ষ্য রেখেছিল। কম ক'রে হ'লেও এটি অনুষ্ঠান-সূচিতে শিক্ষার ব্যবস্থা করেছিল এবং রাজনৈতিক অভি-যানের খবর ও অন্যান্য খবর বিতরণ করত। এটা বিশেষভাবে লক্ষণীয় যে কয়েকটি ক্ষেত্রে ছাড়া রেডিও, ব্যক্তিগত উদ্যম এবং করের সাহায্যে নয়, বিজ্ঞাপনের সাহায্যেই চলত। রেডিওকে সরকারী নিয়ন্ত্রণমুক্ত রাখবার জন্য আমেরিকানদের খুব বেশী মূল্য দিতে হয়েছিল কিনা সেবিষয়ে মতবিরোধ আছে।

বিরাট মন্দা। হাবার্ট হুভার প্রেসিডেণ্টের পদ গ্রহণ করলেন এমন সময়ে যা ট্যাফ্‌ট-এর পর থেকে যেকোন প্রেসিডেণ্টের চেয়েও ভালো; সব দিক দিয়ে কখনও দেশ এত সমৃদ্ধ এবং সমাজ এত সুস্থ ছিল না। শেয়ারের দাম খুব উচুঁতে উঠে গেল। কিছু না ক'রেই দু'পয়সা রোজগার করবার লোভে অর্থবিনিয়োগকারীরা লক্ষ লক্ষ ডলারের নতুন শেয়ার কিনতে লাগল। নতুন ধরনের জিনিসের জন্য অদম্য ঝোঁক মেটাবরা মতো উপযুক্ত পরিমাণে মোটরগাড়ি, রেফ্রিজারেটার, রেডিও, ভ্যাকুয়াম ক্লিনার প্রভৃতি কারখানাগুলি সময়মত ক'রে উঠতে পারছিল না। বড় বড় শহরগুলিতে, কিংবা দক্ষিণ ও পশ্চিম অঞ্চলে নতুন শিল্পকেন্দ্রিক শহরগুলিতে লক্ষ লক্ষ প্রাচীন ও নতুন ধরনের বাড়ি উঠতে লাগল। মহাবিদ্যালয় এবং সিনেমা দেখবার রঙ্গমঞ্চগুলি জনারণ্যে পরিণত হ'ল। পুরুষদের জন্য খেলার জিনিস এবং মহিলাদের জন্য প্রসাধনদ্রব্যের বড় বড় ব্যবসা জ'মে উঠল। বিজ্ঞাপন ব্যবসা থেকে বিজ্ঞান ও কারুকলার পর্যায়ে গিয়ে পৌঁছাল। প্রতিদিন কোনও নতুন ও আশ্চর্যজনক প্রস্তুতপ্রণালী কিংবা বৈজ্ঞানিক অগ্রগতিতে আশ্বাস পাওয়া যাচ্ছিল যে সামনে আরও ভালো সময় আসছে। এটা ছিল "নব যুগ" এবং যদি কৃষকরা এবং অকুশলী শ্রমিকরা তার পূর্ণ সুবিধা তখন ভোগ না করতে পারে, পরে করবে। এটা খুবই যুক্তিযুক্ত ছিল যে এই নবযুগকে এগিয়ে নিয়ে আসবেন এমন এক ব্যক্তি যিনি এঞ্জিনিয়ার হিসাবে নাম করেছেন, নিজেকে মানুষ্যজাতির বড় বন্ধু ব'লে প্রমাণ করেছেন এবং বাণিজ্যসচিব হিসাবে কঠোর পরিশ্রম ক'রে তিনি যে তৎকালীন ব্যবসায়িক সভ্যতাকে বুঝতে পেরেছেন তা দেখিয়েছেন। হুভার সগর্বে বলে-

ছিলেন, "বিশ্বের ইতিহাসে যেকোন দেশের চেয়ে আমরা আমেরিকায় চূড়ান্তভাবে দারিদ্র্য জয় করবার সবচেয়ে নিকটবর্তী হয়েছি;" এবং প্রত্যেক লোকই আশা করছিল যে হুভার স্বয়ং সেই "চূড়ান্ত" জয়লাভে উৎসবের ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন; কিন্তু ভাগ্য ছিল অকরুণ।

কারণ, নাটকীয় এবং বিস্ময়কর দ্রুততার সঙ্গে এসেছিল ১৯২৯-এর অক্টোবরে বিপর্যয়। ২৪শে তারিখে উন্মত্ত বিক্রয়ের ভিতর দিয়ে এক কোটি বিশ লক্ষ শেয়ার হাতবদল হয়েছিল; ২৯শে তারিখে এল সর্বনাশ। আমেরিকান টেলিফোন ও টেলিগ্রাফ, জেনারল ইলেকট্রিক এবং জেনারল মোটরস প্রভৃতি কম্প্যানির শেয়ার-গুলির মূল্য এক সপ্তাহে বিস্ময়কর ভাবে তলিয়ে গেল। মাসের শেষে, শেয়ারের মালিকদের ক্ষতির পরিমাণ দাঁড়াল পনের বিলিয়ন ডলার এবং বছরের শেষে চল্লিশ বিলিয়ন ডলার। লক্ষ লক্ষ অর্থবিনিয়োগকারী তাদের জীবনের সমস্ত কিছু হারিয়ে ফেলল। কিন্তু, মন্দভাগ্যের চাকা এখানেই থামেনি; বড় বড় ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানগুলি এবং কারখানাগুলি তাদের দরজা বন্ধ করেছিল, ব্যাংকগুগি বন্ধ হয়ে গিয়েছিল এবং লক্ষ লক্ষ বেকার ব্যক্তিরা রাস্তায় রাস্তায় বৃথা কাজ খুঁজে বেড়াচ্ছিল। লক্ষ লক্ষ পরিবার আশ্রয়হীন হয়েছিল; কর-সংগ্রহ এমন অবস্থায় দাঁড়াল যে শহর ও মহকুমা শাসকরা তাদের বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের মাইনে দিতে পারল না; বাড়ি তৈরি প্রায় বন্ধ হ'য়ে গেল; বৈদেশিক বাণিজ্য এমন অবস্থায় দাঁড়াল, যা ইতিপূর্বে কখনও দাঁড়ায়নি।

কিন্তু, এই আকস্মিক আশঙ্কার এবং তার পরবর্তী দীর্ঘকালব্যাপী মন্দার আসল কারণগুলি কি? ব্যবসায় জগতে এরকম ঘটনা ঘটা যে স্বাভাবিক একথা বললে যথেষ্ট উত্তর দেওয়া হ'ল না, যদিও যেখানে সরকার যথেচ্ছ ব্যক্তিগত প্রচেষ্টা নিয়ন্ত্রণ করে না সেখানে এই উত্তরে সত্যতা আছে। ১৯২৯-এর এই বিপর্যয়ের কতকগুলি সুস্পষ্ট কারণ ছিল। প্রথমতঃ, জাতির ভোগ করার ক্ষমতার চেয়ে উৎপাদনের ক্ষমতা বেশী হয়েছিল। এটির আবার কারণ ছিল এই যে সমগ্র জাতীয় আয়ের বেশির ভাগ অংশ মাত্র কয়েকজনের হাতেই যাচ্ছিল, যারা তৎক্ষণাৎ তা হয় জমাচ্ছিল নয়ত বিনিয়োগ করছিল এবং আয়ের এই সামান্য অংশই যাচ্ছিল শ্রমিক, কৃষক এবং মধ্যবিত্তশ্রেণীর হাতে, যাদের ক্রয়ক্ষমতার উপরেই সমগ্র ব্যবসায়িক ব্যবস্থার ভিত্তি। দ্বিতীয়তঃ সরকারের বাণিজ্য-শুল্ক এবং সমর-ঋণ রীতি আমেরিকান দ্রব্যাদির বিদেশী বাজার নষ্ট ক'রে দিয়েছিল এবং বিদেশে যেটুকু বাজার ছিল তাও ১৯৩০-এর পর বিশ্বব্যাপী মন্দায় নষ্ট করে দিয়েছিল। তৃতীয়তঃ, সহজে ঋণ পাবার সুযোগের জন্য ঋণের পরিমাণ বেড়ে গিয়েছিল। কিস্তিতে কেনা এবং অবাধ শেয়ার বেচাকেনা বেড়ে গিয়েছিল। সরকার এবং জনসাধারণের

ঋণের পরিমাণ দাঁড়িয়েছিল একশ' থেকে দেড়শ' বিলিয়ন ডলার। শেয়ার কেনাবেচায় শেয়ারের এবং সম্পত্তির দাম ন্যায্যমূল্যের অনেক উপরে উঠে গিয়েছিল। শেষপর্যন্ত ক্রমাগত কৃষিতে মন্দা, শিল্পক্ষেত্রে বেকারত্ব এবং ক্রমবর্ধমান ভাবে অর্থ ও ক্ষমতা কয়েকটি মাত্র ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানের হাতে চ'লে যাওয়ায় এমন এক অর্থনৈতিক অবস্থার উদ্ভব হ'ল যা মূলতঃ অসুস্থ।

ব্যাখ্যা যাই হ'ক না কেন, এটা বোঝা গেল যে ইতিহাসে সবচেয়ে সর্বনাশা মন্দার কবলে দেশ পড়েছে। ১৮৩৭-এর মন্দা ছিল তিন চার বছর, ১৮৭৩-এর পাঁচ বছর, ১৮৯৩-এর সাংঘাতিক মন্দা ১৮৯৭ পর্যন্ত এবং ১৯০৪, ১৯০৭ ১৯২১-এর মন্দা ছিল খুব অল্প সময়ের জন্য; কিন্তু ১৯২৯-এর মন্দা রইল দশ বছর ধ'রে। কালের দীর্ঘতা এবং সর্বব্যাপী দারিদ্র্য ও বিয়োগান্ত অবস্থার জন্য এটি ছিল অতুলনীয়। আগেকারগুলি থেকে আর একটা বিষয়ে এটির তফাৎ ছিল; এটি উৎপন্ন হয়েছিল প্রাচুর্য থেকে, অভাব থেকে নয়। অর্থ ও দ্রব্যাদি যথাযথভাবে ভাগ ক'রে দেওয়ার ব্যর্থতাই এটির জন্য দায়ী।

যেহেতু মন্দাটি স্বাভাবিক না হয়ে, ছিল মনুষ্যসৃষ্ট, সেজন্য বারবার সরকারী হস্তক্ষেপের জন্য অনুরোধ করা হচ্ছিল। কিন্তু সে-হস্তক্ষেপ করা হয়নি। অন্য বহুলক্ষ লোকের মতোই প্রেসিডেণ্ট হুভার বিশ্বাস করতেন যে মন্দা আপনিই কেটে যাবে এবং যদিও তিনি সরকারী হস্তক্ষেপের ন্যায্যতা অস্বীকার করেননি, তাঁর মত ছিল এই যে, সাহায্যের পূর্ণ দায়িত্ব জনসাধারণের এবং স্থানীয় শাসকদের তিনি বললেন, "যেসব লোকেরা সত্যই বিপদে পড়েছে তাদের ক্ষুধা ও শীত দূর করা জাতির কর্তব্য," কিন্তু বেকার ও ক্ষুধার্তদের জাতীয় সাহায্য দেবার বহু প্রস্তাব তিনি নিয়মিতভাবে অগ্রাহ্য করলেন। প্রথম থেকেই তিনি মন্দার পরিমাণ কমিয়ে ধরতে লাগলেন এবং তা যখন আর সম্ভব হ'ল না, বলতে লাগলেন সুসময় "ওই এল ব'লে।" হুভারের সরকার কতকগুলি কাজ নিয়ে ব্যস্ত রইল : যথা— রাস্তা, সরকারী বাড়ি এবং বিমান-পরিবহণ তৈরি করা, কৃষিঋণের জন্য তিরিশ কোটি ডলার বরাদ্দ করা, গ্লাস-স্টিগেল আইনের সাহায্যে যুক্তরাষ্ট্রীয় সঞ্চয় ভাণ্ডারের ঋণগ্রহণের ক্ষমতা বাড়িয়ে দেওয়া এবং পুনর্গঠন অর্থভাণ্ডার তৈরি ক'রে ব্যাঙ্ক, রাস্তা, বীমা কম্প্যানি এবং শিল্পকারখানাগুলির জন্য দু'বিলিয়ন ডলার ঋণের ব্যবস্থা করা।

দুর্ভাগ্যক্রমে এসবে কিছুই হ'ল না এবং অবস্থা আরো খারাপের দিকে গেল। ১৯৩২-এ বেকারদের সংখ্যা দাঁড়াল এককোটি বিশ লক্ষ; পাঁচ হাজারের উপর ব্যাঙ্ক বন্ধ হয়ে গেল; বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান নষ্ট হ'ল বত্রিশ হাজার, ইতিহাসে সবচেয়ে নিম্নস্তরে নেমে গেল কৃষিজাত দ্রব্যের মূল্য। মনে হ'ল মধ্যবিত্ত শ্রেণী লোপ পাবে।

১৯২৯-এর আশি বিলিয়ন ডলারের জাতীয় আয় চল্লিশ বিলিয়নে এসে দাঁড়াল। মনে হ'ল সমগ্র দেশের অর্থনৈতিক ব্যবস্থা ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে এবং লোকেদের মেজাজ হয়ে উঠল খুব খারাপ।

আমেরিকানরা হিংসা বা বিপ্লব পছন্দ করত না, তাই এই বিপদে তারা অনেক আশা নিয়ে আর এক নেতৃত্বের দিকে তাকাল। সেনেটসদস্য নরিশ, লা ফলেট কাস্টিগান এবং কাটিং-এর নেতৃত্বে রিপাব্লিকান দলের প্রগতিবাদীরা হুভারের নীতির বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছিল, কিন্তু দলের প্রাচীনপন্থী সদস্যদের হাত থেকে ক্ষমতা ছিনিয়ে নেবার মতো শক্তিশালী তারা ছিল না। তাই উদ্ধারের আশায় দেশ ডেমোক্র্যাটদের দিকে তাকাল। ১৯৩০-এ ডেমক্র্যাটরা কংগ্রেসের নির্বাচনে জয়লাভ করল এবং ১৯৩২-এ প্রেসিডেণ্টের পদটিও নেবার ব্যবস্থা করল। রিপাব্লিকান দলের যে প্রাচীনপন্থীরা মন্দা থেকে কিছুই জ্ঞানলাভ করতে পারেনি তারা উদ্ধতভাবে প্রেসিডেণ্ট হুভারকে তাদের প্রার্থী মনোনীত করল এবং তিনিও জাতীয় সংকটের ওষুধ হিসাবে সাধারণ ব্যক্তিদের দায়িত্বের কথা বলতে লাগলেন। ডেমক্র্যাটরা দাঁড় করাল ব্যক্তিত্বসম্পন্ন ফ্র্যাঙ্কলিন ডি. রুজভেল্টকে, যিনি এম্পায়ার রাষ্ট্রের গভার্নর হিসাবে নিজেকে প্রমাণ করেছিলেন একজন বুদ্ধিমান, সাহসী এবং হৃদয়বান নেতা এবং তীক্ষ্ণধী রাজনীতিজ্ঞ, যিনি দেশকে "নতুন ব্যবস্থা"র আশ্বাস দিলেন।

ফ্র্যাঙ্কলিন ডি. রুজভেল্ট এবং নতুন ব্যবস্থা। আমেরিকান গণতন্ত্রের সবচেয়ে আশাপ্রদ জিনিস এই যে তা বিপদের সময় সর্বদাই বড় নেতা খুঁজে বার করতে পেরেছে। কখনো কখনো, যেমন ওয়াশিংটনের ক্ষেত্রে, সেই নির্বাচন হয়েছে চিন্তা ও যুক্তিপ্রসূত; অন্যান্য সময়ে, যেমন লিঙ্কন, থিয়োডোর রুজভেল্ট এবং উইলসনের ক্ষেত্রে, তা হয়েছে দৈবাৎ। একথা বলা চলে না যে নির্বাচনের সময় ফ্র্যাঙ্কলিন ডি. রুজভেল্ট অপরিচিত ছিলেন; কিন্তু যারা তাঁর উপর ভরসা রেখে তাঁকে ভোট দিয়েছিল তাদের মধ্যে খুব কম লোকই বুঝতে পেরেছিল যে গণতন্ত্র এবং জাতীয়তার সমর্থক হিসাবে রুজভেল্ট ছিলেন লিঙ্কনের সমকক্ষ এবং উন্নততর পৃথিবী গড়ার নেতা হিসাবে উইলসনের সমান।

নিউ ইয়র্কের সামাজিক মনোভাবসম্পন্ন এবং সুদক্ষ গভার্নর হিসাবে রুজভেল্ট নাম করেছিলেন, কিন্তু তার পিছনে ছিল বহুদিনের রাজনীতির শিক্ষা। ধনী ও বিখ্যাত পরিবারে জন্ম, গ্রটন বিদ্যালয় এবং হার্বার্ডে শিক্ষা পেয়ে, তিনি গোড়া থেকেই স্থির করেছিলেন তাঁর হোয়াইট হাউসের সুবিখ্যাত আত্মীয়ের পদাঙ্ক অনুসরণ করবেন এবং তাই রাজনীতিতে সক্রিয়ভাবে মনোযোগ দিয়েছিলেন। গোড়ার দিকে তাঁর দুটি গুণ দেখা গিয়েছিল যা পরে তাঁকে বৈশিষ্ট্য দিয়েছিল:

প্রগতিবাদে ঝোঁক এবং সকলশ্রেণীর লোকদের বিশ্বাস অর্জন করা। তিনি নিউ ইয়র্ক রাষ্ট্রের আইনসভাতে কাজ করেছেন, উইলসনের অধীনে উপনৌবাহিনীসচিব ছিলেন এবং ১৯২০-তে ভাইস প্রেসিডেন্ট পদপ্রার্থী হয়েছিলেন। তারপর তাঁর পক্ষাঘাত হয়েছিল। ধীরে ধীরে সুস্থ হয়ে ওঠার সময় তিনি আমেরিকার রাজনৈতিক ইতিহাস পড়েছিলেন এবং চিঠিপত্র ও ব্যক্তিগত সম্পর্কের দ্বারা বহু বিশ্বাসী অনুচর পেয়েছিলেন। তিনি তাঁর সময় আসবার আগেই ১৯২৮-এ নিউ ইয়র্ক রাষ্ট্রের গভার্নর নির্বাচিত হয়েছিলেন এবং দুবছর পরেই সগৌরবে পুনর্নির্বাচিত হয়েছিলেন। এই অভিজ্ঞতা ও পটভূমিকা নিয়ে ১৯৩২-এ রুজভেল্ট বোধহয় ছিলেন দেশে ডেমক্র্যাটদের শ্রেষ্ঠ নেতা।

কিন্তু অভিজ্ঞতা এবং জ্ঞান ছাড়াও নতুন প্রেসিডেণ্টের আরো অনেক সদগুণ ছিল। ব্রায়ানের মতোই তাঁর সাধারণ লোকদের উপর গভীর বিশ্বাস ছিল, উইলসনের মতোই গণতন্ত্রের উপর বুদ্ধিদীপ্ত বিশ্বাস ছিল। তাঁর ছিল তীক্ষ্ণ রাজনৈতিক ধীশক্তি, নেতৃত্বের কৌশল জানতেন এবং চিন্তাশক্তি গভীর না হ'লেও, বড় বড় ব্যাপারে কি কর্তব্য তা সহজাতবুদ্ধিতে বুঝতে পারতেন। উপায় সম্বন্ধে তিনি ছিলেন সুযোগ-সন্ধানী; কাজ সফল করার জন্য তার পিছনে লেগে থাকতেন, অপ্রয়োজনীয় ব্যাপারে আপস করতেন কিন্তু প্রয়োজনীয় ব্যাপারে ছিলেন অনমনীয়। জানতেন যে রাজনীতি বিজ্ঞান ও আর্ট দুই-ই; এ ভ্রান্ত বিশ্বাস তাঁর ছিল না যে পরিকল্পনার খসড়া দিয়েই সমাজের পুনর্গঠন সম্ভব এবং রাজ্যশাসন একটা বিজ্ঞানসম্মত পরিচালনা কিংবা এঞ্জিনিয়ারের প্রচেষ্টা ছাড়া আর কিছু নয়। তিনি আমেরিকার প্রাচীন ইতিহাস জানতেন, যে-পৃথিবীতে বাস করতেন সেটিকে বুঝতেন এবং আগামী কালের পৃথিবীকে কিভাবে গ'ড়ে তুলতে হবে সেধারনা তাঁর ছিল। তিনি রাজনীতিবিদদের বিশ্বাস করতেন কিন্তু বিশেষজ্ঞদেরও অবিশ্বাস করতেন না; তিনি জনমত শুনতেন, কিন্তু সেটির বিরুদ্ধাচরণ করতে কিংবা সেটির পুনর্গঠন করবার সাহস তাঁর ছিল। কখনো কখনো মনে হ'ত বড় বড় ব্যাপারকে তিনি হাল্কাভাবে নিয়েছেন; কিন্তু তাঁর ছিল উদার আগ্রহ, অক্লান্ত উদ্যম এবং এমন সংক্রামক প্রফুল্লতা যা তিনি পার্শ্ববর্তীদের মধ্যে এবং শেষপর্যন্ত সমগ্র দেশবাসীদের মধ্যে সংক্রামিত করতেন। তাঁর দোষগুলির চেয়ে এই গুণগুলি ছিল সংখ্যায় অনেক বেশী। দোষগুলি ছিল : গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারে হাল্কামি, খরচের কথা না ভাবা এবং প্রতিদ্বন্দ্বীর প্রতি বিদ্বেষ পোষণ।

রুজভেল্টের অভিষেক ভাষণে ভবিষ্যৎ সম্ভাবনার অনেক আভাস ছিল এবং তা উইলসনের মতো বাগ্মীতাপূর্ণ না হলেও, বৈশিষ্ট্যপূর্ণ ছিল। তিনি বলেছিলেন, মূলতঃ জাতি ঠিক আছে; "আমাদের দরজার সামনেই প্রাচুর্য, কিন্তু তার

উপযুক্ত ব্যবহার নেই।" দোষ সেই সব স্বার্থান্বেষীদের যাদের হাত দিয়ে টাকা ঘুরছে। এদের তাড়িয়ে মন্দির পবিত্র করা হয়েছে কিন্তু এখন কাজ সংস্কারসাধন। সেকাজের ভার প্রেসিডেন্ট নিজেই নিলেন। দুঃখ আর অভাব দূর করতে হবে, কৃষি আর শিল্পের মধ্যে ভারসাম্য আনতে হবে, ব্যাঙ্কগুলির উপর নজর রাখতে হবে, আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক সম্পর্কের পুনর্বিন্যাস করতে হবে, ভাল প্রতিবেশীর নীতি গ্রহণ করতে হবে, বড় জাতির উপযুক্ত ভাবে আন্তর্জাতিক দায়িত্ব নিতে হবে। তিনি সাহস দেখিয়ে বললেন, "বিপন্ন পৃথিবীতে এই বিপন্ন জাতির জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থাগুলি বলতে আমি রাজী আছি, সেগুলি দ্রুত অবলম্বনের জন্য আমি সংবিধানসম্মত ভাবেই চেষ্টা করব," এবং কংগ্রেস যদি তাতে সহযোগিতা না করে, এই সংকটে আমি কংগ্রেসের কাছ থেকে একটি জিনিস চাইব—বিদেশী আক্রমণ হ'লে প্রেসিডেন্টকে যে প্রচুর ক্ষমতা দেওয়া হয়, সেই ক্ষমতা। তারপর তিনি শেষ করলেন এই ব'লে :

> আমাদের সামনের শ্রমসাধ্য দিনগুলির সম্মুখীন হচ্ছি জাতীয় একতার সাহস নিয়ে, প্রাচীন এবং মূল্যবান নৈতিক মূল্য খোঁজবার স্পষ্ট ধারণা নিয়ে, বয়স-নিরপেক্ষভাবে কঠোর কর্তব্যপালনের সুস্থ সন্তুষ্টি নিয়ে। আমাদের আদর্শ একটি পরিপূর্ণ এবং স্থায়ী জাতীয় জীবন। প্রয়োজনীয় গণতন্ত্রের যে ভবিষ্যৎ আছে, সেবিষয়ে আমাদের সন্দেহ নেই।

অভিষেক ভাষণে দেশবাসীদের বলা হ'ল যে 'নতুন ব্যবস্থা' একটা হবে। অনেকদিন ধ'রেই এই নতুন ব্যবস্থার প্রয়োজন ছিল। এক দশক ধ'রে রাজনীতিজ্ঞেরা দাগ দেওয়া তাস দিয়ে ঠকিয়ে এসেছে আর ব্যবসায়ীরা সবটাকা কুড়িয়ে নিয়েছে। রুজভেল্ট গণতান্ত্রিক খেলার নিয়ম প্রতিষ্ঠিত করতে চাইলেন। সমসাময়িক অনেকের কাছে এই নতুন ব্যবস্থা ছিল বিপ্লবের সামিল। আসলে এটি ছিল রক্ষণশীল, যে অর্থে জেফারসন এবং উইলসনের গণতন্ত্র ছিল রক্ষণশীল। এটিও ডাইনে বাঁয়ের সমস্ত আক্রমণের বিরুদ্ধে আমেরিকান গণতন্ত্রের মূল বস্তুগুলিকে রক্ষা করতে চেয়েছিল; সেগুলি হচ্ছে সংবিধান অনুযায়ী স্বার্থের ভারসাম্য, সম্পত্তি ও ব্যক্তিস্বাধীনতার নিরাপত্তা।

দার্শনিকতার দিক থেকে 'নতুন ব্যবস্থা' ছিল গণতান্ত্রিক, কার্যকারিতায় বিবর্তনশীল। যেহেতু পনের বছর ধ'রে আইনের সাহায্যে সংস্কার বন্ধ রাখা হয়েছিল, এখন তা প্রচণ্ড বেগে কাজ করতে লাগল, কিন্তু বন্যার ঘোলা জল থিতিয়ে গেলে দেখা গেল যে পরিবর্তনের স্রোত চেনা পথেই চলেছে। 'নতুন

ব্যবস্থায় সংরক্ষণ নীতি থিয়োডোর রুজভেল্টের, রেলপথ এবং ট্রাস্টের আইন ১৮৮০-র, ব্যাঙ্ক এবং মুদ্রা সংস্কারে কিছু অংশে উইলসন সফল হয়েছিলেন, ক্ষেতখামারের কর্মসূচির জন্য পপুলিস্টরা দায়ী, উইসকনসিন আর ওরিগনের মতো রাষ্ট্রগুলি থেকে এসেছিল শ্রমআইন। যে বিচার বিভাগের সংস্কার নিয়ে এত গণ্ডগোল হয়েছিল, তা এসেছিল লিঙ্কন আর থিয়োডোর রুজভেল্টের কাছ থেকে। আন্তর্জাতিক ব্যাপারেও নতুন ব্যবস্থা জাতীয় নিরাপত্তা সংরক্ষণ, সমুদ্র-পথের স্বাধীনতা রক্ষা, আইন ও শৃংখলা রক্ষা এবং পাশ্চাত্য জগতে গণতন্ত্র রক্ষার প্রাচীন নীতি চালিয়ে যাওয়া ছাড়া আর কিছুই ছিল না।

নতুন ব্যবস্থার কার্যক্রম। ১৯৩৩-এর মার্চ মাসে ফ্র্যাঙ্কলিন রুজভেল্ট যখন কার্যভার নিলেন, তখন মন্দার চরম অবস্থা এবং দেশের অর্থনৈতিক অবস্থা মুমূর্ষু। রুজভেল্ট সাহস ও উদ্যমের সংগে এই সংকটের সম্মুখীন হলেন এবং তাঁর কার্যকাল শেষ হবার আগেই এত বহুপ্রকার আইন পাশ করালেন যা তাঁর আগে আর কখনো হয়নি। রুজভেল্টের শাসনব্যবস্থা দেশের জন্য যে নতুন ব্যবস্থার আয়োজন করেছিল তা অংশতঃ দুঃখত্রাণ এবং অংশতঃ সংস্কার সম্পর্কিত। কতকগুলিতে দুটি দিকই ছিল এবং কোথায় যে একটি শেষ হয়ে অপরটি আরম্ভ হয়েছিল তা বলা কঠিন ছিল। সঙ্কট মোচনের ক্ষেত্রে সরকার দুস্থ ব্যবসায়ীদের বহু বিলিয়ন ডলার ঋণ দিয়ে সাহায্য করেছিল। একটি দীর্ঘ কার্যসূচি হয়েছিল জনকল্যাণ-মূলক কাজে অর্থব্যয় করবার এবং বাড়ি, রাস্তা সেতু তৈরিতে ও স্থানীয় উন্নয়নের দ্বারা ব্যবসাকে উজ্জীবিত ক'রে কর্মসংস্থানের জন্য ঋণ দেওয়ার। ১৯৪০-এ সরকার আর্তত্রাণে ষোল বিলিয়ন ডলার এবং বহু জনকল্যাণের কাজে আরো সাত বিলিয়ন ডলার ব্যয় করেছিল। প্রাকৃতিক সম্পদ রক্ষার একটি সুদীর্ঘ কার্যসূচি তৈরি হয়েছিল এবং তার প্রধান ভার পড়েছিল "বেসামরিক সংরক্ষণ দল"-এর উপর, যারা তিরিশ লক্ষ যুবককে কাজ দিয়েছিল। এই দলটি রেলপথগুলিকে সাহায্য করল, সুবিধাগুলিকে সুরক্ষিত করল, এবং যেসব উন্নয়ন অনেকদিন থেকে করবার কথা ছিল, সেগুলির জন্য খরচ দিল। লেখকদের প্রচেষ্টা ও থিয়েটার, কনসার্ট এবং সরকারী বাড়িগুলি সুসজ্জিত করণ পরিকল্পনার মাধ্যমে দলটি দুস্থ লেখক, চিত্রকর এবং সংগীতজ্ঞদের সাহায্য দিল এবং এইভাবে জাতির সাংস্কৃতিক জীবনকে বহুলাংশে উজ্জীবিত করল। কৃষি ও শিল্পের ক্ষেত্রেও বহুদিনের পরিকল্পনাগুলিকে আর্তত্রাণের আওতায় ফেলা হ'ল।

অবশ্য ভুল অনেকই করা হয়েছিল, তার মধ্যে কতকগুলি গুরুত্বপূর্ণ। "জাতীয় সংকটমুক্তি ব্যবস্থাপনা" (ন্যাসানাল রিকভারি এ্যাডমিনিস্ট্রেসন) বা এন. আর. এ-কে

সুপ্রিম কোর্ট শেষ করবার আগেই, তা ব্যর্থ হয়েছিল। ডলারের মূল্যহ্রাস তার উদ্দেশ্য সাধন অর্থাৎ জিনিসপত্রের মূল্যবৃদ্ধি করতে পারেনি। অযথা অর্থব্যয় করা হয়েছিল এবং জাতির ঋণ দ্রুত বেড়ে চলেছিল। শাসনব্যবস্থার মধ্যে দলাদলি ছিল, কিন্তু মোটের উপর কাজ ভাল হয়েছিল।

স্থায়ী ব্যাপারে অনেক সংস্কার হয়েছিল—ব্যাঙ্ক, জল-শক্তি, ক্ষেতখামার, শ্রমিক, সামাজিক নিরাপত্তা এবং রাজনৈতিক আইনের দিকে। নতুন ব্যবস্থা ব্যাঙ্কগুলিকে বন্ধ করার পর সুনিয়ন্ত্রিতভাবে এবং জমা টাকার সরকারী দায়িত্ব নিয়ে সেগুলিকে আবার খুলিয়েছিল। সেটি সোনার মুদ্রামান ত্যাগ ক'রে ডলারের দাম কমিয়ে দিয়েছিল এই আশায় যে দ্রব্যমূল্য বাড়বে। শেয়ার, বন্ড ও অন্যান্য দাবিপত্রের উপর সাবধানতার সঙ্গে নিয়ন্ত্রণ রাখা হ'ল এবং যেসব ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানগুলি দেশবাসীদের ইলেকট্রিক আলো দেবার উদ্দেশ্যে গঠিত হয়ে নিজেদের কয়েক-জনের তোষণ করছিল, সেগুলিকে বন্ধ ক'রে দেওয়া হ'ল। ব্যবসা সৎভাবে চালাবার কতকগুলি নিয়ম তৈরি ক'রে দেওয়া হ'ল, যাতে ক্ষতিকারক প্রতিযোগিতা দূর হয়। ব্যবসা প্রতিষ্ঠান ও ধনী ব্যক্তিদের আয়ের উপর কর বাড়িয়ে দেওয়া হ'ল, কর ফাঁকি দেবার সুযোগগুলি বন্ধ ক'রে দেওয়া হ'ল এবং যুক্তরাষ্ট্র ও রাষ্ট্রগুলির কর সম্পর্কে যেসব বিভ্রান্তি এসেছিল সেগুলি দূর ক'রে দেওয়া হ'ল। সরকারী জলবিদ্যুৎ বাঁধের সাহায্যে এবং অর্থনৈতিক ও কৃষিমূলক পুনর্বাসনের দ্বারা দেশের অভ্যন্তরে টেনেসি উপত্যকার প্রাকৃতিক সম্পদের উন্নয়নের জন্য একটি দলের উপর ভার দেওয়া হ'ল। এই সকল প্রচেষ্টার পর সুদূর পশ্চিমাঞ্চলে এই ধরনের আরো কতকগুলি প্রচেষ্টা হয়েছিল।

চারটি নতুন ব্যবস্থা বা নিউ ডিল-এর সংস্কার বিশেষভাবে দৃষ্টি আকর্ষণ করে : কৃষি, শ্রম, সামাজিক নিরাপত্তা এবং শাসন। কৃষির ক্ষেত্রে উদ্দেশ্য ছিল উৎপন্নদ্রব্যগুলির দাম বিশ্বযুদ্ধের আগেকার অবস্থায় নিয়ে যাওয়া, উৎপাদন এমনভাবে নিয়ন্ত্রণ করা যার জন্য তা ক্ষতিকরভাবে অতিরিক্ত না হয়, জমির উর্বরতা রক্ষা, চাষীদের সহজে ঋণদানের ব্যবস্থা, প্রজাচাষী ও দুঃস্থ চাষীদের সাহায্য করা এবং উৎপন্ন দ্রব্যের জন্য দেশে ও বিদেশে নব নব বাজারের ব্যবস্থা করা। বহুলাংশে এই উদ্দেশ্যগুলি সফল হয়েছিল। সরকারী সাহায্যের বিনিময়ে কতক-গুলি প্রধান শস্য কম উৎপাদন করাবার উদ্দেশ্যে ১৯৩৩-এ কৃষি-রক্ষা আইন প্রণয়ন করা হ'ল। তিন বছর পরে, সুপ্রিম কোর্ট এটি নাকচ ক'রে দেওয়ায় কংগ্রেস একটি দ্বিতীয় এবং আরও ভালো ক্ষেত-রক্ষা আইন প্রণয়ন করল। এই আইন অনুসারে যেসব চাষী তাদের জমির কিছু অংশ জমির উন্নতি হয় এমন ফসল তৈরিতে ব্যবহার করবে তাদের সরকার থেকে অর্থসাহায্য দেওয়া হবে। ১৯৪০-এ ষাট লক্ষ চাষী

ই কর্মসূচি গ্রহণ ক'রে গড়ে প্রত্যেক এক'শ ডলার ক'রে পাচ্ছিল। এই নতুন াইনে অতিরিক্ত শস্যের বদলে অন্য জিনিসের ঋণ, শস্য জমিয়ে রাখার ব্যবস্থা এবং মের জন্য বীমার ব্যবস্থা করা হয়েছিল। ফলে, প্রধান শস্যের উৎপাদন কম ওয়ায় এবং নতুন নতুন বাজার খোলার জন্য কৃষিজাত দ্রব্যের দাম উপরে উঠেছিল। ১৯৩৯-এ ক্ষেতখামারের আয় ১৯৩২-এর দ্বিগুণ হয়েছিল। একটি "ক্ষেত-ামার ঋণ ব্যবস্থা"-তে নামমাত্র সুদে ঋণ পাওয়া সহজ হয়েছিল। একটি ক্ষেত-ামার নিরাপত্তা সংস্থা থেকে অর্থসাহায্য নিয়ে প্রজা-চাষীরা এবং দুঃস্থ চাষীরা াতে জমির মালিক হ'তে পারে তার ব্যবস্থা করা হয়েছিল।

শ্রমের ক্ষেত্রেও নতুন ব্যবস্থা কতকগুলি যুগান্তকারী আইন প্রস্তুত করেছিল। ৯৩৩-এ জাতীয় পুনরুজ্জীবন আইন চেষ্টা করেছিল কাজ বাড়াতে, কাজের ময় কম করতে, বেতন বাড়াতে, শিশুদের শ্রম তুলে দিতে; এতে শ্রমিকদের দলবদ্ধ ষ্টা আইনসঙ্গত এবং বেইমানি-চুক্তি বে-আইনী করা হয়েছিল। ১৯৩৫-এ ুপ্রিম কোর্ট এ-আইন নাকচ ক'রে দিল; কিন্তু এর ব্যবস্থাগুলি উন্নত আকারে ার দু'টি আইনের অন্তর্গত হ'ল: ১৯৩৫-এর ওয়াগনার এবং ১৯৩৮-এর শ্রমের ্যায্য মান আইন-এ। ওয়াগনার আইন শ্রমিকদের ইউনিয়ন তৈরি করবার এবং তার ভতর দিয়ে দাবি পেশ করবার অধিকার দিল, মালিকদের বারণ করল ইউনিয়নের কজন সভ্যকে বেছে নিয়ে শাস্তি দিতে এবং একটি শ্রমিক সম্পর্ক সমিতি গঠন রল শ্রম সংক্রান্ত সমস্ত বিরোধ বিচার করবার জন্য। এই আইন নিয়ে চারপাশে বে বিরোধ সৃষ্টি হ'ল; কিন্তু এটি শ্রমিকদের এমন সুযোগসুবিধা দিল যা তারা াগে কখনও পায়নি। এই আইনের আওতায় শ্রমিকদের পুরনো সংস্থা নবজীবন াভ করল এবং আর একটি নতুন শ্রম-সংস্থা জন্মলাভ করল; সেটির নাম: শিল্প ংগঠন সংস্থা (কংগ্রেস ফর ইন্ডাস্ট্রিয়াল অরগ্যানিজেসান)। ইতিপূর্বে ইস্পাত, কাপড়, োটরগাড়ি প্রভৃতি যেসব শিল্প-কারখানায় আগে ইউনিয়নের ব্যবস্থা ছিল না, এই . আই. ও. সেসব জায়গায় তার ব্যবস্থা করল। এই শ্রমের ন্যায্য মান আইন ঠিক রে দিল যে শ্রমিকরা সপ্তাহে চল্লিশ ঘণ্টা কাজ করবে এবং ঘণ্টায় চল্লিশ সেণ্ট রে মাইনে পাবে। এটি শিশু-শ্রম বেআইনী ক'রে দিল।

যারা বেকার, বৃদ্ধ এবং পঙ্গু তাদের সাহায্যের জন্য আইন তৈরি হচ্ছিল। পর্যন্ত এদের ভার রাষ্ট্রগুলির হাতেই ছিল। কতকগুলি রাষ্ট্র বেকার বীমা এবং দ্ধকালের পেনসনের ব্যবস্থা করেছিল; কিন্তু একথা বোঝা গিয়েছিল যে রাষ্ট্রগুলি তবড় একটা জাতীয় সমস্যার সমাধান করতে অসমর্থ। প্রেসিডেন্টের বেচনায় কংগ্রেস কতকগুলি সামাজিক নিরাপত্তা আইন প্রণয়ন করল যাতে দ্ধদের জন্য পেন্‌সন, বেকারদের জন্য বীমা, অন্ধদের জন্য, অসহায় মায়েদের জন্য

এবং বিকলাঙ্গ শিশুদের জন্য অর্থ-সাহায্যের ব্যবস্থা করা হ'ল; জনসাধারণের স্বাস্থ্য সংক্রান্ত কাজের জন্যও টাকার ব্যবস্থা করা হ'ল। এইসব কার্যসূচির জন্য টাকা আসবে অংশতঃ মালিকদের কাছে, অংশতঃ শ্রমিকদের কাছে, কাজের ভার নেবে রাষ্ট্রগুলি এবং পরিদর্শন করবে যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকার। প্রথমে বিপক্ষে হলেও শীঘ্রই সকলে এই পরিকল্পনার সঙ্গে সহযোগিতা করতে লাগল; এবং পরবর্তী ক'বছরে এই ব্যবস্থার প্রসার বেড়ে গেল।

রুজভেল্ট-এর শাসনব্যবস্থা শাসন সংক্রান্ত ব্যাপারে বহু সংস্কারের ব্যবস্থা করেছিল। যে সরকারী কর্মচারী বিভাগ যথেচ্ছভাবে গ'ড়ে উঠেছিল এবং ব্যয়বহুল ও অপদার্থ ছিল, সেটি আবার অংশতঃ ভালোভাবে সংগঠিত করা হয়েছিল—যদিও আরও অনেক কিছু করবার রয়ে গেল। ১৮৮৩-র পর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বেসামরিক কর্মচারী আইন (হ্যাচ আইন) সরকারী কর্মচারীদের রাজনৈতিক ব্যাপারে যোগ দেওয়া বারণ করল এবং রাজনৈতিক দলগুলির অতিমাত্রায় খরচ এবং অসাধুতার মূলে আঘাত করল। সুপ্রিম কোর্ট পর পর নতুন ব্যবস্থার (নিউ ডিল-এর) অনেকগুলি ব্যবস্থা নাকচ ক'রে দেওয়ায় প্রেসিডেন্ট অত্যন্ত চিন্তিত হ'য়ে আদালত সংস্কারের একটি পরিকল্পনা করলেন। পরিকল্পনাটি ছিল বৃদ্ধ বিচারপতিদের অবসর গ্রহণ করিয়ে অল্পবয়স্ক বিচারক নির্বাচন করা এবং আদালতগুলিকে মার্শাল, স্টোরি এবং হোমস-এর ঐতিহ্য মেনে নিতে বলা—যে-ঐতিহ্য সংবিধানকে সরকার পরিচালনার নমনীয় যন্ত্র হিসাবে ব্যাখ্যা করেছিল, সরকারের বিরুদ্ধে বাধা হিসাবে নয়। রুজভেল্ট-এর প্রস্তাবের বিরুদ্ধে প্রবল সমালোচনা হয়েছিল এবং অবশেষে সেটি পরিত্যক্ত হয়েছিল। ইতিমধ্যে অবশ্য আদালতের লোকেদের মধ্যে পরিবর্তন এসেছিল এবং অনতিবিলম্বে আগেকার আইনগুলি সম্বন্ধে আরও আলোকপ্রাপ্ত এবং বিদগ্ধ মনোভাব অবলম্বন ক'রে তারা সেই আইনগুলি সম্পর্কে আগেকার বিরুদ্ধ রায়গুলির পরিবর্তন করেছিল। আদালত সম্পর্কে রুজভেল্ট যে-বিতর্কের অবতারণা করেছিলেন তা বহু তিক্ততা সৃষ্টি করলেও, তা শেষ পর্যন্ত আমেরিকানদের সংবিধানের আসল ব্যাখ্যা সম্পর্কে সচেতন করেছিল এবং আদালতকে রাজী করিয়েছিল আমেরিকার গণতন্ত্রের সঙ্গে নিজেকে খাপ খাওয়াতে।

যুদ্ধের ছায়া। উইলসন-এর মতই রুজভেল্ট-এর স্বদেশ সম্পর্কে কার্যসূচি বৈদেশিক গণ্ডগোলে বাধাপ্রাপ্ত হবার সম্ভাবনা দেখা গেল। ১৯২০ থেকে বিশ বছরের মধ্যে উইলসন অনেক আশা নিয়ে যে দলবদ্ধ নিরাপত্তার ব্যবস্থা আরম্ভ করেছিলেন তা ভেঙ্গে গেল। এর জন্য যুক্তরাষ্ট্র কিছুটা দায়ী ছিল। সেটির দূর

থাকার নীতির নিমিত্ত জাতি-সংঘ পৃথিবীর বৃহত্তম স্বাধীন শক্তির সাহায্য থেকে বঞ্চিত হয়েছিল; সেটির শুল্ক-নীতি বিশ্বের অর্থনৈতিক ব্যবস্থাকে নষ্ট ক'রে দিয়েছিল। সেটি দূর প্রাচ্য থেকে স'রে আসায় জাপানিদের আক্রমণ অব্যাহত ছিল; এবং অস্ত্রবর্জন আন্দোলনের ফলে গণতন্ত্রগুলি নৌ এবং স্থল-সেনার দিক দিয়ে তৈরি থাকার জন্য কোনও বাস্তব কার্যসূচি গ্রহণ করতে পারেনি।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের শিকড়ের অনুসন্ধান করতে হবে ১৯২০-এর পর দশ বছরের ঘটনায়। জাপান অনুভব করল যে তার আরও প্রসারলাভের পথ জাতিসংঘ রুদ্ধ ক'রে দিয়েছে এবং সে প্রাচ্যদেশে যুক্তরাষ্ট্র ও ব্রিটেন-এর ক্ষমতায় ক্রুদ্ধ হয়ে উঠল। মিত্রপক্ষে বিলম্বে যোগ দেবার জন্য বিশেষ কোনও লাভ করতে না পারায় ইটালি অসন্তুষ্ট হ'য়ে উঠল এবং তার নতুন জবরদস্ত নেতা বেনিটো মুসোলিনি গৌরবের জন্য ক্ষুধার্ত এবং তৃষ্ণার্ত হয়ে উঠেছিলেন। পরাজয়ের জন্য জার্মানি ক্রুদ্ধ হয়েছিল এবং ভার্সাই সন্ধির গণ্ডির মধ্যে অস্থির হয়ে উঠছিল। অর্থনৈতিক দুরবস্থা, লোকসংখ্যা বৃদ্ধি ও সামাজিক বিশৃঙ্খলার জন্য নতুন নেতারা শান্তিপূর্ণ পুনর্বাসনের মন্থর গতিতে অস্থির হ'য়ে উঠে পুরনো মতবাদ অগ্রাহ্য ক'রে নতুনভাবে চেষ্টা করতে লাগলেন। জাপান-এর অবশ্য নতুন দর্শনের প্রয়োজন ছিল না, তার পুরনো দর্শনকে জাগাবার জন্য প্রয়োজন ছিল অস্ত্রের। ইটালি ফ্যাসিস্ট হয়ে গেল। এক দশক বিশৃঙ্খলার পর জার্মানি এ্যাডলফ হিটলার নামে প্রথম মহাযুদ্ধের অর্ধউন্মত্ত অস্ট্রিয়ান যোদ্ধাকে একটি বিপ্লবপন্থী জাতীয় সমাজতন্ত্রী দল গঠন ক'রে শাসনের কার্যভার গ্রহণ করতে দিল। ১৯৩০-এর পর এই তিনটি জাতি একনায়ক সরকার গঠন করেছিল এবং কেবলমাত্র ভার্সাই ও অন্যান্য সন্ধির চুক্তিগুলি নয়, আন্তর্জাতিক আইন ও শৃঙ্খলাকে সম্পূর্ণভাবে নষ্ট করবার জন্য প্রস্তুত হয়েছিল।

এরপর ঘটনাস্রোত এগিয়ে চলল রুদ্ধশ্বাস গতিতে। পর পর এই একনায়ক শক্তিগুলি আক্রমণশীল হয়ে উঠল। প্রত্যেকেই তার সামরিক শক্তিকে গঠন ক'রে নিল, দুর্বল প্রতিবেশীকে ভয় দেখাতে লাগল এবং সাম্রাজ্যবাদী প্রচেষ্টায় লিপ্ত হল। তাদের বেশির ভাগ প্রচেষ্টাগুলি এমন যুক্তিপূর্ণভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, যাতে তাদের গৌরববৃদ্ধি হয়েছিল এবং গণতান্ত্রিক শক্তিগুলি তাদের বিরুদ্ধে দাঁড়াবার কোনও সুযোগ পায় নি। ১৯৩১-এ জাপান মাঞ্চুরিয়া অধিকার ক'রে সেখানে তাঁবেদার রাষ্ট্র মাঞ্চুকুয়ো প্রতিষ্ঠা করল এবং সেখান থেকে উত্তরে রুশ সাইবেরিয়ার দক্ষিণে চীন-এর উপর লক্ষ্য রাখল। ইটালি ইতিপূর্বে ডোডেক্যানিস-এ তার অধিকার সুরক্ষিত করেছিল; সে তারপর ফিউমে অধিকার করল, লিবিয়ায় তার রাজ্যবিস্তার করল, ইথিয়োপিয়া আক্রমণ ক'রে রোমসাম্রাজ্য পুনর্প্রতিষ্ঠার

আয়োজন করল, এবং ১৯৩৫-৩৬-এ সেই সেকেলে এবং অসহায় দেশটিকে অধিকার ক'রে নিল। জার্মানি ভার্সাই সন্ধি অস্বীকার করল, রাইনল্যান্ড অধিকার এবং সাহসের সঙ্গে বৃহৎ পরিমাণে পুনরস্ত্রসজ্জা করতে লাগল। জাতিসংঘ প্রতিবাদ করল, কূটনৈতিক মহল দুঃখ প্রকাশ করল, গণতান্ত্রিক নেতারা এসব কাজের নিন্দা করল কিন্তু কোনও জাতি কিংবা দলবদ্ধ জাতিরা এই একনায়কতন্ত্রী উচ্চাভিলাষী রাষ্ট্রগুলির সামনে বাধা দেবার জন্য দাঁড়াল না।

বেশির ভাগ আমেরিকানরা ঔদাসীন্যের সঙ্গে এসব লক্ষ্য করছিল—অবশ্য সে ঔদাসিন্যের সঙ্গে অপছন্দের ভাবও মিশ্রিত ছিল। তাদের ধারণায় এটি ছিল পরস্পরবিরোধী সাম্রাজ্যবাদী কাহিনীর আর একটি অধ্যায় মাত্র। পৃথিবীর বুকে তখন যে শক্তির দৈত্য ছাড়া পেয়েছে তার সাংঘাতিক সম্ভাবনার জন্য বেশির ভাগ ইংরাজদের মতোই তারা অজ্ঞ ছিল। তারা বুঝতে পারেনি সাম্প্রতিক ইতিবৃত্তে যতগুলি বিপদ ঘনিয়ে এসেছে, সেগুলির মধ্যে এটির সর্বনাশিনী সম্ভাবনা বেশী। বরং তারা এসব হাঙ্গামা থেকে দূরে থাকার জন্য নিজেদের পিঠ চাপড়াতে লাগল। তাদের দু'পাশে দু'টি বিরাট মহাসাগর, তারা ধনী, শক্তিশালী এবং স্বয়ংসম্পূর্ণ।

তাদের এবং পৃথিবীর মস্তকের উপর যে বিপদের মেঘ ঘনিয়ে এসেছিল, সেটি সম্যক উপলব্ধি করা বেশির ভাগ আমেরিকানদের পক্ষে অসম্ভব ছিল। সেটি কেবলমাত্র সামরিক বিপদ নয়। যুক্তরাষ্ট্র ইতিপূর্বে অনেকবার সামরিক বিপদের সম্মুখীন হয়েছে এবং জয়ী হয়ে বেরিয়ে এসেছে। এটা একটা নতুন জিনিস, নতুন এবং দুর্বোধ্য। আমেরিকানরা ছিল ভালোমানুষ জাতি, পরাজয় এবং তার প্রতিক্রিয়ার সঙ্গে তাদের কখনও যোগাযোগ হয়নি; শ্যান্তায়ন যেমন বলেছিলেন সত্যিকারের মন্দের ধারণা আমেরিকানদের মনে নেই। তারা বিশ্বাস করতে পারেনি যে এমন একটি নতুন দর্শন মাথা চাড়া দিয়েছে, যা তাদের জীবনধারণ ও প্রচলিত মূল্যমান-এর বিরুদ্ধে।

আমেরিকান এবং ইংরেজ শাসনের দর্শন প্রধানতঃ ব্যক্তিকেন্দ্রিক, সাধারণ ব্যক্তি সরকারের প্রধান উৎস; সমাজের মধ্যে তার অধিকার ও ব্যক্তিস্বাধীনতা আছে সরকারের কাছ থেকে বাধা না পেয়ে ইচ্ছানুযায়ী ধর্ম পালন করবার, কথা বলবার, লেখবার, নিজ কাজকর্ম করবার, যাকে খুশি বিবাহ করবার, নিজের পরিবার প্রতিপালন করবার অধিকার তার আছে। আমাদের চিন্তা, শাসন এবং ব্যবসা যত সমাজতান্ত্রিক হ'ক না কেন, একথা এখনও সত্য যে আমাদের প্রশাসনিক ও অর্থনৈতিক উদ্দেশ্য স্বাধীন ব্যক্তিকে রক্ষা করা।

ইটালি, জার্মানি এবং জাপান-এ প্রচলিত একনায়কতন্ত্রের দর্শন ছিল ঠিক এর উল্টো। একনায়কতন্ত্রের দর্শন ব্যক্তিকে রাষ্ট্রের কিংবা জাতির অধীন করেছিল

ফ্যাসিস্ট এবং নাৎসি ব্যবস্থায় ব্যক্তির বিশেষ কোনও দাম ছিল না এবং তার ব্যক্তিস্বাধীনতা, তার অধিকার, তার সম্পত্তি, তার আশা-আকাঙ্খা এবং সামাজিক ও পারিবারিক সম্পর্ক ছিল অকিঞ্চিৎকর।

একনায়কতন্ত্রের আসল চেহারা পরিস্কার হওয়ায় আমেরিকানরা আরও সশঙ্কিত হয়ে উঠল এবং যখন ইটালি, জার্মানি এবং জাপান আবার আক্রমণকারী হ'য়ে একটির পর একটি ছোট ছোট দেশকে জয় করতে লাগল, তখন আশঙ্কা ক্রোধে পরিণত হ'ল। ১৯৩৬ থেকে ১৯৩৮-এর মধ্যে স্পেনকে বলি দেওয়া হ'ল। যখন মুসোলিনি এবং হিটলার-এর সৈন্যবাহিনী ও বিমানবহর সাধারণতন্ত্রের শাসন লোপ করাতে [illegible] সাহায্য করছিল, গণতন্ত্রগুলি দ্বিধায় স্থানু হয়ে পাশে দাঁড়িয়ে দেখছিল; এমন কি, বিজয়ী সৈন্যদল মাদ্রিদ-এর তোরণে আঘাত করছিল। ঠিক সেই সময়েই জাপান চীন-এ আক্রমণ শুরু করেছিল, যা বহু বছর চলার পর বিশ্বযুদ্ধের সঙ্গে মিশে গিয়েছিল। ১৯৩৮-এ হিটলার অষ্ট্রিয়াকে জার্মানির অন্তর্ভুক্ত ক'রে নিল এবং বৃহত্তর জার্মানির প্রস্তুতি শুরু হ'ল। তারপরই চেক-স্লোভাকিয়ার পালা। অষ্ট্রিয়া অধিকারের বিস্ময়ের ঘোর গণতন্ত্রগুলির কাটবার আগেই, ব্রিটেন ও যুক্তরাষ্ট্র যে ছোট গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র তৈরি করেছিল, হিটলার তার সুদেতান অঞ্চলটি দাবি ক'রে বসলেন। ভয় পেয়ে ব্রিটেন ও ফ্রান্স-এর নেতারা সালিসির আবেদন করলেন। সে-আবেদন অগ্রাহ্য হ'লে মিঃ চেম্বারলেন মিউনিক-এ ছুটে গেলেন এবং সেখানে জার্মান সামরিক কর্তাদের হাতে চেকস্লোভাকিয়াকে দান করলেন। চেম্বারলেন বললেন, "আমাদের সময় শান্তি ত রইল।" কিন্তু উইনস্টন চার্চিল বললেন, "ব্রিটেন ও ফ্রান্স-কে যুদ্ধ এবং অসম্মানের মধ্যে এক-টিকে বেছে নিতে হবে; তারা অসম্মান বেছে নিয়েছে। তারা যুদ্ধও পাবে।"

এসমস্তে আমেরিকানদের প্রতিক্রিয়া তাদের ভবিষ্যৎ বংশধরেরা সগর্বে স্মরণ করবে না। গত বিশ্বযুদ্ধের ফলাফল স্মরণ ক'রে, নতুন একটি যুদ্ধে জড়িয়ে পড়বার ভয়ে, যুদ্ধ বা শান্তি যেন তাদের নিজেদের মতামতের উপর নির্ভর করছে একথা ভেবে, তারা যেকোন উপায়ে শান্তিরক্ষা করা স্থির করল। পূর্বপুরুষেরা যে-অধিকারগুলি রক্ষা করবার জন্য যুদ্ধ করেছিলেন, তারা তা ভুলে গিয়ে পৃথি-বীকে জানাল যে কোন কারণেই আক্রমণকারী বা আক্রান্ত কোন যুদ্ধমান দেশই সাহায্যের জন্য তাদের কাছে আসতে পাবে না। ১৯৩৫-৩৭-এর নিরপেক্ষতা আইন-এ এই মনোভাবই লিপিবদ্ধ হ'ল; যুদ্ধে লিপ্ত যেকোন জাতির সঙ্গে বাণিজ্য বা সেজাতিকে ঋণদান এই আইনে নিষিদ্ধ হ'ল।

রাষ্ট্রসচিব কর্ডেল হাল-এর মতোই প্রেসিডেণ্ট রুজভেল্ট এই আইন অপছন্দ করলেও, তাতে সই করবার ভুল করলেন। তারপর যখন আন্তর্জাতিক অবস্থা

আরও খারাপ হ'ল তখন যে-জিনিসটি পৃথিবীতে তাণ্ডব নৃত্য করছে, তিনি তার আসল প্রকৃতিটি আমেরিকানদের বুঝিয়ে দিয়ে, নৈতিক ও বাস্তব উপায়ে সেটিকে পরাজিত করবার জন্য আমেরিকাকে প্রস্তুত করতে লাগলেন। ১৯৩৭-এ শিকাগোর বক্তৃতা দিয়ে তিনি আক্রমণকারীদের সঙ্গে সব যোগাযোগ ছিন্ন করার প্রস্তাব করলেন, কিন্তু তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ করা হ'ল যে তিনি রাজনীতি চালাচ্ছেন। তিনি চীনে জাপানী আক্রমণের নিন্দা করলেন, লাটিন আমেরিকার দেশগুলি ও কানাডার সঙ্গে মৈত্রীর সম্পর্ক গ'ড়ে তুললেন এবং অস্ত্রসজ্জায় আরো অর্থব্যয়ের জন্য কংগ্রেসকে পরামর্শ দিলেন। তিনি স্বৈরতন্ত্রী একনায়কদের সাবধান ক'রে দিয়ে ঘোষণা করলেন, "ভয়ের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত শান্তির, তরোয়ালের সাহায্যে প্রতিষ্ঠিত শান্তির মতোই, কোন স্থায়িত্ব নেই," এবং তিনি যে ভয় পেয়েছেন বা শক্তিপ্রয়োগের জন্য আশঙ্কিত হয়েছেন তা স্বীকার করতে রাজী হলেন না। একনায়কদের আক্রমণাত্মক নীতি আরো প্রবল হয়ে উঠলে, আমেরিকান মনোভাব তার বিরুদ্ধে কঠোর হয়ে উঠল।

যুদ্ধ। মিউনিকে হতমান হয়ে এবং পরে চেকস্লোভাকিয়ার ধ্বংসে ক্রুদ্ধ হয়ে ব্রিটেনও দ্রুত যুদ্ধের জন্য তৈরি হচ্ছিল, কারণ শেষ পর্যন্ত তারা বুঝতে পেরেছিল যে তোষণনীতিতে কোন কাজ হবে না। কিন্তু ব্রিটেন ও যুক্তরাষ্ট্রের জার্মানির সমশক্তিসম্পন্ন হয়ে ওঠা পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হিটলার রাজী ছিলেন না। ড্যানজিক এবং 'পোলিশ করিডর' পাবার জন্য ১৯৩৯-এর সমগ্র বসন্ত ও গ্রীষ্মকাল ধ'রে তিনি পোলাণ্ডের উপর ঝামেলা ক'রে এসেছেন; গ্রীষ্মের মাঝামাঝি যখন ইউরোপে সবচেয়ে শক্তিশালী রাশিয়ার তিনি মৈত্রীলাভ করলেন, তখন তাঁর ক্ষমতা প্রভূত পরিমাণে বেড়ে গেল। তারপর, পোল্যাণ্ডের সঙ্গে আলোচনা চলতে চলতেই, হিটলার আক্রমণ সুরু করলেন। পয়লা সেপ্টেম্বর তাঁর সৈন্যদল সীমান্ত অতিক্রম করল এবং তাঁর বিমানগুলি পোলিশ শহরগুলির উপর মৃত্যু ও ধ্বংস বর্ষণ করতে লাগল। দুদিন পরে, প্রতিশ্রুতি রক্ষার জন্য, ব্রিটেন ও ফ্রান্সও জার্মানির বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করল।

দুসপ্তাহে জার্মান সৈন্যেরা সমগ্র পোল্যাণ্ডের উপর ছড়িয়ে পড়ল এবং পূব-দিক থেকে রাশিয়ানরা এসে সেই হতভাগ্য জাতির পরাজয় সম্পূর্ণ করল। তারপর কিছুদিন সব চুপচাপ থাকায় আমেরিকানরা বলতে লাগল সেটি একটি অদ্ভুত যুদ্ধ। বসন্তকালে হিটলার দ্বিতীয় দফা আক্রমণের জন্য তৈরি হলেন। কোন সাবধানবাণী উচ্চারণ না ক'রেই তাঁর সৈন্যদল প্রথমে ডেনমার্ক এবং তার পরে নরওয়ে আক্রমণ করল। এদের তাড়াতাড়ি সাহায্য পাঠাতে গিয়ে ব্রিটেন বিফল

হ'ল এবং প্রায় একমাস সময়ে সমগ্র স্ক্যাণ্ডিনেভিয়া জার্মানদের হাতে চ'লে গেল। ১০ই মে পশ্চিম দিকে ফিরে জার্মানি নিরপেক্ষ হল্যাণ্ড, বেলজিয়াম ও ফ্রান্সকে আক্রমণ করল। একমাসের কিছু বেশী সময় "ব্লিৎস্‌ক্রিগ" চলল এবং তা শেষ হ'লে দেখা গেল যে হল্যাণ্ড পরাজিত হয়েছে, বেলজিয়ান বাহিনী আত্মসমর্পণ করেছে, ফ্রান্সের পতন হয়েছে এবং যে ব্রিটিশ সৈন্যদলকে তাড়াতাড়ি চ্যানেল পার ক'রে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল তারা কেবল অপূর্ব উদ্যম ও সাহসের জন্য ফিরে আসতে পেরেছে।

ব্রিটেন তখন একা, কিন্তু এ-ব্রিটেন আর সেই মিউনিকের কিংবা ব্যর্থ নরওয়ে অভিযানের ব্রিটেন নয়। এ ছিল সেই ব্রিটেন যে স্মরণ করেছিল যে শত হাজার বছরে কোন বিদেশী শক্তি তার দেশ শাসন করেনি। "পৃথিবীর তিনদিক থেকে সব সৈন্যদল আসুক, আমরা তাদের শিক্ষা দিয়ে দেব," একথা সেক্সপীয়ার সদম্ভে বলেছিলেন এবং এখন সে-দম্ভোক্তির প্রতিধ্বনি করলেন উইনষ্টন চার্চিল, যে বিরাট নেতার হাতে তখন জাতির এবং স্বাধীনতার ভবিষ্যৎ ন্যস্ত হয়েছিল :

> আমরা আবার প্রমাণ করব যে আমরা আমাদের দ্বীপময় দেশ রক্ষা করতে পারি, যুদ্ধের ঝড় কাটিয়ে যেতে পারি, অত্যাচারের মাঝেও বেঁচে থাকতে পারি, প্রয়োজন হ'লে বহু বৎসর ধ'রে, প্রয়োজন হ'লে একাই।...যদি গেস্টাপো ও নাৎসি শাসনের কবলে একেএকে ইউরোপের প্রাচীন ও বিখ্যাত রাষ্ট্রগুলি চ'লে যায়, আমরা পিছিয়ে যাব না বা যুদ্ধ ত্যাগ করব না, আমরা শেষ পর্যন্ত দেখব, আমরা ফ্রান্সে যুদ্ধ করব, সাগরে ও মহাসাগরে যুদ্ধ করব, বৃহত্তর শক্তি ও আত্মবিশ্বাসের সংগে আকাশে যুদ্ধ করব, যতই ক্ষতি হ'ক না কেন আমাদের দ্বীপটিকে রক্ষা করব, আমরা সমুদ্রসৈকতে, বন্দরে, মাঠে এবং পথে পথে যুদ্ধ করব, আমরা পাহাড় পর্বতে যুদ্ধ করব; আমরা কখনো আত্মসমর্পণ করব না এবং যদিও আমি তা বিশ্বাস করি না, তবু যদি এই দেশ বা তার অংশবিশেষ শত্রুকবলিত এবং দুর্ভিক্ষগ্রস্ত হয়, তাহলে সমুদ্রের পরপারে আমাদের সাম্রাজ্য, ব্রিটিশ নৌবহরের দ্বারা সুরক্ষিত হয়ে, যুদ্ধ চালিয়ে যাবে যতক্ষণ না ঈশ্বরের নির্দিষ্ট সময়ে নতুন জগত তার সমস্ত শক্তি নিয়ে এগিয়ে আসবে পুরনো পৃথিবীকে রক্ষা করতে।

ঈশ্বরের নির্দিষ্ট সময়ে—কিন্তু তা কখন? ক্রীতদাস প্রথার যুগের পর সব-চেয়ে বড় বিতর্ক চলছিল পোল্যাণ্ডের পতনের পর থেকে—কেবল কংগ্রেসে নয়, প্রত্যেকটি দৈনিকে, প্রত্যেকটি বক্তৃতার হলঘরে, এবং প্রত্যেকটি পরিবারে। রুজভেল্ট

প্রাণপণ চেষ্টা করতে লাগলেন নিরপেক্ষতার আইনটি তুলে দিতে এবং অনেক আলোচনার পর অনিচ্ছুক কংগ্রেসের কাছ থেকে জোর ক'রে আনলেন সেই "ক্যাস এ্যান্ড ক্যারি" আইনটি যার জন্য তিনি যুধ্যমান গণতন্ত্রগুলিকে অর্থসাহায্য পাঠাতে সমর্থ হলেন। ফ্রান্সের পতনের পর জার্মানির শক্তি সম্বন্ধে আমেরিকানদের চোখ খুলল এবং সেই গ্রীষ্মে ও শীতে ব্রিটেনের উপর বিমান আক্রমণের পর তারা বুঝতে পারল যে ব্রিটেনের পতন হ'লে ইতিহাসে সবচেয়ে শক্তিশালী সামরিক জোটের বিরুদ্ধে আমেরিকাকে একা দাঁড়াতে হবে।

এই সম্ভাবনায় বিচলিত হয়ে কংগ্রেস অস্ত্রসজ্জার জন্য বিরাট অঙ্কের টাকা ব্যয় করার অনুমতি দিল, নতুন পৃথিবীতে সমস্ত গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের সমবেত আত্মরক্ষার জন্য ল্যাটিন আমেরিকার সঙ্গে চুক্তি করা হ'ল, যুক্তরাষ্ট্র ও ক্যানাডা যুক্ত আত্মরক্ষা ব্যবস্থা করল এবং দশলক্ষ সৈন্য সংগ্রহ ও তাদের শিক্ষাদানের ব্যবস্থা হ'ল। আরও গুরুত্বপূর্ণ হ'ল রুজভেল্টের সঙ্গে চার্চিলের এক চুক্তি যাতে পঞ্চাশটি রণতরীর বদলে ব্রিটেন যুক্তরাষ্ট্রকে নিউফাউন্ডল্যান্ড থেকে ব্রিটিশ গায়না পর্যন্ত অনেকগুলি বন্দর ব্যবহার করবার অনুমতি দিল। রুজভেল্ট বললেন, লুইজিয়ানা কেনার পর থেকে আমাদের জাতীয় আত্মরক্ষার এটিই সবচেয়ে বড় উপায় অবলম্বন এবং চার্চিল তার সঙ্গে যোগ করলেন যে "ইংরাজি ভাষাভাষী দুটি গণতন্ত্রের এই দুই সংস্থা, ব্রিটিশ সাম্রাজ্য এবং যুক্তরাষ্ট্রকে তাদের নিজেদের এবং সকলের সুবিধার জন্য কতকগুলি ব্যাপারে পরস্পরের সঙ্গে জড়িত হয়ে পড়তে হবে।" একথায় ভবিষ্যৎবাণী ছিল।

রুজভেল্ট ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা স্থির ক'রে ফেলেছিলেন কিন্তু তিনি কি জাতিকে সেপথে নিয়ে যেতে পারবেন? ১৯৪০-এ আমেরিকানদের এমন এক প্রেসিডেন্ট নির্বাচন করবার কথা যিনি আগামী বিপজ্জনক বছরগুলিতে দেশকে নেতৃত্ব দিয়ে যাবেন, তিনবারের বিরুদ্ধে প্রথা না মেনে ডেমক্র্যাটরা রুজভেল্টকেই তাদের প্রতিনিধি মনোনীত করল, বিশৃংখল অবস্থায় সম্মিলিত হয়ে রিপাব্লিকানরা রাজনীতি ক্ষেত্রে নবাগত ইন্ডিয়ানা ও নিউ ইয়র্কের ওয়েন্ডেল উইল্কিকে মনোনীত করল। ডেমক্র্যাটরা এবং তাদের দলপতি ব্রিটেনকে সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন, যাতে যুদ্ধে লিপ্ত হবার ভয়। রিপাব্লিকান দলের নতুন অনভিজ্ঞ ব্যক্তিটি কি তার উল্টো মত পোষণ করবে? উইল্কি দেশে নিউ ডিল প্রথার বিপক্ষতা করলেও ব্রিটেনকে সাহায্যের প্রশ্নে রাজনৈতিক দলাদলিতে যোগ দিতে চাইলেন না। এই প্রশ্নে তিনি প্রেসিডেন্টের সঙ্গে একমত হলেন, বাধ্যতামূলক সৈন্যসংগ্রহে মত দিলেন, রণতরীর চুক্তিটির প্রশংসা করলেন এবং প্রতিশ্রুতি দিলেন যে তিনি নির্বাচিত হ'লে প্রেসিডেন্টের নির্ধারিত এবং কংগ্রেসের অনুমোদিত পন্থাই অনু-

স্মরণ করবেন। এটা হয়েছিল একজন বড় রাজনীতিজ্ঞের মতো কথা এবং একথা বোঝা গিয়েছিল যে অবশেষে ওয়েণ্ডেল উইল্কির মধ্যে রিপাব্লিকানরা এমন একজন নেতা পেয়েছে যাঁর সাহস, বুদ্ধি ও কল্পনা আছে।

নভেম্বরে রুজভেল্ট নির্বাচিত হলেন এবং এখন জনসাধারণের সহযোগিতা সম্পর্কে নিশ্চিন্ত হয়ে, নিজের পরিকল্পিত পথে অগ্রসর হলেন। জানুয়ারি মাসে কংগ্রেসের অধিবেশনে তিনি নিরপেক্ষতা আইনের শেষ বাধা অতিক্রমের জন্য লেণ্ড লিজ আইনের প্রস্তাব আনলেন। এই আইন অনুসারে আত্মরক্ষার জন্য যুক্তরাষ্ট্র যেকোন দেশকে যুদ্ধের সাজসরঞ্জাম ও সুযোগ সুবিধা দিতে পারবে। বহু বিতর্কের পর আইনটি গৃহীত হ'ল এবং সেটির জোরে প্রচুর সংখ্যক বিমান, ট্যাঙ্ক, খাদ্য এবং অন্যান্য জিনিস ব্রিটেন ও তার মিত্রদের কাছে হাজির হ'তে লাগল। এটা অবশ্য নিরপেক্ষ কাজ ছিল না কিন্তু জার্মানিকে হারাবার জন্য কৃতসংকল্প হয়ে এখন যুক্তরাষ্ট্র আন্তর্জাতিক আইনের খুঁটিনাটি নিয়ে মাথা ঘামাতে রাজী ছিল না। আরো কতকগুলি নিরপেক্ষতাবিরোধী কাজ করা হ'ল—যেমন এ্যাকসিস দলের জাহাজ বন্দী করা, আমেরিকায় এ্যাকসিসদলের টাকা আটকান, ব্রিটেনে ট্যাঙ্কার পাঠান, গ্রিণল্যাণ্ড ও পরে আইসল্যাণ্ড অধিকার, নতুন মিত্র রাশিয়াকে লেণ্ড-লিজের সুবিধা দান এবং—আমেরিকার কয়েকটি জাহাজের উপর সাবমেরিন আক্রমণের পর—দেখবামাত্র যেকোন সাবমেরিনকে গুলি করার জন্য প্রেসিডেণ্টের নির্দেশ।

যুদ্ধ সম্পর্কে ডেমক্র্যাটদের উদ্দেশ্য বর্ণনাও এগুলির চেয়ে কম গুরুত্বপূর্ণ ছিল না। ১৪ই আগষ্ট আটলাণ্টিক মহাসাগরের মাঝখানে চার্চিল ও রুজভেল্ট মিলিত হয়ে 'আটলাণ্টিক চার্টার' তৈরি করলেন। তার মধ্যে এমন কতকগুলি নীতি নিলেন যার উপর তাঁরা "ভবিষ্যতে মহত্তর পৃথিবী স্থাপনের আশা"র ভিত্তি স্থাপন করেছিলেন। এই নীতিগুলি হচ্ছে : কোন অঞ্চল অধিকার করা চলবে না; কোন অঞ্চলের লোকেদের মত ছাড়া তাদের অঞ্চলের পরিবর্তন করা চলবে না; প্রত্যেক দেশের অধিবাসীদের অধিকার থাকবে নিজেদের ইচ্ছামত সরকার গঠন করার; বাণিজ্য এবং কাঁচামালের উপর সমস্ত রাষ্ট্রের অধিকার থাকবে; জাতিগুলি অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে পরস্পরের সংগে সহযোগিতা করবে; সকলে স্বাধীনভাবে সমুদ্রে যাতায়াত করতে পারবে এবং আন্তর্জাতিক সম্পর্ক স্থাপনে অস্ত্রের ব্যবহার পরিত্যক্ত হবে। এগুলি হচ্ছে, অন্য পোশাকে উইলসন-এর সেই চৌদ্দ দফা প্রস্তাব।

মনে হ'তে লাগল যুক্তরাষ্ট্র জার্মানির সংগে যুদ্ধে নামবে; কিন্তু একথাও মনে হ'ল তাতে অনেক বিলম্ব হবে। এ বিষয়ে অবশ্য যুক্তরাষ্ট্র মত প্রকাশ ক'রে ফেলেছিল কিন্তু চট ক'রে যুদ্ধের ঝুঁকি নিতে চাইছিল না। এদিকে সুদূর প্রাচ্যে

উত্তর মহাসাগর
এশিয়া
আলাস্কা
ক্যানাডা
কামচাটকা উপদ্বীপ
সিটকা
এ্যালুশিয়ান দ্বীপ
ভ্লাডিভস্টক
সিয়াটল
টোকিও
স্যান ফ্র্যানসিস্কো
মিডওয়ে দ্বীপ
কলিকাতা
ওয়েক দ্বীপ
হাওয়াই দ্বীপ
প্রশান্ত
ফিলিপাইন দ্বীপ
গোয়াম
প্যালমাইরা দ্বীপ
মহাসাগর
হাওল্যাণ্ড দ্বীপ
সলোমন দ্বীপ
বেকার দ্বীপ
নেদারল্যাণ্ডস ইণ্ডিজ
ফ্রাঙ্কিস দ্বীপ
ডারউইন
ভারত মহাসাগর
অষ্ট্রেলিয়া
টুটুইলা
নিউজিল্যাণ্ড
দ্বিতীয় মহা
বিশ্বব্যাপী রসদ সরবরাহ ব্যবস্থার লেন-
ঘাঁটি, সামরিক কেন্দ্র এবং গুরুত্বপূর্ণ স্থান-

যুদ্ধে যুক্তরাষ্ট্র

লীজ ব্যবস্থা অনুযায়ী স্থাপিত বিভিন্ন গুলি দেখান হয়েছে।

অবস্থা জটিল হয়ে উঠেছিল। জাপান এ্যাক্সিস দলে যোগ দিয়েছিল এবং তখন ব্রিটেন ও আমেরিকার ইউরোপের যুদ্ধে ব্যস্ত থাকার সুযোগ নিয়ে তার "নব-রীতি"-কে এগিয়ে নিয়ে যাবার চেষ্টা করছিল। সেই রীতির মানে এই যে, সমগ্র প্রাচ্য এবং প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চল নিপ্পনবাসীদের অধীনে থাকবে। প্রথমে তোষণনীতি ব্যর্থ হবার পর ব্রিটেন ও আমেরিকা কঠোর মনোভাব অবলম্বন করল। এতেও বিশেষ ফল হ'ল না। জাপান-এ তখন সামরিক কর্তারা রাজত্ব করছিলেন; তারা জয়লাভের আস্বাদ পেয়েছিলেন এবং আরও বড় বড় যুদ্ধ জয় চাইছিলেন। ১৯৪১-এর নভেম্বর মাসে যখন রাশিয়ানরা মস্কো ও লেনিনগ্রাডের সামনে বীরত্বের সঙ্গে যুদ্ধ করছিল এবং ব্রিটেন আটলাণ্টিকে নৌ-যুদ্ধে ব্যস্ত ছিল, তখন জাপান ফরাসী ইন্দোচীনে প্রচুর সৈন্য পাঠিয়ে দিয়েছিল এবং তাইল্যাণ্ড-এ অনেক বিমান বন্দর তৈরি করেছিল। ৬ই ডিসেম্বর অবস্থা এমনই বিপজ্জনক হ'য়ে উঠল যে প্রেসিডেণ্ট রুজভেল্ট শান্তি রক্ষার জন্য একটি ব্যবস্থা অবলম্বন করতে জাপান-এর সম্রাটের কাছে একটি ব্যক্তিগত আবেদন পাঠালেন।

হয়ত সম্রাট সেই আবেদনলিপি পাননি, কারণ জাপান তখন আধুনিক ইতিহাসের সবচেয়ে বিপজ্জনক ভাগ্যপরীক্ষার সম্মুখীন হয়েছিল। কারণ, ৭ই ডিসেম্বর রবিবারে জাপান সর্বনাশী হিংস্রতার সঙ্গে হাওয়াই, গুয়াম, মিডওয়ে, ওয়েক এবং ফিলিপাইন-এ আমেরিকান ঘাঁটিগুলি আক্রমণ করল। এইবার যুদ্ধের সূচনা হ'ল।

একবিংশ অধ্যায়

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ

সাংঘাতিক অবস্থা। গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানগুলির ভবিষ্যৎ যখন অন্ধকারে আচ্ছন্ন তখন পার্ল হারবারের ঘটনায়, চার্চিলের মতে, ইতিহাসের সর্বাপেক্ষা সাংঘাতিক সংঘর্ষ নাটকীয় পরিস্থিতি লাভ করল। জাপানিরা যে পার্ল হারবার আর ফিলি-পাইন-এ বড় রকমের যুদ্ধে জয়লাভ করেছিল সেবিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই। একথাও সমান সত্যি যে যুদ্ধনীতির একটি মূল সূত্র তারা মানেনি; সেটি হচ্ছে : রাজাকে যদি আক্রমণ কর, তাকে একেবারে মেরে ফেল। পার্ল হারবার-এ আক্রমণ ক'রে তারা যুক্তরাষ্ট্রের নৌ-বাহিনী ধ্বংস করেছিল, কিন্তু তারা যুক্তরাষ্ট্রকে ধ্বংস করেনি। বরং এর ফলে সমগ্র জাতি একতাবদ্ধ হ'ল এবং তার সমস্ত সম্পদ যুদ্ধে নিযুক্ত করল, তার বিরাট উৎপাদন ক্ষমতাকে সবচেয়ে কাজে লাগাল এবং দৃঢ় প্রতিজ্ঞা করল জয়লাভ না হওয়া পর্যন্ত যুদ্ধ চালিয়ে যাবার। পার্ল হারবার ঘটনার ছ'মাসের মধ্যে যুক্তরাষ্ট্রের নৌ এবং বিমানবহর মিডওয়েতে জাপানিদের তাদের প্রথম বড় নৌযুদ্ধে পরাজয় আস্বাদন করতে বাধ্য করল; এক বছরের মধ্যে যে-জাতিটিকে ধ্বংস করা উচিত ছিল, তারা পৃথিবীর অপর প্রান্তে গিয়ে সলো-মন দ্বীপপুঞ্জে এবং উত্তর আফ্রিকার সমুদ্রতীরে বার বার আক্রমণ চালাতে লাগল।

তবু, ১৯৪১-এর ডিসেম্বর মাসে অবস্থা বিপজ্জনক ছিল এবং ভবিষ্যৎ অন্ধকার ছিল। সর্বত্রই মিত্রশক্তিরা মার খেয়ে আত্মরক্ষা করছিল। সর্বত্রই অ্যাকসিস শক্তিগুলি জয়লাভ করছিল। আইবেরিয়ান অন্তরীপ ছাড়া সমগ্র পশ্চিম ইউরোপ হিটলারের অধীনে ছিল এবং তাঁর শক্তিশালী সৈন্যদল পতনোন্মুখ রাশিয়ার অভ্যন্তরে শত শত মাইল ঢুকে পড়েছিল। ইটালি ভূমধ্যসাগরে যুদ্ধ করছিল এবং তার সৈন্যদল উত্তর আফ্রিকা দখল ক'রে মিসর এবং সুয়েজ খাল জয় করবার চেষ্টা করছিল। জাপানিরা চীন-এর বেশির ভাগ অংশ দখল করেছিল; এখন তারা তৈরি হচ্ছিল মালয় এবং ডাচ ইস্ট ইণ্ডিজ-এর ভিতর দিয়ে

ফিলিপাইন জয় ক'রে, পূর্ব দিক থেকে ভারতবর্ষ ও দক্ষিণে অস্ট্রেলিয়া আক্রমণ এবং উত্তরে এ্যালুস্যান এবং আলাস্কা দখল করবার জন্যে।

পুরনো পৃথিবীতে কেবলমাত্র ব্রিটেন ও রাশিয়া শত্রুপক্ষের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছিল : দুর্বল ব্রিটেনের উপর আকাশ থেকে অবিরত বোমা বর্ষণ চলছিল এবং তার অনাহারের সম্ভাবনাও দেখা দিয়েছিল; রাশিয়াও প্রায় হাঁটু গেড়ে ব'সে পড়েছিল, তার দেশ অধিকার করা হয়েছিল, তার শহর আর কারখানাগুলি ধ্বংস করা হয়েছিল, তার সৈন্যদল ক'মে গিয়েছিল। ১৯৪১-র ডিসেম্বরে মনে হয়েছিল যে জার্মানরা ককেসাস বা উত্তর আফ্রিকার ভিতর দিয়ে প্রাচ্য অঞ্চলে হাজির হবে, জাপান বর্মা ও চীনের ভিতর দিয়ে পশ্চিমাভিমুখে যাবে এবং ভারতবর্ষে উভয় শক্তি একত্রিত হবে। তখন পৃথিবীর বারো আনা অংশ তাদের পদানত হবে।

কিন্তু দূরদৃষ্টিতে অবস্থা অমন সাংঘাতিক মনে হচ্ছিল না। জাতিসংঘের সদস্য ছিল চল্লিশটি জাতি এবং তাদের মধ্যে ছিল পৃথিবীর সবচেয়ে বড়, সবচেয়ে জনবহুল এবং সবচেয়ে শক্তিশালী দেশগুলি—যুক্তরাষ্ট্র, ব্রিটেন, রাশিয়া, চীন, ভারতবর্ষ এবং ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অংশগুলি। মিত্রশক্তিরা শুধু লোকসংখ্যায় শক্তিশালী ছিল তাই নয়, তাদের প্রাকৃতিক সম্পদও বেশী ছিল এবং ছিল বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের প্রতিভাও। জয়লাভের জন্য তাদের প্রয়োজন ছিল সময়ের। এ্যাকসিস শক্তিগুলি এই যুদ্ধের জন্য দশ বছর ধ'রে আয়োজন করেছিল এবং চীন, স্পেন ও আফ্রিকায় তার অর্ধেক সময় যুদ্ধ চালিয়েছিল। সময় পেলে মিত্রশক্তি তার সম্পদ ব্যবহার ক'রে শত্রুর বিরুদ্ধে তা ব্যবহার করতে পারবে। কিন্তু তারা সময় পাবে কি?

দুটি ব্যাপারে এ্যাকসিসের চেয়ে তাদের সুবিধা ছিল। প্রথমতঃ সত্যই তাদের মধ্যে একতা ছিল। তারা তাদের সমস্ত সুযোগসুবিধা একসঙ্গে মিশিয়ে দিয়েছিল এ্যাকসিস শক্তিগুলির মধ্যে সত্যিকারের একতা ছিল না। জার্মানি, ইটালি আর জাপান আলাদা ভাবে যুদ্ধ করছিল। তাদের কোন বৃহৎ কৌশল, সমবেত সৈন্যদলের সর্বাধিনায়ক, পরস্পরের মধ্যে অস্ত্র দেওয়া-নেওয়া বা খবর সরবরাহ ছিল না। মিত্রশক্তির দ্বিতীয় সুবিধা ছিল নেতৃত্বের দিক থেকে। এই বিপদের সময় তার ঝুঁকি নেবার উপযুক্ত নেতা ব্রিটেন ও যুক্তরাষ্ট্র উভয়েই খুঁজে পেয়েছিল। ছোট পিট-এর পর চার্চিলের মধ্যে ব্রিটেন তার সর্বশ্রেষ্ঠ যুদ্ধনেতাকে খুঁজে পেয়েছিল, রুজভেল্ট নিজেকে যুদ্ধকালীন প্রেসিডেন্টদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ প্রমাণ করেছিলেন দুজনেই সহযোগিতা এবং শ্রদ্ধা পেয়েছিলেন—কেবল তাঁদের নিজের দেশে নয় পৃথিবীর সমগ্র সুসভ্য অঞ্চলেও।

আর একটা তৃতীয় সুবিধাও ছিল। সময় যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সেটা স্পষ্ট

য়ে উঠতে লাগল। এ্যাকসিস শক্তিরা যুদ্ধ চালাচ্ছিল অত্যাচারের শক্তি নিয়ে, কলকে ক্রীতদাসে পরিণত ক'রে; ভিন্ন মতকে শাস্তি দেওয়া হ'ত, সমালোচনাকে থামিয়ে দেওয়া হ'ত, স্বাধীন মনোভাবকে নষ্ট ক'রে দেওয়া হ'ত, বিপক্ষে দাঁড়ালে র মৃত্যুদণ্ড হ'ত, নয়ত বন্দীশিবিরে পাঠান হ'ত। কিন্তু ইংরাজি ভাষাভাষী অঞ্চলগুলিতে যুদ্ধ ও শান্তির সময়ে, সবসময়েই ব্যক্তিস্বাধীনতা ছিল। গণতান্ত্রিক নিয়ম অব্যাহত থাকত, সমালোচনাকে উৎসাহ দেওয়া হ'ত নতুন চিন্তাধারাকে পুরস্কৃত করা হ'ত। তাই এ্যাকসিস শক্তিরা যেসব দেশ শাসন করত সেখানে কলের ঘৃণা অর্জন করত, এবং কোন ভুল করলে তা থেকে রেহাই পেত না। মিত্রশক্তি যেদেশকে উদ্ধার করতে যেত সেখানে সমস্ত লোকের সহযোগিতা পেত এবং কৌশল সম্পর্কে খোলাখুলি আলোচনার সুবিধা পেত, সেদেশের সকল শ্রেণীর লোকেদের সর্বান্তঃকরণ সাহায্য পেত এবং স্বাধীন চিন্তার দানগুলি লাভ করত।

যুদ্ধের গোড়াতে—পার্ল হারবারের আগেই—মিত্রশক্তি দুটি বিশেষ সিদ্ধান্ত করেছিল। প্রথমটি হচ্ছে, জার্মানিকে পরাস্ত করা প্রথম কাজ ধ'রে নেওয়া। কারণ জাপানের ব্যবস্থা পরে করা যেতে পারে, কিন্তু জার্মানিকে অবিলম্বে দমান প্রয়োজন। অনেক আমেরিকানের ইচ্ছানুসারে যদি যুক্তরাষ্ট্র জাপানকে নিয়ে ব্যস্ত থাকত, জার্মানি ইতিমধ্যে ব্রিটেন ও রাশিয়াকে শেষ ক'রে দিত এবং তারপর যুক্ত-রাষ্ট্রকে একা তিনচতুর্থাংশ পৃথিবীর বিরুদ্ধে লড়তে হ'ত। কিন্তু যদি রাশিয়া আর ব্রিটেনকে বাঁচিয়ে জার্মানিকে হারান যায়, তাহলে এই বিজয়ী তিন মিত্রশক্তির দ্বারা জাপান পরাজিত হবেই। এই মতলবই গ্রহণ করা হয়েছিল এবং এই মত-লবই জয়যুক্ত হয়েছিল।

দ্বিতীয় সিদ্ধান্ত হয়েছিল সমবেত ভাবে যুদ্ধ চালান। সমস্ত সামরিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও কূটনৈতিক কৌশল যুক্তভাবে অবলম্বন করা, সব সম্পদ একত্র করা এবং এক সেনানায়কের অধীনে স্থল এবং নৌসেনা একত্রিত করা। সতরীর বন্দর এবং লেণ্ড-লিজ ব্যবস্থায় এর পটভূমিকা পূর্বাহ্ণেই প্রস্তুত হয়ে ছিল, যুদ্ধের সময় তার উন্নতি হয়েছিল, অবশ্য রাশিয়ার সহযোগিতা ছাড়া, সমবেত সমর-দপ্তরের মাধ্যমে এবং এরা তাদের চরম সাফল্য পেয়েছিল সমবেত চেষ্টায় আণবিক বোমা তৈরি ক'রে।

তাই শুধু নিজেদের শক্তি সম্বন্ধে সচেতন হয়েই নয়, রুজভেল্টের ভাষায়, পৃথিবীর বেশির ভাগ লোক যে আমাদের দলে" এবং তারা সৎ উদ্দেশ্য নিয়ে যুদ্ধ করছে এই অনুভূতিতে মিত্রশক্তি হতাশ না হয়ে ভবিষ্যতের দিকে চেয়েছিল, তাকিয়েছিল সাহস আর বিশ্বাসের সঙ্গে।

সামরিক এবং শিল্পকেন্দ্রিক প্রস্তুতি। শেষ পর্যন্ত দু'টি জিনিসের উপর যুদ্ধের ফলাফল নির্ভর করছিল; অস্ত্রশস্ত্র এবং তার ব্যবহার করবার লোকেরা। বহু শতাব্দী আগে ফ্রান্সিস বেকন যেমন বলেছিলেন, "পাঁচিল ঘেরা শহর, অস্ত্রাগার, ভালো ভালো ঘোড়া, রথ, অস্ত্রের কারখানা, কামান ইত্যাদির ত প্রয়োজনই; কিন্তু যদি লোকেরা শক্তিশালী না হয় তাহলে সিংহের চামড়া প'রে মেষের দল কি করবে!" স্বাধীনতার পক্ষে সৌভাগ্যক্রমে, বংশগতভাবে এবং চরিত্রগুণে ব্রিটিশ আমেরিকানরা শক্তিশালী ছিল এবং পূর্ব-উল্লিখিত যুদ্ধোপকরণগুলি না থাকলে তারা সেগুলি এবং আধুনিক যুগের অস্ত্রশস্ত্রগুলি প্রচুর পরিমাণে তৈরি করবার জন্য প্রস্তুত ছিল।

আগেকার যে-কোনও যুদ্ধের চেয়েও যুক্তরাষ্ট্র এই যুদ্ধে আরও বেশী তৈরি হয়েছিল। সমরসজ্জা আরম্ভ হয়েছিল ১৯৩০ থেকে যখন দু'টি মহাসাগরের জন্য নৌ-ব্যবস্থা হয়েছিল এবং ইউরোপের যুদ্ধ আরম্ভ হবার পর বাইরে থেকে এবং ওয়াশিংটন থেকে অস্ত্রের চাহিদা হওয়ায় আমেরিকান শিল্পের শিল্পোৎপাদনের বেশির ভাগ অংশ যুদ্ধোপকরণ প্রস্তুতিতে নিযুক্ত হয়েছিল। রণতরী বন্দরের চুক্তির পর এবং গ্রিনল্যান্ড ও আইসল্যান্ড দখল করবার পর, আটলান্টিক-এর মাঝপথে কতগুলি নৌ-বহরের ও বিমানবন্দরের ঘাঁটি হয়েছিল। লেন্ড-লিজ ব্যবস্থায় মিত্রপক্ষরা শুধু যে যুদ্ধের উপকরণ এবং খাবার পেয়েছিল তাই নয়, আমেরিকার কারখানাগুলি যুদ্ধের উপকরণের জন্য প্রস্তুত হয়েছিল ১৯৪০-এর সৈন্য সংগ্রহ আইনের সাহায্যে পনের লক্ষ সৈন্যাধ্যক্ষ এবং সৈন্য সংগৃহিত হয়েছিল। ইতিমধ্যে যুক্তরাষ্ট্র ও ব্রিটেন বৈজ্ঞানিক তথ্য ও রণকৌশলের তথ্য আদান প্রদান করেছিল; র‍্যাডার ও পারমাণবিক গবেষণা সম্পর্কে পরস্পরের সঙ্গে সহযোগিতা করছিল।

যুদ্ধ তাই অপ্রত্যাশিত ভাবে এসে ১৮৬১ এবং ১৯১৭-এর মত আমেরিকার অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় সম্পূর্ণ পরিবর্তন আনেনি, বরং যে কাজ চলছিল সেটারই গতি বেড়ে গিয়েছিল। প্রথম কাজ ছিল সৈন্যদের যুদ্ধের জন্য তৈরি করা এবং তাদের আধুনিক অস্ত্রে সজ্জিত করা। একাজ খুব দ্রুতভাবে ও দক্ষতার সঙ্গে তৈরি করা হয়েছিল। আঠারো থেকে প'য়তাল্লিশ বছরের লোক এই আইনের আওতায় পড়েছিল এবং যুদ্ধের সময় তিন কোটি দশ লক্ষ লোক সৈন্যদলে নাম লিখিয়েছিল, এক কোটি সত্তর লক্ষ লোককে পরীক্ষা করা হয়েছিল এবং প্রায় এক কোটি লোককে সেনাদলে নেওয়া হয়েছিল। স্বেচ্ছাসেবকদের ধ'রে পার্ল হারবার এবং জয়লাভের দিনের মধ্যে দেড় কোটির উপর নরনারী সৈন্যদলে কাজ করেছে: এক কোটি চল্লিশ লক্ষ সৈন্যদলে, প্রায় চল্লিশ লক্ষ নৌ-সেনায় এবং আড়াই লক্ষ

লোক সমুদ্রতীর-রক্ষী দলে। এই বিরাট বাহিনীকে বাসস্থান দিতে হয়েছিল, খাওয়াতে হয়েছিল, শিক্ষা দিতে হয়েছিল, সরঞ্জাম দিতে হয়েছিল এবং দেশ থেকে হাজার হাজার মাইল দূরে তাদের শক্তি, স্বাস্থ্য, দক্ষতা এবং সাহস ভালো ভাবে বজায় রাখতে হয়েছিল, এবং তা এত বৃহৎভাবে যা ইতিপূর্বে যুক্তরাষ্ট্র কখনও করেনি।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধে যুক্তরাষ্ট্র প্রায় বিশ লক্ষ সৈন্য ফ্রান্স-এ পাঠিয়েছিল কিন্তু তারা অস্ত্র এবং উপকরণ পেয়েছিল ব্রিটেন ও ফ্রান্স-এর কাছ থেকে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে যুক্তরাষ্ট্রকে বলা হয়েছিল তার দ্বিগুণের বেশী সংখ্যক লোক পৃথিবীর সর্বত্র পাঠাতে, যে স্থানের অনেকগুলি শত্রুদের হাতে ছিল। এছাড়াও তাদের বলা হয়েছিল এই সৈন্যদলকে অস্ত্রসস্ত্র ও খরচ দিতে, এবং ব্রিটেন, রাশিয়া, চীন, স্বাধীন ফ্রান্স এবং অন্যান্য স্থানে সৈন্য ও বিমানবহরের এবং বেসামরিক জনসাধারণের খরচ চালাতে। এর জন্য লোকবল এবং অস্ত্রসস্ত্র ছাড়াও প্রচুর সওদাগরী জাহাজের প্রয়োজন ছিল, যাতে দূর দেশে রসদ পাঠান যায়; আর প্রয়োজন ছিল শিবির, রাস্তা, বন্দর বিমানপোত এবং বড় বড় রেলপথ তৈরির জন্য ইঞ্জিনিয়ারদের, সৈনিকদের রোগমুক্ত করার জন্য ডাক্তারদের এবং সবচেয়ে বেশী প্রয়োজন ছিল শক্তিশালী নৌ-বহরের, সাত সমুদ্রে প্রভুত্ব করবার জন্য এবং এমন এক বিমানবহর, যা শত্রুকে তার আস্তানায় গিয়ে আক্রমণ করতে পারবে।

ভাগ্যক্রমে সমবেত শত্রুদের চেয়েও আমেরিকার উৎপাদন ক্ষমতা বেশী ছিল এবং সেটি তার দায়িত্ব পালন করতে পেরেছিল; রুজভেল্ট যুক্তরাষ্ট্রকে অনুরোধ করেছিলেন "গণতন্ত্রের অস্ত্রাগার" হ'তে এবং জাতি তাতে সায় দিয়েছিল। সমগ্র জাতির উদ্যম যুদ্ধের উপকরণে রূপান্তরিত হয়েছিল এবং এর সমস্ত কর্মপ্রচেষ্টা শিল্প, কারখানা, কৃষি, খনি, পরিবহণ, যোগাযোগ এবং রাজস্ব, এমন কি বিজ্ঞান ও শিক্ষা এসমস্তই সরকারের অধীনে এসেছিল। ম্যাগনেসিয়ম এবং সাংশ্লেষিক রাবার-এর মত জিনিস তৈরির নতুন কারখানা তৈরি হয়েছিল। বিমান ও জাহাজ তৈরির কারখানাগুলি বাড়ান হয়েছিল। সুদূর পশ্চিমাঞ্চল প্রশান্ত মহাসাগরের যুদ্ধের কাছে থাকায় উৎপাদনে এবং লোকসংখ্যায় প্রচুর এগিয়ে গিয়েছিল। যুদ্ধোপকরণ প্রস্তুতির কারখানাগুলিতে যুক্তরাষ্ট্র সরকারের প্রচুর টাকা ঢালতে হয়েছিল এবং জাতীয় সরকার সংকটকালীন জাহাজ তৈরির কারখানাগুলির সুযোগ সুবিধা পেয়েছিল। র‍্যাডার, সোনা, বোমার ফিউজ এবং পরমাণু বোমা তৈরির গবেষণার এবং বহুবিধ আবিষ্কারের জন্য বিশ্ববিদ্যালয়গুলি এবং শিল্প-গবেষণাগুলি সরকার হাতে নিয়েছিল।

ত্রিশ লক্ষ মেয়েকে নতুন কাজে লাগিয়ে, শ্রমিকরা ধর্মঘট ভুলে গিয়ে বেশী

সময় কাজ করায় এবং শ্রম, পরিদর্শন, মূলধন ও সরকারের একত্র যোগাযোগে আমেরিকার শিল্প অপ্রত্যাশিত পরিমাণে উৎপন্ন করেছিল।

১৯৪০-এর জুলাই থেকে ১৯৪৫-এ জাপানের পরাজয়ের পর পর্যন্ত পাঁচ বছরে আমেরিকার কারখানাগুলিতে তৈরি হয়েছিল প্রায় তিন লক্ষ সামরিক বিমান, ছিয়াশি হাজার ট্যাঙ্ক, ত্রিশ লক্ষ মেশিনগান, একাত্তর হাজার সব রকমের যুদ্ধজাহাজ, পাঁচ কোটি পঞ্চান্ন লক্ষ টন ওজনের সওদাগরী জাহাজ এবং ইতিবৃত্তের যে কোনও সময়ের চেয়ে বেশী পরিমাণে পেট্রোল, কাঠ, ইস্পাত ও অ্যালুমিনিয়াম নিজেদের, ব্রিটেনের এবং রাশিয়ার প্রয়োজন মেটাবার জন্য তারা যথেষ্ট পরিমাণ বিমান, ট্যাঙ্ক, জীপ, লরি, যুদ্ধক্ষেত্রের টেলিফোন, রবারের টায়ার, র‍্যাডার সেট বিমান নামাবার অ্যালুমিনিয়ামের পাত এবং অন্যান্য বহু জিনিস। ব্রিটেন-এ পাঠানো হয়েছিল হাজার হাজার বিমান, এক লক্ষের উপর লরি ও জীপ, ষাট লক্ষ টন ইস্পাত এবং এক বিলিয়ন ডলার দামের বন্দুক; ওদিকে রাশিয়া পেয়েছিল চার লক্ষ লরি, পঞ্চাশ হাজার জীপ, সাত হাজার ট্যাঙ্ক এবং চার লক্ষ বিশ হাজার টন অ্যালুমিনিয়াম। যুদ্ধের শেষে হিসাব ক'রে দেখা গেল যে পঞ্চাশ বিলিয়ন ডলার দামের অস্ত্রশস্ত্র ও রসদ বাইরে পাঠিয়েছে; উল্টো পথে সুযোগ সুবিধায় আমেরিকা পেয়েছে আট বিলিয়ন।

সবচেয়ে বড় কীর্তি হয়েছিল বিমান ও জাহাজ তৈরিতে। হারম্যান গোয়েরিং বলেছিলেন, "আমেরিকানরা বিমান তৈরি করতে জানে না, তারা শুধু রেফ্রিজারেটার এবং কামাবার ব্লেড তৈরি করতে জানে।" তাঁর অনেক কথার মতো এটিও মিথ্যা ব'লে প্রমাণিত হয়েছে। যদিও বিমান তৈরি ধীরে সুস্থে আরম্ভ হয়েছিল, কিন্তু একবার আরম্ভ হওয়ার পর অপ্রত্যাশিত সংখ্যায় সেগুলি তৈরি হ'তে লাগল। পার্ল হারবারের আগে আঠারো মাসে মাত্র তেইশ হাজার প্লেন তৈরি হয়েছিল, কিন্তু ১৯৪২-এ তৈরি হয়েছিল আটচল্লিশ হাজার, ১৯৪৩-এ ছিয়াশি হাজার এবং ১৯৪৪-এ ছিয়ানব্বই হাজারের বেশী। প্রতি বৎসর উইলো রান-এ, কিংবা বাল্টিমোরের বাইরে গ্লেণ মার্টিন কারখানায় যেসব বিমান তৈরি হ'ত, সেগুলি আরো বড়, বেশী দ্রুত এবং আরো বিস্তৃত। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ছিল দৈত্যাকার বম্বারগুলি—যেগুলির নাম ফ্লাইং ফর্ট্রেস বা উড়ন্ত দুর্গ (বি-১৭), লিবারেটার (বি-২৪), সুপার ফর্ট্রেস (বি-২৯) এবং এছাড়া ডাইভ বম্বার ও সি-৪৭ পরিবহণ বিমান। আমেরিকান ও ব্রিটিশদের মিলিত উৎপাদনে ইউরোপের আকাশে মিত্রশক্তির প্রভুত্ব বিষয়ে আর সন্দেহ রইল না এবং ১৯৪৪-এ প্রশান্ত মহাসাগরের উপরেও তাই। সেবছরের শেষে বিমান উৎপাদন শিল্প পঁচিশ লক্ষ শ্রমিক রেখে এবং কুড়ি বিলিয়ন ডলার মূল্যের বিমান উৎপাদন ক'রে, দেশে সবচেয়ে বড় শিল্প হয়ে উঠেছিল

কটি হুক-এ রাইট ভ্রাতাদের দিনের পর যুক্তরাষ্ট্র এতটা অগ্রসর হয়েছিল।

সমান গুরুত্বপূর্ণ ছিল জাহাজ তৈরির কার্যসূচি যার উপর যুদ্ধের ফলাফল এত বেশী মাত্রায় নির্ভর করছিল। ১৯৪১ ও ১৯৪২-এ সাবমেরিনের সাহায্যে আটলান্টিকে বহু ব্রিটিশ ও আমেরিকান জাহাজ ডোবান হয়েছিল এবং একসময় একথা মনে হয়েছিল যে ইংল্যান্ড ও আমেরিকাকে পৃথক করবার ও আমেরিকাকে দুরেনো পৃথিবীর কোন বন্দরে যাবার সুযোগ না দেবার সম্পর্কে হিটলারের মতলব বোধহয় সফল হবে। আগেকার ক্ষতিগুলি ১৯৪২-এর আগে মিত্রশক্তিরা পূরণ করতে পারেনি। বিভিন্ন অংশ তৈরি ক'রে, ইলেকট্রিকের সাহায্যে সেগুলি যুক্ত ক'রে এবং অন্যান্য উপায়ে একটি চোদ্দ হাজার টনের জাহাজ তৈরি করার সময় কয়েক মাস থেকে কয়েক সপ্তাহে দাঁড় করান হ'ল। প্রথম জাহাজ প্যাট্রিক হেনরি জলে নামল ১৯৪১-র সেপ্টেম্বর মাসে; পার্ল হারবারের পর দুবছরে লিবার্টি, ভিক্টরি প্রভৃতি নানা ধরনের দুকোটি সত্তর লক্ষ টনের দুহাজার সাতশ' সওদাগরী জাহাজ কারখানাগুলি থেকে পাওয়া গেল। তাছাড়া ব্রিটিশদের কাছ থেকে যত পাওয়া গেল এবং আটলান্টিকের যুদ্ধে মিত্রপক্ষের জয়লাভের পর সমুদ্রে মিত্রপক্ষের প্রভুত্ব সম্বন্ধে আর সন্দেহ রইল না এবং ব্রিটেনের রক্ষা ও পরে ইউরোপ অভিযান অবধারিত হয়ে উঠল।

শ্রম এবং মূলধনও যুদ্ধজয়ে তাদের যথাকর্তব্য করল। পার্ল হারবারের পরেই প্রেসিডেন্ট শ্রমিক এবং কর্তৃপক্ষের এক সম্মেলন ডাকলেন। তাতে তারা যুদ্ধ শেষ হবার আগে কোন ধর্মঘট ও কারখানা বন্ধ না রাখার প্রতিশ্রুতি দিল; দুটি বড় শ্রমিকসংস্থা এ. এফ. অব এল. এবং সি. আই. ও এ-ব্যবস্থা মেনে নিল এই সর্তে যে জীবন যাপনের মান কমিয়ে রাখা হবে। জিনিসের দাম হঠাৎ খুব বেড়ে যাওয়ায় যুদ্ধশ্রমিক সমিতি তার জন্য শতকরা পনের হারে বেতন বাড়াবার ব্যবস্থা করল। শ্রমিকরা প্রতিবাদ ক'রে জানাল যে এটা যথেষ্ট নয় এবং কৃষক ও ব্যবসায়ীরা যুদ্ধে বেশ দুপয়সা রোজগার করছে। কিন্তু আশানুরূপ বেতন না বাড়লেও পূর্ণ সময়ের কাজ এবং অতিরিক্ত পরিশ্রমের টাকা পাওয়ায় শ্রমিকরা ভাল রোজগারই করতে লাগল এবং শ্রমিকসংস্থাগুলিরও অবস্থা ভাল হ'ল। ইউনিয়নগুলি অবশ্য ধর্মঘট না করার প্রতিশ্রুতি রাখল। কেবল খনিগুলিতে গুরুত্বপূর্ণ শ্রমিক হাংগামা উপস্থিত হয়েছিল, যেখানে জন এল. লিউইস তাঁর ইউনিয়নের খনিশ্রমিকদের চারবার ধর্মঘট করিয়ে বের ক'রে এনেছিলেন, কিন্তু তা সত্ত্বেও খনির উৎপাদন বেশ ভালই হয়েছিল।

কৃষকেরাও যুদ্ধের বছরগুলিতে প্রচুর শস্য ফলিয়েছিল এবং তাদের গরু, মোষ, শুয়োর আর মুরগিরা তাদের সাহায্য করেছিল। শ্রমিকের ও কৃষি-যন্ত্রাদির অভাব

সত্ত্বেও কৃষকরা আগেকার যেকোন বছরের চেয়ে বেশী উৎপাদন করেছিল। ১৯৩৯ থেকে ১৯৪৪-এর মধ্যে আমেরিকার ক্ষেতখামারগুলির আয় এক চতুর্থাংশ বেড়েছিল। ১৯৪৪-এ কৃষকরা ১৯৩৯-এর চেয়ে সাতচল্লিশ কোটি সত্তর লক্ষ বুশেল বেশী ভুট্টা, বত্রিশ কোটি চল্লিশ লক্ষ বুশেল বেশী গম, পঞ্চাশ কোটি পাউন্ড বেশী চাল উৎপন্ন করেছিল এবং গরু, মোষ, শুয়োর এবং দুগ্ধ প্রভৃতির পরিমাণের বৃদ্ধি আরো বেশী বিস্ময়কর হয়েছিল।

যুদ্ধোপকরণের দিকে লক্ষ্য থাকায় বেসামরিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় বিশৃঙ্খলা এসেছিল, কিন্তু যুধ্যমান বৃহৎ শক্তিদের চেয়ে আমেরিকানরা অনেক কম অসুবিধা ভোগ করেছিল। ব্রিটেন ও রাশিয়ার মতো এখানে সমস্ত নরনারীদের সৈন্যদলে যোগ দিতে ডাকা হয়নি, জাতির অর্থনৈতিক ব্যবস্থার উপর সম্পূর্ণভাবে নিয়ন্ত্রণ আসেনি এবং প্রাথমিক প্রয়োজনের জিনিসগুলির বেশী অভাব ভোগ করতে হয়নি। খাদ্য ও প্রয়োজনীয় জিনিসগুলির সরকার নিয়ন্ত্রণ ক'রে দিয়েছিল, কিন্তু আমেরিকানরা আগের চেয়ে আরো ভালভাবে খাওয়াদাওয়া করছিল এবং বাড়ি পাওয়ায় অসুবিধা ছাড়া, ভালভাবেই বাস করছিল। আয়কর এবং ব্যবসায়কর অভূতপূর্ব ভাবে বেশী হয়েছিল, কিন্তু লাভের অঙ্ক বেঁধে দেওয়া হয়নি এবং ট্যাক্স দেওয়ার পর জাতীয় আয় ১৯৪০ থেকে ১৯৪৫-এর মধ্যে দ্বিগুণ হয়েছিল। কেরানী ও পেশাদাররা ছাড়া প্রায় প্রত্যেক শ্রেণী—শ্রমিকরা, চাষীরা, ব্যবসায়ীরা এবং অর্থনিয়োগকারীরা—অভূতপূর্ব সমৃদ্ধি ভোগ করেছিল। জাতীয় আয় দাঁড়িয়েছিল আড়াইশ' বিলিয়ন, কিন্তু সকলের কাছে প্রিয় প্রচলিত অর্থনৈতিক মত অনুসারে, ঋণের বোঝা শোধ করবার ভার পড়েছিল বংশধরদের উপর এবং জাতির গৌরব যেকোন ঐতিহাসিক কালের তুলনায় বেশী ছিল।

প্রশান্ত মহাসাগর অঞ্চলে প্রতিরক্ষা। পার্ল হারবার ও ফিলিপাইনে আমেরিকার বিমানবাহিনী ধ্বংস এবং রিপাল্‌স ও প্রিন্স অব ওয়েল্‌স নামে দুটি ব্রিটিশ রণতরীর নিমজ্জন হ'ল প্রধান প্রধান বিপর্যয়। কিন্তু এর চেয়ে সাংঘাতিক বিপদ ছিল সামনে। দু মাসের মধ্যে জাপান ইন্দোচীন ও মালয় জয় ক'রে সিঙ্গাপুর জয় করেছিল, সুমাত্রা, যাভা, বোর্নিও, সেলিবিস এবং টিমর প্রভৃতির পাশে মালয় সীমান্ত ভঙ্গ করেছিল, নিউগিনির পূবে রাবাউল অধিকার করেছিল, সলোমন দ্বীপপুঞ্জে হাজির হয়েছিল এবং অস্ট্রেলিয়ার পক্ষে ভয়ের কারণ হয়ে উঠেছিল। জাপানের অন্যান্য সৈন্যেরা বর্মার ভিতর দিয়ে গিয়ে চীনকে বিচ্ছিন্ন ক'রে দিয়েছিল এবং ভারতের সীমান্তে গিয়ে দাঁড়িয়েছিল। পার্ল হারবারের তিনদিন পরে জাপানিরা ফিলিপাইনে লুজানি-তে ঝাঁকে ঝাঁকে হাজির হয়েছিল; জানুয়ারি মাসে

তারা ম্যানিলা অধিকার করেছিল এবং পরবর্তী চার মাসে তারা বাতানে বীরত্বপূর্ণ আমেরিকান ও ফিলিপিনো প্রতিরোধ নষ্ট ক'রে দিয়েছিল, দ্বীপের দুর্গ করেগিডর অধিকার করেছিল এবং সমগ্র ফিলিপাইন জয় করেছিল। এইভাবে ১৯৪২-এ তারা এসিয়ার বেশির ভাগ অংশের প্রভু হয়েছিল, পশ্চিম প্রশান্ত মহাসাগরের উপর প্রভাব বিস্তার করেছিল এবং ইন্দোনেসিয়ার প্রচুর জনসংখ্যা ও প্রসিদ্ধ পেট্রোল, রাবার ও টিনের সম্পদ হাত করেছিল। ইতিহাসে এত অল্পমূল্যে এত জয়লাভ আর কোন দিগ্বিজয়ী করতে পারেনি।

কিন্তু প্রশান্ত মহাসাগরেই দ্রুতভাবে আমেরিকান, ব্রিটিশ এবং অস্ট্রেলিয়ান সৈন্যদল অভিযান চালিয়েছিল। যদিও প্রশান্ত মহাসাগরের নৌবাহিনী ধ্বংস করা হয়েছিল, দুটি ছাড়া সব নিমজ্জিত রণতরী উদ্ধার করা হয়েছিল, আবার তারা যুদ্ধ করেছিল, এবং বেশির ভাগ ডেস্ট্রয়ার এবং বহনকারী জাহাজ অক্ষত ছিল। তার সঙ্গে নৌশক্তি বাড়ান হয়েছিল। হাওয়াই-এ বিমানবহর হাজির হয়েছিল; অস্ট্রেলিয়া এবং তার কাছের দ্বীপগুলি তখনও মিত্রশক্তিদের হাতে ছিল। সিংহলের পর জাপানী বিমান আক্রমণ প্রতিহত ক'রে এবং বার্মাসীমান্তে সৈন্যদল বাড়িয়ে ব্রিটিশরা ভারতকে রক্ষা করল; ওদিকে করেগিডর থেকে উদ্ধার পেয়ে জেনারল ম্যাকআর্থার অস্ট্রেলিয়ায় ঘাঁটি স্থাপন করলেন এবং সেখান থেকে প্রতিআক্রমণের জন্য স্থল এবং বিমানশক্তি বাড়াতে লাগলেন।

আমেরিকানদের মতলব ছিল উপযুক্ত শক্তিসংগ্রহ না হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করা এবং তারপর স্থলে ও জলে একযোগে নিউগিনির উত্তর উপকূল দিয়ে দক্ষিণ ফিলিপাইন ও হালমাহেরা পর্যন্ত আক্রমণ চালিয়ে সলোমন্স গিলবার্টস, মার্সালস, ম্যারিয়নাস্ এবং বোনিন দ্বীপগুলিতে নৌবহরের আক্রমণ চালিয়ে জাপানের এমন দূরত্বে হাজির হওয়া যেখান থেকে জাপানে বোমাবর্ষণ করা যায়। কিন্তু এক বছরের আগে এসবের উপযুক্ত নৌ, স্থল এবং বিমানবাহিনী আসবার সম্ভাবনা ছিল না।

ইতিমধ্যে জাপানিরা জয়লাভের নেশায় আচ্ছন্ন হয়ে প্রশান্ত অঞ্চলে মিত্রদেশ-গুলির সমস্ত শক্তি নষ্ট ক'রে দেবার সঙ্কল্প করল। ১৯৪২-এর মে মাসে কোরাল সমুদ্রের যুদ্ধে তারা আমেরিকান নৌবহরকে আক্রমণ করল অস্ট্রেলিয়ার ঠিক উত্তরে। সে এক অভূতপূর্ব সংঘর্ষ, "নৌ-বাহিনীর ইতিহাসে শ্রেষ্ঠ নৌযুদ্ধ", যেমন এ্যাডমিরাল কিং বলেছিলেন, "যেখানে জলের উপরের জাহাজগুলির একটিও গোলা ছোড়েনি।" এতে ভবিষ্যতের একটা কার্যক্রম বেঁধে দেওয়া হয়েছিল। কেরিয়ার থেকে বিমানগুলি গিয়ে যাকিছু যুদ্ধ ক'রেছিল।

জাপানিরা ডুবিয়ে দিল বিমানবাহক লেক্সিংটন, একটি ডেস্ট্রয়ার এবং একটি

ট্যাঙ্ককে। আমেরিকান বিমানগুলি দুটি জাপানী বিমানবাহককে ক্ষতিগ্রস্ত করল এবং বিমানবাহক সোহো এবং আরও কয়েকটি জাহাজ ডুবিয়ে দিল। কয়েক সপ্তাহ পরে হ'ল মিডওয়ের যুদ্ধটি (জুন ৪—৬); ৪ঠা জুন আমেরিকান বিমানগুলি দেখতে পেল যে ত্রিশটি রণতরী চারটি বিমানবাহক এবং পঞ্চাশটি পরিবহণ জাহাজ সমেত জাপানিদের একটি বিরাট নৌ-বহর হাওয়াই-এর দেড় হাজার মাইল উত্তরে আমেরিকান বিমান ও নৌ-ঘাঁটি মিডওয়ে-র দিকে আসছে। মিডওয়ের উপরে যখন জাপানিদের বিমানগুলি গর্জন করতে লাগল, আমেরিকান বাহকগুলি থেকে বিমান উঠে আক্রমণকারী নৌ-বহরকে আক্রমণ করল এবং তাদের চারটি বাহক জাহাজকে, দু'টি ভারী ক্রুজারকে এবং তিনটি ডেস্ট্রয়ারকে ডুবিয়ে দিল; তারা তিনটি বড় রণতরীকে পঙ্গু ক'রে দিল। পরের দিন, জাপানী নৌ-বহর পালাতে লাগল এবং তাদের পশ্চাদ্ধাবন ক'রে আমেরিকান বম্বারগুলি তাদের আরও ক্ষতিগ্রস্ত করল। এটি নৌ-যুদ্ধে জাপান-এর বৃহত্তম পরাজয় এবং আরও যে পরাজয়গুলি আসবে তার পূর্বাভাষও এতে ছিল। এই যুদ্ধটি থেকেই প্রশান্ত মহাসাগরীয় যুদ্ধের সূচনা হয়। যুক্তরাষ্ট্র তখনও প্রতি-আক্রমণের জন্য তৈরি হয়নি, কিন্তু জাপানী আক্রমণের গতি মন্দীভূত হয়েছিল।

কিন্তু, জাপানিরা একথা স্বীকার করতে চায়নি যে তাদের অগ্রগমন বন্ধ হয়েছে। নিউগিনি-র পূর্ব অঞ্চলে মিত্রশক্তির ক্ষুদ্রদলটিকে আক্রমণ করার জন্য তারা সলোমন দ্বীপপুঞ্জের ভিতর দিয়ে গিয়ে তুলাগি এবং গুয়াডালকানাল-এ বিমানঘাঁটি তৈরি করল। ৭ই আগস্ট, কিছুসংখ্যক আমেরিকান নৌ-সেনা গুয়াডালকানাল-এ নেমে সেটি অধিকার করল এবং সেটির নাম দিলঃ হেন্ডারসন ফিল্ড। জাপানের তীক্ষ্ণ প্রতিক্রিয়া হ'ল; দু'দিন পরে কয়েকটি জাপানী ক্রুজার সেখানে এসে যে আমেরিকান ও অস্ট্রেলিয়ান নৌবহর অবতরণের স্থানটিকে রক্ষা করছিল সেগুলিকে প্রায় শেষ ক'রে দিল। এই স্যাভোদ্বীপের যুদ্ধের পর ছ'মাস ধ'রে চলল গুয়াডাল্‌কানাল-এর জন্য সংগ্রাম—যেটি আমেরিকার সামরিক ইতিহাসে সবচেয়ে কঠিন এবং সবচেয়ে স্মরণীয় যুদ্ধ ছিল। এই যুদ্ধে অনেকগুলি বড় বড় নৌ-সংঘর্ষ বারটি হিংস্র স্থলযুদ্ধ এবং প্রায় প্রত্যহ বিমানযুদ্ধ হয়েছিল। সবচেয়ে বড় সংঘর্ষ হ'ল ১৯৪২-এর মাঝামাঝি যখন গুয়াডালকানাল-এর নৌ-যুদ্ধে শত্রুদের দু'টি রণতরী, একটি ক্রুজার, দু'টি ডেস্ট্রয়ার এবং দশটি পরিবহণ জাহাজ ডুবে গেল। তারপরেও দু'মাস কঠোর সংগ্রাম চলেছিল, কিন্তু ১৯৪৩-এর ফেব্রুয়ারি নাগাদ জাপানিরা স্থানটি পরিত্যাগ করেছিল এবং তারপর থেকে দক্ষিণ প্রশান্ত মহাসাগরীয় আমেরিকানদের হাতে চ'লে গেল।

১৯৩৮ থেকে ১৯৪১-এর মধ্যে অনেকগুলি নতুন জাহাজের খোল তৈরির জন্য

ওয়াশিংটন-এর দূরদৃষ্টির ফলে এবং তারপর অনেকগুলি জাহাজ তৈরি এবং জাহাজ সারাবার কার্যসূচির সাফল্যে ১৯৪৩-এর বসন্তকালে সমগ্র প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলে যুক্তরাষ্ট্র প্রাধান্য লাভ করল। এই নতুন অবস্থার একটি লাভ হ'ল এই যে কুয়াশাচ্ছন্ন অ্যালুসিয়ান দ্বীপপুঞ্জে আক্রমণ ক'রে জাপানিদের মে মাসে আটু থেকে এবং কিস্‌কা থেকে তাড়িয়ে দেওয়া হ'ল; এইসব জয়লাভের ফলে আলাস্কার দিক থেকে আক্রমণের সমস্ত সম্ভাবনা দূর হ'ল। আর একটি লাভজনক ঘটনা ছিল, ১৯৪৩-এর ২রা মার্চ বিসমার্ক সাগরের যুদ্ধ; যাতে জাপানিরা অনেকগুলি সৈন্য, পরিবহণ জাহাজ এবং জাপানের দক্ষতম সেনানায়ক অ্যাডমিরাল ইয়ামা-মোটো-কে হারাল। তৃতীয় লাভজনক ঘটনা হ'ল ম্যাকআর্থার-এর সৈন্যদের আটকাবার জন্য রাবাউলে জাপানিরা যে ঘাঁটি করেছিল তার উপরে এবং সলোমন দ্বীপপুঞ্জের মধ্যভাগে প্রচুরভাবে আক্রমণ চালান। এগুলি ফিলিপাইন দ্বীপ-পুঞ্জের এবং আইয়োজিমা এবং ওকিনাওয়া পুনরুদ্ধারের পটভূমিকা হয়েছিল।

আটলাণ্টিক-এর যুদ্ধ। এইভাবে অমানুষিক উদ্যম ক'রে আমেরিকানরা ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের এবং ডাচ-দের যথাসম্ভব সাহায্য নিয়ে প্রশান্ত মহাসাগরে সর্বনাশ এড়িয়েছিল এবং জয়লাভের পথ পরিষ্কার করেছিল। ইতিমধ্যে, ইউরোপের রঙ্গ-মঞ্চেও যুদ্ধ ভালো চলছিল; আগেই বলা হয়েছে যুদ্ধের মূল কৌশল ছিল, যতক্ষণ না জার্মানি পরাজিত হয় ততক্ষণ জাপান-কে আটকে রাখা। কিন্তু আমেরিকা ও ব্রিটেন-এর নাৎসিদের কিংবা তাদের ইটালিয়ান মিত্রদের সঙ্গে যুদ্ধে নামবার পূর্বে পরিবহণ ও সরবরাহের একটি বড় সমস্যা সমাধানের প্রয়োজন ছিল। জার্মানি-কে আমেরিকা থেকে আক্রমণ করা সহজ ছিল না এবং ব্রিটেন-এ খাদ্য, জাহাজ, বিমানপোত এবং অন্যান্য যুদ্ধের উপকরণ পাঠিয়ে ব্রিটেন-কে দাঁড় করিয়ে রাখতে না পারলে সে স্থানটিকেও আক্রমণ চালাবার ঘাঁটি করা যেত না। তাহ'লে, প্রথম কাজ ছিল আটলাণ্টিক মহাসাগরের উপর প্রভুত্বলাভ করা।

আসলে যে আটলাণ্টিক-এর যুদ্ধের উপর জয়-পরাজয় নির্ভর করছিল, সেটি পার্ল হারবার-এর আগেই আরম্ভ হয়েছিল। এই যুদ্ধের প্রথম অস্ত্রক্ষেপ ছিল সেই দূরদৃষ্টিসম্পন্ন কাজটি যাতে রণতরীর পরিবর্তে আটলাণ্টিক ও ক্যারি-বিয়ান-এ ঘাঁটিগুলি পাওয়া গিয়েছিল এবং পরে গ্রিনল্যাণ্ড ও আইসল্যাণ্ড-এর ঘাঁটিগুলি জয় ক'রে নেওয়া হয়েছিল। সরকারী যুদ্ধ ঘোষণার তিন মাস পরেই আমেরিকান জাহাজ গ্রিয়ার-এর উপর সাবমেরিন আক্রমণের ফলে প্রেসিডেন্ট রুজভেল্ট যে তাঁর নৌ-বাহিনীকে সাবমেরিন দেখলেই গুলি করবার আদেশ দিয়ে-ছিলেন, সেটি হ'ল দ্বিতীয় পর্যায়। এইভাবেই জার্মান সাবমেরিন, সারফেস্‌রেডার

এবং মাইনলেয়ারগুলির সঙ্গে ব্রিটিশ ও আমেরিকান নৌ-বাহিনী এবং বিমান বাহিনীর সংঘর্ষ আরম্ভ হয়েছিল এবং যুদ্ধের শেষ পর্যন্ত চলেছিল। মিত্রপক্ষ শেষ পর্যন্ত জিতেছিল বটে, কিন্তু তা কোনক্রমে মাত্র। ১৯৪১ থেকে ১৯৪৩-এর মধ্যে, এই যুদ্ধের প্রথম পর্যায়টি ইতিহাসের বড় বড় যুদ্ধগুলির অন্যতম।

উত্তর আটলাণ্টিকে, পরে দক্ষিণ আটলাণ্টিকে, সমুদ্রতীর দিয়ে এবং এমন কি ক্যারিবিয়ান সাগরের মধ্যে যেসব সাবমেরিনগুলি নেকড়ের পালের মত ঘুরে বেড়াচ্ছিল, সেগুলিকে হারান বড় সহজ কথা ছিল না। ব্রিটিশরা চেষ্টা করেছিল ফ্রান্স, জার্মানি এবং নরওয়ের উপকূলে তাদের আটকাবার, কিংবা সেণ্ট নাজেয়ার, ব্রেস্ট, ব্রেমারহ্যাভেন এবং অন্যান্য বন্দরে তাদের উপর বোমা ফেলবার, কিন্তু তারা বিশেষ সাফল্য পায়নি। ১৯৪০-৪১ এবং ১৯৪১-৪২-এর মধ্যে সাবমেরিন-এর জন্য অনেক জাহাজ ডুবল এবং ব্রিটেন-এর চারপাশের সাগরে শত্রুরা যেসব হাজার হাজার মাইন ছড়িয়ে রেখেছিল, তার জন্য অনেক জাহাজ ডুবে গিয়েছিল। ১৯৪০-এর শেষ পর্যন্ত জাহাজ ডুবেছিল প্রায় পঞ্চাশ লক্ষ টন-এর; ১৯৪১-এ সাবমেরিন ও মাইন-এর জন্য ডুবেছিল আরও চল্লিশ লক্ষ টন-এর। আমেরিকা যুদ্ধে নামায় সাবমেরিনগুলির বিপদ বেড়েছিল; কিন্তু সাবমেরিন-এর সাহায্যে ডুবিয়ে দেওয়া জাহাজের সংখ্যাও বেড়েছিল। ১৯৪২-এর প্রথম চার মাসে সাবমেরিনগুলি পাঁচ লক্ষ টন ওজনের বিরাশিটি জাহাজ ডুবিয়ে দিল উত্তর আটলাণ্টিক-এ। তারপর তারা উপসাগরে এবং ক্যারিবিয়ান সাগরে ঘোরাফেরা ক'রে সাড়ে সাত লক্ষ টন ওজনের আরও একশ' বিয়াল্লিশটি জাহাজ ডোবাল। এই ছ'মাসে মিত্রপক্ষ ডোবাতে পারল মাত্র কুড়িটি সাবমেরিন, যা তৈরি করতে জার্মানদের এক মাসও সময় লাগেনি। সাবমেরিন-এর আক্রমণ যে কি জিনিস, তার বর্ণনা দিয়েছেন দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের আমেরিকার নৌ-যুদ্ধের ইতিহাসলেখক এস. ই. মরিসন :

> ফেব্রুয়ারি মাসে পশ্চিম দিকে একদল জাহাজ যাচ্ছিল, তাদের সঙ্গে ছিল যুক্তরাষ্ট্রের প্রথম উপকূলবাহিনীর জাহাজদু'টি স্পেনসার ও ক্যামবেল, পাঁচটি ক্যানাডিয়ান ও ব্রিটিশ জাহাজ এবং একটি পোলিস ড্রেস্ট্রয়ার। যুক্তরাষ্ট্রীয় নৌ-বহরের ক্যাপ্টেন পি. আর. হায়নেম্যান ছিলেন সৈন্যাধ্যক্ষ। প্রবল বায়ুতে জাহাজগুলি ধীরে ধীরে এগুচ্ছিল; কিন্তু উত্তাল সমুদ্রেও রক্ষী জাহাজগুলি ট্যাঙ্কার থেকে পেট্রোল সংগ্রহ করতে পেরেছিল। ২১শে ফেব্রুয়ারি ব্রিটেন থেকে তিনটি বিমান এসে একটি সাবমেরিনকে ডুবিয়েছিল। কিন্তু, পরবর্তী তিন দিনে তাদের পাল্লার রক্ষাগণ্ডির বাইরে আসায়, পর পর ছ'বার নেকড়ের দলের মত সাবমেরিনগুলি আক্রমণ করল ও পাঁচটি জাহাজ ডুবিয়ে দিল

পোল্যাণ্ডের ড্রেস্টয়ার বার্জা একটি সাবমেরিনের দিকে গোলা ছোড়ায় সেটি একশ' ত্রিশ বাঁও নিচে নেমে গেল; কিছু পরে সেটি উপরে উঠে এলে ক্যামবেল সেটিকে আক্রমণ ক'রে ডুবিয়ে দিল। সাবমেরিন-এর বাকীগুলি আরও দু'দিন ধ'রে জাহাজগুলির পিছনে লেগে রইল কিন্তু রক্ষীজাহাজগুলির কৌশলে আর একটির বেশী জাহাজ খোয়া যায়নি। নিউফাউণ্ডল্যাণ্ডের দক্ষিণে ক্যানাডার নৌবহর এসে ভার নেওয়ায় হায়নেম্যানের রক্ষীজাহাজগুলি সবে গিয়ে আর্জেণ্টিয়া বন্দরে আশ্রয় নিয়েছে, এমন সময় তাদের আবার ছাপ্পান্নটি জাহাজের ভার নিতে হ'ল। এই দলটির উপর দিয়ে ন'দিন ধ'রে ঝড় শিলাবৃষ্টি ও তুষার বৃষ্টি চলেছিল। যদিও রক্ষীদল ইতিমধ্যে সুদক্ষ হয়ে উঠেছিল এবং জাহাজগুলির নাবিকদের সাহস ছিল, এই রুক্ষ সমুদ্রে ছ'টি জাহাজ ডুবেছিল, এবং সেগুলির কোন লোককেই বাঁচান সম্ভব হয়নি। (মরিসন ও কমাগার, 'গ্রোথ অব দি আমেরিকান রিপাব্লিক', দ্বিতীয় খণ্ড, ৭১৪ পৃষ্ঠা, অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস।)

জার্মান আক্রমণের শুরু থেকেই রাশিয়া ব্রিটেন ও যুক্তরাষ্ট্রের কাছ থেকে ক্রমাগত সাহায্য চেয়ে এসেছে এবং তার পশ্চিমী মিত্ররা নিজেরা বিপন্ন হলেও যথাসাধ্য তাকে সাহায্য ক'রে এসেছে। পারশ্য উপসাগরের পথটি খোলার আগে মাল পাঠাতে হ'ত আর্কটিক সাগরের ভিতর দিয়ে মার্মান্সক ও আর্কএঞ্জেল বন্দরে। দলবদ্ধ সরবরাহ জাহাজগুলির এইটিই ছিল সবচেয়ে বিপজ্জনক পথ, কারণ নরওয়ের পাশ থেকে জার্মান বিমান, সাবমেরিন এবং ক্রুজারগুলি ক্রমাগত সেগুলির উপর আক্রমণ চালাত। ১৯৪২-এ যতগুলি জাহাজ এইপথে গিয়েছিল, তার এক-চতুর্থাংশ ডুবে গিয়েছিল। কিন্তু সেই বছরেই এই সব জাহাজের ঊনিশটি দল তুষার, কুয়াশা এবং নাৎসি আক্রমণ কাটিয়ে উত্তর রাশিয়ার বন্দরগুলিতে পেঁছেছিল।

জলের উপরিভাগের এবং তলদেশের জাহাজগুলির মধ্যে এই সংঘর্ষ ক্রমশঃ মিত্রশক্তির আয়ত্তে এল। তারা তাদের রসদ ও সৈন্যবাহী জাহাজগুলিকে বিপজ্জনক সমুদ্র পার করবার জন্য রক্ষী জাহাজের ব্যবস্থা করেছিল এবং ক্রুজার ডেস্ট্রয়ার প্রভৃতির রক্ষণাধীনে যে হাজার হাজার জাহাজ যাতায়াত করত, তার মধ্যে ডজন-খানেক মাত্র ডুবেছিল। নিউফাউণ্ডল্যাণ্ড, আইসল্যাণ্ড, ব্রেজিল, বার্মুডা, এ্যাসেনসন দ্বীপ এবং শেষে এ্যাজোর দ্বীপপুঞ্জ থেকেও বিমান পাহারার ব্যবস্থা হয়েছিল। জাহাজগুলিতেও বহু নবআবিষ্কৃত ব্যবস্থা রাখা হয়েছিল যাতে সাবমেরিন ও মাইনের অবস্থিতির আভাস পাওয়া যায় এবং তাদের সহজেই নষ্ট করা যায়। এই-সব উপায়ে জাহাজ নষ্ট হওয়া খুব ক'মে গেল এবং ১৯৪৩-এর গ্রীষ্মকালে প্রতিদিন

মিত্রশক্তিরা একটি ক'রে সাবমেরিন নষ্ট করতে লাগল।

অবশ্য সামনে আরো হাঙ্গামা ছিল। জার্মান শহরগুলির উপর অবিরাম বোমাবর্ষণ করা হ'লেও, আরো বেশী সংখ্যায় সাবমেরিন তৈরি হ'তে লাগল। সবচেয়ে বেশী সংখ্যক অর্থাৎ তিনশ' সাতাশিটি তৈরি হ'ল ১৯৪৪-এ। হিটলারের বৈজ্ঞানিকরা চেষ্টা করতে লাগল ইলেকট্রিক-চালিত আড়াইশ' ফুট দীর্ঘ 'স্নর্কেল' সাবমেরিন তৈরি করবার, যেটি ঘণ্টায় সতের নট যেতে পারবে এবং জলের তলায় অনির্দিষ্টকাল থাকতে পারবে। সৌভাগ্যক্রমে যুদ্ধ শেষ হবার আগে আর সেগুলি তৈরি সম্ভব হয়নি। ১৯৪৩-এর গ্রীষ্মের মাঝামাঝি আটলাণ্টিকের যুদ্ধে মিত্রপক্ষ জয়ী হয়েছিল এবং তখন তাদের পক্ষে ইউরোপ মহাদেশে এক বিরাট অভিযান শুরু করা সম্ভবপর হয়েছিল।

উত্তর আফ্রিকা আর ইটালি। ১৯৪২-র জুন মাসে, যখন প্রশান্ত মহাসাগরের নৌবহর মিডওয়েতে জাপানিদের হটিয়ে দিচ্ছে এবং মিত্রশক্তিদের জাহাজগুলি যুদ্ধ করতে করতে বিপজ্জনক আটলাণ্টিক সমুদ্র পাড়ি দিচ্ছে, হিটলারের পতন সম্পর্কে পরামর্শ করবার জন্য উভয় দেশের সমরদপ্তরের প্রধানদের নিয়ে রুজভেল্ট ও চার্চিল ওয়াশিংটনে মিলিত হলেন। ১৯৪২-এ কিংবা ১৯৪৩-এ আমেরিকানরা ইউরোপে "দ্বিতীয় যুদ্ধক্ষেত্র" খুলতে চাইল। ব্রিটিশরা ইতিমধ্যে তাদের দেশকে দুর্ভেদ্য করেছিল, কিন্তু তারা অসময়ে আক্রমণে ব্যর্থতার ভয় ক'রে যতদিন পর্যন্ত না হাতে অতিরিক্ত সৈন্য ও উপকরণ জমে এবং আকাশে সম্পূর্ণ প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠিত হয় ততদিন এই দ্বিতীয় যুদ্ধক্ষেত্র খোলা আটকে রাখতে চাইছিল। এই দুই মতের মধ্যে একটা আপস ক'রে ঠিক হ'ল যে আপাততঃ উত্তর আফ্রিকার সমুদ্রতীরে আক্রমণ শুরু করা হবে।

তবু এই সিদ্ধান্তে সাহসের পরিচয় ছিল। এই বিরাট পরিকল্পনাকে রূপ দেবার জন্য মাত্র চার মাস সময় ছিল—স্থলে ও জলে যুদ্ধের জন্য সৈন্যদের শিক্ষা দিতে হবে। রসদ প্রভৃতি জড়ো ক'রে রাখতে হবে। হাজার হাজার রসদের জাহাজ এবং সাবমেরিন থেকে তাদের রক্ষা করতে যুদ্ধের জাহাজের ব্যবস্থা করতে হবে, স্বাধীন ফ্রান্স, ভিচি ফ্রান্স এবং ফ্র্যাঙ্কোর স্পেনের সঙ্গে কথাবার্তা চালাতে হবে, তাছাড়া এমন ভাবে অভিযানের পরিকল্পনা করতে হবে যাতে অভিযান সৈন্য-দল আমেরিকা ও ব্রিটেন থেকে যাত্রা শুরু ক'রে হাজার মাইল দূরের বন্দরগুলিতে একই সময়ে হাজির হয়ে মিশরে জেনারল আলেকজাণ্ডারের অষ্টম বাহিনীর সঙ্গে মিলিত হ'তে পারে।

যদিও বিপদ যথেষ্ট ছিল, লাভের সম্ভাবনাও ছিল লোভজনক। যদি অভিযানে

সফল হওয়া যায় তবে স্পেন-এর অ্যাক্সিস দলে যোগ দেওয়া বন্ধ হবে, স্বদেশে এবং আফ্রিকাতে স্বাধীন ফরাসী সৈন্যরা যুদ্ধের জন্য তৈরি হবে, পৃথিবীর সর্বত্রই প্রতিরোধ-ব্যবস্থার জন্য সকলে উৎসাহিত হবে, ভূমধ্যসাগরের উপর অধিকার আসবে, নিকট প্রাচ্য যাবার হ্রস্ব পথটি নিরাপদ হবে, উত্তর আফ্রিকা থেকে অ্যাক্সিস সৈন্য-দল বিতাড়িত হবে এবং ইটালিতে ও ইউরোপ-এর "নরম তলপেটে" আঘাত করবার জন্য একটা জায়গা পাওয়া যাবে।

ইউরোপীয়ান যুদ্ধক্ষেত্রে তখন আমেরিকান সৈন্যদের পরিচালনা করছিলেন জেনারল ডুইট ডি. আইজেনহাওয়ার। তাঁর হাতেই এই "অভিযানের মশাল"-এর ভার দেওয়া হ'ল। একবার আরম্ভ হবার পর গোটা জটিল পরিকল্পনাটি ঘড়ির মত নির্ভুলভাবে চলতে লাগল—কেবল যেটুকু অংশে ফরাসির সহযোগিতার প্রয়োজন ছিল সেটুকু ছাড়া। ৭ই নভেম্বর মধ্যরাত্রে তিনটি বিরাট মিত্রপক্ষীয় নৌ-বাহিনী ক্যাসাব্লাঙ্কা, ওরান এবং অ্যালজিয়ার্স বন্দরের পাশে এসে দাঁড়াল। পরদিন সকালবেলা, রণতরীগুলি এবং বিমানগুলি যখন শত্রুদের উপর গোলা ও বোমা বৃষ্টি করতে লাগল, সৈন্যরা তীরে গিয়ে উঠল। তারা আশা করেছিল অধিবাসীরা তাদের সাদরে অভ্যর্থনা করবে; তার পরিবর্তে তাদের উপর গুলি ও গোলা বর্ষণ হ'তে লাগল। অ্যালজিয়ার্স-এ নামা মোটের উপর সহজ হয়েছিল কিন্তু ওরান-এ কঠোর যুদ্ধ করতে হয়েছিল এবং ক্যাসাব্লাঙ্কা দখল সহজ হয়নি, যতক্ষণ পর্যন্ত না বন্দররক্ষী ফরসী নৌ-বাহিনীর বেশির ভাগ রণতরীকে অ্যাডমিরাল হেবিট ডুবিয়ে দিতে পেরেছিলেন। সৌভাগ্যক্রমে, অ্যাডমিরাল দার্লাঁ নামে একজন উচ্চ-শ্রেণীর ভিচি সৈন্যাধ্যক্ষ তখন উত্তর আফ্রিকায় ছিলেন; তিনি এগারই নভেম্বর যুদ্ধ বিরতির আদেশ দিয়ে সসৈন্যে মিত্রপক্ষে যোগ দিলেন। স্থবির পেতাঁর ধারণা ছিল যে অ্যাক্সিস সৈন্যরাই শেষপর্যন্ত জিতবে; তাই তিনি দার্লাঁর একাজ অনুমোদন করলেন না। দার্লাঁর এই ব্যাপারটি কিছুদিন একটি জটিল গণ্ডগোলের উদ্যোগ করেছিল; কিন্তু কয়েক সপ্তাহ পরে তিনি খুন হওয়ায় আবহাওয়া পরিষ্কার হ'য়ে গেল। প্রাগৈতিহাসিক জেনারল আঁরি গিরো-কে ক্ষমতা দেবার একটা ব্যর্থ চেষ্টার পর, যে বীর যোদ্ধা সার্ল দ্য গল সর্বপ্রথম অ্যাক্সিসদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছিলেন, তাঁকেই মিত্রশক্তিরা উত্তর আফ্রিকার ফরাসী সরকারের প্রধান এবং সর্বত্র স্বাধীন ফরাসী সৈন্যের প্রতিনিধি হিসাবে স্বীকার ক'রে নিল।

এই অভিযানে জার্মানরা বিস্মিত হয়েছিল; কিন্তু তাদের প্রতিক্রিয়া হয়েছিল দ্রুত এবং [illegible]; তারা অবিলম্বে সমগ্র ভিচি ফ্রান্স অধিকার ক'রে নিল, যদিও তুলোঁ-তে ফরাসিবাহিনী নিজেদের জাহাজগুলিকে ডুবিয়ে দেবার আগে সেগুলি তারা অধিকার করতে পারল না। তারা সিসিলির উপর দিয়ে বিশ হাজার

সৈন্য বিমানপথে টিউনিশিয়ায় উপস্থিত করল, টিউনিশ ও বিজার্ট-এর প্রধান বন্দরগুলি অধিকার করল, ভিতর দিকে কতকগুলি বিমানপোতাশ্রয় নির্মাণ করল এবং আফ্রিকার প্রতিটি বালুকণার জন্য মিত্রপক্ষকে যাতে উচ্চ মূল্য দিতে হয় তার ব্যবস্থা সম্পূর্ণ ক'রে রাখল।

তারপর টিউনিশিয়া অধিকারের জন্য দৌড় আরম্ভ হয়ে গেল। ইতিমধ্যে মণ্টগোমারি তাঁর সেই প্রসিদ্ধ অভিযান শুরু করেছিলেন যা অষ্টম বাহিনীকে মিশর থেকে টিউনিশ-এ এবং তার পরেও নিয়ে গিয়েছিল। এল অ্যালামিন-এ যুদ্ধের একটি সুবৃহৎ সংঘর্ষে (২৩শে অক্টোবর—৩রা নভেম্বর, ১৯৪২) তিনি রোমেলের মিলিত জার্মান ও ইটালিয়ান বাহিনীকে সম্পূর্ণ পরাজিত ক'রে তাদের সৈন্যদলের অবশিষ্ট অংশকে সাইরেনাইকা এবং ট্রিপোলিটানিয়ার ভিতর দিয়ে নির্মম ভাবে অনুসরণ করেছিলেন। এরপর জেনারল আইজেনহাওয়ার অ্যালজিয়ার্স থেকে টিউনিশ পর্যন্ত পাঁচশ' মাইল পথ অতিক্রম করলেন। নভেম্বরের শেষে তিনি মাতুরে পৌঁছুলেন, যেটি তাঁর লক্ষ্যস্থান থেকে পঞ্চান্ন মাইল দূরে। কিন্তু তিনি খুব বেশী দূর এসে পড়েছিলেন, তাঁর যোগাযোগ ব্যবস্থা উপযুক্তভাবে ছিল না, আবহাওয়ার অবস্থা খুব খারাপ হয়েছিল এবং জার্মানদের হাতে ছিল সমস্ত ভালো ভালো বিমান পোতাশ্রয়গুলি। কাজেই অ্যাকসিস দল মাটি আঁকড়ে রইল' তারপর ১৯৪৩-এর ফেব্রুয়ারি মাসে তারা কেজারিন পাস-এ প্রতি-আক্রমণ করল, সবুজ পোশাক পরিহিত আমেরিকান সেনাদলকে "ছত্রভঙ্গ করে দিল এবং মিত্রশক্তি বাহিনীর দু'ভাগে বিভক্ত হ'য়ে যাবার সম্ভাবনা দেখা দিল। অবিলম্বে সেখানে সাহায্যের জন্য সৈন্যদল পাঠান হ'ল, প্রচুর সংখ্যক বিমান এসে পড়ল এবং মিত্র-শক্তিরা আক্রমণ শুরু ক'রে পূর্বের অবস্থা ফিরে পেল।

ইতিমধ্যে, মণ্টগোমারি টিউনিশিয়ার ঠিক ভিতরে সুরক্ষিত মারেথ লাইন-এ, রোমেলকে আক্রমণ করেছিলেন। যুদ্ধের একটি চমকপ্রদ সংঘর্ষে তিনি শত্রুদের সামনে ও পিছনে যুগপৎ আক্রমণ করলেন, তাদের আত্মরক্ষার স্থান থেকে টেনে বার করলেন এবং গেবস উপসাগরের পাশ দিয়ে শাক্‌স অভিমুখে পালাতে বাধ্য করালেন। এইবার আমেরিকান, ব্রিটিশ ও ফরাসী সৈন্যরা একত্রিত হ'য়ে এগিয়ে চলল শিকার শেষ করবার জন্য। ৭ই মে, টিউনিশ এবং বিজার্ট-এর পতন হ'ল; ছ'দিন পরে আড়াই লক্ষ হতচকিত জার্মান ও ইতালিয়ান সৈন্য বন্ অন্তরীপে আত্মসমর্পণ করল। উত্তর আফ্রিকার বিজয় সম্পূর্ণ হ'ল এবং ইউরোপ অভিযানের পথ উন্মুক্ত হ'ল।

এই অভিযানের এতদূর সাফল্যে মিত্রপক্ষের নেতারা বিস্মিত হননি। এই জয়-লাভটিকে কাজে লাগাবার জন্য তাঁরা ইতিমধ্যে তাঁদের পরিকল্পনা ক'রে রেখে দিয়ে-

ছিলেন। ১৯৪৩-এর জানুয়ারি মাসে ক্যাসাব্লাঙ্কায় চার্চিল ও রুজভেল্ট একটি জরুরী বৈঠকে মিলিত হলেন। ১৯৩৯-এর পর এই প্রথম যুদ্ধের সম্ভাবনাকে আশাপ্রদ মনে হচ্ছিল। আমেরিকানরা গুয়াডালকানাল জয় করেছিল এবং প্রশান্ত মহাসাগরে জাপানিদের চেয়ে নিজেদের অবস্থা ভাল ক'রে তুলেছিল। যুদ্ধমান রাশিয়ানরা সম্পূর্ণভাবে জয়লাভ করেছিল স্ট্যালিনগ্রাড-এ, যে-স্থানটি জার্মান বাহিনী এবং জার্মান আশার সমাধিস্থল হয়েছিল; তারপর তারা এক বিরাট প্রতি-আক্রমণের জন্য প্রস্তুত হচ্ছিল। মণ্টগোমারি রোমেলকে পরাজিত করেছিলেন এবং অ্যাক্সিস সৈন্যদল যে আফ্রিকা থেকে বিতাড়িত হবে এবং ভূমধ্যসাগর শত্রুমুক্ত হবে তার সম্ভাবনা দেখা যাচ্ছিল। চার্চিল বলেছিলেন, "এটা হচ্ছে শেষের আরম্ভ।" এই পটভূমিকায় মিত্রপক্ষীয় নেতারা তাদের গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত করলেন—প্রথম সুযোগেই ইটালি এবং সিসিলি আক্রমণ করা হবে; সাবমেরিনের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা অবলম্বন প্রবলতর করা হবে; একটি বৃহৎ সংগ্রামের জন্য প্রশান্ত মহাসাগরে শক্তি-সঞ্চয় করা হবে এবং কেবলমাত্র বিনাসর্তে আত্মসমর্পণের ভিত্তিতেই যুদ্ধ শেষ করা হবে।

যদিও এই কার্যসূচি তখন সকলেরই অনুমোদন পেয়েছিল, পরে সেটিকে অনেক সমালোচনার সম্মুখীন হ'তে হয়েছিল। অনেকে তর্ক তুলেছিল যে এই প্রস্তাবে সন্ধির জন্য আলাপ আলোচনা এবং সহজতর আত্মসমর্পণের কথা না থাকায় শত্রুপক্ষের মধ্যে মতভেদের সুযোগ রাখা হয়নি, এবং তাতে অ্যাক্সিস দলের প্রতিরোধ প্রবলতম হয়ে যুদ্ধশেষ বিলম্বিত করা হয়েছিল। অবশ্য ইতিহাসে "কি হ'তে পারত" তা আমরা জানি না, কিন্তু এই পরিকল্পনার জন্য অন্তত ইটালির আত্মসমর্পণে বিলম্ব হয়নি, জার্মানিতে হিটলারের এবং জাপানে সম্রাটের যে কোন শক্তিশালী বিপক্ষদল ছিল তার কোন প্রমাণ পাওয়া যায়নি এবং হিটলার বা জাপানী সমর-কর্তারা আলাপ-আলোচনার জন্য প্রস্তুত ছিলেন না। সর্বদিক দিয়ে বিচার করলে মনে হয় যে বিনাসর্তে আত্মসমর্পণের প্রস্তাবে যুদ্ধশেষ বিলম্বিত বা ত্বরান্বিত, কিছুই হয়নি।

ক্যাসাব্লাঙ্কার কার্যসূচি অবিলম্বে কাজে লাগান হ'ল। জুনের গোড়ার দিকে জেনারল আইজেনহাওয়ার সিসিলির উপর সুবৃহৎ আক্রমণ শুরু করলেন। আমেরিকানরা নামল দক্ষিণ পশ্চিম উপকূলে, ব্রিটিশরা পূর্বদিক সাইরাকিউজ। ইটালি-বাসীদের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা ধর্তব্যের মধ্যে ছিল না, কিন্তু জার্মানরা ভালই যুদ্ধ করল। চল্লিশ দিনের মধ্যে মিত্রশক্তিরা সমগ্র দ্বীপটি অধিকার ক'রে নিল এবং নিজেদের পঁচিশ হাজার সৈন্যের ক্ষতি স্বীকার ক'রে একলক্ষ ইটালীয় সৈন্যকে বন্দী করল এবং প্রচুর পরিমাণে যুদ্ধোপকরণ লাভ করল।

যখন জার্মান সৈন্যদলের অবশিষ্টাংশকে মেসিনা উপসাগর পার করে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল, মিত্রপক্ষ ইটালির যুদ্ধপ্রচেষ্টা শেষ ক'রে দেবার মতলব করছিল। অ্যাক-সিসের সেই দুর্বল অংশীদার ইতিমধ্যেই যেসব মার খেয়েছিল তাতে কাতর হয়ে পড়েছিল এবং যে-মুসোলিনী তাদের ইতিহাসে সবচেয়ে বড় বিপর্যয়ে টেনে নিয়ে গিয়েছিলেন তাঁর উপর এবং যুদ্ধের উপর বীতশ্রদ্ধ হয়ে উঠেছিল। ২৫শে জুলাই মুসোলিনী ক্ষমতাচ্যুত হলেন এবং পরের মাসেই একটি অস্থায়ী সরকার জেনারল আইজেনহাওয়ারের সঙ্গে সন্ধি সম্পর্কে আলোচনা চালাতে লাগল। ৩রা সেপ্টেম্বর যখন বিজয়ী মিত্রপক্ষীয়েরা মেসিনা উপসাগর পার হয়ে কালাব্রাতে হাজির হচ্ছিল, ইটালি বিনাসর্তে আত্মসমর্পণ করল। রুজভেল্ট বললেন, একটি গেল, রইল বাকী দুই।

কিন্তু কথাটা বলার তখনো বোধহয় সময় আসেনি। ইটালি যুদ্ধ ত্যাগ করে-ছিল ঠিকই, কিন্তু জার্মানরা তখনো ইটালিতে ছিল এবং প্রতি গজ জমির জন্য যুদ্ধ করতে প্রস্তুত ছিল, তাই ইটালির সংগ্রাম যুদ্ধের কঠোরতমগুলির অন্যতম হয়ে উঠল। সংগ্রাম আরম্ভ হয়েছিল ভালভাবেই, নেপলসের তিরিশ মাইল দক্ষিণে সালার্নো সৈকতে বন্য সংগ্রামের পর সৈন্যদল মাটিতে নেমেছিল। এরপর আমে-রিকানদের পঞ্চম বাহিনী এবং ব্রিটিশদের অষ্টম বাহিনী দ্রুত নেপলস অধিকার ক'রে ফগিয়া বিমানপোতাশ্রয়ে হাজির হ'ল, যেখান থেকে তাদের বম্বারগুলি বলকান, অস্ট্রিয়া এবং দক্ষিণ জার্মানিতে বোমা ফেলতে পারবে। কিন্তু নেপলস অধিকার করার পর অভিযানের গতি মন্দীভূত হয়েছিল। দক্ষিণ এবং মধ্য ইটালির পার্বত্য অঞ্চলের সুযোগ নিয়ে জার্মানরা ভল্টার্নো, উইন্টার, গুস্তাভ এবং হিটলার নামে কতকগুলি প্রতিরক্ষা সীমানা গ'ড়ে তুলেছিল। এগুলির ভূপ্রকৃতি এবং আবহাওয়া যুক্তভাবে মিত্রপক্ষীয় ট্যাঙ্ক, বিমান এবং কামান প্রভৃতির সামনে বাধার সৃষ্টি করল। নেপলস থেকে আশি মাইল দূরে রোমে যেতে আট মাসের কঠোর সংগ্রাম এবং মন্টি ক্যাসিনো এবং আনৎসিয়ো সৈকতের মত কঠিন সংঘর্ষের প্রয়োজন হয়েছিল। ১৯৪৪-এর মে মাসের আগে মিত্রপক্ষীয়েরা ক্যাসিনোর ব্যূহে ফাটল ধরাতে এবং আনৎসিয়ো সৈকতে জার্মান ব্যূহ ভেদ করতে সমর্থ হয়নি। ৪ঠা জুন যখন এক বিরাট অভিযানের নৌবহর নর্মানডি সৈকতের দিকে যাবার তোড়-জোড় করছিল—বিজয়ী মিত্রপক্ষীয়েরা রোমে প্রবেশ করল।

বিরাট অভিযান। যুদ্ধের সমগ্র কৌশল এবং ইউরোপ অভিযানের পরিকল্পনা ১৯৪৩-এই মিত্রপক্ষীয় নেতাদের কয়েকটি বৈঠকে ঠিক হয়ে গিয়েছিল। ক্যাসাব্লাঙ্কা সম্মেলনে ঠিক হয় যে লণ্ডনে একটি যুগ্ম পরিকল্পনা পরিষদ থাকবে এবং ১৯৪৩-

এর মে মাসে ওয়াশিংটনে ট্রাইডেন্ট সম্মেলনে স্থির হয় যে নির্ধারিত সময়ের এক বছর পূর্বেই অভিযান শুরু হবে। আগস্ট মাসে কোয়েবেকে ইঙ্গ-আমেরিকান সম্মেলন "বিশ্ব যুদ্ধক্ষেত্রের কর্মসূচি সমগ্রভাবে বিবেচনা ক'রে এবং জলে, স্থলে ও আকাশে পূর্বাহ্নিক সামরিক সমাবেশের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে।" সেপ্টেম্বর মাসে মস্কোতে পররাষ্ট্র মন্ত্রীদের বৈঠকে রাশিয়া সর্বপ্রথম পরিকল্পনা প্রস্তুতিতে অংশ গ্রহণ করল। রাশিয়ান দলটি ঠিক করলেন লণ্ডনে একটি আন্তর্জাতিক পরামর্শ পরিষদ থাকবে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে যুদ্ধ পরিচালনা সম্পর্কে কৌশল নির্ধারণ ক'রে সংযুক্ত কর্মসূচির পরামর্শ দেবার জন্য এবং তাঁরা একটি ঘোষণায় জানালেন যে যুদ্ধপরবর্তী কালে তাঁরা শান্তি সংগঠনে আন্তর্জাতিক সংস্থা হিসাবে কাজ করবেন। বছরের শেষের দিকে তেহেরানে আর কায়রোতে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সম্মেলনগুলি হ'ল। পারস্যের তেহেরানে চার্চিল আর স্ট্যালিন যুদ্ধের সর্বাঙ্গীণ পরিকল্পনা এবং পর বৎসর ইঙ্গ-আমেরিকান ও রাশিয়ান সৈন্যদলের সংযুক্ত কার্যসূচি স্থির করলেন, কায়রোতে প্রশান্ত মহাসাগরের যুদ্ধ এবং দূর প্রাচ্যের কার্যসূচি সম্পর্কে সিদ্ধান্ত গৃহীত হ'ল।

কাজেই এই বৃহৎ অভিযানের কৌশল ও কার্যসূচি এটি আরম্ভ হবার একবছর আগেই ঠিক হয়ে গিয়েছিল। ঠিক হয়েছিল যেহেতু আমেরিকা সবচেয়ে বেশী সৈন্য ও উপকরণ দিচ্ছে, সর্বাধিনায়ক হবেন একজন আমেরিকান। আইজেনহাওয়ার স্বাভাবিকভাবেই এই পদে নিযুক্ত হলেন এই কারণে যে তিনি আফ্রিকা, ইটালি ও সিসিলিতে সফল ভাবে যুদ্ধ চালিয়েছিলেন এবং মিত্রপক্ষীয় সমস্ত সামরিক ও বেসামরিক নেতাদের প্রিয় ব্যক্তি ছিলেন। জানুয়ারি মাসে আইজেনহাওয়ার লণ্ডনে তাঁর অফিস স্থানান্তরিত করলেন এবং জেনারল সার ফ্রেডারিক মর্গানকে প্রধান সামরিক উপদেষ্টা নিযুক্ত ক'রে ইউরোপ অভিযানের বিস্তারিত পরিকল্পনা তৈরি করতে লাগলেন।

কোন জাতির বা সংযুক্ত জাতিদের সৈন্যদল ইতিপূর্বে আর এত কঠিন কাজের সম্মুখীন হয়নি। ১৯৪০-৪১-এ যখন হিটলারের সৈন্য ও বিমানশক্তি প্রচুর পরিমাণে ছিল এবং ইংল্যাণ্ডের আত্মরক্ষার ব্যবস্থা সম্পূর্ণ হয়নি, তখনও হিটলার ইংলিশ চ্যানেল অতিক্রম করতে সাহসী হননি। ফরাসী সমুদ্রতীরের রক্ষাব্যবস্থা দুর্ভেদ্য করতে তাঁর চার বছর সময় লেগেছিল। এই রক্ষাব্যবস্থা ভেদ ক'রে শত্রুর এলাকায় নেমে জার্মান যুদ্ধব্যবস্থার সম্মুখীন হবার উপযুক্ত সৈন্য সমাবেশ ও পরিকল্পনার জন্য প্রচুর পরিমাণে স্থল ও নৌসেনার এবং অপরিমিত রসদ ও সমরোপকরণের প্রয়োজন ছিল।

আর একটি জিনিস অত্যাবশ্যক ছিল : বিমানে শ্রেষ্ঠতা—কেবলমাত্র চ্যানেল ও

ফরাসী উপকূলের আকাশে নয়—বার্লিন ও ভিয়েনা পর্যন্ত সমগ্র ইউরোপের আকাশে। সাফল্যের আশা নিয়ে ইউরোপ অভিযান শুরু করবার আগে তাঁদের পক্ষে প্রয়োজন জার্মান শিল্পকে, যোগাযোগ ব্যবস্থাকে, এবং বিমানশক্তিকে চূর্ণ করা। এটিই ছিল তাঁদের প্রধান লক্ষ্য এবং ১৯৪৩ ও ১৯৪৪-এ ইউরোপে এটিই হয়েছিল তাঁদের প্রধান কীর্তি।

উপর প্রথম বিমান আক্রমণ শুরু হ'ল ১৯৪২-এর ৩০শে মে, যখন এক হাজার মিত্রপক্ষীয় বম্বার শিল্পপ্রধান শহর কোলন আক্রমণ করল। এরপর রাইন-ল্যান্ড, রুর এবং জার্মানির কেন্দ্রস্থলে বহু শহরে এই ধরনের শাস্তিমূলক বিমান আক্রমণ চলেছিল। ছোটখাট ব্যাপারে যোগ দিলেও ১৯৪৩-এর আগে আমেরিকান বিমান বাহিনী কোন বড় যুদ্ধে যোগদান করেনি। ১৯৪২-এ ইংল্যান্ডে রয়েল এয়ারফোর্স জার্মান অধিকৃত ইউরোপে পঁচাত্তর হাজার টনের বোমা ফেলেছিল যুক্তরাষ্ট্রীয় বিমান বাহিনী ব্রিটেন থেকে যাত্রা ক'রে দু'হাজার টন বোমা ফেলেছিল এরপর আমেরিকানরা দ্রুত তৈরি হয়ে উঠেছিল; ১৯৪৩-এ আমেরিকান বোমারু বিমানগুলি শত্রুর উপর এক লক্ষ বিরাশি হাজার টনের বোমা ও ব্রিটিশরা দু'লক্ষ তের হাজার টনের বোমাবৃষ্টি করেছিল। ১৯৪৪-এ মিত্রপক্ষীয় বোমা ফেলা সর্বোচ্চ পরিমাণে বেড়ে গিয়েছিল। সে সময় আমেরিকানদের ও ব্রিটিশদের বোমা ফেলার কৌশল উন্নততর হয়েছিল। দিনের পর দিন ও রাতের পর রাত, অতিকায় ফ্লাইং ফর্ট্রেস, ল্যাংকাস্টার, হ্যালিফ্যাক্স ও স্টার্লিং বোমারু বিমানগুলি যাত্রা ক'রে জার্মানি অস্টিয়া ও অধিকৃত ফ্রান্স-এর শহরগুলিকে, কারখানাগুলিকে, রেলপথগুলিকে, খাল এবং সাবমেরিন-এর আস্তানা প্রভৃতি শত শত লক্ষ্যবস্তুকে ধ্বংস-স্তূপে পরিণত করেছিল। জার্মানির বড় বড় শহরগুলি আংশিক ভাবে ধ্বংস হয়েছিল এবং যুদ্ধ শেষ হবার আগে হাম্বুর্গ, ব্রেমেন, কোলন, ফ্রাংকফার্ট, এসেন প্রভৃতি অনেক শহরের প্রায় চিহ্ন ছিল না।

যুদ্ধের প্রথম দিকে জার্মানরা ব্রিটেন-এর উপর দু'বছরে যত বোমা ফেলেছিল, এর তুলনায় তা অকিঞ্চিৎকর। ১৯৪০-এ কভেন্ট্রি শহরের উপর জার্মানরা দু'শ টনের বোমা ফেলেছিল; তুলনামূলক ভাবে বার্লিন-এর উপর পড়েছিল কভেণ্ট্রির ৩৬৩ গুণ, কোলন-এ ২৬৯ গুণ এবং হাম্বুর্গ-এ ২০০ গুণের উপর বোমা পড়েছিল। সমগ্র যুদ্ধে মিত্রপক্ষীয় বিমান বাহিনীর পনের লক্ষ বোমারু বিমান এবং সাড়ে সাতাশ লক্ষ যোদ্ধা বিমান সাতাশ লক্ষ টন বোমা ইউরোপ-এর শত্রুদের উপর ফেলেছিল। শহরগুলিই শুধু লক্ষ্যবস্তু ছিল না; পেট্রোল, রাবার ও বলবেয়ারিং উৎপাদনকেন্দ্রগুলি এবং পরিবহণ ব্যবস্থার উপরেও বোমাবৃষ্টি করা হয়েছিল।

এইসব কীর্তি বিরাট হ'লেও একথা ভাবাও ঠিক হবে না যে বিমান যুদ্ধেই

জার্মানি পরাজিত হয়েছিল এবং একমাত্র বিমানশক্তি যুদ্ধ জয় করতে পারত। আসলে জার্মানরা অপূর্ব দক্ষতায় এই বোমা পড়ার সঙ্গে নিজেদের খাপ খাইয়ে নিয়েছিল। যদিও হতাহতের সংখ্যা অনেক বেশী হয়েছিল এবং সামাজিক ও অর্থনৈতিক জীবন বিপর্যস্ত হয়েছিল, তবু ১৯৪৪-এর শেষ পর্যন্ত তাদের যুদ্ধের উপকরণগুলি বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত হয়নি। আগেকার যেকোনও বছরের চেয়েও ১৯৪৪-এ বিমান, সাবমেরিন, বন্দুক-কামান প্রভৃতির উৎপাদন বেশী হয়েছিল। দুটি ব্যাপারে বিমানযুদ্ধে প্রচুর লাভ হয়েছিল : পেট্রোল ও বিমানের গ্যাসোলিন ধ্বংস হওয়ায় এবং রুমানিয়ার পেট্রোলের খনি অধিকৃত হওয়ায় জার্মান বিমান বাহিনীর অনেক বিমান আকাশে উড়তে পারেনি; এবং উত্তর ফ্রান্স ও পশ্চিম জার্মানিতে পরিবহণ ব্যবস্থা বিপর্যস্ত হওয়ায় অভিযান কালে শত্রুপক্ষের সৈন্য-চলাচল প্রায় অচল হয়েছিল।

১৯৪৪-এর বসন্তকালে এই সমস্ত পরিকল্পনা সম্পূর্ণ হয়েছিল। আবহাওয়ার কথা বাদ দিয়ে আক্রমণের দিন স্থির হয়েছিল ৫ই জুন। দূরত্ব, সমুদ্রের জলস্রোত, সৈকতের অসুবিধা এবং আত্মরক্ষার ব্যবস্থা প্রভৃতি বিবেচনা ক'রে কন্টেনটিন অন্তরীপে নর্মাণ্ডি সৈকত আক্রমণের অঞ্চল ব'লে ঠিক করা হয়েছিল; স্থানটির পূর্ব দিকের ভার পড়েছিল ব্রিটিশদের উপর, পশ্চিম দিকটির আমেরিকার উপর। মিত্রপক্ষ ত্রিশ লক্ষ সৈন্য, নাবিক ও বিমানচালক সংগ্রহ করেছিল। চার হাজার যুদ্ধজাহাজ এবং নানা ধরনের নৌকা প্রস্তুত ছিল এই সৈন্যদলকে এবং এই বৃহৎ অভিযানের সমস্ত কিছুকে বহন ক'রে নিয়ে যাবার জন্য; অভিযানকারীদের রক্ষা করার জন্য এবং জার্মান বিমানবাহিনীকে আকাশে উঠতে না দেবার জন্য এগার হাজার বিমান প্রস্তুত হয়েছিল। অবতরণকে সাফল্যমণ্ডিত করার জন্য নতুন নতুন অস্ত্র, নতুন ধরনের নৌকা প্রভৃতি অনেক কিছুর ব্যবস্থা হয়েছিল। ব্রিটেন-এ এত বেশী রসদ জমা করা হয়েছিল যে অনেকে ঠাট্টা করে বলেছিলেন যে বেলুন যদি না থাকত তবে ব্রিটেন সমুদ্রতলে তলিয়ে যেত। জেনারল আইজেনহাওয়ার লিখেছিলেন :

> সমগ্র দক্ষিণ ইংল্যাণ্ড একটি সমরশিবিরে পরিণত হয়েছিল। সেখানে আদেশের প্রতীক্ষায় অগণিত সৈন্য ভিড় করছিল, অগণিত উপকরণ পরিবহণের প্রতীক্ষা করছিল; সমগ্র অঞ্চলটিকে ইংল্যাণ্ড-এর অপর অংশ থেকে বিচ্ছিন্ন ক'রে দেওয়া হয়েছিল।...প্রত্যেকটি শিবির, ব্যারাক, গাড়ি রাখবার জায়গা এবং সৈন্য-দলের স্থান বিরাট মানচিত্রে চিহ্নিত হয়েছিল। প্রত্যেকটি সেনাদলের গতি-বিধি এমন ভাবে পরিকল্পিত হয়েছিল যাতে তারা জাহাজে ঠিক সময়ে উঠতে

পারে। সেই বিরাট বাহিনীকে মনে হয়েছিল যেন একটা জড়ানো স্প্রি ছেড়ে দিলেই সেটি এক লাফে চ্যানেল অতিক্রম ক'রে পৃথিবীর বৃহত্তম অভি যানের জন্য লাফিয়ে পড়বে। (আইজেনহাওয়ার, ক্রুসেড ইন ইউরোপ, ২৪৯ পৃষ্ঠা। ডাবল ডে)।

আবহাওয়া খারাপ হওয়ায় সমস্ত পরিকল্পনা নষ্ট হবার সম্ভাবনা হয়েছিল কিন্তু, আকাশ একটু পরিষ্কার হ'লেই—আইজেনহাওয়ার ৫ই জুন আক্রমণের আদে দিলেন। সেই রাত্রেই বিমানগুলি বেলজিয়াম থেকে ব্রিটানি পর্যন্ত সমগ্র উপকূ অঞ্চলে বোমা ফেলল, জার্মানদের ঠকাবার জন্য একটি জাল রণতরীর দল পা ক্যালে-এর দিকে গেল এবং প্যারাসুটের সাহায্যে নরম্যাণ্ডি উপকূলে জার্মানদে পিছনে তিন ডিভিশন সৈন্য নামিয়ে দেওয়া হ'ল। তারপর, ৬ই জুলাই সকাল বেলায় অভিযানকারী রণতরীর দল সৈকতের দিকে অগ্রসর হ'ল এবং জলের তল বাধাগুলি এড়িয়ে সৈন্যরা ঝাঁকে ঝাঁকে ডাঙায় উঠল।

জার্মানরা ভেবেছিল পা দ্য ক্যালে অঞ্চলে অভিযান শুরু হবে, তাই তা অপ্রস্তুত অবস্থায় প'ড়ে গেল। যদিও, কিছুদিন তারা নরম্যাণ্ডির অভিযানটি একটি বাজে লোকদেখানো ব্যবস্থা ভেবেছিল, শীঘ্রই তারা সে-সম্বন্ধে ব্যব অবলম্বন করল। কিন্তু, আকাশে মিত্রপক্ষের প্রভুত্ব থাকায়, আকাশ থেকে অভি যানকারী রণতরীগুলির কোন ক্ষতি করা চলল না এবং পারী পর্যন্ত সমস্ত রেল পথ ও সেতু নষ্ট ক'রে দেওয়ায়, মিত্রপক্ষের অবতরণ আটকাবার জন্য সৈন্য নি যাওয়াও জার্মান সেনাপতি ফন রানস্টেড-এর পক্ষে সম্ভব হয়নি। সেইদিনই সন্ধ্যা মধ্যে মিত্রপক্ষ "আটলান্টিক প্রাচীর' ধ্বংস ক'রে এক লক্ষ বিশ হাজার সৈন্য নামি দিল এবং সাহসী প্যারাসুট সৈন্যদের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপনের জন্য ভিতর দি এগিয়ে গেল। এক সপ্তাহের মধ্যে সমুদ্রতীরে তাদের সৈন্যসংখ্যা হয়েছিল তি লক্ষ এবং রসদ ও উপকরণ এক লক্ষ টন-এর উপর। তাদের অধীনে এসেছি প'চাত্তর মাইল দীর্ঘ এবং পাঁচ থেকে পনের মাইল প্রস্থ ভূ-খণ্ড। আমেরিকান অগ্রসর হয়েছিল পশ্চিমে, কেটেনটিন অন্তরীপের ভিতর দিয়ে গিয়ে সেরবুর্গ-এ বৃহৎ বন্দরটি অধিকার করেছিল।

পরের মাসে, মিত্রপক্ষ নরম্যাণ্ডির যুদ্ধ জয় করেছিল। পূর্ব দিকে ব্রিটিশ কায়েন শহর দখল করেছিল; পশ্চিম দিকে আমেরিকানরা দক্ষিণে যাবার দ্বারস্বরূ সাঁতলো অধিকার করেছিল। মাসের শেষের দিকে, সমুদ্রতীরে উপস্থিত হয়েছি দশ লক্ষ সৈন্য এবং বড় বড় কৃত্রিম বন্দর এবং পেট্রোলের পাইপ-লাইনের ব্যব হওয়ায় সরবরাহ সমস্যার সমাধান হয়েছিল। এখন শত্রুর চেয়েও সৈন্যসংখ্যা বে

ঘাকায় এবং আকাশে প্রভুত্ব থাকায় ইঙ্গ-আমেরিকানরা জার্মান-ব্যূহ ভেদ ক'রে সমগ্র উত্তর ফ্রান্স-এ ছড়িয়ে পড়তে চাইল।

পঁচিশে জুলাই, নরম্যাণ্ডির যুদ্ধ শেষ হওয়ায় ফ্রান্সের যুদ্ধের সূচনা হ'ল। অপরাজেয় শক্তি নিয়ে জেনারল প্যাটন-এর তৃতীয় বাহিনী সাঁতলোর জার্মান রক্ষা-ব্যবস্থা ভেদ ক'রে দক্ষিণে দশ মাইল [illegible]কতাঁসে-তে হাজির হ'ল, আভাঁস অধিকার করল এবং ফালেগ্যাপে এক [illegible]র্মান প্রতি-আক্রমণ নষ্ট ক'রে দিল। তারপর যখন পরাজিত জার্মান সৈন্যরা [illegible]শ্বাসে সিগফ্রিড লাইনের দিকে পালাচ্ছে, আমেরিকান বাহিনীর এক অংশ কয়েকটি বন্দর ছাড়া সমগ্র ব্রিটানি অঞ্চল জয় ক'রে নিল এবং আর এক অংশ লোয়ের নদীর পাশ দিয়ে পারী অভিমুখে যাত্রা করল। এদিকে ব্রিটিশ ও ক্যানাডিয়ান সৈন্যরা সমুদ্রতীর দিয়ে বেলজিয়াম ও হল্যাণ্ড-এর দিকে ছুটল। ২৩শে আগস্ট, পারীকে শত্রু-মুক্ত করা হ'ল; কয়েকদিন পরে ব্রিটিশরা ব্রাসেলস এবং বৃহৎ বন্দর অ্যাণ্টওয়ার্প অধিকার করল; ১১ই সেপ্টেম্বর আমেরিকান বাহিনী লাক্সেমবুর্গ অধিকার ক'রে অচেন-এ জার্মানির ভিতরে প্রবেশ করল। ইতিমধ্যে আর একটি অভিযানকারী সৈন্যদল, ফ্রান্স-এর দক্ষিণ উপকূলে নেমে দুর্বল জার্মান প্রতিরোধ নষ্ট ক'রে স্বাধীন ফরাসীদের সহযোগিতায় তুঁলো এবং মার্সাই বন্দরগুলি অধিকার করল; এবং তারপর রোন উপত্যকা দিয়ে উত্তরে অভিযান ক'রে সুইজারল্যাণ্ড-এর প্রান্তদেশে উপস্থিত হ'ল।

সে বছর গ্রীষ্মকালে এবং শীতকালে শত্রুপক্ষীয়েরা সর্বত্রই পালাতে লাগল। পশ্চিমী মিত্রদের সঙ্গে একযোগে সহযোগিতার প্রতিশ্রুতি স্ট্যালিন দিয়েছিলেন; তাই যখন আমেরিকানরা সেরবুর্গ-এর পথে অগ্রসর হচ্ছিল, তিনি তখন এক হাজার মাইল বিস্তৃত এক অভিযান শুরু ক'রে দিলেন। উত্তরে ফিনল্যাণ্ড আক্রমণ ক'রে তার যুদ্ধপ্রচেষ্টা নষ্ট করে দেওয়া হ'ল। রাশিয়ান বাহিনীর মধ্যভাগ উক্রেন ও পোল্যাণ্ডের ভিতর দিয়ে অগ্রসর হয়ে ওয়ারসর দরজায় হাজির হ'ল; দক্ষিণে তারা রুমানিয়া জয় ক'রে যুগোশ্লাভিয়া ও হাঙ্গারিতে হাজির হ'ল। ইটালিতে জার্মানরা অত্যন্ত বিপদে পড়েছিল। রোম-এর পতনের পর মিত্রবাহিনী একটি পর একটি শহর অধিকার করতে করতে উত্তরে লামবার্ডি-র দিকে যাত্রা করেছিল এবং সেপ্টেম্বর মাসে তারা বিখ্যাত পো উপত্যকায় হাজির হয়েছিল। প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলে, ম্যাকআর্থার ফিলিপাইন-এ অবতীর্ণ হ'য়ে জাপানিদের দিয়েছিলেন ইতিহাসের সবচেয়ে বড় পরাজয়। যদি, উত্তর আফ্রিকাতে জয়লাভগুলি আরম্ভের শেষ হ'য়ে থাকে, এই জয়লাভগুলি হয়েছিল শেষের আরম্ভ।

ইউরোপ-এ জয়লাভ। ১৯৪৪-এর সেপ্টেম্বরে মিত্র বাহিনী এত দ্রুত ভাবে এত

দূর এগিয়ে গিয়েছিল যে তারা সরবরাহ-ব্যবস্থার বাইরে চ'লে গিয়েছিল। এখন তাদের থামতে হ'ল, যাতে তারা বিজিত স্থানগুলি ও নিজেদের সৈন্যদলকে সংগঠিত করতে পারে, বন্দরগুলি পরিষ্কার ক'রে রসদ সরবরাহ জমা করতে পারে, বিমান-পোতাশ্রয়, রাস্তা ও সেতু নির্মাণ করতে পারে এবং যে অভিযান তাদের রাইন নদী পার ক'রে নিয়ে যাবে তার জন্য [illegible] প্রস্তুত হ'তে পারে। তাদের কঠিনতম সংগ্রামের তখনও তারা সম্মুখীন [illegible] কারণ জার্মানরা উন্মাদের সাহস নিয়ে তাদের নিজেদের দেশ রক্ষা করছিল। শক্তিশালী সিগফ্রিড লাইন হল্যান্ড থেকে সুইস সীমান্ত অবধি বিস্তৃত ছিল, আর তার ওপারেই ছিল বৃহৎ রাইন নদী হল্যান্ডে আর্নহেম এবং নিজ্‌মেগেন-এ আকাশ থেকে প্রচুর পরিমাণে সৈন্য নামাবার চেষ্টা বানচাল হ'য়ে গেল এবং উভয় পক্ষের সৈন্যদল ছোট খাট যুদ্ধ নিয়ে ব্যস্ত রইল। ১৯৪৪-এর শীতকালে বেলজিয়াম, লাকসেমবুর্গ, আলসেস এবং লোরেন-এর পাহাড় এবং জঙ্গলে যে-সব যুদ্ধ চলল তা আশি বছর আগেকার ভার্জিনিয়ার সংগ্রামকে মনে পড়িয়ে দেয়। অনেকগুলি সাংঘাতিক যুদ্ধ হলেও প্রত্যেকটি অতিমাত্রায় হিংস্র এবং ক্ষতিকারক: সেল্ট-মোহানার যুদ্ধ, যাতে ব্রিটিশ ও ক্যানাডিয়ানরা অংশ গ্রহণ করেছিল এবং যাতে মিত্রপক্ষীয় জাহাজের জন্য এ্যান্টওয়ার্প বন্দর পাওয়া গিয়েছিল: অচেন এবং রোয়ের নদীর বাঁধগুলির জন্য যুদ্ধ, যা হুর্টগেন জঙ্গলে বন্যভাবে চলেছিল এবং যাতে পরবর্তী ফেব্রুয়ারির আগে জয়লাভ হয়নি; সুরক্ষিত দুর্গশহর মেৎস ও সার অঞ্চলের জন্য যুদ্ধ ডিসেম্বরের মাঝামাঝি আইজেনহাওয়ার-এর সৈন্যদল রাইন পার হবার জন্য প্রস্তুত হয়ে দাঁড়িয়েছিল।

তারপর এল এমন বাধা যাতে কিছুদিনের জন্য বিপদের সম্ভাবনা দেখা গিয়েছিল। বড় বড় সৈন্যাধ্যক্ষদের পরামর্শ অগ্রাহ্য ক'রে হিটলার স্থির করেছিলেন এক শেষ চেষ্টায় মরিয়া হয়ে তিনি তাঁর সমস্ত শক্তি পশ্চিম দিকে ব্যবহার করবেন। এক বিরাট প্রতি আক্রমণের পরিকল্পনা করলেন যাতে মিত্রবাহিনীকে দ্বিধাবিভক্ত ক'রে জার্মান সৈন্য চ্যানেল উপকূলে, অন্তত পারী পর্যন্ত পুনরুদ্ধার করতে পারবে। ১৫ই ডিসেম্বর তুষারাচ্ছন্ন আর্ডেন পাহাড়ের উপর থেকে পঞ্চাশ মাইল প্রস্থ সৈন্যদলের এই অভিযান আরম্ভ হয়ে প্রথমদিকে চমকপ্রদ ভাবে কতকগুলি জয়লাভ করল। দশদিনের মধ্যে জার্মানরা আমেরিকানদের ক্ষুদ্র প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা নষ্ট ক'রে বাস্টনে তাদের সৈন্যদলকে ঘিরে ফেলেছিল এবং আর্ডেনের মধ্য দিয়ে মিউস নদী পর্যন্ত পঞ্চাশ মাইল অগ্রসর হয়েছিল। কিছুদিনের জন্য মনে হয়েছিল তারা মিত্রবাহিনীকে সম্পূর্ণভাবে ভেদ ক'রে যাবে। কিন্তু আমেরিকানরা দৃঢ় প্রত্যুত্তর দিয়েছিল, বিদীর্ণ অংশের সৈন্যেরা দৃঢ়তার সঙ্গে দাঁড়িয়েছিল, আক্র

পথে সৈন্য আমদানি হওয়ায় বাস্টনে অবরুদ্ধ সৈন্যেরা যেরূপ সাহসের সঙ্গে আত্মরক্ষা করেছিল তাতে জার্মান অভিযানের সময়সূচি বানচাল হয়ে গিয়েছিল এবং আমেরিকান সৈন্যেরা অমর কীর্তির অধিকারী হয়েছিল। জার্মান অগ্রগতি রুদ্ধ হয়ে গিয়েছিল, তারপর তাদের পিছনে তাড়িয়ে দেওয়া হয়েছিল। জানুয়ারির মাঝামাঝি জার্মানরা তাদের সমস্ত বন্দুক ও কামান হারিয়েছিল এবং এই নির্বোধ প্রচেষ্টার জন্য একলক্ষ বিশ হাজার সৈন্য এবং শতশত ট্যাংক ও বিমানপোত হারিয়েছিল।

তারপর ঠিক যখন ভিয়েনা ও বার্লিনে উপস্থিত হবার জন্য শীতকালে রুশরা অভিযান শুরু করল, রাইন পার হয়ে পশ্চিম থেকে হিটলারের উপর লাফিয়ে পড়বার জন্য মিত্রপক্ষও প্রস্তুত হ'ল। সেতুগুলি নষ্ট ক'রে দিয়ে জার্মানরা নদীর ওপারে চলে গেল, কিন্তু তারা নদীর উপর ভাল নজর রাখেনি, ৭ই মার্চ এক আমেরিকান দল বন-এর কাছে লুডেনডর্ফ সেতুটি দেখতে পেয়ে সেটিকে অধিকার ক'রে নিল। কয়েক দিনের মধ্যে আমেরিকানরা তার উপর দিয়ে নদী পার হয়ে উত্তরে ও দক্ষিণে ছড়িয়ে পড়তে লাগল। দুই সপ্তাহ পরে আকাশ থেকে বিরাট গোলা বর্ষণের সাহায্য নিয়ে ক্লেভ থেকে ম্যানহিম পর্যন্ত সমগ্র রাইন নদীটি মিত্রপক্ষীয় সেনাদল পার হয়ে গেল। পার হবার পর তারা প্রচণ্ড গতিতে জার্মান সৈন্যদলকে ভেদ ক'রে এগিয়ে চলল, একটি সাঁজোয়া ডিভিসন এক একদিনে নব্বই মাইল পর্যন্ত অতিক্রম করল। আমেরিকানদের প্রথম ও নবম বাহিনী রুর-এর চারপাশ ঘিরে ফেলে তিনলক্ষ জার্মানদের ফাঁদে ফেলল। প্যাটনের তৃতীয় বাহিনী কাসেল ও এলবে নদীর দিকে ছুটে চলল। প্যাচ-এর সপ্তম বাহিনী দক্ষিণে ব্যাভেরিয়ার ভিতর দিয়ে চেকোশ্লোভাকিয়ার সীমান্ত পর্যন্ত ছুটে চলল এবং উত্তর দিকে মণ্টগোমারির ব্রিটিশ এবং ক্যানাডিয়ান সৈন্যরা সমুদ্রতীর দিয়ে ব্রেমেন ও হামবুর্গের ভিতর দিয়ে বাল্টিকের দিকে ছুটল।

এটাই অবসান। রাশিয়ানরা পূব আর দক্ষিণ থেকে এবং আমেরিকানরা ও ব্রিটিশরা উত্তর ও পশ্চিম থেকে ছুটে আসায় এবং ইটালিতে জার্মানরা অস্ত্রত্যাগ করায় জার্মান রণশক্তি ভেঙ্গে পড়তে লাগল। ২৫শে এপ্রিল আমেরিকান ও রাশিয়ানরা এলবেতে মিলিত হ'ল, যে দুই সৈন্যদল নর্মাণ্ডির উপকূল থেকে এবং নিপার নদীর পারে দুদিকের দুহাজার মাইল দূরবর্তী স্থান থেকে যাত্রা করেছিল তারা জার্মানিকে দুভাগে ভাগ ক'রে দিয়েছিল। মরিয়া প্রতিরক্ষীরা বার্লিন রক্ষার একটা শেষ চেষ্টা করেছিল; যখন বোঝা গেল শহর রক্ষা অসম্ভব, হিটলার আত্মহত্যা করলেন। ক্ষিপ্ত ইটালিয়ানরা ইতিপূর্বেই মুসোলিনীকে হত্যা করেছিল। জার্মান সৈন্যদলের যারা অবশিষ্ট ছিল, তারা ৭ই মে বিনাসর্তে আত্মসমর্পণ

করল। যে জার্মান রাষ্ট্রের হাজার বছর বেঁচে থাকবার কথা তা এইভাবে ধ্বংস হয়ে গেল।

এই জয়লাভের একজন প্রধান উদ্যোক্তা তাঁর পরিকল্পনার ও উদ্দেশ্যের সাফল্য দেখে যেতে পারেননি। ফ্র্যাংকলিন ডি. রুজভেল্টের ১২ই এপ্রিল মৃত্যু হয়েছিল

যখন মিত্রশক্তির সৈন্যদল নর্মাণ্ডির মধ্যে যুদ্ধ করছিল—আমেরিকার প্রধান দলদুটি শীতে নির্বাচনের জন্য নিজেদের প্রার্থী মনোনীত করেছিল। যে-লোকটি তিনবার তাদের জয়যুক্ত করেছিলেন এবং এখন সংযুক্ত রাষ্ট্রগুলিকে জয়ের পথে নিয়ে যাচ্ছিলেন, ডেমক্র্যাটরা সেই ফ্র্যাংকলিন রুজভেল্টকেই মনোনীত করেছিল ওয়েণ্ডল উইলকি নতুন ব্যবস্থার এবং আন্তর্জাতিকতার পক্ষপাতী হওয়া রিপাব্লিকানরা নিউ ইয়র্কের গভার্নর টমাস ই. ডিউইকে মনোনীত করল, কার তিনি দেশের আভ্যন্তরিক ব্যাপারে মৃদুভাবে উদার এবং ঘটনার স্রোতেই কেবল আন্তর্জাতিক ব্যাপারে উৎসাহী হয়েছিলেন। যদিও প্রতিযোগিতা ভাল হয়েছিল তার ফলাফল সম্পর্কে কোন সন্দেহ ছিলনা। প্রেসিডেণ্ট ছত্রিশটি রাষ্ট্রের ৪৩২ নির্বাচনী ভোটের সাহায্য পেলেন, ডিউই বারোটি রাষ্ট্রের এবং ৯৯টি ভোটে সাহায্য পেলন। রুজভেল্ট গণভোট পেলেন প'য়ত্রিশ লক্ষ।

তাঁর চতুর্থ অভিষেক উৎসবে রুজভেল্ট—শুধু নিজেদের জন্য জয়লাভের প্রতিশ্রুতি দিলেন না, জয়লাভের পর একটি আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান গ'ড়ে তোলবার প্রতিশ্রুতিও দিলেন। তিনি বললেন, "আমরা অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছি,

> যে আমরা নিজেরাই শুধু বাঁচতে পারিনা শান্তিতে, আমাদের শুভাশুভ দূরে অন্যান্য জাতিদের শুভাশুভের সঙ্গে জড়িত। আমরা শিখেছি যে আমাদে মানুষের মতো বাঁচতে হবে, উটপখীর মতো নয়, গোয়ালের গরুর খাবার পা কুকুরের মতো নয়। আমরা পৃথিবীর নাগরিক হ'তে, মানবসমাজের সদ হ'তে শিখেছি।"

যতই জয়লাভ এগিয়ে আসতে লাগল, রুজভেল্টের চিন্তা ততই শান্তি আর আন্তর্জাতিক আইনের দিকে যেতে লাগল এবং তাঁর উদ্যম তার সমাধানে নিযুক্ত হ'তে লাগল। ১৯৪৫-এর ফেব্রুয়ারিতে তিনি যুদ্ধ এবং যুদ্ধোত্তর সমস্যাগুলির আলোচনার জন্য স্ট্যালিন, চার্চিল ও সামরিক বেসামরিক পরামর্শদাতাদের সঙ্গে আলোচনার জন্য ক্রিমিয়ার সুদূরে ইয়াল্টার দিকে যাত্রা করেছিলেন। ইতিমধ্যেই বোঝা গিয়েছিল যে ইউরোপের যুদ্ধ শেষ হ'য়ে আসছে এবং যদিও মনে হয়েছিল জাপানের পরাজয়ের জন্য আরও দু'এক বছর লাগবে, এটা সুনিশ্চিত ছিল যে

জাপানের পরাজয়ও অবধারিত। তাই ক্রিমিয়া বা ইয়াল্টা সমাবেশে প্রশান্ত মহাসাগরের যুদ্ধে রাশিয়ার যোগদানের মত সামরিক ব্যাপারের আলোচনা হ'লেও সেখানে যুদ্ধোত্তর পৃথিবীর পরিকল্পনা নিয়েও অনেক আলোচনা হয়েছিল। হ্যারি হপ্‌কিন্স বলেন যে যখন রুজভেল্ট এবং তাঁর সামরিক পরামর্শদাতারা ইয়াল্টা থেকে এসে-ছি'লেন, তাঁদের এ-বিশ্বাস হয়েছিল যে,

> এত বছর ধ'রে আমরা যে নব যুগের জন্য আলোচনা করছিলাম ও প্রার্থনা করে-ছিলাম, আজই তার উষাকাল। আমরা এবিষয়ে স্থিরনিশ্চিত হয়েছিলাম যে শান্তির জন্য আমরা প্রথম বৃহৎ যুদ্ধ জিতেছি—এবং আমরা বলতে আমি বোঝাতে চাইছি আমরা সকলে, পৃথিবীর সমগ্র সুসভ্য মানবজাতি।

নির্বাচন অভিযানের সময়ও সকলে রুজভেল্ট-কে "ক্লান্ত বুড়ো লোক" ব'লে সমালোচনা করেছে। কথাটি সর্বাংশে সত্য, কারণ যুদ্ধ তাঁর সমস্ত উদ্যম ও স্ফূর্তি হরণ করেছিল। তিনি অসুস্থ হ'য়ে ইয়াল্টা থেকে ফিরেছি'লেন এবং এই প্রথম কংগ্রেসকে বাণী দিয়েছিলেন তাঁর চাকাদেওয়া চেয়ার থেকে। তারপর তিনি গেছলেন জর্জিয়া-য় ওয়ার্ম স্প্রিং-এ তাঁর শীতযাপনের দিনগুলিকে বিশ্রাম দিতে এবং সানফ্রানসিসকো-তে রাষ্ট্রসংঘের প্রথম অধিবেশনের তোড়জোড় করতে। ১২ই এপ্রিল তিনি যখন জেফারসন দিনের জন্য একটি বক্তৃতার খসড়া লিখছিলেন তখন তাঁর মাথার শিরা ছিঁড়ে যায় এবং তিনি মারা যান। যে শেষ কথাগুলি তিনি লিখেছিলেন সেগুলি তাঁর জীবনের যোগ্য সমাধি-লিপি : "আমাদের আজকের দ্বিধা-সন্দেহগুলি আমাদের আগামীকালের প্রাপ্তিতে বাধা; আসুন, আমরা প্রবল ও সক্রিয় বিশ্বাস নিয়ে সামনে এগিয়ে চলি।"

প্রশান্ত মহাসাগরের জয়লাভ। গুয়াডালকানালের পুনরুদ্ধারের আসল উদ্দেশ্য ছিল জাপানিদের অগ্রগতি আটকে রাখা, রাবাউল-এর উপর বোমা বর্ষণের জন্য কতগুলি ঘাঁটি পাওয়া এবং ১৯৪৩-এর নভেম্বর মাসে একটি বৃহৎ আক্রমণের জন্য ব্যবস্থা অবলম্বন করা। সে আক্রমণ দু'রকমভাবে হবার কথা ছিল : নিউগিনির উপকূল দিয়ে হালমাহেরা ও ফিলিপাইন-এর মধ্যস্থলে ম্যাকআর্থারের আক্রমণ এবং অ্যাডমিরাল নিমিৎসের সেইসব দ্বীপগুলিতে যাওয়া যেখান থেকে জাপান-এর উপর বোমা ফেলা চলে। দু'টিতেই জল এবং স্থল-এর উভয় যুদ্ধই ছিল, কিন্তু প্রথমটিতে স্থলসৈন্য—এবং দ্বিতীয়টিতে নৌ-বাহিনী প্রধান অংশ গ্রহণ করেছিল। জাপান-এ যাবার তৃতীয় পথ ছিল বর্মার ভিতর দিয়ে এবং বর্মা রোড দিয়ে চীনে

প্রবেশ করা। কিন্তু, এপথে পরিবহণ এবং সরবরাহের সমস্যা ছিল এবং জাতীয়তা-বাদী চীনদের কাছ থেকে বিশেষ কোনও সাহায্য পাওয়া যায়নি। যদিও বর্মা পরে শত্রুমুক্ত হয়েছিল, তাতে যুদ্ধের বিশেষ কোনও লাভ হয়নি।

অভিযান আরম্ভ হ'ল ১৯৪৩-এর ১লা নভেম্বর উত্তর সলোমনস-এর বোগেনভিল দ্বীপের উপর জলপথে ও স্থলপথে আক্রমণে। রাবাউল-এর বিপদের কথা স্মরণ ক'রে জাপানিরা প্রতিরোধ করল কিন্তু এম্প্রেস অগস্টা বে-র যুদ্ধে তারা সম্পূর্ণভাবে পরাজিত হ'ল। বোগেনভিল থেকে আমেরিকানরা রাবাউল-এর পূর্ব ও পশ্চিমের দ্বীপগুলিতে গেল এবং সেসব স্থান থেকে প্রচুর বোমা বৃষ্টি ক'রে রাবাউল-কে অকর্মণ্য ক'রে দিল। এইভাবে পার্শ্বদেশ সুবিধা ক'রে ম্যাক্-আর্থার নিউগিনির উপর দিয়ে অগ্রসর হ'তে পারলেন এবং অ্যাডমিরাল নিমিৎস সমুদ্রপথে ওকিনাওয়ার দিকে অগ্রসর হ'তে সমর্থ হলেন।

জাপানে অগ্রগমনের ভিত্তি ছিল আমেরিকার নৌ-শক্তির এতদূর উন্নতি যে তা শুধু জাপানিদের চেয়ে বড় হ'য়ে ওঠেনি, সমস্ত যুধ্যমান দেশের সমস্ত নৌ-শক্তির মধ্যে বৃহত্তম হয়েছিল। বস্তুতঃ অ্যাডমিরাল হ্যালসির সুপ্রসিদ্ধ আটান্ন নম্বর (বিকল্পে আটত্রিশ) নৌ-বাহিনী একাই জাপানী নৌ-বাহিনীর চেয়ে বেশী শক্তিশালী ছিল। ১৯৪৪-এর গ্রীষ্মের মাঝামাঝি আমেরিকান নৌ-বহরের ছিল চার হাজার জাহাজ, তার মধ্যে ছ'শ' তেরটি বৃহৎ রণতরী। পার্ল হারবার-এর পরে সাতটি নতুন-বৃহৎ রণতরী এবং হাজার হাজার বিমানপোত সমেত প্রায় একশো পোতাশ্রয় জাহাজ প্রশান্ত মহাসাগরের নৌ-বহরে যোগদান করেছিল।

তখন এই শক্তিশালী বাহিনী কতকগুলি বিরাট আক্রমণের জন্য তৈরি হয়েছিল। দক্ষিণ ও মধ্য প্রশান্ত মহাসাগরে যে অসংখ্য ছোটখাট শত্রুর প্রবালদ্বীপ ছড়িয়ে ছিল, সেগুলিকে নষ্ট করার ইচ্ছা অ্যাডমিরাল নিমিৎস-এর ছিল না। তাঁর ইচ্ছা ছিল এই দ্বীপপুঞ্জগুলির প্রত্যেকটি প্রধান দ্বীপ অধিকার ক'রে, সেখানে বিমান ঘাঁটি তৈরি ক'রে এমন আর একটি দ্বীপে চ'লে যাওয়া যেটি জাপানের আরও শতশত মাইল কাছে। আশেপাশের দ্বীপগুলিতে জাপানী সেনাদল প'ড়ে থাকলেও তাঁর আপত্তি ছিল না। পরে, দক্ষিণ ফিলিপাইন-এ মিন্ডানাও এবং চীন-এর উপকূলে ফরমোজা-র মত বড় দ্বীপগুলির পাশ কাটিয়ে যাওয়া সম্ভব হয়েছিল। জাপানিরা প্রথমে ভুল করেছিল বেশী দূরে এগিয়ে গিয়ে এবং তারই ফলে তাদের শক্তি ছড়িয়ে ছিল।

প্রথম আক্রমণ হ'ল গিলবার্ট দ্বীপের তাবায়োতে, এই ছোট দ্বীপটি রক্ষা কর-ছিল তিন হাজার জাপানী নৌ-সেনা এবং এখানে আমেরিকানরা যে আক্রমণের ব্যবস্থা দেখেছিল এমন আর কোথাও দেখেনি; এটি অধিকার করতে বহু রক্তপাত হয়েছিল এবং আমেরিকানদের এক হাজার লোক নিহত ও দু'হাজার আহত হয়েছিল। দু'মাস

পরে নৌ-বাহিনী গেল উত্তরে কয়েক শত মাইল দূরে মার্শাল দ্বীপে। আট হাজার জাপানিদের দ্বারা সুরক্ষিত কোয়াজেলিন প্রবাল দ্বীপটি ছিল লক্ষ্যবস্তু। নৌ-সেনারা ১৯৪৪-এর ৩১শে জানুয়ারি নামল এবং তিন দিনের মধ্যে দ্বীপটিতে শত্রুদের নির্মূল ক'রে দিল। তারপর তারা সাড়ে তিনশ' মাইল পশ্চিমে এনিওয়েটক-এ উপস্থিত হয়ে সেটিকে জয় করল।

রাবাউল এবং ট্র্যাক্ অকর্মণ্য হওয়ায় এবং গিলবার্ট ও মার্শাল দ্বীপগুলি আমেরিকানদের হাতে আসায় পঞ্চম উভচর বাহিনী—বারশ' মাইল পশ্চিমে এবং টোকিয়ো থেকে মাত্র দেড় হাজার মাইল দূরে মেরিয়ানা দ্বীপপুঞ্জে হাজির হ'ল। এখানে প্রধান লক্ষ্যবস্তু ছিল সাইপান, যেখানে জাপানিরা শক্তিশালী বিমান ও নৌ-ঘাঁটি তৈরি করেছিল; এবং গুয়াম, যেটিকে তারা ১৯৪১-এর ডিসেম্বরের যুদ্ধে আমেরিকানদের কাছ থেকে কেড়ে নিয়েছিল। যখন অ্যাডমিরাল স্প্রুয়ান্স-এর বাহিনী চেনা জলে হাজির হ'ল, তখন তাদের সঙ্গে যুদ্ধ করবার জন্য জাপানী নৌ-বাহিনী এগিয়ে এল। সেই ফিলিপাইন সমুদ্রের যুদ্ধে (১৯-২০শে জুন, ১৯৪৪) বাহক জাহাজের বিমানগুলি প্রধান অংশ নিয়ে শত্রুদের বাহক জাহাজের বিমান ধ্বংস ক'রে দিল এবং তাদের রণতরী ও ক্রুজারগুলিকে পঙ্গু করল। তারপর কতকগুলি কঠিন সংগ্রামের পর মেরিয়ানার দ্বীপগুলি একে একে জয় করা হ'ল। সাইপান-এ তিন সপ্তাহ লেগেছিল এবং আমেরিকানদের পনের হাজার হতাহত হয়েছিল; গুয়াম-এর ব্যাপারটিও অনুরূপ কঠিন হয়েছিল। যাই হোক, আগস্ট মাসে মেরিয়ানার সব দ্বীপগুলি আমেরিকানদের হাতে এসেছিল এবং শীঘ্রই বিরাট বি-২৯ বোমারু বিমানগুলি তাদের ঘাঁটি থেকে উড়ে মূল জাপানের দ্বীপগুলির উপর বোমা ফেলতে গিয়েছিল।

দক্ষিণ ও মধ্য প্রশান্ত মহাসাগরের এইসব জয়গুলিতে ফিলিপাইন-এর দ্বীপগুলির উপরও আক্রমণ করা সহজ হয়েছিল। আমেরিকানদের এই দ্বীপ থেকে দ্বীপে লাফিয়ে যাবার কৌশল এমনি সফল হয়েছিল যে ম্যাকআর্থার ঠিক করলেন যে মিণ্ডানাও-এর পাস কাটিয়ে ফিলিপাইন দ্বীপগুলির মাঝখানে আঘাত করবেন। ১৯৪৪-এর ২০-এ অক্টোবর, ছ'শ জাহাজের এক বৃহৎ বাহিনী এক লক্ষ সৈন্য নিয়ে লেটে উপসাগরে হাজির হ'ল। ম্যাকআর্থার তীরে উঠলেন। তিনি বললেন, "ফিলিপাইন-এর অধিবাসিগণ, আমি ফিরে এসেছি।...আমার পাশে এসে দাঁড়াও।" তারা তাই করেছিল। খুব কম সময়ের মধ্যে তিনি ফিলিপাইন থেকে দুলক্ষ লোক পেয়েছিলেন এবং তাদের সঙ্গে যোগ দিয়েছিল দেশপ্রাণ ফিলিপাইনবাসীরা, যারা বিজয়ী জাপানিদের বিরুদ্ধে গোপন সংগ্রাম চালিয়েছিল।

এরপর, জাপানিরা তাদের সমস্ত শক্তি আমেরিকানদের বিরুদ্ধে প্রয়োগ করল।

লেটে উপসাগরের যুদ্ধটি (২৩শে—২৫শে অক্টোবর) ছিল এই মহাযুদ্ধের শেষ বড় নৌ-সংগ্রাম। আসলে, তিনটি পৃথক সংগ্রাম হয়েছিল এবং প্রত্যেকটিতে আমেরিকানরা জয়লাভ করেছিল। জাপানিরা এই সংগ্রামের প্রতিক্রিয়া কাটিয়ে উঠতে পারেনি এবং এরপর থেকে তারা আমেরিকানদের অগ্রগমনে যৎকিঞ্চিৎ মাত্র বাধা দিতে পেরেছিল। দ্রুত লেটে অধিকার ক'রে ম্যাকআর্থার লুজোন-এ হাজির হলেন; ম্যানিলা-র পতন হ'ল ১৯৪৫-এর ফেব্রুয়ারিতে এবং এপ্রিলের মধ্যে সমস্ত দ্বীপগুলি শত্রুমুক্ত হ'ল।

যখন ম্যাকআর্থার ফিলিপাইন জয় করছিলেন নৌ-বাহিনী তখন জাপান-এর দিকে অনেকটা এগিয়ে গেছে। আইয়ো জিমার ছোট্ট দ্বীপটি টোকিয়ো থেকে মাত্র আটশ' মাইল। একমাস ধ'রে এটির উপর প্রত্যহ বোমা ফেলা হ'ল এবং তারপর ছ'টি রণতরী, ক্রুজার ও ডেস্ট্রয়ার এটির লক্ষ্যবস্তুর উপর গোলাবর্ষণ করল। ১৯শে ফেব্রুয়ারি নৌ-সেনারা তীরে নেমে যুদ্ধ আরম্ভ করল। জাপানিদের নির্মূল করতে একমাস লেগেছিল এবং পাঁচ হাজার হতাহত হয়েছিল কিন্তু মার্চ মাসের মাঝামাঝি এখান থেকে আমেরিকান বোমারু বিমানগুলি টোকিয়ো অভিমুখে যাত্রা করেছিল এবং সেখানে আগুনে বোমা ফেলায় যা ক্ষতি হয়েছিল তা হাম্বুর্গ-এর উপর ব্রিটিশদের বোমা ফেলার সমান। তারপর, স্থল ও নৌ-সেনা জাপান-এর প্রথম দ্বীপ রুকুতে ওকিনাওয়ার দিকে যাত্রা করল। মরিয়া হ'য়ে জাপানিরা কামিকাজে বা আত্মহত্যামূলক বিমান আক্রমণ করল; যদিও, এতে আমেরিকান নৌ-বাহিনীর প্রচুর ক্ষতি হ'ল কিন্তু তাতে আক্রমণ, প্রতিহত হ'ল না। গুহা থেকে গুহাতে যুদ্ধ ক'রে জাপানিরা তিন মাস আত্মরক্ষা করেছিল; জুনের শেষে ওকিনাওয়া জয় হয়েছিল।

কিন্তু, তখন ইউরোপের যুদ্ধ শেষ হয়েছিল এবং জাপানের দিনও ঘনিয়ে আসছিল। আমেরিকান সাবমেরিনগুলি জাপানিদের সওদাগরী জাহাজগুলিকে ডুবিয়ে দিয়েছিল এবং জাপানিদের অর্থনৈতিক অবস্থাও ধ্বংস হয়েছিল। নৌ-বাহিনীর বিমানগুলি বন্দরগুলির উপর উড়ে শত্রুর বাকী জাহাজগুলিকেও নষ্ট করেছিল। অ্যাডমিরাল হ্যালসির নৌ-বাহিনী সমুদ্রতীর দিয়ে যথেচ্ছ বিচরণ করছিল; টোকিয়ো পুড়ে ছাই হ'য়ে গিয়েছে এবং বেশির ভাগ বড় বড় ব্যবসার শহরগুলি আগুনে-বোমায় ধ্বংস হ'য়ে গিয়েছে। জাপানের নেতারা বুঝেছিল যে তারা পরাজিত হয়েছে, কিন্তু তারা লোকেদের সত্য কথা বলতে ভয় পাচ্ছিল এবং আশা করছিল যে আর কিছুদিন যুদ্ধ চালাবার ভয় দেখালে তারা মিত্রপক্ষের কাছ থেকে সন্ধির ভালো সুযোগ পাবে।

কিন্তু, মিত্রপক্ষের আলোচনা করবার ইচ্ছা ছিল না। তখন তারা সমস্ত শক্তি

জাপানের বিপক্ষে প্রয়োগ করতে সক্ষম ছিল এবং তারা একথাও জানত যে রাশিয়া শীঘ্রই প্রশান্ত মহাসাগরীয় যুদ্ধে যোগদান করবে। জুলাই মাসে নিউ মেক্সিকোর মরুভূমিতে প্রথম পরমাণু বোমা ফাটান হয়েছিল এবং এই মহাস্ত্র তখন জাপানের বিরুদ্ধে প্রয়োগের জন্য প্রস্তুত ছিল। এই অস্ত্র ব্যবহার করা উচিত হয়েছিল কিনা এ নিয়ে বহুদিন তর্ক চলবে; কিন্তু এই ধরনের সব প্রশ্নের পটভূমিকায় মিত্রপক্ষের নেতারা জার্মানির পসডামে মিলিত হয়ে জাপানের কাছে চরম-পত্র পাঠিয়ে ছিলেন : আত্মসমর্পণ কর কিংবা ধ্বংস হও। জাপানী সরকার এই চরম-পত্র অগ্রাহ্য করেছিল। তারপর ৬ই আগস্ট একটি বি-২৯ ব্যবসাকেন্দ্রিক শহর হিরোশিমার উপর এসে একটি পরমাণু বোমা ফেলল; তিন দিন পরে দ্বিতীয় বোমাটি ফেলা হ'ল নাগাসাকির উপর। দু'টি শহরই নিশ্চিহ্ন হ'য়ে গেল এবং হতাহত হ'ল এক লক্ষের অনেক বেশী। এখন সম্পূর্ণ ধ্বংসের ভয়ে ১৪ই আগস্ট জাপান যুদ্ধ থামাতে রাজী হ'ল এবং ২রা সেপ্টেম্বর আমেরিকার জাহাজ মিজুরি-র উপরে এসে বিনা সর্তে আত্মসমর্পণ-পত্রে সই করল। এভাবে সবচেয়ে সাংঘাতিক সমরের সমাপ্তি হ'ল।

এটা ভালোই হয়েছে যে এই শেষ প্রলয়ের আবহাওয়ায় যুদ্ধ শেষ হয়েছে: কারণ এতে একথা পরিষ্কারভাবে বোঝা গিয়েছে যে আর একটি যুদ্ধ হ'লে মানব সমাজ আর থাকবে না। সর্বত্র সুসভ্য লোকেরা আশা করেছিল যে প্রথম বিশ্ব-যুদ্ধের পর আর যুদ্ধ হবে না; তাদের সে-আশা ব্যর্থ হয়েছিল। কুড়িটি হাঙ্গামা বহুল বছরের পর অসৎ ও উচ্চাভিলাষী লোকেরা নিজেদের স্বার্থসিদ্ধির জন্য আবার হিংসা ও বিভীষিকার আশ্রয় নিয়েছিল এবং তারা প্রায় সফল হলেও, অবশেষে তারা ধ্বংসের মধ্যে বিফল হয়েছিল, একথা আর একবার প্রমাণ ক'রে যে যারা তরোয়াল ব্যবহার করে তরোয়ালেই তাদের মৃত্যু। সেই ব্যর্থতার জন্য যে-কোনও সামরিক কারণ থাকুক না কেন, তার মূল কারণটি ছিল পরিষ্কার। অ্যাক্সিস জাতিগুলি পরাজিত হয়েছিল এই কারণে যে তারা মানুষের মূল্যে এবং মানুষের বিশ্বাস অস্বীকার করেছিল এবং তাই যেসব শক্তি তখনও মানবতায় বিশ্বাস করত তারা সকলে তাদের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছিল। শেষপর্যন্ত, যাদের মানুষের ধর্মে, বুদ্ধিতে এবং সম্মানে বিশ্বাস ছিল তারাই জয়লাভ করেছিল, যে গুণগুলি পৃথিবীর স্বাধীন লোকদের জন্য জয়গৌরব বহন ক'রে এনেছিল, সেগুলি যুদ্ধের যন্ত্রণায় নিঃশেষ হয়ে যায়নি। প্রেসিডেন্ট রুজভেল্ট তাঁর এক যুদ্ধকালীন ঘোষণায় বলেছিলেন, "আমাদের লক্ষ্য কুৎসিত যুদ্ধক্ষেত্রের অনেক ঊর্ধ্বে। যখন আমরা শক্তি ব্যবহার করি, সে-শক্তি শুধু সাময়িক মন্দের বিরুদ্ধেই ব্যবহার করি না, শেষ পর্যন্ত যে ভালো আসবে তার জন্য ব্যবহার করি।"

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ যে "সাময়িক মন্দ"-কে নষ্ট করেছিল সে বিষয়ে বিতর্ক নেই। সেটি "ভালো"কে আনার সূচনা করেছিল কিনা ভবিষ্যৎ তা ঠিক করবে। নিঃসংশয়ে এটি এমন অবস্থার সৃষ্টি করেছিল যাতে মানুষ ইচ্ছা করলে ভালোর সন্ধান পেতে পারে। আমেরিকানদের উপর এটি এমন দায়িত্ব এনে দিয়েছিল যা আগে তারা বা অন্য কেউ জানত না। বহুলাংশে তাদের উপর দায়িত্ব এসেছিল যুদ্ধে ধ্বংস পৃথিবীর পুনর্বাসনের, প্রতীচ্যে খৃষ্টান সভ্যতার পুনর্গঠনের, গণ-তন্ত্রকে শক্তিশালী করবার, পৃথিবীর সর্বত্র স্বাধীন লোকেদের বাঁচিয়ে রাখবার এবং এমন একটি আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান গড়বার যার শান্তি বজায় রাখবার শক্তি থাকবে। যুদ্ধের পর পাঁচ বছরে তারা এই দায়িত্বের অনেকগুলি পালন করেছিল: পশ্চিম পৃথিবীর পুনর্গঠনে তারা মুক্তহস্তে দান করেছিল। পৃথিবীর দূর প্রান্তেও গণতন্ত্র ও স্বাধীনতা রক্ষায়ও তারা সহায়তা করেছিল এবং শান্তি রক্ষার জন্য তারা রাষ্ট্র-সংঘ প্রতিষ্ঠা ক'রে সেটিকে চালিয়ে নিয়ে গিয়েছিল। কিন্তু, তবুও পৃথিবী যুদ্ধের আলোচনায় চিন্তাক্লিষ্ট হয়েছিল এবং দিগন্ত ছিল অন্ধকার।

দ্বাবিংশ অধ্যায়

ন্যায় যুদ্ধ

হ্যারি ট্রুম্যান। রুজভেল্টের হোয়াইট হাউসের উত্তরাধিকারী তাঁর দায়িত্বের চাপে সাময়িকভাবে বিভ্রান্ত হয়েছিলেন, কিন্তু তা সাময়িক ভাবেই। হ্যারি এস. ট্রুম্যানের গুণ ছিল সিদ্ধান্ত গ্রহণের, আত্মবিশ্বাসের এবং দৃঢ় প্রতিজ্ঞার, তাঁর বিবর্ণ চেহারা দেখে যে গুণগুলি তাঁর মধ্যে আছে ব'লে বোঝা যেত না। তিনি ছিলেন মিজুরির পশ্চিম থেকে আগত আমাদের দ্বিতীয় প্রেসিডেণ্ট। তিনি গ্রামে মানুষ হয়েছিলেন এবং উচ্চ বিদ্যালয়ে শিক্ষা পেয়েছিলেন। তাঁর অভিজ্ঞতা ছিল বিচিত্র: তিনি ছিলেন ব্যাঙ্কের কেরানী, চাষী, প্রথম বিশ্বযুদ্ধে ফ্রান্সে কামান দলের সৈন্যাধ্যক্ষ, ক্যানসাস শহরের রাজনীতিজ্ঞ, জজ (আসলে গ্রামের শাসক) এবং শেষে যুক্তরাষ্ট্রের সেনেট-সদস্য। সেনেটে তিনি 'নতুন ব্যবস্থা'র সমর্থন করেছিলেন, ক্ষেতখামার ও শ্রমিক আইনগুলিতে আগ্রহ দেখিয়েছিলেন এবং তাঁর দ্বিতীয়বার নির্বাচনের পর আত্মরক্ষার জন্য ব্যয় কমিটির সভাপতি হিসাবে যোগ্যতার খ্যাতি অর্জন করে-ছিলেন। ভাইস প্রেসিডেণ্ট পদের জন্য তাঁকে মনোনীত করায় হেনরি ওয়ালেস এবং জেম্‌স এফ বায়ার্নসের মতো অনেক ডেমক্র্যাট ক্ষুব্ধ হয়েছিলেন, কারণ তাঁরা ভেবেছিলেন তাঁদের দাবি সর্বাগ্রে। প্রথমোক্তকে বাণিজ্যসচিব রেখে ট্রুম্যান তাঁকে সান্ত্বনা দিয়েছিলেন, এবং দ্বিতীয়োক্তকে করেছিলেন রাষ্ট্র-সচিব।

ঘটনাস্রোতে অবিলম্বে একথা প্রমাণিত হ'ল যে ট্রুম্যানের জাতীয় ও আন্ত-র্জাতীয় নেতৃত্বের অসাধারণ ক্ষমতা ছিল। ছোটখাট ব্যাপারে তিনি অবশ্যই ভুল করেছিলেন, বাজে লোককে নিয়োগ ক'রে, যেসব পুরনো বন্ধু বিশ্বাসভঙ্গ করেছে তাদের সাহায্য ক'রে এবং অনেক দায়িত্বজ্ঞানহীন কথা প্রকাশ্যে ব'লে। তাঁর বক্তৃতায় বাগ্মিতা এবং তাঁর লেখায় সৌষ্ঠব ছিল না; কেবল ঘরোয়া রাজনৈতিক আলাপ-আলোচনায় তিনি দক্ষতা দেখাতে পারতেন। অবস্থাকে তিনি অযথা সহজভাবে নিতেন এবং দলীয় মনোভাবকে নিজের শুভবুদ্ধিকে আচ্ছন্ন করতে দিতেন, কিন্তু তাঁর পরিচ্ছন্ন এবং সুদৃঢ় মন ছিল, অন্য প্রেসিডেণ্টদের চেয়ে বেশী শিক্ষিত ছিলেন,

কারণ তিনি অনেক পড়েছিলেন, বিশেষ করে আমেরিকার ইতিহাস; গণতন্ত্র বিষয়ে তাঁর প্রবল আগ্রহ ছিল এবং উইলসন ও ফ্র্যাঙ্কলিন রুজভেল্টের মতোই বিশ্বাস করতেন যে পৃথিবীর ঘটনায় যুক্তরাষ্ট্রই গণতন্ত্রের রক্ষক। খুব কম প্রেসিডেণ্টই তাঁর মতো পরিশ্রমী ছিলেন, দিনের পর দিন প্রত্যহ ষোল ঘণ্টা কাজ করতে পারতেন। কাজ করায় ও নেতৃত্বে তিনি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করতেন এবং যখন বিপদ এল, এই শান্তদর্শন লোকটি অবিলম্বে মনস্থির করে যুদ্ধক্ষমতা নিয়ে তার সম্মুখীন হলেন।

১৯৪৫-এর এপ্রিল মাসে তিনি যখন নির্বাচিত হলেন, ইউরোপে যুদ্ধ প্রায় শেষ হয়ে গেছে এবং এশিয়ায় শান্তি আসতে চারমাস দেরি আছে। যুদ্ধোত্তর সমস্যাগুলি অবশ্য তখন সামনে। সেগুলিকে সাময়িকভাবে গুরুত্ব দেওয়া হয়নি বলেই সেগুলি জটিল হয়ে উঠেছিল। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পরের মতোই আমেরিকানরা হাল্কা ভাবে বিশ্বে নবযুগ সম্পর্কে আলোচনা করেছিল, যুক্ত নিরাপত্তা ব্যবস্থার উপর বেশী বিশ্বাস স্থাপন করেছিল, অসাধারণ দ্রুততার সঙ্গে সৈন্যদের দেশে ফিরিয়ে এনেছিল এবং অর্থনৈতিক নিয়ন্ত্রণ কমিয়ে দিয়েছিল। অনেকেই মনে করেছিল স্যাম কাকা দেশের ব্যাপার নিয়ে এবার ব্যস্ত থাকতে পারবেন। শীঘ্রই রূঢ়ভাবে তাদের মোহভঙ্গ হয়েছিল।

এই দুঃসাহসী আশাবাদ স্বয়ং ট্রুম্যানেরও ছিল। স্বাভাবিক অবস্থা আনার আগ্রহে তিনি একটা মত দিয়েছিলেন যে লেণ্ড-লিজ সরবরাহ বন্ধ করবার এক অনুজ্ঞাপত্রে সই ক'রে তিনি বহু মিত্রপক্ষীয় দেশের ক্ষোভের কারণ হয়েছিলেন। ব্যবসাজগতের রক্ষণশীলদের চাপে তিনি মূল্য নিয়ন্ত্রণ বন্ধ করেছিলেন। তারপরেই এ-দুটি কাজের জন্য তিনি দুঃখিত হয়েছিলেন। তাঁর শাসনব্যবস্থা ব্যস্তভাবে সৈন্যদের ছেড়ে দিতে লাগল এবং ইউরোপের যেসব স্থানে সৈন্য থাকা উচিত ছিল, সেসব স্থান থেকে সৈন্য সরিয়ে আনল। সুখের কথা এই যে তিনি আন্তর্জাতিক সহযোগিতার যন্ত্র হিসাবে রাষ্ট্রসংঘের সংগঠনের কাজ সম্পূর্ণ করেছিলেন। আমেরিকা যদি রাষ্ট্রসংঘের কাছ থেকে খুব বেশী কিছু আশা ক'রে থাকে, সে অন্ততঃ সেই প্রতিষ্ঠানটিকে ভাল কাজ করার ক্ষমতা দেবার এমন চেষ্টা করেছিল, যা সে জাতিসংঘকে করেনি। উইলসনের সময়ের পরে জাতি একটা বড় শিক্ষা লাভ করেছিল।

রাষ্ট্রসংঘ। রাষ্ট্রসংঘ আরম্ভ হয়েছিল জার্মানি, ইতালি এবং জাপানের বিরুদ্ধে একটি সংগঠন হিসাবে এবং পরে তার সদস্যসংখ্যা হয়েছিল ষাটটি দেশ। যুদ্ধের মধ্যেই ১৯৪৩-এর অক্টোবরে যুক্তরাষ্ট্র, ব্রিটেন এবং রাশিয়ার (পরে জাতীয়তাবাদী চীনও তাতে যোগ দিয়েছিল) পররাষ্ট্রমন্ত্রীরা একটি চুক্তিপত্রে সই করেছিল এটিকে

বরাবরের প্রতিষ্ঠান করবার জন্য। কংগ্রেস এ-ব্যাপার সম্পূর্ণ অনুমোদন করেছিল এবং যে রিপাব্লিকান দলের সেনেট সদস্য মিশিগানের আর্থার এইচ. ভ্যান্ডেনবার্গ আগে দূরে থাকার কথা বলতেন, তিনিই এব্যাপারে নেতৃত্ব নিলেন। ১৯৪৪-এ গ্রীষ্মের শেষে কয়েকজন বিশেষজ্ঞ ওয়াশিংটনে ডাম্বার্টন ওক্‌স-এ মিলিত হলেন এবং প্রস্তাবিত রাষ্ট্রসংঘ সনদের খসড়া তৈরি করলেন। বেশির ভাগ ক্ষেত্রে এটি হয়েছিল জাতিসংঘের একটি সরল ও শক্তিশালী রূপান্তর। পৃথিবীতে শান্তিরক্ষার দায়িত্ব বহন করবার জন্য একটি নিরাপত্তা পরিষদ থাকবে; অভিযোগ ও আলোচনার জন্য থাকবে একটি সাধারণ পরিষদ; উপযুক্ত প্রশ্নের বিচার করবার জন্য থাকবে একটি বিশ্ব আদালত, সাধারণ সম্পাদক ও তাঁর সহকারীরা থাকবেন নানা ভাবে কাজ করবার জন্য। নিরাপত্তা পরিষদের থাকবে পাঁচটি চিরস্থায়ী সদস্য—আমেরিকা, ব্রিটেন, রাশিয়া, ফ্রান্স, এবং চীন—আর ছজন সদস্যকে প্রতি দুবছরের জন্য সাধারণ পরিষদ নির্বাচন করবে। নিরাপত্তা পরিষদের যেকোন স্থায়ী সদস্য এর ব্যবস্থাকে ভেটো প্রয়োগে আটকাতে পারবে।

ট্রুম্যান শাসনের প্রথম ঘটনা ১৯৪৫-এর ২৫শে এপ্রিল ডাম্বার্টন ওক্‌স-এর আলোচনার জন্য সানফ্রানসিসকোতে রাষ্ট্রসংঘের আন্তর্জাতিক সংগঠনের জন্য সম্মেলন। যে আটচল্লিশটি জাতি উপস্থিত ছিল তারা তিনভাগে ভাগ হয়ে গেল; রাশিয়া, বড়বড় পাশ্চাত্য রাষ্ট্রগুলি এবং অস্ট্রেলিয়ার নেতৃত্বে কতকগুলি ছোটছোট পাশ্চাত্য জাতি। রাশিয়া সাধারণতঃ তার ভেটো প্রয়োগ ক'রে রাষ্ট্রসংঘকে আক্রমণকারীর প্রতিরোধ থেকে আটকে রেখেছিল, তার উদ্দেশ্য ছিল পৃথিবীকে বিভ্রান্ত ও বিভক্ত করা। রাশিয়ার পররাষ্ট্রসচিব মলোটভ ব্যর্থ চেষ্টা করেছিলেন আর্জেন্টিনার সদস্যপদ না পাওয়ার জন্য। প্রধান পাশ্চাত্য শক্তিগুলি, ব্রিটেনের পররাষ্ট্র-মন্ত্রী এ্যান্টনি ইডেন এবং আমেরিকার প্রধান প্রতিনিধি ই. আর. স্টেটিনিয়াস, হ্যারল্ড স্ট্যাসেন এবং ভ্যান্ডেনবার্গ আপ্রাণ চেষ্টা করেছিলেন রাষ্ট্রসংঘকে শান্তিরক্ষায় শক্তিশালী প্রতিষ্ঠান হিসাবে গ'ড়ে তুলতে। অস্ট্রেলিয়ার পররাষ্ট্রমন্ত্রী হার্বার্ট ইভট ছিলেন ছোটছোট দেশের নেতা; এরা অন্য সকলের চেয়ে বেশী চাইছিল রাষ্ট্রসংঘকে শক্তিশালী করতে। সম্মেলন শেষ পর্যন্ত ঠিক করল যে স্থায়ী সদস্যেরা জাতিদের মধ্যে মূল বিষয়ে ভেটো প্রয়োগ করতে পারলেও, সেই বিষয়গুলি গ্রহণ করবার উপায় সম্পর্কে আলোচনা বন্ধ করতে পারবে না। এই সিদ্ধান্তের জন্য রাষ্ট্রসংঘ পৃথিবীর সকলের মতামত প্রকাশের একটি স্থান হয়ে উঠল।

রাষ্ট্রসংঘ সম্পর্কে সিনেটের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছিল তৎপরতার সঙ্গে। সনদটি গৃহীত হয়েছিল ৮৯ বনাম ২ ভোটে। এতে এবিষয়ে জনমতের আভাষ পাওয়া গিয়েছিল এবং যখন রাষ্ট্রসংঘ নিউ ইয়র্কে ইস্ট নদীর ধারে তার স্থায়ী

আস্তানা তৈরি করল, এটি সম্পর্কে আমেরিকার আগ্রহ ও সহযোগিতা বেড়ে গেল। অনেকে পরে অভিযোগ করেছে যে আমেরিকানরা এটিকে পৃথিবীর চেয়ে নিজেদের প্রতিষ্ঠান হিসাবে ভেবেছে। দূরে থাকার মনোভাব তখনো মরে যায়নি, কিন্তু সর্বত্রই সেটি আত্মরক্ষা করছিল। দেশ শেষ পর্যন্ত বুঝতে পারল যে কোন স্থানে যুদ্ধ হলেই সর্বত্র সকলে বিপন্ন হবে এবং শান্তি আসলে অবিভাজ্য।

ন্যায় ব্যবস্থা। ১৯৪৫-এ ঘরের দিকে দৃষ্টি দিয়ে ট্রুম্যান দেশকে উন্নতির পথে এগিয়ে নিয়ে যেতে দৃঢ়সংকল্প হলেন। বহু ঋণ নিয়ে দেশ যুদ্ধ থেকে বেরিয়ে এসেছিল, কিন্তু সেই সঙ্গে তার উৎপাদন-ক্ষমতারও প্রচুর উন্নতি হয়েছিল। বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার এবং ইঞ্জিনিয়ারদের প্রগতির সাহায্যে প্রচুর উৎপাদনের কৌশল প্রতিবছর নবনব বিস্ময় সৃষ্টি করছিল। ১৯৪৪-৪৫-এ যখন খুব যুদ্ধ চলছে, কৃষি, শিল্প এবং পরিবহণে সমস্ত রেকর্ড ভঙ্গ হয়েছিল। ১৯২৯-সে যা ছিল উৎপাদন তার চেয়ে আড়াই গুণ বেশী হয়েছে। পৃথিবীর সকলে যখন তার সমস্ত উৎপাদিত বস্তু চাইছিল তখন যুদ্ধের পর বেকারত্বের আশংকা ছিল ভিত্তিহীন। কিন্তু যখন উৎপাদন বেড়ে চলেছিল (মন্দার সময়ের চল্লিশ বিলিয়ন ডলারের তুলনায় ১৯৫০-এ জাতীয় আয় ছিল ২৭৫ বিলিয়ন ডলার) তা কি সমান ভাবে বণ্টন করা হয়েছিল? সামাজিক সুবিচার কি করা হয়েছিল?

রুজভেল্টের শিষ্য হিসাবে ট্রুম্যান ন্যায় ব্যবস্থাকে চালিয়ে নিয়ে যেতে চেয়েছিলেন। যারা লোক ছাড়িয়ে নিজেদের সুরক্ষিত করতে চেয়েছিল ১৯৪৫-এর সেপ্টেম্বরে তিনি তাদের উপযুক্ত উত্তর দিয়েছিলেন। কংগ্রেসে বক্তৃতা দিয়ে ন্যায় ব্যবস্থার কর্মসূচির প্রস্তাব করলেন। পূর্ণ লোক নিয়োগ, সর্বনিম্ন বেতনের হার বাড়ান সামাজিক নিরাপত্তা ব্যবস্থার বিস্তৃতি, বস্তি-উন্নয়নের ও ভাল বাসস্থানের জন্য যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা, কৃষিদ্রব্যের মূল্যে বৃদ্ধি, মিজুরি কলাম্বিয়া প্রভৃতি নদীতে টি. ভি.-এর অনুরূপ ব্যবস্থা করা প্রভৃতি ব্যাপারে প্রয়োজন হলে তিনি সরকারী হস্তক্ষেপেরও সুপারিশ করলেন। এর ভিতর দিয়ে তিনি কৃষক ও শ্রমিকদের মধ্যে সহযোগিতা এনে দেশকে কর্মক্ষম সামাজিক ও অর্থনৈতিক গণতন্ত্র দিতে চেয়েছিলেন। কিন্তু তিনি বাধার সম্মুখীন হলেন। যখন কৃষিপণ্যের দাম কমতে এবং শ্রমিকদের বেতন বাড়তে লাগল, কৃষক ও শ্রমিকদের সহযোগিতা নষ্ট হয়ে গেল। রক্ষণশীল ব্যবসায়ীরা কম সরকারী নিয়ন্ত্রণ ও কর পছন্দ করছিল। ট্রুম্যান যে পোল ট্যাক্স এবং লিঞ্চিং-এর বিরুদ্ধে এবং নিগ্রোদের কাজ দেবার জন্য ফেয়ার এমপ্লয়মেন্ট প্র্যাকটিসেস কমিটি চালিয়ে নিয়ে যাবার জন্য কংগ্রেসকে অনুরোধ করেছিলেন, তাতে দক্ষিণের বহু শ্বেতাঙ্গ শঙ্কিত হয়েছিলেন। কংগ্রেসে ট্রুম্যান শীঘ্রই

পাব্লিকান দলের রক্ষণশীলদের এবং দক্ষিণের ডেমক্র্যাটদলের বোর্বোঁদের এক াইপ্রাচীরের সম্মুখীন হলেন।

ন্যায় ব্যবস্থা কর্মসূচিতে অবিলম্বে যা লাভ পাওয়া গেল তা ছিল এই যে ায় ব্যবস্থায় যা পাওয়া গিয়েছিল তা সুরক্ষিত হয়েছিল। এটি প্রগতিবাদীদের ৎসাহ দিয়েছিল এবং জানিয়ে দিয়েছিল যে পিছন দিক ফিরলেই সরকার তাতে ধা দেবে। কালে ট্রুম্যানের বেশির ভাগ প্রস্তাবই আইনের পুস্তকে স্থান পেয়ে- ল। কিন্তু তা ঘটনার আগে দশ বছরের সংগ্রাম, বহু বাধা বিপত্তি, অন্যান্য বহু ক্তির নেতৃত্বের কথাও লিখে রাখতে হবে। আসল কথা হচ্ছে এই যে গৃহযুদ্ধ বা থম বিশ্বযুদ্ধের পর দেশ এত বেশী প্রতিক্রিয়ার সম্মুখীন হয়নি।

শান্তিস্থাপনের প্রচেষ্টা। জনসাধারণের চেয়ে আগে বড় বড় সরকারী কর্ম- রীরা বুঝতে পারলেন যে জগতে শান্তি স্থাপন কঠিন এবং হয়ত অসম্ভব কাজ বে। মৃত্যুর পূর্বে প্রেসিডেণ্ট রুজভেল্ট স্ট্যালিন শাসনের আক্রমণাত্মক ভাবভঙ্গি ঝতে পেরেছিলেন। রাশিয়ায় রাষ্ট্রদূত এ্যাভারেল হ্যারিম্যান ও অন্যান্য সকলে ম্যানকে সাবধান ক'রে দিলেন। ১৯৪৫-এর ১৭ই জুলাই ২রা আগস্ট প্রেসি- ণ্ট পোসডামে ত্রিশক্তি সম্মেলনে যোগ দিলেন সর্বদিকে লক্ষ্য রাখবার মনোভাব য়ে। গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যে মতবিরোধ হ'ল এবং শান্তিস্থাপনের য়িত্ব পররাষ্ট্রমন্ত্রী পরিষদের উপর চাপিয়ে দিয়ে সম্মেলন বন্ধ হ'ল। এই পরি- দের সদস্য ছিল যুক্তরাষ্ট্র, ব্রিটেন, ফ্রান্স, রাশিয়া এবং চীন। দক্ষিণপশ্চিম র্মানিতে চল্লিশ হাজার বর্গমাইল অধিকার ক'রে আমেরিকান সৈন্যেরা ব'সে ছিল, টিশরা অধিকার করেছিল বিয়াল্লিশ হাজার সাতশ' বর্গমাইল, ফরাসীরা ষোল জার সাতশ' এবং রাশিয়ানরা পূর্ব জার্মানিতে ছেচল্লিশ হাজার ছশ' বর্গমাইল। শিয়ান এলাকায় বার্লিন শহরটিকে চারশক্তিই অধিকার ক'রে ছিল। অস্ট্রিয়াকেও ভাগ করা হয়েছিল। মিত্রশক্তির সর্বাধিনায়ক হিসাবে ম্যাক আর্থারের কঠোর সনের অধীনে জাপানকে রাখা হয়েছিল। কোরিয়াকে স্বাধীনতার আশ্বাস দিয়ে ভক্ত করা হয়েছিল, উত্তরভাগ রাশিয়া এবং দক্ষিণভাগ আমেরিকা অধিকার ক'রে ছিল।

শীঘ্রই একথা বোঝা গিয়েছিল যে রাশিয়া তার চার পাশে বিস্তৃত তাঁবেদার ষ্ট্রদের এলাকা সৃষ্টি করবার চেষ্টা করছিল—দার্দানেলিস ও ভূমধ্যসাগরের দিকে ত বাড়িয়ে, রুর এবং তার বিরাট শিল্পোৎপাদনের উপর থাবা বসিয়ে এবং ফ্রান্স, লি প্রভৃতি দুর্বল দেশগুলিকে কমিউনিস্ট দলের সাহায্যে নিয়ন্ত্রণ না করতে লে অকেজো ক'রে দেবার চেষ্টা ক'রে। ব্রিটেনের পররাষ্ট্রমন্ত্রী আর্নেস্ট ভনের মতো, মন্ত্রী বায়ার্নস চেষ্টা করতে লাগলেন সোভিয়েট দেশ সম্পর্কে

একটা কার্যক্রম ঠিক করবার। তিনি অবশ্য খুব উদার ব্যক্তি ছিলেন। রুশদের অভিধানে আপস শব্দ ছিল না; মস্কো যা পেল তাই গ্রহণ করতে লাগল, প্রতিদানে কিছুই দিল না। যে পোল্যাণ্ডকে পাশ্চাত্য শক্তিগুলি সত্যই একটি স্বাধীন গণতন্ত্র গড়ে তুলতে চেয়েছিল সেখানে সোভিয়েটের ভাবভঙ্গি ছিল যথেচ্ছ। আগেকার পোল্যাণ্ডের আটাত্তর হাজার বর্গ মাইল অধিকার ক'রে থেকে সন্তুষ্ট না হয়ে রাশিয়া সামরিক অধিকারের জোর খাটিয়ে, লণ্ডনে নির্বাসিত পোল সরকারকে বাতিল ক'রে, সোভিয়েট ধরনের সংবিধান তৈরি করিয়ে বোলেস্লাভ বিরুটের অধীনে একটি তাঁবেদার কমিউনিস্ট শাসন আরম্ভ করিয়ে দিল। যখন পাশ্চাত্য শক্তিগুলি প্রচুরভাবে অস্ত্রবর্জন করছিল, রাশিয়া তার সমরশক্তি বাড়িয়েছিল এবং ১৯৪৬-এ জেনারল নিকোলাই বুলগানিনের অধীনে তার সৈন্যদলকে সংগঠিত করেছিল।

রাশিয়ার ভাবভঙ্গির প্রতিবাদে যুক্তরাষ্ট্রের মনোভাবও কঠিন হয়ে উঠল। ১৯৪৫-এর শীতে লণ্ডনে, ডিসেম্বরে মস্কোতে এবং ১৯৪৬-এর মে থেকে অক্টোবর কয়েকটি সম্মেলনে আমেরিকার প্রতিনিধিরা অনমনীয় ভাব দেখাল। হাঙ্গারী, বুলগেরিয়া এবং রুমানিয়া সম্পর্কে সন্ধিচুক্তি হয়েছিল এবং আমেরিকান ও ব্রিটিশ প্রতিবাদ সত্ত্বেও রাশিয়া তার সুযোগ নিয়ে এই দেশগুলিকে নিজের নিয়ন্ত্রণের মধ্যে নিয়ে এল। ফিনল্যাণ্ডকে স্বাধীন করা হ'ল, কিন্তু তার সঙ্গে রাশিয়া এক দশবছরের পারস্পরিক সাহায্য চুক্তি করল। যে ১৯৪৬-এ সাধারণতন্ত্র হয়েছিল এবং সমস্ত উপনিবেশ হারিয়ে শান্তিচুক্তি গ্রহণ করেছিল, সেই ইটালিই একমাত্র পশ্চিমী গোষ্ঠীর দলে রইল। রাষ্ট্রসংঘের নিরাপত্তা পরিষদের অধীনে স্বাধীন ত্রিয়েস্তে আমেরিকান ও ব্রিটিশ সৈন্যেরা রইল। ব্রিটিশ এলাকায় রুর থেকে ইঙ্গ-আমেরিকানরা রাশিয়াকে দূরে রাখল। রাশিয়া অস্ট্রিয়াকে স্বাধীনতা দেবার কোন চুক্তি করতে রাজী হ'ল না, কারণ অধিকৃত অঞ্চল থেকে সম্পদ আহরণ করবার জন্য এবং পূর্ব ইউরোপ এবং বালকানে সরবরাহ পথে সৈন্য রাখবার জন্য এই দেশটিকে রাশিয়া ব্যবহার করতে চেয়েছিল।

কেবল উচ্চস্থানীয় নাৎসি নেতাদের শাস্তিদানের ব্যাপারে পাশ্চাত্য শক্তিগুলি ও রাশিয়া একমত হয়েছিল, তাদের বিরুদ্ধে দোষারোপের তালিকা প্রস্তুত ক'রে ১৯৪৫-এর নভেম্বর মাসে ন্যুরেমবুর্গ-এ ২২জন নেতাকে বিচারের জন্য আনা হয়েছিল। দুইপক্ষের বিতর্কে মামলাটি ১৯৪৬-এর ৩০শে সেপ্টেম্বর পর্যন্ত চলেছিল, ১লা অক্টোবর ১১জনের ফাঁসির হুকুম দেওয়া হ'ল। কারাকক্ষে বিষ খেয়ে গোয়েরিং আত্মহত্যা করলেন, পররাষ্ট্রমন্ত্রী জোয়াকিম ফন রিবেনট্রপ সমেত বাকি দশজন ফাঁসিকাঠে প্রাণ দিলেন। এই অভূতপূর্ব আন্তর্জাতিক ব্যবস্থা গ্রহণ নিয়ে যুক্তরাষ্ট্রে মতবিরোধ চলেছিল। নাৎসিরা নিশ্চয়ই জঘন্য অপরাধ করেছিল, কিন্তু

র্মান আদালতে তাদের বিচার হ'তে পারত। তাছাড়া জার্মানদের মতো রাশিয়ান-ও অপরাধী ছিল, এবং ১৯৩৯-এ রিবেনট্রপ-মলোটভ চুক্তির পর এই দুটি দেশ তীয় মহাযুদ্ধ আরম্ভ ক'রে দুজনে মিলে দম্ভের সঙ্গে পোল্যান্ড ধ্বংস করেছিল। সাত হাজার পোলিশ সৈন্যাধ্যক্ষের হত্যার দায়িত্ব রাশিয়ানরা হিটলারের উপর পিয়েছিল, তা খুব সম্ভব স্ট্যালিনের আদেশেই হয়েছিল।

আমেরিকার দৃঢ়তা। প্রথমে ধীরে ধীরে এবং পরে দ্রুতভাবে রাশিয়ার বিরুদ্ধে মেরিকার মন পরিবর্তিত হয়ে গেল। কিছুদিন দেশ ট্রুম্যানের পিছনে ঠিক ত পারল না। স্ট্যালিনের দুমুখো ব্যবহারে উত্যক্ত হয়ে ট্রুম্যান ১৯৪৫-এ লেন, "সোভিয়েটদের প্রশ্রয় দেবার সময় চলে গেছে।" ১৯৪৬-এর মার্চ রাশিয়ানদের আক্রমণাত্মক ভাবভঙ্গির নিন্দা ক'রে তা প্রতিরোধ করবার জন্য চাত্য দেশগুলিকে আহ্বান ক'রে বক্তৃতা দেবার জন্য চার্চিল মিজুরের ফুল্টনে ন। আমেরিকার অনেকেই এতে দুঃখিত হয়েছিল কিন্তু সেই সভায় ট্রুম্যান অন্যান্য নেতারা চার্চিলকে প্রশংসা করলেন। ৩০শে এপ্রিল স্ট্যালিন চার্চিলের ার প্রতিবাদ ক'রে বললেন যে "আন্তর্জাতিক প্রতিক্রিয়া" আর একটি যুদ্ধের থা করছে। কিন্তু তার আসল রূপ বেরিয়ে পড়ল যখন দার্দানেলিসের উপর ন্ত্রণক্ষমতা চেয়ে ১২ই আগস্ট তিনি তুর্কির কাছে এক চিঠি পাঠালেন। রীতে চতুঃশক্তি পররাষ্ট্রমন্ত্রী সম্মেলনে বায়ার্ন্স রাশিয়ানদের সঙ্গে তর্কবিতর্ক ালেন এবং পরে ১৫ই আগস্ট আমেরিকানদের বিরুদ্ধে মিথ্যা অপপ্রচারের জন্য শ্যে তাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ করলেন।

এই পরিবর্তনশীল অবস্থা সহসা একটি নাটকীয় ঘটনায় আলোকিত হয়ে । যখন বায়ার্ন্স মলোটভের সঙ্গে তর্ক চালাচ্ছিলেন এবং আমাদের সরকার ট বেসামরিক আমেরিকান বিমান গুলি ক'রে নষ্ট করার জন্য কমিউনিস্ট চালিত যুগোস্লাভিয়ার সঙ্গে কথাবার্তা বলছিল, "রাশিয়ানদের সঙ্গে কঠোরতর র কর" নীতির বিরুদ্ধে এক বক্তৃতা মন্ত্রী ওয়ালেস ১২ই সেপ্টেম্বর ম্যাডিসন য়ার গার্ডেনে দিলেন। ভাল ক'রে না পড়েই ট্রুম্যান তাঁর লিখিত বক্তৃতাটি মোদন করেছিলেন। এই ব্যাপারটিকে পিছনে ছুরি মারার সামিল ধ'রে নিয়ে বায়ার্ন্স ক্রুদ্ধ হয়ে নোটিশ দিলেন যে যদি ওয়ালেস পদত্যাগ না করেন, তিনি রন। ট্রুম্যান বিদেশ সম্পর্কে নীতি ব্যাপারে মূলতঃ মতভেদের অজুহাতে লেসকে সরিয়ে দিলেন; কিন্তু বায়ার্ন্স ও প্রেসিডেন্টের মধ্যে একটা মন-কষা-ভাব রয়ে গেল। তাদের কথাবার্তা অন্তত উচিতমতো খোলাখুলি হ'ত না ১৯৪৭-এর গোড়ার দিকে স্বাস্থ্যের অজুহাতে বায়ার্ন্স পদত্যাগ ক'রে

তৎকালীন শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিদের অন্যতম জেনারল জর্জ মার্শালকে পথ ছেড়ে দিলেন।

যেহেতু পারী সম্মেলন জার্মানি ও অস্ট্রিয়া সম্পর্কে কোন সিদ্ধান্তে আস
পারল না, রাশিয়া বিরাট শক্তি নিয়ে পূর্ব ইউরোপকে দমন ও পশ্চিম ইউরোপ
ভয় প্রদর্শন করতে লাগল। সেই শীতে ফ্রান্স নতুন সংবিধান গ্রহণ করল এ
নভেম্বরে যখন কমিউনিস্টরা নতুন ন্যাশনাল এ্যাসেমব্লিতে বৃহত্তম সংখ্যাগরিষ্ঠ
হিসাবে ঢুকল, তখন স্বাধীন জাতিদের মধ্যে একটা আতঙ্কের শিহরণ বয়ে গে
কিন্তু তখন অস্বস্তি জার্মানিকে নিয়ে। রাশিয়ানদের উদ্দেশ্য ছিল জার্মানির ক
থেকে সমরঋণ হিসাবে প্রচুর পরিমাণ উৎপন্ন শিল্প আদায় করা, জার্মানির পু
র্বাসন বিলম্বিত করা এবং নিয়মিত ভাবে দারিদ্র্য, বিশৃঙ্খলা এবং হতাশা সৃ
ক'রে সেখানকার লোকেদের কমিউনিস্টদের দিকে টেনে আনা। অপরপক্ষে ইঙ্গ
আমেরিকানদের উদ্দেশ্য ছিল অবিলম্বে জার্মানির শিল্পকেন্দ্রিক স্বাস্থ্য পুনরুদ্ধ
করা, সমৃদ্ধি পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করা এবং লোকেদের রাজনৈতিক গণতন্ত্রে শিক্ষা দি
তাদের সেই পথে রাখা। পশ্চিম জার্মানির লোকসংখ্যা ছিল সাড়ে চার কোটি, পূ
জার্মানির এককোটি সত্তর লক্ষ। ক্রমাগত আশ্রয়প্রার্থী এসে পশ্চিম জার্মানি
জনসংখ্যা বাড়ছিল। স্বাভাবিকভাবে পূর্ব জার্মানির কর্তব্য ছিল সর্বত্র খাদ্য
পাঠান, কিন্তু রাশিয়া তা আটক করছিল। পাশ্চাত্য জাতিগুলিকে তাই নিজে
এলাকার জন্য খ্যাদ্যবস্তু বাইরে থেকে আনতে হচ্ছিল, আমেরিকা ও ব্রিটেনকে বে
ভাগ ভার বহন করতে হচ্ছিল। ফলে পশ্চিমী রাষ্ট্ররা যখন নিজেদের এলা
গুলিতে টাকা ও রসদ নিয়ে আসছিল, রাশিয়া তার এক-তৃতীয়াংশ অঞ্চল থে
সেগুলি নিয়ে যাচ্ছিল।

এ-ব্যবস্থা অসহ্য হয়েছিল। বার্লিনে মিত্রপক্ষীয় নিয়ন্ত্রণ সমিতিতে সব
ইঙ্গ-আমেরিকান ও রাশিয়ান প্রতিনিধিদের মধ্যে বিতর্ক চলতে লাগল। য
রাষ্ট্রের জন্য জেনারল লুসিয়ান ডি. ক্লে রাষ্ট্রনীতিজ্ঞের মতো শাসন চালাচ্ছিল
তিনি জার্মানদের এবং ব্রিটিশদের শ্রদ্ধা অর্জন করেছিলেন। ১৯৪৬-এর
ডিসেম্বর আমেরিকা ব্রিটেনের সঙ্গে এক চুক্তি করল তাদের এলাকাগুলি অ
নৈতিক সংযুক্তি করবার এবং আশি হাজার বর্গমাইলের এলাকা "বাই জোনি
আরো বেশী যাতায়াতের সুবিধা হ'ল। রাশিয়ানরা এতে বিচলিত হ'ল।
আমেরিকানরা যে ক্রমশঃ জার্মান শিল্পের উপর থেকে তাদের নিয়ন্ত্রণ সরিয়ে নি
কমিউনিস্ট এলাকাগুলিতে জিনিস পাঠান বারণ করছিল এবং জার্মানদের পু
র্বাসন ত্বরান্বিত করছিল, তাতেও তারা বিচলিত হয়েছিল। হিটলারের উত্থা
পর ১৯৪৬-এ ইঙ্গ-আমেরিকানদের তত্ত্বাবধানে প্রথম স্বাধীনভাবে মিউনিসি
নির্বাচন হ'ল।

১৯৪৭-এ জার্মানি নিয়ে মতবিরোধ প্রকাশ্যভাবে রূপ নিল। অস্ট্রিয়া ও জার্মানির সন্ধিচুক্তি নিয়ে বিবেচনা করবার জন্য পররাষ্ট্র মন্ত্রীদের কাউন্সিল মস্কোতে এক সম্মেলন আরম্ভ করল। বহু বিতর্কের পর কোন গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারে একমত না হয়েই সেটি ছ'সপ্তাহের জন্য স্থগিত হ'ল। মার্শাল, বেভিন ও বিদো তাঁদের মতে অটল হয়ে রইলেন, মলোটভও নিজের মতে তাই। যখন মার্শাল আমেরিকানদের জানালেন যে স্ট্যালিন তাঁকে বলেছেন সমস্ত মতবিরোধ সম্মেলন ক'রে দূর করা যায় দেশের এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্তে একটি উচ্চ-হাসি ছড়িয়ে গেল, লোকেরা স্ট্যালিনকে বুঝে নিয়েছিল। জার্মানির প্রশ্ন তখনকার মতো ঠেলে রাখা হ'ল এবং সকলের দৃষ্টি গ্রীস ও তুর্কির উপর নিবদ্ধ হ'ল।

আত্মরক্ষার ব্যবস্থা। স্নায়ু-যুদ্ধ দেখে বোঝা গিয়েছিল আমেরিকার অস্ত্র বাড়াতে হবে। এ উপলব্ধির আগেই আত্মরক্ষামূলক ব্যবস্থা নিয়ে আমেরিকানরা চিন্তিত হয়ে উঠেছিল। যুদ্ধে সৈন্য এবং সেনাধ্যক্ষদের যুক্ত করার উপকারিতা প্রমাণিত হয়েছিল। ট্রুম্যানের শাসনব্যবস্থা এই উদ্দেশ্যের সপক্ষে ছিল এবং শেষ পর্যন্ত তাতে মত দিয়েছিল।

১৯৪৭-এর ২৬শে জুলাই একটি আইনে সই করলেন যাতে একটি প্রতিরক্ষা বিভাগের হাতে স্থল, নৌ এবং বিমান বাহিনীকে দিয়ে দেওয়া হল এবং জেমস ফরেস্টালকে তিনি সেই বিভাগের প্রধান ক'রে দিলেন। সংযুক্তির ব্যাপার ভালভাবে পরিকল্পিত হয়েছিল। প্রত্যেকটি বিভাগের একজন অধস্তন সচিব ছিলেন, যিনি অবশ্য মন্ত্রীসভার সদস্য ছিলেন না। একটি জাতীয় নিরাপত্তা পরিষদ স্থাপিত হয়েছিল (তাতে ছিলেন প্রেসিডেন্ট, রাষ্ট্র-সচিবরা প্রতিরক্ষাসচিব, সমর বিভাগের তিন অংশের সচিব এবং জাতীয় নিরাপত্তা সম্পদ বোর্ডের সভাপতি) আন্তর্জাতিক অবস্থা পর্যবেক্ষণ এবং নীতি নির্ধারণের জন্য। জাতীয় নিরাপত্তা সম্পদ বোর্ডের শান্তিকালীন কিছু করবার না থাকলেও সেটি যুদ্ধের সময় খুব প্রয়োজনীয় হয়ে উঠবে। তার কাজ হবে সম্পদ, উৎপাদন ও লোকবল বুঝে দেখা এবং তা সংগঠিত করা। পদাতিক ও নৌ-বাহিনী বিভাগের পরিবর্তে গোলাবারুদের তদারকের জন্য, আর একটি সমিতি হ'ল; বৈজ্ঞানিক গবেষণার জন্য একটি উন্নয়ন সংস্থা হ'ল। অন্যান্য দেশের অস্ত্রশস্ত্র এবং সামরিক তৎপরতা সম্পর্কে খবর নেওয়ার জন্য একটি কেন্দ্রীয় অনুসন্ধান সংস্থার উপর ভার পড়ল। এই সি. আই. এ-এর কাজগুলি প্রধানতঃ গোপন থাকত।

দুর্ভাগ্যক্রমে, এই সংযুক্তিকরণের কার্যগুলি করার চেয়ে কাগজে-কলমে তার পরিকল্পনা করা সহজ ছিল। ফরেস্টাল, যিনি বেশির ভাগ সংগ্রাম-পরিচালনা

করেছিলেন, তিনি চেয়েছিলেন একটি ছোট প্রতিরক্ষা-দপ্তর, যেটি তিনটি বিভাগেরই সহযোগিতা পাবে। পরিবর্তে নতুন বিভাগটি হ'ল বিশ্রীভাবে বড় এবং তিনটি বিভাগ ঈর্ষার সংগে ক্ষমতার জন্য প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে লাগল। নতুন যুদ্ধ হ'লে পারমাণবিক অস্ত্র, রণতরী এবং বিমানের ভূমিকা নিয়ে বিশেষজ্ঞদের মধ্যে মতভেদ হ'ল। যখন ১৯৪৬-এর শীতকালে একটি বি-২৯ উত্তর মেরুর উপর দিয়ে হনলুলু থেকে কায়রো-তে ৯৪২৫ মাইল না থেমে উড়ে গেল, তখন অনেকেই স্বীকার ক'রে নিল যে বড় বড় নৌ-বাহিনীর ব্যবহারের যে আর প্রয়োজন নেই, এটি তার প্রমাণ। কিন্তু, নৌ-বিভাগ বলতে লাগল যে ভবিষ্যৎ যুদ্ধে বৃহদাকার ও গতি সম্পন্ন জেট বিমান ব্যবহার করা হবে এবং সেগুলির জন্য বড় বড় এবং ব্যয়সাধ্য বাহক-তরীর প্রয়োজন হবে। কংগ্রেস সদস্যরা ভাবছিল যে পরমাণু বোমা যুদ্ধে এক নব যুগ আরম্ভ করেছে এবং ১৯৫২-এর আগে রাশিয়া ওই বোমা তৈরি করতে পারবে না, তাই তারা অন্য অস্ত্র তৈরি করায় খরচ কমাতে চাইছিল।

নতুন প্রতিরক্ষা দপ্তর সংগঠনে অসুবিধা থাকায় তিনটি বিভাগের ঝগড়া মেটাতে গিয়ে, কংগ্রেসের কাছ থেকে উপযুক্ত অর্থ আদায় করতে এবং রাজনৈতিক আক্রমণের উত্তর দিতে দিতে ফরেস্টাল ভেঙ্গে পড়লেন। অবসর গ্রহণের পূর্বেই তিনি মারা যান। ভেবে দেখলে যুদ্ধোত্তর কালে তাঁর মত অসাধারণ জ্ঞানী এবং আন্তরিক রাজনীতিজ্ঞ খুব কমই দেখতে পাওয়া যেত। তাঁর উত্তরাধিকারী পশ্চিম ভার্জিনিয়ার লুই জনসনের ব্যক্তিত্ব ও উদ্যম ছিল, কিন্তু বুদ্ধি ছিল খুব কম। ট্রুম্যানের অনুমোদন নিয়ে তিনি খরচ কমাবার নীতি মেনে চললেন, তাতে স্নায়ু যুদ্ধ আরও ঘোরালো হ'লে বিপদ এল। তিনি কংগ্রেসের সঙ্গে, রাষ্ট্রদপ্তরের সঙ্গে এবং সৈন্যদলগুলির সঙ্গে ঝগড়া করলেন। ফরেস্টাল-এর আদেশে যে বড় বড় বিমানবাহকগুলি তৈরি হচ্ছিল, সেগুলির তৈরি তিনি বন্ধ ক'রে দিলেন। শীঘ্রই রাজনীতি ক্ষেত্রে অচল ব্যক্তি ব'লে তাঁকে ত্যাগ করা হ'ল। দেশের উপযুক্ত সামরিক নীতির প্রশ্নের সমাধান হ'ল না; কাজেই, যখন বিপদ খুব আসন্ন মনে হ'ল তখন সরকার তিনটি সৈন্য বিভাগের শক্তিবৃদ্ধিতে এত বেশী খরচ করতে লাগলেন, যা সমুচিত ব'লে মনে হ'ল না।

পারমাণবিক অস্ত্র এবং শক্তির সমস্যা জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক লক্ষ্যবস্তু হ'য়ে রইল। রাষ্ট্রসংঘ এবং কংগ্রেস এটি সম্বন্ধে ব্যবস্থা অবলম্বন করছিল। রাষ্ট্রসংঘের নিরাপত্তা পরিষদ দশজন সদস্য নিয়ে একটি পরমাণু কমিশন তৈরি করলেন, যাতে যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিনিধি ছিলেন ওয়ারেন অস্টিন, গ্রেট ব্রিটেনের আলেকজাণ্ডার ক্যাডোগান এবং রাশিয়ার আন্দ্রেই গ্রোমিকো। ১৯৪৬-এ বার্নার্ড বারুচ এঁদের কাছে পরমাণু অস্ত্রের বিশ্ব নিয়ন্ত্রণের একটি পরিকল্পনা পেশ করলেন।

যেহেতু, একমাত্র যুক্তরাষ্ট্রেরই বোমাগুলি ছিল, তাঁর প্রস্তাবে উদার মনোভাব দেখান হয়েছিল। তিনি একটি আন্তর্জাতিক পারমাণবিক সংস্থা তৈরি করতে চেয়েছিলেন, যেটির এই অস্ত্রের ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ ক্ষমতা থাকবে; যেটি আক্রমণাত্মক উদ্দেশ্যে পরমাণু শক্তি উৎপাদনের কেন্দ্রগুলির মালিক হবে ও সেগুলির পরিচালনা করবে, সমস্ত পারমাণবিক প্রচেষ্টার পরিদর্শন করবে, লাইসেন্স দেবার ব্যবস্থা করবে, পরমাণু সম্পর্কে গবেষণা নিয়ন্ত্রণ করবে এবং পরমাণু শক্তির প্রয়োজনীয় এবং কার্যকরী ব্যবহারে উৎসাহ দেবে। গ্রোমিকো ছাড়া রাষ্ট্রসংঘ কমিশন এই পরিকল্পনা গ্রহণ করলেন।

একমাস পরে, ১৯৪৬-এর জুলাই মাসে, ম্যাকমোহন পরমাণুশক্তি আইন পাস হ'ল; তাতে পাঁচ জন লোককে নিয়ে একটি পরমাণুশক্তি কমিশন তৈরি হ'ল। সেটি ছিল একটি স্বাধীন সংস্থা, যেটি এক বছরে পাঁচ হাজার লোক সংগ্রহ করল। এটির কাজ হ'ল পরমাণু অস্ত্রের প্রস্তুতি পরিদর্শন করা এবং সাবমেরিন-এর ইঞ্জিন, শক্তির কারখানা, ওষুধ তৈরি এবং কৃষিকার্যে এই শক্তি ব্যবহার করা। সেই গ্রীষ্মেই যুক্তরাষ্ট্র তার চতুর্থ পরমাণু বোমা প্রশান্ত মহাসাগরে বিকিনি দ্বীপে এবং পঞ্চম বোমা জলের তলায় ফাটাল; দু'টি শক্তিরই সাংঘাতিক ধ্বংসক্ষমতা দেখা গেল।

কিন্তু, একটু এদিক ওদিক ক'রে নিয়েও বারুচ পরিকল্পনা গ্রহণ করতে রাশিয়া অস্বীকার করল। তার একটি কারণ, সোভিয়েট কর্তৃপক্ষ নিজেদের নিরাপদ মনে করছিল। তারা জানত যে যুক্তরাষ্ট্র কখনও যুদ্ধে পারমাণবিক বোমা ব্যবহার করবে না এবং তাদের নিজেদের পরমাণু অস্ত্রও তৈরি হ'য়ে আসছিল। তাছাড়া, বারুচ-এর দু'টি প্রস্তাব রাশিয়া কিছুতেই মানতে পারে না। সোভিয়েট রাষ্ট্রে সমস্ত কারখানাগুলির পরিদর্শন অবারিত হ'লে চার্চিল যাকে "লোহার পর্দা" বলেছেন সেটি ছিঁড়ে গিয়ে রাশিয়া যেসব রহস্য ও অন্যায় কাজগুলি গোপন রাখতে চায় তা প্রকাশ হয়ে পড়বে। রাশিয়ার স্বাধীনতার বিরোধী মনোভাবের সঙ্গে এ প্রস্তাবের কখনও মিল হ'তে পারে না। রাষ্ট্রসংঘের নিরাপত্তা পরিষদের কোনও সদস্য পরমাণু শক্তি উন্নয়ন সংস্থার কাজ ভেটো প্রয়োগে আটকাতে পারবে না, এ প্রস্তাবও তার কাছে গ্রহণযোগ্য ছিল না। এতে যে আক্রমণ বন্ধ হ'য়ে যায়; যখন রাশিয়া পরমাণুশক্তি নিয়ন্ত্রণের জন্য নিজের পরিকল্পনা পেশ করল তখন মাঝে মাঝে এবং আংশিক পরিদর্শনের ব্যবস্থা রেখে এই সাংঘাতিক অস্ত্র তৈরি বারণ করা হ'ল।

রাশিয়ার বিরুদ্ধে সমশক্তি সঞ্চয়। স্ট্যালিন যে তুর্কির কাছ থেকে দার্দানেলিস

নিয়ন্ত্রণের আংশিক ভার দাবি করেছিল, তার সঙ্গেই করেছিল গ্রীসের স্বাধীনতায় গোপন হস্তক্ষেপ। ১৯৪৪-এ যখন গ্রীস থেকে জার্মানদের তাড়িয়ে দেওয়া হয়েছিল, রাজা ও মন্ত্রীরা ক্ষমতা ফিরে পেয়েছিল। তারপর বিভিন্ন দলের মধ্যে গৃহযুদ্ধ আরম্ভ হয়ে দেশে অরাজকতা আসে। বুলগেরিয়া, আলবেনিয়া ও যুগস্লাভিয়ার কমিউনিস্টরা গ্রীস-এর ভিতরে এসে যুদ্ধে অংশ গ্রহণ ক'রে, আবার নিজেদের দেশে পালিয়ে যেত, এথেন্স সরকারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহীদের সাহায্য করত এবং হাজার হাজার শিশুদের ধ'রে নিয়ে যেত। গ্রীসে শান্তি রক্ষার ভার নিতে গিয়ে ব্রিটিশরা দেখল তাতে অনেক খরচ। ১৯৪৭-এ তারা আমেরিকান সরকারকে জানিয়ে দিল যে তারা তাদের সৈন্য সরিয়ে নিয়ে যাচ্ছে এবং আর খরচ দিতে পারবে না। কমিউনিস্টরা সন্ত্রাসমূলক গোপন ব্যবস্থায় দেশটিকে যে হাত ক'রে নেবে, তার সম্ভাবনা দেখা দিল। যেহেতু, রাশিয়া তুর্কি-র উপর চাপ দিচ্ছিল এবং যে-ইরাণ-এর আজারবাইজান সোভিয়েট-এর সংলগ্ন, তাকে ভয় দেখাচ্ছিল যে গ্রীসের পতনের পরই মধ্য প্রাচ্যে সোভিয়েটরা অগ্রসর হ'তে পারে।

ট্রুম্যান সাহসের সঙ্গে এই বিপদের সম্মুখীন হলেন। কংগ্রেসের যুক্ত বৈঠকে তিনি বললেন যে কমিউনিস্টদের দ্বারা গ্রীস বিপন্ন হয়েছে, ওই অঞ্চলে শান্তি ও স্বাধিকার রাখতে হ'লে, গ্রীস ও তুর্কির নিরাপত্তা অতি প্রয়োজন, এতে আমেরিকার খরচ বিশ্বযুদ্ধের তুলনায় সামান্যই হবে। তিনি তখন তাঁর সেই "ট্রুম্যান মতবাদ" প্রচার করলেন যে, স্বৈরতান্ত্রিক সংখ্যালঘুদের বিরুদ্ধে যে কোনও জাতি নিজেদের শান্তি রক্ষা করবে, তারা আমেরিকার অর্থ সাহায্য ও সামরিক সাহায্য পাবে। তিনি বললেন, "একনায়কতন্ত্রের বীজ অভাব ও দুর্দশার ক্ষেত্রেই বেড়ে ওঠে। সেগুলির সম্পূর্ণ বৃদ্ধি পায় যখন লোকের মধ্যে মহত্তর জীবনের সম্ভাবনা থাকে না। সেই আশাকে আমাদের বাঁচিয়ে রাখতে হবে।" কংগ্রেস মে মাসে একটি আইন প্রণয়ন করল এবং তাতে গ্রীস-কে ত্রিশ কোটি ডলার, তুর্কি-কে দশ কোটি ডলার দেওয়া হ'ল; এবং এ দুটি দেশে সামরিক এবং অর্থনৈতিক উপদেষ্টা পাঠাবার জন্য প্রেসিডেন্টকে ক্ষমতা দেওয়া হ'ল।

এই হস্তক্ষেপ নিঃসন্দেহে গ্রীস-কে রক্ষা করেছিল এবং তুর্কি-কে সাহায্য করেছিল। গ্রীস-এর স্বার্থপর এবং প্রতিক্রিয়াশীল শাসকরা আমেরিকানদের চাপে বহু সংস্কার মেনে নিতে বাধ্য হয়েছিল; তুর্কি সরকার আরও সহজে ও সানন্দে সহযোগিতা করেছিল। তুর্কি নিকট প্রাচ্যে স্বাধীনতার দুর্গ হয়ে রইল। ইতিমধ্যে যুক্তরাষ্ট্র প্যালেসটাইন-এ আর একটি দুর্গ তৈরি করল। ১৯৪৮-এর ১৪ই থেকে ১৫ই মের মধ্যে ব্রিটিশদের স'রে আসার সময় ইস্রাইল সাধারণতন্ত্রের ঘোষণা করা হ'ল। ট্রুম্যান সরকার অবিলম্বে নতুন জাতিকে স্বীকার ক'রে নিল এবং তারপর

ইস্রাইল-এর সঙ্গে আরব রাষ্ট্রগুলির সঙ্গে যে বিরোধ উপস্থিত হ'ল তাতে আমেরিকা ইস্রাইল-কে নৈতিক সমর্থন দেখিয়েছিল। আমেরিকার ইহুদিরা স্বাভাবিকভাবেই অর্থ, অস্ত্র এবং অন্যান্য সামরিক সাহায্য পাঠিয়েছিল। ফলে, যখন শান্তি স্থাপিত হ'ল তখন নিজের রক্ষার জন্য গুরুত্বপূর্ণ যথেষ্ট পরিমাণ অঞ্চল ইস্রাইল পেয়েছে। বল্কান ও নিকট প্রাচ্যে অবস্থা আয়ত্তে আনার আর একটি কারণ ছিল এই যে যুগোস্লাভিয়া সোভিয়েট-এর বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হয়েছিল। যখন সে-দেশের একনায়ক মার্শাল জোসেফ্ ব্রৎস্ (টিটো) স্ট্যালিন-এর সঙ্গে ঝগড়া করলেন, আলবেনিয়া থেকে আফগানিস্থান অবধি কমিউনিস্টদের প্রাধান্য ঘুচে গেল।

কিন্তু, এই ব্যাপারে ট্রুম্যান মতবাদ ও গ্রীক-তুর্কি সাহায্য আইন যথেষ্ট ছিল না; সে জায়গা থেকে গ্রেট ব্রিটেনকে যে সরে যেতে হয়েছিল তাতেই প্রমাণ হচ্ছিল যে ইউরোপের অবস্থা তখনও সঙ্গিন। গ্রেট ব্রিটেন তখনও তার বিরাট সাম্রাজ্যের কেন্দ্রে ব'সে তার বিরাট শিল্প ব্যবসায়ের সম্ভাবনা নিয়ে একটি বিশ্বশক্তি। কিন্তু, যুদ্ধে এবং অন্তর্বিপ্লবে শক্তি ও মর্যাদা হারিয়েছিল ইটালি এবং ফ্রান্স। হল্যান্ড, বেলজিয়াম, নরওয়ে এবং ডেনমার্কের মতো দেশগুলি জনসংখ্যা, মূলধন, যন্ত্রপাতি সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান এবং আত্মবিশ্বাস হারিয়েছিল। ধ্বংসপ্রাপ্ত শহর ও শিল্পগুলির পুনরুদ্ধার তাদের সাধ্যের বাইরে ছিল। তাদের প্রয়োজন ছিল টাকার, আমেরিকার তা ছিল। তাদের দরকার ছিল আশা ও সাহসের। ধ্বংসস্তূপ থেকে জার্মানি ও অস্ট্রিয়াকেও টেনে তুলতে হবে। একটি মাত্র জাতি পাশ্চাত্য সভ্যতাকে দ্রুতভাবে এবং নিশ্চিত রক্ষা করতে পারত—কিন্তু সেটির দূরদৃষ্টি ও উদারতা দেখাবার প্রয়োজন ছিল।

মার্শাল পরিকল্পনা। বিশ্ব পরিত্রাণের জন্য এই প্রয়োজনীয় গুণগুলিকে সৌভাগ্যক্রমে দেখতে পাওয়া গিয়েছিল। যুক্তরাষ্ট্র সেই লেন্ড-লিজ ব্যবস্থার কথা ভুলে যায়নি, যখন মিত্রপক্ষীয় জাতিরা সমবেত চেষ্টায় নিজেদের সম্পদ একত্রিত করেছিল। এক অভিনব নতুন যুদ্ধে এই ধরনের সম্পদের একত্রীকরণ চাই : দারিদ্র্য, প্রাণহীনতা এবং অবসাদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম চাই। এই সংগ্রামে উদ্যোক্তা হওয়া উচিত ছিল রাষ্ট্রসংঘের; কিন্তু পৃথিবীকে শান্তির পথে এগিয়ে নিয়ে যাবার চেষ্টা থেকে ঐ সংস্থার সমস্ত চেষ্টাকে রাশিয়া পঙ্গু করেছিল সব কাজে ভেটো প্রয়োগ ক'রে এবং চিন্তাকে বিভ্রান্ত করতে ক্রমাগত মিথ্যা প্রচার ক'রে।

এই সময় মন্ত্রী মার্শাল তাঁর পরিকল্পনা পেশ করলেন। ১৯৪৭-এর ৫ই জুন হার্বার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে বক্তৃতায় তিনি প্রতিশ্রুতি দিলেন যে ইউরোপের উন্নয়নে যুক্তরাষ্ট্র যথেষ্ট সাহায্য দিয়ে সহযোগিতা করবে। এই ইউরোপীয় পুনর্বাসন কার্য-

সূচিতে টাকা ছাড়াও যন্ত্রপাতি, কাঁচা মাল এবং বিশেষজ্ঞ দেওয়া হবে। ইউরোপের জাতিদের পরস্পরকে সাহায্য করতে হবে ঋণ ও সুযোগ সুবিধার আদান প্রদানে ও আন্তর্জাতিক ব্যবসার উন্নয়নের দ্বারা। স্বাধীন পৃথিবীর সর্বত্র বাণিজ্যশুল্ক কমিয়ে দেওয়া বা তুলে দেওয়া হবে। আশা করা হয়েছিল যে এর থেকেই আরো এমন কার্যসূচি আসবে যাতে বহুদিনের স্বপ্ন ইউরোপীয় যুক্তরাষ্ট্র গঠন সম্ভব হবে। কিন্তু মার্শাল বললেন যে ইউরোপকেই এ বিষয়ে বেশির ভাগ উদ্যম ও চেষ্টা দেখাতে হবে।

ইউরোপ কি সেকথা শুনবে? আমেরিকার পক্ষে খরচ করায় অনিচ্ছুক কংগ্রেস কি মার্শাল পরিকল্পনায় সাহায্য করবে?

প্রথম প্রশ্নটির জবাব অবিলম্বে পাওয়া গেল। পুনর্বাসন সমস্যা আলোচনার জন্য ব্রিটিশ ও ফরাসী পররাষ্ট্র মন্ত্রীরা প্যারীতে রাশিয়া সমেত সমস্ত ইউরোপীয় জাতিদের এক সম্মেলন ডেকেছিলেন, রাশিয়া নিজে ত গেলই না, তার তাঁবেদার-দেরও যেতে বারণ করল। আইসল্যান্ড থেকে তুর্কি পর্যন্ত ষোলটি জাতি যোগ দিল এবং ১৯৪৭-এর ২২শে সেপ্টেম্বর এক যুক্ত পুনর্বাসন পরিকল্পনা গ্রহণ করল যার জন্য আগামী চার বছরে বাইশ বিলিয়ন ডলারের প্রয়োজন। এর কিছু অংশ আসবে পুনর্গঠনের জন্য আন্তর্জাতিক ব্যাঙ্ক থেকে, কিছু অংশ বিভিন্ন জাতির কাছ থেকে, কিন্তু বেশির ভাগ অংশ যুক্তরাষ্ট্র থেকে। এই পরিকল্পনায় ষোলটি জাতি বহুলাংশে "পারস্পরিক সহযোগিতার প্রতিশ্রুতিতে আবদ্ধ হ'ল। চার বছরের আগে এ পরিকল্পনা সফল হওয়া অসম্ভব—কিন্তু সফল যখন হবে, যুদ্ধের আগেকার অর্থনৈতিক অবস্থা থেকে ইউরোপ অনেক দূরে এগিয়ে যাবে।

কংগ্রেস তেমন তৎপর হয়নি। ১৯৪৮-এ সম্মিলিত হ'য়ে তারা দু'মাস বৃথা কাটাল, তারপর চেকোস্লোভাকিয়ায় কমিউনিস্ট ক্ষমতালাভ তাদের তৎপর ক'রে তুলল। ১৯৪৮-এর ৩রা এপ্রিল, ট্রুম্যান একটি অর্থনৈতিক আইনে সই করলেন যাতে প্রথম বছরে প্রায় ছ'শ দশ কোটি ডলার সাহায্য দেওয়া হ'ল, এই ব'লে যে "স্বাধীন পৃথিবী যে প্রতিদ্বন্দ্বিতার সম্মুখীন হয়েছে, তারই জন্য এই সাহায্য।" ট্রুম্যান অবিলম্বে কার্যসূচি আরম্ভের জন্য এক বিলিয়ন ডলারের ব্যবস্থা করলেন এবং রিপাব্লিকান দলের এক মোটর নির্মাতা জন. জি. হফম্যান-কে এই সাহায্য ব্যবস্থার ভার দিলেন।

ইউরোপে অর্থনৈতিক সহযোগিতা ভালো কাজই করতে লাগল এবং পুনর্বাসন নিশ্চিতভাবে এগোতে লাগল। যখন ই. সি. এ ১৯৫১-তে তাদের চার বছরের কাজ শেষ করেছিল, কাজের জন্য যুক্তরাষ্ট্র বার বিলিয়ন ডলার দিয়েছিল এবং পুরাতন মহাদেশটি আবার তার পায়ের উপর দাঁড়িয়েছিল। নতুনভাবে আমেরিকা ও ইউ-

রোপের একটি সম্পর্কের ব্যবস্থা হ'ল, আরও মোটা টাকা এবং বেশী জিনিসপত্রের আমদানি হ'ল। ১৯৫০-এর মাঝামাঝি মার্শাল পরিকল্পনাভুক্ত দেশগুলি তাদের শিল্প উৎপাদনকে ১৯৩৬-৩৮-এর চেয়ে সিকি অংশ বাড়িয়েছিল; ১৯৫১-এর শেষে তার অর্ধেক বাড়িয়েছিল। আসলে পশ্চিম ইউরোপের কারখানা ও ক্ষেত-খামারগুলি তাদের ইতিহাসে সবচেয়ে বেশী উৎপাদন করতে লাগল। যুক্তরাষ্ট্র ও অন্যান্য দেশের উদার সংস্থাগুলির জন্য তাদের পণ্যগুলি সেখানে বিক্রি করার যথেষ্ট সুযোগ পেয়েছিল। দেশগুলি তাদের শিল্প উৎপাদন শতকরা সাত থেকে নয় হারে বাড়াচ্ছিল। কিন্তু, দুর্ভাগ্যক্রমে তাতে একটি বাধা এসেছিল। সমগ্র পশ্চিম অঞ্চলকে অস্ত্রসজ্জা করতে হয়েছিল এবং এর খরচের জন্য উচ্চকর ও মুদ্রা-স্ফীতিতে উন্নয়নে বাধা পেয়েছিল।

যে-সহযোগিতার কার্যসূচিতে এক দিক শুধু দিয়েই যায় এবং অন্য দিক শুধু গ্রহণ করে, সেখানে কিছু মানসিক বিরুদ্ধতা আসা সম্ভব। অনেক আমেরিকান ভাবল যে ইউরোপীয়নরা যথেষ্ট কম কৃতজ্ঞতা দেখাচ্ছে; অনেক ইউরোপীয়ান ভাবল যে আমেরিকানরা অনেক বেশী ধন্যবাদ চায়। অনেক ইউরোপীয়ান উপদেষ্টাদের সংস্কারের পরামর্শ গ্রহণ করল না—অকেজো হ'লেও তারা তাদের সেকেলে ব্যবস্থাই গ্রহণ করল; অনেক আমেরিকান একতার অভাবে হতাশ হ'ল। জার্মানি সম্পর্কে ফ্রান্সের সংশয় অযথা ব'লে মনে হয়েছিল। ইউরোপের কোনও কোনও দেশে শ্রেণী-স্বার্থ সামাজিক ন্যায়বিচার এবং অর্থনৈতিক সম্পদ বাধা দিয়েছিল। মোটকথা, মন কষাকষি ও মেজাজ নষ্ট হওয়া আরম্ভ হয়েছিল। তবে, মোটের উপর সরকারগুলি ধৈর্য দেখিয়েছিল। হফ্‌ম্যান ও তাঁর সহকারীরা বুদ্ধিমান ছিলেন এবং কমিউনিস্ট দলগুলির দ্বারা কোনও মৃদু প্ররোচনামূলক হাঙ্গামা কোনও সত্যিকারের হাঙ্গামা হয়নি। পশ্চিম ইউরোপ উপর উপর আমেরিকান ধরনে অভ্যস্ত হয়ে উঠল; তারা আমেরিকানদের চলিত কথা, জ্যাজ সংগীত, নরম পানীয়, খাবার ও পোশাক এবং বিরাট উৎপাদনপ্রণালী গ্রহণ করল।

রাশিয়া-র নতুন আক্রমণগুলি। স্ট্যালিন বুঝতে পারলেন যে মার্শাল পরি-কল্পনা মানেই ইউরোপকে বিভক্ত করবার আশায় জলাঞ্জলি। অনেক ভাবে মস্কো তার বিরক্তি প্রকাশ করল। ১৯৪৭-এর অক্টোবরে তাঁবেদার জাতিগুলিকে পরিচালনা করবার জন্য, বিদেশে কমিউনিস্ট পার্টিকে নিয়ন্ত্রণ করবার জন্য এবং ঢাক পেটানর জন্য কমিউনিস্ট সংবাদসংস্থা প্রবর্তিত হ'ল। কয়েক মাস পরে চেকোস্লোভাকিয়া অধিকার করা হয়েছিল এত দাম্ভিকতাপূর্ণ যে পশ্চিমী রাষ্ট্রগুলি প্রতিবাদ করে-ছিল। সোভিয়েট পরামর্শে কমিউনিস্ট-রা ফ্রান্সকে ধর্মঘটের দ্বারা এবং ইটালিকে

দাঙ্গার দ্বারা বিপর্যস্ত করতে চেয়েছিল। এরপর ১৯৪৮ সালের ১লা এপ্রিল সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্র তার তুরুপের তাস ফেলল; পশ্চিম বার্লিন এবং পশ্চিম জার্মানির আমেরিকান, ব্রিটিশ ও ফরাসী রাজ্যগুলির মধ্যে পথ ও রেল যোগাযোগের উপর বিশেষ বাধা প্রদান ক'রে। এর উদ্দেশ্য ছিল যে সমগ্র বার্লিন-কে রাশিয়ানদের হাতে আনা যাতে জার্মান কমিউনিস্টদের সেটি রাজধানী হ'য়ে ওঠে। সোভিয়েটরা অজুহাত দিল যে পশ্চিমীরা কতকগুলি চুক্তি ভঙ্গ করেছে। আসল কারণ ছিল এই যে পশ্চিমী রাষ্ট্রগুলি চেষ্টা করছিল, পুনর্বাসিত ইউরোপে জার্মান-কে অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক দিক থেকে দাঁড় করাতে।

আমেরিকান ও ব্রিটিশরা একবারও এই বাধা মেনে নিতে চায়নি। জেনারল লুসিয়ান ডি. ক্লে এবং জেনারল সার ব্রায়ান রবিনসন বিমান দিয়ে লোক ও জিনিস পাঠিয়ে এই সোভিয়েট ব্যবস্থাকে বানচাল করতে লাগলেন। তাঁরা বিমানঘাটি তৈরি ক'রে মালপত্র বইতে অনেক বিমান আনালেন। শীতের সময় তিন মিনিট অন্তর অন্তর হাজার হাজার ইঙ্গ-আমেরিকান বিমান আসতে লাগল। তারা প্রতিদিন তিন হাজার টন ক'রে মাল বহন ক'রে এনে প্রচুর খাদ্য ও জ্বালানি জড়ো করল। ব্যাপারটি শেষ পর্যন্ত একটি সংযুক্ত বিমান পরিবহন বাহিনীর উপর ছেড়ে দেওয়া হ'ল। তার একজন আমেরিকান অধিনায়ক ও ব্রিটিশ সহঅধিনায়ক নির্বাচিত হ'ল। যখন রাশিয়ানরা ঝগড়া বাধাবার চেষ্টা করতে লাগল, তখন ভয় হ'ল যে সামান্য কারণে যুদ্ধ বেঁধে যেতে পারে; তাই ব্রিটিশরা ঠিক করল যে তারা সঙ্গে যোদ্ধা বিমান দেবে। বার্লিনের লোকেরা এই চেষ্টায় সহযোগিতা করল, ডিসেম্বরের নির্বাচনে তের লক্ষ ত্রিশ জন কমিউনিস্টদের অগ্রাহ্য ক'রে তাদের বিপক্ষদল সোস্যাল ডেমোক্রাটদের তাদের শতকরা পঁ'য়ষট্টিটি ভোট দিয়ে দিল।

আসলে পশ্চিম ইউরোপব্যাপী সোভিয়েটবিরোধী মনোভাব গ'ড়ে উঠছিল। রাশিয়ান সরকার শেষ পর্যন্ত এই বাধা তুলে নিল এবং আর একবার রুর এলাকায় সাম্রাজ্য চাইল এবং আর একবার প্রত্যাখ্যাত হ'ল। ১৯৪৯-এর অগাস্ট মাসে পশ্চিম জার্মানির নির্বাচনে কনরাড অ্যাডেনয়ের অধীনে একটি উদারপন্থী সরকার গঠিত হ'ল এবং এবং সেই বছরই পশ্চিমী মিত্রশক্তিরা তাদের সামরিক নিয়ন্ত্রণ উঠিয়ে একটি বেসামরিক প্রতিষ্ঠান গঠন করল ও যুক্তরাষ্ট্র জেনারল ক্লে'র বদলে জন জে. ম্যাকক্লয়কে পাঠাল।

জাতীয়তাবাদী চীনের পতন। ১৯৪৯-এর সেপ্টেম্বরে ট্রুম্যান ঘোষণা করলেন : "আমরা প্রমাণ পেয়েছি যে সোভিয়েট রাষ্ট্রে পরমাণু বোমা ফাটান হয়েছে।" অবশ্য, বোমা জড়ো করতে সময় লাগবে, কিন্তু রাশিয়া যুক্তরাষ্ট্রের সমান হ'তে চলেছে।

সেবছর দূর প্রাচ্যেও একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা ঘটল। সেখানকার কমিউনিস্ট সৈন্যরা আশ্চর্যজনক দ্রুততার সঙ্গে চীন অধিকার ক'রে বিশ বছরের গৃহযুদ্ধের অবসান করল।

বছরের গোড়ার দিকে চিয়াং কাইসেক-এর অধীনে কুয়োমিনটাং জাতীয়তাবাদী-দের হাতে চীনের অর্ধেক অঞ্চল ও অর্ধেক লোকসংখ্যা ছিল। কিন্তু ২৪শে এপ্রিল চিয়াং-এর রাজধানী নানকিং অধিকার ক'রে কমিউনিস্ট সৈন্যদল স্ট্যানটন, সাংহাই এবং চুংকিং অধিকার করল। আমেরিকানরা চিয়াং-কে যে অস্ত্র দিয়েছিল তাও তারা নিয়ে নিল। এই নেতাটির সঙ্গে আমেরিকানদের সম্পর্ক খুব জটিল হয়ে পড়েছিল; যুদ্ধের সময় আমেরিকান সরকার চেষ্টা করেছিল কমিউনিস্ট ও জাতীয়তা-বাদীদের একত্রিত ক'রে একটি কেন্দ্রীয় দল গ'ড়ে তুলতে। জাপান-এর পরাজয়ের পর, ট্রুম্যান তাঁর সেই পরিকল্পনা চালাতে চাইলেন। জর্জ মার্শাল চীনে গিয়ে দু'দলের মধ্যে কতকগুলি সাময়িক সন্ধি করিয়ে একটি আপস-সরকার গঠনের চেষ্টা করলেন। দুর্ভাগ্যক্রমে, চিয়াং বা মাও সে তুং কেউই আপস চাননি এবং ট্রুম্যান সরকার এই দু'জনের সম্বন্ধে হতাশ হলেন, কমিউনিস্টরা বিশ্বাস করত যে গৃহ-যুদ্ধের শেষে জয়লাভই হ'ক আর বিশৃঙ্খলাই হ'ক, তারা শেষ পর্যন্ত জিতবে। চিয়াং ভাবছিলেন যে তাঁর সরকার এবং তাঁর কৌশল যতই দুর্বল হ'ক না কেন যুক্তরাষ্ট্র তাঁকে সাহায্য করবেই। তিনি একথা বুঝতে পারেননি যে আমেরিকান জনমত বহু বিলিয়ন ডলার এবং বহু লক্ষ লোক চীনের জলাতে ফেলে দিতে চাইবে না।

তাই যখন মাও-এর উচ্চশিক্ষিত সৈন্যদল দেশটি জয় ক'রে নিল এবং চিয়াং-এর সৈন্যদল ফরমোজায় পালিয়ে গেল, তখন যুক্তরাষ্ট্র হতাশ ভাবে চেয়ে দেখল। যুদ্ধোত্তর কালে চিয়াং-কে যে সাহায্য দেওয়া হয়েছিল ওয়াশিংটন তা বাজে খরচ ব'লে লিখে নিল, হয়ত রাষ্ট্রদপ্তরের এই হিসাবের চেয়ে খরচটি আরও কম হয়েছিল। বিজয়ী মাও এক সম্মেলন পিকিং-এ ডেকে কমিউনিস্ট নেতাদের পরিকল্পিত এক প্রস্তাব গ্রহণ করলেন। এভাবেই জন্ম গ্রহণ করল চীনা জন-গণের সাধারণতন্ত্র, তার উত্তরাধিকার হ'ল, গণতন্ত্র, ধর্ম এবং প্রতীচ্য দেশগুলির, বিশেষ ক'রে আমেরিকার, উপর ঘৃণা। ১৯৪৮-এর শেষে মাও মস্কো-তে গেল পূর্ণ সহযোগিতার জন্য অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক চুক্তি করতে এবং পৃথিবীকে স্বীকার ক'রে নিতে হ'ল যে প'য়তাল্লিশ কোটি লোক কমিউনিস্ট দলে যোগ দিয়েছে। জাতীয়তাবাদীরা রাষ্ট্রসংঘে চীনের স্থান অধিকার ক'রে রইল, কমি-উনিস্টদের হাতে রইল চীন।

এই পরাজয়ে স্তম্ভিত হ'য়ে যুক্তরাষ্ট্র অনেক অনুসন্ধানেও কোন আমেরিকান

দলের উপর দোষ চাপাতে পারল না। রাষ্ট্রদপ্তর এক হাজার পাতার পুস্তিকায় চিয়াং-কেই প্রধান অপরাধী ঠিক করল। যখন চীনাদের মধ্যে বহু সংস্কারের ঢেউ বয়ে যাচ্ছিল তখন অসাধু ও অপদার্থ জাতীয়তাবাদীরা সেগুলিকে অগ্রাহ্য করেছিল এবং কমিউনিস্টরা সেগুলিকে কাজে লাগিয়েছিল। প্রতিষ্ঠিত সরকারকে স্বীকার করে নিয়ে ব্রিটিশরা তাদের ঐতিহাসিক সিদ্ধান্ত নিল এবং পিকিং-এ রাষ্ট্রদূত পাঠাল, যাঁকে চীন সরকার অবহেলার সঙ্গে গ্রহণ করল। ব্রিটিশদের মত ছিল এই যে বুদ্ধিমানের মত চলতে পারলে চীনা সরকারকে মস্কো থেকে আলাদা করা সম্ভব হবে। কিন্তু যুক্তরাষ্ট্র চিয়াং সরকারকেই চীনাদের প্রতিনিধি এবং নিরাপত্তা পরিষদের আসল অধিকারী ব'লে মেনে নিল। রাষ্ট্রদপ্তর মাও-কে সাবধান ক'রে দিল যে তারা যদি দক্ষিণ-পশ্চিম এশিয়ায় কোনও দেশকে আক্রমণ করে, তাহলে আমেরিকা তার প্রতিরোধ করবে। যুদ্ধোত্তর কালে এটি ছিল একটি খুব অস্বস্তিকর অধ্যায়। বহু যুগ ধ'রে যুক্তরাষ্ট্র চীনের পশ্চিমী বন্ধু হ'য়ে এসেছে : জন হে-র দিনে আমরা চীন বিভাগের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছি; আমরা মহাবিদ্যালয় ও হাসপাতাল তৈরি করেছি; চীনা ছাত্রদের শিক্ষা দিয়েছি এবং স্বাস্থ্য পরিকল্পনা চালিয়েছি। এসমস্তই যে মুছে দেওয়া হ'ল এটা খুবই দুঃখের কথা। এর চেয়েও গুরুত্বপূর্ণ হয়েছিল পারমাণবিক বোমা পেয়ে রাশিয়ার শক্তিবৃদ্ধি। এর প্রতিকারে পশ্চিম এবং প্রশান্ত মহাসাগরের অঞ্চলে নতুন ব্যবস্থা অবলম্বনের প্রয়োজন হয়েছিল।

ন্যাটোর জন্ম। সৌভাগ্যক্রমে পশ্চিমের শক্তিগুলির যোগাযোগের একটা ব্যবস্থা হয়েছিল। মাও-এর জয়যাত্রা এবং ১৯৪৯-এর মে মাসে, পারীতে চতুঃশক্তি বৈঠকের ব্যর্থতার আগেই বেভিন ও কয়েকজন বেনেলু (বেলজিয়াম, নেদারল্যান্ড এবং লাক্সেমবুর্গ) নেতারা প্রতিরক্ষার জন্য যুক্তব্যবস্থা গ্রহণের জন্য আলোচনা চালিয়েছিলেন। যুক্তরাষ্ট্র, ব্রিটেন, ফ্রান্স ও আরো ন'টি দেশ এই আলোচনায় যোগ দিয়েছিল। ১৯৪৯-এর ৪ঠা এপ্রিল যুক্তরাষ্ট্র, ব্রিটেন, ফ্রান্স ও ন'টি দেশের পররাষ্ট্রমন্ত্রীরা এক চুক্তিপত্রে স্বাক্ষর ক'রে উত্তর আটলাণ্টিক সন্ধিসংস্থা (নর্থ আটলাণ্টিক ট্রিটি, অর্গানিজেসন, বা ন্যাটো)-কে জন্ম দিল। চুক্তিতে বলা হ'ল, "দলগুলি সম্মত হচ্ছে যে একজনের বিরুদ্ধে আক্রমণ সকলের বিরুদ্ধে আক্রমণ ব'লে বিবেচিত হবে। সে-আক্রমণ হ'লে সকলে সমবেত ভাবে চেষ্টা করবে উত্তর আটলাণ্টিক অঞ্চলের নিরাপত্তা রক্ষা করতে।"

ন্যাটো ইউরোপ ও উত্তর আমেরিকার সবচেয়ে প্রগতিশীল শিল্পকেন্দ্রিক স্থানগুলির পঁয়ত্রিশ কোটি লোককে সংঘবদ্ধ ক'রে নতুন সৈন্য সংগ্রহ, অস্ত্র-

সংগ্রহ, এক সেনানায়ক তৈরি ক'রে শক্তির বিরুদ্ধে শক্তি প্রয়োগ করতে প্রস্তুত ছিল। ইতিপূর্বে যুক্তরাষ্ট্র আর কখনো বাস্তব ক্ষেত্রে তার সার্বভৌম ক্ষমতা এমন ভাবে সীমাবদ্ধ করেনি। এমন ভাবে স্বীকার করেনি যে তার সীমান্ত তখন সমুদ্রের পরপারেও বিস্তৃত, যেখানে তা স্বাধীন দেশগুলিকে সোভিয়েট অত্যাচার থেকে বিভক্ত করেছে। সেনেট যখন ৮২ : ১৩ ভোটে এই চুক্তি গ্রহণ করল তখন বোঝা গেল জনমত কি ভাবে এর পিছনে ছিল। এটি গ্রহণ ক'রে ট্রুম্যানের সরকার একটি সামরিক সাহায্য কার্যসূচি প্রস্তাব করল এবং সেটির জন্য পর বৎসর একশ' প'য়তাল্লিশ কোটি ডলার খরচের নির্দেশ দিল,—ন্যাটো শক্তিপুঞ্জকে, গ্রীস এবং তুর্কিকে (যারা শীঘ্রই ন্যাটো দলে যোগ দেবে), রাশিয়ার দ্বারা নিগৃহীত ইরাণকে এবং কোরিয়া ও ফিলিপাইনকে অস্ত্র ও উপদেষ্টার সাহায্য দেবার জন্য। অনেকের মতে টাকাটা খুব বেশী হয়েছিল, সেনেট সদস্য রবার্ট ট্যাফ্‌টের মতো অনেকে বলল, ন্যাটো প্রতিরক্ষা দপ্তর পরিকল্পনা তৈরি করা পর্যন্ত টাকাটা আটকে রাখা হ'ক। কিন্তু শাসনবিভাগের বিলটি আইনে পরিণত হ'ল।

ন্যাটো-পরিচালক আইজেনহাওয়ার। এই ব্যবস্থাগুলি ঠিক সময়েই নেওয়া হয়েছিল। কোরিয়ার ঘটনায় দেখা গেল যে তৃতীয় মহাযুদ্ধের সম্ভাবনা ছিল বাস্তব। পশ্চিমের দেশগুলি একটু দুর্বলতা দেখালেই রাশিয়া আক্রমণ করত। কারণ রাশিয়ার ছিল পঞ্চাশ হাজার সৈন্য, পনের হাজার বিমান ও ত্রিশ হাজার ট্যাঙ্ক। রাশিয়া তার নিজের দেশে আরও একশ' প'চাত্তর ডিভিসন এবং তাঁবেদার রাষ্ট্রগুলিতে আরও প'চিশ ডিভিসন সৈন্য দিতে পারত। তার নতুন ধরনের সাব-মেরিনগুলি নিয়ে তার নৌবহর শক্তিশালী ছিল। পূর্ব জার্মানি ও চেকোস্লো-ভাকিয়া থেকে তার 'বাঞ্ছিত' অস্ত্রগুলি পশ্চিমের যেকোন শহরে যেতে সক্ষম ছিল। পরবর্তী যুগের রাশিয়ান নেতাদের বিবৃতি থেকে স্ট্যালিনের দাম্ভিকতা ও নির্দয়তার প্রমাণ পাওয়া গেছে। আমেরিকার আণবিক শক্তির ভয় না থাকলে তিনি ও তাঁর দলবলেরা চ্যানেল ও জিব্রাল্টার পর্যন্ত সমগ্র ইউরোপ জয় ক'রে নিতেন।

১৯৫০-এ ন্যাটো সংঘবদ্ধ হয়ে শক্তিসঞ্চয় করেছিল। বছরের গোড়াতেই এর পরিষদ যুক্ত প্রতিরক্ষার পরিকল্পনা সম্পূর্ণ করেছিল। আমেরিকার প্রথম অস্ত্র-সরবরাহ ইউরোপে এল এপ্রিল মাসে। বিমান ও ট্যাঙ্কের উন্নতি ক'রে ব্রিটেন জানাল যে পরের বসন্তে তারা সাত লক্ষ সৈন্য তৈরী রাখবে। ফরাসী সরকার একটি তিনবছরের পরিকল্পনা করল যাতে তাদের বিশ ডিভিসন সৈন্য যুদ্ধের জন্য তৈরী থাকবে। ন্যাটো সৈন্যদলে আমেরিকান সৈন্য থাকবার কথা ছ'ডিভিসন,

তার মধ্যে দু'ডিভিসন এসে পড়েছিল। যুক্তরাষ্ট্র থেকে সামরিক উপদেষ্টারা এসে তুর্কির ছ'লক্ষ সৈন্যের শিক্ষা সুসম্পন্ন করায় সাহায্য করেছিল। শেষে ডিসেম্বর মাসে ন্যাটো-সৈন্যের অধিনায়কত্ব নিয়ে জেনারল আইজেনহাওয়ার চেরবুর্গে নেমে বিপুলভাবে অভ্যর্থিত হলেন। তিনি পারীর কাছে দপ্তর তৈরি করলেন এবং তার উদ্যম, জ্ঞান ও বিশ্বাস নিয়ে কাজ আরম্ভ করলেন।

তখন রাষ্ট্রীয় বিভাগ ছিল তৎকালীন দক্ষতম ডিন জি. এ্যাচিসনের হাতে। বিশপের ছেলে তিনি একজন অভিজ্ঞ এ্যাটর্নি এবং সুশিক্ষিত ব্যক্তি ছিলেন এবং যুদ্ধের সময় রাষ্ট্রদপ্তরে দায়িত্বপূর্ণ কাজ করেছিলেন। তাঁর প্রতিভার জন্য শত্রু তৈরি হয়েছিল কিন্তু দলীয় আক্রমণের বিরুদ্ধে তিনি শক্ত হাতে হাল ধরেছিলেন। ১৯৫১-তে ওটোয়ায় ন্যাটোর পরিষদ সম্মেলনে এ্যাচিসনই আমেরিকার প্রতিনিধিত্ব করেছিলেন। সেই সভায় তুর্কি ও গ্রীস যোগ দেয়। সেই সভায় আইজেন-হাওয়ার এক বাণী পাঠিয়ে রাশিয়ার বিরুদ্ধে প্রস্তুত থাকাবার প্রয়োজনীয়তা বুঝিয়ে দিয়ে ন্যাটো সদস্যদের আরো সৈন্য, অস্ত্রের কারখানা, এবং আরো অস্ত্র তৈরির জন্য উপদেশ পাঠালেন। আমেরিকান সেনেটে রর্বাট ট্যাফ্ট এই দাবি তুললে কয়েকটি ইউরোপীয় দেশ তার প্রতিবাদ করেছিল। অর্থমন্ত্রী ও অর্থ-নৈতিক উপদেষ্টারা বলেছিলেন আভ্যন্তরীণ সর্বনাশ না ক'রে তাঁরা আর বেশী আত্মত্যাগ করতে পারবেন না, সোভিয়েট বিপদের সঙ্গে সঙ্গে নিজেদের দেউলে হবার বিপদের কথাও তাঁদের ভাবতে হবে।

ইতিমধ্যে একথা স্পষ্ট হয়েছে যে পশ্চিম ইউরোপের প্রতিরক্ষা ও উন্নতির ব্যবস্থায় পশ্চিম জার্মানিকে প্রধান অংশ নিতে হবে। পরিশ্রমী, নিয়মতান্ত্রিক এবং নব উপায়ে সুশিক্ষিত জার্মানরা আর্থিক উন্নতির আভাস পাচ্ছিল। পশ্চিমের প্রয়োজন ছিল তাদের লোহা আর ইস্পাতের, তাদের দক্ষতার, তাদের লোকসংখ্যার এবং সৈন্যের। এর মূল্য ছিল পশ্চিম জার্মানির মুক্তি, ফ্রান্সের সঙ্গে পশ্চিম রাষ্ট্রগুলি তার যুদ্ধের মেজাজকে ভয়ও করত। ১৯৫১-তে পৃথিবীর অবস্থার জন্য সে-সম্ভাবনাকে মেনে নেওয়া ছাড়া উপায় ছিল না গ্রীষ্মকালে তিনটি রাষ্ট্র ঠিক ক'রে নিল যে মোটামুটি ভাবে তারা জার্মানির সার্বভৌমত্ব স্বীকার ক'রে নেবে। কনরাড এ্যাডেনয়েরের অধীনে বন সাধারণতন্ত্রের সঙ্গে তারা শাসনক্ষমতা ছেড়ে দেবার কথাবার্তা চালাল। তারা অবশ্য আরো কিছুদিন পশ্চিম বার্লিনে নিয়ন্ত্রণ ও পশ্চিম জার্মানিতে সৈন্য রাখা স্থির করল। জার্মানির সংযুক্তির বিষয়ে রাশিয়ার সঙ্গে কথাবার্তা তারাই চালাবে, পশ্চিমের রাষ্ট্রগুলির পক্ষে ক্ষতিকর ব্যবস্থায় ভেটো প্রয়োগের অধিকার তাদের থাকবে এবং কমিউনিস্ট বা ফ্যাসিস্ট কাযকলাপে তারা বাধা দিতে পারবে। সর্তগুলি অনেক জার্মানকে দুঃখিত করল।

এইসঙ্গে পশ্চিমের তিনশক্তি পারস্পরিক নিরাপত্তার এক চুক্তি করল। এর সর্ত অনুসারে জার্মানিকে সৈন্যসংগ্রহের অধিকার দেওয়া হ'ল। সেটি অবশ্য জাতীয় না হয়ে আন্তর্জাতিক সৈন্য হবে অর্থাৎ সেটি ফরাসী, ইটালিয়ান, জার্মান ও বেনেলুক্স সৈন্যদের সঙ্গে যুক্ত হবে। ন্যাটো দেশগুলির সৈন্যের হিসাবে এই সৈন্যেরা আইজেনহাওয়ারের বা তাঁর উত্তরাধিকারীদের অধীনে কাজ করবে। এই-ভাবে পশ্চিম জার্মানির আক্রমণাত্মক ভয় এড়িয়ে পশ্চিমী শক্তিরা জার্মান সৈন্যের সাহায্য পাবে। এই কৌশলটি ফরাসীদের কাছ থেকেই এসেছিল। ১৯৫১-র শেষে স্পষ্ট বোঝা যায়নি ফ্রান্স বা জার্মানি এই পন্থা গ্রহণ করবে কিনা। তবে একথা স্পষ্ট হয়েছিল যে জার্মানি স্বাধীন হবে এবং আইজেনহাওয়ারের ইচ্ছা অনুযায়ী তারা সৈন্যদল তৈরি করতে পারবে। রাশিয়া প্রতিবাদের অধিকার হারিয়েছিল।

এশিয়ায় ব্যবস্থা। যুদ্ধের সময় কিছু কিছু আমেরিকান বলেছিলেন যে আট-লান্টিকের চেয়ে প্রশান্ত মহাসাগরের অঞ্চলে ব্যবস্থা করা বেশী প্রয়োজন, চিয়াং যখন চীন হারাল এবং ভারত ও ব্রিটেন মাও-কে মেনে নিল, যুক্তরাষ্ট্রে তর্কের ঝড় বয়ে গেল। বহু আমেরিকান ব্রিটেন ও ভারতের সঙ্গে একমত হ'ল যে কমিউনিস্ট চীনকে রাষ্ট্রসংঘে গ্রহণ করা উচিত। আবার অনেকে বলল পিকিং-এ একজন রাষ্ট্র-দূত পাঠিয়ে চীনা ও রাশিয়ানদের মধ্যে ভাঙন ধরাবার চেষ্টা করা উচিত। পররাষ্ট্র-সচিব এ্যাচিসন এ-ব্যবস্থার সুপারিশ করলেন। কংগ্রেসের বেশির ভাগ সদস্য ও লোক মাও-এর সরকারের প্রতি শত্রুতায় অনমনীয় রইল।

ট্রুম্যান সরকার কিছুদিন মধ্য পথ ধ'রে কমিউনিস্ট সরকারকে স্বীকার ক'রে নেবার পন্থা অবলম্বন করল না। অথবা চিয়াং-কে (জানুয়ারি, ১৯৫০) ফরমোজা রক্ষা করার জন্য কোন সামরিক সাহায্য করতে রাজী হ'ল না। যুক্ত সমর উপদেষ্টারা জানিয়েছিল যে ওই দ্বীপটি আমেরিকার প্রতিরক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় নয়। ইতি-মধ্যে আমেরিকান সরকার তাঁদের অবস্থা সুদৃঢ় করতে লাগল।

১৯৪৬-এর ৪ঠা জুলাই, প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী ফিলিপাইন-কে স্বাধীনতা দিয়ে যুক্তরাষ্ট্র ষাট কোটি ডলার অর্থসাহায্য এবং মালপত্র ও উপদেষ্টা পাঠাল তার পুন-র্গঠনের জন্য। প্রতিদানে ফিলিপাইন যুক্তরাষ্ট্রকে নিরানব্বই বছরের ইজারায় কতকগুলি সামরিক ঘাঁটির অধিকার দিল এবং ছ'বছর বিনা শুল্কে ব্যবসা চালাতেও দিল। বিজিত জাপানের সঙ্গে ভালো ব্যবহার করাও হচ্ছিল, মিত্রশক্তির সর্বাধি-নায়ক জেনারল ম্যাকআর্থারের অধীনে সেটিকে রাখা ঠিক হয়েছিল। যদিও ম্যাক-আর্থারের ওয়াশিংটনের সঙ্গে যোগাযোগ রেখে চলবার কথা, তবু তাঁর জ্ঞান এবং জাপানিদের উপর তাঁর প্রভাবের জন্য তিনি অনেকটা স্বাধীনতা পান। তাঁর আত্ম-

সম্মানবোধ, কার্যে একাগ্রতা বহু আমেরিকানকে অসন্তুষ্ট করলেও শাসিত জাপানকে সন্তুষ্ট করেছিল। তারা কর্তৃত্ব, আভিজাত্য, গাম্ভীর্য ও কাজে অনুরাগ পছন্দ করত।

জাপানিরা অবশ্য ম্যাকআর্থার-এর আইনকানুনে সহজে অভ্যস্ত হয়েছিল, কারণ তিনি নিজেকে ও অধীনস্থদের প্রচ্ছন্ন রাখতেই চাইতেন। দৈবভাব থেকে মুক্ত হয়ে মিকাডো সম্রাট রইলেন; জাপানী সরকার কাজ করতে লাগল। যদিও সর্বাধিনায়কের ভিতর দিয়ে আমেরিকান মত মেনে চলতে হ'ত। ম্যাকআর্থার নিজের কোন ক্ষমতা দেখাননি এবং তিনি চাইছিলেন না যে আমেরিকানরা বিজয়ীর ভাব দেখিয়ে বেড়াক। হিরোশিমার জন্য ক্রোধ থাকলেও রাশিয়ায় নাৎসিদের, জার্মানিতে রাশিয়ানদের এবং ন্যানকিং-এ, মালয়ে এবং ফিলিপাইনে তাদের নিজেদের সৈন্যদের মতো আমেরিকানরা যে তাদের সঙ্গে ব্যবহার করেনি এবং ইয়াঙ্কি সৈন্যরা যে সুসংযত ছিল তার জন্য তারা কৃতজ্ঞতা বোধ করছিল। জাপানিরা আমেরিকানদের মূল পরিকল্পনারও বিরুদ্ধে ছিল না। ওয়াশিংটন ও ম্যাকআর্থার চেয়েছিলেন যে দ্বীপটিকে গণতন্ত্রের রূপ দেবেন। দুর্গগুলিকে ভেঙ্গে ফেলা হয়েছিল, অস্ত্রশস্ত্র নষ্ট করা হয়েছিল এবং সৈন্যরা তাদের বেসামরিক জীবনে ফিরে গিয়েছিল। যুদ্ধ-অপরাধীদের বিচারে অল্পসংখ্যক উচ্চস্থানীয় ব্যক্তিকে (প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী তোজো সমেত) প্রাণদণ্ড দেওয়া হয়েছিল। বড় বড় জাপানী ব্যবসায়িক সংস্থাগুলিকে ভেঙ্গে দেওয়া হয়েছিল, বড় বড় জমিদারি ভেঙ্গে চাষীদের মধ্যে জমিগুলি ভাগ করা হয়েছিল, শিক্ষা-ব্যবস্থার উন্নতি হয়েছিল এবং গণতন্ত্রের নীতি শিক্ষা দেওয়া হয়েছিল, শ্রমিক ইউনিয়নগুলি প্রতিষ্ঠা করা হয়েছিল। ম্যাকআর্থার তাঁর রক্ষণশীলতার দিকে ঝোঁক দেখালেন, সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা থেকে দূরে গিয়ে এবং ব্যক্তিগত চেষ্টাকে স্বাধিকার দিয়ে। প্রাচ্য চরিত্রের অনেক কিছুই তিনি শ্রদ্ধা করতেন। কিন্তু, তিনি বেশির ভাগ আমেরিকানদের সঙ্গে স্বীকার করতেন যে জাপানিরা বেশী নিয়মতান্ত্রিক হয়েছিল; এবং তাদের তখন কিছু ব্যক্তি-স্বাধীনতার গুণ অর্জন করা প্রয়োজন হয়েছিল।

যুদ্ধের সময় লোকক্ষতি সত্ত্বেও জাপানের জনসংখ্যা বাড়তে লাগল এবং ১৯৫০-এ তা হ'ল ন'কোটি। কোরিয়া, মাঞ্চুরিয়া প্রভৃতি হাতছাড়া হওয়ায় জাতির আয় ক'মে যাওয়াতে এই সংখ্যা ছিল বিপজ্জনক। আমেরিকান সৈন্যদের অর্থব্যয়ে দ্বীপটির অর্থসঙ্কট কিছু মোচন হয়েছিল। কিন্তু জাপানকে কমিউনিস্টদের থাবা থেকে বাঁচাতে হ'লে দেশটিকে সংস্কার করতে হবে। তাই আমেরিকানরা সংস্কারের দিকে মন দিল। একটি অর্থনৈতিক পুনর্বাসন সূচি (ইউরোপে ই. সি. এ-র মত) ১৯৪৯-এ সংগঠিত হ'য়ে সত্যই সাহায্যজনক হ'য়ে উঠল। বড় বড় ব্যবসায়িক

প্রতিষ্ঠানগুলিকে আবার উঠতে দেওয়া হ'ল। শ্রমিক নেতাদের দাবিগুলিকে সীমাবদ্ধ রাখা হ'ল, কারণ জাপান পশ্চিমী ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারেনি। যেহেতু, জাপানে সুতো, সিল্ক প্রভৃতি পণ্যের বাজার বন্ধ হ'য়ে গিয়েছিল, আমেরিকানরা তাদের পরামর্শ দিল এবং সাহায্য করল ভারী শিল্প তৈরি করতে। তারা এশিয়ার বাজারে যন্ত্র সরবরাহ করতে লাগল। ১৯৫০-এ তাদের উৎপাদন ১৯৩০-এর চেয়ে মাত্র এক পঞ্চমাংশ কম ছিল এবং সে তফাতও খুব তাড়াতাড়ি ঘুচে যাচ্ছিল।

যুক্তরাষ্ট্রের এ-আশা ছিল যে জাপানকে তারা স্বাধীনতার দুর্গ তৈরি ক'রে রাখবে। জার্মানির মতই তাদেরও পুনর্গঠন ও পুনরস্ত্রসজ্জায় যথেষ্ট বিপদ ছিল। যেসব ছোট ছোট জাতি জাপানিদের হাতে মার খেয়েছে, আমেরিকানদের চেয়ে এ-ব্যাপারে তাদের ভয় ছিল বেশী। স্বাধীনতা পেয়ে যদি জাপান ঠিক করে যে কমিউনিস্ট চীন ও রাশিয়ার পক্ষে যোগ দেওয়াই ভালো? যদি অসৎ নেতারা দু' পক্ষের কাছ থেকে সাহায্য নিয়ে আবার সাম্রাজ্য লাভের চেষ্টা করে? এই কথাই কেবল বলা যেতে পারে যে যুক্তরাষ্ট্র জাপানকে শুভ পথে আনবার চেষ্টা করছিল, সেকাজে প্রধানমন্ত্রী জোসিডা প্রভৃতি নেতাদের কাছ থেকে সহযোগিতা পাচ্ছিল এবং কিছু বিপদের সম্ভাবনাকে স্বীকার ক'রে নেওয়া ছাড়া উপায় ছিল না।

কোরিয়া। এশিয়ার সর্বত্র আন্দোলন এবং বৈপ্লবিক পরিবর্তন দেখে ১৯৫০ পর্যন্ত বেশির ভাগ আমেরিকান কোরিয়ার মতো ক্ষুদ্র স্থানটির দিকে বিশেষ দৃষ্টি দেয়নি। দৃশ্যমান জগতের অন্যান্য লক্ষণীয় স্থানগুলিতেই তাদের দৃষ্টি নিবদ্ধ ছিল। লন্ডনে এ্যাটলির শ্রমিক সরকারের কাছ থেকে পূর্ণ স্বাধীনতা পেয়ে ভারতবর্ষ অসাধারণ সাফল্য ও দ্রুততার সঙ্গে নিজেকে জাতি হিসাবে সুপ্রতিষ্ঠিত করেছিল। প্রধানমন্ত্রী নেহেরুর নেতৃত্বে এই নতুন সাধারণতন্ত্রটি তার বেশির ভাগ রাজনৈতিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক সমস্যার সমাধান করেছিল। পাকিস্থান এবং সিংহলও স্বাধীন হয়ে, ভারতের মতোই, তখনও ব্রিটিশ কমনওয়েলথ অব নেশনস বা জাতিগুলির ব্রিটিশ সাধারণতন্ত্রের সদস্য ছিল। বর্মা তার মুক্তিলাভকে অনুরূপ সাফল্যের সঙ্গে কাজে লাগাতে পারেনি। যদিও ইন্দোনেশিয়াকে স্বাধীন জাতি হিসাবে হল্যান্ডের রাজশক্তির অধীনে নেদারল্যান্ডের সঙ্গে সমান অধিকার দেওয়া হয়েছিল, কিন্তু সেদেশ তাতে সন্তুষ্ট না হয়ে পূর্ণ স্বাধীনতার জন্য যুদ্ধ করছিল। ফরাসী ইন্দোচীন আভ্যন্তরীণ সমস্ত ব্যাপারে স্বরাজ পেলেও, কমিউনিস্টদের দ্বারা অনুপ্রাণিত গৃহযুদ্ধের সম্মুখীন হয়ে নিজের অবস্থা নষ্ট করছিল। মনে হচ্ছিল সমস্ত মহাদেশটাই একটা উত্তেজিত বিদ্রোহের মধ্যে দিয়ে চলেছে। সিরিয়া থেকে সেলেবেস পর্যন্ত সমগ্র ভূখণ্ডটির এক বিলিয়ন লোক ঔপনিবেশিকতা, রাষ্ট্র-

বর্ণ বিভাগ এবং নিজেদের দারিদ্র্য ও দুর্দশার বিরুদ্ধে বিদ্রোহের নানা অবস্থার মধ্যে দিয়ে চলছিল।

সেই মহাদেশের অর্ধবন্ধ্যা পর্বতসংকুল ক্ষুদ্র দেশ কোরিয়া এক বিশেষ দুর্গতির মধ্যে পড়েছিল। আটত্রিশ অক্ষাংশের অস্বাভাবিক সীমান্তরেখার দ্বারা দুই অংশে বিভক্ত হয়ে সেটি রাশিয়ান ও আমেরিকান নিয়ন্ত্রণের অধীন হয়েছিল। দেশটিকে একতাবদ্ধ করার সমস্ত চেষ্টাই ব্যর্থ হয়েছিল, কারণ জার্মানিতে যেমন তেমনি ভাবেই রাশিয়ানরা স্বাধীন গণভোট নেওয়ায় রাজী হচ্ছিল না। আমেরিকান নিয়ন্ত্রণাধীন অংশে ছিল বেশির ভাগ জনসংখ্যা ও কৃষিকার্য; রাশিয়ান অংশে ছিল বেশির ভাগ শ্রমশিল্প। যুক্তরাষ্ট্রের অনুরোধক্রমে রাষ্ট্রপুঞ্জ শেষ পর্যন্ত বিবাদ মেটাতে চেষ্টা করেছিল। একটি শাসনব্যবস্থা সংগঠন করবার জন্য এটি এক কমিশন নিযুক্ত করেছিল। রাশিয়ানরা তাদের অংশে এই দলটির প্রবেশ নিষিদ্ধ ক'রে দিল। দলটি তাই যা সম্ভব তাই করল : তারা দক্ষিণ কোরিয়ায় সাধারণ নির্বাচন করাল, সংবিধান তৈরি করায় তদারক করল এবং সিগম্যান রী'র মতো একজন সুদক্ষ প্রবীন এবং অদম্য মনোভাবসম্পন্ন রক্ষণশীল লোকের নেতৃত্বে কোরিয়ায় শাসন-ব্যবস্থা খাড়া করল। ১৯৪৮-৪৯-এ রাশিয়ানরা ও আমেরিকানরা নিজেদের সৈন্য-দের সেখান থেকে সরিয়ে নিল, কিন্তু তারা দুই দলই সেখানে তাদের যুদ্ধোপকরণ এবং সামরিক উপদেষ্টাদের রেখে গেল। ইয়ালু নদীর ওপারে সুবিধাজনক স্থান থেকে সোভিয়েট কর্মচারী ও সমরাধিনায়কেরা গোপনে যাকিছু ষড়যন্ত্র করতে পারত।

তাঁর আত্মজীবনীতে প্রেসিডেন্ট ট্রুম্যান লিপিবদ্ধ করেছেন যে ১৯৫০-এর গোড়ার দিকে ওয়াশিংটনে পর্যবেক্ষকেরা ভয় করছিল যে কোরিয়ায় যেকোন মুহূর্তে যুদ্ধ আরম্ভ হয়ে যেতে পারে। তারা জানত যে জার্মানি, অস্ট্রিয়া, বালকান, গ্রীস, তুর্কি, ইরাণ থেকে কামচাট্কা পর্যন্ত বারটি দেশে আক্রমণ করবার জন্য তাদের সৈন্যদলকে প্রস্তুত রেখেছে। আগামী কাল যে কি হবে, তা কেউ জানে না। এটা স্পষ্টই বোঝা গেছল যে 'ন্যাটো'কে শক্তিশালী হ'তে দিয়ে রাশিয়ানরা নিশ্চেষ্ট হয়ে ব'সে থাকবে না। সবচেয়ে অস্বস্তিকর স্থানগুলি ছিল ইউরোপে আর নিকট প্রাচ্যে; যুক্ত সমর বিভাগের কর্তারা বলেছিলেন যে প্রতিরক্ষা-ব্যবস্থার জাপান ও ফিলিপাইনের ওধারে কোন স্থানের গুরুত্ব নেই। কিন্তু জোর ক'রে কিছু বলা অসম্ভব ছিল। ২৬শে জুন দেশবাসীরা শুনে স্তম্ভিত হ'ল যে রাশিয়ান এরো-প্লেন, রাশিয়ান ট্যাঙ্ক এবং রাশিয়ানদের দ্বারা শিক্ষিত সমরনায়কদের নিয়ে উত্তর কোরিয়ার সৈন্যদল অষ্টাত্রিংশ অক্ষাংশ পার হয়ে সিওলের সামনে এসে হাজির হয়েছে।

কিন্তু কোরিয়ার যুদ্ধ সম্পর্কে আলোচনা করবার আগে ট্রুম্যানের অধীনে এদেশের কতকগুলি আভ্যন্তরীণ ব্যাপার আমাদের আলোচনা ক'রে নিতে হবে।

ত্রয়োবিংশ অধ্যায়

যুদ্ধোত্তর সমস্যাগুলি ১৯৪৬-১৯৫২

সমৃদ্ধি ও মুদ্রাস্ফীতি। যুদ্ধের পর দেশে এসেছিল একটা বহুদিনব্যাপী সুসময়। যুদ্ধজয়ের পর তিন বছর উৎপাদন, চাকরি, আয় এবং মুনাফা অসাধারণ মাত্রায় বেড়ে গেছল। যাকিছু জিনিসের উৎপাদন হচ্ছিল, তার চেয়ে অনেক বেশী ছিল দেশের, বিদেশের এবং সরকারের চাহিদা। যৎসামান্য মন্দা এসেছিল ১৯৪৯-এর গোড়ার দিকে, কিন্তু তা বেশীদূর গড়ায়নি। যুদ্ধ শেষ হবার আগেই হেনরি ওয়ালেস যে তাঁর "ষাট হাজার চাকরি" বইটি প্রকাশ করেছিলেন এবং সকলেই যাতে চাকরি পায় তার জন্য যে সরকারের প্রবল প্রচেষ্টা দাবি করেছিলেন, তা অনেকেই হঠকারিতা ব'লে মনে করেছিল; কিন্তু বিশেষ আন্দোলন ছাড়াই সকলের চাকরি লাভ ঘটেছিল এবং কর্মে নিযুক্ত লোকেদের সংখ্যা ষাট হাজারের যথেষ্ট বেশীই হয়েছিল।

দুর্ভাগ্যক্রমে, এই সুসময়ের সংগে সংগেই এসেছিল মূল্যবৃদ্ধি এবং মুদ্রাস্ফীতি যার ফলে বহু ব্যক্তির দুর্গতির অন্ত ছিল না। ১৯৪৭-এর শুরুতে প্রেসিডেন্ট ট্রুম্যান কংগ্রেসের কাছে যে অর্থনৈতিক রিপোর্ট দাখিল করেন তাতে উৎসাহিত হবার অনেকগুলি কারণ দেখিয়েছিলেন, যথা : বৃহত্তর এবং উন্নততর উৎপাদন-কেন্দ্র, বেশীসংখ্যক এবং বেশী সুশিক্ষিত শ্রমিকদল, শ্রমশিল্পের উন্নতির জন্য প্রচুর মূলধন এবং মাল সরবরাহের নির্দেশ। কিন্তু হিসাবের তালিকায় তিনি অন্যদিকে দেখিয়েছিলেন মূল্যবৃদ্ধির জন্য লোকেদের ক্রয়ক্ষমতার হ্রাস, প্রয়োজনীয় শ্রমিকদের মধ্যে অশান্তির ফলে ধর্মঘটের ক্রমবর্ধমান সম্ভাবনা এবং তার ফলে অর্থনিয়োগের অবনতির সম্ভাবনা। ১৯৪৭-এর হেমন্তকালে গমের দাম যাচ্ছিল বুশেল পিছু তিন ডলার, যে-দাম এক পুরুষের মধ্যে কেউ দেখেনি। সেই বছরেই শ্রম-পরিসংখ্যান বিভাগ জানাল যে ১৯৩৫-৩৯-এর তুলনায় দ্রব্যমূল্য দাঁড়িয়েছে শতকরা একশ' পঁয়ষট্টি। জনসংখ্যা বাড়ছিল প্রচুর ভাবে, বছরে জন্মসংখ্যা দাঁড়িয়েছিল পঁয়ত্রিশ লক্ষের বেশী এবং তার ফলে সেই পরিমাণে যোগান ও মূল্যের উপর চাপ পড়েছিল।

কংগ্রেস বনাম প্রেসিডেন্ট। রুজভেল্টের কাছ থেকে ট্রুম্যান একটি গণতান্ত্রিক কংগ্রেসই পেয়েছিলেন, কিন্তু তাতে তাঁর বিশেষ কিছু লাভ হয়নি। তাঁর 'নিউ ডিল' বা নতুন ব্যবস্থার সামনে পর্বতপ্রমাণ বাধা হয়ে দাঁড়াল রিপাব্লিকান ও দক্ষিণাঞ্চলীয় বোর্বোঁদের সংযুক্তি। ১৯৪৬-এর শীতকালে এ সমস্তই বদলে গেল। "সর্বকিছু কি পেয়েছেন?" এই কথা প্রচার করতে করতে উদ্যমশীল ও অর্থশালী রিপাব্লিকানরা সেনেটে ভোটাধিক্য পেল পঁয়তাল্লিশের বিরুদ্ধে একান্ন এবং হাউস অব রিপ্রেজেনটেটিভস্-এ একশ অষ্টআশির বিরুদ্ধে দু'শ' ছেচল্লিশ। নবগঠিত অশীতিতম কংগ্রেসে রক্ষণশীল দল প্রেসিডেন্টের ভেটোর বিরুদ্ধে তাদের প্রস্তাব গৃহীত করতে পেরেছিল। তারা অবিলম্বে (১৯৪৭-এ) গ্রহণ করল একটি শ্রমিক-মালিক সম্পর্ক আইন, যেটিকে জনসাধারণ বলত ট্যাফ্‌ট-হার্টলি আইন, যার অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ অংশের মধ্যে দোকান বন্ধ করার চুক্তি, ধর্মঘট ও পিকেটিং বেআইনী ঘোষণা করা হয়েছিল। এব্যবস্থা শ্রমিক ইউনিয়নগুলির কাছে অসহ্য মনে হয়েছিল এবং উইলিয়ম গ্রিন, জন এল. লিউইস প্রভৃতি শ্রমিকনেতারা এই আইন বাতিল করা বা সংশোধন করার জন্য সংগ্রাম করবেন ব'লে ঘোষণা করলেন। কোন ব্যক্তিকে দুবারের বেশী যাতে প্রেসিডেন্ট নির্বাচন না করা হয় তার জন্য সংবিধান পরিবর্তন করার জন্য কংগ্রেস রাষ্ট্রগুলির কাছে প্রস্তাব পাঠাল। আমেরিকার জনগণের সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে এই প্রস্তাবটিতে রুজভেল্টকে হেয় প্রতিপন্ন করা হয়েছিল এবং ট্রুম্যান যাতে তৃতীয়বার প্রার্থী হবার চেষ্টা না করেন (এবং সেইটাই তাঁর কাছ থেকে আশঙ্কা করা যাচ্ছিল) তার জন্য তার উপর চাপ দেবার উদ্দেশ্য ছিল। প্রস্তাবটি গৃহীত হয়েছিল এবং ১৯৫১ সালে সেটি হয়েছিল সংবিধানের দ্বাবিংশতম সংশোধন।

মুদ্রাস্ফীতিতে বিচলিত হয়ে ট্রুম্যান আইনসভাকে অনুরোধ করলেন সরকারকে অনুমতি দিতে দুষ্প্রাপ্য দ্রব্যের র‍্যাশন করবার, প্রয়োজনমতো মূল্যের এবং বেতনের সর্বোচ্চ ধাপ বেঁধে দেবার, উৎপাদন ও রপ্তানি নিয়ন্ত্রণ করবার, পরিবহণের সুযোগ-সুবিধা বণ্টন করবার, ভাড়া স্থির ক'রে দেবার এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা অবলম্বন করবার। রিপাব্লিকান নেতারা বলতে লাগলেন যে প্রেসিডেন্ট অবস্থার রাজনৈতিক সুযোগ নেবার চেষ্টায় আছেন এবং তাঁরা তাঁকে এত বেশী ক্ষমতা দিতে রাজী ছিলেন না। আসলে দুই পক্ষেই প্রচুর ভাবে রাজনৈতিক খেলা চলছিল। শেষ পর্যন্ত যে-আইনটি পাশ হ'ল তা কার্যকরী হবার পক্ষে অত্যন্ত দুর্বল। প্রেসিডেন্টকে মূল্য ও বেতন নিয়ন্ত্রণ এবং র‍্যাশন প্রবর্তন করবার ক্ষমতা দেওয়ার পরিবর্তে, এটি মুদ্রাস্ফীতি রোধের জন্য ব্যবসার মালিকদের, শ্রমিকদের এবং কৃষকদের মধ্যে একটা স্বেচ্ছাপ্রণোদিত বোঝাপড়ার অনুমতি দিল। ট্রুম্যান

আইনটি সম্পর্কে বললেন সেটি "এমনি অকর্মণ্য যে ভাবলে দুঃখ হয়," এবং যদিও তিনি সেটিকে সই করলেন, পরবর্তী ঘটনাগুলি প্রমাণ করল যে তাঁর কথাই সত্য। মুদ্রাস্ফীতি চলতে থাকল।

অশীতিতম কংগ্রেস ট্রুম্যানের বেশির ভাগ অনুরোধ রাখতে অস্বীকার করেছিল। শ্রমিকদের সঙ্গে ন্যায়সঙ্গত ব্যবহার আইনটি গ্রহণ করতে, ঘণ্টায় চল্লিশ থেকে পঁয়ষট্টি সেণ্ট বেতন বৃদ্ধি, একটি সাহসিকতাপূর্ণ বাসস্থান ব্যবস্থা, সামাজিক নিরাপত্তা বৃদ্ধি এবং ইউরোপ থেকে আগত আশ্রয়প্রার্থীদের এদেশে ঢোকবার অনুমতি দিতে এটি অস্বীকার করেছিল। শাসনব্যবস্থার প্রয়োজনে কেবল প্রেসিডেণ্টের মৃত্যু ঘটলে কে তাঁর স্থলাভিষিক্ত হবেন সেই সম্পর্কে আইনটি তারা স্বীকার ক'রে নিল। এই আইন অনুসারে ঠিক হ'ল যে যদি প্রেসিডেণ্ট এবং ভাইস প্রেসিডেণ্ট মারা যান তাহলে ম্যাজিস্ট্রেটরা কাজের নির্দেশের জন্য যাবেন প্রথমে হাউস অব রিপ্রেজেনটেটিভস-এর সভাপতির কাছে, তারপরে যিনি সাময়িক ভাবে সেনেটে প্রেসিডেণ্টের কাজ করবেন তাঁর কাছে, এবং তার পরে বিভাগগুলির প্রবর্তনের কালক্রম অনুসারে সেইসব বিভাগীয় মন্ত্রীদের কাছে। ট্যাক্স কমাবার প্রশ্নে প্রেসিডেণ্ট ও কংগ্রেসের মধ্যে প্রবল মতানৈক্য দেখা গেছল। ভোটদাতাদের সন্তুষ্ট করবার জন্য আইনসভার দুটি বিভাগই চার বিলিয়ন ডলার ট্যাক্স কমিয়ে দিলেন। কালোপযোগী এবং উপযুক্তভাবে তৈরী নয় ব'লে প্রেসিডেণ্ট এই আইনটি দুবার ভেটো প্রয়োগে বাতিল ক'রে দিলেন।

জাতির খরচ এত বেশী পরিমাণে হ'তে লাগল—১৯৪৮-৪৯-এ খরচ ধার্য হয়েছিল চার বিলিয়ন ডলারের বেশী, যা শান্তিকালীন অবস্থায় সর্বোচ্চ—যে, কর কমান অসম্ভব ছিল। এটা সে-যুগের একটা অদ্ভুত ব্যাপার ছিল যে জাতির সমৃদ্ধির সময়েও জাতির ঋণ কমান সম্ভব হয়নি। আসলে ঋণ বেড়েই চলেছিল এবং ১৯৪৯-এর ডিসেম্বর মাসে সেটি সর্বোচ্চ স্তরে উঠে দাঁড়িয়েছিল দু'শ' সাতান্ন বিলিয়ন ডলার। প্রতি বছরই আয়-ব্যয়ের হিসাবে ঘাটতি থেকে যেত। ১৯৪৯-এর শেষের দিকে ট্রুম্যান ঘোষণা করলেন যে ঋণ করা বন্ধ করতে হবে। তিনি সাংবাদিকদের কাছে বলেছিলেন, "সরকারী কাজ চালাবার জন্য আমাদের টাকার ব্যবস্থা করতেই হবে।" কিন্তু তৎকালীন আন্তর্জাতিক অবস্থায় বেশী খরচ অপরিহার্য হয়ে উঠেছিল।

ট্রুম্যান ও আনুগত্য। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পরেই আনুগত্য, একতা এবং পুরোমাত্রায় আমেরিকান রীতিনীতির জন্য এমন আন্দোলন চলেছিল যাতে অনেক দেশভক্ত উদার-হৃদয় ব্যক্তিকে দুঃখ ভোগ করতে হয়েছে। এখন আবার সেই অবস্থার

আরও সাংঘাতিক আকারে পুনরাবির্ভাব ঘটল। যদিও যুক্তরাষ্ট্রে কমিউনিস্ট দলের সদস্যসংখ্যা ছিল খুব জোর পঁচাত্তর হাজার এবং যদিও সে-সংখ্যা ক'মে যাচ্ছিল, তবু যথেচ্ছ ভাবে সেটির আনুগত্যের অভাব সম্পর্কে অনুসন্ধান করবার জন্য এবং সেটিকে বেআইনী ঘোষণা করবার জন্য সরকারী মহল, সাময়িক পত্র এবং চিত্ত-বিনোদনের সংস্থাগুলি থেকে জোর তাগিদ চলতে থাকল। এই আন্দোলন মূল ব্যক্তিগত অধিকারকে বিপন্ন ক'রে তুলেছিল এবং দেশের বুদ্ধিমান নেতারা এই আন্দোলনের বিরুদ্ধে দাঁড়ান স্থির করেছিলেন।

আমেরিকা-বিরোধী ক্রিয়াকলাপের জন্য অষ্টাদশ কংগ্রেসের হাউস অব রিপ্রে-জেন্টেটিভস-এর এক সমিতি ব্যাপারটাকে অন্য ভাবে দেখছিল। এদের দলপতি নিউ জার্সির প্রতিনিধি জে. পার্নেল টমাস এবং প্রেসিডেন্ট ট্রুম্যানের 'বিশেষ অধি-কার সমিতি', ১৯৪৭-এ তাদের কার্যবিবরণী পেশ করেছিল। টমাস সমিতি বলল যে 'গণতন্ত্রের সপক্ষে আমেরিকার যুবক-যুবতীরা' প্রভৃতি কয়েকটি কমিউনিস্ট দলকে তারা ধরিয়ে দিয়েছে। তারা এমন হলিউডের দশজন পরিচালক ও লেখককে ধরিয়ে দিয়েছে, যারা কংগ্রেসের অবমাননার জন্য নিন্দিত হয়েছে; কমিউনিস্ট দলের সম্পাদক ইউজিন ডেনিসের বিচার ও শাস্তি করাল এবং জার্হাট ও হান্স আয়-লারের মতো কুপ্রসিদ্ধ কমিউনিস্ট প্রতিনিধিদের স্বরূপ জনসমাজে উদ্ঘাটিত করল। এই সমিতির কার্যকলাপ প্রচুরভাবে সন্দেহজনক ছিল। জেনারল ইলেকট্রিক কম্প্যানির সভাপতি চার্লস ই. উইলসনের নেতৃত্বে সভাপতির সমিতি এক একশ' পঁচাত্তর পৃষ্ঠাব্যাপী রিপোর্ট লিখল যে এইভাবে নিরাপত্তার নামে একটির পর একটি ব্যক্তিগত স্বাধীনতাকে বিপন্ন করা হচ্ছিল। এদের মতে এটা চলছিল সমগ্র দেশের সর্বত্র। "বিভিন্ন সময়ে দেশের প্রায় সর্বত্রই কোন না কোন ব্যক্তির অধিকারে লজ্জা-জনক ভাবে হস্তক্ষেপ করা হচ্ছিল।" এদিক দিয়ে যথেচ্ছ ব্যবহারের ঘটনাগুলির একটি তালিকা এই সমিতি প্রস্তুত করল এবং এর বিরুদ্ধে অবিলম্বে ব্যবস্থা অবলম্বনের জন্য সুপারিশ করল।

১৯৪৬-এর শীতকালে ট্রুম্যান একটি আদেশ জারী ক'রে বেতনভোগীদের আনুগত্য সম্পর্কে প্রেসিডেন্টের একটি অস্থায়ী কমিশন নিযুক্ত করলেন এবং সেটিকে কার্যসূচি প্রস্তুত করতে বললেন। পরের বছর একটি বিস্তারিত কর্ম-পদ্ধতি স্থির হ'ল। সমগ্র দেশের অঞ্চলে অঞ্চলে বে-সামরিক কর্তৃপক্ষের অধীনে আনুগত্য-বোর্ড স্থাপিত হ'ল; সেগুলির সামনেই বিচার হ'ত সেই সব লোকেদের যারা আনুগত্যের অভাব দেখাত কিংবা কোন নাশকতামূলক কাজে লিপ্ত হ'ত। এইসব ব্যক্তির পক্ষে উকিল দাঁড়াত এবং তারা বোর্ডের রায়ে অসন্তুষ্ট হ'লে আনু-গত্য-পুনর্বিবেচক বোর্ডের কাছে আপীল করতে পারত। এই দলটিতে ট্রুম্যান-

এর দ্বারা নির্বাচিত তেইশজন লোক থাকতেন এবং তাঁদের নেতা ছিলেন সংরক্ষণশীল রিপাব্লিকান সেণ্ট রিচার্ডসন।

সরকারী কাজের নিরাপত্তার জন্য এই সাময়িক ব্যবস্থায় সুবিধা থাকলেও, এটির অনেক গুরুত্বপূর্ণ দোষ ছিল। এই ব্যবস্থায় ধ'রে নেওয়া হয়েছিল যে সরকারী কর্মলাভ একটা অনুগ্রহ পাওয়া মাত্র, এর উপর লোকের দাবি নেই এবং "কোন ব্যক্তি যে অনুগত নয় সেকথা বিশ্বাস করবার যুক্তিসংগত কারণ থাকলে" তাকে কাজ থেকে ছাড়িয়ে দেওয়া চলে। যে-কজন লোকের উপর সন্দেহ ছিল, তারা তাড়াতাড়ি পদত্যাগ করল; অন্য অনেককে ছাড়িয়ে দেওয়া হ'ল। ট্রুম্যান পরে লিখেছিলেন, যদিও কোন ব্যক্তি তার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ থেকে মুক্ত হয়, তবু তার সম্বন্ধে সংগৃহীত খবরগুলি ফাইলে থেকে যায়, প্রতিবার এক কাজ থেকে আরেক কাজে বদলির সময় ফাইলগুলি উল্টেপাল্টে দেখা হয় এবং তাকে আবার নতুন ক'রে নিজেকে অভিযোগ থেকে মুক্ত করতে হয়। ট্রুম্যান লিখেছিলেন, "এটা আমেরিকার ন্যায়বিচারের ঐতিহ্য নয়।" পরে এই অবস্থার আরও অবনতি ঘটেছিল।

ট্রুম্যানের পুনর্নির্বাচন। আশীতিতম কংগ্রেসের সঙ্গে প্রেসিডেণ্টের সংগ্রামের জন্য তাঁর উপর প্রগতিশীল ব্যক্তিদের এবং শ্রমিকদের সহানুভূতি এসেছিল। ১৯৪৮-এর বসন্তকালে তিনি যখন কংগ্রেসের কীর্তিকলাপের বিরুদ্ধে বক্তৃতা দিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছিলেন, তখন তিনি প্রচুর পরিমাণে জনসম্বর্ধনা লাভ করেছিলেন। তবুও আসন্ন প্রেসিডেণ্ট-নির্বাচনে ডেমক্র্যাট দলের সাফল্যের সম্ভাবনা যে খুবই কম ছিল, এটাই সকলে ভেবেছিল। তার একটি কারণ ছিল এই যে হেনরি এ. ওয়ালেস যদিও তৃতীয় দলের প্রতিনিধি হিসাবে দাঁড়িয়েছিলেন এবং যদিও তিনি রিপাব্লিকান ও ডেমক্র্যাট দুই দলকেই আক্রমণ করছিলেন, ডেমক্র্যাট দলের অনেক ভোটই তাঁর পাবার সম্ভাবনা ছিল। আর একটি কারণ ছিল এই যে নিগ্রোদের নাগরিক অধিকার দেবার জন্য ট্রুম্যান যে কার্যক্রম তৈরি করেছিলেন দক্ষিণাঞ্চলের ডেমক্র্যাটরা খোলাখুলিভাবে তার বিপক্ষে দাঁড়িয়েছিল। যে ডোয়াইট আইজেনহাওয়ার-এর সপক্ষে ট্রুম্যান স'রে দাঁড়াতে রাজী ছিলেন, তাঁরই হাতে দলের প্রতিনিধি নির্বাচনের ভার দেবার জন্য এক আন্দোলন শুরু হ'ল। কেউই বুঝতে পারছিল না জেনারল কোন দলে ছিলেন। যখন আইজেনহাওয়ার কোন দলেই যোগ দিতে প্রবলভাবে অস্বীকার করলেন, তখন প্রেসিডেণ্ট-এর দ্বারস্থ হওয়া ছাড়া ডেমক্র্যাটদের আর অন্য উপায় রইল না।

জুলাই মাসে ফিলাডেলফিয়ার ডেমক্র্যাট দলের সম্মেলন কোন মতদ্বৈত বা উৎসাহ না দেখিয়ে ট্রুম্যানকে প্রতিনিধি মনোনীত করল। একমাত্র ট্রুম্যানই অদম্য

মনোভাব দেখিয়েছিলেন। "ফেয়ার ডিল"-এর পটভূমিকায় দলকে দাঁড় করবার জন্য তিনি প্রবলভাবে দাবি করলেন। মনোনয়ন গ্রহণ করার সময় তিনি যে-বক্তৃতা দিলেন তাতে তিনি জানালেন যে তাঁর কর্মপন্থার বিরুদ্ধপন্থীদের তিনি কোনক্রমে দয়ামায়া দেখাবেন না। তিনি রিপাব্লিকানদের দমিয়ে দিলেন এই ব'লে যে রিপাব্লিকানরা এখন যেসব প্রগতিবাদী মত প্রচার করছেন, তাদের সেগুলি কাজ দিয়ে প্রমাণ করবার সুযোগ দেবার জন্য অশীতিতম কংগ্রেসের একটি বিশেষ অধিবেশন তিনি আহ্বান করবেন। যদি প্রয়োজন হয়, ট্রুম্যান একাই সংগ্রাম চালিয়ে নিয়ে যাবেন।

কিছুদিন তাঁকে সম্পূর্ণ একাকী মনে হ'তে লাগল। ফিলাডেলফিয়াতেই রিপাব্লিকানরা মিলিত হয়ে টমাস ই. ডিউই-কে মনোনীত ক'রে দলের সকলকে তাঁর পিছনে দাঁড় করিয়েছিল। কিছুদিন মনে হ'তে লাগল যে পূর্বতন প্রেসিডেণ্টর পুত্র সেনেট-সদস্য রবার্ট এ. ট্যাফ্‌ট তাঁর নিউ ইয়র্কবাসী প্রতিযোগীকে পরাস্ত করবেন। তাঁর সম্পর্কে বলা হ'ত যে, "একবার মতি স্থির করলে তাঁর মতো সুমতি আর কোন ব্যক্তির ছিল না।" কিন্তু ট্যাফ্‌টের মধ্যে কিছু কিছু প্রগতিশীল মনোভাব থাকলেও, তার চিত্ত এবং চরিত্র কালের অনুপযোগী ভাবে প্রাচীনপন্থী ছিল। যুদ্ধের আগে তিনি কিভাবে অন্য দেশ থেকে দূরে থাকতে চেয়েছিলেন এবং যুদ্ধের পরে তিনি রাষ্ট্রসংঘ সম্পর্কে কিরূপ নিরুৎসাহ মনোভাব দেখিয়েছিলেন, তা সকলের স্পষ্টভাবে মনে পড়ল এবং তাঁর প্রবল সততা সত্ত্বেও তাঁর খেয়াল ও কুসংস্কারগুলির জন্য তাঁর উপর পূর্ণ আস্থা রাখতে কেউ পারছিল না। ডিউই-র বয়েস ছিল তাঁর চেয়ে কম, তাঁর ব্যক্তিগত আকর্ষণ ছিল বেশী, মনোভাব ছিল উদারপন্থী এবং কার্যক্রম ছিল বেশী সুনিয়ন্ত্রিত। তৃতীয় ব্যালটে মনোনীত হয়ে তিনি তাঁর সহযোগী হিসাবে পেয়েছিলেন ক্যালিফোর্নিয়ার জনপ্রিয় গভার্নর আর্ল ওয়ারেনকে, যিনি তাঁর রাষ্ট্রটির সহযোগিতা লাভ করবেন ব'লে আশা করা গিয়েছিল। রিপাব্লিকানরা আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রেই তাদের কর্মসূচি ঘোষণা করল, কিন্তু স্বদেশের গুরুত্বপূর্ণ সমস্যাগুলি সম্পর্কে তাদের মনোভাব স্পষ্ট বোঝা যায়নি।

ট্রুম্যানের সম্ভাবনাকে আরো অন্ধকারে আচ্ছন্ন ক'রে দক্ষিণের ডেমক্র্যাটরা এক সম্মেলনে মিলিত হয়ে দক্ষিণ ক্যারোলাইনার গভার্নর জে. স্ট্রম থার্মণ্ডকে এবং মিসিসিপির গভার্নর ফিল্ডিং এল. রাইট-কে মনোনীত করল। ক্যালিফোর্নিয়ার মতোই উপসাগরীয় রাষ্ট্রের তৈলপতিরা সাগরের নিকটস্থ অঞ্চলগুলিকে রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণাধীন করতে চাইছিল। সুতরাং সেসম্পর্কে একটি আইনের উপর ট্রুম্যানেব ভেটো প্রয়োগে ক্রুদ্ধ হয়ে, তারা 'ডিক্সিক্র্যাট' দলের জন্য অর্থসাহায্য করতে লাগল। দক্ষিণের বেশির ভাগ রক্ষণশীলেরা তাদের পুরনো দ'লের প্রতিই আনুগত্য দেখাতে লাগল তাই মনে হ'ল যে থার্মণ্ড মাত্র কয়েকটি রাষ্ট্রের সাহায্য পেলেই, নির্বাচন হাউস অব রিপ্রে-

জেনটেটিভস-এর হাতে চ'লে যাবে। ইতিমধ্যে ওয়ালেস দ্রুত সংগঠিত প্রোগ্রেসিভ দলের দ্বারা মনোনীত হ'লেন এবং তিনি এই বক্তৃতা দিয়ে বেড়াতে লাগলেন যে ট্রুম্যান অবিলম্বে দেশকে রাশিয়ার সঙ্গে যুদ্ধে লিপ্ত করাবেন। যত তাড়াতাড়ি কমিউনিস্টরা তাঁর দলে যোগ দিতে লাগল, তত দ্রুতভাবেই সত্যিকারের প্রগতিপন্থীরা তাঁর দল ত্যাগ করল। সকল কেন্দ্রের ভোটদান থেকে মনে হ'তে লাগল যে রিপাব্লিকানরা সহজেই জয়লাভ করবে। বেশির ভাগ ভোটদাতাকেই নিরুৎসাহ দেখাচ্ছিল।

কিন্তু প্রেসিডেন্ট নিরুৎসাহ হননি; বহুস্থানে তিনি স্থানীয় ভাষায় বক্তৃতা ক'রে অশীতিতম কংগ্রেস ও ডিউইকে আক্রমণ করলেন এবং নিজের কাজকর্মকে সমর্থন করলেন। তিনি একা এইভাবে অভিযান চালিয়ে সকলের শ্রদ্ধা অর্জন করলেন। ইতিমধ্যে ডিউই জয়লাভ সম্পর্কে এমন স্থিরনিশ্চিত হয়েছিলেন যে তিনি আসল সমস্যাগুলির কথা বাদ দিয়ে কেবলমাত্র জাতীয় একতার কথা বলতে লাগলেন। তাঁর এই জলো ভাবভঙ্গি কাউকে আকর্ষণ ত করেই নি, বরং অনেককে এতে বিরক্ত হয়েছিল।

ভোটগ্রহণের পরের দিন সমগ্র জাতির জন্য ইতিহাসের চরমতম বিস্ময় অপেক্ষা করছিল। দুকোটি চল্লিশ লক্ষ সাধারণ ভোট এবং তিনশ' তিনটি নির্বাচনী ভোট পেয়ে ট্রুম্যান জয়লাভ করেছেন; ডিউই দুকোটি বিশ লক্ষ সাধারণ ভোট এবং একশ' উনআশীটি নির্বাচনী ভোটও ঠিক পাননি। থার্মণ্ড লুইজিয়ানা, মিসিসিপি, এ্যালাবামা এবং দক্ষিণ ক্যারোলাইনাতে জয়লাভ করেছেন। ওয়ালেস একটি রাষ্ট্রেও জয়লাভ করেননি। অনেকে বলল এর কারণ ভোটারদের মাত্র তিন-পঞ্চমাংশ ভোট দিতে এসেছিল; অনেকে ডিউই-র জলো বক্তৃতাকে দোষ দিল—তিনি নিশ্চিত জয়লাভকে পরাজয়ে পরিণত করেছিলেন। বোধহয় এর বৃহত্তর কারণ ছিল এই যে আমেরিকানরা অদম্য যোদ্ধাকে পছন্দ করে। দেশ যে মূলতঃ তখন ডেমক্র্যাটদের দিকে ঝুঁকে পড়েছিল তা কংগ্রেসের নির্বাচনী ফলাফল থেকেই প্রমাণিত হ'ল; নতুন সেনেটে প্রতিপক্ষের বিয়াল্লিশের বিরুদ্ধে ডেমক্র্যাটদলের সদস্যসংখ্যা হয়েছিল চুয়ান্ন এবং হাউস অব রিপ্রেজেনটেটিভস-এ একশ' একষট্টির বিরুদ্ধে দু'শ তেষট্টি। ট্রুম্যানের পক্ষে এতে বিশেষ কিছু যায় আসেনি; ডিক্সিক্র্যাট ও রিপাব্লিকানদের যোগাযোগে তখনো ক্ষমতা হাতে থাকবে।

নিউ ডিল-এর অন্তর্ধান। ট্রুম্যানের চেয়ে বেশী বুদ্ধিমান ও দূরদৃষ্টিসম্পন্ন আর কেউ প্রেসিডেন্ট হ'লে তিনি হয়ত অশীতিতম কংগ্রেসকে দিয়ে আরো বেশী কাজ করাতে পারতেন। নির্বাচনের ঠিক পরেই কংগ্রেসের অধিবেশন হয়েছিল। যখন তিনি ১৯৪৯-এর জানুয়ারি মাসে নিউ ডিলের সম্ভাবনা বাড়িয়ে ফেয়ার

ডিল-এর কর্মসূচি কংগ্রেসের সামনে হাজির করলেন, তাতে বিশেষ কিছু লাভ হ'ল না। প্রায় প্রেসিডেন্টই দ্বিতীয় বার নির্বাচনের পর বেশী অসুবিধার সম্মুখীন হ'ন। ১৯৪৯-৫২-তে কংগ্রেসে ট্রুম্যানের প্রতিপত্তি ১৯১১-১২-তে ট্যাফ্‌টের সম-পর্যায়ে নেমে এসেছিল, যদিও তা ১৮৯৫-৯৬-তে ক্লেভল্যাণ্ডের মতো বা ১৯৩১-৩২-এ হুভার-এর মতো অতটা নিচে নামেনি।

জাতিগত বৈষম্য সম্পর্কে তাঁর প্রস্তাব দক্ষিণের সদস্যেরা কিছুতেই মেনে নিল না। চাকরির ন্যায়সঙ্গত নিয়ম সম্পর্কে একটি দুর্বল আইন এবং ভোট-কর বাতিল ক'রে একটি আইন হাউস অব রিপ্রেজেনটেটিভস-এ পাশ হ'লেও, সেনেট সেগুলি গ্রহণ করল না। বিদ্যালয়গুলিকে যুক্তরাষ্ট্রীয় সাহায্যদান সম্পর্কে মতবিরোধ চলতেই থাকল। ট্যাফ্‌ট-হার্টলি আইনটিকে বাতিল করা দূরে থাক, ট্রুম্যান সেটিকে সংশোধন করতেও পারলেন না। কংগ্রেস অবশ্য বাসস্থান সম্পর্কিত একটি আইন গ্রহণ করেছিল (এপ্রিল, ১৯৫০); যাতে বস্তি পরিষ্কার ক'রে কম খরচের বাড়ি তৈরির জন্য দেড় বিলিয়ন ডলার খরচ অনুমোদিত হয়েছিল। স্থপতিবিদ্যায় এবং বিজ্ঞান সম্পর্কে মূল গবেষণার একটি জাতীয় কর্মসূচি তৈরি করতে একটি জাতীয় বিজ্ঞান পরিষদ স্থাপনের জন্য কংগ্রেস একটি গুরুত্বপূর্ণ ব্যবস্থা অবলম্বন করেছিল। সর্বনিম্ন বেতনের পূর্বকালীন ঘণ্টায় চল্লিশ সেণ্ট হারকে কংগ্রেস ঘণ্টায় পঁচাত্তর সেণ্ট হারে বর্ধিত করেছিল (১৯৪৯)। সব চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার হ'ল, কংগ্রেস সামাজিক নিরাপত্তা আইনের আওতা বাড়িয়ে দিয়েছিল। ফলে আগেকার সাড়ে তিন কোটি লোকের জায়গায় সেটি সাড়ে চার কোটি লোকের উপর প্রযোজ্য হয়েছিল (১৯৫০)। কিন্তু ট্রুম্যান যে টি. ভি. এ-র মতো অন্যান্য উপত্যকাতেও পরিকল্পনা প্রস্তুত করবার জন্য অনুরোধ করেছিলেন, কংগ্রেস তা নিয়ে মাথা ঘামাতে অস্বীকার করেছিল।

ইতিমধ্যে মুদ্রাস্ফীতি অপ্রতিহত গতিতে এগিয়ে চলেছিল। ১৯৫০-এ প্রতিরক্ষা উৎপাদন আইন অনুসারে একটি অর্থনৈতিক স্থায়িত্ব সংস্থা গঠিত হয়েছিল; এটির নেতা ছিলেন প্রথমে ডক্টর এ্যালান ভ্যালেনটাইন এবং পরে মাইকেল ডিসাল। ভ্যালেনটাইন চেষ্টা করেছিলেন কতকগুলি দ্রব্যকে নিয়ন্ত্রণের মধ্যে এনে উৎপাদনকারী ও দোকানদারদের দ্বারা কোন কোন দ্রব্যের দাম বেঁধে দিতে। ডিসাল চেষ্টা করেছিলেন সবকিছুর দাম বেঁধে দিতে। এঁদের মধ্যে কেউই সফল হ'তে পারেননি। বিশেষ ক'রে কোরিয়ার যুদ্ধ আরম্ভ হবার পর বেতন মূল্যের এবং মূল্য বেতনের অনুসরণ করছিল। বেতনভোগীরা, যেসব শ্রমিকরা কোন শক্তিশালী ইউনিয়নের সদস্য ছিল না, চাষীরা এবং অন্যান্য যেসব লোকেরা বেতনকে কালোপযোগী হারে বাড়াতে পারেনি—তারা বিশেষ কষ্ট পেতে লাগল।

মোটের উপর মুদ্রাস্ফীতির সমস্যা খুব জটিল হয়ে দাঁড়িয়ে গিয়েছিল। কিছু করার প্রয়োজন ছিল। প্রতিরক্ষা সংগঠন কার্যালয়ের চার্লস ই. উইলসন বলেছিলেন, "যদি এই স্বেচ্ছাচারী মুদ্রাস্ফীতি আমেরিকায় প্রাধান্য পায়, তাহলে জাতি দেউলে হয়ে যাবে এবং একটিও গুলি না ছুড়ে জয়লাভের যে-স্বপ্ন স্ট্যালিন দেখেছিলেন তা সফল হবে।" ১৯৫১-র জানুয়ারি মাসে কর্তৃপক্ষ মূল্যকে একটা নির্দিষ্ট মানের মধ্যে রাখবার হুকুম জারী করল; কিন্তু এই হুকুমের মধ্যে অনেক ব্যতিক্রম ছিল, তাই সেটি কেবল কিছুদিনের জন্য কার্যকরী হ'ল। মুদ্রাস্ফীতির একমাত্র প্রতিষেধক ছিল ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত করভার বাড়িয়ে দেওয়া। সেই বছরেই সেকাজ শুরু হয়েছিল।

কমিউনিজম এবং আবার নিরাপত্তা। ট্রুম্যানের নির্বাচনের অব্যবহিত পরেই কতকগুলি চমকপ্রদ ঘটনা দেশে কমিউনিস্টদের কার্যকলাপের উপর সকলের দৃষ্টি নিবদ্ধ করল এবং জনসাধারণের চিত্তকে এমনি উত্তেজিত করল যে অনেকেই আশঙ্কা করতে লাগল যে কমিউনিস্টদের বিরুদ্ধে হিস্টিরিয়ার সৃষ্টি হ'তে পারে।

১৯৪০-এর যে স্মিথ আইন অনুসারে হিংসাত্মকভাবে সরকারকে গদীচ্যুত করবার জন্য জনমত গঠনের ষড়যন্ত্র অপরাধ বলে গণ্য হ'ত, সেই আইন ভঙ্গের অভিযোগে ১৯৪৯-এ কমিউনিস্ট দলের 'পলিটব্যুরো'-র সদস্য এগার জন নেতাকে বিচারের জন্য আদালতে হাজির করা হ'ল। আদালতে কতকগুলি প্রশ্ন উত্থাপন করা হ'ল : কমিউনিস্ট দল কি ষড়যন্ত্রকারী? দলটি কি মস্কো থেকেই সব নির্দেশ নেয়? সেটি কি শক্তিপ্রয়োগে সরকারকে বাতিল করতে চায়? পরে না হ'লেও, তখন স্মিথ আইন সংবিধান অনুযায়ী কিনা সেবিষয়ে সন্দেহ পোষণ করা হ'ত; কিন্তু বিচারপতি হ্যারল্ড মেডিনা শোভন ও নিরপেক্ষভাবে বিচার পরিচালনার পর ষোল হাজার শব্দের এক রায়ে সাক্ষ্যগুলিকে সাজিয়ে চার্জ গঠন ক'রে জুরীদের নির্দেশ দিলেন স্মিথ আইনকে সংবিধানসম্মত বলেই ধ'রে নিতে। জুরীরা এগার জনকেই দোষী সাব্যস্ত করায় তাঁরা জেলে গেলেন।

প্রায় সেই সময়েই এ্যালগার হিস-এর বিচার শুরু হ'ল। আগে ইনি রাষ্ট্রীয় দপ্তরে কিছু গুরুত্বপূর্ণ কাজ করেছিলেন এবং তারপর আন্তর্জাতিক শান্তির জন্য কার্নেগি প্রতিষ্ঠানের প্রধান ছিলেন। তিনি যে রাষ্ট্রীয় দপ্তরের কাগজপত্র হুইটেকার চেম্বার্সকে দেননি এবং কোন বিশেষ তারিখের পর চেম্বার্সের সঙ্গে যে তাঁর দেখা-সাক্ষাৎ হয়নি, যুক্তরাষ্ট্রীয় জুরীদের সামনে, এই মিথ্যা সাক্ষ্যদানের দায়ে তাঁকে অভিযুক্ত করা হ'ল। এই বিচারটিকে একটি রহস্যের আবহাওয়ায় ঘিরে ছিল। প্রথম জুরীর দল তাঁকে ছেড়ে দিলেও, দ্বিতীয় জুরীর দল তাঁকে দোষী সাব্যস্ত

করল এবং তার পাঁচ বছর জেল হ'ল। কমিউনিস্টপন্থী কার্যকলাপের জন্য কয়েক-জন বিদেশীকে অভিযুক্ত ক'রে সরকার তাদের দেশত্যাগে বাধ্য করল। বিদ্যালয় ও বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক সমেত সমস্ত বেতনভোগীদের আনুগত্যের শপথ নেবার নির্দেশ দিয়ে কতকগুলি রাষ্ট্র আইন তৈরি করল এবং অন্যান্য রাষ্ট্র সেবিষয়ে বিবেচনা করতে লাগল। নিউ ইয়র্কে কতকগুলি শিক্ষকের নাশকতামূলক দলে লিপ্ত থাকার অভিযোগ আনল রাষ্ট্রীয় বোর্ড অব রিজেণ্ট, তাই তাদের সর্বশক্তিমান ফিনবার্গ আইন অনুসারে কাজ থেকে ছাড়িয়ে দেওয়া হয়েছিল; কিন্তু এতে এমন গণবিক্ষোভ শুরু হয়েছিল যে তাঁদের পদচ্যুতির নির্দেশ বাতিল করা হয়েছিল।

অনেক আমেরিকান ভয় করতে লাগল যে কোরিয়া যুদ্ধে জনমত উত্তেজিত হওয়ায়, দেশের অভ্যন্তরে বিপদ নিবারণের চেষ্টা শিথিল হয়ে যাবে এবং তার ফলে কমিউনিস্ট গুপ্তচর ও ষড়যন্ত্রকারীরা যা ক্ষতি করতে পারত তার চেয়ে বেশী ক্ষতি হবে। তাদের মতে সমগ্র দেশকে ভয়, সন্দেহ এবং অত্যাচারের আবহাওয়া গ্রাস করছিল এবং নিরাপত্তার নামে কথা বলার, লেখা প্রকাশ করার, সভাসমিতি করার এবং প্রতিবাদ করার অধিকার প্রচুরভাবে দমন করা হচ্ছিল। বুদ্ধিমান গণনেতারা বললেন যে কোন দলের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট থাকাকে অপরাধ ব'লে গণ্য করা ন্যায়সঙ্গত ও সমর্থনযোগ্য হতে পারে না এবং কোন ব্যক্তিই "নাশকতামূলক সংগঠন"গুলির একটি সঠিক তালিকা তৈরি করতে পারেন না; যদি বিদ্যালয়, বিশ্ববিদ্যালয়, জন-সংযোগ ক্ষেত্র এবং সরকারী অফিসগুলি থেকে পাইকারী হারে দেশদ্রোহিতার অপরাধে লোকেদের তাড়াতে শুরু করা হয়, তাহলে অনেক নির্দোষ সরল ব্যক্তির সর্বনাশ হবে, অথচ সুচতুর দোষী ব্যক্তিরা ধরা পড়বে না। ট্রুম্যানের শাসনব্যবস্থা জনসাধারণের উত্তেজনা প্রশমনের জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করতে লাগল। কিন্তু কংগ্রেস সেরূপ সাবধানী ছিল না। ১৯৫১-৫২-তে সেনেট-সদস্য প্যাট ম্যাককারানের আভ্য-ন্তরীণ নিরাপত্তা সাবকমিটি সুবুদ্ধির চেয়ে উৎসাহ বেশী দেখিয়েছিল, এবং হাউস অব রিপ্রেজেনটেটিভস-এর আমেরিকাবিরোধী কার্যকলাপ সমিতি অসাবধান ভাবেই চলতে লাগল।

একজন মাতব্বরের পদের সুযোগ এসেছিল এবং ১৯৫০-এ উইসকনসিনের জোসেফ আর. ম্যাককার্থি এগিয়ে এসে সেপদটি গ্রহণ করলেন। চতুর, বেপরোয়া, হাঁকডাকপ্রিয় তিনি দেখলেন যে মিথ্যা অভিযোগ, নির্লজ্জ ও অন্যায় আক্রমণ এবং কুসংস্কারের কাছে আবেদন ক'রে তিনি জাতীয় নেতৃত্ব—এমনকি ক্ষমতা— লাভ করতে পারেন। তাঁর যুধ্যমান মুখমণ্ডল, তীক্ষ্ণ কণ্ঠস্বর এবং নির্জলা মিথ্যা কথা বলার অভ্যাস শীঘ্রই টেলিভিসনের শ্রোতৃমণ্ডলীর কাছে সুপরিচিত হয়ে উঠল। দৈনিক পত্রিকার বড় বড় হেডিংগুলো কি ক'রে লাভ করতে হয় তা তাঁর জানা ছিল। তিনি

প্রথম হৈচৈ তুললেন এই ব'লে যে এ্যাচিসনের অধীনে রাষ্ট্রীয় দপ্তর দু'শ' পাঁচজন জানা কমিউনিস্টকে আশ্রয় দিয়েছে এবং জন হপকিন্স বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ও যুদ্ধসম্পর্কিত খবরাখবর অফিসের প্রশান্ত মহাসাগরীয় বিভাগের পূর্বতন অধিকর্তা আওয়েন ল্যাটিমোর ছিলেন 'যুক্তরাষ্ট্রে রাশিয়ার সর্বশ্রেষ্ঠ গুপ্তচর'। রাষ্ট্রীয় দপ্তরে কোন কমিউনিস্টকেই খুঁজে পাওয়া গেল না। অনেক অনুসন্ধানের পর সেনেটের এক বিশেষ কমিটি ল্যাটিমোরকে নির্দোষ সাব্যস্ত করল। আইজেনহাওয়ার সরকারের পক্ষ থেকে তাঁর বিরুদ্ধে যাকিছু অভিযোগ আনা হয়েছিল, পরে আদালত তা নাকচ ক'রে দিল। কিন্তু সেনেটে ম্যাককার্থির উচ্চরবে, নিন্দাপ্রচারে, হিস-এর দোষ প্রমাণিত হওয়ায় এবং ব্রিটিশ পদার্থবিজ্ঞানী ক্লজ ফ্যাক্স যে আণবিক শক্তির গুপ্তকথা রাশিয়াকে ব'লে দিয়েছে সেকথা জানা যাওয়ায় বহু ব্যক্তি বিভ্রান্ত হয়ে পড়ল। রিপাব্লিকানরা কংগ্রেসে ক্ষমতা লাভ করলে ম্যাককার্থি বৃহত্তর অভিনয় করবার জন্য প্রস্তুত ছিলেন।

যতদিন ম্যাককার্থির কালিমা লেপনের অভ্যাস সেনেটের চার দেওয়ালের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল, ততদিন তিনি মানহানির জন্য অভিযুক্ত হওয়া এড়িয়ে গিয়েছিলেন। কিন্তু তাঁর কতকগুলি মতামত এমনি ক্ষতিকারক যে সেগুলি তাঁর নিজের মস্তকেই বজ্রাঘাত করল। ১৯৫১-তে তিনি প্রতিরক্ষা-মন্ত্রী জর্জ মার্শালের বিরুদ্ধে অভিযোগ করলেন যে তিনি যুক্তরাষ্ট্রে [illegible] এক বিরাট ষড়যন্ত্রকে সহ্য করছেন। তিনি রাষ্ট্রদূত, পত্রিকাসম্পাদক এবং সেনেটের সৎ সদস্যদের বিরুদ্ধে অভিযোগ আনলেন। যখনই তাঁর কথা মিথ্যা ব'লে প্রমাণিত হ'ত, যেমন ১৯৫০-এ সেনেটের এক সাবকমিটি মত দিয়েছিলেন যে তাঁর প্রধান অভিযোগগুলি ছিল 'ভিত্তিহীন এবং লোক ঠকাবার জন্য তৈরি কথা', তিনি অমনি বলতেন যে তাঁর প্রতিপক্ষ কমিউনিজমকে চাপা দিচ্ছে। শাসনব্যবস্থার বিরুদ্ধে তাঁর বিষোদ্গার সেটির সম্ভ্রম ও কার্যক্ষমতা নষ্ট করেছিল। সবচেয়ে ক্ষতি হয়েছিল এই যে তাঁর এই সব হৈ-চৈ শুনে পৃথিবীর অন্যান্য স্থানে ধারণা হয়েছিল যে যুক্তরাষ্ট্রে হয়ত কোন ফ্যাসিস্ট আন্দোলন শুরু হয়েছে; এতে যুক্তরাষ্ট্রের যথেষ্ট ক্ষতিসাধন হয়েছিল।

বহু ব্যক্তির মধ্যে ভীতিবিহ্বলতার মাঝখানে ১৯৫০-এ প্রেসিডেন্টের ভেটো অগ্রাহ্য ক'রে ম্যাকক্যারান-নিক্সন আইনটি পাশ হয়েছিল। এই আইন চেয়েছিল যে কমিউনিস্ট সংগঠনের সকল সদস্যকে তাদের নাম রেজিস্ট্রি করতে হবে; জাতীয় প্রতিরক্ষামূলক কারখানাগুলিতে এটি কমিউনিস্টদের নিয়োগ বারণ করেছিল এবং যুদ্ধের সময় কমিউনিস্ট ও অন্যান্য নাশকতামূলক কার্যকারকদের গ্রেপ্তার করবার অনুমতি দিয়েছিল। তাছাড়া যেব্যক্তি কোন সময় কোন সর্বাত্মক প্রতিষ্ঠানের সংগে ছিল, এই আইন তার যুক্তরাষ্ট্রে প্রবেশ বা থাকা নিষেধ ক'রে দিয়েছিল। এরই

আওতায় পড়ে গেছলেন ব্রিটিশ কবি স্টিফেন স্পেন্ডার, যিনি একদিনের জন্য কমিউনিস্ট হয়ে তৎক্ষণাৎ সেজন্য অনুতপ্ত হয়েছিলেন, যেসব প্রসিদ্ধ জার্মান, হাঙ্গেরিয়ান, ইটালিয়ান ও অন্যান্য দেশীয় ব্যক্তিরা পূর্বে ফ্যাসিস্টদলের সঙ্গে সংযুক্ত ছিল এই আইনের জন্য তাদের কাছেও যুক্তরাষ্ট্রের দরজা বন্ধ হয়ে গিয়েছিল, এমনকি যারা নাৎসি অধিকার বিস্তারের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছিল এমন অনেকেই এই আইন থেকে বাদ যায়নি। এর পরেই এসেছিল ১৯৫২-তে ম্যাকক্যারান আইন, এটিও ট্রুম্যানের ভেটোর বিরুদ্ধে গ্রহণ করা হয়েছিল। এতে ঔপনিবেশিক সনদগুলির পুনর্বিবেচনা করা হয়েছিল। প্রেসিডেন্ট লিখেছিলেন যে, যদিও এই আইনটির কিছু কিছু ভাল দিক ছিল, তবু সেগুলি এমন কতকগুলি আইনসংক্রান্ত জটিলতার মধ্যে হারিয়ে গিয়েছিল যেগুলি পুরনো অন্যায়গুলিকে বাঁচিয়ে রাখতে চেয়েছিল এবং স্বাধীনতার পতাকাতলে জগতের সকলকে একত্রিত করবার জন্য আমেরিকার চেষ্টাকে ব্যাহত করেছিল। আইজেনহাওয়ারও অনুরূপ মত দিয়েছিলেন। তিনি বলেছিলেন, অত্যাচারিত বিদেশীদের কাছে আমেরিকা বরাবরই ভরসার স্থান ছিল "অথচ আজকে যেসব চেক, পোল আর হাঙ্গেরিয়ানরা প্রাণ হাতে ক'রে সীমান্ত অতিক্রম করছে, যে-আদর্শ তাদের প্রেরণা দিয়েছে ম্যাকক্যারান আইনের জন্য তা মরীচিকায় পরিণত হবে।"

মোটকথা, যখন ট্রুম্যানের শাসনকাল শেষ হয়ে এল এ-আশঙ্কা দেখা গিয়েছিল যে যুদ্ধকালীন হাঙ্গামা ও নিউ ডিলের প্রতিক্রিয়ায় একটা অতিরিক্ত রক্ষণশীল মনোভাব মাথা চাড়া দিতে পারে। যেমন চলছে তেমনি চলুক এবং আমেরিকার শ্রমশিল্পের সমৃদ্ধিতেই সমগ্র স্বাধীন বিশ্বের ভরসা, সরকারের এই ভাবভঙ্গি এই মনোভাবের আগমনে সাহায্য করেছিল। ক্বচিৎ কদাচিৎ দু'একটা সরকারী ভুলের যে বিরুদ্ধ সমালোচনা হ'ত, তারও ফলাফল তাই হয়েছিল। ১৯৫০-৫১-তে সরকারী আয়ব্যয়ের হিসাব সমান-সমান হয়েছিল। আইজেনহাওয়ার যেটিকে 'বিপদশঙ্কুল যুগ' আখ্যা দিয়েছিলেন, তখন যদি উদার মূল্যমানগুলি সংরক্ষিত হয়ে থাকে, তাহলে চিন্তার আর কিছু থাকে না।

দেশাভ্যন্তরের ঘটনা থেকে আমাদের এবার বিদেশের অন্ধকারাচ্ছন্ন পটভূমিকায় ফিরে যেতে হবে।

চতুর্বিংশ অধ্যায়

কোরিয়ার যুদ্ধ : প্রেসিডেন্টপদে আইজেনহাওয়ার

ট্রুম্যানের স্বাধীন জগতের একত্রীকরণ। কমিউনিস্টরা যখন দক্ষিণ কোরিয়াতে অভিযান করেছিল তখন তারা ভেবেছিল, তারা যে এশিয়াকে দমিয়ে রাখতে পারে তা প্রমাণিত করবার সময় এসেছে। তখন চীন শাসন করছিলেন মাও; ভিয়েৎমিন আশা করছিল তাঁর সাহায্য ফরাসী ইন্দো-চীন নিয়ে নেবে; কমিউনিস্ট চক্রান্তকারীরা ব্রিটিশ মালয়েশিয়াতে গেরিলা যুদ্ধ চালাচ্ছিল, কমিউনিস্টদের দ্বারা অনুপ্রাণিত হাক-রা তখনও ফিলিপাইনস-এ প্রবল ছিল। সারা 'বসন্তকাল ধ'রে পিকিং সরকার ফুচো এবং অন্যান্য বন্দরে রণতরী জমায়েত করছিল ফরমোজার উপর আক্রমণ চালাবার জন্য। তারা যদি কোরিয়া জয় করত, দক্ষিণ পূর্ব এশিয়া থেকে পাশ্চাত্য প্রভাব দূর করতে পারত এবং চিয়াং কাইসেককে নির্মূল করতে পারত, কমিউনিস্টরা এশিয়ায় সমস্ত লোককে ভয় দেখিয়ে দমিয়ে রাখতে পারত।

স্ট্যালিন সম্ভবতঃ আশা করেছিলেন যে যুক্তরাষ্ট্র হস্তক্ষেপ করবার চেষ্টা করবে না। আমেরিকা সাত হাজার মাইল দূরে, তার মাত্র কয়েকটি ডিভিসন সৈন্য যুদ্ধ করার মতো অবস্থায় ছিল এবং এশিয়ায় যুদ্ধ করতে সৈন্য পাঠালে পশ্চিম ইউরোপে সৈন্যসংখ্যা ক'মে যাবে। আমেরিকার প্রতিরক্ষাপরিধি থেকে মন্ত্রী এ্যাচিসন দক্ষিণ কোরিয়াকে বাদ দিয়েছিলেন এবং ম্যাকআর্থার বলেছিলেন যে যারা আমাদের সৈন্যদলকে এশিয়ার কোন ব্যাপারে জড়িয়ে ফেলতে চায়, তারা যেন তাদের মাথা ঠিক আছে কিনা তা পরীক্ষা করিয়ে দেখে।

ভাগ্যক্রমে ট্রুম্যান, এ্যাচিসন এবং তাঁদের পরামর্শদাতারা অবিলম্বে ব্যবস্থা অবলম্বনের নৈতিক গুরুত্ব উপলব্ধি করেছিলেন। তাঁরা যদি দেরি করতেন ইউরোপে আতঙ্কের ঝড় বয়ে যেত। ১৯৫০-এর ২৭শে জুন প্রেসিডেন্ট ঘোষণা করলেন যে তিনি দক্ষিণ কোরিয়ানদের সাহায্য করবার জন্য আমেরিকান স্থল ও বিমানবাহিনী পাঠাচ্ছেন এবং তিনি ফরমোজাকে রক্ষা করবার জন্য সপ্তম রণতরীবহরকে আদেশ করলেন। সেই দিনই পরে রাষ্ট্রসংঘের নিরাপত্তা পরিষদ কমিউনিস্টদের এই আক্রমণ

লেল্যান্ড ডি. বল্ডুইন লিখিত "দি স্ট্রিম অব আমেরিকান হিস্ট্রি" (দ্বিতীয়
থেকে আমেরিকান বুক কম্প্যানি-র অনুমতিক্রমে মুদ্রিত।

প্রতিরোধ করবার জন্য তার সদস্য রাষ্ট্রদের অনুরোধ করল। তারপর ট্রুম্যান সৈন্যদের যুদ্ধক্ষেত্রে যেতে আদেশ পাঠালেন। কংগ্রেসের সামনে ব্যাপারটি উপস্থিত করবার আর সময় ছিল না। তার প্রয়োজনও ছিল না। আমেরিকার জনসাধারণ বুঝল যে স্বাধীন জগতের উপর এই আক্রমণকে প্রতিহত করতেই হবে এবং রাষ্ট্রসংঘ তার মতামতে টিঁকে রইল।

অন্যান্য গণতন্ত্রও দ্রুত ব্যবস্থা অবলম্বন করল। জুলাই-এর গোড়ার দিকেই ব্রিটেন, অস্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যান্ড এবং হল্যান্ড সৈন্য পাঠাতে লাগল। ক্যানাডা অবিলম্বে তাদের পদাঙ্ক অনুসরণ করল; তার পরেই ফ্রান্স, তুর্কি, তাইল্যান্ড, ফিলিপাইন্স আর ব্রেজিল। ৭ই জুলাই যখন একক নেতৃত্বের জন্য নিরাপত্তা পরিষদ যুক্তরাষ্ট্রের কাছে অনুরোধ পাঠাল, ওয়াশিংটন তৎক্ষণাৎ জেনারল ম্যাকআর্থারকে নিযুক্ত করল। সৈন্যদলে লোক বাড়াবার জন্য আইনের খসড়া হ'ল। অনতিবিলম্বে এবং জগতের ইতিহাসে এই প্রথম আক্রমণকারীদের প্রতিহত করতে একটি একত্রিত বিশ্বসৈন্যদলের উপর রাষ্ট্রসংঘের পতাকা উড়তে লাগল। প্রথমে সবচেয়ে বেশী সৈন্য ছিল দক্ষিণ কোরিয়ানদের; সংখ্যার দিক থেকে তারপরেই ছিল আমেরিকানরা এবং যুদ্ধোপকরণের দিক থেকে তারা সবচেয়ে কার্যকরী ছিল। ব্রিটিশ কমনওয়েলথের দিক থেকে ছিল ব্রিটেন, ক্যানাডা, অস্ট্রেলিয়া এবং অন্যান্য স্থানের সৈন্যরা; বাকী জাতিরাও যথেষ্ট সাহায্য করেছিল। ভারতবর্ষ থেকে এসেছিল একটি শুশ্রূষাকারী দল। রাশিয়া রাষ্ট্রসংঘে না থাকায় ভেটোর বাধা না পেয়ে এই সৈন্যদল অবিলম্বে একত্রিত করা সম্ভব হয়েছিল। রাষ্ট্রসংঘ এর জন্য যে প্রতিপত্তি লাভ করল জাতিপুঞ্জ তা কোনদিন পায়নি।

অগ্রসর এবং পশ্চাদপসরণ। প্রথম ছ'সপ্তাহ এই সম্মিলিত সৈন্যদলকে ক্রমাগত এমনি ভাবে পশ্চাদপসরণ করতে হয়েছিল যে সকলে আশংকা করছিল যে আক্রমণ প্রতিহত করতে পারবার আগেই তারা হয়ত সমুদ্রে গিয়ে পড়বে। আক্রমণকারীরা উন্মত্তের মতো বীরত্ব দেখাতে লাগল। তাদের অনেকেই দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে চীনে রুশ এবং জাপানী সৈন্যদলে যুদ্ধ করেছিল; তারা সোভিয়েটদের কাছ থেকে চমৎকার যুদ্ধোপকরণ পেয়েছিল। তারা জাপানিদের কাছ থেকে অপ্রতিরোধ্য অনুপ্রবেশ ও নৈশ যুদ্ধের কৌশল শিখেছিল। তাছাড়া তারা সংখ্যায় ছিল অগণিত। হাতাহাতি যুদ্ধ অনেক সময় বিভ্রান্তিকর হয়ে উঠেছিল। একজন আমেরিকান সেনাধ্যক্ষ চিৎকার ক'রে ব'লে উঠেছিলেন, "কারা যে কাদের ঘিরে ফেলছে কিছুই বুঝতে পারছি না।" জাপানে আমেরিকার যুদ্ধবিশারদদের এবং দূরপ্রাচ্যের সমুদ্রে আমেরিকার রণতরীগুলির উপস্থিতির জন্য দ্রুতভাবে নতুন সৈন্য

অবতরণের সুবিধা ছিল। কিন্তু এই সৈন্য সংখ্যায় বেশী ছিল না। তিন থেকে পাঁচ হাজার ফুট উঁচু পাহাড় ডিঙিয়ে, ধানক্ষেত পেরিয়ে, গুল্মসংকুল পার্বত্য নদীর উপর দিয়ে প্রতিরক্ষাকারীরা ক্রমশঃ জাপানের কাছে কোরিয়ার ফালি অংশের দিকে পিছু হটতে লাগল।

কিন্তু জেনারল ওল্টন ওয়াকার যে যুদ্ধে গাফিলতি করেছিলেন, শেষ পর্যন্ত সে-কৌশলের তিনি ফল পেলেন। সেপ্টেম্বরের গোড়ার দিকে পুসান বন্দরের পাশে ষাট মাইল ও একশ' মাইল এক চতুষ্কোণ স্থানে তিনি হাজির হলেন। এইখানে তাঁর অষ্টম সৈন্যদল দৃঢ়ভাবে দাঁড়িয়ে রইল, তাছাড়া নতুন সৈন্যদল নামান হ'ল এবং নতুন নৌবাহিনী হাজির হ'ল। একটা মোটামুটি হিসাবে আমেরিকান মৃত ও আহতের সংখ্যা ছিল সাত হাজার, কোরিয়ানদের ক্ষতি হয়েছিল আরও অনেক বেশী। ১৫ই সেপ্টেম্বর যখন উপযুক্তসংখ্যক সৈন্য ও উপকরণ এসে পৌঁছেছিল, তখন সহসা রাষ্ট্রসংঘের সৈন্যদল আক্রমণ শুরু করল। প্রেসিডেণ্ট সিগম্যান রি ঘোষণা করলেন, "আমরা এইবার যাত্রা শুরু করব", এবং যেভাবে সেই যাত্রা শুরু হয়েছিল তাতে পৃথিবী স্তম্ভিত হয়েছিল।

ম্যাকআর্থার ঠিক করেছিলেন পশ্চিম উপকূলে সিওলের কাছে অনেক উত্তরে ইঞ্চন বন্দরে তাঁর বজ্রমুষ্ঠি নামাবেন। জাপানী বন্দরগুলিতে দু'শ' ষাটটি রণতরী একত্রিত হয়েছিল; আমেরিকার, ব্রিটিশ এবং অস্ট্রেলিয়ান বিমান থেকে শত্রুদের উপর বিস্ফোরক, আগুনে এবং পেট্রোল বোমা ফেলা হ'ত লাগল। আমেরিকান এবং ব্রিটিশ রণতরীগুলি থেকে সমুদ্রতীরে রাশিরাশি গোলা এসে পড়তে লাগল। প্রথম নৌবাহিনীদল ভোর বেলা ওলমি দ্বীপপুঞ্জ নিয়ে নিল, ধ্বংসপ্রাপ্ত ইঞ্চনে হাজির হ'ল এবং সপ্তম স্থলবাহিনীর সঙ্গে মিলিত হয়ে সিওলের দিকে দ্রুত ধাবিত হ'ল। ঠিক সেই সঙ্গেই তাদের চতুষ্কোণ ত্যাগ ক'রে জেনারল ওয়াকারের সৈন্যরা উত্তর কোরিয়ার সৈন্যদলের দিকে ধাবিত হ'ল এবং দক্ষিণ কোরিয়ার সৈন্যদল ভিতরের দিকে যাবার জন্য পূর্ব উপকূলে নামল। নর্ফোক থেকে এগার হাজার মাইল অতিক্রম ক'রে এসে যুদ্ধজাহাজ 'মিজুরি' সুবৃহৎ কামানগুলি থেকে গোলা বর্ষণ করতে লাগল। শত্রুপক্ষের যোগাযোগ ব্যবস্থা ছিন্ন হয়ে যাবার সম্ভাবনা হ'ল। এতে আশ্চর্য হবার কিছু নেই উত্তর কোরিয়ার যুদ্ধোদ্যম নষ্ট হয়ে গিয়ে সৈন্যেরা পালাতে শুরু করল।

২৬শে সেপ্টেম্বর বিকেল বেলা সিওল রাষ্ট্রসংঘের হাতে এল। প্রেসিডেণ্ট রি তাঁর পুরনো রাজধানীতে আবার তাঁর সরকার স্থাপন করতে পারলেন এবং দক্ষিণ কোরিয়ান ও রাষ্ট্রসংঘের সেনাদল শত্রুসৈন্যদের তাদের সীমান্তের ওপারে তাড়িয়ে নিয়ে যাবার জন্য তাদের পশ্চাদ্ধাবন করল। ম্যাকআর্থার বেতারে শত্রুদের বললেন,

"তাঁর নির্দেশ অনুযায়ী সামরিক নিয়ন্ত্রণাধীনে" তাদের অস্ত্রত্যাগ করতে। তারা তাঁর কথা শোনেনি কিন্তু ইতিমধ্যে পৃথিবীর লোকেরা বুঝে নিয়েছিল যে কমিউনিস্টদের আক্রমণ ব্যর্থ হয়েছে।

তখন সবচেয়ে প্রয়োজনীয় প্রশ্নটির উত্তরের প্রয়োজন ছিল। রাষ্ট্রসংঘের সৈন্যদল কি আটত্রিশ অক্ষাংশে থামবে, না সমগ্র দেশটিতে একতা আনবার জন্য উত্তর কোরিয়াকে জয় করতে এগিয়ে যাবে? পাশ্চাত্য জাতিগুলির মধ্যে এবিষয়ে মতভেদ দেখা গেল। ম্যাকআর্থার এবিষয়ে নিশ্চিত ছিলেন যে যদি তিনি মাঞ্চুরিয়া এবং সাইবেরিয়া সীমান্তে ইয়ালু নদী পর্যন্ত শত্রুপক্ষকে তাড়িয়ে নিয়ে না যান, তারা পার্বত্য অঞ্চলে আবার একত্রিত হবে, নতুন সৈন্যদল সংগ্রহ করবে এবং রাশিয়ার কাছ থেকে আরো ট্যাঙ্ক আর বিমান সংগ্রহ ক'রে পুনরাক্রমণ করবে। আমেরিকার পররাষ্ট্রবিভাগ আটত্রিশ অক্ষাংশ পার হয়ে যাবার জন্য মত দিল। রাষ্ট্রসংঘের সৈন্যদল দ্রুত সামনে এগিয়ে চলল, উত্তর কোরিয়ার রাজধানী পিয়ংইয়াং অধিকার করল এবং অক্টোবরের শেষের দিকে উত্তর সীমান্তে ইয়ালু নদীর কাছ বরাবর চ'লে গেল। আমেরিকানদের এই অগ্রগমন শুরু হবার সঙ্গে সঙ্গেই এই নীতির সমর্থন ক'রে রাষ্ট্রসংঘের সাধারণ পরিষদ এক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করল। ব্রিটিশ পররাষ্ট্রসচিব আর্নেস্ট বিভান বললেন যে, 'সমগ্র কোরিয়া'কে স্বাধীন সরকার দেওয়া হ'ক।

মনে হয় দ্রুত অগ্রগমনের ফলে ট্রুম্যান শাসনব্যবস্থা কিংবা রাষ্ট্রসংঘের সদস্য অন্যান্য দেশগুলি যতটা চেয়েছিলেন ম্যাকআর্থার তার চেয়ে বেশীদূর গিয়ে পড়েছিলেন। আর একটা বিরক্তিকর ব্যাপার ঘটেছিল এই যে চ্যাং কাইসেকের মধ্যে আশা অঙ্কুরিত হয়ে উঠেছিল যে চীন আক্রমণে যুক্তরাষ্ট্র তাঁকে সাহায্য করবে। ম্যাকআর্থার তাঁকে কোন আশা দিয়েছিলেন কিনা এবং ম্যাকআর্থার চীনের সঙ্গে কোন যুদ্ধ আশঙ্কা করেছিলেন বা চেয়েছিলেন কিনা তা এখনো বোঝা যায়নি। সে যাই হ'ক, ম্যাকআর্থারের এই নতুন অভিযান শুরু হবার সঙ্গে সঙ্গেই চীনেরা উসখুস করতে আরম্ভ করেছিল। চীনের পররাষ্ট্রসচিব চৌ এন লাই ভারতীয় রাষ্ট্রদূতকে বললেন যে যদি দক্ষিণ কোরিয়ার ছাড়া আর কোন সৈন্যদল পুরনো সীমান্ত অতিক্রম করে তাহলে উত্তর কোরিয়ার লোকেদের সাহায্য করবার জন্য চীন সৈন্যদল পাঠাবে। মস্কো এবং স্টকহলম থেকে অনুরূপ খবর এল।

চীন হস্তক্ষেপ করলে ম্যাকআর্থারের দুর্ধর্ষ অগ্রগতির জন্য রাষ্ট্রসংঘের সৈন্যদল বিপজ্জনক অবস্থায় পড়ত, কারণ তাঁর কেন্দ্রস্থানে আক্রমণের ভয় ছিল। এ-ব্যাপারে প্রেসিডেন্ট ট্রুম্যান এতদূর বিচলিত হয়েছিলেন যে তিনি ম্যাকআর্থারকে আদেশ করলেন ১৫ই অক্টোবর ওয়েকদ্বীপে তাঁর সঙ্গে দেখা করতে। সেখানে দুজনে তাঁরা একঘন্টার উপর পরামর্শ করলেন। ম্যাকআর্থার প্রেসিডেন্টকে বল-

লেন যে, কোরিয়ায় যুদ্ধজয় হয়েছে, চীনা কমিউনিস্টরা আক্রমণ করবে না এবং সামনের জানুয়ারি মাসে এক ডিভিসন সৈন্য কোরিয়া থেকে ইউরোপে পাঠান সম্ভব হবে। আসলে বড়দিনের সময় তিনি সমগ্র অষ্টম বাহিনীকে জাপানে সরিয়ে নিয়ে যেতে চাইলেন। ম্যাকআর্থার একথাও বললেন যে যদি চীনারা হস্তক্ষেপ করেও, তারা ষাট হাজারের বেশী সৈন্য পাঠাতে পারবে না এবং বিমানশক্তির অভাবে তাদের সব শেষ ক'রে দেওয়া হবে। ,

কমিউনিস্ট চীনের আক্রমণ। চীন হস্তক্ষেপ করেছিল এবং খুব বিরাট ভাবেই। ইয়ালু নদী পার হয়ে দলে দলে চীনা সৈন্য আসতে লাগল এবং একথা স্পষ্ট বোঝা গেল যে প্রয়োজন হ'লে চীন বৃহৎ যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত রয়েছে। যুক্তরাষ্ট্র বা রাষ্ট্র-সংঘ সেরকম যুদ্ধ চাইছিল না। জেনারেল ব্র্যাডলে যেমন বলেছিলেন, "সেটা হ'ত ভুল সময়ে ভুল জায়গায় ভুল যুদ্ধ।" কিন্তু সে-যুদ্ধ কি আটকান যাবে?

কমিউনিস্টরা বলতে লাগল উত্তর কোরিয়াকে সাহায্য করবার জন্য ঐগুলি চীন থেকে স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী। রাষ্ট্রসংঘকে ঠাট্টা ক'রে রাশিয়া বলল, "লাফা-য়েতের মতো, রোসাম্বোর মতো।" এই মিথ্যাভাষণ যুক্তরাষ্ট্র স্বীকার ক'রে নিল কারণ তা চীনের সঙ্গে যুদ্ধ ঘোষণা করল না, যদিও আসলে সেটি যুদ্ধই ছিল। কারণ এটা স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল যে ইউরোপের পুনর্গঠনে আমেরিকার সাহায্য বন্ধ করবার জন্যই চীনের এই আক্রমণের ফিকির। ট্রুম্যানের মতে বিশ্বশান্তির চাবি-কাঠি ইউরোপে এবং কোন কারণেই পশ্চিম ইউরোপীয় কেন্দ্র থেকে আমেরিকার চেষ্টাকে স্থানান্তরিত করতে দিতে তাঁর ইচ্ছা ছিল না। রাষ্ট্রসংঘ খুব সাবধানতার সঙ্গে পিকিং-এর বিরুদ্ধে সামরিক ব্যবস্থা অবলম্বনের প্রশ্ন এড়িয়ে গেল।

চীনাদের শক্তি, লক্ষ্যস্থল এবং উদ্দেশ্য বোঝবার জন্য ম্যাকআর্থার অষ্টম বাহিনীকে আদেশ করলেন ২৪শে নভেম্বর আক্রমণ শুরু করতে। এ-আক্রমণ সহজেই নষ্ট হ'ল এবং প্রচুর সংখ্যক চীনা সৈন্য এসে তাঁর সৈন্যদলকে দুভাগে ভাগ ক'রে দিল। দক্ষিণ কোরিয়ার একটি সৈন্যদল এমন ভাবে পরাজিত হ'ল যে তারা নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল। ৩রা ডিসেম্বর ম্যাকআর্থার বিবরণ পাঠাতে লাগলেন, অষ্টমবাহিনীর অবস্থা "ক্রমে বিপজ্জনক" হচ্ছে। এটি শীঘ্রই সিওলের দিকে পালাতে লাগল এবং এটির কিছু অংশ এতদূর ক্ষতিগ্রস্ত হ'ল যে সেটিকে সাহায্য করবার জন্য আমেরিকান ব্রিটিশ এবং তুর্কি সৈন্যদল পাঠিয়ে দেওয়া হ'ল। তারাও গিয়ে দেখল নিজেদেরই পরাজয়ের সম্ভাবনা। যদিও প্রতিরক্ষা-দপ্তর ঘোষণা করল যে অবস্থা এমন কিছু সাংঘাতিক নয়, ওয়াশিংটনের চারপাশে উদ্বিগ্ন আলাপ-আলোচনা চলতে লাগল।

১৯৫০-এর শেষে রাষ্ট্রসংঘের সৈন্যদলের অবস্থা সিওল থেকে আটত্রিশ

অক্ষাংশ পর্যন্ত বিপজ্জনক হয়ে উঠল। কোন অংশের যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়নি, যদিও কতকগুলি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল এবং কতকগুলি অংশ ধ্বংস হয়েছিল। জেনারল ওয়াকারের মৃত্যুর পর যে লেফটন্যাণ্ট জেনারল ম্যাথু বি. রিজওয়ে যুদ্ধক্ষেত্রে পরিচালনার ভার পেয়েছিলেন,তাঁর অধীনে সওয়া তিন লক্ষ সুদক্ষ সৈন্য ছিল। তাদের মধ্যে দু'লক্ষ আমেরিকান। নৌ এবং বিমানবাহিনীর লোকদের যোগ করলে সংখ্যাটি দাঁড়ায় সাড়ে তিন লক্ষ। শত্রুসৈন্য ছিল প্রায় পাঁচলক্ষ এবং ইয়ালু নদীর উত্তরে আরো অনেক। রাষ্ট্রসংঘ বাহিনীর বেশী শক্তিশালী বিমানবহর ও কামান রাইফলের জন্য রাষ্ট্রসংঘ সৈন্যদলের একজনের বদলে পাঁচজন শত্রু মরতে লাগল এবং শত্রুদের পরিবহণ ব্যবস্থা নষ্ট হয়ে গেল।

চীনা আক্রমণ পরাজিত। ১৯৫১-র শীতে আর বসন্তকালে কমিউনিস্টরা অনেকবার আক্রমণ করল এবং রাষ্ট্রসংঘের সেনাদল মরিয়া হয়ে তাদের অগ্রগমন প্রথমে কমাতে, পরে রক্তস্রোতে তাদের ডুবিয়ে দিতে এবং তারও পরে তাদের থামিয়ে দিতে চেষ্টা ক'রে সফল হ'ল। এর পরেই রিজওয়ে আরম্ভ করলেন প্রতিআক্রমণ যাতে রাষ্ট্রসংঘের সেনাদল আবার সিওল অতিক্রম ক'রে গেল। এপ্রিল মাসের মাঝামাঝি আমেরিকানরা ও তাদের সহযোগীরা আটত্রিশ অক্ষাংশের বার মাইল উত্তরে চ'লে গিয়েছিল এবং কোরিয়ার কমিউনিস্ট শক্তির প্রধান প্রাণকেন্দ্র সেই "লৌহ ত্রিকোন"-এর কিছু অংশ দখল করেছিল।

শীতকালে যে-যুদ্ধ হয়েছিল তা বোধহয় আমেরিকানদের ইতিহাসে নির্মমতম। হিংস্র শীত, আর অন্ধ ক'রে দেওয়া ঝড়, অপ্রত্যাশিত বন্ধুর পার্বত্য অঞ্চল, বিশ্রী সব জলা, সেতুহীন সব নদী, শত্রুদলের হিংস্রতা, সামনে মৃতদেহের পাঁচিল তৈরি না হওয়া পর্যন্ত তাদের অবিরাম যুদ্ধ, রাশিয়ান ট্যাঙ্কগুলির ক্ষমতা, যে রাশিয়ান জেট বিমানগুলি অনেক আমেরিকান বোমারু বিমানকে ভূপাতিত করেছে, সেগুলির দক্ষতা, কতকগুলি মরিয়া যুদ্ধ যার একটিতে ব্রিটিশদের সমগ্র গ্লসটার-সায়ার সৈন্যদলের নিশ্চিহ্ন হওয়া, রাশিয়ানরা জাপানী ও জার্মান বন্দীদের সঙ্গে যেরূপ ব্যবহার করেছিল তার চেয়ে অমানুষিক ব্যবহার পাবার শঙ্কা—এই সমস্তই যুদ্ধটিকে সাংঘাতিক আকার দান করেছিল। কিন্তু আমেরিকান আর ব্রিটিশ বিমানগুলি বরাবর তাদের শ্রেষ্ঠত্ব বজায় রেখে চলেছিল। সেগুলি দিনে হাজার দফা ঘুরে শত্রুদের উপর বোমা, মেশিনগানের গুলি আর পেট্রোল বোমা ছড়িয়ে আসত।

এপ্রিল আর মে মাসে দুবার কমিউনিস্টরা প্রতিআক্রমণ করল এবং অবশেষে দু'লক্ষ সৈন্যক্ষয়ের পর থামল। তারপর জুনমাসে রাষ্ট্রসংঘ আক্রমণ করল। সামনে

এগিয়ে অষ্টম বাহিনী আটত্রিশ অক্ষাংশ অতিক্রম করল, "লৌহ ত্রিকোন"-এর বেশির ভাগ অংশ জয় ক'রে নিল এবং এমন সব স্থান অধিকার করল যেখান থেকে তাদের সরান অসম্ভব। যুদ্ধ ধীরে ধীরে শেষ হয়ে এল।

২৫শে জুন কোরিয়া যুদ্ধের বার্ষিকীতে যুদ্ধারম্ভের সময়ের চেয়ে কমিউনিস্ট-দের হাতে দুহাজার একশ বর্গমাইল কম জমি ছিল। কোন কোন স্থানে রাষ্ট্রসংঘের সীমান্ত আটত্রিশ অক্ষাংশের চল্লিশ মাইল উত্তরে চ'লে গিয়েছিল। উত্তর কোরিয়ার শহরগুলি ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল, উত্তর কোরিয়ার ব্যবসা-বাণিজ্য ছিল না। যুদ্ধের সমস্ত খবর পেতে বিলম্ব হবে; কমিউনিস্টদের পক্ষ থেকে তা হয়ত কখনই পাওয়া যাবে না। কিন্তু যে-ক্ষেত্রে রাষ্ট্রসংঘের চারলক্ষের কিছু বেশী লোক মরে-ছিল, আহত হয়েছিল বা নিরুদ্দিষ্ট হয়েছিল; (দুলক্ষ ষাটহাজার দক্ষিণ কোরিয়ান, একলক্ষ পঁয়ত্রিশ হাজার আমেরিকান, বার হাজার অন্যান্য জাতি); কমিউনিস্টদের ক্ষতি হয়েছিল এর চারগুণ—অন্ততঃ পনের লক্ষ। এক কথায় এটি ছিল ইতিহাসের সবচেয়ে রক্তক্ষয়ী সংগ্রাম। মহামারীতেও কমিউনিস্ট দলের অনেক সৈন্য মারা গিয়েছিল। স্বাধীন পৃথিবী তার অপরাজেয় যুদ্ধশক্তির প্রমাণ দিয়েছিল; রাষ্ট্রসংঘ প্রমাণ দিয়েছিল যে বৃহত্তর শক্তির অত্যাচারের বিরুদ্ধে ক্ষুদ্রদেশের সেটি রক্ষাকর্তা।

ম্যাকআর্থার পদচ্যুত। যখন এই আক্রমণ আর প্রতিআক্রমণের নাটকটি অভিনীত হচ্ছিল, ট্রুম্যান ও ম্যাকআর্থারের মধ্যেও একটি নাটকীয় পরিস্থিতি শেষ অঙ্কে উপস্থিত হয়েছিল। খামখেয়ালী ম্যাকক্লেনানকে নিয়ে লিঙ্কনের অসুবিধার মতো এক্ষেত্রেও সংঘর্ষ হচ্ছিল যে-রাষ্ট্রপ্রধানকে সব বিষয়ের উপর নজর রাখতে হয় তাঁর সঙ্গে যে-সেনাধ্যক্ষ শুধু সামরিক দিকটা দেখেন তাঁর; যিনি অবস্থাকে আয়ত্তের মধ্যে রাখতে চান সেই প্রেসিডেন্টের সঙ্গে যে-সেনাধ্যক্ষ রাজনৈতিক চাপ দিয়ে সরকারকে কাজ করাতে বাধ্য করতে চান তাঁর।

তাঁর সৈন্যদল যুদ্ধে পরাজিত হবার পর ম্যাকআর্থারের মেজাজ নষ্ট হয়ে গিয়েছিল। তিনি সমর দপ্তরের প্রধানকে জানালেন যে তিনটি মাত্র উপায় অবশিষ্ট ছিল। কেবলমাত্র কোরিয়াতে চীনাদের সঙ্গে যুদ্ধ চালিয়ে যাওয়া; আটত্রিশ অংক্ষাংশকে যুদ্ধবিরতির সীমারেখা হিসাবে মেনে নেওয়া (যদি চীনারা তাতে রাজী হয়) কিংবা সর্বত্র ব্যপকভাবে চীনাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা। তাঁর ইচ্ছা এই তৃতীয় ব্যবস্থাটিই। তাঁর ইচ্ছা চীনা সমুদ্রতীর অবরোধ করবেন, মূল ভূখণ্ডে বোমাবর্ষণ করবেন এবং দক্ষিণ চীনে অভিযান ও দক্ষিণ কোরিয়ার শক্তিবৃদ্ধি করবার জন্য চ্যাং কাইসেকের সৈন্যদলের সাহায্য নেবেন। এটা দিবালোকের মতোই পরিষ্কার ছিল যে যদি চ্যাং-এর সৈন্যদল চীনের মূল ভূখণ্ডে নামান হয় এবং সেখানে

বোমা ফেলা হয়, তাহলে একটা বড় যুদ্ধের সম্ভাবনা। চীনকে সাহায্য করতে রাশিয়া চুক্তি-বন্ধ। ট্রুম্যান তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধের ঝুঁকি নিত রাজী ছিলেন না। আমেরিকান জাতির নিকট তিনি ঘোষণায় (১৯৫০-এর ১৫ই ডিসেম্বর) বললেন, "আমাদের লক্ষ্য যুদ্ধ নয়, শান্তি। সমগ্র বিশ্বে সকলেই আমাদের জানে আন্তর্জাতিক ন্যায়, আইন ও শৃঙ্খলার প্রতীক হিসাবে।" একটা সীমাবদ্ধ যুদ্ধ এবং চীনের সম্পর্কে একটা অঘোষিত যুদ্ধের ব্যাপারে প্রেসিডেন্টের পূর্ণ সমর্থন ছিল।

শাসনতন্ত্রের এই মতলব ম্যাকআর্থার মেনে নেন নি। মার্চ মাসে যখন যুদ্ধের অবস্থায় একটা পরিবর্তন এল, ট্রুম্যান তার সুযোগ নিয়ে ঘোষণা করলেন যে দক্ষিণ কোরিয়া থেকে আক্রমণকারীরা অপসারিত হওয়ায় এখন যুদ্ধ থামিয়ে আলাপ আলোচনা চলতে পারে। ম্যাকআর্থারকে জানান হয়েছিল যে এই ঘোষণা তৈরি হয়েছে। এটির সুসম্পাদনে ট্রুম্যানকে রাষ্ট্রীয় দপ্তর, সমর দপ্তরের দুই প্রধান, প্রতিরক্ষা সচিব ও অন্যান্য অনেক সাহায্য করেছিলেন। ঠিক যখন প্রেসিডেন্ট ঘোষণাটি করতে যাচ্ছেন, তাঁর সমস্ত চেষ্টা নষ্ট হয়ে গেল। ২৪শে মার্চ ম্যাকআর্থার এমন এক বিপরীত ঘোষণা করলেন যে দুটি ঘোষণাই প্রকাশিত হলে বিভ্রান্তি সৃষ্টি করত। জেনারল বললেন যে কমিউনিস্ট চীন পরাজিত হয়েছে, তার আর যুদ্ধ চালাবার ক্ষমতা নেই, এবং যদি রাষ্ট্রসংঘ একটা বড় রকম নব প্রচেষ্টা চায় "চীনের অভ্যন্তরে এবং উপকূল অংশে", তাহলে অবিলম্বে চীন একেবারে ভেঙে পড়বে। সংক্ষেপে, তিনি ভয় দেখিয়ে চীনকে সন্ধিতে রাজী করাতে চাইছিলেন।

ট্রুম্যান তাঁর সেনাধ্যক্ষকে ছাড়িয়ে দেওয়াই স্থির করেছিলেন, যখন ৫ই এপ্রিল আর একটি নতুন ঘটনা ঘটেছিল। হাউস অব রিপ্রেজেনটেটিভস-এ সভাপতি জোসেফ ডব্লিউ মার্টিন একটি ব্যক্তিগত চিঠি প'ড়ে শোনালেন যাতে ম্যাকআর্থার চীন সম্পর্কে তাঁর মতামত আবার জানিয়েছেন। তিনি লিখেছিলেন যে ইউরোপের গুরুত্বের কথা বলা বোকামি। লোকেদের মনে রাখা উচিত যে "এখানে আমরা ইউরোপের জন্যই যুদ্ধ করছি, আর কূটনীতিকরা সেখানে বাক্যের লড়াই করছে। কিন্তু আমরা যদি এশিয়ায় কমিউনিস্টদের কাছে হারি, ইউরোপের অবিলম্বে পতন অবশ্যম্ভাবী। যদি জিতি, ইউরোপ তাহলে যুদ্ধ এড়িয়েও স্বাধীনতা বজায় রাখতে পারবে।" তিনি যোগ করেছিলেন "জয়লাভের আর কোন বিকল্প নেই।"

ট্রুম্যানের সামনে একটি মাত্র পথই খোলা ছিল। তার সামরিক ও বেসামরিক পরামর্শদাতাদের পূর্ণ সমর্থন নিয়ে তিনি ১৯৫১-র ১১ই এপ্রিল ঘোষণা করলেন —এই অসন্তুষ্ট জেনারলের অপসারণ। জেনারলের বিরাট সুনাম, ট্রুম্যানের

প্রতিপক্ষ রিপাব্লিকানদের সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠতা এবং তাঁর তথাকথিত রাজনৈতিক উচ্চাশা ব্যাপারটিকে আরো নাটকীয়তা দান করেছিল। বার বছর পরে দেশে ফিরে এসে স্যানফ্রান্সিসকোতে তিনি এক বিরাট অভ্যর্থনা পেলেন। ১৯শে এপ্রিল তিনি কংগ্রেসের যুক্ত অধিবেশনে বক্তৃতা দিলেন, জাতি রেডিও মারফৎ তা শুনল; পরদিন লক্ষ লক্ষ লোকের হর্ষধ্বনির মধ্যে তিনি ফিফ্‌থ এ্যাভিনিউ দিয়ে গেলেন। মনে হ'ল তাঁর রাজনৈতিক ভাগ্যতারকা উপরের দিকে উঠছে।

মে মাসের গোড়ার দিকে কংগ্রেসের দুই কক্ষের এক কমিটি তাঁর অপসারণকে যুক্তি দিয়ে বিচার ক'রে দেখল এবং সময়ের গতির সঙ্গে একথা স্পষ্ট হয়ে উঠল যে জ্ঞান ও প্রয়োজনীয়তার খাতিরেই ট্রুম্যান তাঁর সিদ্ধান্ত করেছেন।

বিচ্ছিন্নতার নব মনোভাব। ম্যাকআর্থার সম্পর্কে বিতর্ক শাসনব্যবস্থার নীতিকে অবিচলিত রেখেছিল, বরং সেটিকে আরো শক্তিশালী করেছিল। সরকারী লোকেরা এটা পরিষ্কার বুঝিয়ে দিয়েছিলেন যে যদিও তাঁরা বিপজ্জনক পথ পরিহার করতে চান, তাঁরা কমিউনিজমের কোন চালাকি সহ্য করবেন না। আমেরিকা প্রায় সহ্যের সীমায় পৌঁছে গিয়েছিল, যুদ্ধ চললে সরকারী মনোভাব আরও তীব্র হ'ত এবং রাশিয়াকে অত্যাচারের মাত্রা বাড়াতে দেওয়ার চেয়ে, বরং তারা আর একটা বিশ্বযুদ্ধ মেনে নিত। জনমতও এর সমর্থন করেছিল। কিন্তু কংগ্রেসের কথাবার্তায় এক নতুন ধরনের বিচ্ছিন্নতাবাদ জন্মলাভ করেছিল।

তাঁর যে কোন রাজনৈতিক উচ্চাশা নেই একথা জানিয়ে দিয়ে ম্যাকআর্থার পরিষ্কার ভাবে বুঝিয়ে দিয়েছিলেন যে তাঁর কিন্তু রাজনৈতিক মতামত আছে। তাঁর মতবাদ শুধু আমেরিকার স্বার্থ দেখা। তাঁর মতে পশ্চিমী রাষ্ট্রদের উপর নির্ভর করবার আমাদের কোন প্রয়োজন নেই; আমরা নিজেদের শক্তির উপর নির্ভর করব, তা দিয়েই প্রচণ্ড আঘাত করব। তিনি পরিষ্কার ভাবে জানিয়ে দিয়েছিলেন যে রিপাব্লিকান দলের প্রেসিডেন্ট পদপ্রার্থীদের মধ্যে তিনি জেনারল আইজেনহাওয়ারের চেয়ে সেনেটসদস্য রবার্ট ট্যাফটকে বেশী পছন্দ করেন। কারণ দলের বিচ্ছিন্নতাবাদীদের নেতা ছিলেন ট্যাফ্‌ট। আইজেনহাওয়ার সম্পর্কে তাঁর অনেক মন্তব্য ছিল রূঢ়। ম্যাকআর্থারের খুব পছন্দ হয়েছিল যখন হার্বার্ট হুভার বছরের প্রথম দিকে প্রস্তাব করেছিলেন ইউরোপের দেশগুলি থেকে আমাদের সৈন্য অপসারণ এবং দুই আমেরিকার মধ্যে একটি "পশ্চিমের জিব্রাল্টার স্থাপন" করবার। এই সময় আইজেনহাওয়ার প্রস্তাব করেছিলেন ইউরোপে আরো চার ডিভিসন সৈন্য পাঠিয়ে দিতে।

কিন্তু যখন বিচ্ছিন্নতার মনোভাব বিপজ্জনক হয়ে উঠতে পারত, সে-সময়

চ'লে গিয়েছিল। হুভারের বক্তৃতার পরে কংগ্রেসের যুক্ত বৈঠকে আইজেনহাওয়ার বক্তৃতা দিলেন; তিনি ন্যাটো (Nato)-র জন্য তাঁর কাজের বর্ণনা দিলেন এবং বললেন, উত্তর আমেরিকাই তাঁদের প্রধান লক্ষ্যস্থল। তিনি বললেন পশ্চিম ইউ-রোপে পৃথিবীর মধ্যে বৃহত্তম সুদক্ষ শ্রমিক-কেন্দ্রটি আমরা হারাতে পারি না, ঐ স্থানটির বিরাট শিল্পোন্নয়নের সম্ভাবনাকে বাঁচিয়ে রাখতে হবে। ইউরোপের মনোভাবের উন্নতির তিনি বিবরণ দিলেন। এপ্রিলের গোড়ার দিকে ৬৯ বনাম ২১ ভোটে সেনেট সিদ্ধান্ত করল যে উত্তর আটলান্টিক চুক্তি ইতিহাসে একটি পরিবর্তন আনবে এবং ইউরোপে আমাদের এমন সৈন্যদল রাখা উচিত যাতে পশ্চিমের "আত্মরক্ষায় আমাদের যথোপযুক্ত সাহায্য করা হয়।"

শাসনব্যবস্থা অবিলম্বে আমেরিকার অস্ত্রসজ্জা এবং ইউরোপের সমরসজ্জায় সাহায্য করবার এক কর্মসূচি পেশ করল। স্বদেশে তা হ'ল তিন (পরে চার) বছরে জাতীয় উৎপাদন এক-পঞ্চমাংশ ক'রে বাড়িয়ে যাওয়া। যুদ্ধোপকরণে অর্থনিয়োগকে উৎসাহ দেওয়া হ'ল কর মাপ ক'রে এবং যেখানে সম্ভব সরকারী অর্থ-সাহায্য দিয়ে। জনসাধারণের প্রয়োজন নিশ্চয় মেটাতে হবে, কিন্তু প্রচুর বন্দুক, ট্যাঙ্ক, বিমান এবং অন্যান্য সমরোপকরণগুলিও তৈরি করতে হবে। স্নায়ুযুদ্ধ কয়েক দশক, এমনকি কয়েক পুরুষ ধ'রে চলতে পারে এবং শেষ পর্যন্ত রাশিয়ার চেয়ে যুক্তরাষ্ট্র যুদ্ধের জন্য বেশী প্রস্তুত থাকবে। কিন্তু দুদিকে খুব চাপ পড়ল। নিয়মিত সৈন্যদল এবং শিক্ষার্থী নিয়ে সাড়ে তিন লক্ষ লোককে সামরিক পোশাকে রাখতে হবে এবং তার জন্য চল্লিশ থেকে ষাট বিলিয়ন ডলার প্রতি বছর খরচ করতে হবে। বেশী খরচ এবং করভারের ফলে হবে আশংকাজনক মুদ্রাস্ফীতি।

কিন্তু পুনরস্ত্রসজ্জা, মুদ্রাস্ফীতি এবং সৌভাগ্য যে পরস্পর সংশ্লিষ্ট এই তথ্য ম্যাকআর্থার, হুভার এবং পশ্চিমী ও মধ্যপশ্চিমী সেনেটসদস্যদের বিচ্ছিন্নতা মতবাদের বিফলতার জন্য দায়ী। তার চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য ছিল এই যে তৎকালীন অবস্থা রুজভেল্ট, ট্রুম্যান, মার্শাল ও আইজেনহাওয়ারের মতবাদ গ্রহণ করতেই সকলকে বলছিল। যুক্তরাষ্ট্রের সংগে ন্যাটো-গোষ্ঠীর অন্যান্য সদস্যদের কোন বিবাদ সকলের পক্ষেই মর্মান্তিক হ'ত।

কোরিয়ার শান্তি-চুক্তি। ১৯৫১-র জনু মাসে কোরিয়ার যুদ্ধে অচল অবস্থা উপস্থিত হয়েছিল এবং যখন রাষ্ট্রসংঘে সোভিয়েট প্রতিনিধি ঘোষণা করলেন যে ক্রেমলিন একটি শান্তি-চুক্তির আলোচনা করতে প্রস্তুত, ওই রক্তক্ষয়ী সংগ্রামের অবসানের সূচনা হ'ল। জুলাই মাসের গোড়ার দিকে রাষ্ট্রসংঘ এবং কমিউনিস্ট সৈন্যদলের নেতারা এমন এক আলোচনা আরম্ভ করলেন যা মাসের পর মাস ধ'রে

ক্লান্তিকর ভাবে চলতে লাগল। বন্দীদের প্রশ্নে কিছুতেই মতৈক্য হচ্ছিল না। রাষ্ট্রসংঘের বেশির ভাগ বন্দীই কমিউনিস্টদের হাতে হয় মরেছে, নয়ত তাদের হত্যা করা হয়েছে; রাষ্ট্রসংঘের হাতে কমিউনিস্টদের বেশির ভাগ বন্দীই আর উত্তর কোরিয়া বা চীনে ফিরে যেতে চায়নি। আসল ব্যাপার ছিল এই যে রাশিয়া শান্তি স্থাপন পিছিয়ে দিতে চাইছিল। মাঝে মাঝে যুদ্ধে রাষ্ট্রসংঘের সৈন্যদের কোরিয়ায় ব্যস্ত রাখতে পারলে ইউরোপে ন্যাটো-শক্তিদের সমরপ্রস্তুতি ব্যাহত হবে, চীনাদের রাশিয়ার উপর নির্ভর করতে হবে এবং চীনা সৈন্য ও রাশিয়ান বিমানচালকদের একটা শিক্ষাক্ষেত্র থাকবে। দূর প্রাচ্যে একটা আংশিক কিংবা মিথ্যা শান্তি আনবার দিকে যুক্তরাষ্ট্রের এবং রাষ্ট্রসংঘের ইচ্ছা ছিল না। যে-ইন্দোচীন এবং মালয়েশিয়ায় রাশিয়া এবং চীন টাকা, অস্ত্রসস্ত্র এবং উপদেষ্টা দল কমিউনিস্ট বিদ্রোহীদের দিচ্ছিল, সেই দেশগুলি থেকে কোরিয়া-কে আলাদা ক'রে দেখা যায় না। যদি মাও উত্তর কোরিয়া থেকে তাঁর সৈন্যদের সরিয়ে নিয়ে দক্ষিণপূর্ব এশিয়ায় আবার সমসংখ্যক সৈন্য পাঠান, তবে স্বাধীন বিশ্বের কোনও লাভ নেই। স্পষ্টতঃই রাশিয়ার উদ্দেশ্য ছিল প্রাচ্য অঞ্চলে বিরক্তিকর সংঘর্ষগুলি লাগিয়ে দিয়ে ইউরোপে স্নায়ুযুদ্ধ চালান। রাষ্ট্রসংঘের শান্তিকামীরা হৃদয়ের পরিবর্তন চাইছিলেন, যুদ্ধক্ষেত্রের পরিবর্তন নয়। যুক্তরাষ্ট্র, ব্রিটেন এবং অন্যান্য প্রতীচ্য জাতিদের মধ্যে যুদ্ধ-ক্লান্তি এসেছিল; কারণ কোরিয়ার যুদ্ধ প্রধানতঃ ব্যর্থ হয়েছিল, কিন্তু, প্রমাণ পাওয়া গেল যে চীনে যুদ্ধ-ক্লান্তি এসেছিল আরও বেশী।

স্ট্যালিন-এর মৃত্যুতে এবং তারপর রাশিয়ায় ক্ষমতা লাভের জন্য মালেনকফ এবং বেরিয়ার মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় একটি নতুন অবস্থার সৃষ্টি হয়েছিল। ১৯৫৩-র প্রথম দিকে চীন ও সোভিয়েট ইউনিয়ন শান্তিকামী মনোভাব দেখাচ্ছিল। পানমুনজোম-এ যেসব কথাবার্তা বন্ধ হ'য়ে গেছল, সেগুলি আবার আরম্ভ করা হ'ল। একগুঁয়ে বুড়ো দেশপ্রেমিক প্রেসিডেন্ট সিগম্যান রি এক হাঙ্গামার সৃষ্টি করলেন; তিনি দাবি করলেন যে তাঁর সরকারের অধীনে অখণ্ড কোরিয়া থাকবে এবং যে বিশ হাজার উত্তর কোরিয়াবাসী বন্দী দক্ষিণে বসবাস করতে চাইছিল তিনি তাদের মুক্তি দিলেন। শেষ পর্যন্ত অবশ্য কমিউনিস্টরা বাধ্যতামূলকের বদলে স্বইচ্ছায় দেশান্তর গ্রহণ মেনে নিল। ১৯৫৩-এর ২৭শে জুন সন্ধি-পত্রে অবশেষে সই করা হ'ল; যুদ্ধ শেষ হ'য়ে গেল।

অনেক ক্ষতি স্বীকার ক'রে প্রতীচ্য দেশগুলি জয়লাভ করল। হাজার হাজার আমেরিকান, ব্রিটিশ, দক্ষিন কোরিয়ান এবং অন্যান্য সৈন্যেরা তাদের সমাধিশয্যায় শুয়ে রইল। রোগে ও দুঃখকষ্টে লক্ষ লক্ষ লোক পঙ্গু কিংবা দুর্বল হ'য়ে পড়ল;

কোরিয়ার বেশির ভাগ অংশ ধ্বংসস্তূপে পরিণত হ'ল। কিন্তু, উইনস্টন চার্চিলের ভাষায়, পাশ্চাত্য জাতিরা 'কিস্তিমাৎ' করেছিল; কমিউনিস্টদের অভিযানটিকে থামিয়ে দিয়েই তারা সেটিকে পরাজিত করেছিল। যদি, কোরিয়ায় সোভিয়েট ইউনিয়নের পরীক্ষামূলক প্রচেষ্টা সফল হ'ত, সেটি অবিলম্বে অন্যদিকে অনুরূপ চেষ্টা করত। স্ট্যালিন মালয়েশিয়া, ইন্দোচীন, ফরমোজা এবং সম্ভব হ'লে, পশ্চিম ইউরোপ জয় করবার কার্যসূচি স্থির ক'রে রেখেছিলেন। তাঁর সে-পরিকল্পনা নষ্ট হয়ে গিয়েছিল; প্রতীচ্য দেশগুলির সমরসজ্জা বেড়ে চলেছিল। উত্তর কোরিয়ার লোকেরা যখন প্রথম আক্রমণ করে, তখনকার চেয়ে এই সময়ে কমিউনিস্টদের বিরুদ্ধে সমগ্র পৃথিবীর মনোভাব আরও প্রবলতর হয়েছিল।

হাইড্রোজেন বোমা। যুদ্ধের শেষের দিকে যুক্তরাষ্ট্র কেবল যে বৃহত্তর পারমাণবিক বোমার পরীক্ষা চালাচ্ছিল, তা নয়; এনিওয়েটক প্রবালদ্বীপে পৃথিবীর ইতিহাসে প্রথম হাইড্রোজেন বোমার বিস্ফোরণ হ'ল। ১৯৫২ সালের ১লা নভেম্বর সকালবেলা বিস্ফোরণের জ্যোতির্মণ্ডলটিকে দশটি সূর্যের চেয়েও আরও উজ্জ্বল দেখাচ্ছিল; দু' মাইল দীর্ঘ এবং এক হাজার ফুট উঁচু অগ্নিকুণ্ডটি বিস্ফোরণের স্থান দ্বীপটিকে সম্পূর্ণভাবে পুড়িয়ে ফেলেছিল। নিউ ইয়র্ক টাইমস-এর ডব্লিউ. এল. লরেন্স লিখেছিলেন, "দু' কোটি টি. এন. টি-র ক্ষমতা নিয়ে এই বিস্ফোরণ ধাক্কার সাহায্যে তিনশ' বর্গমাইল এবং আগুনের সাহায্যে বারশ' বর্গমাইল ধ্বংস করতে পারে। কোবাল্ট-এর আবরণের মধ্যে থাকলে এটি এমন একটি তেজস্ক্রিয় মেঘ তৈরি করতে পারে যা পঞ্চাশ লক্ষ পাউণ্ড রেডিয়াম-এর সমশক্তিসম্পন্ন এবং যা হাজার হাজার বর্গমাইল ধ'রে মৃত্যু ও ধ্বংস বিতরণ করবে।"

সংক্ষেপে একটি হাইড্রোজেন বোমা লণ্ডন, মস্কো কিংবা নিউ ইয়র্ককে সম্পূর্ণভাবে নিশ্চিহ্ন ক'রে দিতে পারে। এই নতুন অস্ত্রটির পূর্ণ তাৎপর্য পৃথিবীর লোকেরা ধীরে ধীরে বুঝতে পারল। পারমাণবিক বোমা বিপজ্জনক হলেও, তা দিয়ে যুদ্ধ করা সম্ভব; কিন্তু হাইড্রোজেন বোমার সাংঘাতিক পারমাণবিক মেঘ বায়ু-স্রোতে ইতস্ততঃ ছড়িয়ে পড়ায়, শত্রুদের মতো বোমা ব্যবহারকারীদেরও সমান ভাবে বিপন্ন হবার কথা। হাইড্রোজেন বোমা নিয়ে যুদ্ধে পৃথিবী থেকে মনুষ্যজাতি লোপ পাবার কথা। অবশেষে মানুষ এমন এক ধ্বংসকারী অস্ত্র আবিষ্কার করেছে যে স্বাধীন ভাবে সেটি নিয়ে যুদ্ধ করার কথা কেবলমাত্র পাগলরাই ভাবতে পারে। একটা নতুন যুগ আরম্ভ হ'ল।

আইজেনহাওয়ার বনাম স্টিভেনসন। যুদ্ধ এবং আত্মরক্ষার প্রশ্ন থেকে সাময়িকভাবে বিরতি পাওয়া গেল ১৯৫২-র প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে। উদ্দেশ্য এবং ব্যক্তি—দুই-ই চিত্তাকর্ষক হবার সম্ভাবনা ছিল। সরকারী মহলে অসাধুতা প্রবেশের জন্য একদল সমালোচক ডেমক্র্যাটদের নিন্দা প্রচার করল। আরও সমালোচনা করল অতিমাত্রায় করভার এবং বেপরোয়া খরচের জন্য; মুদ্রাস্ফীতি এবং ব্যবসাতে আমলাতান্ত্রিক হস্তক্ষেপের জন্য; বিরুদ্ধাচরণ সহ্য না করার জন্য এবং বিশেষ ক'রে কোরিয়ায় অযথা যুদ্ধ চালিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য আর এক দল রিপাব্লিকানদের সমালোচনা করল তাদের প্রাচীনপন্থী এবং দূরে থাকার মনোভাবের জন্য। তারা রিপাব্লিকান-নিয়ন্ত্রিত অশীতিতম কংগ্রেসে রিপাব্লিকানদের কুকীর্তি এবং হার্ডিং, কুলিজ ও হুভার-এর শাসনব্যবস্থার তিক্ত অভিজ্ঞতার কথা সকলকে স্মরণ করিয়ে দিল।

আভ্যন্তরীণ বিভাজনে দুটি দলই সমান বিপন্ন হয়েছিল। ডেমক্র্যাট দলে দক্ষিণের রক্ষণশীল সদস্যরা ট্রুম্যানের উপর অত্যধিক ক্রুদ্ধ হয়ে ছিল, ওদিকে শ্রমিক-ভোটদাতারা ফ্র্যাঙ্কলিন ডি. রুজভেল্টের সময়ের আনুগত্য হারিয়ে ফেলছিল। মার্চ মাসে ট্রুম্যান যখন ঘোষণা করলেন যে তিনি দাঁড়াবেন না, তখন দল থেকে সেই বুড়ো নাবিক বিদায় নেওয়ায় ডেমক্র্যাটরা জয়ধ্বনি করেছিল। প্রগতিবাদী লোকেরা নিউ ডিল-এর প্রধান অনুচ্ছেদগুলি এবং রাষ্ট্রসংঘ, ন্যাটো এবং বিদেশকে সাহায্যের পরিকল্পনার উপর আস্থা রেখেছিল, রিপাব্লিকানদের পক্ষে হুভার ও ম্যাকআর্থারের দ্বারা সমর্থিত রবার্ট ট্যাফ্‌টের নেতৃত্বে ওল্ড গার্ডের লোকেরা তাদের বিপক্ষে ছিল। রিপাব্লিকান দলের নবীনদের নেতৃত্বের ভার পড়ল আইজেনহাওয়ারের উপর এবং জেনারলের পিছনে এসে দাঁড়ালেন টমাস ই. ডিউক-র মতো রাষ্ট্রবিদরা।

গোড়া থেকেই আইজেনহাওয়ার রিপাব্লিকান দলে কর্তৃত্ব করতে লাগলেন। তাঁর মনোনয়ন গ্রহণ করবার ঘোষণায় এবং ন্যাটোর নেতৃত্ব ত্যাগ ক'রে রাজনৈতিক তৎপরতায় সকলেই খুশী হয়ে উঠেছিল। অবিসংবাদিত ভাবে তিনি ছিলেন দেশের সবচেয়ে জনপ্রিয় ব্যক্তি। তাঁর কাজকর্মে পেশাদারী নিপুণতা ছিল না, ইতিহাস ও রাজনীতিতে তাঁর জ্ঞান ছিল যৎসামান্য এবং আমাদের অর্থনৈতিক, সরকারী ও সামাজিক ব্যাপারে তাঁর জ্ঞান যথেষ্ট কম ছিল। কিন্তু তাঁর দক্ষতা সাধুতা এবং আন্তর্জাতিক অভিজ্ঞতা সম্পর্কে লোকের অগাধ বিশ্বাস ছিল। হ্যারল্ড স্ট্যাসেন, রবার্ট এবং ক্যালিফোর্নিয়ার গভার্নর আর্ল ওয়ারেন প্রমুখ তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বীরা জনচিত্তে বিশেষ প্রভাব বিস্তার করতে পারেননি।

জুলাই মাসের প্রথমে শিকাগোয় রিপাব্লিকানদের সম্মেলন বসল। আইজেন-

হাওয়ারের দলবলকে চালিত করতে লাগলেন গভার্নর ডিউই; দ্বিধাগ্রস্ত ডেলিগেটরাও দলে দলে এই ভাবে যে একমাত্র "আইক"-ই জিততে পারবেন। প্রথম ব্যালটেই জেনারল বিজয়ী হলেন; ক্যালিফোর্নিয়ার সেনেট-সদস্য রিচার্ড নিকসন ভাইস-প্রেসিডেন্ট হলেন।

ডেমক্র্যাটদের মধ্যে ইলিনয়ের গভার্নর এ্যাড্‌লাই ই. স্টিভেনসন দলের মধ্যে সুপরিচিত ছিলেন (ক্লেভল্যান্ড যখন দ্বিতীয়বার প্রেসিডেন্ট হন, স্টিভেনসনের ঠাকুর্দা ভাইস প্রেসিডেন্ট ছিলেন), ওয়াশিংটনে বহু সরকারী কাজে তাঁর অভিজ্ঞতা ছিল এবং তিনি রাষ্ট্রসংঘে প্রতিনিধি হয়ে গিয়েছিলেন। তিনি তাঁর রাজ্যকে সুদক্ষ ও জনপ্রিয় ভাবে শাসন করেছিলেন। তীক্ষ্ণধী, উচ্চশিক্ষিত, আমুদে এবং উদ্যমশীল তাঁর মধ্যে অনন্যসাধারণ ব্যক্তিত্ব ছিল। প্রেসিডেন্ট ট্রুম্যান স্টিভেনসনকে প্রার্থী হয়ে দাঁড়াতে বলেছিলেন এবং তৃতীয় ব্যালটে হ্যারিম্যান যখন নিউ ইয়র্কের ভোটগুলি তাঁকে দেওয়ার ব্যবস্থা করলেন, তিনি মনোনীত হলেন। সেখানে উপস্থিত হয়ে তিনি টেলিভিসনে মনোনয়ন স্বীকার করার যে-বক্তৃতা দিলেন তার চমৎকারিত্ব ও বাগ্মিতা সকলের উপর গভীর রেখাপাত করল।

তারপর যে অভিযান চলল তা খুব প্রতিদ্বন্দ্বিতামূলক বা নাটকীয় নয়। স্টিভেনসনকে সমর্থন করবার জন্য যখন বহু বুদ্ধিজীবি শ্রমিকনেতাদের সঙ্গে যোগ দিল, রিপাব্লিকানরা তাদের সমাজতন্ত্রবাদ এবং শ্রম-আইনের সমর্থক হিসাবে ঠাট্টা করল। কিছুদিন মনোকষ্টে কাটিয়ে ট্যাফ্‌ট সেপ্টেম্বর মাসে কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রেসিডেন্টের বাড়িতে তাঁর সঙ্গে দেখা করলেন। তিনি এমন এক ঘোষণা নিয়ে বের হয়ে এলেন যাতে লোকেদের ধারণা হয় যে প্রেসিডেন্ট তাঁর বেশির ভাগ দাবি গ্রহণ করেছেন। প্রেসিডেন্ট পদের দুই প্রার্থীই লম্বা লম্বা ভ্রমণ করেছিলেন, অপরের লেখা বক্তৃতা দিয়েছিলেন এবং শরৎকালে ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলেন। উইসকন্সিনের ম্যাককার্থি এবং ইন্ডিয়ানার উইলিয়াম ই. জেনার-এর মতো মাতব্বরদের সঙ্গে আড্ডা দিয়ে 'আইক' ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিলেন, অক্টোবর মাসে দ্রুত পরিভ্রমণের সময় আইজেনহাওয়ারের বিরুদ্ধে ট্রুম্যানের রূঢ় বাক্যগুলির জন্য স্টিভেনসনকে ক্ষতি স্বীকার ক'রে নিতে হয়েছিল।

ইতিহাসে এই প্রথম নির্বাচন অভিযানে টেলিভিসন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিল। এবং প্রচার কাজের জন্যও এই প্রথম বিজ্ঞাপনের এবং জনসংযোগের প্রতিষ্ঠানগুলিকে ডাকা হয়েছিল। এইসব নির্বাচন অভিযানে খরচের জন্য রিপাব্লিকানদের অনেক সুবিধা ছিল; তারা খরচ করেছিল সাড়ে তিনকোটি; তাছাড়া শতকরা আশিটি দৈনিকপত্র ও কিছু সংখ্যক অন্যান্য পত্রিকা আইজেনহাওয়ারের দলে ছিল। যদিও স্টিভেনসনের বক্তৃতায় চিন্তাশক্তি এবং সাহিত্যিক রস ছিল, আইজেন-

হাওয়ারের বক্তৃতায় ছিল মর্যাদা ও সাধুতাবোধ। কিন্তু এই প্রতিদ্বন্দ্বিতা ক্লান্তিকর হয়েছিল, বহু অর্থব্যয় ও বহু প্রচেষ্টার পরেও জনচিত্তে বিশেষ রেখাপাত হয়নি। এই প্রতিদ্বন্দ্বিতায় দুটি প্রধান বিষয় লক্ষণীয়। ইতিহাসে সম্পূর্ণ সাধু ব্যক্তি ব'লে যিনি সুপরিচিত, সেই স্টিভেনসন সুবুদ্ধির সংগে আন্তরিকতা মেশালেন এবং আইজেনহাওয়ার ট্রুম্যান ও রুজভেল্ট শাসনব্যবস্থার প্রধান পরিকল্পনাগুলি গ্রহণ করলেন। তিনি বললেন, "ঘড়ির কাঁটা পিছিয়ে দেবার জন্য আমরা এখানে আসিনি।"

ফলে রিপাব্লিকানদের নয়, আইজেনহাওয়ারের লাভ হয়েছিল। তিনি উন-চল্লিশটি রাষ্ট্রের জনসাধারণের ভোটে এবং ইলেকটোরাল কলেজের চারশ' বিয়াল্লিশটি ভোট পেয়েছিলেন। দক্ষিণের এবং সীমান্তের ন'টি রাষ্ট্রের দু' কোটি তিয়াত্তর লক্ষ জনভোট উননব্বইটি নির্বাচনী ভোট পেয়েছিলেন। আইজেন-হাওয়ার টেক্সাস, ফ্লোরিডা, ভার্জিনিয়া, টেনেসি এবং ওকলাহামাতে প্রায় সব ভোট পেয়েছিলেন। প্রায় সর্বত্র তিনি অন্যান্য রিপাব্লিকানদের চেয়ে অনেক বেশী ভোট পেয়েছিলেন। তাঁর খ্যাতি, দেশের কাজ এবং তাঁর ব্যক্তিগত গুণের জন্য জনসাধারণের ভিতর তাঁর সম্পর্কে যে-মনোভাব এল তাঁর প্রকাশ হয়েছিল একটি ছোট্ট বাক্যে, "আমি আইককে পছন্দ করি।"

নতুন শাসনব্যবস্থা। এটা যে দলীয় নয়, ব্যক্তিগত সাফল্য তা কংগ্রেসে রিপাব্লিকানদের যৎসামান্য সংখ্যাগরিষ্ঠতা দেখেই বুঝতে পারা যায়। নতুন হাউস অব রিপ্রেজেনটেটিভস-এ দুই দলের অনুপাত ছিল রিপাব্লিকান ২২১ ডেমক্র্যাট ২১১; সেনেটে ৪৮ ঃ ৪৭। আইজেনহাওয়ারের ভোটের সাহায্য পেয়ে বহু রিপাব্লিকান প্রার্থী জিততে না পারলে, দুটি কক্ষেই ডেমক্র্যাটরা প্রাধান্য পেত। আইজেনহাওয়ার পরিষ্কার ভাষায় জানিয়ে দিলেন যে তাঁর উদ্দেশ্য দলকে, দেশকে এবং পাশ্চাত্য জাতিগুলিকে একতাবদ্ধ করা। যখন পৃথিবী ঐক্যবদ্ধ আমেরিকা ও ন্যাটোকে চাইছিল, তখন আইজেনহাওয়ার যে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক একতার প্রতীক হিসাবে এসেছিলেন তার জন্য সকলে তাঁকে সম্বর্ধনা জানিয়েছিল।

তিনি নিয়োগ করেছিলেন মধ্যপন্থী লোকদের, যারা ব্যবসা, অর্থ এবং আইনের সংগে সংশ্লিষ্ট ছিল। তিনি পররাষ্ট্র সচিব করেছিলেন নিউ ইয়র্কের জন ফস্টার ডালেসকে, যিনি দ্বিদলীয় আন্তর্জাতিক নীতির সমর্থক ছিলেন এবং রাষ্ট্রসংঘে যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিনিধি ছিলেন। এতেই নব শাসনব্যবস্থার আন্তর্জাতিকতার প্রমাণ হ'ল। জেনারল মোটরস কর্পোরেশনের প্রধান চার্লস ই. উইলসন প্রতিরক্ষাসচিব হলেন। আর একজন শিল্পপতি, ক্লেভল্যান্ডের জর্জ এম. হাম্ফ্রে অর্থসচিব হলেন

অরিগনের রক্ষণবিরোধী ডগলাস ম্যাক্‌কে হলেন আভ্যন্তরীণ সচিব এবং ইউটার এজরা টি. বেনসন হলেন কৃষিমন্ত্রী।

স্পষ্ট বোঝা গেল যে নতুন শাসনব্যবস্থা হবে রক্ষণশীল, নিয়মতান্ত্রিক এবং তার মধ্যে উগ্র রাজনৈতিক দলীয় মনোভাব থাকবে না। একথাও বোঝা গেল যে সেটির আন্তর্জাতিক ভাবভঙ্গি ট্রুম্যানের মতোই আলোকপ্রাপ্ত হবে। পারস্পরিক নিরাপত্তার অধিকর্তা হলেন হ্যারল্ড স্ট্যাসেন, যিনি পাশ্চাত্য শক্তিদের সংহত রাখা সম্পর্কে প্রেসিডেন্ট ও ডালেসের সঙ্গে একমত ছিলেন। আইজেনহাওয়ার যখন কার্য-ভার নিলেন দেশে তখন প্রচুর সমৃদ্ধি ও ব্যবসায়িক উন্নতি এবং তিনি সে-অবস্থা অব্যাহত রাখতে দৃঢ়সঙ্কল্প হলেন। যুক্তরাষ্ট্রের অর্থনৈতিক স্থায়িত্বের উপরেই স্বাধীন পৃথিবীর স্থায়িত্ব নির্ভর করছিল।

পঞ্চবিংশ অধ্যায়

আইজেনহাওয়ারের শাসনযুগ

নীতির গতিপ্রকৃতি। বিশ বছর পরে রিপাব্লিকানরা ক্ষমতা ফিরে পেল। হুভার বিষণ্ণভাবে হোয়াইট হাউস ত্যাগ করবার পর দেশে ও বিশ্বে একটা বিপ্লব ঘ'টে গিয়েছিল এবং নতুন শাসনব্যবস্থা তার সমস্ত দায়িত্ব নিতে প্রস্তুত ছিল।

বিদেশের সম্পর্কে আইজেনহাওয়ারের মতো খুব কম আমেরিকানেরই অভিজ্ঞতা ছিল এবং তাঁর মতো খুব কম ব্যক্তিই কমিউনিস্টদের আক্রমণের বিরুদ্ধে স্বাধীন জাতিদের ঐক্যবদ্ধ করার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করেছিলেন। তাঁর অভিষেক-বক্তৃতায় তিনি বলেছিলেন, "আমেরিকার পৃথিবীতে নেতৃত্ব করবার ঝোঁক রয়েছে, এবং সেদেশ তা করবে আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে।" কম মূল্যের বাজেট বা কর গ্রহণ করার বিরুদ্ধে জাতিকে সাবধান ক'রে দিয়ে তিনি তাদের আরো স্বার্থত্যাগের জন্য প্রস্তুত থাকতে অনুরোধ করেছিলেন, তিনি পশ্চিম ইউরোপকে আরো সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন এবং বলেছিলেন বাণিজ্যের প্রসারের জন্য শুল্ককর কমাতে যুক্তরাষ্ট্র রাজী আছে। ইউরোপের জাতিদেরও অর্থনৈতিক ভার বহন করবার জন্য তিনি অনুরোধ করেছিলেন এবং তাদের বলেছিলেন উৎপাদন বাড়াতে এবং নিজেদের যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত করতে।

আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে কংগ্রেসকে এক দীর্ঘ বাণীতে তিনি তাঁর নীতি ঘোষণা করেন। জাতির জীবনে আমলাতান্ত্রিক হস্তক্ষেপ তিনি বন্ধ করতে চেয়েছিলেন। জরুরী অবস্থা ছাড়া ব্যবসাকে তিনি সাধারণ অর্থনৈতিক নিয়মের উপর ছেড়ে দিতে চেয়েছিলেন। সরকারের আসল কাজ "অর্থনৈতিক জীবনকে দৃঢ়ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠা করা এবং ব্যক্তিগত চেষ্টাকে স্বাধীনতা দেওয়া।" ট্যাক্স কমানর চেয়ে ঋণ কমান বাঞ্ছনীয়। মুদ্রাস্ফীতি কমাবার শ্রেষ্ঠ উপায় ঋণ কমান—বেতন ও মূল্য বেঁধে দিয়ে নয়। শ্রমের ক্ষেত্রে পরিচালক ও ইউনিয়নদের বিতর্ক থেকে তিনি সরকারকে দূরে রাখতে চেয়েছিলেন, যতক্ষণ না কাজ বন্ধ রাখা জাতির পক্ষে ক্ষতিকারক হয়ে দাঁড়াচ্ছে। কৃষির ক্ষেত্রে ১৯৫৪-তে অনমনীয় মূল্যের আইনের মেয়াদ শেষ হ'লেই

নমনীয় মূল্যের আইন প্রবর্তন করা হবে। ভাগ্যহীন ম্যাক্‌কারান আইনের অনুসিদ্ধান্তটি তিনি সংশোধন করতে চেয়েছিলেন এবং চাইছিলেন সামাজিক নিরাপত্তার সম্প্রসারণ। ট্রুম্যানের সঙ্গে তিনি একমত ছিলেন যে সরকারী বিভাগ থেকে ক্ষতিকারক ব্যবস্থাকে তাড়াবার দায়িত্ব কংগ্রেসের নয়, শাসকদের। মোটের উপর আইজেনহাওয়ারের মতামত একজন মাঝামাঝি উদারপন্থীর এবং তাঁর মতে, তা মাঝামাঝি ধরনের প্রাণবন্ত উদারতার।

তিরাশিতম কংগ্রেসের প্রথম অধিবেশন আইজেনহাওয়ারের ইচ্ছানুযায়ী কতকগুলি কাজ করেছিল। তারা স্বাস্থ্য, জনকল্যাণ এবং শিক্ষাসংক্রান্ত একটি দপ্তর খুলল এবং মিসেস ওভেটা কাল্প হবি-কে সেটির প্রধানা ক'রে বসাল। পুনর্গঠন অর্থসংস্থা তুলে দিয়ে একটি ক্ষুদ্র ব্যবসায় ব্যবস্থার উদ্বোধন করা হ'ল: তাদের কাজ হ'ল প্রত্যেকে দেড়লাখের বেশী ঋণ দিতে পারবে না। এতে কাস্টমের কাজ ক'মে গেল। খামারের মূল্য স্থায়িত্বের কর্মসূচির সময় এবং এক বছরের জন্য পারস্পরিক ব্যবসা চুক্তির আইনের মেয়াদ বাড়িয়ে দিল। এই আইন কর্ডেল হালের দ্বারা প্রবর্তিত হয়ে আন্তর্জাতিক বাণিজ্য বাড়াবার জন্য অনেক কিছু করেছিল। হাঙ্গামা সহ্য ক'রেও আইজেনহাওয়ার সাড়ে চার বিলিয়ন ডলার বিদেশকে সাহায্যের জন্য কংগ্রেসকে দিয়ে অনুমোদন করিয়ে নিয়েছিলেন। এই অঙ্ক আগেকার সংখ্যার সঙ্গে মিলিয়ে দেখা গেল তা ছ'বিলিয়ন ষাট কোটিতে দাঁড়ায়।

রাষ্ট্র হিসাবে হাওয়াইকে স্বীকার করা এবং ট্যাফ্‌ট-হার্টলে আইনকে সংশোধন করার জন্য প্রেসিডেন্টের প্রস্তাব কংগ্রেসে গৃহীত হয়নি, কিন্তু আইজেনহাওয়ার ধীরে ধীরে এগিয়ে যাওয়া স্থির করেছিলেন। তিনি বিশ্বাস করতেন যে ক্ষেত-খামার সংক্রান্ত নীতির মতো বিপজ্জনক ক্ষেত্রে মতামত দেবার আগে এক বছর পড়াশুনা করতে হয়। টি. আর. এবং উইলসনের মতো কংগ্রেসের উপর জোর খাটাবার ইচ্ছা তাঁর ছিল না। যখন আইজেনহাওয়ারের উপর দেশবাসীর শ্রদ্ধা ও প্রীতি বাড়তে লাগল, উদ্যম না থাকা এবং নেতৃত্বে দ্বিধাগ্রস্ত হওয়ার জন্য লোকে তাঁর সমালোচনা করতে লাগল।

কোরিয়া যুদ্ধের অবসান। নির্বাচন অভিযানের সময় আইজেনহাওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন যে তিনি এই নির্দয় যুদ্ধের অবসান করবেন। স্ট্যালিন-এর মৃত্যু হওয়ায় এবং চীনারা যুদ্ধে ক্লান্ত হওয়ায় একাজ সহজ হয়েছিল; কিন্তু, প্রত্যক্ষ শাসনতান্ত্রিক ব্যবস্থা অবলম্বনের জন্য শান্তি স্থাপিত হয়েছিল। কর্তৃপক্ষ ভারতের প্রধানমন্ত্রী নেহেরুর মাধ্যমে কমিউনিস্টদের জানিয়ে দিলেন যে অবিলম্বে যদি যুদ্ধের অবসান না হয় তবে রাষ্ট্রসংঘ চীনাদের সরবরাহ ব্যবস্থার উপর বোমা

ফেলতে থাকবে। ১৯৫৩-র ২৭শে জুলাই যে যুদ্ধবিরোধী চুক্তি ঘোষণা করা হ'ল তাতে যুদ্ধবন্দীদের সম্পর্কে রাষ্ট্রসংঘ যা দাবি করেছিল তার প্রধানগুলি মেনে নেওয়া হয়েছিল। কথা ছিল, এর পরই একটি রাজনৈতিক সম্মেলন হবে, সন্ধিপত্র স্বাক্ষরিত হবে এবং স্থায়ী শান্তির ব্যবস্থা হবে; কিন্তু এ সমস্তই মরীচিকা হয়ে গেল। পৃথিবীতে যুদ্ধ শেষ হ'ল বটে কিন্তু একটা বোঝাপড়া হ'ল না এবং কোরিয়ার দুই অংশের মধ্যে একতা এল না।

১৯৫৪-তে যখন কোরিয়া এবং ইন্দোচীন-এর সমস্যা আলোচনা করবার জন্য জেনিভায় উনিশটি জাতি একত্রিত হয়েছিল তাতে স্বাধীন বিশ্বের লাভের চেয়ে ক্ষতিই বেশী হয়েছিল। কোরিয়ার প্রশ্ন এক পাশে ঠেলে রাখা হয়েছিল; সেখানে মতৈক্য অসম্ভব ছিল, কারণ প্রতীচ্য শক্তিগুলি সেখানে যে অনিয়ন্ত্রিত নির্বাচন ব্যবস্থা চাইছিল তা কমিউনিস্টদের স্বভাববিরুদ্ধ। সমুদ্রতীরবর্তী ইন্দোচীন (ভিয়েৎনাম) মধ্যস্থলে দু'ভাগে ভাগ হয়ে গেল। উত্তরাংশে, যেখানে ফরাসী সৈন্যরা কমিউনিস্ট বিদ্রোহীদের হাতে বার বার পরাজিত হচ্ছিল, সেটি ভিয়েৎমিন বা কমিউনিস্টদের স্বাধীন রাজ্যে পরিণত হ'ল। স্থানটির, কিংবা সমগ্র দক্ষিণপূর্ব এশিয়ার, ভাগ্যে কি যে শেষ পর্যন্ত দাঁড়াবে তা কারুরই জানা ছিল না; শুধু একটা বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ ছিল না যে উত্তর ভিয়েৎনাম-এর এক কোটি কুড়ি লক্ষ লোক কমিউনিস্টদের জোয়াল কাঁধে নিতে বাধ্য হয়েছে। বহু আমেরিকান এবিষয়ে গভীরভাবে বিচলিত হয়ে পড়েছিল এবং মন্ত্রী ডালেস স্থানীয় স্বাধীন রাষ্ট্রগুলির এক সম্মেলন ডাকলেন ম্যানিলা-তে। সেখানে তারা দক্ষিণপূর্ব এশিয়া সন্ধি-সংস্থা (সিয়াটো)-র উদ্বোধন করল; এটি, ন্যাটোর-ই মতো প্রতিষ্ঠান ছিল, কিন্তু সেটির মতো শক্তিসম্পন্ন ছিল না।

নতুন শাসনব্যবস্থার অধীনে সোভিয়েট ইউনিয়ন একটি শান্তি অভিযান শুরু করল, যার মধ্যে আন্তরিকতা ছিল না। কিন্তু, তবু তা কয়েকটি অব্যবস্থিতচিত্ত নিরপেক্ষ অঞ্চলের উপর প্রভাব বিস্তার করল। ১৯৫৩-র ১৭ই জুন পূর্ব-জার্মানির শ্রমিকদের বিদ্রোহ এবং কমিউনিস্ট নেতাদের মধ্যে মতবিরোধই বোধহয় এর জন্য দায়ী ছিল। পশ্চিমী রাষ্ট্রেরা এটির সম্মুখীন হ'তে তৈরী ছিল। ১৯৫৩-র শেষের দিকে যুক্তরাষ্ট্র, ব্রিটেন ও ফ্রান্স রাশিয়ার কাছে প্রস্তাব করল পররাষ্ট্র নেতাদের একটি সম্মেলনের জন্য; এ-প্রস্তাব যখন অগ্রাহ্য হ'ল, আইজেন-হাওয়ার নিজেই চেষ্টা করতে লাগলেন। ডিসেম্বর মাসে রাষ্ট্রসংঘের সাধারণ সভায় একটি জোরাল বক্তৃতায় তিনি বারুচ পরিকল্পনা বাতিল হয়ে যাবার পর পারমাণবিক সমস্যার প্রথম গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা চালালেন। তিনি প্রস্তাব করলেন সংশ্লিষ্ট সমস্ত সরকার তাদের সমস্ত ইউরেনিয়াম এবং বিভাজনক্ষম ধাতু রাষ্ট্রসংঘের অধীনে

একটি যুক্ত-গুদামে রাখবে। যাদের উপর এটির দেখাশুনার ভার থাকবে তারা যেসব স্থানে কয়লা বা বিজলীশক্তির সুবিধা নেই সেখানে এবং ওষুধ, কৃষিকর্ম, পূর্ত-বিজ্ঞান প্রভৃতির কার্যে তার ব্যবহার করবে। রাশিয়া প্রথমে এবিষয়ে কোনও আগ্রহ দেখায় না এবং যদিও পরে এই ব্যাপারটির উপর বিতর্কে সে যোগ দিয়েছিল, এবিষয়ে একটা ব্যবস্থা অবলম্বনের জন্য তার কোনও ঝোঁক ছিল না

কংগ্রেসের সক্রিয়তা। বেশী শ্রমশীল না হলেও ধৈর্যশীল চেষ্টায় শাসন-ব্যবস্থা আইজেনহাওয়ার-এর প্রিয় পরিকল্পনাগুলির কিছু কিছু বাস্তবে রূপ দিতে পারল; যাতে ১৯৫৪-এর শেষের দিকে তিনি ঘোষণা করলেন যে তিনি জাতিকে সত্যই কতকগুলি প্রাণবন্ত কার্যসূচি দিয়েছেন। সেবছরের সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ আইনটির সাহায্যে, রাদারফোর্ড বি. হেইজ-এর পর এই সর্বপ্রথম যুক্তরাষ্ট্রীয় করব্যবস্থা সম্পূর্ণ পরিবর্তনের ব্যবস্থা হয়েছিল। ব্যবসায়ীরা এতে খুব উৎসাহী হয়ে উঠল, কারণ যন্ত্রপাতির ক্ষয়-মূল্যের খুব বদান্য ব্যবস্থাই এতে ছিল। এছাড়াও, এই আইনটি শিল্প-প্রতিষ্ঠানগুলিকে তাদের গবেষণামূলক কাজের জন্য অনেক সুযোগসুবিধা দেবার ব্যবস্থা করেছিল আর নানাভাবে এটির করভারকে অনেকাংশে ন্যায়সঙ্গত করে তুলেছিল। এছাড়া, প্রেসিডেন্ট প্রধান কৃষি উৎপন্নগুলির বাজারদর ওঠা-নামার জন্য সাহায্য ব্যবস্থা অবলম্বনে সম্পূর্ণ সাফল্যলাভ করে-ছিলেন। সরকারের মতলব ছিল এই সাহায্যগুলিকে ধীরে ধীরে কমিয়ে আনা, যাতে নতুন-ব্যবস্থার প্রবর্তন সহজ হয়ে ওঠে। তাছাড়া, সরকারী গুদামগুলিতে যে অতিরিক্ত শস্যের বিরাট স্তূপগুলি নষ্ট হচ্ছিল, সেগুলির পরিমাণ কমিয়ে দেবার জন্য সরকারের উৎসাহ ছিল। কিন্তু, কৃষিসংক্রান্ত বিক্ষোভ বেড়েই চলল এবং মূলতঃ কৃষিসংক্রান্ত কোন সমস্যার সমাধান হ'ল না।

প্রেসিডেন্ট যে কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রণের চেয়েও রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণকে এবং অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে সরকারী প্রচেষ্টার চেয়েও ব্যক্তিগত প্রচেষ্টা বেশী পছন্দ করতেন তারই সঙ্গে তাল রেখে টেক্সাস, লুইজিয়ানা এবং ক্যালিফোর্নিয়া-তে পেট্রোল-সম্পদের উপর যুক্তরাষ্ট্রের মালিকানা স্বত্ব ছেড়ে দেওয়া হ'ল; অন্যান্য ক্ষেত্রেও টি-ভি-এ-এর খাতে জমা কমিয়ে দিয়ে, বিজলীশক্তি উৎপাদনে কম্প্যানিগুলির বদলে ব্যক্তিগত প্রচেষ্টার সঙ্গে সহায়তা করা হ'ল এবং প্রাকৃতিক গ্যাস-কে যুক্তরাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণ থেকে মুক্তি দেওয়ার চেষ্টা ক'রে শাসনব্যবস্থার 'হামাগুড়ি দিয়ে এগিয়ে আসা সমাজতন্ত্রবাদ'-এর উপর অবিশ্বাস এবং ব্যক্তিগত প্রচেষ্টার দিকে ঝোঁক প্রমাণিত হ'ল।

নতুন সামাজিক নিরাপত্তামূলক আইনগুলির সাহায্যে সুযোগ-সুবিধা দেবার

জন্য প্রেসিডেন্ট-এর কার্যসূচিতে কংগ্রেসের দু'টি দলই সহযোগিতা করতে লাগল। সেন্ট লরেন্স থেকে গ্রেট লেক্‌স পর্যন্ত জলপথ তৈরির জন্য ক্যানাডার সঙ্গে একটি অংশদারী চুক্তির ব্যবস্থা করায় (মে, ১৯৫৪) দু'দলই তাঁকে সাহায্য করেছিল। বাফেলো শহরের মতো স্বার্থসংশ্লিষ্ট বিরুদ্ধবাদীরাও শেষ পর্যন্ত মত দিতে রাজী হয়েছিল। ক্যানাডা জলপথটি নিজেই তৈরি করতে চাইছিল কিন্তু যুক্তরাষ্ট্র চাইছিল এটিকে আন্তর্জাতিক নিয়ন্ত্রণে রাখতে। দুই দলের, বিশেষ ক'রে ডেমক্র্যাটদের সাহায্যে ব্রিকার-এর সংবিধান সংশোধনের প্রস্তাব পরাজিত করতে সমর্থ হয়েছিলেন। এই প্রস্তাবটি গৃহীত হ'লে প্রেসিডেন্ট-এর সন্ধিচুক্তি করার ক্ষমতা বিপজ্জনকভাবে সীমাবদ্ধ হ'ত।

এবং এইরূপ দুইদলের শক্তিশালী সহযোগিতায় ম্যাক্‌কার্থিকে ১৯৫৪-তে সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস করা সম্ভব হয়েছিল। সেনেটের অনুসন্ধান কার্যের স্থায়ী সাবকমিটির প্রধান হিসাবে তিনি প্রচুর ক্ষমতার অধিকারী হয়েছিলেন। ক্রমশঃ বেশী মাত্রায় দাম্ভিক হয়ে তিনি একজন সামরিক দাঁতের ডাক্তারের আনুগত্যের মতো একটি তুচ্ছ ব্যাপারে একজন জেনারলকে এবং সমরসচিবকে অপমান করবার ভুল ক'রে বসলেন। সৈন্যদল তাঁর বিরুদ্ধে বহু অভিযোগ আনল এবং তাঁর সম্পর্কে অনুসন্ধানের জন্য সেনেটের আর একটি কমিটি নিযুক্ত হ'ল। লোকেরা খবর জানবার জন্য তাদের টেলিভিসন সেট খুলে ব'সে থাকত এবং উইসকনসিন-এ এই সেনেট-সদস্যের উপর তাদের বিরক্তি বেড়ে যেত। ফলে ইউটার আর্থার ভি. ওয়াটকিন্স-এর নেতৃত্বে সেনেটের আর একটি নতুন বিশেষ কমিটি নিযুক্ত হ'ল এবং সেটি ম্যাক্‌কার্থির বিরুদ্ধে অভিযোগ আনবার পরামর্শ দিল। সেই অভিযোগের প্রস্তাব দুই-তৃতীয়াংশ ভোটে গৃহীত হ'ল এবং অপ্রস্তুত অপরাধী প্রায় লোক-সমাজ থেকে আত্মবিলোপ করলেন। তাঁর প্রতিপত্তি রইল না বললেই চলে। তবে তা না হলেও কমিটির সভাপতিপদ থেকে তিনি অপসারিত হতেনই, কারণ আসন্ন নির্বাচনে ডেমক্র্যাটরা কংগ্রেসের দুটি কক্ষেই সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করেছিল।

অন্যত্রও এই হিস্টিরিয়াগ্রস্ত ভাবে ভাটা পড়তে লাগল। আমেরিকার বে-সামরিক ব্যক্তিস্বাধীনতা সংস্থা এবং সাধারণতন্ত্রের অর্থকোষ প্রভৃতি প্রতিষ্ঠান এইসব চরমপন্থী বিরোধী আন্দোলনের ভিতর যে-বিপদের সম্ভাবনা, সেটিকে নাটকীয়ভাবে সকলের সামনে তুলে ধরল। কতকগুলি চমৎকার রায়ের সাহায্যে সর্বোচ্চ আদালত স্পষ্টভাবে বিল অব রাইটস্‌-এর বৈধতা মেনে নিল, কংগ্রেসের কমিটিগুলির যথেচ্ছাচার বন্ধ করল, পাসপোর্ট লাভ সম্পর্কে প্রত্যেক নাগরিকের অধিকার স্বীকার করে নিল, এমনকি নিরাপত্তার জন্য অনুসন্ধান হলেও এবং ভয় প্রদর্শন ও আইনের সাহায্যে সমালোচনা চেপে দেওয়া বন্ধ করল।

জেনিভায় আইজেনহাওয়ার : তাঁর পীড়া। পৃথিবীব্যাপী উত্তেজনা কমবার কোন লক্ষণ না দেখা যাওয়ায়, যুক্তরাষ্ট্র একটার পর একটা হাঙ্গামা যথাসাধ্য সামলাতে লাগল। ১৯৫৪-তে প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলে দুটি হাইড্রোজেন বোমা ফাটাবার পরেও দেশবাসীদের মনে বিন্দুমাত্র নিরাপত্তাবোধ এল না, কারণ রাশিয়া প্রচার করল যে তাদেরও ঐ ধরনের বোমা আছে। পশ্চিম ইউরোপের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা শক্তিশালী করবার জন্য আইজেনহাওয়ার সরকার যথাসাধ্য চেষ্টা করেছিল। ছ'টি জাতির (ফ্রান্স, পশ্চিম জার্মানি, ইটালি, হল্যান্ড, লাক্সেমবুর্গ এবং বেলজিয়াম) সৈন্যদল একত্রিত ক'রে একটি ইউরোপীয় প্রতিরক্ষাদল গড়ার জন্য একটি সন্ধিচুক্তি এই জাতিগুলির দ্বারা গৃহীত হবার খুবই সম্ভাবনা হয়েছিল। ১৯৫৪-র গ্রীষ্মকালে ডালেস আশা করেছিলেন যে অবিলম্বে প্রস্তাবটি গৃহীত হবে। তারপর যখন ফরাসী আইনসভায় প্রস্তাবটি পরাজিত হ'ল, আইজেনহাওয়ার-এর মতে সেটি হ'ল আমাদের পরিকল্পনার "একটা বড় রকমের ব্যর্থতা।" সোভিয়েট ইউনিয়ন যে ই. ডি. সি-কে ভাঙবার জন্য অত্যন্ত আগ্রহশীল ছিল, তাতে আমেরিকার হতাশা বেড়ে গিয়েছিল। কিন্তু ব্রিটিশ পররাষ্ট্রমন্ত্রী এ্যান্টনি ইডেনের চেষ্টায় 'ইউরোপীয় সংযুক্তি' নামে একটি নতুন দল গড়ে উঠল এবং বিদেশে কোন বিপজ্জনক পরিস্থিতি না হ'লে, ইউরোপীয় মহাদেশে প্রচুর সৈন্য রাখার প্রতিশ্রুতি ব্রিটেন দিল।

তারপর এই সংযুক্ত দলটির নিয়ন্ত্রণাধীনে পশ্চিম জার্মানির পুনরস্ত্রসজ্জা চলতে লাগল। পাঁচ লক্ষ সৈন্য সংগ্রহ করবার অধিকার দেশটিকে দেওয়া হ'ল, তাদের প্রধান সেনাপতি হবেন 'ন্যাটো'র সর্বময় কর্তা। তার অর্ধেক সংখ্যক সৈন্য ও ইউরোপে অবস্থিত ব্রিটিশ ও আমেরিকান সৈন্যদল এবং ইটালীয়, ফরাসী এবং বেনেলাক্স সৈন্যদের সঙ্গে যুক্তভাবে একটি শক্তিশালী বাহিনীতে পরিণত হবার কথা। ১৯৫৫-র এপ্রিল মাসে এই নতুন ব্যবস্থার কাজ সম্পূর্ণ হ'ল।

পরবর্তী জুলাই মাসে জেনিভায় এক স্মরণীয় সভার অধিবেশনে এই পাশ্চাত্য ও সোভিয়েট নেতারা একত্রিত হলেন : আইজেনহাওয়ার, ইডেন (তখন প্রধানমন্ত্রী), ডালেস, ফরে, প্রধানমন্ত্রী বুলগানিন, কমিউনিস্ট দলপতি নিকিতা ক্রুশ্চেভ এবং সোভিয়েট সমরসচিব জর্জি জুকফ। তাঁদের উদ্দেশ্য ছিল পরস্পরের সঙ্গে মতৈক্যের ভিত্তির সন্ধান করা। আলোচনার প্রধান বিষয় ছিল—দুই জার্মানিকে যুক্ত করা এবং অস্ত্রসজ্জা বর্জন। আইজেনহাওয়ার বললেন, "আমাদের ধৈর্য রাখতে হবে, কারণ আমরা আমাদের রীতিনীতি অপরের উপর চাপাতে চাই না।" প্রেসিডেন্ট অবিলম্বে অধিবেশনের প্রধান ব্যক্তি হয়ে উঠলেন। এর চেয়ে ভাল ভাবে তিনি বোধহয় আর কখনও প্রতিভাত হননি। শান্তির জন্য তাঁর আন্তরিক

আগ্রহ রুশ নেতাদের উপরেও প্রভাব বিস্তার করল এবং তিনি একটি চমকপ্রদ প্রস্তাব দিলেন যে—সমস্ত দেশকে পারমাণবিক এবং পরমাণুকেন্দ্রিক অস্ত্র পরিহারে একমত হয়ে, আকাশ থেকে এবং নিচে নেমে পরিদর্শন করতে দিতে রাজী হ'তে হবে। উপর উপর আলোচনাই হ'ল, কিন্তু অল্প সময়ের জন্য হলেও, মনে হয়েছিল যে পৃথিবীর পরিস্থিতির উন্নতি হয়েছে। পূর্ব ও পশ্চিমের লোকেরা "জেনিভার মনোভাব"-এর প্রশংসা করতে লাগল। দুর্ভাগ্যক্রমে সেই শীতে চারটি প্রধান শক্তির পররাষ্ট্রমন্ত্রীদের বৈঠকে প্রমাণিত হ'ল যে সত্যিকার প্রয়োজনীয় কাজ কিছুই হয়নি। যখন জার্মানির, অস্ত্রসজ্জা পরিহার এবং জার্মানির পূব-পশ্চিম মিলনের প্রশ্নগুলি উঠেছিল, আগেকার মতোই সোভিয়েট নেতারা অটল ছিলেন।

ইতিমধ্যে প্রেসিডেন্টের সহসা অসুখ হওয়ায় যুক্তরাষ্ট্রের সকলেই চিন্তিত হয়ে উঠেছিল। তিনি ডেনভারে গেলেন বিশ্রাম ও কাজ দুই-এর জন্যই। সেপ্টেম্বরের শেষের দিকে তিনি করোনারি থ্রম্বসিস-এর দ্বারা আক্রান্ত হলেন। কিছুদিন তাঁকে একটি অক্সিজেনের তাঁবুতে রাখা হ'ল; কিন্তু তিনি ধীরে ধীরে সে'রে উঠে দু'মাস পরেই তাঁর কাজকর্মের বেশির ভাগই আবার আরম্ভ করতে পারলেন।

সামাজিক উন্নতি। দেশের ঐশ্বর্য ও লোকসংখ্যা যেমন বাড়তে লাগল, সেই অনুপাতে সামাজিক এবং কৃষ্টিমূলক উন্নতিও পিছিয়ে থাকল না। ১৯৫৬-তে কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে ছাত্রছাত্রী ভর্তির সংখ্যা তিরিশ লক্ষকে ছাড়িয়ে গেল এবং মনে হ'ল এই সংখ্যা দ্রুতভাবে আরও বাড়বে। দেশের সর্বত্র তখন রেডিওর বদলে টেলিভিসনের প্রচলন হয়ে চলচ্চিত্রের আবেদন ক'মে গেছে। শ্রমিক সংস্থাগুলি শক্তিতে এবং সম্পদে উন্নতি করেছে, তাদের হাতে তখন প্রচুর জমানো টাকা। ১৯৫২-তে জর্জ মিনি নামে এক পূর্বতন পাইপের মিস্ত্রী উইলিয়াম গ্রিনের স্থানে এ. এফ. অব এল.-এর সভাপতি হলেন এবং ফিলিপ মারের জায়গায় ওয়াল্টার রয়থার সি. আই. ও-র প্রধান হলেন। এই দুটি দলের সংযুক্তির প্রশ্ন তখন অনেকদূর এগিয়ে গেছল, ১৯৫৫-তে সেদুটি এক হয়ে গেল এবং তার সদস্য-সংখ্যা হ'ল প্রায় দেড় কোটি। সে-বছর জুন মাসে সংযুক্ত মোটর-কর্মীরা ফোর্ড মোটর কম্প্যানি এবং জেনারল মোটরস-এর কাছ থেকে বাৎসরিক মাইনের প্রতিশ্রুতি আদায় করল এবং যদিও সর্তগুলি খুব পরিষ্কার ছিল না, তারা ঐদুটি প্রতিষ্ঠানের কর্মীদের জন্য একটা নিয়মিত আয়ের ব্যবস্থায় অনেকদূরে অগ্রসর হয়েছিল।

নতুন সামাজিক সংস্কারগুলির মধ্যে সেটিই ছিল প্রধানতম যেটিকে দাস-মুক্তির ঘোষণার পর নিগ্রোরা তাদের জীবনে বৃহত্তম প্রগতি ব'লে অভ্যর্থনা করে-ছিল। ১৯৫৪-র ১৭ই মে সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি আর্ল ওয়ারেন ও

তাঁর সহকর্মী অন্যান্য বিচারপতিরা একমত হয়ে রায় দিলেন যে বিদ্যালয়গুলিতে জাতি-বিচার থাকা চলবে না। অর্থাৎ তাঁরা রায় দিলেন যে চতুর্দশ সংশোধন অনুযায়ী "সমান—কিন্তু আলাদা" সুযোগ-সুবিধা দেবার পুরনো ব্যবস্থাটি আইনতঃ বাতিল হয়ে গেল। নিঃসন্দেহে এই ঘোষণার প্রতিক্রিয়া শুধু বিদ্যালয়-গুলিতেই সীমাবদ্ধ থাকবে না, আমেরিকানদের জীবনের বিস্তৃততর ক্ষেত্রেও ছড়িয়ে পড়বে। বাল্টিমোর থেকে কানসাস শহর পর্যন্ত সমগ্র সীমান্ত অঞ্চল ধ'রে কর্তৃপক্ষ এই রায় অনুযায়ী কাজ করতে সচেষ্ট হ'ল। সুদূর দক্ষিণাঞ্চলে এই সিদ্ধান্তের আনুগত্য অত সহজ বা ত্বরান্বিত হবে না। এই পরিবর্তন বহুস্থানেই ধীরে ধীরে হবার সম্ভাবনা, তাই এদিকে লক্ষ্য রাখার ভার নিম্ন আদালতগুলির উপর দিয়ে সুপ্রিম কোর্ট বিজ্ঞতার পরিচয় দিয়েছিলেন। কিন্তু সেই সময় আসন্ন যখন নিগ্রো আর শ্বেতাঙ্গেরা সমান মর্যাদায় পাশাপাশি দাঁড়িয়ে থাকবে সেই দেশের মাটিতে যেটিকে চিরকাল নব নব ভাবে স্বাধীনতা ও ন্যায়ের বেদীমূলে উৎসর্গ করা হয়েছে।

পার্ল-পুস্তকাবলী

(পুস্তকগুলির প্রত্যেকটির মুদ্রণসংখ্যা পনের থেকে পঁচিশ হাজার কপি)

যোগী আর শাসনকর্তা—আর্থার কোয়েস্‌লার। অনুবাদিকা : কমল মুস্তাফি। বুদ্ধিবিদগ্ধ এবং রসসমৃদ্ধ লেখনীর জন্য কোয়েস্‌লার-এর নাম এখন পৃথিবীর সর্বত্র পরিচিত। তাঁর অনবদ্য রচনাশৈলীর মাধ্যমে রচনাগুলি পাঠক-চিত্ত জয় করতে সমর্থ হবে। ২৬২ পৃষ্ঠা, মূল্য ৫০ নয়া পয়সা।
PB-1. Price: 50 nP.

প্রেম মৃত্যুহীন—আরভিং স্টোন। অনুবাদিকা : গীতা দেবী। মেরী টড-এর মৃত্যুজয়ী প্রেমের অনুপ্রেরণা কিভাবে 'কাঠুরে উকিল' কুৎসিত-দর্শন 'বুড়ো এব' লিঙ্কনকে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেণ্ট হিসাবে ইতিহাসের অমর আসনে সুপ্রতিষ্ঠিত করল, মর্মস্পর্শী সেই ঘটনাগুলিকে আশ্রয় ক'রে দুখণ্ডে সম্পূর্ণ সুবৃহৎ উপন্যাস। প্রথমখণ্ড ২৪৯ পৃষ্ঠা, মূল্য এক টাকা। দ্বিতীয়খণ্ড ৩৫২ পৃষ্ঠা, মূল্য এক টাকা।
PB-2. Price: Re. 1-00 each Vol.

টমাস পেন-এর রাজনৈতিক রচনাবলী—অনুবাদক : প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়। ফরাসী বিপ্লব ও আমেরিকান বিপ্লবের চিন্তা-নায়কের বিশ্ববিখ্যাত কতকগুলি রাজনৈতিক স্পষ্টভাষণের সমষ্টি; গণতান্ত্রিক যুগে প্রত্যেক ব্যক্তির অবশ্য পঠনীয়। ২৪০ পৃষ্ঠা, মূল্য ৫০ নয়া পয়সা।
PB-3. Price: 50 nP.

নববধূর আগমন—স্টিফেন ক্রেন। অনুবাদিকা : সাধনা দেবী। লেখক সম্পর্কে এইচ. জি. ওয়েল্‌স বলেছেন, "অনস্বীকার্যভাবে তিনি এযুগের শ্রেষ্ঠ লেখক।" সেই শ্রেষ্ঠত্বের ছাপ প্রত্যেকটি গল্পের মধ্যেই আছে। ২১৭ পৃষ্ঠা, মূল্য ৭৫ নয়া পয়সা। PB-4. Price: 75 nP.

সেতুর ওপারে মুক্তি—জেম্‌স এ. মিচেনার। অনুবাদক : মন্মথকুমার চৌধুরী। খালি হাতে বহুসংখ্যক রাশিয়ান ট্যাঙ্ক ধ্বংস ক'রে অবশেষে বিপর্যস্ত বিভ্রান্ত হাঙ্গেরিয়ান নরনারী সীমান্তে "আন্দোর সেতু" পা

হয়ে আশ্রয়লাভের আশায় অস্ট্রিয়ায় উপস্থিত হ'লে সাংবাদিকরা তাদের মর্মান্তিক যে-বিবরণ পান তারই ভিত্তিতে রচিত। ২৬৪ পৃষ্ঠা, মূল্য ৭৫ নয়া পয়সা। PB-5. Price: 75 nP.

রূপান্তর— ফ্রেডরিক লিউইস অ্যালেন। অনুবাদিকা : ইন্দ্রাণী রায়। ১৯০০ থেকে ১৯৫০ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত আমেরিকার অর্থনীতি, রাজনীতি, সমাজনীতি, আচার-ব্যবহার, পোশাক-পরিচ্ছদ, চিন্তাজগৎ প্রভৃতিতে যে যুগান্তকারী পরিবর্তন ঘটেছে তারই বিস্তারিত বিবরণ, চিত্তগ্রাহী গল্পের ধরনে লেখা। ৩২৪ পৃষ্ঠা, মূল্য ৭৫ নয়া পয়সা। PB-6. Price: 75 nP.

হে যুদ্ধ, বিদায়—আর্নেস্ট হেমিংওয়ে। অনুবাদিকা : দীপালি মুখোপাধ্যায়। সাহিত্যে নোবেল পুরস্কারপ্রাপ্ত লেখকের বিশ্ববিখ্যাত A Farewell to Arms উপন্যাসের সার্থক অনুবাদ। দশ মাসে ২০ হাজার কপি নিঃশেষিত। ২৭২ পৃষ্ঠা, মূল্য এক টাকা। PB-7. Price: Re. 1-00.

রাশিয়ায় যৌথকৃষি— ফিডর বেলফ। অনুবাদক : অমলেন্দু সেন। উক্রেনের গ্রামাঞ্চলে যৌথকৃষি ও যৌথখামারের বাস্তব বর্ণনা। লেখক স্থানীয় ব্যক্তি, একটি যৌথখামারের সভাপতি হিসাবে কয়েক বছর কাজ করেছিলেন। ২০৪ পৃষ্ঠা, মূল্য ৫০ নয়া পয়সা। PB-8. Price: 50 nP.

শিল্পপতির আসন— ক্যামেরন হলি। অনুবাদক : যোগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় আধুনিক আমেরিকার একটি বৃহৎ শিল্প-প্রতিষ্ঠানের মৃত প্রধানের স্থান কে অধিকার করবেন, সেই প্রশ্নকে কেন্দ্র ক'রে রুদ্ধশ্বাস ঘটনা-প্রবাহ নিয়ে এই উপন্যাস। ৩৬০ পৃষ্ঠা, মূল্য এক টাকা। PB-9. Price: Re. 1-00.

আমার জীবনকথা— হেলেন কেলার। অনুবাদিকা : মায়া ভারা। মূক, বধির এবং অন্ধ একটি মেয়ে কিভাবে নিজের অদম্য ইচ্ছা-শক্তিতে এবং এক করুণাময়ী মহিলার সাহায্যে কথা বলতে ও পড়তে শিখে, উচ্চশিক্ষা পেয়ে, জনসেবা ও পূত চরিত্রের মাধ্যমে অগণিত হৃদয় জয় করল, তারই রসঘন কাহিনী। ১১৯ পৃষ্ঠা, মূল্য ৭৫ নয়া পয়সা। PB-10. Price: 75 nP.

ফিলিপাইনে কৃষিসংস্কার— অ্যাল্‌ভিন এইচ. স্ক্যাফ। অনুবাদক : যোগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়। ফিলিপাইনে 'হাক'-বিদ্রোহের উত্তেজনাপূর্ণ কাহিনী। ১২২ পৃষ্ঠা, মূল্য ৫০ নয়া পয়সা। PB-11. Price: 50 nP.

মার্কিন শাসনপদ্ধতি— আর্নেস্ট এস. গ্রিফিথ। অনুবাদক ঃ যোগেশ চট্টোপাধ্যায়। গণতন্ত্রের স্বর্গ আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের শাসনপ্র বিস্তারিত সর্বাত্মক আলোচনা; রাজনীতির ছাত্রদের এবং অন্যান্য সকলে উপযোগী। ১৬৫ পৃষ্ঠা, মূল্য ৫০ নয়া পয়সা।

PB-12. Price: 50

✓**শান্তির নব দিগন্ত—** চেস্টার বোল্‌জ। অনুবাদক ঃ অধ্যাপক পরিমল ঘোষ। রাষ্ট্রদূত বোল্‌জ এসিয়ার বহুস্থান ভ্রমণ করে লেনিন, ইয়াৎসেন ও গান্ধীর নেতৃত্বে তিনটি দেশের নব-জাগরণের তুলনামূলক আলোচনা করেছেন। ৪৩৬ পৃষ্ঠা, মূল্য এক টাকা।

PB-13. Price: Re. 1-00

ভারত-ই আমার দেশ— সিন্‌থিয়া বোল্‌জ। অনুবাদিকা ঃ ইন্দ্রাণী রায়। আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের পূর্বতন রাষ্ট্রদূত চেস্টাব বোল্‌জের কন্যা পিত. সঙ্গে এদেশে থাকার সময় দিল্লীতে ও শান্তিনিকেতনে শিক্ষালাভকালীন ও গান্ধীজীর সেবাগ্রাম প্রভৃতি বহুস্থানে যে-অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছিলেন তারই হৃদয়গ্রাহী বর্ণনা। ১১৫ পৃষ্ঠা, মূল্য ৭৫ নয়া পয়সা।

PB-14. Price: 75 nP

আধুনিক বিজ্ঞান ও আধুনিক মানুষ— জেম্‌স বি. কোনাণ্ট। অনুবাদিকা ঃ সাধনা দেবী। লেখক আজকালের আমেরিকার নামকরা বৈজ্ঞানিকদের একজন। তিনি হার্বার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রেসিডেণ্ট ছিলেন এবং ঐ বিশ্ববিদ্যালয়ের পি. এইচ. ডি.। পুস্তকটি ১৯৫২-তে কলাম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রদত্ত "ব্যাম্‌টন বক্তৃতাগুলির" সংকলন। মূল্য ৫০ নয়া পয়সা।

PB-15. Price: 50 nP

রক্তপলাশ— ক্যাথারিন এ্যান পোর্টার। অনুবাদিকা ঃ শিউলি মজুমদার পৃথিবীর বহু স্থানে সমাধিক যশস্বিনী লেখিকার কতকগুলি সার্থক ছোট গল্পের সুনির্বাচিত সংকলন এই পুস্তকটি। ১৮৯ পৃষ্ঠা, মূল্য ৭৫ নয়া পয়সা।

PB-16. Price: 75 nP

আবার রাশিয়ায়— লুই ফিশার। অনুবাদক ঃ অধ্যাপক কান্তিপ্রসাদ চৌধুরী মহাত্মা গান্ধীর জীবনীকার বিশ্ববিখ্যাত লেখক; ১৯২২ থেকে ১৯৩৮ পর্যন্ত রাশিয়ায় কাটিয়েছিলেন। ১৯৫৬-তে তিনি আবার রাশিয়ায় ফিরে গিয়ে স্ট্যালিনের রাশিয়ার বিভীষিকার তুলনায় ক্রুশ্চেভের রাশিয়ায় যে উন্নতি ও পরিবর্তন দেখতে পান, তাঁর সুপরিচিত অনবদ্য রচনা-কৌশলে তারই বিবরণ দিয়েছেন। ২৬৬ পৃষ্ঠা, মূল্য ৭৫ নয়া পয়সা।

PB-17. Price: 75 nP

মূক ছায়া— হেলেন কেলার। অনুবাদক ঃ অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত। মূক, বধির ও অন্ধ বালিকা তাঁর শিক্ষিকা এ্যান সালিভানের সাহায্যে ও নিজের অদম্য অধ্যবসায়ে পড়তে, লিখতে ও কথা কইতে শিখেছিলেন। কিন্তু তিনি যে দার্শনিক উপলব্ধির গভীরতা নিয়ে ভাবতে এবং তাঁর চিন্তাকে সকলের মনে পৌঁছে দেবার জন্য সেগুলি এমন সহজ সারল্যে প্রকাশ করতেও শিখেছিলেন, তারই প্রমাণ এই পুস্তকটি। অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তের অনুবাদে প্রাণবন্ত। ১৩৪ পৃষ্ঠা, মূল্য ৫০ নয়া পয়সা।

PB-18. Price: 50 nP.

ভীতি-শৃঙ্খল— এন. নারোকফ। অনুবাদক ঃ সমরেশ খাসনবিশ। কমিউনিস্ট রাশিয়ায় স্ট্যালিনের আমলে যে অবাধ অত্যাচার ও বিভীষিকা উচ্চনীচ সকল ব্যক্তিকেই সদাসর্বদা একটি আতঙ্কের শৃঙ্খলে বন্ধ রেখে জর্জরিত করেছিল—এই উপন্যাসটি তারই একটি সুলিখিত অনবদ্য চিত্র। ২৯৪ পৃষ্ঠা, মূল্য ৭৫ নয়া পয়সা। **PB-19. Price: 75 nP.**

আগামীকালের প্রান্তে— টমাস এ. ডুলে। অনুবাদিকা ঃ মায়া ভায়া। লেখক কিভাবে কয়েকজন সহকর্মীর সঙ্গে প্রচুর ওষুধ নিয়ে টোটকা ও ওঝা, দারিদ্র্য ও কুসংস্কার এবং নানা প্রকারের রোগে জর্জরিত পূর্ব এসিয়ার সুদূর লাওস অঞ্চলে গিয়ে সেবাকার্য চালান, তারই সরস বিবৃতি। বহু চিত্র সম্বলিত; মূল্য ৭৫ নয়া পয়সা।

PB-20. Price: 75 nP.

আমাদের পরমাণুকেন্দ্রিক ভবিষ্যৎ—এড্ওয়ার্ড টেলার ও এ্যাল্বার্ট এল. ল্যাটার। অনুবাদক ঃ ডক্টর বীরেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়। পরমাণুর কেন্দ্রে যে অমিত শক্তি লুকিয়ে রয়েছে—তার উৎস, তার স্বরূপ, ধ্বংসে ও কল্যাণকার্যে তার অপরিমেয় সম্ভাবনা, মানব শরীরে তার প্রতিক্রিয়া প্রভৃতির পদার্থ-বৈজ্ঞানিক প্রাঞ্জল ব্যাখ্যা করেছেন সরস ভঙ্গিতে। বহু চিত্র ও রেখাচিত্র সম্বলিত। মূল্য এক টাকা।

PB-21. Price: Re. 1-00.

এব্রাহাম লিঙ্কন— লর্ড চার্নউড। অনুবাদক ঃ আশু চট্টোপাধ্যায়। আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের প্রকৃত স্বরূপ ও ঐতিহ্য হৃদয়ঙ্গম করবার দিক থেকে এই জীবনালেখ্যটি অমূল্য ও তুলনাহীন। আমেরিকার এমন সুসম্পন্ন ইতিবৃত্ত এবং লিঙ্কন চরিত্রের এমন সর্বাঙ্গীন ব্যাখ্যা ইতিপূর্বে আর প্রকাশিত হয়নি। ৪৫৪ পৃষ্ঠা, মূল্য এক টাকা।

PB-22. Price: Re. 1-00.

পাঁচ নয়, তিন নয়— হেলেন ম্যাকইনেস। অনুবাদক : সমরেশ ... আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে একটি বৈদেশিক ষড়যন্ত্রের রুদ্ধশ্বাস ঘটনাপ্রবাহ নিয়ে সাড়ে চারশত পৃষ্ঠাব্যাপী সুবৃহৎ উপন্যাস। মূল্য ৭৫ নয়া পয়সা।
PB-25. Price: 75 nP

ঘোরান সিঁড়ি— মেরী রবার্টস রাইনহার্ট। অনুবাদক : বিজন মুখোপাধ্যায়, এযুগের চিত্তাকর্ষক রহস্য-উপন্যাসগুলির মধ্যে এই পুস্তকটিকে শীর্ষ স্থান দেওয়া যেতে পারে। চমকপ্রদ ঘটনাবলীর আবর্তে রুদ্ধশ্বাস পাঠক রসোত্তীর্ণ সাহিত্যানুভূতিও অনুভব করবেন। ২১০ পৃষ্ঠা, মূল্য ৭৫ নয়া পয়সা।
PB-26. Price: 50 nP

ও হেনরির গল্প— অনুবাদক : বিমল মিত্র। যে-গল্পগুলি পৃথিবীর পাঠক চিত্ত জয় করেছে সেগুলির রসোত্তীর্ণ ভাষান্তর করেছেন বিমল মিত্রের মত সুবিখ্যাত কৃতী কথা-সাহিত্যিক। ২৪০ পৃষ্ঠা, মূল্য ৭৫ নয়া পয়সা।
nP

ছোটদের জন্য

সচিত্র বর্ণমালা— শিশুদের পরিচিত বস্তুগুলির চিত্তাকর্ষক রঙিন ছবির সাহায্যে বর্ণগুলির সহিত শিশুদের প্রথম উৎসুক পরিচয় স্থাপনে এই সুদৃশ্য পুস্তকটি অগ্রাধিকারের দাবি রাখে। শক্ত মলাট : মূল্য ৭৫ নয়া পয়সা।
PB-23. Price: 75 nP.

সচিত্র শব্দমালা— ত্রিশতাধিক শব্দ, ছড়া ও রঙিন ছবি সমন্বিত এই পুস্তকটি শিশুসাহিত্য-জগতে বিস্ময় ও প্রবল আগ্রহের সৃষ্টি করবেই। এই ধরনের প্রচেষ্টা এদেশের প্রকাশন জগতে এই প্রথম। মূল্য ৭৫ নয়া পয়সা।
PB-24. Price: 75 nP